বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

মূল—বঙ্গানুবাদ—বিবৃতি সহ

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত

কাশীরাজ-পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন অনূদিত

সুলভ সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচারব্রত—বহুশাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্রে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

দশম স্কন্ধ

দশম স্কন্ধের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীমদ্ভাগবত

দশমঃ স্কন্ধঃ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ। রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥
যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম। তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ ॥ ২ ॥
অবতীর্য্য যদোর্ব্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ। কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥৩॥

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥ ৪ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের এবং উভয়বংশীয় নরপতিগণের অত্যন্ত বিস্ময়াবহ চরিত্র সম্যক্‌রূপে বলিয়াছেন। ১

পরম ধর্ম্মশীল যদুরও বংশাবলী বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। এক্ষণে সেই যদুবংশে বলদেবের সহিত অবতীর্ণ বিষ্ণুর পরমাদ্ভুত চরিত্র সমুদয় বর্ণন করুন। ২

ভগবান্ ভূতভাবন সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বিস্তৃতরূপে বলুন। ৩

হে ব্রহ্মন্! বাসনাশূন্য মহাজন কর্ত্তৃক গীয়মান সংসার-রোগের মহৌষধ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তিকর উত্তমশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ঔদার্য্য, বাৎসল্য, ভক্তানুকম্পা প্রভৃতি গুণ-কথা হইতে আত্মঘাতী, পশুঘাতী (ব্যাধ) বা স্বর্গাভিলাষী কর্ম্মী ব্যতীত কেহ বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে না। ৪

বিবৃতি—সকল কথার মূল শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে অত্যন্ত উৎসুক পরীক্ষিৎ বক্তার উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত পরমভাগবত শুকদেব ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ১

তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য—ইহার সাহজিক অর্থ করিলে, পূর্ব্বগ্রন্থবিরোধ হয়, ভাগবতের সিদ্ধান্ত—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', তিনি পূর্ণ, অংশ হইতে পারেন না, সুতরাং অংশ পদ দ্বারা বলদেবের সহিত এই অর্থ ই বুঝাইবে। অথবা বিষ্ণুর পরমাদ্ভুত চরিত্রকথা সম্পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না, সুতরাং আংশিকভাবে বর্ণন করুন। ২

পূর্ব্বে জাতো গতঃ পিতৃগৃহাৎ ইত্যাদি শ্লোকে সংক্ষেপে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে উহা বিস্তৃতরূপে রাজা শুনিতে চাহিয়াছেন। ৩

হে ব্রহ্মন্! বিস্তৃতরূপে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে আমাদের বিরক্তি জন্মিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, ইহলোকে মুক্ত, মুমুক্ষু বা বিষয়ী এই তিন প্রকার লোকের পক্ষেই হরিকথা অতি উপাদেয়। মুক্তগণ যে বিষয় আলোচনা দ্বারা পরম নির্বৃতি লাভ করেন, তাহাতে কোনরূপ অভিসন্ধি নাই, তাহা অনায়াসেই সকলে গ্রহণ করিতে

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈর্দ্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ॥ ৫॥
দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ॥ ৬॥
বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্ব্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥ ৭॥

আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ যাঁহাকে (যে শ্রীকৃষ্ণকে) কর্ণধাররূপে পাইয়া দেবজয়ী অতিরথ ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিলপূর্ণ দুস্তর কৌরবসৈন্য-সাগর গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, (তাহার কথা বলুন)। যখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডববংশের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য কুরু-পাণ্ডববংশের বীজস্বরূপ মাতৃগর্ভস্থ আমার এই দেহ অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শরণাগতা মাতার (উত্তরার) কুক্ষিমধ্যে যিনি—গৃহীতচক্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন (তাঁহার কথা বলুন)। ৫-৬

হে জ্ঞানিন্! যিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে এবং বাহিরে কালরূপে অবস্থিত এবং সাধারণত সাধনভজনহীন ব্যক্তিগণের নিয়ন্তা যমরূপে মৃত্যু এবং কালরূপে অর্থাৎ "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে" এই শাস্ত্রোক্ত মহাপ্রলয়ে মুক্তি দান করেন, অথবা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মুক্তি এবং বহিরঙ্গ আপাতত শত্রুরূপী কংসাদি দৈত্যগণকে কালরূপে নিধন ও মোক্ষ দান করিয়া থাকেন, সেই মায়া-মনুষ্য (নরাকারে পুরুষোত্তম) ভগবানের মাহাত্ম্যপূর্ণ কথা বর্ণন করুন। ৭

পারে। মুমুক্ষুগণও সংসারনিবৃত্তির জন্য এই হরিকথা শ্রবণের অধিকারী। বিষয়িগণও শ্রবণেন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তিকর বলিয়া ইহা অবশ্য গ্রহণ করিবেন, তবে এই সংসারে কাহারা হরিকথায় বীতশ্রদ্ধ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন, যাহারা ব্যাধের ন্যায় কঠোরহৃদয় কিম্বা স্বর্গভোগ-লালসায় পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী, তাহারাই হরিকথায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে। এখানে আত্মঘাতী এই পদের অর্থ একাদশে ঋষি বলিয়াছেন, যাহারা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া হরিকথারূপ ভেলার সাহায্যে ভবসমুদ্র পার হয় না, তাহারাই আত্মঘাতী।

সংসার-রোগ-তৃষ্ণা, যাঁহারা তৃষ্ণা-ব্যাধির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, তাঁহারাই মুক্ত, এবং তাঁহারা বিশেষ করিয়া জীবদুঃখনিবৃত্তির জন্য বলিয়া থাকেন, হে সংসার-তাপতপ্ত জীবগণ, আমরা হরিকথা নিষেবণে নিরাময় হইয়াছি, তোমরাও আমাদের ন্যায় ইহা শ্রবণ-মননাদি দ্বারা নিরাময় হও। এই ঔষধ শ্রবণেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা পান করা হইয়া থাকে এবং ইহা অন্য ঔষধির তুল্য কটু তিক্ত নহে। পশুঘ্ন পদে স্বর্গাভিলাষী কর্ম্মী, সুতরাং তাহারাই হরিকথায় বিরক্ত হয়। 'স্বৈর্বর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ।' ইহাতে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই আনন্দ, বক্তা ও শ্রোতার বীতশ্রদ্ধ না হইবার কারণ শ্রোত্রমনোভিরামাৎ।

পুমান্—পুরুষের প্রাধান্য নিবন্ধন তাহার উক্তি, অথবা পুমান্ পদে জীবমাত্র।

পশুঘ্নাৎ—উভয় লোকে আত্মক্লেশপ্রদ বলিয়া তাহাকে ব্যাধ বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে আছে 'ব্যাধ মাজীব মাম্বর'। ৪

অতিরথ—অতিরথ "একাদশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্, অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ"। 'অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোতিরথস্তু সঃ।' প্লব—যাহার সাহায্যে পার হওয়া যায়। ভেলা, তরণী, কর্ণধার প্রভৃতি। যেমন বায়ুবেগে অনায়াসে সমুদ্রে বণিক্‌গণ গমন করেন, সেইরূপ তিমিঙ্গিল, শত যোজনবিস্তৃত তিমি নামক মৎস্যকে যে গিলিয়া খায়। ৫

প্রথম স্কন্ধে এই বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৌরবদিগের কেহ না থাকায় উভয় বংশের জলপিণ্ডদাতা পরীক্ষিৎ। এই জন্য তাঁহাকে সন্তানবীজ বলা হইয়াছে, যিনি এই বংশের রক্ষাকর্ত্তা আমার প্রাণদাতা, তাঁহার বিষয় শুনিতে বিরক্তি হইলে অকৃতজ্ঞতা হয়। ৬

অন্তর্ব্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ—সকল প্রাণীর অন্তরে পুরুষরূপে, বাহিরে কালরূপে সংসার ও মোক্ষ যিনি দান করেন। কংস প্রভৃতির মৃত্যু ও তৎপরে মোক্ষ বিধান করিয়াছেন। কংসের নিকট তিনি মৃত্যুপুরুষরূপে বিদ্যমান

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া। দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥ ৮ ॥
কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ব্রজং গতঃ। ক বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৯॥
ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ। ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাঽতদর্হণম্ ॥ ১০ ॥
দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতিবর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ। যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ॥১১॥

এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥ ১২ ॥
নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ১৩ ॥

হে প্রভো! আপনি একবার বলিয়াছেন, সঙ্কর্ষণ রাম রোহিণীর পুত্র, আবার তাঁহাকেই দেবকীর গর্ভজাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (এই বাক্যে সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিতেছি) কি প্রকারে একই দেহে রোহিণীতনয়ের দেবকীগর্ভসম্বন্ধসম্ভব হইতে পারে? ৮

এবং কি কারণেই বা ভগবান্ মুকুন্দ পিতৃগৃহ হইতে ব্রজধামে গমন করেন? প্রকটভাবে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণের সহিত কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? ৯

ভগবান্ কেশব ব্রজে এবং মধুপুরে অবস্থানকালে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, আর কি কারণেই বা অবধ্য মাতুল কংসকে স্বয়ং বধ করিয়াছিলেন? ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষদেহ পরিগ্রহ করিয়া বৃষ্ণিগণের সহিত যদুপুরীতে (দ্বারকায়) কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কতগুলি পরিণীতা পত্নী ছিল? হে সর্ব্বজ্ঞ! মুনে! শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল আমার নিকট জিজ্ঞাসিত ও অপৃষ্ট সকল কৃষ্ণলীলা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। ১১-১২

হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখকমলনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করায় অতি দুঃসহ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, জলবিন্দু পর্য্যন্ত পান না করিলেও আমাকে পীড়া দিতে অক্ষম হইয়াছে। ১৩

ছিলেন। 'মৃত্যুর্ভোজপতেঃ' অথচ কালরূপে মোক্ষ দান করেন। চকার দ্বারা যে যে-রসের ভক্ত, তাহাকে সেই সেই ফল দান করেন, ইহাই বুঝায়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। অথবা অন্তরে বা বাহিরে যে সকল পুরুষ ও কালের রূপ বিদ্যমান আছে, তাহা দ্বারা—বিষ্ণুরূপ দ্বারা—অমৃত—পরমানন্দ, তদ্ভাবে কালরূপে বিবিধ দুঃখ অথবা বাহিরে অন্তরে মুক্তি বা বাহিরে অন্তরে মৃত্যু অথবা কালরূপ পদে সহজ শ্যামল পুরুষবিগ্রহ শ্রীরামাদি মূর্ত্তি দ্বারা রাবণাদির মৃত্যু ও মোক্ষ যিনি দান করেন। ৭

বিবৃতি—বলং গদং সারণঞ্চ দুর্ম্মদং বিপুলং ধ্রুবম্।
বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ।
বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্টপুত্রানজীজনৎ ইত্যাদি।
বসুং সঙ্কর্ষণং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহেশ্বরম্।
এই কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ৮

মধুপুরী—মথুরা, রামায়ণে বর্ণিত আছে, শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণ দৈত্য নিহত হইলে তদ্দ্বারা ঐ স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়, তখন উহার নাম ছিল মধুরা। ১০

হে মুনে! আমি তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া আক্ষেপবশে শমীক মুনির গলদেশে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছিলাম। সেই ব্রাহ্মণের অপমান করার জন্য আমি মহা অপরাধী, সেই জন্য তদবধি আর জলবিন্দু পর্য্যন্তও আমি পান করি নাই। আপনার করুণায় ঐ শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত পানে তৃপ্ত ও জীবিত আছি, কথাশ্রবণে অণুমাত্রও বিঘ্ন হয় নাই।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, পদ্মে মধুই থাকে, অমৃত থাকে না, তবে শুকদেবের মুখ-পদ্ম হইতে হরিকথামৃত কিরূপে নিঃসৃত হইল? উত্তর—পঞ্চামৃতমধ্যে মধু উক্ত হওয়ায় সেও অমৃত। অথবা অম্ভোজ পদে চন্দ্র বুঝিতে হইবে, চন্দ্রে অমৃত থাকে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ১৩

সূত উবাচ।

এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।
প্রত্যর্চ্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

সম্যগ্‌ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম। বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥১৫॥
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥১৬॥
ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ। আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ। উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥ ১৮॥
ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ। জগাম স ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ১৯ ॥

সূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন শৌনক! এই প্রশ্নসমূহ শ্রবণ করিয়া, পরমভাগবত, ব্যাসনন্দন শুকদেব, (মাতৃগর্ভে কৃষ্ণ-রক্ষিত) রাজা পরীক্ষিৎকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কলিকলুষনাশন পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! যখন কৃষ্ণকথায় তোমার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন তোমার বুদ্ধি কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধির যে স্থানে স্থির থাকা উচিত, সেই স্থানেই স্থিতি লাভ করিয়াছে। ১৫

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যেরূপ সিঞ্চনকারী, গ্রহণকারী ও নিকটস্থ ব্যক্তিকে কিম্বা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই লোকত্রয়কে পবিত্র করেন, সেইরূপ কৃষ্ণকথা প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৬

হে রাজন্! পৃথিবী দৃপ্ত রাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার ভারে আক্রান্তা হইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগতা হইলেন। ১৭

পৃথিবী বিষণ্ণা অশ্রুমুখী গাভীরূপ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার দুঃখের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। ১৮

অনন্তর ব্রহ্মা সেই সকল কথা সাবহিতভাবে শ্রবণ করিয়া—ত্রিলোচন, দেবগণ ও গোরূপধরা ধরণীর সহিত ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। ১৯

বিবৃতি—কলিকল্মষঘ্নং—এই পদটি কৃষ্ণ-চরিত্রের অথবা পরীক্ষিতের বিশেষণ, অর্থ—কলিতে যে পাপ কিম্বা কলহরূপ যে পাপ কিম্বা কলি ও পাপনাশক কৃষ্ণচরিত্র অথবা কলিরূপ পাপজয়ী যে রাজা ভাগবতপ্রধান, ভগবদ্‌ভক্তগণ অথবা ভাগবতশাস্ত্র পরম আদরণীয় যাঁহার, সেই শ্রীশুকদেব! শুকপক্ষীর ন্যায় মধুর কথা বলিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসকে শুক নাম রাখিবার উপদেশ প্রদান করেন। ১৪

গঙ্গা যেমন স্নানকর্ত্তা ও তাহার ঊর্দ্ধতন ও তাহার অধস্তন এই তিন পুরুষকে পবিত্র করেন অথবা প্রযোজক, প্রযোজ্য ও উৎসাহদাতা এই তিন পুরুষকে পবিত্র করেন। ফল কথা, ভাগবতের সহিত সেইরূপ যে কোনরূপে (অর্থাৎ বক্তা শ্রোতা প্রভৃতি রূপে) সম্বন্ধ হইলেই সেই ব্যক্তি পবিত্র হইয়া থাকে। ১৬

ব্রাহ্মণদ্বেষী দেবনিন্দক পরশ্রীকাতর পাপপরায়ণ কংসের ও তদনুগত ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, মুন্দ প্রভৃতির ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে তিনি যে নিতান্ত অশক্তা এবং পরিণামে তিনি রসাতলে প্রবেশ করিবেন, সেই কথা বলিয়াছিলেন। ১৮

ব্রহ্মা মনে করিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিকার্য্য আমার, কিন্তু উহা রক্ষা করার কর্ত্তা বিষ্ণু, তিনি ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং সেই স্থানে যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। ১৯

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্। পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥ ২১ ॥

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥ ২২ ॥

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥
বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥২৪॥
বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥২৫॥

সেই ক্ষীরসমুদ্রতীরে গমন করিয়া সমাহিত-চিত্তে পুরুষসূক্ত দ্বারা (বেদোক্ত নারায়ণের স্তুতি) দেবদেব সর্ব্বক্লেশনাশক জগন্নাথ পরম পুরুষের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ২০

বিধাতা সমাধিসময়ে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন, হে অমরগণ, পরম পুরুষ ভগবানের বাণী আমার শ্রবণ কর, এবং অতি শীঘ্র তদনুসারে কার্য্য কর, বিলম্ব করিও না। ২১

ভগবান্ হরি, আমাদের নিবেদনের পূর্ব্বেই ধরণীর সন্তাপবিবরণ অবগত হইয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমকারণ যত দিন মর্ত্ত্যলোকে প্রকটিত হইয়া স্বীয় কালশক্তিপ্রভাবে ভূভার হরণ করিতে থাকিবেন, তত দিন তোমরা নিজ নিজ অংশে যদুবংশে জন্ম গ্রহণ কর। ২২

ভগবান্ পরমপুরুষ স্বয়ং বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, সুতরাং তাঁহার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত দেব-পত্নীগণও মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করুন। ২৩

বাসুদেবের অংশ, সহস্রবদন, স্বরাট্ (স্বয়ংদীপ্ত স্বাধীন) অনন্ত (বলদেব) হরির প্রিয় করিবার জন্য অগ্রেই (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে) প্রাদুর্ভূত হইবেন। ২৪

ভগবতী বৈষ্ণবী মায়া—যিনি জগৎকে সম্মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি প্রভু কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া দেবকীর গর্ভসঙ্কর্ষণ কংস-মোহনাদি বিষ্ণুর কার্য্যের জন্য সম্ভূতা হইবেন। ২৫

বিবৃতি—বৃষাকপি—যিনি কাম্য দান করেন ও ক্লেশ দূর করেন। ২০

তৎপ্রিয়ার্থং—তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত অথবা তাঁহার পত্নীগণের নিমিত্ত অর্থাৎ শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি দেবী-গণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত। ২৩

স্বরাট্—স্বাধীন, রামাবতারে অনন্তদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ হইয়াছিলেন এবং আদর্শ ভ্রাতৃভক্তি দেখাইয়াছিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাই এই জন্মে তাঁহার কোনরূপ পার-তন্ত্র্য নিবন্ধন দুঃখ না হয়, এই কারণে জ্যেষ্ঠের স্থান দিয়া-ছিলেন। ২৪

বৈষ্ণব-ব্যাখ্যাতৃগণ. এই স্থলে মায়া পদে যোগমায়া ও মায়া এইরূপ অর্থ করেন ; তাঁহারা বলেন, ভক্ত ও বিদ্বেষ্টা উভয়ের মোহনার্থ যোগমায়া প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া-ছিলেন। বৈষ্ণবী মায়া যোগমায়া,তিনি নিজের অংশ বহিরঙ্গ মায়ার সহিত কার্য্যসাধনের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূতা হইবেন। অথবা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতভেদে জগৎ দুই প্রকার, যিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত ও অংশ দ্বারা প্রাকৃত জগৎ মুগ্ধ করেন, তিনিই যোগমায়া ; ইনি একা, একবিধা, দেবকীর গর্ভসঙ্কর্ষণ যোগমায়ার কার্য্য, কংস-বঞ্চনাদি কার্য্য মায়ার, দুর্য্যোধনাদির মোহনও মায়ার কার্য্য ; যশোদা, নন্দ প্রভৃতির বিশ্বরূপাদি-দর্শনে যে মোহ, উহা মায়ার কার্য্য নহে, উহা বাৎসল্য-জনিত প্রেমাতিশয়। উহা মায়া নহে—প্রেমের স্বভাব, 'বৈষ্ণবীং ব্যতনোম্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ' ইত্যাদি দ্বারা যে মায়া বলা হইয়াছে, উহা মোহনরূপ মায়ার সাধর্ম্ম্যদর্শনে বলা হইয়াছে।

অথবা যিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মায়া বিষ্ণুর প্রভু শঙ্কর কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া কার্য্য (কংসবঞ্চন, যশোদা-মোহনাদি) সাধনের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূতা হইবেন, অথবা প্রভু শঙ্কর কর্তৃক আদিষ্টা মায়া বিষ্ণুর কার্য্যসম্পাদনার্থ প্রাদুর্ভূতা হইবেন "পার্ব্বতীং

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ। আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥২৬॥

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্। মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥২৭॥

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাম্। মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥২৮॥

তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ। দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥২৯॥

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ ॥৩০॥

চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্। অশ্বানামযুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্‌শতম্ ॥ ৩১ ॥

দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে। দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥৩২॥

শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্। প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥

শুকদেব বলিলেন, প্রজাপতিনাথ ব্রহ্মা দেবগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া ও ধরণীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিজ ধাম সত্যলোকে গমন করিলেন। ২৬

পূর্ব্বকালে যদুপতি শূরসেন মথুরাপুরীতে বাস করিতেন এবং মথুরা ও শূরসেন প্রদেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তদবধি সেই প্রসিদ্ধ মথুরাপুরী সমুদায় যাদব-ভূপতির রাজধানী হয়,—যে স্থানে ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন। ২৭-২৮

কোনও সময়ে শূরবংশীয় বসুদেব, সেই মথুরাপুরীতে দেবকী দেবীকে বিবাহ করেন, ঐ নববিবাহিতা পত্নীর সহিত নিজ গৃহে গমন করিবার জন্য রথে আরোহণ করিলেন। ২৯

উগ্রসেনের পুত্র কংস ভগিনীর প্রিয়কামনায় সেই রথের অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিয়াছিল এবং অসংখ্য স্বর্ণখচিত সুরম্য রথে পরিবৃত ছিল। ৩০

দেবকীর পিতা দেবক কন্যাবৎসল ছিলেন, তিনি জামাতা ও কন্যার গৃহগমনকালে কন্যাকে স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত চারি শত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ, এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিতা নবযৌবনা সুকুমারী দুই শত দাসী যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। ৩১-৩২

হে তাত! পরীক্ষিৎ! বর-বধূর যাত্রাকালে তাহাদের মঙ্গলার্থ শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, এবং দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। ৩৩

দেহি দেবেশ! অহং স্থিত্বা গমিষ্যতি" এই ভবিষ্য-পুরাণের বাক্য এই অর্থের সাধক। ইত্যাদি রূপ বহু অর্থই করা যায়। আমাদের মনে হয়, সহজ সরল ও যে অর্থে বিরোধ হয় না, সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করা উচিত। পরন্তু যে সকল টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক অর্থই করিয়াছেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ অর্থ প্রদর্শন করান সম্ভবপর নহে, তাই সামান্যরূপ প্রদর্শিত হইল। ২৫

বিবৃতি—যে সকলের চিত্ত মন্থন করে, তাহার নাম মথুরা, অথবা শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক যমুনাতটে নিবেশিত পুরী। যদুপতিপদে যদুকুলশ্রেষ্ঠ, যযাতি-শাপে যদুকুলের রাজত্ব ছিল না, পরন্তু তৎকালে শূরসেন প্রভৃতির পরাক্রমে সকলেই তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় দর্শন করিত ও সম্মান করিত। যাদবগণ ঐ পুরী ও মাথুর মণ্ডল এবং শূরসেন প্রদেশ ভোগ করিতেন, কিন্তু রাজা ছিলেন না। ভগবান্ হরির সান্নিধ্য-প্রযুক্তও মথুরা রাজধানী, এই মথুরায় হরির নিত্য অধিষ্ঠান এই কথা বলায় মথুরার নিত্যত্ব বুঝায়, এবং পদ্মপুরাণের কথায় জানা যায়, মথুরা বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যথা—"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী"। ২৭-২৮

সূর্য্যয়া পদে নববিবাহিতাকে বুঝায়।

উগ্রসেনের পুত্র বলিলেই কংসকে বুঝায়, তথাপি কংস পদ থাকায় কংস পদে জগৎহিংসক বুঝিতে হইবে; সুতরাং সেই কংস ভগিনীর প্রতি ঐরূপ স্নেহ দেখাইয়া ভবিষ্যতে যে দুর্ব্যবহার করিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ, ক্রুর লোকের ভালবাসাও পরিণামে অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। ৩০

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্। অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥৩৪॥
ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ। ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥৩৫॥
তং জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্। বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ। স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥ ৩৭ ॥
মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥৩৮॥

সে যাহাই হৌক, অশ্বরজ্জুধারী কংসের গমন-সময়ে পথিমধ্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ আকাশবাণী হইল, হে মূর্খ কংস! তুমি যাহাকে বহন করিতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভ তোমাকে বধ করিবে।৩৪

এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণমাত্রেই ভোজকুল-কলঙ্ক সেই ক্রূর পাপিষ্ঠ কংস তৎক্ষণাৎ এক হস্তে দেবকীর কেশবন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক অপর হস্তে খড়্গ লইয়া দেবকীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। ৩৫

মহাভাগ বসুদেব সেই নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর নিন্দিত-কর্ম্মা কংসকে সাম ও ভেদ প্রদর্শন করাইয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন, হে বীর! তুমি ভোজবংশের যশোবর্দ্ধনকারী, শূরগণ তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব তুমি কি প্রকারে তোমার অবলা ভগিনীকে বিবাহোৎসবমধ্যে বধ করিবে? ৩৬-৩৭

হে বীর! (তুমি কি আপন অপরিহার্য্য মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া, ভগিনীর প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছ?) জন্মধারী জীবগণের দেহের সঙ্গেই মৃত্যুও জন্মিয়া থাকে, সুতরাং আজই হৌক, অথবা শত বৎসর পরেই হৌক, প্রাণিগণের মৃত্যু সুনিশ্চিত। ৩৮

বিবৃতি—অষ্টম পুত্র না বলিয়া অষ্টম গর্ভ বলায় কন্যা-দর্শনে কংসের মনে সন্দেহ হয় নাই। আকাশবাণী হওয়ায় তাৎপর্য্য এই—দেবকীর প্রতি কঠোর পীড়ন না হইলে বিপদ্‌ভঞ্জন হরি শীঘ্র অবতীর্ণ হইবেন না, এই মনে করিয়া দেবগণ শূন্য হইতে ভগবদবতারের জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলেন। ৩৪

কুলপাংসন—কুলদূষণ, কুলকে যে ধূলি করে, যে বাম হস্তে ভগিনীর প্রীতির নিমিত্ত অশ্বের রজ্জু ও দক্ষিণ হস্তে প্রতোদ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই বাম হস্তে ভগিনীর কেশ ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ গ্রহণ করিল, খলের স্নেহ লোক-লজ্জা বা ধর্ম্মভাবকে অপেক্ষা করে না। ৩৫

মহাভাগ—আমা হইতে ভগবদবতার হইবে বলিয়াই দেবগণ আমার জন্ম-সময়ে আনন্দে ভূরি ভূরি দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন, অতএব আমি অবশ্যই দেবকী-হত্যার প্রতীকার করিতে পারিব, ইহা ভাবিয়াই বসুদেব সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সাম পাঁচ প্রকার ;—"সম্বন্ধলাভোপকৃতিহ্যভেদো গুণকীর্ত্তনম্। সাম পঞ্চবিধং ভেদো দৃষ্টাদৃষ্টভয়ং বচঃ॥" সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ, গুণবর্ণন এই পাঁচ প্রকার সাম। দৃষ্ট ও অদৃষ্টভয় এই দ্বিবিধ ভেদ। অথবা মহাভাগ পদ দ্বারা ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ব্যাঘ্র-সর্পাদিও প্রতিকূলতা করে না, ইহাই বলা হইয়াছে, বসুদেবের সান্ত্বনা-বাক্য বলিবার পক্ষে এই একটিমাত্র হেতু তিনি মহাভাগ্যবান্। ৩৬

যে বীর, যাঁহার গুণগাথা বীরগণ বর্ণন করেন, তিনি কখনও স্ত্রীহত্যা করিতে পারেন না, বিশেষতঃ সেই স্ত্রী নিজের ভগিনী। পক্ষান্তরে, শ্লেষবাক্যে কংসের স্বরূপই বসুদেব বলিয়াছেন,—বীরগণই তোমার গুণ কীর্ত্তন করে, সাধু বা পণ্ডিতগণ করেন না, এবং যাহারা তোমার অন্নদাস, তাহারাই তোমার যশঃখ্যাপন করে। এই শ্লোকে ঐহিক যশোহানি ও পারত্রিক নরক এই দ্বিবিধ ভেদ বলা হইয়াছে। অথবা ভোজগণ কলহকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তুমি সেই ভোজবংশীয়, তুমি মাত্র ভগিনীকে বধ করিবে কেন, সকল কুলকেই ধ্বংস করিবে। ৩৭

বীর বলিয়া কংসকে সম্বোধন করায় ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, বীরের খড়্গ বীর-শোণিতেই রঞ্জিত হইয়া থাকে, স্ত্রীর রক্তে হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, নিন্দাও করা হইয়াছে যথা—মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য এবং তাহার উপর কাহারও প্রভুত্ব নাই, তখন তোমারই খড়্গাঘাতে যে দেবকীর মৃত্যু হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তুমি বীর হইতে পার—তত্ত্ববিচারাদিতে তোমার কোন্ জ্ঞান নাই। অথবা বীর এই সম্বোধন দ্বারা তুমি যখন বীর, তখন মৃত্যুর ভয় তোমার থাকা উচিত নয়, ইহা সূচিত হইয়াছে। ৩৮

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ। দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥৩৯॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥ ৪০ ॥
স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥ ৪১ ॥
যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥

এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহী কর্ম্মবশে অবশ হইয়া অপর দেহ গ্রহণ ও পূর্ব্ব-দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে। ৩৯

হে বীর! (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখ) যেমন গমনকারী পুরুষ গমনকালে এক পদে অগ্রবর্ত্তী ভূমিকে অবলম্বন করিয়া অপর পদে পূর্ব্ব ভূমি ত্যাগ পূর্ব্বক নূতন ভূমি আশ্রয় করিয়া গমন করে, কিম্বা তৃণ-জলৌকা (চিনে জোঁক) এক তৃণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরে পূর্ব্বগৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, সেইরূপ দেহাভিমানী জীবও এক দেহ আশ্রয় করিয়া অন্য দেহ ত্যাগ করে ও কর্ম্মপথে ভ্রমণ করে। ৪০

জন্ম ও মৃত্যু দেহের, দেহীর নয়। কারণ, জীবিতাবস্থাতেই প্রতিদিন দেহপ্রাপ্তি ও দেহত্যাগ হয়, ইহা নিজের অনুভব দ্বারা প্রমাণ করাইতেছেন, যথা—

লোকে যেমন জাগ্রদবস্থায় রাজাদিকে দেখে এবং ইন্দ্রাদির কথা শোনে, পরে ঐ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ভাবিতে ভাবিতে তজ্জন্য সংস্কার জন্মে, পরে সেই সংস্কারযুক্ত মনের দ্বারা উহা চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্নে জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বা শ্রুত রাজাদির দেহের অনুরূপ দেহ দর্শন করে এবং ক্ষণকালমধ্যে অপগতস্মৃতি অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, রাজাদি দৃশ্য, ইহা ভুলিয়া গিয়া ঐ রাজাদিই হইয়া যায়। ৪১

মৃত্যুকালে চঞ্চল মন কর্ম্মানুগ থাকিয়া দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হওয়ায় মায়া-রচিত পাঞ্চভৌতিক দেবতির্য্যগাদি নানাবিধ দেহ সকলের মধ্যে যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয়, অভিনিবেশবশে সেই সেই দেহ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই দেহে 'আমিই মন' এই অভিমান থাকায় মনের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৪২

বিবৃতি—যদি এই দেহনাশের পর অন্য দেহ লাভ না হইত অর্থাৎ দেহই আত্মা, তাহার অভাবেই সমস্তের অবসান হইবে, তাহা হইলে পাপকার্য্য করিয়াও দেহকে রক্ষা করা যাইত,- কিন্তু তাহাও হয় না, দেহ ও দেহী ভিন্ন, দেহবিনাশে দেহী অপর দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, দেহী জীব কর্ম্মের বশীভূত, তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই; সুতরাং পাপ বা পুণ্যজনক কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া করিতে হয়, যে কার্য্য করিলে পরিণামে অনন্ত দুঃখ, তাহা তুমি কেন করিবে? দেহপ্রাপ্তির নাম জন্ম, দেহত্যাগের নাম মৃত্যু, দেহ পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চত্ব—মৃত্যু,—অপর দেহপ্রাপ্তির পরই পূর্ব্বদেহ ত্যাগ হয়, উহার নাম মৃত্যু বলে। বিধাতা ঐ মৃত্যু লিখিয়া রাখেন না। তৃণজলৌকা—জলে ওকস্ বাস যাহার, তাহাকে জোঁক বলে, বর্ষাকালে তৃণমধ্যে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোঁক জন্মে, উহাকে তৃণজলৌকা বলে, এক দেহ গ্রহণ না করিয়া যদি দেহত্যাগ হইত, তাহা হইলে দেহত্যাগ ও পুনর্দ্দেহান্তর গ্রহণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহাকে দেহী বলা যাইত না। মৃত্যুর সময় আতিবাহিক দেহ গ্রহণ করে, সুতরাং গর্ভকোষে যাইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও সে দেহীই থাকে এবং "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রও সুসঙ্গত হয়। স্বপ্নে দেহাভিমান থাকে না এবং দেহান্তরে অভিনিবেশ দেখা যায়, সুতরাং আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ মরণেও বুঝিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মবশে দেহান্তর লাভ করিয়াই প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে, ইহা দ্বারা দেহপ্রাপ্তি যে অবশ্য, তাহা দৃঢ় করা হইয়াছে। স্বপ্নকালে বাস্তবদেহের স্মরণ থাকে না। রাজাদি দেহে যে জাতীয় ভোগ সম্ভব, তাহাই নিজেকে উপভোগ করিতে দেখে; তখন বাস্তব দেহাত্মাভিমান থাকে না, স্বপ্নদৃষ্ট রাজাদি দেহাভিমান হয়। ৩৯-৪১

আত্মা দেহ ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন হইলেও অবিবেক নিবন্ধন দৈবপ্রেরণায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নানাবিধ দেহ লাভ করে,

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্ গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ৪৩ ॥
তস্মান্ন কস্যচিদ্দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ। আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥৪৪॥
এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা। হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ। ন ন্যবর্ত্তত কৌরব্য পুরুষাদানমুব্রতঃ ॥ ৪৬ ॥
নির্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ। প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥৪৭॥

ঐ চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ যেমন জল ও তৈল-ঘৃতাদি পার্থিব পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুর বেগানুগামী অর্থাৎ কম্পাদিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ জীব নিজের অবিদ্যা-রচিত এই দেহ সকলে রাগানুগত হইয়া বিমুগ্ধ হয়। ৪৩

সুতরাং (যদি তুমি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে) অবিদ্যাবৃত, নিজ কল্যাণকামী জীব, কাহারও দ্রোহ আচরণ করিবে না, কারণ, যে অন্যের হিংসা করে—তাহার অন্য হইতে হিংসা লাভ হয় এবং পরকালে যম হইতে যন্ত্রণার ভয় আছে। ৪৪

তোমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী বালিকা, দীনা এবং পুত্রীতুল্যা অথবা কাষ্ঠপুত্তলিকা তুল্যা (ভয়ে অচেতনপ্রায়) হইয়াছে, তুমি দীনবৎসল, অতএব বিনা অপরাধে এই কল্যাণী দেবকীকে বধ করা তোমার উচিত নহে। ৪৫

শুকদেব বলিলেন, হে কৌরব্য! এইরূপ সাম ও ভেদ উপদেশ দ্বারা কংস সেই ভগিনী-বধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল না। কারণ, সে অতি নির্দ্দয় এবং দৈত্যগণের অনুগামী। ৪৬

তখন বসুদেব কংসের ভগিনী-বধে নির্বন্ধ (স্থির-নিশ্চয়) জানিয়া কিরূপে উপস্থিত কালের প্রতীকার (কংসকে বঞ্চনা) করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া (সেই সময় অতিক্রম করিবার নিমিত্ত) এই উপায় সেই সময়ে উদ্ভাবন করিলেন। ৪৭

হে বীর! আকাশবাণীর মর্ম্মানুসারে—তুমি যদি মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া ভগিনী দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া থাক, তাহা হইলে জীবের জন্ম-মৃত্যু কর্ম্মাধীন হওয়ায় দেবকীর জন্মান্তরের পুত্র হইতে যে তোমার মৃত্যু হইবে না, তাহা কিরূপে স্থির করিলে? অতএব যদি তোমার পূর্ব্ব-কর্ম্মের উপর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উত্তম দেহ লাভের জন্য অথবা দীর্ঘায়ু লাভের নিমিত্ত সদাচার পালন কর। ৪২

বিশ্বনাথ।—জীবের মনোধর্ম্ম প্রাপ্তির কথা বলা যাইতেছে। রাগ বিষয়ভোগেচ্ছারূপ মনোধর্ম্ম। ৪৩

শ্রীকৃষ্ণ-কথারম্ভে বাহ্য বিষয়াসক্তদিগকে একাগ্র করিবার নিমিত্ত আত্মজ্ঞান বৈরাগ্য ও অকার্য্য-নিবৃত্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তুমি যেমন অন্য দ্বারা পীড়িত হইতে ইচ্ছা কর না এবং কেহ দ্রোহ করিলে দুঃখ অনুভব কর, পরেরও ঠিক সেইরূপ, ইহা বুঝিয়া কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। নিজের দুঃখ ভাবিয়া পরদুঃখপ্রদান হইতে বিরত হইতে হয়। উক্ত শ্লোক দ্বারা ভেদদ্বয় বর্ণিত হইয়াছে এবং কৃপা উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ৪৪

প্রশ্ন—বসুদেব সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, তিনি কংসের ন্যায় দুর্ব্বৃত্তকে দীনবৎসল কি করিয়া বলিলেন? উত্তর—উগ্রসেন গোদান করিতে বলিলে কংস উগ্রসেনের বাক্যরক্ষার্থ ব্রাহ্মণদিগকে মৃতপ্রায় অকর্ম্মণ্য গো-বৎস দান করিত—অথবা রাজকর প্রদানে অসমর্থ দীন প্রজার গো-বৎস পর্য্যন্ত গ্রহণ করিত, এই অর্থেও দীনবৎসল বলা যাইতে পারে। যে এত নিষ্ঠুর, সে ভগিনীকে কেন, নিজ বংশকেও নাশ করিতে পারে। ৪৫

কংসের প্রকৃতি নিষ্ঠুর ছিল, তাহাতে আবার তাহার বক অঘ প্রভৃতি দৈত্যগণ ছিল সহচর ও মন্ত্রণা-সচিব। সুতরাং বসুদেবের সাম বাক্য ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা কংস ভগিনী-বধ হইতে নিবৃত্ত হইল না। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, খল ব্যক্তিদিগের নিকট হিতোপদেশ কার্য্যকারী হয় না। ৪৬

মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্। যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥৪৮॥
প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্। সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥৪৯॥
বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদগতির্ধাতুর্দুরত্যয়া। উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥৫০॥
অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়োরদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্ব্বিভাব্যঃ শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥ ৫১ ॥
এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্। পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫২ ॥

(বসুদেব এইরূপ বিবেচনা করিলেন) বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিবল অনুসারে (অর্থাৎ যত দূর বুদ্ধিতে বিষয় করে) মৃত্যুকে নিবারণ করিবে, তাহাতে যদি মৃত্যু (কিংবা কংস) নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে দেহীর অপরাধ নাই। (কারণ, তাহার পর আর জীবের সামর্থ্য নাই)। ৪৮

(বসুদেব বহু চিন্তার পর স্থির করিলেন) আমি মৃত্যুরূপী কংসকে পুত্র সকল সমর্পণ করিব, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া এই দীনা অবলাকে মোচন করিব। পরে আমার যখন পুত্র জন্মিবে, তখন যাহা হয় তাহা হইবে। এখন ত দেবকীর প্রাণ থাকুক, আমার পুত্র না-ও হইতে পারে, হইলে কংসের হস্তে মৃত্যু হইতেও পারে এবং মৃত্যু না-ও হইতে পারে—কিম্বা পুত্রজন্মের মধ্যে কংসেরও মৃত্যু হইতে পারে, আর যদি কংসের মৃত্যু না-ই হয়, তাহা হইলে আমার পুত্রও কংসকে বিনাশ করিতে পারে। এইরূপ বিপর্য্যয় কি হইতে পারে না ? অথবা আমার শিশু পুত্র হইতে যে মহাপরাক্রমশালী কংসের মৃত্যু নিতান্ত অসম্ভব, ইহাও বলা যায় না। কারণ, বিধাতার ইচ্ছা কাহারও খণ্ডন করিবার অধিকার নাই, সুতরাং পুত্র দান করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাই সৎ-পরামর্শ। তাহা হইলে উপস্থিত মৃত্যু নিবৃত্ত হইবে, কালে যদি পুনর্ব্বার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন অপরাধ হইবে না। ৪৯-৫০

অগ্নির কাষ্ঠ-সংযোগ ও বিয়োগের প্রতি অদৃষ্ট ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই (অর্থাৎ গ্রামে গৃহস্থের গৃহে আগুন লাগিলে দাহ করিতে করিতে ঐ অগ্নি নিকটস্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ গৃহ যে দাহ করে, তাহার কারণ যেমন অদৃষ্ট ভিন্ন অন্য কিছুই নহে), সেইরূপ প্রাণীর জন্ম ও মৃত্যু অদৃষ্ট মাত্র, পৃথক্ নিয়ন্তা কিছু নাই, অর্থাৎ কোন্ সময়ে জন্তুর জন্ম ও মৃত্যু হইবে, তাহার কারণ অদৃষ্ট অচিন্ত্য, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় হয় না ; অতএব আমার বালক পুত্র হইতেও ইহার মৃত্যু সম্ভবপর। ৫১

বসুদেব নিজের জ্ঞানানুসারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সেই পাপিষ্ঠ কংসকে বহু আদর পূর্ব্বক স্তুতি-বাক্যে সম্মান করিয়াছিলেন। ৫২

বিবৃতি।—কংসের নিকট নিজ বলপ্রয়োগ বিফল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বসুদেব বুদ্ধি-কৌশল অবলম্বন করেন। লোকে বলে, 'যার বুদ্ধি তার বল'। নিজের বুদ্ধিতে যতদূর দেখা যায়, তদনুসারে চেষ্টা করিয়া অকৃত-কার্য্য হইলেও উপেক্ষাজনিত দোষ হয় না অর্থাৎ আমি এইরূপ করিলে হয় ত সে মরিত না, এইরূপ অনুশোচনা করিতে হয় না, নীতিশাস্ত্রে আছে—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"। ৪৮

বর্ত্তমানে দেবকীকে রক্ষা না করিলে দৈববাণীর কথিত মৎপুত্র কর্ত্তৃক কংসবধ নিবৃত্ত হয়, কিন্তু আবার আমার পুত্র-দানাঙ্গীকারে কংস নিবৃত্ত হইলে সময়ে ঐ মৃত্যু হইতে পারে। অতএব ভগবানের অভিপ্রায় দুর্ব্বোধ্য, মার্কণ্ডেয় অজামিল ও সত্যবান্ প্রভৃতির উপস্থিত মৃত্যু নিবৃত্ত হইয়াছিল, এবং কুশ, নমুচি ও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির নিবৃত্ত মৃত্যুও উপস্থিত হইয়াছিল। ৫০

প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্। মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বৈ সাহাশরীরবাক্ *। পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥৫৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ। বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্‌গৃহম্ ॥৫৫॥

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ব্বদেবতা। পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্ ॥৫৬॥

কীর্ত্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ। অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥ ৫৭ ॥

বসুদেব বিষাদপূর্ণহৃদয় হইলেও (বিশ্বাসের নিমিত্ত) সদ্যোবিকশিত কমলের ন্যায় প্রসন্ন মুখে নিষ্ঠুর নির্লজ্জ, কংসকে বলিলেন। ৫৩

বসুদেব বলিলেন, হে সৌম্য! আকাশবাণী যে বাক্য বলিয়াছেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোমাকে বধ করিবে, তাহার দ্বারা দেবকী হইতে তোমার ভয় নাই, অর্থাৎ দেবকী তোমাকে বধ করিবে না। যে সকল পুত্র হইতে তোমার ভয় উত্থিত হইয়াছে, আমি সে সমস্ত পুত্র তোমাকে সমর্পণ করিব। ৫৪

শুকদেব বলিলেন, রাজন্! বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন না, কংস ইহা সর্ব্বতোভাবে জানিত, সেইজন্য বসুদেবের বাক্যে সে সুহৃদ্-বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। বসুদেবও প্রীত হইয়া কংসের প্রশংসা করিতে করিতে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। ৫৫

অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বজনপূজ্যা অথবা সর্ব্বদেবময়ী দেবকী প্রতিবৎসর এক একটি করিয়া আটটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। ৫৬

সত্যনিষ্ঠ বসুদেব মিথ্যাকে অতিশয় ভয় করিতেন বলিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অতি কষ্টে কীর্ত্তিমান নামক প্রথম পুত্রকে কংসের নিকট অর্পণ করিলেন। ৫৭

বিবৃতি।—যে পুত্র হইতে তোমার ভয়, তাহাকে অথবা আটটিকেই তুমি বধ করিও, ইহা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এখানে বিচার্য্য এই, বসুদেব এই কথা বলিয়া পরে অষ্টম পুত্র না দেওয়ায় তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। উত্তর—বসুদেব বলিয়াছেন যে, 'যতস্তে ভয়মুত্থিতম্' অর্থাৎ যাহাদিগের নিকট তোমার ভয় নাই, এই দেবকীর গর্ভজাত সেই সকল পুত্র তোমাকে অর্পণ করিব। তাহা হইলে ইহাই অর্থ যে, দেবকীর যে সকল পুত্র হইতে কংসের ভয়ের সম্ভাবনা নাই, বসুদেব সেই পুত্র সকল কংসকে দিবেন এবং যাহা হইতে কংসের ভয়, তাহাকে দিবেন না। ৫৪

ভগিনীবধ—না বলিয়া সুহৃদ্‌বধ বলিবার তাৎপর্য্য এই—কংস জানিত; তাহার প্রতি দেবকীর অত্যন্ত সৌহার্দ্দ, অতএব তাহাকে বধ করা সঙ্গত নহে, এবং দেবকীকে বধ করিলে তাহার পিতা দেবক ও তাহার আত্মীয়গণ কংসের এই দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই উপলক্ষে যে যুদ্ধ হইত, তাহাতে বহু সুহৃদ্‌বধ হইত, এই ভগিনীবধে নিবৃত্ত হওয়ায় সেই সকল সুহৃদ্‌বধ হইতেও নিবৃত্ত হওয়া হইল। ৫৫

এই সময়ে বসুদেব বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছিলেন, ইহা বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ পাঠে জানা যায়। কন্যা—সুভদ্রা। ৫৬

কীর্ত্তিমান্ প্রভৃতি ষট্ পুত্র, পূর্ব্ব তৃতীয়-জন্মে মহর্ষি মরীচির ঊর্ণা নাম্নী পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তৎকালে ইহাদের নাম স্মর, উদ্‌গীথ প্রভৃতি ছিল। ইহারা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে মৃগরূপিণী কন্যার প্রতি রমণোদ্যত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, তজ্জন্য পিতামহ ইহাদিগকে 'অসুর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন, তখন ইহারা হিরণ্যাক্ষ-পুত্র কালনেমির ক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বকৃত মহদতিক্রমরূপ পাপশান্তির জন্য ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়। কারণ—তাহাকে আরাধনা না করিয়া ব্রহ্মার আরাধনা তাহারা কেন করিল, সেই জন্য সে তাহাদিগকে 'পিতার হস্তে তোমাদের মৃত্যু হইবে' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করে। ভগবান ঐ অভিশাপ স্মরণ করিয়া যোগমায়াবলে তাহাদিগকে দেবকীগর্ভে প্রেরণ করেন। তাহাদের পিতা কালনেমি কংস হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

* যথাসাহাশরীরিণী—ইতি পাঠান্তরম্।

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্। কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥৫৮
দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্। কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥
প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্। অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥৬০ ॥
তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ। নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥
নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ। বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥৬২॥
সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত। জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥৬৩॥
এতৎ কংসায় ভগবান্ শশংসাভ্যেত্য নারদঃ। ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্ ॥৬৪॥

হে রাজন্! সাধুদিগের দুঃসহ কিছুই নাই অর্থাৎ তাঁহারা সকলই সহ্য করিতে পারেন ও করেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। স্বার্থান্ধ কদর্য্য ব্যক্তিগণ সকলপ্রকার গর্হিত কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করে, তাহাদের অকরণীয় কোন অকার্য্য নাই, এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণের দুস্ত্যজ বলিয়া কিছু নাই। ৫৮

হে রাজন্! বসুদেবের সমতা অর্থাৎ পুত্রার্পণ-বিষয়ে শত্রু ও মিত্রের প্রতি তুল্যতা— অমমত্বং এই পাঠে তাঁহার পুত্রস্নেহত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা দর্শন করিয়া কংস সন্তুষ্ট মনে হাসিতে হাসিতে বসুদেবকে বলিল। ৫৯

এই কুমার ফিরিয়া যাউক, ইহা হইতে আমার কোনও ভয় নাই। তোমাদের অষ্টম পুত্র হইতে আমার মৃত্যু বিহিত হইয়াছে, (সুতরাং তাহাকেই প্রদান করিও, ইহাকে লইয়া ফিরিয়া যাও।) তখন বসুদেব তথাস্তু বলিয়া পুত্রটিকে লইয়া গমন করিলেন। কিন্তু অসৎ ও অজিতেন্দ্রিয় কংসের বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। ৬০ ৬১

হে রাজন্! নন্দ প্রভৃতি যে সকল গোপ এবং তাহাদের যে সকল স্ত্রী, এবং তাহাদের ভৃত্যগণ ও বসুদেবাদি বৃষ্ণিগণ এবং তাহাদের দেবকী প্রভৃতি যদু-স্ত্রীগণ সকলেই দেবতা। আর বসুদেব ও নন্দবংশের যে সকল জ্ঞাতি, সুহৃদ্ বন্ধু এবং যাহারা কংসের অনুগত, তাহারা সকলেই দেবতা তুল্য। ৬২-৬৩

এই সকল কথা ভগবান্ দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট (সেই সময়ে) বলিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যগণের বধের নিমিত্ত দেবগণের উদ্যোগ-বৃত্তান্তও তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। ৬৪

সুতরাং তাহার হস্তে নিহত হওয়ায় পিতৃহস্তে মৃত্যুলাভ তাহাদের ঘটিয়াছিল। দ্বারকালীলায় দেবকীর প্রার্থনানুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ষড়্গর্ভকে সুতল হইতে আনিয়া মাতার শোক নিবারণ ও নামকরণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে স্থাপিত করেন। ঋষি সেই নামকরণ স্মরণ করিয়া প্রথমেই ঐ নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা জন্মসময়েই গণনাদি করিয়া নাম রাখা হইয়াছে। ৫৭

বিবৃতি।—এই শ্লোকের প্রত্যেক চরণের এক একটি আকাঙ্ক্ষা যোজনা করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে অর্থ বেশ পরিস্ফুট হয়, যথা প্রশ্ন—বসুদেব পিতা হইয়া মৃত্যুরূপী কংসের করে অর্পণ করিলেন এবং কিরূপে আপনার পুত্রবধ সহ্য করিলেন? উত্তর—সাধুদিগের দুঃসহ কিছুই নাই, তাঁহারা সর্ব্বংসহ, জ্ঞানী বসুদেবের কিছুই অপেক্ষিত ছিল না। তিনি বিদ্বান্, জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন, সুতরাং মায়িক সংসারে—মায়িক পুত্রবধ দর্শনে কাতর হয়েন নাই এবং শত্রুর করে পুত্র সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, নিরপরাধ সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করিতে কংসের করুণার উদ্রেক হইল না কেন? সে কিরূপে নিজ হস্তে সেই শিশু হত্যা করিল? উত্তর—কদর্য্য ব্যক্তির অকরণীয় কোন অকার্য্যই নাই। যাহা অন্যায়, তাহা কেহই সহ্য করিতে পারেন না এবং আত্মরূপী পুত্রকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে কিরূপে দেওয়া যায়? উত্তর—ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে, দুস্ত্যজ বলিয়া কিছুই নাই। ৫৮

দেবর্ষি নারদ যে এই দেবরহস্য কংসকে বলিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা আপাততঃ তাঁহার এই কার্য্য সমীচীন নহে, ইহা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, পরন্তু একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ভগবদ্ভক্ত, জীবহিতব্রত, দেবর্ষি নারদ, শিষ্টের পালন ও অশিষ্টের

ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি। দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি ॥৬৫॥
দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে। জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥ ৬৬ ॥
মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা। ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ॥৬৭॥
আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্‌বিষ্ণুনা হতম্। মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ॥৬৮॥
উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্। স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীকৃষ্ণাবতারোপক্রমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া দেবর্ষি নারদ মথুরা হইতে বহির্গত হইলে কংস যাদবগণকে দেবতা এবং দেবকীর গর্ভজাত সন্তানমাত্রকে নিজের মৃত্যুর কারণ বিষ্ণু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং জন্মহীন বিষ্ণুর জন্ম-ভয়ে তাহাদের প্রত্যেক পুত্রকে জন্মিবামাত্র বধ করিতে লাগিল। ৬৫ ৬৬

ক্রূরপ্রকৃতি কংস বালক সকলকে হত্যা করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। কারণ, এ জগতে আত্মপোষণ-পরায়ণ, লুব্ধ নৃপতিগণ, প্রায় মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সমস্ত সুহৃদ্ এবং সখাগণকে বধ করিয়া থাকেন। ৬৭

পূর্ব্বে নিজে যখন এই পৃথিবীতে কালনেমি অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ দেবর্ষি হইতে কংস জ্ঞাত হইয়া যাদবগণের সহিত বিরোধাচরণ করিতে থাকিল, এবং যদু ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করিয়া স্বয়ং শূরসেন প্রভৃতি দেশ ভোগ করিতে লাগিল। ৬৮-৬৯

সদ্গতি প্রদানের নিমিত্তই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। অতি শীঘ্র ভগবদবতার দর্শন কামনায় এবং দৈত্যভার-নিপীড়িতা পৃথিবীর শান্তিকামনায় দয়ার্দ্রহৃদয় ভক্তচূড়ামণি নারদের এই কার্য্য বুঝিতে হইবে। ৬৪

বিবৃতি—হরিবংশে আছে 'ততৈষা দেবকী যা তে মথুরায়াং পিতৃস্বসা' ইহা দ্বারা কংসের পিতৃভগিনী বুঝায়। উহা হইলে এই গ্রন্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং উহার অর্থ পিতৃসম্বন্ধে স্বসা অর্থাৎ দেবকী কংসের সাক্ষাৎ ভগিনী নহে, পিতৃব্য-কন্যা বলিয়া সম্বন্ধে স্বসা। কেহ কেহ বলেন, কংসের পিতামহ ঐ কন্যাটিকে নিজে পুত্রীরূপে পালন করায় এইরূপ বলা হইয়াছে। অজনশঙ্কয়া—অজন পদে বিষ্ণু। জন্মরহিত হইলেও তাঁহার জন্মশঙ্কায় অথবা বিষ্ণু হইতে যে মৃত্যুশঙ্কা, সেই শঙ্কায় তাহাদের প্রত্যেক পুত্রকেই বিষ্ণু বলিয়া শঙ্কা করিয়া কংস তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল। ৬৬

অসুতৃপ :—অসু—প্রাণকে মাত্র তৃপ্ত করে যাহারা, অথবা যাহাদের কিছুতেই তৃপ্তি নাই—অত্যন্ত অর্থগৃধ্নু। এই শ্লোকে মাতরং ইত্যাদির পর পর ন্যূনতা—যথা যে মাতাকে হত্যা করিতে পারে, তাহার পক্ষে পিতৃহত্যা অকিঞ্চিৎকর। প্রায়ঃ পদের দ্বারা অধিক-সংখ্যক রাজারাই রাজ্যলোভে অকার্য্য করেন, ইহা বলা হইয়াছে ॥ ৬৭

নিগৃহ্য—শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অথবা তাহাকে অতিক্রম করিয়া, কংস নিজেই মথুরায় রাজা হইয়াছিল। ৬৯

শ্রীকৃষ্ণের অবতারোপক্রম নামক প্রথমাধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

প্রলম্ববকচাণূরতৃণাবর্ত্তমহাশনৈঃ। মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদ-পূতনাকেশিধেনুকৈঃ ॥ ১ ॥
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ। যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥
তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্। শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥৩॥
একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে। হতেষু ষট্সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥৪॥
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে। গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫ ॥
ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্। যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥৬॥
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে। অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৭ ॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্। তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, রাজন্! বলদর্পিত কংস মগধরাজ জরাসন্ধের আশ্রয় পাইয়া প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত, মহাশন, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশি, ধেনুক ও অন্যান্য অসুররাজগণ, নরক প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া যাদবগণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করিতে লাগিল। ১-২

তাহারা কংসের কঠোর অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, নিষধ, মৈথিল এবং কোশল প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ৩

কেবল অক্রূর প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি কংসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। ৪

তার পর উগ্রসেন-নন্দন কংস কর্ত্তৃক দেবকীর পর পর ছয়টি পুত্র নিহত হইলে, দেবকীর হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধন সপ্তম গর্ভ হইয়াছিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাকে বিষ্ণুর অংশ অনন্ত-নামে অভিহিত করেন। ৫

সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ও তাঁহার অনুগত ভক্ত যদুগণের কংস-কৃত অত্যাচারজনিত ভয় জানিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন। ৬

হে দেবি! হে ভদ্রে! তুমি গোপ গোপী ও গোগণ দ্বারা অলঙ্কৃত ব্রজধামে গমন কর। বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীদেবী নন্দ-গোকুলে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার অন্যান্য ভার্য্যাগণও কংস-ভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিত স্থানে বাস করিতেছেন। তুমি সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক দেবকীর গর্ভে যে আমার অংশ অনন্ত নামে গর্ভ আছে, উহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। ৭-৮

বিবৃতি—হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধন—হর্ষের প্রতি কারণ—নারায়ণ তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি আনন্দময়। শোকের কারণ—তাঁহার ছয়টি পুত্রকে কংস বধ করিয়াছে। ইহাকেও সেইরূপ বধ করিবে, এইরূপে যুগপৎ হর্ষ ও শোক উদিত হইয়াছিল। অনন্ত—সঙ্কর্ষণ, ইনি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয়। ৫

তিনি বিশ্বব্যাপক বলিয়া অথবা অন্তর্যামী বলিয়া যদুগণের ভয় জানিয়াছিলেন। যাদবগণ ভগবদ্ভক্ত, সেই জন্য ভক্তবৎসল নারায়ণ যোগমায়াকে প্রোৎসাহিত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথবা যোগমায়ার পরম ভক্ত যদুগণের কংসজ ভয় জানিয়া ভক্তবৎসল যোগমায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। ৬

অনন্তদেবকে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ না করিয়া প্রথমেই রোহিণীর গর্ভে কেন প্রবিষ্ট হইলেন না? উত্তর—অনন্তদেব ভগবানের শয্যা ও আসনরূপ,

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥

অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্। ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ ॥ ১০ ॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥১১॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১২ ॥
গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি। রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ ॥ ১৩ ॥

হে শুভে! তাহার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব লাভ করিব, এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। ৯

হে ভদ্রে! মনুষ্যগণ সকল কামীদিগের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রী সর্ব্বকাম-বরপ্রদায়িনী তোমাকে নানাবিধ উপহার ও বলি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ১০

এবং মানবগণ পৃথিবীতে তোমার স্থান করিয়া দিবে, এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা এই সকল নাম রাখিবে। ১১-১২

হে ভদ্রে! তুমি যে গর্ভ আকর্ষণ করিবে, সেই গর্ভের শিশুকে গর্ভসঙ্কর্ষণ জন্য সঙ্কর্ষণ, সর্ব্বলোকের প্রীতির পাত্র বলিয়া রাম ও বলের আধিক্য নিবন্ধন বলভদ্র পৃথিবীতে মানবগণ বলিবে। ১৩

সুতরাং ভগবান্ দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রবেশ করেন ও সপ্তম সংখ্যা এইরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। শয্যাসনরূপাংশ দেবকীগর্ভে রাখিয়া অপরাংশ রোহিণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। দেবকীর ছয় পুত্র নাশের পর রোহিণীরও গর্ভ হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া বসুদেব গোপনে লোক দ্বারা তাঁহাকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই গর্ভমধ্যে যোগমায়ার সাহায্যে অনন্ত প্রবেশ করেন। গর্ভ আকর্ষণেও বিষ্ণুর অংশ বলিয়া বাঁচিতে পারে। ৮

বিবৃতি—অংশভাগেন—ইহার অর্থ পূর্ণ কিরূপে হয়, স্বাভাবিক অর্থই বা পরিত্যক্ত হয় কেন? উত্তর—অংশ ও ভাগ শব্দ দুইটি সমার্থক, সুতরাং অংশাংশরূপে এই অর্থ হয়। তাহাতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই মূল সিদ্ধান্তের হানি হয়, সুতরাং অংশভাগ শব্দের নানাবিধ অর্থ করা হইয়াছে, সকল অর্থেই পূর্ণ এইরূপ অর্থ পর্য্যবসান হইয়াছে। যিনি অংশসকল দ্বারা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, 'একাংশেন স্থিতং জগৎ' অথবা অংশ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি দ্বারা যিনি যোজনা করেন অথবা অখণ্ড হইলেও মায়া দ্বারা ভাগ যাহার—এখানে অংশপদে মায়া অথবা অংশ মৎস্য কূর্ম্মাদি ভজনীয় হইলেও. যাহার স্বরূপ নহে, অথবা অংশ জ্ঞান বলাদি দ্বারা যাহার ভজন—অনুবর্ত্তন ভক্তমধ্যে হয়, অথবা অংশ—ব্রহ্মাদির ভাগ্যনিবন্ধন, ইহা ব্রহ্মমোহন প্রস্তাবে পরিস্ফুট হইবে। নন্দপত্নীর উদরে জন্মগ্রহণ করায় যোগমায়ার যশঃ ও আনন্দলাভ হইবে, এ কথাও যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং এই পদদ্বয় দ্বারা বুঝান হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী বলেন, আমি পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও দেবকীর পুত্রত্ব অংশাংশরূপে গ্রহণ করিব এবং তুমিও অংশাংশরূপে যশোদার কন্যা হইবে, ইহাই বলার তাৎপর্য্য। দেবকীর পূর্ণ বাৎসল্য রসাস্বাদন হয় নাই, তিনি ঐশ্বর্য্যময় কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, যশোদাও তাঁহার কন্যার কথা না জানায় তজ্জন্য স্নেহশূন্যাই ছিলেন, যোগমায়া অন্যের অলক্ষ্য-মূর্ত্তিতে ব্রজে ছিলেন। ৯

এই শ্লোকে সর্ব্বকামবরেশ্বরীং ও সর্ব্বকাম-বরপ্রদাম্ এই দুইটি সমানার্থক বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামী এই জন্য সর্ব্বান্ কাময়ন্তে যে তেষাং বরাম্ ঈশ্বরীং অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র ধনধান্যাদি সকল বিষয় যাহারা কামনা করে, তাহাদের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রী এই অর্থ করিয়াছেন, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও উঁহারই অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার এরূপ অর্থও হয় যে, তুমি যেহেতুক সকল প্রকার কাম্য, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি বরদানের ঈশ্বরী, সুতরাং সর্ব্বকামবরপ্রদায়িনী। যাহার যে বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই, সে তাহা দিতে পারে না, তুমি সকলের অধীশ্বরী, সুতরাং মানবগণের কাম্যবিষয়ে বরদায়িনী। ১০

আমার ও তোমার অবতার দ্বারা কতক লোক বৈষ্ণব ও কতক লোক শাক্ত হইবে। ১২

বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ—এইরূপ পাঠে বলবান্-গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 'বল' বলিবে। ১৩

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ। প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥১৪॥
গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া। অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥১৫॥
ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥ ১৬ ॥
স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ। দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ ॥ ১৭ ॥
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ সন্দিষ্টা হইয়া যোগমায়া তাহাই হইবে এই বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলেন ও স্বীকৃত বিষয় যথাযথরূপে পালন করিলেন। ১৪

হে রাজন্! যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক দেবকীর সেই গর্ভ রোহিণীর উদরে নীত হইলে পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভ 'বিস্রস্ত' হইল বলিয়া বিলাপ করিয়াছিল। ১৫

তার পর বিশ্বের আত্মা ভগবান্ও পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬

বসুদেব পৌরুষধাম অর্থাৎ মনোমধ্যে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে ধারণ করত সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বভূতের দুরাসদ এবং অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। ১৭

তার পর পূর্ব্বদিক্ যেরূপ জগতের মঙ্গলকর ও আনন্দপ্রদ কিরণশালী চন্দ্রকে ধারণ করে, সেইরূপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক (বেদ দীক্ষা দ্বারা) অর্পিত জগতের মূর্ত্তিমৎ মঙ্গল, চ্যুতিরহিত ঐশ্বর্য্যাদি যাহার এবং যিনি সর্ব্বস্বরূপ অতএব আত্ম-ভূত আনন্দপ্রদ,তাঁহাকে মনো দ্বারা ধারণ করিলেন।১৮

বিশ্বস্রুতি—এই শ্লোকে স্বীকৃতিসূচক দুইটি পদ তথা ও ওম্ দেখা যায়, বৈষ্ণব টীকাকারগণ অত্যাচার-সূচনার জন্য সমানার্থক পদদ্বয় এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৪

যোগনিদ্রাই যোগমায়া। প্রণীতে—এইরূপ ভাবে দেবকীর গর্ভ নীত হইয়াছিল যে, তাহাতে দেবকীর দুঃখ হয় নাই, রোহিণীর বিস্ময় ঘটে নাই এবং গোকুলবাসিগণ কিছুই জানিতে পারে নাই। হরিবংশে আছে, রোহিণী বসুদেব হইতে গর্ভ গ্রহণ করিবার পরে কংসভয়ে ভীত বসুদেব তাঁহাকে নন্দগৃহে রাখিয়াছিলেন এবং দেবকীর সপ্তম মাস গর্ভ হইলে ঐ গর্ভ সর্ব্বজনের অলক্ষ্যে যোগনিদ্রা রোহিণীর উদরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান। বিষ্ণু-পুরাণেও এই কথা আছে, এবং কথিত হইয়াছে—

সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ।
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি॥

লোকসকল কংসভয়ে বিস্পষ্টভাবে কংস দেবকীর গর্ভ পাতিত করিয়াছে, একথা না বলিলেও পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল, তাহারা প্রকৃত ঘটনা জানিত না বলিয়াই ঐরূপ বলিত। বিলাপ করিবার কারণ, দেবকীর প্রতি তাহারা স্নেহপ্রবণ ছিল। ভগবানপি—এই শব্দ দ্বারা পূর্ণরূপে এই অর্থ করা হইয়াছে। অংশভাগেন—অংশ পুরুষাবতার সকল, ভাগ—ষড়ৈশ্বর্য্য এতৎ সহ। ১৫

ধাম শব্দে প্রাদুর্ভাবও বুঝায়, সুতরাং ভগবৎপ্রাদুর্ভাব ধারণ করা অর্থে মনে আবির্ভূত শ্রীবিগ্রহ ধারণ বুঝাইয়াছে। সাহজিক অর্থেও কোন অসঙ্গতি নাই—ভগবান্ মনে প্রবিষ্ট হইলে বসুদেব শ্রীভগবৎতেজ ধারণ করায় সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত, অন্যের দুরধিগম্য ও দুরাধর্ষ হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার তেজে অভিভূত হওয়ায় তাঁহার নিকটে কেহ যাইতে পারে নাই, এবং সেই কারণেই বসুদেব দুর্দ্ধর্ষ অন্যের অনভিভবনীয় হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা কংসাদিরাও তাঁহাকে অভিভব করিতে পারিত না, ইহাই বুঝায়। ১৭

তার পর বসুদেব-দেহ হইতে ভগবান্ দেবকী-দেহে প্রবিষ্ট হইলেন, এই কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অচ্যুতাংশং—চ্যুতিরহিত অংশ—ঐশ্বর্য্যাদি যাহার, অথবা অচ্যুতের অংশের ন্যায় অংশ যাহার, অথবা একটিমাত্র অংশও যাহার চ্যুত হয় নাই, অথবা চ্যুতিরহিত অংশ নারায়ণ নৃসিংহাদি যেখানে।

সর্ব্বাত্মকং—সকলের আত্মস্বরূপ—অতএব আত্মস্বরূপ, অথবা সকল ভক্তের কিংবা শিবের মনের সুখ যেখানে, সেই স্বয়মাবির্ভূত আনন্দকরকে মনের দ্বারা অনায়াসে ধারণ করিলেন। যোগিগণের ন্যায় প্রযত্ন সহকারে ধারণ করিতে হয় নাই। ১৮

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস-নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥ ১৯ ॥
তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥ ২০ ॥
কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥ ২১ ॥

সেই শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপিণী দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস ভগবানের নিবাসভূমি হইয়াও সর্ব্বজনের আহ্লাদদায়িনীরূপে শোভা পাইতে পারিলেন না, ভোজরাজ কংসের গৃহে (কারাগৃহে) অগ্নিশিখার ন্যায় অবরুদ্ধা থাকায় জ্ঞানবঞ্চকের নিকট অবরুদ্ধা সরস্বতী যেমন অন্যের উপকারিণী হয়েন না, সেইরূপে দেবকীও সর্ব্বজনাহ্লাদদায়িনী হইতে পারেন নাই। ১৯

পরন্তু কুক্ষিমধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থিত থাকায় বিশুদ্ধ হাস্যমুখী দেবকী নিজের অঙ্গপ্রভায় বাসগৃহ আলোকময় করিয়াছিলেন, (একদিন) কংস তাঁহাকে তদ্রূপ অবলোকন করিয়া (স্বগত) বলিল, এই দীপ্তিশালী ব্যক্তি নিশ্চয়ই হরি, আমার প্রাণহর হইয়া দেবকীর গর্ভরূপ গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কারণ, দেবকী পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ২০

এক্ষণে আমি এ বিষয়ে আশু (হঠাৎ) কি করিতে পারি। স্বার্থপর ব্যক্তিও নিজ বিক্রম বিনাশ করে না, পক্ষান্তরে, দেবকীকেও বধ করিতে পারি না, কারণ, সে স্ত্রীজাতি, বিশেষতঃ আমার ভগিনী, তাহাতেও সে গর্ভবতী, ইহাকে বধ করিলে সর্ব্বকালের নিমিত্ত যশঃ, শ্রী এবং পরমায়ু বিনষ্ট হইবে। ২০

বিবৃতি—প্রাকৃত অপ্রাকৃত সর্ব্বজগতের আশ্রয় শ্রীহরির আবাসভূমি হইয়াও সকল লোকের আহ্লাদদায়িনীরূপে দেবকী বিরাজ করেন নাই। পরন্তু তত্রত্য নিজের অন্তরঙ্গ দুই তিন জনের সহিত নিজেরই আনন্দদান করিয়াছিলেন। যেহেতুক তিনি কংসের গৃহে রুদ্ধা অগ্নিশিখার ন্যায় ছিলেন, অগ্নিশিখা গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা থাকিলে সে যেমন নগরকে প্রকাশিত করে না, কিন্তু গৃহমধ্যস্থ বস্তুকেই প্রকাশ করে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দুতিন জন মাত্রের শীতাদি নিবারণ করে, সেইরূপ দেবকীও সকলের আনন্দ দান করিতে পারেন নাই, স্বসমীপবর্ত্তী দুতিন জন মাত্রেরই আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যেমন ঐ অগ্নিশিখা প্রবল হইয়া রোধকের গৃহ দাহ করে, সেইরূপ দেবকীও কংসের ঐশ্বর্য্য দগ্ধ করিবেন। জ্ঞানখল—জ্ঞানবঞ্চক যে নিজের বিদ্যা পরকে প্রদান করে না, তাহার নিকট অবরুদ্ধা সরস্বতী সর্ব্বলোকের অনুপকারিণী বলিয়া যেমন তিনি শোভাপ্রাপ্ত হয়েন না, পাপাতিশয় নিবন্ধন স্বাবরোধককে কালে নাশ করেন, সেইরূপ পাপরাশে কংসকেও দেবকী বিনাশ করাইবেন। ১৯

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,

ন শেকে দেবকীং দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা।
জাজ্বল্যমানাং তাং দৃষ্ট্বা মনাংসি ক্ষোভমাযযুঃ ॥

শ্লেষ দ্বারা বলা হইয়াছে যে, সিংহ গুহায় থাকিলেও যেমন হস্তীর প্রাণহর ভীষণ, সেইরূপ দেবকীর হৃদয় বা উদররূপ গুহাশ্রিত হরিও আমার পক্ষে প্রাণহর ও ভীষণ। ২০

অর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমং—স্বার্থপর ব্যক্তিও নিজের বিক্রম নাশ করে না অর্থাৎ—স্ত্রীহত্যার দ্বারা তাহার বীরত্বব্যঞ্জক বিক্রম নাশ করে না। কংসের অভিপ্রায় এই যে, এ গর্ভস্থ শিশু জন্মিয়া তরুণত্ব প্রাপ্ত হইলে উহার সহিত সংগ্রামে জয় বা পরাজয় যাহাই হউক, তাহাতেই আমার বিক্রম থাকিবে, গর্ভবধে কোন বিক্রমই নাই। কেবল যে বিক্রমহানি, তাহা নহে, ধর্ম্মাদি হানিও হইবে। যদিচ কংস দেবকীকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াই গর্ভ-বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল, তথাপি যেন উহা বিবেকবলেই করিল, এইরূপ মনে করিয়া অভিমান-সুখ ভোগ করিয়াছিল, অথবা আমি এখন গর্ভবধে উদ্যত হইলে এই অর্থতন্ত্র দেবকার্য্যসাধনতৎপর হরি তখন নিজ বিক্রম বিনষ্ট করিবেন না, আমার বধের জন্য অবশ্যই পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। আমি স্ত্রীবধ করিলে আমার বিক্রম নাশপ্রাপ্ত হইবে এবং যে ক্ষণিক যশ ঐশ্বর্য্য ও আয়ুর জন্য ঐ কার্য্য করিব, তাহাও সর্ব্বকালের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ২১

স এষ জীবন খলু সম্পরেতো বর্ত্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্ ॥২২॥
ইতি ঘোরতমাদ্ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ। আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ ॥ ২৩ ॥
আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্। চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥২৪॥
ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ। দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥২৫॥
সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জীবনধারণ করে, বাঁচিয়া থাকিলেও মৃত, অর্থাৎ তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিলেও সে মৃত, জীবদ্দশাতেই মনুষ্যগণ তাহাকে বিবিধ দুর্ব্বাক্য দ্বারা ধিক্কার প্রদান করে এবং মৃত্যুর পর ঐ দেহাভিমানী পাপীর অন্ধতমস নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২২

এই প্রকার বিবেচনা করিয়া ঘোরতম ভাব হইতে (কংস) আপনিই নিবৃত্ত হইল। পরন্তু বৈরানুবন্ধকারী (কংস) হরির জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিল। ২৩

উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, ভ্রমণ, ভোজন, পান প্রভৃতি সকল সময়ে কেবল হৃষীকেশের চিন্তা করাতে জগৎকে কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিল। ২৪

তখন ব্রহ্মা ও মহাদেব, সানুচর দেববৃন্দ ও নারদাদি মুনিগণের সহিত দেবকীর বাসভবনে আগমন করিয়া বিবিধ বচনে কামবর্ষী ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। ২৫

হে ভগবন্! আপনি সত্যব্রত, অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প, সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ সাধন, অর্থাৎ সত্যাচরণ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি তিন কালেই অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়ের পর এবং স্থিতিসময়ে সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ অব্যভিচারে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, আপনি সত্যের (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের) যোনি, সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এক্ষণে সত্যে ঐ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে অন্তর্য্যামিস্বরূপে অবস্থিত আছেন। ইহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বেও আপনার সত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং আপনি সত্যের (পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের) সত্য অর্থাৎ পারমার্থিক স্বরূপ, যেহেতুক সেই ভূতপঞ্চ নাশে আপনি মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন, অতএব আপনার সত্যত্ব নিশ্চিত এবং সুনৃত বাক্য ও সমদর্শনের আপনি প্রবর্ত্তক, এইরূপ সকল প্রকারেই আপনি সত্যস্বরূপ, আমরা সত্যরূপী আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ২৬

স্নিগ্ধব্রতি—কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকাও লাভ—এই আশঙ্কায় বলা হইয়াছে যে, তাহাকে জীবদবস্থায় দেখিলেও সে মৃত, কারণ, সে লোক-বহিষ্কৃত হয়। তাহার দেহ মৃত হইলে কিম্বা দেহ থাকিতেই তাহাকে ধিক্কার দিয়া থাকে, তাহাকে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বলিয়া ভয় করিলেও তাহাকে অভিশাপ দিয়া থাকে, তুমি নরকে যাও, নিপাত যাও ইত্যাদি। তার পর প্রাণ্যন্তর হিংসা দ্বারা যে দেহ লালন-পালন করে, তাহাকে অবশ্যই নরকে গমন করিতে হয়। ২২

নারদাদিভিঃ—আদি শব্দে সনকাদির গ্রহণ, নারদ ভক্তপ্রধান বলিয়া তাঁহার নাম নির্দ্দেশ। মুনিগণ পরে আসিয়া স্তবে যোগদান করেন, ব্রহ্মা ও শঙ্কর এবং মুনি ও দেবগণ স্তব করিয়াছিলেন।

বৃষণং—কামবর্ষী অথবা লীলামৃতবর্ষী, কৃষ্ণ মেঘ, ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ কৃষীবল, শঙ্কর বৃক্ষ, নারদাদি মুনিগণ চাতক, কংস, জরাসন্ধাদি নৃপতিবৃন্দরূপ মহাদাবানলাবৃত দেবগণ মহাসাধক বুঝিতে হইবে। ২৫

এই শ্লোকে ভাগবতের প্রথম শ্লোকোক্ত ভগবানের সত্যস্বরূপতাই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই অবান্তর

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥ ২৭ ॥
ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ২৮ ॥

এই প্রপঞ্চ আদি বৃক্ষ, ইহার এক (প্রকৃতি) আশ্রয়, দুইটি (সুখ ও দুঃখ) ইহার ফল, তিনটি (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) ইহার মূল, চারিটি (ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিম্বা চারি বর্ণের বা চতুরাশ্রমের ধর্ম্ম) ইহার রস। পাঁচটি (চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টি) ইহার জ্ঞানপ্রকার, ছয়টি (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা।) ইহার স্বভাব, সাতটি (ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র) ইহার ত্বক্। আটটি (পঞ্চভূত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) ইহার শাখা, নয়টি (মন ব্যতীত ইন্দ্রিয়বর্গ) ইহার দ্বার। দশটি (প্রাণাদি পঞ্চক ও নাগাদি পঞ্চক এই দশবিধ বায়ু) এই বৃক্ষের পত্র ; দুইটি (জীব ও পরমাত্মা) ইহাতে পক্ষী। ২৭

হে ভগবন্! পূর্ব্ববর্ণিত এই সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তি তোমা হইতে হয়, এবং তোমাতেই লয় হয়। এবং তুমিই ইহার পালক। যাহারা মায়াচ্ছন্ন, তাহারা তোমাকে নানারূপে (ব্রহ্মা রুদ্র বিষ্ণু) সৃষ্টিস্থিতি-লয়ের কর্ত্তা বলিয়া জানে। পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা তুমি এক এবং সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্তা বলিয়া জানে। ২৮

সংসারে তুমিই একমাত্র বাস্তব বস্তু, ভক্তগণই একমাত্র তোমাকে প্রাপ্ত হয়, অন্যে পায় না ; ইহাই স্তবের অর্থ। স্বভক্তপালনব্রতত্ব ও নিত্যসত্যত্ব নিবন্ধন তুমিই একমাত্র আশ্রয়ের যোগ্য, ভগবানের এই সত্যব্রত যে— যাহারা একবারমাত্র তাঁহার শরণাগত হয় কিম্বা 'আমি তোমার' এই যাচ্ঞা করে, তিনি তাহাদিগকে অভয়দান করেন। সত্যপরং—স্বভক্তপালক দেবতান্তরের ন্যায় তিনি অনিত্য বা অনুৎকৃষ্ট নহেন, তিনি নিত্য, সর্ব্বকালদেশবর্ত্তী তিনি শ্রেষ্ঠ, অথবা তিনি সত্যনামা, উদ্যোগপর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥ পর—পরমেশ্বর। ত্রিসত্যং—ত্রিকালে ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সত্য, অথবা ত্রিযুগে সত্য, কালত্রয়ের সত্যতা পরবর্ত্তী বিশেষণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, অথবা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি যাহার সত্য, ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ তিন কালে সত্যতা দ্বারা তিনিই একমাত্র পারমার্থিক সত্য, অন্য অনিত্য, ইহাই বুঝান হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভগবদংশও সত্য, ইহা বলা হইয়াছে। সত্যের—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের যোনি উদ্গমস্থান, অর্থাৎ সকল অবতারের অবতারী। নিহিত—সন্নিহিতস্থিত। সত্যে—বৈকুণ্ঠ-মথুরাদিলোকে। সত্যস্য—সত্যস্য, সারের সার অর্থাৎ সমস্ত চিদ্বস্তুর তুমি অথবা সত্যের ব্যবহারিক সত্যেরও তুমি সত্য সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তী চক্ষুশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। হে ঋত হে সত্যস্বরূপ! সত্যনেত্রং সত্য ইন্দ্রিয় যাহার সত্যেন্দ্রিয়, এবং সত্যস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ যাহার, তুমি সেই সত্যস্বরূপ। ২৬

এই পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চকে প্রবাহরূপে আদিবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, এই দ্বৈত সকল ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে। ইহা বলিবার জন্যই প্রপঞ্চকে বৃক্ষরূপে বলা হইয়াছে, অথচ বৃক্ষ শব্দের যৌগিক অর্থ দ্বারা ইহা কালের দ্বারা ছিন্ন হয়, ইহা বুঝাইয়াছে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহরূপ। তাহার প্রকৃতিই আশ্রয়, সুখ-দুঃখ ফল। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মূল, পুরুষার্থ বা চতুরাশ্রমধর্ম্ম রস, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার প্রকার। বৃক্ষেরও ইন্দ্রিয় আছে। তেন পশ্যন্তি পাদপাঃ, তেন জিঘ্রন্তি পাদপাঃ ইত্যাদি শান্তিপর্ব্বীয় ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদই উহার প্রমাণ। শোক-মোহাদি ষড়ূর্ম্মি অথবা ষট্‌কোষ ইহার স্বভাব। সাতটি ত্বক্ রুধিরাদি ত্বক্—আবরণ, অষ্ট প্রকৃতি। শাখা নবেন্দ্রিয়, দশবিধ বায়ু ইহার পত্র, এই বৃক্ষে দুইটি পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা বাস করেন। 'দ্বৌ সুপর্ণৌ' ইত্যাদি শ্রুতিমূলক এই বাক্য। ২৭

বিবৃতি—পূর্ব্ববর্ণিত সংসার-বৃক্ষের সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্ব তোমার, এই শ্লোকে বারম্বার ত্বম্ এই পদ উক্ত হওয়ায় ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সকলের ব্যাবর্ত্তন করা হইয়াছে।

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবই প্রসিদ্ধ, তবে এখানে বিষ্ণুকে কেন বলা হইল এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানীরাই ঐরূপ মনে করে, পণ্ডিতেরা একমাত্র তোমাকেই কর্ত্তা বলিয়া জানেন। অথবা যাহাদের চিত্ত

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥ ২৯ ॥
ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥ ৩০ ॥
স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ৩১ ॥

হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সময়ে সময়ে নানারূপ ধারণ করেন, ঐ মূর্ত্তি সকল সত্ত্বগুণসম্পন্ন এবং সাধুদিগের সুখাবহ ও খল ব্যক্তিগণের অমঙ্গলকর। ২৯

হে পদ্মপলাশলোচন! অখিল সত্ত্বগুণের আধার, আপনাতে বিবেকসম্পন্ন মানবগণ সমাধি-যোগে চিত্ত আবেশিত করিয়া পরমাদরে আপনার পাদরূপ পোতের সাহায্যে গোবৎসের পদের ন্যায় (অর্থাৎ অনায়াসে) ভব-সমুদ্র পার হইয়া থাকেন। ৩০

হে স্বপ্রকাশ! আপনি ভক্তগণের অনুগ্রাহক, বিশ্বসুহৃদ্গণ আপনার চরণ-তরির সান্নিধ্যমাত্রেই গোষ্পদতুল্য এই ভীষণ ভব-সমুদ্র নিজেরাই অন্যের পক্ষে দুস্তর হইলেও উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ভক্তিমার্গ সম্প্রদায় প্রবর্ত্ত করাইয়া আপনার পাদপদ্মরূপ তরণি এইখানেই রাখিয়া সংসার-সাগর পার হইয়াছেন। ৩১

তোমার মায়া দ্বারা আবৃত হয় নাই, সেই বিদ্বান্গণ নানা দর্শন করেন না, তাঁহারা একই দর্শন করেন, একমাত্র ভগবদ্বিগ্রহের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা নানারূপতা সম্ভব হয়, উপাসনাভেদে দর্শনভেদ হইয়া থাকে। নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ২৮

বিশ্বদ্বৃত্তি—সত্ত্বোপপন্নানি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ, তাদৃশ বিগ্রহ নিত্য উহার প্রাকট্য ভাবকেই অবতার বলা হয়, সুতরাং ঐ মূর্ত্তিসকল কাহারও পুত্র নহে, সুতরাং দেবকীরূপ নিজ শক্তি দ্বারা কৃষ্ণমূর্ত্তির বিকাশ বলিয়া উঁহাকে দেবকী-নন্দন বলে এই সকল অবতারের 'প্রধান কার্য্য সাধুদিগের পালন ও খলনিগ্রহ এবং এই দণ্ডবিধান দ্বারা তাহাদের দুষ্ট কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধু—ধর্ম্মমর্য্যাদাকারক,খল ধর্ম্মমর্য্যাদানাশক। অথবা সকল রূপের মূল দেবকীনন্দন, নতুবা অন্যাবতার দ্বারাই সিদ্ধ হইত, এ পূর্ণাবতারের প্রয়োজন হইত না। ২৯

পূর্ব্বে ক্ষেমায় এই কথা বলা হইয়াছে, ইদানীং সেই বর্ত্তিব মঙ্গলের কথা বলা হইতেছে। এই শ্লোকে অখিল সত্ত্ব অথবা অমল-সত্ত্ব এইরূপ পাঠ আছে, উভয় পাঠেরই বিশুদ্ধ সত্ত্ব এইরূপ অর্থ। পৃথিবীতে অবতীর্ণ তোমার রূপ-গুণাদির ধ্যান দ্বারা তোমাতে চিত্ত প্রবেশিত হয়, উহার সাহায্যে মহাজনগণের ন্যায় বিবেকিগণ তোমার পাদরূপ পোত দ্বারা অনায়াসে ভব-সমুদ্রকে গো-বৎসের পদ-তুল্য করেন অর্থাৎ ভবসমুদ্রের অস্তিত্বও জানেন না। অম্বুজাক্ষ এই পদ দ্বারা অতিশয় সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, তুমি পরম সুন্দর, তোমার রূপ-গুণের ধ্যান করিয়া যে বিবেকিগণ তোমাতে চিত্ত প্রবেশিত করান, তাঁহারা ইহাও মায়াময় বলিয়া তুচ্ছ এই অনাদর পরিত্যাগ করিয়া, বহু মত অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ তোমার পাদ-পোত-সাহায্যে ক্ষুদ্র ভবসমুদ্র অনায়াসে পার হইয়া যান। তাঁহারা ভব-সমুদ্রের অস্তিত্বও জানিতে পারেন না। ৩০

ভগবৎপাদ-পোতাশ্রয়মাত্রে ভবসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য হইলে ভক্তগণ ভবসমুদ্র না জানিয়াই পার হইয়া থাকেন, ইহা বলা হইয়াছে, স্বয়ং—চরণরূপ তরণির বিনা সাহায্যে, অন্যের সুদুস্তর ও ভীষণ হইলেও, হে সূর্য্য! তুমি যাহাদের অন্তঃকরণে উদিত হও না, তাহাদেরই অন্ধকারপুঞ্জরূপ সংসার, সমুদ্র তুল্য ভীষণ ও দুস্তর হইয়া থাকে। প্রেম-ভক্তিরূপ উদয়পর্ব্বতে তুমি উদিত হইলে সকল অন্ধকার স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অন্য-নিরপেক্ষভাবেই সংসার উত্তীর্ণ হয়। অতএব আপনার পাদপদ্মরূপ তরণি পারে রাখিয়াই অর্থাৎ ভক্তিমার্গ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াই তাহারা নিজেরা পার হইয়া থাকে। অন্যেও এই ভাবে উত্তীর্ণ হউক, এই অভিপ্রায়বশেই তাঁহারা ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তিত করেন। যে হেতুক আপনি সজ্জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব তাহারা অনায়াসে ভব-সাগর পার হয়। ৩১

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩২ ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ৩৩ ॥
সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৩৪ ॥

হে অরবিন্দলোচন! যে সকল ব্যক্তি আপনার পাদপদ্ম অনাদর করিয়া, নিজেকে জীবন্মুক্ত মনে করেন, আপনার প্রতি রতি না থাকায় তাঁহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ, অথবা আপনাতে মতি না থাকায় কেবল-মাত্র বাদ-বিষয়েই তাঁহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধা, সেই সকল লোক বহু জন্মের তপস্যার ফলে মোক্ষের সন্নিহিত পদ (সৎকুল তপস্যা বেদাধ্যয়নাদি) আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত হয়েন। ৩২

হে মাধব! হে প্রভো! তোমার ভক্তগণ ভক্তিযোগ পথ হইতে সেইরূপ (জ্ঞানীদিগের ন্যায়) কখনও পরিভ্রষ্ট হয়েন না, (যদি বা ভ্রষ্ট হয়েন) তোমাতে সৌহার্দ্দবন্ধন দৃঢ় থাকায় তোমা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারিগণের অধিপতিদিগের মস্তকের উপর বিচরণ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন জয় করিয়া থাকেন, অথবা তাহাদের মস্তককে সোপান করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ৩৩

হে প্রভো! আপনি পালনসময়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ শরীর, যাহা শরীরিগণের কর্ম্মফল দান করে, সেই শরীর আশ্রয় করেন, যে শরীর আশ্রয় করায় লোক সকল বেদক্রিয়াযোগ, তপস্যা ও সমাধি দ্বারা অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ আশ্রম দ্বারা আপনার পূজা করিয়া থাকেন। ৩৪

বিবৃতি। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা ভক্তির পথ ব্যতীতই মুক্ত—এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে যে, ভক্তগণের পক্ষেই সংসার-সাগর গোষ্পদ তুল্য হয়, অন্যের পক্ষে নহে। 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং' ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে, অন্যে—ভক্ত ভিন্ন জ্ঞানিগণ, বিমুক্তমানিনঃ, ভক্তগণ সংসারোত্তীর্ণ হইয়াও সংসার-পতিত মনে করেন, উঁহারা সংসারমধ্যে পতিত হইয়াও নিজেকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন। কারণ, পরমসুন্দর ভগবানে প্রীতি না থাকায় (অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।) ইত্যাদি ভগবদুক্ত মূঢ়তা নিবন্ধন তাঁহাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ, কাম-ক্রোধাদি জয় নিবন্ধন বিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উহা বিশুদ্ধ নহে। তপস্যা-শমদমাদি কৃচ্ছ্র দ্বারা জীবন্মুক্তি-দশায় আরূঢ় হইয়াও পতিত হয়েন। রথযাত্রাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে,

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥

এই পতনের কারণরূপে বলা হইয়াছে, অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ, মায়িক বোধে ভগবৎপাদপদ্মকে যাহারা আদর করে না, তাহারাই পতিত হয়।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥

গীতায় উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি, ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে, জ্ঞানলাভের পর ভক্তি এবং ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হয়। ৩২

ভগবানের ভক্তিমার্গের উপাসকগণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান না থাকিলেও এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও এবং কিঞ্চিৎ পাতকানুষ্ঠান করিলেও মুক্তাভিমানীর ন্যায় অধঃপতিত হয়েন না, এই কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন-ভরত-চিত্রকাদির পতন হইলেও পুনরায় ভক্তি-প্রভাবেই তোমা দ্বারা রক্ষিত হইয়া অনায়াসে ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের ভ্রংশ হইলে শতগুণ প্রেম বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি এই গীতাবাক্যই ইহার সাধক। ৩৩

পূর্ব্বে সুখাবহরূপ ধারণের কথা বলা হইয়াছে, সেই দেহ কিরূপে সুখাবহ হয়—এই আকাঙ্ক্ষায় এই শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোক দ্বারা বলা হইয়াছে যে, আপনি যদি মায়াতীত চিন্ময় শরীর পরিগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে লোক আপনার বিষয়ক জ্ঞান বা ধারণা করিতে

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥ ৩৫ ॥
ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনা দেব-ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥৩৬॥
শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩৭ ॥

হে বিধাতঃ! যদি আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নিজ শরীর না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কৃত ভেদনিবর্ত্তক বিশিষ্ট জ্ঞানও হইতে পারিত না, গুণ-প্রকাশ দ্বারা আপনি সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণ, ইহাই কেবল অনুমিত হইত, (সাক্ষাৎকার হইত না) যাহার সম্বন্ধী এই বুদ্ধ্যাদিগুণ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তিনি গুণ সাক্ষী, এবং তিনি বুদ্ধ্যারূঢ় বলিয়া বাহ্যগুণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অনুমান হইতে পারিত। ৩৫

হে ভগবন্! আপনার নাম ও রূপ গুণ-কর্ম্ম ও জন্মাদির দ্বারা যথাযথরূপে নিরূপণ করা যায় না; কারণ, আপনার প্রেম-ভক্তিরূপ মার্গ মন ও বাক্য দ্বারা অনুমেয় এবং আপনি সাক্ষিস্বরূপ। হে দেব! পরন্তু উপাসকগণ উপাসনাকার্য্যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ৩৬

হে ভগবন্! যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আপনার পরম মঙ্গলময় নাম ও রূপ সকল শ্রবণ কীর্ত্তন ও চিন্তন করিতে করিতে এবং অন্যান্য মানবদিগকে স্মরণ করাইতে করাইতে উপাসনাদির ক্রিয়াকালে আপনার চরণারবিন্দে আবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকে, তাহাকে ত পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না। ৩৭

পারিত না এবং পূজাদি করিতেও সমর্থ হইত না এবং কর্ম্ম-ফললাভে বঞ্চিত হইত। মহিম্নঃ-স্তোত্রে আছে, 'পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ' ইহার অর্থও ঠিক এই শ্লোকপ্রতিপাদ্যার্থের তুল্য। ৩৪

বিবৃতি। ত্বয্যম্বুজাক্ষ ইত্যাদি তিনটি শ্লোক দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণেরই মোক্ষ হয়, এই কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মফল না হইতে পারে, মোক্ষ কেন হইবে না? কারণ, মোক্ষ একমাত্র জ্ঞানসাধ্য, সুতরাং ভক্তির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। তোমার এই গর্ভস্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ শরীর না হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত ভেদনিবর্ত্তক বিজ্ঞান হইত না অথবা অজ্ঞান-নাশক বিশিষ্ট জ্ঞান বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, যদি সাক্ষাৎ-কার না হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র আপনি সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণস্বরূপ ইত্যাদি সামান্যরূপে আপনার অনুমানলভ্য সাধারণ জ্ঞানই হইত, সাক্ষাৎকারজন্য বিশিষ্ট জ্ঞান হইত না, শুদ্ধ সত্ত্ব শরীর তোমার সেবায় তোমারই অনুগ্রহে সাক্ষাৎ-কার হইয়া থাকে। ৩৫

যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ত করাই যায় না, পরন্তু তাঁহাকে পাইবার পথও মন ও বাক্যের দ্বারা অনুমেয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন, তিনি 'অবাঙ্মনসগোচরম্।' গোচর শব্দে প্রত্যক্ষ বুঝায়। ইহা হইলেও যখন শিষ্ট-পালন ও দুষ্টনিগ্রহের জন্য ভগবান মর্ত্ত্যভূমে আবির্ভূত হয়েন, তখনও তাঁহার গুণ, ভক্তবাৎসল্যে কর্ম্ম গোবর্দ্ধন-ধারণাদি জন্ম বসুদেব-নন্দনাদি দ্বারা নাম ও রূপ নিরূপণ করা যায় না; কারণ, উহা অনন্ত। কেবল ঐ নাম-রূপ ভজনীয়, পরন্তু উহা জানা যায় না, অথচ ভক্তগণ উপাসনা কার্য্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন, ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে। এই শ্লোক দ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে যে, যাঁহাকে মন ও বাক্য দ্বারা পাওয়া যায় না, গুণ কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারাও যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না, তাঁহাকেই ভক্তগণ প্রেম-ভক্তিযোগের দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়েন, গীতাতেও এই কথাই আছে, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।' ক্রিয়ায়াং পদে, শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি। ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার নাম রূপ আপামর সাধারণে জানে, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তবে কেবল ভক্তগণই জানে, অন্যে জানে না, এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, নাম ও রূপের মাধুর্য্য অন্যে উপলব্ধি করিতে পারে না, যেমন পিত্তদূষিত নয়ন হইলে স্বভাবশুভ্র শঙ্খকেও পীত দর্শন করে, ইহাও তদ্রূপ। এই জন্যই তাহার স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যথাযথরূপে জানা যায় না। ৩৬

নাম-রূপের শ্রবণাদির অভ্যাস দ্বারাই অনুভব হয়, এই কথা বলা হইয়াছে! নিজের দৈহিক ব্যাপারে বর্ত্তমান

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতা ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্ ॥৩৮॥
ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ৩৯ ॥
মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ৪০ ॥

বড়ই ভাগ্যের কথা যে, সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা আপনার পাদস্বরূপিণী ভারপীড়িতা পৃথিবীর আপনার অবতারমাত্রেই ভার অপনীত হইল। হে হরে! আমাদেরও পরম সৌভাগ্য, অদ্য আপনার পরম সুন্দর পাদপদ্মের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি শুভ চিহ্ন দ্বারা পৃথিবীকে অঙ্কিতা এবং স্বর্গলোককে অনুগৃহীত দেখিতে পাইব। ৩৮

(জীবের ন্যায় ভগবানের জন্ম-মরণ হয় না, এই কথা বলা হইতেছে) হে ঈশ! আপনি জন্মাদি ষড়্ভাববর্জ্জিত, আপনার লীলা ব্যতীত জন্মের প্রতি কোন কারণ অনুমান করিতে পারি না। হে নিত্যমুক্ত! জীবের জন্ম-স্থিতিবিনাশ, আপনাকে জানে না বলিয়াই হইয়া থাকে, (বস্তুতঃ জীবেরও জন্মাদি নাই) ৩৯

হে ভগবন্! আপনি অন্য সময়ে মৎস্য অশ্ব কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ হংস ক্ষত্রিয় বিপ্র এবং দেবতা এই সকল মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করেন, হে ঈশ! আপনি সেইরূপ পৃথিবীর ভার অপনোদন করুন। হে যদুত্তম! আপনাকে বন্দনা করি। (ইহা বলিয়া সকলে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন)। ৪০

থাকিলেও সে সংসারে আবদ্ধ হয় না, কারণ, তাহার সংসারকারিণী বাসনা নাই। নানা অপরাধময়ী সংসার-বাসনাই মানবকে ভগবত্তত্ত্ব হইতে দূরে রাখে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধিতা, মানব যখন সেই আনন্দময়ের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, তখন এই ক্ষণভঙ্গুর অকিঞ্চিৎকর সংসারসুখে আকৃষ্ট হয় না, সুতরাং ভর্জ্জিত বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ ভগবানে আবিষ্টচিত্ত মানবেরও সংসার হয় না এবং তন্নিবন্ধন বারম্বার জন্মমৃত্যু ভোগ করিতে হয় না। ৩৭

বিবৃতি—দিষ্ট্যা আনন্দসূচক শব্দ, 'পদ্ভ্যাং ভূমিঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ভগবানের পাদ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি জানা যায়, এই স্থানে কার্য্যকারণের অভেদ বিবক্ষা করিয়া পাদরূপিণী বলা হইয়াছে। ভার অপনীত হইল, এই কথা বলার দ্বারা কংসাদি নিমিত্ত যে পৃথিবীর ভার, তাহা শীঘ্র অপনোদন করুন, ইহা অনুরোধ করা হইয়াছে এবং বলার চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। পৃথিবীর ভারাপনয়ন দ্বারা ভক্তগণের ও পৃথিবীর হিত করা হইয়াছে, ইহা অবতারের একটি প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের ও পৃথিবীর পরম হিতকারিণী বিচিত্র ক্রীড়া দ্বারা কৃতার্থ করাই মুখ্য প্রয়োজন, এই কথা শ্লোকের পরার্দ্ধ দ্বারা বলা হইয়াছে। পদক অল্পার্থে অথবা দয়ার্থে ক, মহচ্ছরীর দেবগণাপেক্ষায় নরাকৃতি ভগবানের ক্ষুদ্র পদ, অথবা সুকোমল পদ এই অর্থ। পারিজাতহরণকালে স্বর্গভূমিও ভগবৎপাদস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল। ৩৮

আমাদের প্রার্থনায় আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমাদের এই অভিমান থাকিলেও বস্তুতঃ আপনি স্বতন্ত্র, নিজের ইচ্ছানুসারেই জন্মাদি লীলা করিয়া থাকেন, এই কথাই বলা হইয়াছে। অভয়াশ্রয়! ইহা সম্বোধন-পদ, অর্থ—যাহাকে ভয় আশ্রয় করে না অথবা অভয়! তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ—তোমাতে আশ্রিতা যে অবিদ্যা, সেই জন্মাদি সম্পাদন করে, সুতরাং জন্মাদির অন্তর্গত পালন মাত্রের জন্যই আপনার অবতার হইতে পারে না, উহা লীলা-মাত্র। দুষ্টবধের জন্য প্রযত্ন ভয়ার্ত্ত ব্যক্তিই করে, আপনি অভয়। সুতরাং এই সকল জন্মাদি লীলা—ক্রীড়া-কৌতুক-মাত্র। ৩৯

অশ্ব—হয়গ্রীবাবতার, হংস—এই অবতারে নারদকে ভক্তিযোগের উপদেশ করা হয়। রাজন্য—রাম, বিপ্র—পরশুরাম, দেব—বামন। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু কালনেমি প্রভৃতিকে বধ করিলেও তাহারাই পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া শিষ্টের প্রতি অত্যাচার করিতেছে

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষোর্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥ ৪১ ॥

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা। ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
গর্ভগতবিষ্ণোর্ব্রহ্মাদিকৃতস্তুতির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

(তদনন্তর দেবকীর প্রতি বলিতে লাগিলেন) হে মাতঃ! বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পরম পুরুষ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বলদেবের সহিত আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনার উদরে অবস্থিত। মুমূর্ষু কংসের আর ভয় করিবেন না, আপনার পুত্র যাদবগণের রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। ৪১

হে রাজন্! দেবগণ সেই প্রপঞ্চাতীতরূপ (চিন্ময়) ভগবান্‌কে স্তব করিয়া ব্রহ্মা ও শঙ্করকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিলেন। ৪২

ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়াছে, এইক্ষণে এইরূপ বিধান করুন, যাহাতে ঐ দুষ্টগণের পুনর্দর্শন করিতে না হয়, ইহারা মুক্তির অযোগ্য হইলেও আমাদের প্রার্থনায় তাহাদিগকে মুক্ত করুন, এই অভিপ্রায় বুঝাইবার জন্যই দেবগণ মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়াছিলেন। ৪০

বিশ্বস্তুতি—দেবগণ অন্তের অলক্ষ্যে এই প্রকার স্তব করিয়া পরম বিস্মিতা দেবীকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। এই বিষয়টি বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এইরূপই আছে, যথা—

অদৃষ্টাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীভির্দেবকীং দেবতাগণাঃ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টুবুস্তামহর্নিশম্ ॥

এই শ্লোকেও অংশ শব্দে বলদেব, অথবা যিনি অংশেতেই পরম পুরুষ, তিনিই সাক্ষাৎ তোমার কুক্ষিগত হইয়াছেন। অথবা যিনি অংশাবতারে—আমাদের মঙ্গলসাধন করেন, তিনি তোমার কুক্ষিগত। মুমূর্ষু পদে নিকটাগত মৃত্যু। ৪১

পুরুষং—দেবকীর হৃদয়-পুরে শায়িত, অথবা পরমপুরুষোত্তম। যাঁহার রূপ এই পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত প্রপঞ্চাতীত; সুতরাং স্তুতির অবিষয় হইলেও, দেবতাদের ভয় হইয়াছিল যে, ব্রহ্মা ও শঙ্কর তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া তথায় থাকিয়া যাইবেন, সেই জন্য তাঁহাদিগকে অগ্রে লইয়া দেবতারা নিজ ধামে গমন করেন, এই অর্থকল্পনা বৈষ্ণবগণের, প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্মা ও শঙ্করকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবগণ গমন করেন। ৪২

ইতি ভাগবতের দশমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ। যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্ ॥ ১ ॥
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোডুগণোদয়ম্। মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥ ২ ॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥ ৩ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ। অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥ ৪ ॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্। জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি ॥৫॥
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ। বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং তদা ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন—অনন্তর যে সময়ে সর্ব্বগুণযুক্ত কাল হইয়াছিল (সেই সময়ে ভগবান্ দেবকী হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন), যে সময়ে রোহিণী নক্ষত্র ছিল এবং সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র শান্ত ছিল।

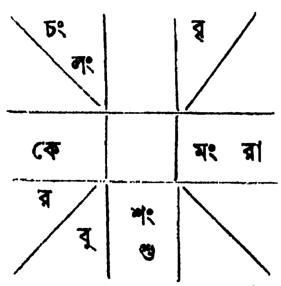
(যে সময়ে) নদী সকলের জল প্রসন্ন হইল, হ্রদ সকল পদ্মসমূহ দ্বারা শোভাশালী ও বনরাজী পক্ষি-ভ্রমরাদির কলরবে পরিপূর্ণ ও পুষ্পস্তবকে শোভিত হইয়াছিল। ১-৩

(যখন) পবিত্র সুখস্পর্শ বায়ু পুণ্যগন্ধ বহন করিয়া বহিতে লাগিল এবং দ্বিজাতিগণের শান্ত বহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ৪

(যে সময়) সাধুগণের অথবা কংসাদি ব্যতীত সর্ব্বপ্রাণীর মনঃ প্রসন্ন হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আসন্ন প্রাদুর্ভাব হইলে সেই সময়ে দুন্দুভিসকল একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। ৫

কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিয়াছিল। সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব করিয়াছিল, অপ্সরাগণের সহিত বিদ্যাধরীগণ আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল।

বিবৃতি—ইহার অষ্টম শ্লোকে বাক্য শেষ হইবে, জন্মনক্ষত্র প্রকাশ করা নীতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া এস্থানে উহা গোপনে বলা হইয়াছে অজন-জন্মর্ক্ষং—অজন হইতে জন্ম যাঁহার তিনি প্রজাপতি—তিনি দেবতা যে নক্ষত্রের, উহার নাম রোহিণী, সেই সময়ে সকল গ্রহ নক্ষত্র সৌম্যভাব ধারণ করিয়াছিল। জ্যোতিষ গ্রন্থে আছে—বৃষ-



কন্যাতুলা-মীনরাজেষু স্ফুটমুচ্চগাঃ সোম-সৌম্য-শনিক্ষৌণী-সুতাস্তজ্জন্মনি স্থিতাঃ যামাদ্বিভাবসৌ বর্ষে জন্ম স্বজন্মনঃ শিশোঃ। বিশ্বমেব বসুশ্রীমন্ বভূবাযুষ্য তুষ্যতঃ ॥

খমাণিক্য-নামক জ্যোতিষে আছে—

উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনা রাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ।

দিক সকল প্রসন্ন হইল, আকাশে নির্ম্মল নক্ষত্রগণ প্রকাশ পাইল, পৃথিবীস্থ পুর গ্রাম গোষ্ঠ ও আকর সকল মঙ্গলময় হইয়াছিল। ২

জলরুহশ্রিয়—রাত্রিকালেও দিবসের গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ষাকালেও বসন্তের গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহা দ্বিজালিকুল ইত্যাদি দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ৩

দ্বাপরেও ত্রেতার গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল। শান্তপদে নির্ব্বাণপ্রায় অথবা প্রদক্ষিণাবর্ত্ত বহ্নি বুঝাইয়াছে। ৪

হরিবংশেও আছে—

অনাহতা দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদাস্তদা।

পরন্তু—কংসাদি অসুরগণের চিত্তে অত্যন্ত উদ্বেগ জন্মিয়াছিল। এই সকল ঘটনা ঠিক ভগবানের জন্মসময়ে ঘটিয়াছিল, পরন্তু পর পর অধিক হইয়াছিল। ৫

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ। মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্ ॥ ৭ ॥
নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ৮ ॥
তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥ ৯ ॥
মহার্হবৈদুর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষঃ পরিষ্বক্ত সহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥ ১০ ॥
স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোহস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্॥ ১১॥

মুনিগণ ও দেবগণ আনন্দিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, গভীর অন্ধকার দ্বারা জগৎ যখন পরিব্যাপ্ত, সেই অর্দ্ধরাত্রে ভগবান্ জনার্দ্দন জন্মিবার উপক্রম করিলে সমুদ্র সকলের সহিত জলধর সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়াছিল। ৭

সেই সময়ে যেমন পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ পায়, সেইরূপ দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন। ৮

(ভগবান আবির্ভূত হইলে) হে রাজন্! তখন বসুদেব, পদ্মসদৃশ বিশাল নয়ন, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পীতবসন, নবীন নীরদ বর্ণ, মহামূল্য বৈদূর্য্য মুকুট এবং কুণ্ডলের দীপ্তিতে সেই বহুল কেশ সকল দেদীপ্যমান, অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারে প্রদীপ্ত সেই অদ্ভুত বালককে দেখিয়াছিলেন। ৯-১০

সেই সময়ে সেই পরম ভাগ্যবান্ বসুদেব বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে পুত্ররূপে ভগবান্ হরিকে দেখিয়া কৃষ্ণাবতারোৎসব করিবার জন্য সম্ভ্রম প্রাপ্ত ও আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন; এবং মনের দ্বারা তৎক্ষণাৎ দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন। ১১

বিবৃতি—এই সকল শ্লোকে শরৎ বসন্ত ও বর্ষার এবং ত্রেতাদির গুণ বর্ণিত হইয়াছে। ৭

বিষ্ণুপুরাণে ভগবান্‌কে সূর্য্য, দেবকীকে পূর্ব্বসন্ধ্যা ও জগৎকে কমলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ততোঽখিলজগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকীপূর্ব্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা ॥

শ্রীহরিবংশে অষ্টম মাসে প্রসবের কথা আছে।

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

ভাগবতের উক্ত উপমাকে অদ্ভুতোপমা বলা হইয়াছে। কারণ,—অর্দ্ধ রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় না। ৮

মৃদুল ও ক্ষুদ্র শরীর বলিয়া বালক বলা হইয়াছে, উদ্যতায়ুধ পদে কংসাদি হিংসনার্থ, বৈদুর্য্যমণি নীল পীত, রক্তচ্ছবি বালবায়জ নামক রত্ন। কিরীট শব্দে ত্রিকোণ পত্রাবলিসদৃশ, মুকুট—যে সমস্ত কেশ আচ্ছাদিত করে। গৌতমীয় তন্ত্রে গরুড়বাহন দেবাদি কর্ত্তৃক স্তব বর্ণিত হইলেও বসুদেব-দেবকী তাহা দেখিতে পান নাই বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। ৯—১০

সেই পরম ভাগ্যবান্ বসুদেব হরিকে পুত্ররূপে আবির্ভূত দেখিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্র হইয়াছিলেন। ১ম বিস্ময়, কংস কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ২য়, যিনি সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম, তিনি মানুষগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৩য়, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়াই প্রসূত হইলেন। ৪র্থ—যিনি ভবের ভয়-কারণ, তিনি কংস-ভয়ে ভীত বসুদেবকে পিতৃপদে বরণ করিলেন। কংস কর্ত্তৃক পীড়িত হৃতসর্ব্বস্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ বসুদেবের দান-সঙ্কল্প কিরূপে সম্ভব হয় এবং স্নান ব্যতীত দানই বা কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবে যে উল্লাস, তাহা দ্বারা সম্ভ্রম হয়, তাই বিচারও করিতে পারেন নাই। তাই আনন্দে ক্ষণকাল মুগ্ধের ন্যায় ছিলেন, পরে আনন্দ-সমুদ্রেই স্নান করিয়া মনে মনে অযুত ধেনু দান করেন। ১১

অথৈনমস্তৌদবধার্য্য পূরুষং পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥১৩॥
স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১৪ ॥
যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ। নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥১৫॥
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব। প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥ ১৬ ॥

হে ভারত! বিশুদ্ধবুদ্ধি বসুদেব এই পুত্রকে পরমপুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে ভগবানের প্রভাবজ্ঞ বসুদেব নিজ শরীর প্রভা দ্বারা সূতিগৃহ-আলোক-কারী ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। ১২

বসুদেব বলিলেন, ভগবন্! আপনাকে প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি প্রকৃতির পর, পরমপুরুষ। আপনি কেবল বুদ্ধি ও আনন্দস্বরূপ ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। ১৩

হে ভগবন্! সেই সচ্চিদানন্দরূপী আপনি নিজ মায়ায় এই জগৎ সৃজন করিয়া তাহাতে আপনি প্রবেশ করেন নাই। অথচ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়াই প্রতিভাত হয়েন। ১৪

(এই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে) যেমন অবিকৃত মহদাদি বিকৃত ষোড়শ পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া বিরাটকে (ব্রহ্মাণ্ড) সৃজন করেন, হে ভগবন্! অবিকৃত মহদাদি পৃথগবস্থায় বিশিষ্ট কার্য্য জন্মাইতে সমর্থ হয়েন না, অতএব মিলিত হইয়া বিরাটকে উৎপাদন করেন, এবং তাহার পর তাহাতে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ প্রবিষ্ট নহে, কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বেই কারণরূপে উহা বিদ্যমান ছিল, সুতরাং কার্য্য সৃষ্ট হইলে উহাতে প্রবেশ সম্ভব নহে। ১৫-১৬

বিবৃতি—নিশ্চিতরূপে না জানিলে স্তব করা যায় না। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, প্রসূত বালককে পরমপুরুষ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিয়া বসুদেব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিয়াছিলেন, তিনি ভগবানের প্রভাব—(ঐশ্বর্য্য) জানিতেন, সেই জন্য স্তব করিতে তাঁহার কোন প্রকার ভয় হয় নাই, কংসচরেরা এই শব্দ শুনিয়া জাগিবে ও কংসকে সংবাদ দিবে ইত্যাদি ভয় নাই। কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই সব ক্ষুদ্র রক্ষিবর্গ অথবা ইহাদের প্রভু কংস ইহার কি করিতে পারিবে। ১২

পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা ত সকলেই জানে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? উত্তর—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যিনি কেবল জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী—সেই আপনাকে ভগবান্ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা আমার মহাভাগ্য। ১৩

দেবকী-জঠরে প্রবিষ্টের এইরূপ স্তব কেন? উত্তর—আপনি পূর্ব্বকথিত সচ্চিদানন্দরূপী দেবকী-জঠর-প্রবিষ্ট নহেন, যিনি বিশ্ব সৃজন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট, তাঁহার পক্ষে দেবকীজঠরে প্রবেশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উত্তর, নিজ মায়ায় এই জগৎ সৃজন করিয়া তন্মধ্যে আপনি অপ্রবিষ্টই আছেন। অথচ প্রবিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। ১৪

মহদাদি অবিকৃত ভাবসকল (অর্থাৎ যে আটটি প্রকৃতি ও বিকৃতি বলিয়া অভিহিত হয়, উহারা নানা বীর্য্য হইলেও ব্রহ্মাণ্ড সৃজনে সমর্থ নহে, সেই জন্য ষোড়শ বিকারের সহিত মিলিত হইয়া উহারা বিশিষ্ট কার্য্যোৎপাদনে শক্তি লাভ করে। সেই জন্য ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে পারে, উহারা তখন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়, ফলতঃ সমবায়িকারণ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্যোৎপাদন করিলে পর উহাতে অনুপ্রবিষ্ট বলা যায় না, কারণ, পরে উহাতে প্রবেশ সম্ভব নহে। ১৫—১৬

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥ ১৭॥
য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগ্ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্॥ ১৮॥
ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ॥ ১৯॥

হে ভগবন্! আপনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান হইলেও ঐ সকল গুণের সহিত আপনাকে গ্রহণ করা যায় না। পক্ষী প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্থ যেমন নীড়-(বাসা) মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, আপনার পক্ষে সেরূপ সম্ভব নহে, কারণ, আপনি আবরণশূন্য, সুতরাং আপনার ভিতর-বাহির নাই, আপনি সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম, সকলের আত্মা, (অতএব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আপনাকে জানিতে পারিলাম, ইহা আমার পরমভাগ্য)। ১৭

যিনি আত্মার দৃশ্য দেহাদিতে আত্ম ব্যতিরেকে এই দেহাদি সৎ বলিয়া নিশ্চয় করেন, তিনি অবুধ অর্থাৎ মূর্খ। তাঁহার ঐ বিচারিত বিষয় বাক্যমাত্র ভিন্ন সত্য-সত্যই কোন পদার্থ নহে। অতএব বস্তু-স্বরূপে পরিত্যক্ত অর্থাৎ অবস্তুকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করায় তিনি অবুধ। ১৮

হে বিভো! এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আপনা হইতে হয়, এই কথা তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, অথচ আপনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী। আপনি ব্রহ্ম ঈশ্বর, আপনাতে উহা বিরুদ্ধ হয় না। কারণ, ব্রহ্ম বলিয়া অবিকারী। ঈশ্বর বলিয়া কর্ত্তা, আপনি নিখিল গুণের আশ্রয়, সুতরাং যাহা গুণের কার্য্য, উহা আপনারই কার্য্য বলিয়া আরোপিত হয়।১৯

বিবৃতি—দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের যোজনা করিয়া দেখান হইতেছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, গ্রাহ্য ভাবের সহিত অবস্থান-মাত্রই গ্রহণের প্রতি কারণ নহে—পরন্তু ইন্দ্রিয়ের শক্তি দ্বারা সেই শক্তিও কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে হয়, যেমন চক্ষুর দ্বারা রূপ-গ্রহণ হইলেও রস-গ্রহণ হয় না, অথচ রূপ ও রস দুই একত্রে আছে, রসগ্রহণ হয় রসনা দ্বারা, সেইরূপ বিষয়গ্রহণে আপনার গ্রহণ হয় না, কারণ, আপনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়! অনাবৃত বলা হইয়াছে—উহার কারণ-রূপে অপর বিশেষণ সকল যথা সর্ব্বস্যেত্যাদি। ১৭

আত্মার দৃশ্য সাক্ষাদনভবনীয় মনোহর গুণশালীদিগের মধ্যে নিজ ব্যতিরেকে অর্থাৎ মূল কারণ তোমাকে ছাড়িয়া ইনি উত্তম এইরূপ যিনি নিশ্চয় করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ-মধ্যে বিষ্ণু ব্যতীত উনি উত্তম, এই-রূপ যিনি নিশ্চয় করেন, তিনি মূর্খ। যেহেতুক তাঁহার সেই দৃশ্যগুণমধ্যে 'ইহা উত্তম এইরূপ বিচারিত উত্তম নহে, কারণ, তত্ত্বনির্ণয়ার্থ পরস্পর বাদ-বিচার ব্যতীত উহার তত্ত্ব নিশ্চয় হয় না, সুতরাং যে পুরুষ পণ্ডিতগণ-ত্যক্ত পুরুষার্থা-ন্তরকে স্বীকার করে, সে মূর্খ। এইরূপ অর্থ তোষণীকার করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, যিনি আত্মার ভোগ্য মাল্য-চন্দন, স্ত্রী প্রভৃতি মধ্যে ইহা উত্তম বলিয়া নিশ্চয় করেন, তিনি মূর্খ। কেন? উত্তর—নিজেতে সেই ভোগ্য মাল্যাদির সর্ব্বদা সংযোগ না থাকায় তদভাব জন্য শোকমোহাদিরূপ দুঃখ-প্রদ ও সংসারপ্রবাহপ্রাপক বলিয়া মীমাংসকগণ ভোগ্য স্রকচন্দনাদিকে সৎ বলিয়া থাকেন ও নিজেকে মনীষী বলিয়া মনে করেন, পরন্তু বাদবিচার ব্যতীত নিশ্চয়ই তাহাদের অভিপ্রেত বিষয় সম্যক্ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হয় না। অর্থাৎ উহা প্রবাদ মাত্র। তাহারা মনীষী নহে, কারণ, তোমার ভক্তগণ ঘৃণাস্পদ বলিয়া যাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, উহা প্রধানরূপে গ্রহণ করায় তাহারা মূর্খ। জীব গোস্বামী বলেন যে, জীবাত্মা না থাকিলেই যখন জগৎ উপলব্ধ হয় না, তখন সর্ব্বপ্রকাশক পরমাত্মা ব্যতীত কিরূপে জগৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারা যাইবে, বেদের অনুমতি ব্যতীত ইহা স্বীকার করা যায় না। অথচ শ্রুতিপ্রমাণ নাই, শ্রুতিতে আছে—যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—যেহেতুক বেদ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অর্থ গ্রহণ করে, সুতরাং সে মূর্খ। ১৮

নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, এই কথা 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥ ২০॥
ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষুর্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈর্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥ ২১॥
অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥ ২২॥

হে প্রভো! সেই আপনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত নিজের শুক্ল (শুদ্ধ) রূপ নিজের কৃপায় ধারণ করেন। সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণবহুল রক্তবর্ণ (ব্রহ্মারূপে) ধারণ করেন এবং নিখিল প্রাণীর সংহারের নিমিত্ত ক্রোধবহুল তমোময় কৃষ্ণবর্ণ (রুদ্র-রূপে) ধারণ করেন। ২০

হে অখিলেশ্বর! হে বিভো! আপনি এই সকল লোককে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন! ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত কোটি কোটি অসুরযূথপতি কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ পরিচালিত সেনাগণকে বধ করিবেন। ২১

হে সুরেশ্বর! এই খলপ্রকৃতি কংস আমার গৃহে আপনার জন্ম হইবে, এই কথা শুনিয়া আপনার অগ্রজগণকে নিধন করিয়াছে। ঐ দুরাত্মার ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক আপনার অবতার-কথা কথিত হইলে উহা শুনিয়া এখনই অস্ত্র উদ্যত করিয়া আসিবে। ২২

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, এবং 'জন্মাদ্যস্য যত' ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ এই কথা বেদান্তিকগণ বলেন, উহা কি করিয়া সঙ্গত হয়? যিনি অবিক্রিয়, নির্গুণ ও নিশ্চেষ্ট, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বলিলেই ত বিরোধ হয়। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম বলিয়াই অবিকারী—ঈশ্বর বলিয়াই কর্ত্তা, ইহাও ত বিরুদ্ধ হয়? উত্তর—না, রজোগুণ সৃষ্টি করে—ঐ গুণের আশ্রয় বলিয়াই কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মে আরোপিত হয়। যেমন ভৃত্যের কার্য্য রাজাতে আরোপিত হয়, অর্থাৎ সৈন্য ও সেনাপতি যুদ্ধ করে, জয়-পরাজয় রাজার বলা হয়।

হে ভগবন্! ত্বদাশ্রয় ব্যতিরেকে সেই গুণ সকলই সম্ভব হয় না। সেই গুণের কর্ত্তৃত্বাদি এই জন্যই তোমাতে আরোপিত হয়। অথবা যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে কিরূপে নিশ্চেষ্ট বলা যায়? এই আশঙ্কায় বলা হইয়াছে, তুমি ঈশ্বর, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে কিছুই বিরুদ্ধ হয় না। ইহাতে বিরোধ থাকিয়াই যায়। এই জন্য বলিয়াছেন, ত্বদাশ্রয়ত্বাৎ ইত্যাদি। অথবা চতুর্ভুজ বসুদেবপুত্রের কিরূপে ব্রহ্মত্ব বা ঈশ্বরত্ব সম্ভব হয়? উত্তর—তিনি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহেন, পরন্তু ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ইত্যাদি গীতাপ্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের আশ্রয়, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মগুণ প্রভৃতি আশ্রয়ে আরোপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও কৃষ্ণ একই পদার্থ, ইহার দুইটি স্বরূপ নাই। ১৯

বিবৃতি—এই শ্লোকে যে বর্ণবিভাগ আছে, উহা সমুচিত হয় না। এই জন্য শুক্লপদে শুদ্ধ, রক্তপদে রজোবহুল, কৃষ্ণপদে ক্রোধবহুল অনভিব্যক্ত স্বরূপ বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ এই বর্ণপদে রূপ বুঝাইলে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যাসশুকাদির শ্যামবর্ণ হইতে পারিত না, সুতরাং শুক্লাদি পদ রূপবোধক নহে, পরমতামস বক ও শুক্লবর্ণ। বিশেষতঃ শুক্লাদি শব্দে ব্রাহ্মণাদি জাতিকেও বুঝায়, এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু গুণাবতার হইয়াও শ্যামবর্ণ; এবং রুদ্র শুক্লবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণুর অবতার যখন দৈত্যসংহারের নিমিত্ত, তখন উহাকে তমোগুণের কার্য্য বলিলে ক্ষতি কি? কালাগ্নিরুদ্র যেমনি সংহারকর্ত্তা, নীলবর্ণ, শিব, শুভ্রবর্ণ, তিনি সাত্ত্বিক ইহা বলায় কোন বাধা দেখা যায় না। ২০

দুঃখসাগরমগ্ন যাদবাদি ভক্তগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার কারাগাররূপ গৃহে (অথবা পল্লীতে) আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি কায়মনো-বাক্যের অতীত অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি, ভক্তজনের প্রতি কৃপা করিয়াই আমার পুত্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। ২১

অসভ্য, খল, অথবা রূপ-মাধুর্য্যাদি রসাস্বাদ-বিমুখ, সেই কংস আপনার জন্মবৃত্তান্ত ভৃত্যগণের নিকট শুনিয়া আগতপ্রায়, ইহা আপনার ভক্ত দেবগণের শত্রু অসুরগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয় ইতি ভাব। ২২

শ্রীশুক উবাচ।

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্। দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ভীতা শুচিস্মিতা ॥ ২৩ ॥

শ্রীদেবক্যুবাচ।

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ২৪ ॥
নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৫॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কংস-ভয়ে ভীতা দেবকী সেই পুত্রটিকে মহাপুরুষ-লক্ষণান্বিত দেখিয়া বিস্মিত-চিত্তে স্তব করিতে লাগি-লেন। ২৩

দেবকী বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অনির্ব্বচনীয় যে রূপ, উহা আদ্য অব্যক্ত ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ নির্ব্বিকার সৎস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ও নিশ্চেষ্ট বলিয়া বেদ সকল বলেন, সেই আপনি অধ্যাত্মদীপ, সাক্ষাৎ বিষ্ণু। ২৪

দ্বিপরার্দ্ধাবসানে (ব্রহ্মার আয়ুস্কাল পূর্ণ হইলে) সমস্ত চরাচর বিনষ্ট হইলে, এবং পৃথিব্যাদি মহাভূত সকল ভূতসূক্ষ্মে বিলীন হইলে, কালস্রোতে ব্যক্ত পদার্থ সকল অব্যক্ত হইলে একমাত্র অশেষসংজ্ঞ আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। ২৫

বিস্বস্তি—পুত্রের মহাপুরুষলক্ষণ দর্শনে দেবকী ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া স্তব করিয়াছিলেন, উপাধাবৎ পদের অর্থ—নিকটে দ্রুত গমন করা। সকল টীকাকারই স্তব এই অর্থ করিয়াছেন। পরেতে স্তবই আছে। পুত্রস্নেহে কংসভয়ে ভীতা এবং মহাপুরুষলক্ষণ দর্শনে বিস্মিতা। চক্রবর্ত্তী বলেন, এই বালক পরমেশ্বর এই অভিমানে কংসকে গণনা করে না, এই ভাবিয়া দেবকীর ভয়। পরমেশ্বরের অগ্রে কংস কোন্ ক্ষুদ্র জীব, তথাপি আমাদের ভয় হইতেছে, ইহা কত বড় অজ্ঞান এই ভাবিয়া বিস্ময়। ২৩

তোমাতে ভয়ের আশঙ্কা নাই—এই কথা ৪টি শ্লোকে বলা হইয়াছে। আপনার যে অনির্ব্বচনীয় রূপের কথা বেদ বলেন, উহা কি বস্তু, তাহাই বলা হইয়াছে —উহা অব্যক্ত, যে হেতুক উহা আদ্যকারণ, উহা পরমাণু নহে, যে হেতুক উহা বৃহৎ, প্রকৃতি নহে, যে হেতুক উহা চেতন। বৈশেষিকদিগের জ্ঞানাশ্রয় আত্মা নহে, যে হেতুক উহা নির্গুণ, মীমাংসকদিগের জ্ঞান পরিণামী নহে, যে হেতুক নির্ব্বিকার শক্তিবিক্ষেপে পরিণামী নহে, যে হেতুক সত্তা মাত্র, নির্ব্বিশেষ, এবং উহা সক্রিয় নহে, নিরীহ, এইরূপ আপনি বিশ্বব্যাপক নারায়ণ আমার প্রত্যক্ষ-গোচর, যে আপনি বুদ্ধ্যাদি করণবর্গের প্রকাশক। অথবা অব্যক্ত যাহা কোনরূ[illegible] ব্যক্ত করা যায় না। উৎপত্তি দ্বারা কোন ব্যক্ত হয় না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, আদ্য সকল কার্য্যের আদি ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার এই চারিটি পদ দ্বারা দেশ প্রকাশ গুণ ও বিকার দ্বারা অভিব্যক্তির কথা নিরাকরণ করা হইয়াছে এবং অপর বিশেষণত্রয় দ্বারাও ব্যক্তিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, অথবা দেবকী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব দ্বারা বশীভূত করিব—ইহা মনে ঠিক করিয়া স্তব করিতেছেন। আমাদের প্রতিক্ষণে ভয় বৃদ্ধি পাইলেও তোমার ভয়ের আশঙ্কা নাই। হে পরমেশ্বর! তোমার যে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ রাঘব প্রভৃতি রূপ (আকার), উহা অব্যক্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর, এবং নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম তোমার জ্যোতিঃ। যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইত্যাদি শ্রুতিই উহার প্রমাণ, এবং সত্তামাত্র তোমারই ভক্ত পরিকর, নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ প্রপঞ্চের বহির্ভূত। অতএব নিরীহ স্বতঃ পরিপূর্ণ বলিয়া বিতৃষ্ণ, সেই তুমি বিষ্ণু, সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক। এ সম্বন্ধে অজ্ঞ হইলেও আমার মনে যেরূপ তুমি প্রকাশ করিতেছ, তাহাই আমি বলিতেছি। ২৪

যাহার কোনরূপেই বিনাশ নাই—যিনি নিত্য, তাঁহার কোন প্রকার ভয়ও নাই, এই কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে সাংখ্যোক্ত লয় বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে মহাভূত সকল ভূত সূক্ষ্মে অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় হয়, তখন উহার সংজ্ঞা হয় প্রধান. অথবা উহারই সংজ্ঞা হয় শেষ। ২৫

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥
মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৭ ॥
স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্নস্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানবিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ২৮ ॥
জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মাবিদ্যান্মধুসূদন। সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ২৯ ॥

হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক! ভগবন্! নিমেষ হইতে বৎসর পর্য্যন্ত এবং পুনঃ পুনঃ বৎসরাবর্ত্তনে অতি মহান্ দ্বিপরার্দ্ধরূপ কাল এবং যে কালের দ্বারাই এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি লয় হয়, সেই কালকেই আপনার চেষ্টা বলে। অতএব সর্ব্বেশ্বর, সকলমঙ্গলালয় (শরণাগত-ভয়হারী) আপনার আমি শরণাপন্ন হইলাম। ২৬

হে আদ্য! এই মরণধর্ম্মা লোকসকল মৃত্যুরূপ সর্পভয়ে ভীত হইয়া সকল লোকে (চতুর্দ্দশভুবনে) পলায়ন করিয়াও কোথাও নির্ভয় স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে (বিনা চেষ্টায়) আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে সুস্থরূপে শয়ন করিয়া আছে অর্থাৎ আপনার নিকট অভয়প্রাপ্ত হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছে। কারণ, মৃত্যু আপনার পাদপদ্ম হইতে পলাইয়া যায়। ২৭

হে ভগবন্! সেই আপনি ঘোরস্বভাব উগ্রসেন-পুত্র কংস হইতে ভীত আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভৃত্যজনের ভয়হারী, আপনার এই ঐশ্বর রূপ ধ্যানাস্পদ, ইহাকে চর্ম্মচক্ষুর গোচর করিবেন না। ২৮

হে মধুসূদন! আমাতে আপনার জন্ম হইল, ইহা যেন ঐ পাপিষ্ঠ কংস জানিতে না পারে, আমি আপনার নিমিত্ত ভয় করিতেছি। আমার চিত্ত অস্থির হইয়াছে। ২৯

বিবৃতি।—যে কাল প্রলয়ের হেতু, সেই কালও তোমারই চেষ্টা মাত্র, এই কথা বেদ বলিয়াছেন, সেই কাল অতি ক্ষুদ্র নিমেষ হইতে দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত অতি মহান্, অতএব আপনি সর্ব্বেশ্বর, সুতরাং শরণাগতের ভয়হরণ করা আপনার পক্ষে তুচ্ছ বিষয়, অতএব অভয়েরও সুখ-প্রাপ্তির স্থান আপনি। অথবা সকল মঙ্গলদ্রব্যাদিরও আপনিই আশ্রয়স্থল, অতএব নিজ মাতা আমাকে নির্ভয় করুন। ২৬

মরণধর্ম্মা—লোকসকল এ যাবৎ মৃত্যুরূপ সর্পভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দশভুবনে তৎ-তৎ অধিবাসীর নিকটে যাইয়া কোথাও অভয় পায় নাই, অদ্য আপনার পাদরূপ ধন্বন্তরিকে পাইয়া নির্ভয় হইয়াছে ও পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছে। কারণ, মৃত্যুরূপ সর্প আপনার পাদরূপ ধন্বন্তরির ভয়ে অনেক দূরে পলাইয়া গিয়াছে। ২৭

পূর্ব্বেও কংসের নাম দেবকী গ্রহণ করেন নাই, এ স্থানেও শব্দশ্লেষে পরমোগ্রত্ব সূচিত হইয়াছে। পিতা বা তাহার সেনা উগ্র—ভয়জনক নহে, কিন্তু তৎপুত্র ঘোরস্বভাব, ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান ও তাঁহার কাহা হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা নাই, ইহা জানিয়া ও মাতৃস্বভাব প্রযুক্ত দেবকীর হৃদয়ে উত্থিত ভয়কে গোপন করিয়া প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, আপনার এই রূপ চর্ম্ম-চক্ষুর গোচরে রাখিবেন না অর্থাৎ ঐশ্বররূপ সম্বরণ করুন। ২৮

আমার গর্ভে আপনার জন্ম হইয়াছে, ইহা যেন পাপ-প্রকৃতি কংস না জানে। মধুসূদন এই সম্বোধন দ্বারা তদানীন্তন মধু দৈত্য বধ করিলেও ইদানীন্তন তদপেক্ষায় অধিক বলশালী কংস, সুতরাং সে যেন না জানে যে, আপনি আমার পুত্র,আপনি অন্তর্হিত হইলে গর্ভচৌর্য্যাপরাধে সে যদি অধিক তাড়ন করে করুক। কেবল আপনার কল্যাণই প্রার্থনা করি। আমি আপনার মাতা, সুতরাং মাতৃস্নেহে আমার চিত্ত অস্থির। সুতরাং মাতৃবাৎসল্য জন্যও রূপ উপসংহার করুন। ২৯

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদো রূপমলৌকিকম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥ ৩২ ॥
যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ ॥ ৩৩ ॥

হে বিশ্বস্বরূপ! আপনার ঐ অলৌকিক শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজান্বিত রূপ উপসংহার করুন। ৩০

হে ভগবন্! আপনি পরমপুরুষ, প্রলয়াবসানে (সৃষ্টিস্থিতিসময়ে) নিজ শরীরে অসঙ্কোচে এই বিশ্ব ধারণ করেন। আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা মনুষ্যলোকের এক প্রকার বিড়ম্বনা। ৩১

শ্রীভগবান্, বলিলেন, হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রথম জন্মে তুমিই পৃশ্নি ছিলে, তৎকালে এই নিষ্পাপ বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ৩২

সেই সময়ে যখন ব্রহ্মার আদেশে তোমরা প্রজা সৃষ্টির জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরম তপস্যা করিয়াছিলে। ৩৩

বিবৃতি।—আমিও বিশ্বমধ্যে অবস্থিত, আমার মধ্যে অবস্থান করিয়া আমার চিত্তকে অধীর করিতেছেন, ইহা আপনারই দোষ। আপনি লৌকিক নর-বালকাকার হউন, যাহা হইলে আমি অতি শীঘ্র আপনাকে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিব। এই অলৌকিক রূপ উপসংহার করিয়া লৌকিক রূপ গ্রহণ করুন, তাহা হইলে কোনও স্থানে গোপন করা যাইবে। যে যুগপৎ অনন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহার নিকট ইহা অশক্য নহে। অতএব—অতিরিক্ত দুইখানি হস্ত ও কৌস্তুভ মণি গোপন করিয়া সাধারণ নরবালকের মত রূপ প্রকাশ করুন, তাহা হইলে কোথায়ও গোপন করা যাইতে পারে। ৩০

হে ভগবন্! সৃষ্টি ও স্থিতিকালে এই বিশ্ব আপনার দেহে অসঙ্কোচে ধারণ করেন, সেই আপনি আমার গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছেন, ইহা লোকে বিশ্বাস করিবে না এবং এই পুত্র দ্বারা শ্লাঘা করা দূরের কথা, প্রত্যুত লোকে উপহাস্যতা লাভেরই সম্ভাবনা। কোটি ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ ভগবান মানুষীর গর্ভে ছিলেন, এই কথা বলিতে বা মনে করিতে তোমার লজ্জা হয় না, এই বলিয়া প্রতিবেশিনী-গণ আমাকে উপহাস করিবে, সুতরাং প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দাই হইবে।

প্রশ্ন—পরব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াও দেবকী-বসুদেবের এইরূপ ভয়, শোক, মোহ কেন হইয়াছিল? উত্তর—প্রেমভক্তির ইহা কার্য্য, অর্থাৎ উহা বাস্তবিক ভয়, শোক বা মোহ নহে, উহা বাৎসল্যপ্রেম, ভক্তি দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ বিজ্ঞান হইয়া থাকে। ভক্তি তিন প্রকার—গুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা। জ্ঞান, জ্ঞানময়ী রতি, ও প্রেম উহাদের ফল, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানময়ীরতি দ্বারা চিদৈশ্বর্য্যময় ভগবৎস্বরূপ জ্ঞান, প্রেম দ্বারা মাধুর্য্যময় রামকৃষ্ণাদি স্বরূপাস্বাদ হইয়া থাকে। ঐ প্রেম দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, উজ্জ্বল ভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যময় বাৎসল্য দেবকীর, যশোদার মমতাত্মক বাৎসল্য, ইহারা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া ভেদের কারণ অনমুসন্ধেয়। ৩১

মাতঃ! কেবল এই জন্মেই আমি তোমার পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হই নাই, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর যখন বর্ত্তমান ছিল, সেই কালেও আমি তোমার পুত্র হইয়াছিলাম অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরেও যখন আমি তোমার পুত্র, তখন তুমি নিজেকে অত দীন মনে করিও না, তুমি সাধারণ মানবী নহ। ৩২

বৈ শব্দ প্রসিদ্ধ বুঝাইতে অথবা স্মরণার্থে। ৩৩

বর্ষবাতাতপহিম-ঘর্ম্মকালগুণাননু। সহমানৌ শ্বাসরোধ-বিনির্ধূতমনোমলৌ ॥ ৩৪ ॥
শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা। মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ ॥৩৫ ॥
এবং বাং তপ্যতোস্তীব্রং তপঃ পরমদুষ্করম্। দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ ॥ ৩৬ ॥
তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে। তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রাদুরাসং বরদরাড়্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া। ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥৩৮॥

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমায়য়া ॥ ৩৯ ॥
গতে ময়ি যুবাং লব্ধা বরং মৎসদৃশং সুতম্।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাংপ্রাপ্তমনোরথৌ ॥ ৪০ ॥

বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, হিম, ঘর্ম্ম প্রভৃতি কাল-গুণ সকল সহ্য করিয়া থাকিতে, এবং শ্বাসরোধ (প্রাণায়াম) দ্বারা তোমাদের মনোমল নির্ধূত হইয়াছিল। তখন তোমরা গলিত পত্র ও বায়ুমাত্র আহার করিতে, শান্তচিত্তে আমার নিকট অভীষ্ট-সিদ্ধিলাভ কামনায় আমার আরাধনা করিয়াছিলে। ৩৪-৩৫

হে ভদ্রে! এইরূপে আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে তোমাদের দেব-পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল। ৩৬

হে নিষ্পাপে! সেই সময়ে তোমাদের প্রতি আমি পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রতিনিয়ত হৃদয়মধ্যে আমাকে ভাবনা করিতে, তখন বরদরাজ আমি, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম, এবং 'বর গ্রহণ কর' এই কথা বলিলে তোমরা 'আমার ন্যায়' পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। ৩৭-৩৮

তোমরা দুই জন স্ত্রী-পুরুষে অনপত্য ছিলে এবং গ্রাম্য বিষয় কিছুমাত্র ভোগ কর নাই, আমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা কর নাই। ৩৯

আমি তোমাদিগকে ঐ বর প্রদান করিয়া চলিয়া গেলে তোমরা আমার সদৃশ পুত্রলাভরূপ বর লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলে ও গ্রাম্য ভোগ উপভোগ করিয়াছিলে। ৪০

বিবৃতি।—বর্ষাদিকালোচিত যে সকল গুণ অর্থাৎ বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত, শিশিরে বায়ু, শরৎকালে আতপ সূর্য্যকিরণ, গ্রীষ্মে ঘর্ম্ম উষ্ণতা প্রভৃতি সহ্য করিয়াছিলে। শ্বাসরোধ—প্রাণায়াম। ইহা দ্বারা মনোমল দূর হয়। ৩৪-৩৫

ভদ্রে এই স্থলে তীব্রং এইরূপ পাঠান্তর আছে। ভদ্রে, হে পরমভাগ্যবতি! অথবা ভদ্র নামক বনে মাথুর ক্ষেত্রে মদ্গতচিত্তে তোমরা দুশ্চর তপস্যা করিতে দিব্য দ্বাদশসহস্র বর্ষ অতীত হইয়াছিল। ৩৬

অনঘে! সর্ব্বাপরাধরহিতে। ইহার দ্বারা উঁহাদের তপস্যায় কোন ছিদ্র ছিল না, ইহা সূচিত হইয়াছে। তপস্যা দ্বারা শ্রদ্ধা ও তদ্দ্বারা ভক্তি হয় এবং নিরন্তর প্রেম-লক্ষণ ভক্তি সহকারে ভাবনায় ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বিগ্রহে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৩৭-৩৮

আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ বশতঃ তোমরা যে কেবলমাত্র বিষয়ান্তরোৎপাদনকে অনাদর করিয়াছিলে, তাহা নহে। মোক্ষের যোগ্য হইয়াও আমারই অনুগ্রহে করতলগত মুক্তির প্রার্থনা কর নাই। এই স্থানে মায়া পদে পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া। পুত্রস্নেহও মায়া শব্দে কথিত হয়, উহার আস্বাদানন্দেই মুগ্ধ—পুত্রস্নেহ-সম্পাদিকা মায়াই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্বিষয়ক স্নেহ অপবর্গ-সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩৯

গ্রাম্য ভোগ—স্ত্রীপুরুষসঙ্গ, মৎসদৃশ পুত্রলাভের আশায়। ৪০

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্ ।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥
তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥ ৪২ ॥
তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্ ।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥ ৪৩ ॥
এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে । নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥ ৪৪ ॥
যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ । চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্ ॥৪৫॥
(যদি কংসাদ্ বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয় ॥ মন্মায়ামানয়াশু ত্বং যশোদাগর্ভসম্ভবাম্ ॥) *

হে সতি ! এই সংসারে শীল ও ঔদার্য্যাদি গুণে আমার সদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া আমিই তোমাদের পৃশ্নিগর্ভ নামে পুত্র হইয়াছিলাম । ৪১

হে সতি ! দ্বিতীয় জন্মে আমি পুনর্ব্বার তোমাদের দুই জনের পুত্র হইয়াছিলাম, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মিয়া উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হই, এবং ঐ জন্মে আমার আকৃতি খর্ব্ব ছিল বলিয়া আমি বামন নামেও বিখ্যাত ছিলাম । ৪২

এই তৃতীয় জন্মেও আমি সেই শরীরে তোমাদের গৃহে ঐরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তোমরা সেই পৃশ্নি ও সুতপা । হে সতি ! আমার বাক্য সত্য বলিয়া জানিও । ৪৩

হে সতি ! আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত এইরূপ (চতুর্ভুজ মূর্ত্তি) তোমাদিগকে দেখাইয়াছি । এরূপ না করিলে মানব-মূর্ত্তিতে দেখিলে মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিত না, অর্থাৎ দ্বিভুজ মানবশরীর দেখিয়া তোমরা আমাকে চিনিতে পারিতে না । ৪৪

হে সতি ! তোমরা দুই জনে আমার প্রতি স্নেহ করিয়া পুত্রভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে একবারমাত্র চিন্তা করত আমার পরাগতি প্রাপ্ত হইবে । ৪৫

বিবৃতি—আমি তোমাদের বাক্‌চাতুর্য্যেই যেন মুগ্ধ হইয়া বর দিয়াছিলাম । পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার মত একমাত্র আমিই, সুতরাং তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম, শীল পদে সচ্চরিত্র, ঔদার্য্য পদে মহত্ত্ব । পৃশ্নিগর্ভ অবতার ত্রেতাযুগে হইয়াছিল । ৪১

দ্বিতীয় জন্মে তুমি হইলে অদিতি, সুতপা হইলেন কশ্যপ, তোমাদের পুত্র হইয়া আমি 'উপেন্দ্র' ও খর্ব্বাকৃতি নিবন্ধন 'বামন' এই নামে বিখ্যাত হইলাম । ৪২

ভব শব্দে জন্ম, প্রথমে পৃশ্নিগর্ভ, দ্বিতীয়ে বামন, তৃতীয়ে কৃষ্ণ। এইরূপ দেবকীও প্রথমে পৃশ্নি, দ্বিতীয়ে অদিতি, তৃতীয়ে দেবকী, বসুদেবও প্রথমে সুতপা, দ্বিতীয়ে কশ্যপ, তৃতীয়ে বসুদেব । ৪৩

গূঢ় নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে—অর্থাৎ দ্বিভুজ প্রাকৃত মনুষ্যের মত আকার দেখিয়া কেহই আমাকে চিনিতে পারে না । ৪৪

তুমি প্রসন্ন হইলেও আমাদের বারম্বার কেন জন্ম হয় ?

উত্তর—অতঃপর হইবে না, এই কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে । জন্মাষ্টমী-ব্রতে বসুদেব-দেবকীর পূজাবিধান আছে, সুতরাং তাঁহারা নিত্য সিদ্ধ, এই স্থানের ভগবদুক্তির দ্বারা তাঁহাদের মুক্তি অভিপ্রেত হইলে উহা অসঙ্গত হয় মনে করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন, ভগবান্ উঁহাদের নিত্য-সিদ্ধত্ব গোপন করিয়া প্রেম বাড়াইবার জন্য সাধকত্ব বলিয়া উঁহাদের আনন্দ প্রদান করিতেছেন । বাস্তবিক ইহার অর্থ আমার প্রথম গতি—অদ্য গোকুলে, একাদশ বর্ষে মথুরায়, পুনর্ব্বার গতি হইবে, সেই পরা গতি তোমরা প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি আমার সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ হইবে । ৪৫

* এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত ।

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া। পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥৪৬॥

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ ৪৭ ॥
তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু দ্বাঃস্থেষু পৌরেষ্বপি শায়িতেষ্বথ।
দ্বারস্তু সর্ব্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া বৃহৎ কপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৪৮ ॥
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জ্জন্য উপাংশুগর্জ্জিতঃ শেষোহন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥৪৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন, এবং পিতা-মাতার সেই রূপদর্শনকালেই তৎক্ষণাৎ নিজ মায়ায় প্রাকৃত শিশু হইয়াছিলেন। ৪৬

অনন্তর (আমাকে নন্দগোপ-গৃহে লইয়া যাও) এইরূপ প্রেরিত হইয়া বসুদেব সেই পুত্রকে গ্রহণ করিয়া সুতিকা-গৃহ হইতে যখন বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই সময় যিনি জন্মরহিতা যোগমায়া নামে বিখ্যাত, তিনি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪৭

হে রাজন্! সেই যোগমায়ার প্রভাবে সকল দ্বারপালের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইলে (অর্থাৎ জাগ্রৎ থাকিয়াও অচেতন হইয়া পড়িলে) এবং পুরবাসিগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ন করিলে। (বসুদেব-দেবকী যে গৃহে ছিলেন) তাহার বৃহৎ কবাট লৌহ-কীলক ও লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। ৪৮

কিন্তু বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বহির্গমনার্থ আগত হইলে সেই সকল কবাট রবির উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় নিজে নিজেই উন্মুক্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন পূর্ব্বক বারি বর্ষণ করিতেছিল। অনন্তদেব স্বীয় ফণা দ্বারা (বৃষ্টির) জল নিবারণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়ছিলেন। ৪৯

বিবৃতি—নিজ মায়া-পদে কৃপা অথবা ষড়্গুণময়ী মায়া প্রাকৃত স্বভাবসিদ্ধ, তাহার পর কি হইল, এই আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দ্বিভুজ স্বভাবসিদ্ধ বালকে পরিণত হইয়াছিলেন, পিতা-মাতার অগোচরে নহে, তাঁহারা সেই রূপ দর্শন করিতেই ছিলেন সেই অবস্থাতে রূপ পরিবর্ত্তন করা হয়। ৪৬

ভগবানের প্রেরণায় বসুদেব তাঁহাকে লইয়া গোকুলে গিয়াছিলেন, ইহা বিস্পষ্টভাবে হরিবংশে উক্ত হইয়াছে,

অনুজ্ঞাপ্য পিতৃত্বেন নন্দগোপগৃহং নয়

বসুদেব ভগবৎপ্রেরণায় ঐ বালককে অতি যত্নে অঙ্কে গ্রহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। হরিবংশে উক্ত আছে,—

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

এই বাক্যে দেখা যায়, এককালে প্রসব হয়, ভাগবতে ভগবজ্জন্মের পর। ইহার উত্তর হরিবংশেই আছে যে,—

নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ।

সুতরাং সমং পদটি প্রসবের সমকাল না বুঝাইয়া অসম্পূর্ণ গর্ভকাল উভয়েরই তুল্য ইহা বুঝাইবে।

চক্রবর্ত্তী বলেন, যশোদাও ঠিক একই সময়ে এক কৃষ্ণকে প্রসব করেন, পরে নবমীতে কন্যা প্রসব করেন; সুতরাং যশোদার দুইটি প্রসব বুঝিতে হইবে; এবং যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রসব করেন, তিনি দ্বিভুজ নরাকৃতি পরব্রহ্ম। ৪৭

বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার সময় দ্বারপালগণ যোগমায়া দ্বারা মোহিত হইয়াছিল, এই কথা বিষ্ণুপুরাণে আছে।

মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া।
মথুরাদ্বারপালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ ॥

বসুদেবের গমনকালে মথুরার সহরের বাহিরে যাইবার তোরণ-দ্বারপালগণ ও বসুদেব-পুররক্ষিগণ মোহিত হইয়াছিল, ঐ তোরণ-দ্বার সকল অতি বৃহৎ কবাট দ্বারা আবৃত ও লৌহকীলক ও লৌহশৃঙ্খলা দ্বারা সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্‌যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্শ্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৫০ ॥
নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্ গোপান্ প্রসুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎসুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ ॥ ৫১ ॥
দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্। প্রতিমুচ্য পদোর্লোহমাস্তে পূর্ব্ববদাবৃতঃ ॥ ৫২ ॥
যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণজন্মনি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র অনবরত বর্ষণ করিতে থাকিলে, যমুনা গভীর জলরাশির বেগে তরঙ্গযুক্তা ও ফেনিলা হইয়াছিল। তথাপি সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে পথ দিয়াছিল, সেইরূপ শত শত আবর্ত্ত দ্বারা ভয়ঙ্করী যমুনা নদীও বসুদেবকে যাইবার নিমিত্ত পথ প্রদান করিয়াছিল। ৫০

বসুদেব নন্দব্রজে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নিদ্রা-প্রভাবে গোপগণ সুষুপ্ত আছে। তখন নিজ পুত্রকে যশোদার শয়নে (শয্যায়) রাখিয়া এবং তাহার কন্যাটিকে লইয়া পুনরায় গৃহে গমন করিলেন। ৫১

অনন্তর বসুদেব দেবকীর শয্যায় কন্যাটি রাখিয়া নিজের পদদ্বয়ে পূর্ব্বের ন্যায় লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করিয়া বন্ধনাবস্থায় রহিলেন। ৫২

নন্দ-পত্নী যশোদা প্রসবকালে কোন একটি উৎপন্ন হইল, এইমাত্র তাঁহার জ্ঞান ছিল, পরিশ্রান্তা ও নিদ্রা দ্বারা অপগতস্মৃতি যশোদা প্রসূত সন্তান পুত্র কি কন্যা, ইহা জানিতে পারেন নাই। ৫৩

সর্ব্বাকর্ষক পরানন্দঘনমূর্ত্তি কৃষ্ণকে বহন করিয়া যাইবার কালে বসুদেবের শ্রম হয় নাই, প্রত্যুত আনন্দই হইয়াছিল, ইহা সূচিত হইয়াছে, দ্বার সকল নিজে নিজেই খুলিয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য কাহারও কোন প্রযত্ন করিতে হয় নাই, যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নিজেই চলিয়া যায়। অনন্তদেব যে বৃষ্টির জল ফণা দ্বারা বারণ করিয়াছিলেন, তাহা বিষ্ণুপুরাণেও আছে—

বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তোয়মত্যুল্বণং নিশি।
সংছাদ্যানুযযৌ শেষঃ ফণৈরানকদুন্দুভিম্ ॥ ৪৯

বিশ্বস্তি।—বসুদেবকে কৃষ্ণ লইয়া যাইতে কেহ না দেখে এই অভিপ্রায়ে ইন্দ্র অনবরত বর্ষণ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা বসুদেবের যমুনাবগাহনেরও অনুকূল হইয়াছিল। যমুনা সেই জলোচ্ছ্বাসে ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও বসুদেবকে পথ দিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যমুনাঞ্চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তশতাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ ॥ ৫০

কংসের হাত হইতে নিজ পুত্ররক্ষণ ও মিত্রপুত্রীর বধ হইবে জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠান বসুদেবের ন্যায় পরম ধার্ম্মিকের অন্যায় হয় নাই; কারণ, পুত্রস্নেহে তাঁহার বিবেক তখন ছিল না। কন্যাটিকে কংস ধ্বংস করিবে, ইহা বুঝিয়াই উহাকে দেবকীর ক্রোড়ে না দিয়া শয্যার উপর রাখিয়াছিলেন। নিজের পদে লৌহ-নিগড়দান এবং পূর্ব্ববৎ কবাটাদি অবরুদ্ধ করিয়া বসুদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১-৫২

যশোদার ন্যায় পরিজনবর্গও যোগনিদ্রার দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিল, এ কথা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে "তামেব কন্যাং মৈত্রেয় যশোদা মোহিতে জনে।" পরে পুত্র দর্শনে পরম হৃষ্টা হইয়াছিলেন।

দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্।
নীলোৎপল-দলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ ॥ ৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্ববদাবৃতাঃ। ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১ ॥

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ। আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে ॥ ২ ॥

স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ। সূতীগৃহমগাৎ তূর্ণং প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ ॥ ৩ ॥

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী। স্নুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ। ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো। দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ। যাচিতস্তাং বিনির্ভৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, (বসুদেব পূর্ব্ববদবস্থান করিলে) বাহিরের ও অন্তঃপুরের দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ স্বয়ং আবৃত হইয়াছিল, তদনন্তর বালকের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহরক্ষকগণ জাগিয়া উঠিল। ১

তাহারা শীঘ্র কংসের সমীপে গমন করিয়া দেবকীর অষ্টম-গর্ভ-জন্মের কথা ভোজরাজ কংসকে বলিয়াছিল। কংসও উদ্বিগ্ন হইয়া উহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ২

সে কংস শয্যা হইতে শীঘ্র উত্থিত হইয়া 'এই আমার কাল' এই ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল ও মুক্তকেশ হইয়া শীঘ্র দেবকীর সূতীগৃহে গমন করিল। ৩

দেবী দেবকী কন্যার রক্ষার জন্য দয়ার্দ্র হইয়া, সেই ভীত ভ্রাতাকে দীনভাবে বলিয়াছিলেন, হে কল্যাণ! হে ধার্ম্মিক! এই বালিকা তোমার পুত্রবধূ হইবে (চেয়ে দেখ, এটি বালক নহে), এইটি কন্যা, ইহাকে বধ করিতে পার না। ৪

হে ভ্রাতঃ! তুমি দৈবপ্রেরিত হইয়া আমার অগ্নি তুল্য বহু পুত্র বিনাশ করিয়াছ। এই একটি-মাত্র কন্যা আমাকে প্রদান কর। ৫

হে প্রভো! (কারাগৃহে অবরুদ্ধা) দীনা হত-পুত্রা আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, এই পুত্রভাগ্যহীনা আমাকে এই শেষ সন্তান কন্যাটি প্রদান কর। ৬

শুকদেব বলিলেন, দেবকী ঐ কন্যাটিকে (বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া) গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়া অতি দীনভাবে রোদন করিতেছিলেন ও কাতরভাবে কন্যাটির জীবন প্রার্থনা করিতেছিলেন। খল (নির্দ্দয়) কংস দেবকীকে ভর্ৎসনা করিয়া দেবকীর হস্ত হইতে ঐ কন্যাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিল। ৭

বিবৃতি।—গৃহপাল শব্দে কুকুরকেও বুঝায়, শ্লেষ দ্বারা রক্ষিবর্গকে কুকুর বলা হইয়াছে, তাহারা সাবধানে উন্তন্দ্র হইয়াছিল। ১

নিজ পুত্র রক্ষা হইয়াছে জানিয়া অন্তরে তোষমানা দেবকী সখী যশোদার কন্যাকে রক্ষার্থ নিমিত্ত স্নেহার্দ্র হইয়া কংসকে দীনভাবে বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হইবে, এই বলিয়া লোভ দেখাইলেন। ঐ কথা না শুনিয়া অষ্টমগর্ভবোধে বলপূর্ব্বক গ্রহণে উদ্যত হইলে, বলিলেন, এইটি বালিকা—অসমর্থা ও অবধ্যা, ইহা দ্বারা মৃত্যুভয় নাই; কারণ, পুত্র হইলেই ভয়ের কারণ ছিল, অবলা হইতে কোন ভয় নাই। স্ত্রী-বধ জন্য পাপ দ্বারা যেন তোমার অকল্যাণ না হয়, এই কথা কল্যাণ এই সম্বোধন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ৪

বন্ধনাগারে স্থিতা বলিয়া দীনা মৃতপুত্রা বলিয়া মন্দা, বার্দ্ধক্য উপনীত বলিয়া কন্যাকে চরম সন্তান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সদ্যোজাত কোন কার্য্যে করিতে অক্ষমা, ইহাকে দান করুন। ৬

প্রশ্ন—ঐ কন্যা দেবকীর আত্মজা হয় কিরূপে? উত্তর—

তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্। অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ ॥৮॥

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা। অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥ ৯ ॥

দিব্যস্রগম্বরালেপ-রত্নাভরণভূষিতা। ধনুঃশূলেষুচর্ম্মাসি শঙ্খচক্রগদাধরা ॥ ১০ ॥

সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ। উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ। যত্র ক বা পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ১২ ॥

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ ১৩ ॥

তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

(কংসের দেবকীর প্রতি যে স্নেহ-সোহার্দ্দ ছিল, উহা নিজ স্বার্থের নিমিত্ত উন্মুলিত হইয়াছিল) স্বার্থ নিমিত্ত সৌহার্দ্দশূন্য কংস সেই সদ্যোজাতা ভগিনীর কন্যার চরণদ্বয় ধরিয়া শিলার উপর বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৮

সেই কন্যা কংসের হস্ত হইতে উৎপতিত হইয়া (কংস কর্ত্তৃক অধঃক্ষিপ্যমাণা হইলেও উর্দ্ধে উঠিয়া) আকাশে দেবী হইয়া গমন করিলেন, বিষ্ণুর অনুজা সশস্ত্র অষ্টমহাভুজারূপে দৃশ্যা হইলেন। তিনি দিব্য বসন-ভূষণ ও মাল্যালঙ্কারে ভূষিতা ও অষ্ট ভুজে শূল, ধনুঃ, খড়্গ, বাণ, চর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও উরগগণ প্রচুর পূজোপহার প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতেছে। সেই দেবী এই কথা বলিয়াছিলেন। ৯-১১

হে মূঢ়! আমাকে বধ করিলে কি হইবে, তোমার পূর্ব্ব-শত্রু তোমার অন্তক হইয়া যে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তুমি আর অন্যান্য দীন বালকদিগকে বৃথা বধ করিও না। ১২

এই প্রকার বলিয়া ভগবতী মায়া পৃথিবীর নানা স্থানে নানা নামযুক্তা হইয়া অধিষ্ঠিতা হইলেন। ১৩

কংস তাহার কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত (দৈববাণী কিরূপে মিথ্যা হইল, ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত) হইল। দেবকী ও বসুদেবকে কারাগৃহ হইতে আনিয়া ও বন্ধনমুক্ত করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল। ১৪

যশোদা দেবকীর সখী ছিলেন, সুতরাং অভেদ বিবক্ষায় আত্মজা বলা হইয়াছে। দেবকী যে যশোদার সখী, তৎসম্বন্ধে পুরাণবচন এইরূপ—

যে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।
অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিভার্য্যয়া ॥

বিশ্বনাথ।—যদি আমাকে বধ করিতে পারিতে, তাহা হইলেই বা কি হইবে; যে তোমাকে বধ করিবে, সে যে কোন স্থানে (অর্থাৎ সেই স্থান নিশ্চয় করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না) জন্মিয়াছে, সেই জন্যই আমি তোমাকে বধ করি নাই। সে তোমার পূর্ব্বশত্রু অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে তোমাকে বধ করিয়াছিল। তুমি আত্মত্রাণে অসমর্থ অজ্ঞ বালকগণকে বধ করিও না, কৃপণামিমাং এই পাঠে বন্ধনাদি দ্বারা এই দীনা দেবকীকে হিংসা করিও না, উহাকে মুক্ত কর এবং উহার ধনাদি প্রত্যর্পণ কর। কৃপণাং বৃথা এই পাঠে আমি দয়ার পাত্র, আমাকে বৃথা হিংসা করিয়াছ। ১২

বিশ্বনাথ।—অথবা সেই বালিকার বাক্য শুনিয়া দেবকী ও বসুদেবকে মোচন করিয়া ও নম্র হইয়া বলিয়াছিল, কন্যার আকস্মিক দৈববাদি ও তাদৃশ বাক্যে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছিল। ১৪

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা। পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ ॥ ১৫॥
স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ। কাল্লোঁকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্॥১৬॥
দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্ত্যা এব কেবলম্। যদ্বিস্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবান্ শিশূন্ ॥ ১৭ ॥
মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতং ভুজঃ। জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে ॥ ১৮ ॥
ভুব ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ। নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভুঃ॥ ১৯ ॥
যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ। দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥

অহো ভগিনি! অহো ভগিনীপতি! পাপিষ্ঠ আমি রাক্ষসের ন্যায় পরমাত্মীয় তোমাদের পুত্রগণকে বিনাশ করিয়াছি। ১৫

হে ভগিনি! সেই আমি করুণা ত্যাগ করিয়াছি, জ্ঞাতি সুহৃৎ ত্যাগ করিয়াছি, আমি অতি খল, মৃত্যুর পর ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায় কোন্ লোকে যাইব। ১৬

কেবল মানুষেই মিথ্যা কথা বলে না, দেবতারাও মিথ্যা কথা বলে—যে কথায় বিশ্বাস করিয়া পাপী আমি ভগিনীর শিশুপুত্রগণকে হত্যা করিয়াছি। ১৭

হে মহাভাগদ্বয়! তোমরা নিজ সন্তানদিগের নিমিত্ত শোক করিও না, কারণ তাহারা নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে, এ সংসারে সকল প্রাণীই সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পারে না। যে হেতু তাহারা দৈবাধীন। ১৮

যেমন পার্থিব ঘট-শরাবাদি আসে ও যায় (অর্থাৎ উৎপন্ন হয় ও পরে বিনষ্ট হয়), আত্মা সেরূপ নহে, যেমন ঘটাদি উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইলে পৃথিবীর কোন বিপর্য্যয় (ব্যতিক্রম-অন্যথাভাব) হয় না—সেইরূপ জন্মাদি দ্বারা দেহসকল বিকারপ্রাপ্ত হইলেও আত্মা কোনরূপ বিকৃত হয়েন না। ১৯

হে ভগিনি! যাহারা এইরূপ বিচার করিয়া দেখে না বা দেখিতে পারে না, সেই অজ্ঞানীদিগের আত্মবিপর্য্যয় দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে, এবং ঐ বিপরীত ভ্রম-জ্ঞান হইতেই ভেদজ্ঞান হয়, উহার ফলে দেহ যোগ-বিয়োগ অর্থাৎ পুত্রাদির দেহের সহিত সংযোগ (মেলন) বিয়োগ (বিচ্ছেদ) হয়, উহার নামই সংসার, (আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত) উহা নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণলাভ হয়। ২০

বিবৃতি।—এই শ্লোকে দুইবার অহো বলা হইয়াছে, উহা পীড়িত সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, বত খেদে, রাক্ষসেরা পূর্ব্বে নিজের সন্তান খাইত, উহা দেখিয়া কৃপাপরতন্ত্রা ভগবতীদেবী বলিয়াছিলেন, অতঃপর রাক্ষসবালকগণ জন্মিবামাত্র যৌবনযুক্ত বড় হইবে। ১৫। আমি আমার পরমাত্মীয়ের শিশু পুত্রগণকে হত্যা করিয়া রাক্ষসের ব্যবহার সম্পাদন করিয়াছি। নিরপরাধ বহু ভাগিনেয়কে বধ করিয়া ধর্ম্মকে ও লোকসকলকে উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মহত্যাকারীও মহারৌরবাদিলোকে গমন করে, আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক পাপী, আমার জন্য তদপেক্ষা কঠোর অনির্ব্বচনীয়-লোক সৃষ্ট হইবে, তথায় যাইব। শ্বসন এই পাঠে বাঁচিয়াই বা কোথায় যাইব অর্থাৎ এই শিশুহত্যা আত্মীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বত্রই ধিক্কৃত হইব। ১৬

সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যা এই শ্রুতিবিরোধও হইয়াছে, আমি পাপী, নতুবা ঐ বাক্যে বিশ্বাস হইবে কেন?। ১৭

তোমরা বিবেকসম্পন্ন। এ কথা ভাবিয়া দেখ, কেহ কাহারও কিছু করিতে পারে না, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মাধীন এবং সকল প্রাণীও সর্ব্বদা একত্র বাস করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা দৈবাধীন। দৈবপক্ষে পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম, সুতরাং কোন বিরোধ নাই। ১৮

জন্ম-মরণাদিও দেহের, আত্মার নহে, এই কথা বলিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে দেখা যায়, পার্থিব ঘট উৎপন্ন হইলে কিম্বা ভাঙ্গিয়া গেলে পৃথিবীর কিছু বিকার হয় না। আত্মাও সেইরূপ, দেহের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বড়্‌বিধ বিকারে সে বিকৃত হয় না। সে সর্ব্বদা একরূপ, যেমন ঘটাদির বিকারে পৃথিবীর বিকার হয় না। ১৯

চক্রবর্ত্তী বলেন,—আত্মতত্ত্ব যাহারা জানে না, শরীরকেই আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা প্রতি-শরীরভেদেই আত্মা ভিন্ন মনে করে, উহার ফলেই জন্মাদি বিকার-প্রাপ্তি হয়, দেহের জন্ম-মরণ দ্বারাই আত্মা জাত, মৃত

তস্মাদ্ ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি। মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ ॥২১॥
যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্। তাবৎ তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥ ২২ ॥
ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ। ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ॥২৩॥
মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিস্রব্ধঃ কন্যকাগিরা। দেবকীং বসুদেবঞ্চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥
ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্তরোষা চ দেবকী। ব্যসৃজদ্বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ ॥ ২৫ ॥
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্। অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ ॥ ২৬ ॥
শোকহর্ষভয়দ্বেষ-লোভমোহমদান্বিতাঃ । মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ ॥২৭॥

অতএব হে ভদ্রে! আমি তোমার নিজ পুত্রগণকে বিনাশ করিলেও তাহার জন্য শোক করিও না। কারণ, এই সংসারে সকল প্রাণীই অস্বাধীনভাবে নিজকৃত কর্ম্মফল লাভ করে। দেহাত্মাভিমানী জীব যে পর্য্যন্ত আমি বধ করিতেছি এবং আমি হত হইলাম, এইরূপ নিজেকে মনে করে, সেই পর্য্যন্ত দেহের হননে আত্মহনন হয়, কারণ, তাহার দেহে আত্মাভিমান রহিয়াছে, এই জন্যই সেই দেহাভিমানী অজ্ঞ জীব বাধ্য ও বাধক ভাব:প্রাপ্ত হয়। ২১-২২

তোমরা সাধু ও বন্ধুবৎসল, আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর। কংস এইরূপ কহিয়া অশ্রুমুখে ভগিনী ও ভগিনীপতির চরণ গ্রহণ করিল। ২৩

তখন কংস কন্যার বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া বাক্যাদির দ্বারা আত্ম-সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং দেবকী ও বসুদেবকে লৌহ-নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল এবং অনুতপ্ত ভ্রাতাকে ক্ষমা করিয়া দেবকী তাহার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বসুদেবও হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ২৪-২৫

হে মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন উহা ঐ প্রকার, দেহীদিগের অহংবুদ্ধি অজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে, সেই অহংবুদ্ধি হইতেই ইনি আপন, ইনি পর, এইরূপ ভেদদর্শন হয়। ২৬

ভেদদর্শী দেহিগণ, শোক, হর্ষ, লোভ, মোহ, ভয়, দ্বেষ এবং মদে পরিপূর্ণ, সুতরাং নিমিত্তীভূত রাজা, ব্যাঘ্র-রোগাদির দ্বারা মনুষ্য-গবাদিকে যিনি বিনষ্ট করেন, সেই ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। ২৭

এই জ্ঞান হয়, তার পর পুত্রাদি দেহের সংযোগে সুখ ও বিয়োগে দুঃখ অনুভব করে, ইহাই সংসার, এই সংসার আত্মজ্ঞান ব্যতীত নিবৃত্ত হয় না, যতকাল অজ্ঞান থাকে, তাবন্মধ্যে সংসার নিবৃত্ত হইতে পারে না। ২০

বিশ্বব্রূতি।—হে বুদ্ধিমতি! বিচার করিয়া দেখিলে তাহারা তোমার পুত্র নহে এবং আমিও তাহাদিগকে বিনাশ করি নাই, তথাপি অজ্ঞানদৃষ্টিতে মৎকর্ত্তৃক নিজ পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, ইহা জানিলেও তাহার জন্য শোক করিও না। অথবা দেহ আত্মা নহে, সুতরাং আমি কয়েকটি দেহ বিনাশ করিয়াছি, উহাকে তুমি নিজ পুত্রবোধে শোক করিও না। আমি পঞ্চভূতাত্মক দেহই নাশ করিয়াছি, এই জন্য আমার উপর দোষদৃষ্টি দিও না,তোমার এতাদৃশ আত্ম-জ্ঞান না থাকিলেও শোক করিও না। কারণ, জীবমাত্রই অস্বতন্ত্র। তাহারা কর্ম্মফল ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লাভ করে। ২১

অদ্বৈত মতে ব্রাহ্মণাদিমধ্যে প্রায়শ্চিত্তবিধি নিরর্থক, উত্তর—অজ্ঞাননিবৃত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আবশ্যক আছে। উহা অজ্ঞানমূলক, অজ্ঞাননিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সে বাধ্য-বাধক ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিধি-নিষেধের অধীন, উহার হেতুরূপে বলা হইয়াছে, যতঃ অস্বদৃক্ অজ্ঞ পদে স্বানুভবরহিত। কংসের অভিপ্রায় "হত্বাপি স ইমাম্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে" এইরূপ ছিল এবং সে নিজে একজন আত্মতত্ত্বজ্ঞ, এই অভিমানও পোষণ করিত। ২২

দীনবৎসলাঃ এইরূপ পাঠান্তর আছে। আমাকে পুত্রহন্তা বলিয়া লৌকিক দৃষ্টিতে যদি মনে কর, তাহা হইলে সত্যই আমি অপরাধী। এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ একমাত্র তোমাদের কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, তোমরা সাধু ও দীনবৎসল, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর, এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেবকী ও বসুদেবের পাদগ্রহণ কংস করিয়াছিল। ২৩

মহাভাগ! এইরূপ পাঠান্তর আছে। মহা অভাগ্য যাহার এইরূপ অর্থও হয়। ২৬

শ্রীশুক উবাচ।

কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ। দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্ গৃহম্ ॥২৮॥
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ। তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া ॥২৯
আকর্ণ্য ভর্ত্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ। দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ ॥৩০॥
এবং চেৎ তর্হি ভোজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু। অনির্দ্দশান্নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥৩১॥
কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ। নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব ॥ ৩২ ॥
অস্যতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ। জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ ॥ ৩৩ ॥
কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ। মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ ॥৩৪॥
ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্। হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥
কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ।
রহোজুষা কিং হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা। কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বসুদেব ও দেবকী প্রসন্ন হইয়া যে প্রকারে বিশ্বাস হয়, সেইরূপ ভাবে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, কংস তাঁহাদের অনুমতি লইয়া নিজ-গৃহে প্রবেশ করিল। ২৮

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে কংস মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের নিকট যোগনিদ্রা যাহা বলিয়াছিলেন সেই সকল কথা বলিয়াছিল। ২৯

দেবগণের প্রতি জাতক্রোধ, অল্পজ্ঞ, দেবশত্রু দৈত্যগণ প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল। ৩০

হে রাজেন্দ্র! যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি স্থানে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহারা দশ দিনের কম বা দশ দিনের অধিকবয়স্ক হইলেও সেই সকল শিশুদিগকে অদ্য বিনাশ করিব। ৩১

হে মহারাজ! দেবতারা সমরভীরু, আপনার ধনুর জ্যা-শব্দে নিত্য সশঙ্কিত, তাহারা উদ্যোগ করিয়া কি করিবে? ৩২

হে রাজন্! আপনি বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলে আপনার বাণরাজি দ্বারা বিদ্ধ দেবগণ জীবন-ধারণেচ্ছায় সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিল। ৩৩

কতকগুলি দেবতা ভীত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ হইয়াছিল এবং অপর কতকগুলি দেবতা ভয়ে মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ হইয়া আমরা ভীত হইয়াছি বলিয়া শরণাগত হইয়াছিল। ৩৪

হে রাজন্! যাহারা অস্ত্রশস্ত্র বিস্মৃত হয়, যাহারা ভীত, অন্য কার্য্যান্তরে আসক্ত, যুদ্ধ-বিমুখ, যাহাদের ধনুর্ভঙ্গ হইয়াছে এবং যাহারা যুদ্ধ করে না, তাহাদিগকে আপনি হিংসা করেন না। ৩৫

নির্ভয় স্থানে যাহারা শূর, যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যত্র যাহারা আত্মশ্লাঘা করে, সেই দেবগণ হইতে কি হইবে? গুপ্তস্থাননিবাসী বিষ্ণু, পুরুষপ্রবেশাযোগ্য ইলাবৃতবনবাসী শিব, অল্পবীর্য্য ইন্দ্র ও তপস্যানিরত ব্রহ্মা হইতেই বা কি হইতে পারে? ৩৬

বিবৃতি।—ভোজেন্দ্র এইরূপ পাঠান্তর আছে। ৩১

বিষ্ণু বলবান্ হইলে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিতেন, গোপনে অবস্থান করিতেন না, শিব ইলাবৃতবর্ষমধ্যে পুরুষের প্রবেশাযোগ্য কুমারবনে বাস করেন, ইন্দ্র অল্পবীর্য্য, ব্রহ্মা তপস্যাপরায়ণ তাঁহার বিক্রম নাই, তপোব্যয়ভয়ে অভিশাপও দিবেন না; সুতরাং ইহাদিগকে ভয় করিবার কি আছে? ৩৬

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে। ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্ক্ষ্যাস্মাননুব্রতান্ ॥ ৩৭ ॥
যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভির্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥ ৩৮ ॥
মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপোযজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥৩৯॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ। তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ ॥৪০
বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ। শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ ॥ ৪১ ॥
স হি সর্ব্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড় গুহাশয়ঃ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্ম্মুখাঃ। অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্ ॥৪২॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্ম্মতিঃ। ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে কালপাশাবৃতোঽসুরঃ ॥৪৩

(যদিও দেবতারা উদ্যোগ করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না) তথাপি দেবতারা আমাদের চিরশত্রু বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নহে, অতএব সেই দেবগণের মূলোৎপাটনে আপনার চিরানুগত আমাদিগকে নিযুক্ত করুন। ৩৭

যেমন শরীরে কোন একটি রোগ হইলে যদি তাহাকে উপেক্ষা করা যায়, তবে সেই ব্যাধি বদ্ধমূল হইয়া চিকিৎসার অযোগ্য হয়, অথবা ইন্দ্রিয়গণকে উপেক্ষা করিলে পরে তাহাদিগকে যেমন বশীভূত করা যায় না, সেইরূপ শত্রু বদ্ধমূল (অর্থাৎ সহায়াদি-সম্পন্ন) হইলে তাহাকে বিচালিত করা যায় না। ৩৮

হে রাজন্! দেবতাদিগের মূল বিষ্ণু, তিনি যেখানে সনাতন ধর্ম্ম, সেইখানে থাকেন, সেই ধর্ম্মের মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং সদক্ষিণ যজ্ঞ। ৩৯

অতএব হে রাজন্! সর্ব্বপ্রযত্নে বেদবাদী, তপস্বী এবং যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণগণকে ও হব্যসম্পাদয়িত্রী গাভী সকলকে আমরা বধ করিব। ৪০

হে মহারাজ! গো, বিপ্র, বেদ, তপস্যা, শম, দম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ও যজ্ঞ সকল বিষ্ণুর শরীর। ৪১

হে মহারাজ! সেই বিষ্ণুই সকল দেবতার অধ্যক্ষ (নেতা), সকলের অন্তর্যামী, অসুরদিগের বিদ্বেষী এবং তিনিই ঈশ্বর (শিব) ও ব্রহ্মার সহিত সমস্ত দেবতার মূল। ইহাই হইতেছে সেই বিষ্ণুকে বধ করিবার একমাত্র উপায় যে—ঋষিদিগকে হিংসা করা। ৪২

শুকদেব বলিলেন, দুর্ম্মতি কংস দুর্ম্মতি মন্ত্রিগণের সহিত এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মহিংসাকে নিজের হিতকর বলিয়া মনে করিয়াছিল, কারণ, সেই অসুর কংস কালপাশ দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। ৪৩

বিবৃতি।—যদিও দেবগণ সহায়সংগঠন যুদ্ধোদ্যোগাদি দ্বারা আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না, তথাপি নীতি অনুসরণ করা উচিত, দেবতারা আমাদের চিরশত্রু, উহার মূলোৎপাটন করিবার জন্য অর্থাৎ বালকাদিরূপে লুক্কায়িত দেবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে নিযুক্ত করুন। শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। ৩৭

যদি বল, শত্রুগণ যখন গুপ্ত, তখন তাহারা আমার কি করিবে—ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, যেমন ব্যাধিকে উপেক্ষা করিলে সে বদ্ধমূল হইয়া দুশ্চিকিৎস্য, যেমন ইন্দ্রিয়গণকে উপেক্ষা করিলে তাহাদিগকে বশীভূত করা দুঃসাধ্য হয়, তেমন শত্রুকে উপেক্ষা করিলে সে সহায়াদি-সম্পন্ন হইয়া অজেয় হয়, তাহাকে স্থানভ্রষ্টই করা যায় না, যুদ্ধে জয় ত দূরের কথা। ৩৮

হিতাং এইরূপ পাঠান্তর আছে। ৪৩

সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্। কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ ॥ ৪৪ ॥
তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ। সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ ॥ ৪৫ ॥
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ। হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পরপীড়নপ্রিয় কামরূপধারী দানবগণকে সর্ব্বত্র সাধুজনের হিংসার্থ আদেশ প্রদান করিয়া কংস নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইল। ৪৪

হে ভারত! সেই সকল অসুরগণ রজঃস্বভাব, তাহাতে আবার তমোগুণে তাহাদের চিত্ত বিমূঢ়, এবং তাহাদের মৃত্যু নিকটে আগত হইয়াছিল, অতএব (শীঘ্র উৎসন্ন হইবার নিমিত্ত) সর্ব্বতোভাবে সজ্জনের বিদ্বেষ আচরণ করিয়াছিল। ৪৫

মহদ্ব্যক্তিদের অতিক্রম পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, নিজের অভীষ্ট কল্যাণ, এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট করে। ৪৬

বিবৃতি।—সাধু জনের প্রতি বিদ্বেষ কেবল মৃত্যু মাত্রের কারণ নহে, পরন্তু বহু অনর্থকারী। লোকান্ স্বর্গাদি, আশিষঃ—নিজ বাঞ্ছিত, মহদতিক্রম বাচনিক অনাদরও ঐ সকল অনিষ্ট সম্পাদন করে। ৪৬

ইতি দশম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥১॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ। কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥ ২ ॥
ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে। তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌঘ-শাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥৩॥
কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া। শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া ॥৪॥
সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ। গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্য্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ ॥৫ ॥

শুকদেব কহিলেন,— উদারচেতা নন্দও পুত্র জাত হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, স্নানান্তে পবিত্র হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম্মাদি ও পিতৃদেবার্চ্চন করাইয়াছিলেন। ১-২

তার পর বিংশতি লক্ষ ধেনু ও সাতটি তিল-পর্ব্বত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ঐ ধেনু ও তিল-পর্ব্বত রত্নসমূহ ও সুবর্ণময় বস্ত্রে আবৃত ছিল।৩

কাল, স্নান, শৌচ, সংস্কার, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, সন্তোষ দ্বারা দ্রব্য সকল শুদ্ধ হয়, আত্মবিদ্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়। ৪

ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করিলেন, সূত-মাগধ-বন্দিগণ স্তব করিতে লাগিল, গায়কগণ গান করিতে লাগিলেন, এবং বারম্বার ভেরী ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল।৫

বিবৃতি।—নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে, এই আত্মজ পদ গর্ভজ পুত্র ভিন্নে কিরূপে প্রয়োগ হয়, জাতকর্ম্মানন্তর নাড়ীচ্ছেদ, সুতরাং গর্ভজ পুত্র-ভিন্নে জাতকর্ম্মের সম্ভব কোথায়, এবং অদৃশ্যতানুজা, বিষ্ণোঃ পশুপাঙ্গজায়, দেহিনাং গোপিকাসুতঃ, বল্লবীনন্দনং বন্দে, নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিতঃ—মন্ত্রেও নন্দপুত্রায় এইরূপ আছে, সুতরাং জিজ্ঞাস্য, কৃষ্ণ যখন বসুদেবগৃহে মথুরায় দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন যশোদার গর্ভসম্ভূত হওয়ার সম্ভব কোথায়? উত্তর—বৈষ্ণবগণ বলেন, মথুরায় চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনে দ্বিভুজ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, পরে যোগমায়ার জন্ম হয়, প্রসবক্রমে কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ, পরে বসুদেব-দত্ত কৃষ্ণে যশোদা গর্ভজ কৃষ্ণ মিলিয়া এক হয়েন, সুতরাং সর্ব্বত্র সুসমঞ্জস হয়। কিন্তু এই মত হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণাদিতে না থাকায় নির্ব্বিবাদে যুক্তির সাহায্যে মানিয়া লওয়া যায় না, কৃষ্ণ এক জনই, আত্মজ শব্দ অনৌরস পুত্র কন্যায়ও ব্যবহার হয়, যথা উপগুহ্যাত্মজামেবং, অন্নদাতা ভয়ত্রাতাকে পিতা বলা হয়, সে হিসাবে নন্দ পিতা, বিশেষতঃ নন্দ ও যশোদা বসুদেবের কৃত ব্যাপার জানিতেন না, সুতরাং পুত্রব্যবহার স্বাভাবিক। তন্ত্রাদিতেও বালগোপাল নন্দ কর্ত্তৃক পালিত, সুতরাং নন্দনন্দন বলিয়াছেন, এ ভাবে সিদ্ধান্তে কোন গোল নাই—কিন্তু বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে চান, তাঁহাদের উপাস্য বৃন্দাবনের কৃষ্ণ। যিনি পৃথিবীভারহারী, খলনিগ্রহকর্ত্তা, ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপয়িতা, সেই মহান্ আদর্শচরিত্র কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যভাবময় বলিয়া তাঁহাদের ধ্যেয় নহেন। ১-২

বিবৃতি।—নিযুত—বিশলক্ষ, এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, প্রযুত বা লক্ষ নিযুত, দশদ্রোণে উত্তম তিলাদ্রি হয়, পাঁচ দ্রোণে মধ্যম, তিন দ্রোণে কনিষ্ঠ, ৪ মাষায় ১ শাণক, ৪ শাণকে ১ পিচু, ৪ পিচুতে ১ পল, ৪ পলে ১ কুড়ব, ৪ কুড়বে ১ প্রস্থ, ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক, ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ। ৩

বিবিধ দানাদিযুক্ত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার, গর্ভ-শোধক, ইহা দৃষ্টান্ত সহ বলিতেছেন। কালে পথ প্রভৃতি ভূমি, স্নানে দেহাদি, শৌচে অমেধ্য লেপনাদি, সংস্কারে গর্ভাদি, তপস্যায় ইন্দ্রিয়, যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, দানে দ্রব্য, সন্তোষে মনঃ, আত্মবিদ্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়। ৪

সূত—পৌরাণিক, মাগধ—বংশকীর্ত্তক, বন্দী—প্রস্তাবানুরূপ কথনশীল। যথা—

সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ।
বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ।

ভেরী ও দুন্দুভি উভয়ই দুইটি কাঠি দিয়া দুই হস্তে বাজাইতে হয়। ৫

ব্রজঃ সংমৃষ্টসংসিক্ত-দ্বারাজিরগৃহান্তরঃ। চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥ ৬ ॥

গাবো বৃষা বৎসতরা হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ। বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥ ৭ ॥

মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ। গোপাঃ সমাযযু রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ৮ ॥

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্। আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

নব-কুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক-মুখ-পঙ্কজভূতয়ঃ। বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥ ১০ ॥

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্যশ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজুর্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥ ১১ ॥

তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যোহজনমুজ্জগুঃ ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! সমস্ত ব্রজের (গোপপল্লীর) দ্বার, অঙ্গন, গৃহ-মধ্য সম্মার্জ্জিত ও জলসিক্ত হইল, আর চিত্রবিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, মাল্য, বসন, পল্লব ও তোরণে ভূষিত হইল। ৬

গাভী, বৃষ ও বৎস তৈল-হরিদ্রালিপ্ত হইয়াছিল এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, মাল্য, বসন, সুবর্ণমালায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ৭

হে রাজন্! মহামূল্য বসন, অলঙ্কার, জামা, উষ্ণীষে (পাগড়ীতে) সুসজ্জিত হইয়া গোপগণ নানা উপহার লইয়া আসিতে লাগিল। ৮

যশোদার সন্তান জন্মিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপীসকলও অতিশয় হৃষ্টা হইয়াছিল এবং বসন, অলঙ্কার ও অঞ্জন দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিয়াছিল। ৯

নব কুঙ্কুম-পরাগ হইতেও যাহাদের মুখপদ্মের অধিক শোভা, সেই বিপুলনিতম্বা, চঞ্চল-পীনস্তনী গোপীগণ মহার্হ উপহার লইয়া অতি সত্বর যশোদার পুত্র দর্শন করিতে গিয়াছিল। ১০

উজ্জ্বল-মণিময়-কুণ্ডলধারিণী, স্বর্ণপদক-শোভিত-কণ্ঠী, দিব্যবসন-পরিধানকারিণী, নন্দালয়ে গমনকালে কেশকলাপ হইতে মাল্য-বর্ষণকারিণী, কঙ্কণহস্তা গোপীগণ পথে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং চঞ্চল কুণ্ডল, পীন পয়োধর ও মনোহর হার দ্বারা তাঁহাদের চমৎকার শোভা হইয়াছিল। ১১

সেই সকল গোপীগণ 'তুমি চিরজীবী হও' এই বলিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। পরে হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈল-জল দিয়া সেচন করিতে করিতে ভগবানের গুণগান করিয়াছিল। ১২

বিবৃতি।—বিচিত্র ধ্বজে পতাকার মালা, ও বসন ও পল্লব তোরণ দ্বারা ভূষিত, অথবা বসন, বসনখণ্ড ও পল্লবের তোরণ দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। ৬

গোপ-জাতি গো-সাহচর্য্য বশতঃ সুস্নিগ্ধচিত্ত। ৮

গোপীগণ—যশোদার যা প্রভৃতির যিনি ব্রজের যশঃ প্রদান করেন, তাঁহার সন্তান হইয়াছে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত হৃষ্টা হইয়াছিল, ও নিজেদের দেহ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। ৯

বিপুলনিতম্বা হইলেও দর্শনোৎকণ্ঠায় দ্রুত গমন করিয়াছিল। স্বর্ণমুদ্রা, রত্নহার, অমূল্য বসন, নারিকেলাদি, চন্দন, দূর্ব্বা, অক্ষত প্রভৃতি স্বর্ণপাত্রে উত্তম বস্ত্রে ঢাকিয়া ঐ সব উপহার সহ তাহারা যশোদার নিকটে গিয়াছিল। ১০

গোপীগণের দেহশোভা স্বাভাবিক, তথাপি নন্দ-নন্দনের প্রেম সম্বন্ধেই বিশেষ শোভা বুঝিতে হইবে। ১১

'চিরং পাহি' এই পাঠে—তুমিও রাজা হইয়া আমাদের চিরকাল রক্ষা কর, এই অর্থ মঙ্গলগীতের দ্বারা বালকের মঙ্গলার্থ তাহারা কীর্ত্তন করিয়াছিল। ১২

অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে। কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে ॥১৩॥
গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ। আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥১৪
নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনম্। সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥১৫॥
তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ। বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥ ১৬ ॥
রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা। ব্যচরদ্দিব্যবাসস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা ॥ ১৭ ॥
তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১৮ ॥
গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ। নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ ॥১৯॥

বিশ্বের ঈশ্বর অনন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দের ব্রজে আগমন করিলে সেই মহোৎসবে বিচিত্র বিবিধ বাদ্য বাজিয়াছিল। ১৩

গোপগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া দধি, ক্ষীর, ঘৃত, জল দ্বারা পরস্পরকে সেচন করিয়াছিল এবং নবনীত দ্বারা বিলেপন করিয়া পিচ্ছিল পঙ্কমধ্যে বলপূর্ব্বক পরস্পরকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ১৪

উদারচেতা নন্দ তাহাদিগকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও গোধন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং সূত, মাগধ, বন্দী ও অন্যান্য বিদ্যোপজীবীদিগকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই সেই দ্রব্যে সম্মাননা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত ও নিজ পুত্রের অভ্যুদয়ের জন্য এই সকল দান করিয়াছিলেন। ১৫-১৬

নন্দগোপ কর্ত্তৃক অভিনন্দিতা মহাভাগ্যবতী রোহিণী দিব্য বসন, মাল্য ও কণ্ঠাভরণে বিভূষিতা হইয়া (সেই মহোৎসবে নানাবিধ কার্য্যব্যপদেশে ইতস্ততঃ) বিচরণ করিয়াছিলেন। ১৭

হে রাজন্! তৎকাল হইতে নন্দের ব্রজপুরী সমস্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ স্থান হরির নিবাস হওয়ায় নিজ গুণে লক্ষ্মীর বিহারভূমি হইয়াছিল। ১৮

তার পর নন্দ,—গোপদিগকে গোকুলরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া কংসকে বার্ষিক রাজস্ব দিবার জন্য মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। ১৯

বিবৃতি—বিষ্ণুর আরাধনায় যে ফল হয়, তাহার নিমিত্ত অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনায় যে বিপুল সন্তোষ লাভ হয়, সেই জন্য এই দানাদি কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন, এবং তাঁহার প্রসাদে পুত্রের অভ্যুদয় হউক, এই সঙ্কল্প করিয়া দানাদি করিয়াছিলেন। অথবা বিষ্ণুর আরাধনার ফল যে পুত্রের অভ্যুদয়, তন্নিমিত্ত। 'চ'কার দ্বারা নবগ্রহ, দিক্পালাদির আরাধনা ও তৎপ্রসাদে পুত্রের অভ্যুদয় লাভ। ১৫।১৬

অথবা পূর্ব্বার্দ্ধসহ একত্রে অন্বয়, মহাভাগ্যবতী দেবকী পুত্রোৎসবে বঞ্চিতা, সুতরাং বসুদেব-পত্নীদের মধ্যে একমাত্র রোহিণীই ভাগ্যবতী। রোহিণীর আগমনের পর অধিক বয়সে নন্দের পুত্র হয় বলিয়া রোহিণী মঙ্গলময়ী বোধে নন্দ বিবিধ উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণে রোহিণীর পূজা করেন, রোহিণী বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিতা হইয়া নিজ পুত্রের মঙ্গলার্থ বিষ্ণুর আরাধনা (পূজাদি) সম্পাদন ব্যপদেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই জন্যই নিজ গৃহাভ্যন্তরে শায়িত নিজ পুত্র বলদেবের কথা এখানে বলা হয় নাই। যশোদা নন্দপ্রদত্ত বসনভূষণে ভূষিতা, রোহিণী স্বামীর বন্ধনাদি দুঃখ ও নিজের পতিবিরহদুঃখ ভুলিয়া গিয়া কৃষ্ণজন্মোৎসবে ব্যাপৃতা ছিলেন, নন্দ গোপ, নন্দ নামক গয়লা অথবা নন্দ নামক রাজা। ১৭

নন্দের ন্যায় এক জন গোপ কিরূপে এত দান করিল, যাহা কুবেরেরও অসাধ্য; এই আশঙ্কায় সাবধানে এই শ্লোক, যদি সর্ব্বসম্পত্তি নন্দভবনে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে, তবে কি কোন দেয়বস্তুর অভাব হইতে পারে? ১৮

পূর্ব্বে নন্দের পুত্রাদি না থাকায় ধন-রত্নের প্রতি মমতাও ছিল না, দুষ্ট রাজা কংসকেও ভয় করিত না, এক্ষণে পুত্ররত্ন লাভে সকল দিক হইতেই তাঁহার শঙ্কা জন্মিয়াছিল। তাই ব্যগ্র হইয়া বার্ষিক রাজস্ব দিবার ছলে কুনৃপতি কংসকে তুষ্ট করিবার জন্য নানাবিধ উপহার ধনরত্ন লইয়া মথুরায় গিয়াছিল। ১৯

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্। জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্ ॥২০॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্। প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ ॥২১॥
পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ। প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥২২॥
দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে। প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥
দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্ত্তমানঃ পুনর্ভবঃ। উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৪ ॥
নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাম্। ওঘেন ব্যুহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥২৫॥
কচ্চিৎপশব্যং নিরুজং ভূর্য্যম্বুতৃণবীরুধম্। বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাস্সে ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ২৬ ॥
ভ্রাতর্ম্ম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে। তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ ॥২৭॥

ভ্রাতা নন্দ রাজধানীতে আসিয়াছেন শুনিয়া এবং রাজাকে নন্দ কর প্রদান করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া বসুদেব, নন্দের বাসস্থানে গমন করিয়াছিলেন। ২০

নন্দ বসুদেবকে সহসা আসিতে দেখিয়া, প্রাণ দেহে আগত হইলে দেহ যেমন উত্থিত হয়, তদ্রূপ উত্থিত হইলেন, এবং প্রীত ও প্রেমবিহ্বল হইয়া প্রিয়তমকে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ২১

হে রাজন্! বসুদেব (নন্দকর্ত্তৃক) পূজিত ও পরে সুখে উপবিষ্ট হইয়া আদর পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ পুত্রদ্বয়ের প্রতি চিত্ত আসক্ত থাকায় তিনি নন্দকে বলিলেন। ২২

হে ভ্রাতঃ! তুমি বৃদ্ধ—সন্তানহীন ছিলে, এমন কি, সন্তান হইবার আশাও ছিল না, এক্ষণে যে উত্তম সন্তান হইয়াছে, ইহা বড়ই সৌভাগের বিষয়। ২৩

হে ভ্রাতঃ! তুমি এই সংসারচক্রে বর্ত্তমান থাকিলেও অদ্য তোমাকে পুনরুৎপন্নের মত দেখিতে পাইলাম; কারণ, প্রিয়দর্শন অতি দুর্লভ। ২৪

হে প্রিয়! স্রোতঃপ্রভাবে নীয়মান তৃণ-কাষ্ঠাদির যেমন সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি হয় না, সেইরূপ বিচিত্রকর্ম্মা সুহৃদ্বর্গেরও একত্র অবস্থান ঘটে না। ২৫

হে ভ্রাতঃ! তুমি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে যে বৃহদ্বনে বাস করিতেছ, সেই বন পশুগণের হিতকর, নীরোগ, বহুতৃণ-জল-লতা-যুক্ত ত? । ২৬

হে ভ্রাতঃ! আমার পুত্র তাহার জননীর সহিত তোমার ব্রজে রহিয়াছে, সেই পুত্র তোমাকেই পিতা বলিয়া মনে করে এবং তোমরা দুই জনে তাহাকে লালন করিতেছ, সে কুশলে আছে ত? । ২৭

বিবৃতি—ভ্রাতরম্ সখায়ং এই অর্থ স্বামী করিয়াছেন, তোষণীকার মধ্বাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন, বসুদেব পিতা শূরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বৈশ্যকন্যাতে উৎপন্ন নন্দ, "স চ শূরভাত সুতস্ত বৈশ্যাপ্রভব" ইত্যাদি। অবমোচনম্ শকটাদি যে স্থানে মুক্ত করা যায়। ২০

সহসা এইটির অন্বয় উত্থায় ইহার সহিত অথবা আগতম্ ইহার সহিত, উভয়ই হইতে পারে। নন্দ দেহস্থানীয়, প্রাণ-স্থানীয় বসুদেব। বসুদেব নন্দাপেক্ষায় বর্ণজ্যেষ্ঠ হইলেও নন্দ বসুদেবাপেক্ষায় বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া নমস্কার করে নাই। ২১

পুত্র জন্মিয়াছে বলিলে মিথ্যা হয়। কন্যার কথা বলিলে নন্দের প্রতীতি হইবে না ভাবিয়া মূলে প্রজা শব্দ আছে, এবং নিজ পুত্র রাখিয়া কন্যাচৌর্য্যের কথা নন্দ কিছু কিছু জানিতে পারে, এই আশঙ্কায়ও পুত্র বা কন্যার কথা না বলিয়া প্রজা মাত্র বলা হইয়াছে। ২৩

তোমাকে পাইয়া আমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, কারণ, এতাবৎকাল তোমাকে না পাইয়া আমি মৃতের ন্যায় ছিলাম। ২৪

ইচ্ছা থাকিলে কর্ম্মবৈচিত্র্যে ঘটনাপরম্পরায় সুহৃদ্বর্গের একত্র অবস্থান হয় না। উহা স্রোতে নীয়মান তৃণ-কাষ্ঠাদির সংযোগের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, এবং স্বাধীনও নহে। ২৫

নিজের পুত্রনির্ব্বিশেষে আমার যে পুত্রকে তোমরা পালন করিতেছ, সে কুশলে আছে ত? তোমার ব্রজেই

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ। ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে ॥২৮॥

শ্রীনন্দ উবাচ।

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ। একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥২৯॥

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ। অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ঞ্চ বঃ। নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে॥৩১

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ। অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্॥৩২॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
নন্দবসুদেবসঙ্গমো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মানবের স্ত্রী-পুত্রাদি সুহৃদ্বর্গকে লক্ষ্য করিয়াই ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম) বিহিত (শাস্ত্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত), তাহারা ক্লেশ পাইতে থাকিলে পুরুষের ত্রিবর্গ কোন প্রয়োজনেই আইসে না। (অর্থাৎ তাহার সকলই ব্যর্থ)। ২৮

নন্দ গোপ বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার পত্নী দেবকীর অনেকগুলি সন্তান কংস নষ্ট করিয়াছে, শেষে একটি কন্যা অবশিষ্ট ছিল, সেও স্বর্গে গমন করিয়াছে। ২৯

এই লোক সমুদয় অদৃষ্ট-পরতন্ত্র ও অদৃষ্টই উঁহাদের পরম (শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা)। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া অদৃষ্টকে জানেন, তিনি কদাপি মুগ্ধ হয়েন না। ৩০

বসুদেব বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! রাজাকে বার্ষিক কর দেওয়া হইয়াছে, এবং আমাদের সহিত সাক্ষাৎকারও হইয়াছে, আর এখানে অধিক সময় থাকিবার আবশ্যকতা নাই—গোকুলে নানা উৎপাত আছে। ৩১

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বসুদেব এই প্রকার বলিলে নন্দাদি গোপবৃন্দ বসুদেবের অনুমতি লইয়া বৃষবাহ্য শকটে আরোহণ পূর্ব্বক গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন। ৩২

আছে কিংবা কংসভয়ে অন্যত্র রাখিয়াছ ? বসুদেব বলদেবের জন্মকথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, ইহা হরিবংশে কথিত হইয়াছে, বলদেব ও কৃষ্ণ ৪ মাসের ছোট বড়, যখন কৃষ্ণের বয়স ৮ মাস, সেই সময়ে রামের বয়স ১২ মাস। ইঁহারা অতি অল্প ছোট বড়, সেই জন্য একত্র বাল্যলীলা সমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ২৭

বিবৃতি—আমার গৃহস্থাশ্রমই বিফল, এই কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। তুমি পুত্রপালনাদি দ্বারা ধন্য, আর আমি ধনধান্যে সমৃদ্ধিমান হইয়াও পুত্র-কলত্রের দুঃখে অধন্য। মনু বলিয়াছেন—

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥ ২৮

বসুদেবের দুঃখে দুঃখিত নন্দ ব্রজের কুশল না বলিয়া তাহার দুঃখকথাই বিবৃত করিতেছেন। এই শ্লোক শ্রবণে বসুদেবের মনে যে শঙ্কা হইয়াছিল, নন্দ কন্যাচৌর্য্যাদির কথা জানিতে পারে, সেই আশঙ্কা তিরোহিত হয়। ২৯

হে ভ্রাতঃ! আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে, অদৃষ্টেতেই লোকের নিষ্ঠা পরিসমাপ্তি হয়। পুত্রাদিপ্রদ শুভ অদৃষ্ট যখন হীন হয়, তখন আর পুত্রাদি থাকে না, অদৃষ্টই লোকের —পরম অর্থাৎ যে অদৃষ্টে পুত্রবিয়োগ ঘটে, সেই অদৃষ্টেই আবার তাহাদের সহিত মিলন হয়। সুতরাং যিনি অদৃষ্টকেই একমাত্র নিজের সুখ-দুঃখ-ভোগের অব্যভিচারি কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনও মুগ্ধ হয়েন না। অথবা জন্ম ও মৃত্যুর প্রতি অদৃষ্টই কারণ, এই তত্ত্ব জানিলে সে মুগ্ধ হয় না। ৩০

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্। হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ ॥ ১ ॥

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী। শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥ ২ ॥

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু। কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥ ৩ ॥

সা খেচর্য্যেকদোপেত্য পূতনা নন্দগোকুলম্। যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী ॥ ৪ ॥

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।
সুবাসসং কম্পিতকর্ণভূষণত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, নন্দ পথে যাইতে যাইতে বসুদেবের কথা মিথ্যা নহে, এইরূপ চিন্তা করিতেই উৎপাতাগমনের শঙ্কায় ভীত হইয়াছিলেন ও হরির শরণাগত হইলেন। ১

এদিকে নিষ্ঠুরস্বভাবা বালঘাতিনী পূতনা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া পুর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি স্থানে শিশুদিগকে হত্যা করিয়া বিচরণ করিতেছিল। ২

যে স্থানে সাত্বতপতি ভগবান্ হরির রক্ষোঘ্ন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হয় না, সেই স্থানেই রাক্ষসীরা স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া থাকে। ৩

সেই আকাশগামিনী পূতনা একদিন রাত্রিকালে নন্দগোকুলে আসিয়াছিল, সেই কামচারিণী পূতনা মায়াবলে নিজেকে নারীরূপিণী করিয়াছিল এবং নন্দ-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। ৪

হে রাজন্! সেই নিশাচরীর কেশপাশে মল্লিকা-কুসুম আবদ্ধ ছিল, তাহার বৃহৎ নিতম্ব ও স্থূল স্তনদ্বয়ের আক্রমণে মধ্যদেশ (উদর) ক্ষীণ ছিল, সে সুন্দর বসন পরিধান করিয়াছিল, কর্ণভূষণের শোভায় ও দেদীপ্যমান কুণ্ডলের প্রভায় তাহার মুখ-মণ্ডল মণ্ডিত ছিল। ৫

বিবৃতি—অথবা নন্দ পথিমধ্যে বসুদেবের কথা মিথ্যা নয় এই কারণেই নিজপুত্র হরিকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে উৎপাতভয়ে ভীত হইয়া নিজ গৃহে গমন করিয়াছিল। ১

যদিও ঋষিদিগের হিংসা করাই মন্ত্রণায় স্থির হইয়াছিল, তথাপি কংস অতি ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে বালহিংসা করাই স্থির করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সংপ্রযচ্ছতি।
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে ॥ ২

এতৎপর্য্যন্ত শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে রাজা পরীক্ষিৎ শঙ্কিত হইয়াছিলেন, শুকদেব তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত বলিলেন, মহারাজ, শঙ্কিত হইও না, রাক্ষসী তাহার অধিকারের বহির্ভূত কার্য্য করিতে গিয়া নিজেই বিপন্না হইবে, কারণ, যে স্থানে ভগবন্নামাদি কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থানে রাক্ষসীদের প্রভুত্ব থাকে না আর যেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, সে স্থানে কিরূপে তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে? ৩

মৃত্যুর প্রেরণায় একদিন পূতনা নিজেকে স্ত্রীরূপে পরিণত করিয়া এবং দেহ সৌন্দর্য্যপ্রভায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া নন্দ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহারা মায়াতীত, তাহারাও ভগবদিচ্ছায় ঐন্দ্রজালিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল। ৪

বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈর্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্ ॥ ৬ ॥

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥ ৭ ॥

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥ ৮ ॥

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং বীক্ষ্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯ ॥

সে মনোহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষে ব্রজবাসীদিগের মন হরণ করিয়াছিল, (অতএব গোপগণ তাহাকে পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে নাই)। গোপীগণ তাহাকে দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি বোধ হয় তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী এইরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া নিজ পতিকে দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। ৬

হে রাজন্! সেই বালগ্রহ পূতনা যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে (নন্দগৃহে) বালক অন্বেষণ করিতে করিতে নন্দগৃহে শয্যার উপর অসজ্জনের নিধনকারী ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় প্রতিচ্ছন্ন মহাতেজা বালককে দেখিয়াছিল। ৭

স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা শিশুরূপী ভগবান্ সেই বালসংহারকারিণী পূতনাকে জানিতে পারিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন, (অনন্তর সেই রাক্ষসী পূতনা) সর্পে রজ্জুবুদ্ধি-সম্পন্ন (ভ্রান্ত) ব্যক্তি যেমন সুপ্ত বিষধরকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, সেইরূপ দুষ্টের অন্তক সেই অনন্তকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিল। ৮

মৃদু চিত্রিত চর্ম্মময় কোষাচ্ছাদিত অসির ন্যায়, মনোহর চেষ্টাসম্পন্না অথচ তীক্ষ্ণচিত্তা বরনারী সেই রাক্ষসীকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দুই জননী (যশোদা ও রোহিণী) তাহার প্রভায় অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ৯

বিবৃতি—এই রমণীর রূপে ও বেশভূষায় গোপ ও গোপীগণ মুগ্ধ হওয়ায় তাহার প্রবেশপথে কেহই বাধা প্রদান করে নাই। ৬

অসজ্জনের অন্তকারীকে দেখিয়া সে ভীত না হইবার কারণ, তখন ঐ বালকের মহৎ তেজঃ ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় প্রতিচ্ছন্ন ছিল। ৭

ভগবান্ পূতনাকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়—নিজের অত্যন্ত বালত্ব ও ভীরুত্ব বুঝাইবার জন্য অথবা দুষ্ট ব্যক্তিকে না দেখিবার জন্য কিম্বা নিজের অমৃতনিস্যন্দিনী দৃষ্টি হইতে উহাকে পৃথক্ রাখিবার জন্য, কিম্বা অত্যল্পকালমধ্যেই দুষ্টাকে বধ করিতে হইবে, সুতরাং সাক্ষাৎ লজ্জাচ্ছাদনের নিমিত্ত, অথবা মরণকালীন বিকলভাব দেখিতে না হয়, এই জন্য ভগবান্ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ৮

যশোদা ও রোহিণী কেন তাহাকে বাধা দিলেন না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাহাকে দেখিয়া জননীদ্বয় ভাবিয়াছিলেন, ইনি অম্বিকা বা শচী আমার পুত্রের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত স্তন্য পান করাইতেছেন, এই ভাবিয়া তাঁহারা মুগ্ধা ছিলেন, সেই রাক্ষসীর বাহিরে জননীর ন্যায় কোমল ব্যবহার দর্শনে ক্ষণকালের জন্য বালকের জননীকে ইহাও বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল, দেহের সৌন্দর্য্য, মাতৃবদ্ব্যবহার, ইহাই তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবার কারণ। ৯

তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্য্যমুল্বণং ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎপ্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥১০॥

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্ম্মণি।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ ॥ ১১ ॥

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া ॥ ১২ ॥

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি।
প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ ॥ ১৩ ॥

পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্। চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥ ১৪ ॥
ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্। গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজম্ ॥ ১৫ ॥
অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্। বদ্ধসেতুভুজোর্ব্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্ ॥ ১৬ ॥
সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্। পূর্ব্বন্তু তন্নিঃস্বনিত-ভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ ॥ ১৭ ॥

সেই ঘোরা রাক্ষসী সেই স্থানে উপনীত হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইল এবং দুর্জ্জর বিষলিপ্ত স্তন সেই শিশুকে পান করিবার নিমিত্ত দিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ঐ স্তন নিপীড়ন করিয়া তাহার প্রাণের সহিত পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০

সেই রাক্ষসী সমস্ত জীবমর্ম্মস্থলে নিপীড়িতা হইয়া, বারম্বার 'ছাড় ছাড়' বলিতে লাগিল, এবং চক্ষুর্দ্বয় বিকৃত করিয়া মুহুর্ম্মুহু হস্ত ও পদক্ষেপণ করিতে করিতে রোদন আরম্ভ করিল এবং তাহার সর্ব্বগাত্র ঘর্ম্মে সিক্ত হইল। ১১

সেই পূতনার অতি গভীর বেগ সমন্বিত শব্দে সপর্ব্বতা পৃথিবী এবং গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত নভোমণ্ডল বিচলিত হইল, এবং রসাতল ও দিক্‌সকল সেই শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল, অধিকন্তু যাবতীয় জীব বজ্রপাতের আশঙ্কায় ভূতলে পড়িয়া গেল। ১২

হে রাজন্! ঐ নিশাচরী ব্যথিতস্তনা ও বিগত-প্রাণা হইয়াছিল। মরণসময়ে মুখব্যাদান এবং কেশ, চরণ ও হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া, গোষ্ঠে নিজ রূপ ধারণ করিয়া বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় পতিত হইয়াছিল। ১৩

হে রাজেন্দ্র! পূতনা রাক্ষসীর দেহ পতিত হইবার সময় ছয় ক্রোশের মধ্যে যত বৃক্ষ ছিল, তৎ-সমুদয়কে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই ব্যাপার অতিশয় অদ্ভুত হইয়াছিল। ১৪

পূতনার দেহ অতি ভয়ানক, তাহার বদনে লাঙ্গলের দণ্ডের ন্যায় বড় অথচ ভীষণ দশন ছিল, পর্ব্বত-গুহার ন্যায় নাসিকা, গণ্ডশৈলের ন্যায় দুইটা স্তন, মস্তকে অরুণবর্ণ কেশ ছিল, নেত্রদ্বয় অন্ধকূপের ন্যায় গভীর, জঘনদ্বয় নদীপুলিন তুল্য, ভুজ, উরু ও পদদ্বয় বদ্ধ সেতুসদৃশ, জলশূন্য হ্রদের ন্যায় উদর, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ভীষণ। সেই কলেবর দর্শন করিয়া গোপ ও গোপীগণ ভীত হইয়াছিল, ইতি-পূর্ব্বেই রাক্ষসীর ভীষণ চীৎকারধ্বনিতে তাহাদের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক নির্ভিন্ন হইয়াছিল। ১৫-১৭

বিবৃতি—আমার ব্রজবালকদিগকেও এ হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, এই ভাবিয়া রোষযুক্ত হইয়াছিলেন। ১০

মৃত্যুপীড়িত হইয়া নিজ মায়া রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই জন্য মরণকালে নিজ মূর্ত্তিধারণে বাধ্য হইয়াছিল। পূতনা জীবিতকালে বালকসংহারিণী ছিল, এমত নহে, মরিয়াও ছয় ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষগণকে চূর্ণ করিয়াছিল। ১৩-১৪

বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্। গোপ্যস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥
যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্ব্বতঃ। রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্‌গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥১৯॥
গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্। রক্ষাঞ্চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥ ২০ ॥
গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্। ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্ব্বত ॥ ২১ ॥
অব্যাদজোঽঙ্‌ঘ্রি মণিমাংস্তবজান্বথোরূ যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্ ॥ ২২ ॥
চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাঽজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্রস্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু। শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥২৪ ॥

সম্ভ্রমান্বিত গোপীগণ সেই রাক্ষসীর নিকটে গমন করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে নির্ভয়ে ক্রীড়ারত বালককে গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮

অনন্তর যশোদা ও রোহিণীর সহিত সেই সকল গোপীগণ গোপুচ্ছ-ভ্রমণাদি দ্বারা সর্বপ্রকারে সেই বালকের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন। ১৯

প্রথমে গোমূত্রে, পুনর্ব্বার গোরজ দ্বারা বালককে স্নান করাইয়া গোময় দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম লিখিয়া বালকের রক্ষাবন্ধন করিয়াছিলেন। ২০

তার পর গোপীগণ জলস্পর্শ পূর্ব্বক আচমন করিয়া প্রথমে নিজেদের অঙ্গে ও করদ্বয়ে অজাদি একাদশ বীজন্যাস করিলেন ও পরে বালকের অঙ্গেও সেইরূপ করিলেন। ২১

ভগবান্ অজ তোমার পদদ্বয় রক্ষা করুন, মণিমান্ তোমার জানুদ্বয়, যজ্ঞ তোমার উরুদ্বয়, অচ্যুত তোমার কটিতট, হয়গ্রীব তোমার জঠর, কেশব তোমার হৃদয়, ঈশ তোমার উদর, ইন (সূর্য্য) তোমার কণ্ঠদেশ, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়, উরুক্রম তোমার মুখ, ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন। ২২

চক্রধারী তোমার অগ্রে থাকুন, এবং গদাধর হরি তোমার পশ্চাদ্‌ভাগে থাকুন, ধনুর্দ্ধারী মধুহা ও অসিধারী অরুণ তোমার দুই পার্শ্বে অবস্থান করুন। শঙ্খধারী উরুগায় তোমার কোণসমূহে, উপেন্দ্র তোমার উপরিভাগে, তার্ক্ষ্য তোমার অধোদেশে, আর হলধর তোমার সকল দিকে রক্ষার্থে অবস্থান করুন। ২৩

হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয় সকল, নারায়ণ তোমার প্রাণ, শ্বেতদ্বীপাধিপতি তোমার চিত্ত ও যোগেশ্বর তোমার মন রক্ষা করুন। ২৪

বিবৃতি—এই গোপীগণ যশোদার সমবয়স্কা ও বালকে মাতৃভাবসম্পন্না ছিলেন। তাঁহারা মূর্চ্ছিতা যশোদা রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া অতি দ্রুত মৃতা রাক্ষসীর নিকটে যাইয়া তাহার বক্ষের উপর হইতে ক্রীড়ারত বালককে লইয়া আসিয়াছিলেন। ১৮

শোকে মোহে অভিভূত থাকায় এই রক্ষাবিধানে যশোদা ও রোহিণী অপ্রধানা ছিলেন। আদি শব্দে সর্ষপ-নির্মঞ্ছন শূর্পকোণস্পর্শনাদি করা হইয়াছিল। ১৯

দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ নাম যথা—ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম কুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, এবং কটিতে দামোদর। ২০

প্রথমে তিলক দিবার সময় গোপীগণ অতিশয় সন্ত্রস্ত থাকায় আচমন করেন নাই, পরে একটু আশ্বস্ত হইয়া আচমন পূর্ব্বক বীজন্যাস করিয়াছিলেন, যথা—'অং নমঃ অজস্তবাঙ্‌ঘ্রী অব্যাৎ' এইরূপে বীজন্যাস করিয়াছিলেন। ২১

পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ। ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ ॥২৫॥
ব্রজন্তমব্যাদ্বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ। ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ ॥ ২৬ ॥
ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ। ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ ॥ ২৭ ॥
কোটরারেবতীজ্যেষ্ঠাপূতনামাতৃকাদয়ঃ । উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥ ২৮ ॥
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধা বালগ্রহাশ্চ যে। সর্ব্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্। পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্ ॥ ৩০ ॥
তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ। বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥ ৩১ ॥
নূনং বতর্ষিঃ সঞ্জাতো যোগেশো বা সমাস সঃ। স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ ॥৩২॥
কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তৎ তে ব্রজৌকসঃ। দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো ন্যদহন্ কাষ্ঠধিষ্ঠিতম্ ॥৩৩॥
দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ। উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ ॥ ৩৪ ॥
পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥৩৫॥

পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি, ভগবান্ স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করুন, গোবিন্দ তোমাকে ক্রীড়াকালে রক্ষা করুন, মাধব শয়ান অবস্থায় তোমাকে রক্ষা করুন। গমনকালে বৈকুণ্ঠ, উপবেশনসময়ে শ্রীপতি, সর্ব্বগ্রহের ভয়ঙ্কর যজ্ঞভোক্তা ভোজনকালে তোমাকে রক্ষা করুন। ২৫-২৬

ডাকিনীগণ, রাক্ষসী সকল, যে সকল বালগ্রহ, কুষ্মাণ্ড ভূতগণ, মাতৃগণ, পিশাচগণ, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক সকল, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি ও উন্মাদ, অপস্মার যাহারা দেহ ও প্রাণেও ইন্দ্রিয়দ্রোহী এবং স্বপ্নদৃষ্ট মহা মহা উৎপাত সকল এবং বৃদ্ধগ্রহ বালগ্রহ প্রভৃতি যত আছে, সকলেই হে বিষ্ণো! তোমার নাম গ্রহণমাত্রে ভীত হইয়া বিনষ্ট হউক। ২৭-২৯

শুকদেব বলিলেন, স্নেহপ্রবণা গোপীগণ এইরূপ রক্ষা করিলে, মাতা পুত্রকে স্তন্যপান করাইয়া শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন। ৩০

এই সময়ে নন্দাদি গোপবৃন্দ মথুরা হইতে ব্রজে আগমন করিলেন এবং পূতনার দেহ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৩১

(তাহারা সকলে বিতর্ক করিয়া বলিয়াছিল) বসুদেব নিশ্চয়ই ঋষি হইয়াছেন, অথবা যোগপ্রভাবশালী হইয়াছেন, কারণ, বসুদেব যে উৎপাতের কথা বলিয়াছেন, সেই উৎপাতই দেখা যাইতেছে। ৩২

ব্রজবাসিগণ কুঠার দ্বারা সেই দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছেদন ও দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠবেষ্টিত করিয়া দাহ করিয়াছিল। সেই দেহ দাহন করিবার সময় দেহের ধূম অগুরু চন্দন সদৃশ সুরভি হইয়াছিল। কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তন্যপান করায় সদ্য সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়াছিল। ৩৩-৩৪

হে মহারাজ! পূতনা সকল লোকের বালঘাতিনী এবং রুধিরাশনা রাক্ষসী, সে হত্যা করিবার অভিপ্রায়েও ভগবান্‌কে স্তন্যদান করিয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছিল। ৩৫

বিবৃতি—বসুদেব পূর্ব্বে এতাদৃশ ছিলেন না, এক্ষণে হইয়াছেন। ঋষির কোন লক্ষণ না থাকায় দ্বিতীয় কল্প বলা হইয়াছে। ৩২

জাতিতে রাক্ষসী—এবং তাহাতেও লোকবালঘাতিনী, রুধিরাশনা হইয়াও এবং কৃষ্ণকে মারিবার অভিপ্রায়ে স্তন্যদান করিয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছিল। ৩৫

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিম্ রক্তাস্তন্মাতরো যথা ॥ ৩৬ ॥

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎ স্তনম্ ॥ ৩৭ ॥

যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবো নু মাতরঃ ॥ ৩৮ ॥

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ ॥ ৩৯ ॥

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥৪০॥
কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ। কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ ॥ ৪১ ॥
তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্। শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ ॥৪২॥

স্নিগ্ধ জননীদের ন্যায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা (আস্তিক্য-বুদ্ধি) এবং ভক্তি দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু দান করে, তাহার সদ্‌গতির কথা আর কি বলিব? ৩৬

যে পদদ্বয় ভক্তহৃদয়ে স্থিত এবং সকল লোক-বন্দিতদিগেরও বাঞ্ছনীয়, সেই পদ দ্বারা যাহার অঙ্গ আক্রমণ করিয়া ভগবান্ হরি স্তন্য পান করিয়াছিলেন। ৩৭

সেই পূতনা রাক্ষসী হইলেও জননীর তুল্যগতি স্বর্গলাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণ যাহাদের স্তন্য ও দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, সেই মাতৃবর্গ ও গোগণ যে অত্যুত্তম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বলিবার কি আছে। ৩৮

কৈবল্যাদি অখিল পুরুষার্থদাতা দেবকীনন্দন ভগবান্ যে সকল গো-গোপীগণের স্তন্যপান করিলেন, পুত্রস্নেহে যাহাদের দুগ্ধ অত্যন্ত প্রস্নুত হইল, তাহারা যে সদ্‌গতি লাভ করিবে, তাহার কথা কি? ৩৯

হে মহারাজ! তাহারা অনবরত শ্রীকৃষ্ণে পুত্র-দৃষ্টি করিত। সুতরাং তাহাদের অজ্ঞানসম্ভূত সংসার কল্পিত হইতে পারে না। ৪০

ব্রজবাসিগণ চিতাধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া ইহা কি, কোথা হইতে আসিল? পরস্পর বলিতে বলিতে তাহারা ব্রজে আগমন করিল। ৪১

গোপদিগের মুখে পূতনার আগমনাদি নিধন পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং শিশুর কুশলসংবাদ পাইয়া তাহারা বিস্মিত হইয়াছিল। ৪২

বিবৃতি—বিশ্বাস ও আদর সহকারে প্রিয়তম কৃষ্ণকে অথবা প্রিয়তম বস্তু প্রীত্যাতিশয়ে দান করে। তন্মাতরঃ এই বহুবচন বৎসাহরণ লীলাভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপবালক হইয়াছিলেন। ভোজন বিষয়ে মাতৃবর্গেরই আদরাতিশয় দেখা যায়, সেই জন্য মাতৃ-দৃষ্টান্ত। ৩৬

যদি পূতনা দুষ্টস্বভাবা, তবে সদ্‌গতি কিরূপে পাইল? উত্তর—যে পদদ্বয় সর্ব্বলোকবন্দ্য ব্রহ্মাদি দেববন্দিত, তাহার স্পর্শে এবং ভগবান্ যাহার স্তনপান করিয়াছিলেন, সে সদ্‌গতি লাভ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? ৩৭

জননীগতি স্বর্গ নহে, ইহাই বৈষ্ণব টীকাকারগণের সিদ্ধান্ত, কারণ, জননীগণ গোলোকে স্থান লাভ করিয়াছিলেন, উহাকেও স্বর্গ বলিলে পূতনার তাদৃশ গতিলাভ বৈরভাবে হইলে ভগবানের বিচার বিষম দুষ্ট হয়, সুতরাং জননীপদে এখানে ধাত্রী অথবা তৎসদৃশ লোক বলিলে সেই লোক বুঝায় না। ৩৭-৩৮

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ। মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ৪৩ ॥
য এতৎপূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্। শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে রাজন্! উদারবুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আসিয়া স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণে পরম হর্ষ লাভ করিলেন। ৪৩

হে রাজন্! যিনি এই শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বালচরিত্র পূতনা-মোক্ষবিবরণ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহার গোবিন্দে রতিলাভ হয়। ৪৪

বিবৃতি—অবিদ্যার নাশ হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, সেই জন্য প্রথমে অবিদ্যারূপিণী পূতনাকে বধ করেন। অথবা দৈত্যসংহার কার্য্যের প্রথম আপোহশন-(গণ্ডূষ) রূপ পূতনা-বধ বুঝিবে। ৪৪

ইতি দশমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥ ১

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা সত্ত্বঞ্চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥ ২ ॥

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্। মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ ॥ ৩

শ্রীশুক উবাচ।

কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈশ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী ॥ ৪ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে প্রভো! ভগবান্ ঈশ্বর হরি যে যে অবতারে যে যে কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্ম আমাদের কর্ণের সুখাবহ ও মনের প্রীতিকর হয়। ১

তথাপি যাহা শ্রবণ করিলে পুরুষমাত্রের মনোগ্লানি ও তাহার মূলীভূত বিবিধ তৃষ্ণা (নানাবিষয়-বাসনা) দূরীভূত হয়, অথবা যাহা শ্রবণে অরতি-ভগবৎ-কথাশ্রবণে অপ্রবৃত্তি দূর হয়। তৎপরে, শ্রবণাদি বিষয়ে যে বিতৃষ্ণা—আগ্রহাভাব তাহা দূর হয় অর্থাৎ রুচির উৎপত্তিতে তচ্ছ্রবণে আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তার পর অচিরকালমধ্যেই পুরুষমাত্রের চিত্ত শুদ্ধ হয় (দুর্ব্বাসনা-নিবৃত্তিনিবন্ধন ভক্তি-রসাস্বাদে সমর্থ হয়)। তার পর হরিতে ভক্তি ও হরিভক্তের সহিত সখ্যভাব হয়। সুতরাং আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে সেই মনোহর চরিত্র বলুন। ২

হে ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অন্যান্য অদ্ভুত বাল্যচরিত্র আপনি বর্ণন করুন। ৩

বাদরায়ণি বলিলেন, একদা শিশুর অঙ্গপরিবর্ত্তননিমিত্তক উৎসবাভিষেক ও সেই দিনে জন্মনক্ষত্রযোগ হওয়ায় অতি মহোৎসবে সমবেত স্ত্রীগণের মধ্যে বসিয়া যশোদা গান-বাদ্য, ব্রাহ্মণগণেরা স্বস্তিবাচন মন্ত্রাদি দ্বারা পুত্রের অভিষেক কার্য্য করিলেন। ৪

বিবৃতি—তৃতীয়ে বলা হইয়াছে, 'শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি' এই স্থানেও সেই কথাই বলা হইতেছে। অরতি-রুচির অভাব বিতৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষার অভাব এই দুইটি কথাই একার্থে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া অরতি পদে মনের গ্লানি, বিতৃষ্ণাপদে বিবিধ তৃষ্ণা এই অর্থ স্বামী করিয়াছেন। অথবা অরুচি ও দুর্ব্বাসনা নিবৃত্ত হইয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিতে রুচি ও ভক্তিরসাস্বাদসামর্থ্য জন্মে, যেমন পৈত্তিক রোগনিবৃত্তি হইলে চিনির মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়, পরে ভক্তি ও তৎপরে ভক্তের সহিত সখ্য হয়, সুতরাং হরি-কথা হারের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়, যদিও ভগবচ্চরিত-মাত্র শ্রবণেই পরমার্থ লাভ হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা-চরিত শ্রবণে অচিরেই সর্ব্বার্থপ্রাপ্তি হয়। ২

বালকগণ প্রায় ৩ মাস বয়সেই নিজে নিজে অঙ্গ-পরিবর্ত্তনাদি করে অর্থাৎ তখন কেবল চিৎ হইয়া শয়ান রহে না, 'উপুড়' হইতে চায়, উহারই নাম ঔত্থানিক উৎসব। ঐ সময়ে জন্মনক্ষত্র যোগ হওয়ায় মহোৎসব হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বহির্নিষ্ক্রমণই ঔত্থানিক, তাহা সম্ভব নহে। নিষ্ক্রামণ "চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ" এই স্মৃতিবাক্য থাকায় কিরূপে ত্রৈমাসিক ও চতুর্থ মাসিক কার্য্যদ্বয়ের ঐক্য হইতে পারে? এই কার্য্য স্ত্রীপ্রধান বলিয়া যশোদার কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে, নন্দের কথা উক্ত হয় নাই। ৪

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।
অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ সঞ্জাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥ ৫ ॥
ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।
নৈবাশৃণোদ্বৈ রুদিতং সুতস্য সা রুদংস্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ ৬ ॥
অধঃ শয়ানস্য শিশোরনোঽল্পকপ্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয় ঔত্থানিকে কর্ম্মণি যাঃ সমাগতাঃ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্য্যগাৎ।
(ইতি ব্রুবন্তোঽর্তিবিবাদমোহিতা জনাঃ সমন্তাৎ পরিবব্রুরার্ত্তবৎ) ॥ ৮ ॥

নন্দপত্নী যশোদা, মাল্য, বস্ত্র, অন্ন ও অভীপ্সিত ধেনু দ্বারা সুপূজিত ব্রাহ্মণগণ পুত্রের স্বস্ত্যয়ন (মাঙ্গল্য অনুষ্ঠান) করিয়া দিলে, কৃতস্নান নিদ্রা-জড়নয়ন পুত্রকে ধীরে ধীরে একখানি শকটের নিম্নে (দোলার উপরে) শোয়াইয়া রাখিলেন। ৫

অনন্তর ঔত্থানিক উৎসবে ব্যগ্রচিত্তা উদার-স্বভাবা সমাগত ব্রজবাসীদিগকে গন্ধ মাল্যাভরণাদি দ্বারা পূজাপরায়ণা সেই নন্দপত্নী যশোদা, পুত্রের রোদন-শব্দ কিছুমাত্র শুনিতে পান নাই। স্তনার্থী বালক ক্রন্দন করিতে করিতে পাদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চালন করিয়াছিল। ৬

(গৃহের বাহিরে) শকটের অধঃপ্রদেশে শায়িত (ত্রৈমাসিক) শিশুর ক্ষুদ্র প্রবালসদৃশ রক্তবর্ণ অথচ কোমল চরণাঘাতে সেই বৃহত্তম শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইল (উল্টাইয়া পড়িল)। সুতরাং নিকটে অবস্থিত নানাবিধ রস-পরিপূর্ণ স্বর্ণরজতাতিরিক্ত কাংস্যাদি যে সকল পাত্র ছিল, তৎসমুদয় ভগ্ন হইল এবং সেই শকটের চক্র ও অক্ষ উলটিয়া পড়িল, আর যুগন্ধর (জোয়াল) বিভিন্ন হইয়া গেল। ৭

হে মহারাজ! যশোদাপ্রমুখ ব্রজরমণীগণ ও ঔত্থানিকোৎসবোপলক্ষে যাঁহারা সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং নন্দাদি গোপগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে শঙ্কা-ব্যাকুল হইলেন। (এবং পরস্পর বলিয়াছিলেন) শকটখানি কিরূপে বিপরীত হইয়া পড়িল? (উল্টাইয়া পড়িল)। ৮

বিবৃতি—বালকের স্নান, গোরোচনাতিলক বেশাদি ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া এবং তাঁহাদের অভীষ্ট ধেনু, বস্ত্র, মাল্য, অন্নাদি প্রদানের পর, নিদ্রিত বালককে শকটের নিম্নে শোয়াইয়া দিলেন। ৫

মনস্বিনী পদ দ্বারা যশোদার অভ্যাগত জনগণের পূজায় শ্রদ্ধা-দক্ষতা ও সাবধানতা সূচিত হইয়াছে। 'নৈব' পদ দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, যদি যশোদা অণুমাত্রও রোদনশব্দ শুনিতেন, তবে অবশ্যই আসিতেন। নিদ্রা-মধ্যেই ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ স্তনার্থী হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার শব্দ শুনিতে পাইতেছ না, আমি শকটভঙ্গের শব্দে তোমার অবধানতা আনয়ন করিব, এইরূপ মায়ের উপর যেন রাগ করিয়াই শকটভঙ্গের নিমিত্ত পদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৬

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই শকট-পরিবর্ত্তনের কথাকে শকটাসুর-ভঞ্জন বলা হইয়াছে। শকটভঙ্গের জন্য বামনাবতারের ন্যায় ঐ পদ বর্দ্ধিত করেন নাই—অথবা নৃসিংহাবতারের ন্যায় স্বভাবকঠোরও তাঁহার পদদ্বয় ছিল না, ইহা বুঝাইবার জন্যই অল্প ও মৃদু এই দুইটি বিশেষণ পদ দেওয়া হইয়াছে, বিষ্ণুধর্ম্মের বর্ণনায় জানা যায়, ঐ শকটখানি অতি বৃহৎ ছিল, এই জন্যই মাতা শকটের নিম্নে পুত্রকে শোয়াইয়াছিলেন। ৭

উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ। রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতৎ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত। অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥১০॥
রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা। কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ ॥১১॥
পূর্ব্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্ব্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্। বিপ্রা হুত্বার্চ্চয়াঞ্চক্রুর্দ্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ ॥ ১২ ॥
যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষা-হিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ। ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ॥১৩॥
ইতি বালকমাদায় সামর্গ্‌যজুরুপাকৃতৈঃ। জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥১৪॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ। হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্ ॥১৫॥
গাবঃ সর্ব্বগুণোপেতা বাসঃ স্রগ্‌রুক্মমালিনাঃ। আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাৎ তে চান্বযুঞ্জত ॥ ১৬ ॥
বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাশিষঃ। তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্॥১৭॥
একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী। গরিমাণং শিশোর্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥১৮॥

সেখানে উপস্থিত বালকগণ (শকটপতনের কারণানভিজ্ঞ) অকৃত নিশ্চয় গোপ ও গোপীগণকে বলিয়াছিল, এই বালক রোদন করিতে করিতে পাদ দ্বারা শকটখানি পাতিত করিয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৯

বালকের কথা বলিয়া গোপগণ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিল না। ঐ শিশুর যে অপরিমিত বল আছে, তাহা তাহারা জানিত না। ১০

যশোদা রোদনপরায়ণ শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া দুষ্ট গ্রহের এই কার্য্য, ইহা আশঙ্কা করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদমন্ত্রে স্বস্ত্যয়ন করাইলেন ও পরে স্তনপান করাইতে লাগিলেন। ১১

বলবান্ গোপগণ পূর্ব্বের ন্যায় সেই শকটখানি যথাস্থানে স্থাপন করিলে ব্রাহ্মণগণ (গ্রহ) হোম করিয়া দধ্যক্ষত ও কুশসহিত জল দ্বারা শকটের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ১২

হে মহারাজ! যে সকল ব্রাহ্মণ অসূয়া, অনৃত, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা এবং অভিমানবর্জ্জিত ও সত্যশীল, সেই সকল ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বিফল হয় না। ১৩

এই অভিপ্রায়ে বালককে আনিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ঋক্, যজুঃ, সাম মন্ত্রে পবিত্র ওষধি-মিশ্রিত জল দ্বারা বালকের অভিষেক করাইয়া গোপরাজ নন্দ সমাহিত-চিত্তে স্বস্তিবাচন করাইলেন, তার পর অগ্নিতে হোম করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত অন্ন দিয়াছিলেন। ১৪-১৫

আর পুত্রের সর্ব্বোপদ্রবশান্তি পূর্ব্বক মঙ্গলের নিমিত্ত, বস্ত্র মাল্য ও সুবর্ণহারভূষিত, সর্ব্বগুণযুক্ত গাভী সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ ভোজনের পর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ১৬

হে রাজন্! বেদবেত্তা যোগী বিপ্রগণ যে আশীর্ব্বাদবাক্য প্রয়োগ করেন, উহা সেই প্রকারই হয়। সেই আশীর্ব্বচন কদাচ নিষ্ফল হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও। ১৭

হে রাজন্! এক দিন (এক বৎসর বয়ঃক্রম-কালে) নন্দপত্নী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া লালন করিতেছিলেন, হঠাৎ গিরিশিখরতুল্য শিশুর গুরুত্ব বোধ হইল। তিনি আর ঐ শিশুকে বহন করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৮

বিবৃতি—ভগবৎপ্রভাবানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে। অথবা শকটের অধিষ্ঠিত বলি (উপহার) সহিত শকটকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিয়া পূজা করা হইয়াছিল। ১২

ভূম্যৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা। মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্ম্মসু ॥ ১৯ ॥
দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ। চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্ ॥ ২০ ॥
গোকুলং সর্ব্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষুংষি রেণুভিঃ। ঈরয়ন্ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ ॥২১॥
মুহূর্ত্তমভবদ্‌গোষ্ঠং রজসা তমসাবৃতম্। সুতং যশোদা নাপশ্যত্তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ ॥২২॥
নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরঞ্চাপি বিমোহিতঃ। তৃণাবর্ত্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।
অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচদ্ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ ॥ ২৪ ॥
রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে ॥ ২৫ ॥

ভারপীড়িতা যশোদা বিস্মিত হইয়াছিলেন ও সেই শিশু পুত্রটিকে ভূমিতে রাখিয়া জগতের মহাপুরুষকে ধ্যান করিয়াছিলেন, তৎপরে উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্বস্ত্যয়নাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতিকে আহ্বান করা প্রভৃতি কার্য্যে নিরতা হইয়াছিলেন। অথবা মহাপুরুষের ধ্যান করিয়া জাগতিক কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইয়াছিলেন। ১৯

কংসভৃত্য তৃণাবর্ত্ত নামে দৈত্য, কংসপ্রেরিত হইয়া চক্রবাত (ঘূর্ণিবায়ু) রূপে (সেই স্থানে আসিয়া) ভূতলোপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছিল। ২০

ঐ তৃণাবর্ত্ত সকল গোকুলকে ধূলি দ্বারা আবৃত ও সকলের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়াছিল, এবং অতি ভীষণ মহাশব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। ২১

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সমুদয় গোষ্ঠ ধূলির দ্বারা ও অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল, যশোদা পুত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ২২

(বাত্যায়) সকলেই বিমোহিত হইয়াছিল, কেহই নিজেকে বা পরকে দেখিতে পায় নাই। তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শর্করা (কাঁকর) দ্বারা সকলেই উপদ্রুত হইয়াছিল। ২৩

এই প্রকার প্রবল চক্রবাতজন্য ধূলিবর্ষণ হইতে থাকিলে মাতা যশোদা পুত্রের কোন অনুসন্ধান করিতে অক্ষমা হইয়া অতি করুণ (পুত্রের মৃত্যু) স্মরণ করিয়া ভূতলে পতিতা হইলেন এবং মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় শোক করিয়াছিলেন। ২৪

ধূলিবর্ষণকারী পবনবেগ উপশমিত হইলে, গোপীগণ রোদনধ্বনি শুনিয়া সেই স্থানে গমন করিল ও তথায় নন্দনন্দনকে দেখিতে না পাইয়া সন্তপ্তচিত্তা ও অশ্রুমুখী হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ২৫

বিস্মৃতি—বালকের তাদৃশ ভারের কারণ না জানাতে যশোদা বিস্মিতা হইয়াছিলেন। বালগ্রহাশঙ্কায় জগতের মহাপুরুষ নারায়ণের ধ্যান করিয়াছিলেন, তার পর বালকের স্বস্ত্যয়নার্থ বিপ্রাহ্বানাদি কার্য্যে নিরতা হইয়াছিলেন। তৃণাবর্ত্ত আসিয়া মাতার সহিত হরণ করিবে, ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত ভারী হইয়াছিলেন। ইহাতে যশোদার ক্লেশ পরিহার করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। খট্টা প্রভৃতি সেই ভার সহ্য করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া পুত্রকে ভূমিতে রাখিয়াছিলেন। প্রথমে বালঘাতিনী পূতনা প্রেরিতা হয়, তাহার মৃত্যুর পর শকটাসুর প্রেরিত ও নিহত হইলে অতি দুর্দ্ধর্ষ বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্তকে প্রেরণ করা হয়। মাতার দৃষ্টিপথে উপবিষ্ট বালককে হরণ করিয়াছিল। ১৯-২০

অথবা পুত্রের অমঙ্গল স্মরণ করিয়া প্রথমে যশোদা শোক করেন। পরে ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হয়েন, মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় তিনি অত্যন্ত আর্ত্তা ছিলেন। ২৪

তৃণাবর্ত্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ভূরিভারভৃৎ॥ ২৬॥
তমশ্মানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্॥ ২৭॥
গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে॥ ২৮॥
তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং করালম্।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ॥ ২৯॥
প্রাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ কৃষ্ণঞ্চ তস্যোরসি লম্বমানম্।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা লব্ধ্বা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্॥ ৩০॥

চক্রবায়ুরূপধারী তৃণাবর্ত্ত দানব শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া নভোমার্গে যাইতেছিল, অতিভার লইয়া যাইতে তাহার গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া পড়িল, তার পর আর যাইতেই সমর্থ হইল না। ২৬

হে রাজন্! ঐ দানব বিজাতীয় গুরুত্ব হেতু ঐ বালককে পর্ব্বত তুল্য বোধ করিয়াছিল। ঐ বালক তাহার গলদেশ গ্রহণ করায় সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও সেই অদ্ভুত বালককে (গলগ্রহ হইতে ছাড়াইয়া দিতে) ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। ২৭

গলদেশ গ্রহণ করায় হস্ত পদ প্রভৃতি চালনা করিতেও অসমর্থ হইয়া এবং গলগ্রহণ জন্য তাহার চক্ষুর্দ্বয় বহির্গত হইয়াছিল, তখন সেই দৈত্য অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে গতপ্রাণ হইয়া বালকের সহিত ব্রজমধ্যে পড়িয়া গেল। ২৮

হে রাজন্! অন্তরীক্ষ হইতে শিলাতলে পতিত ও বিশীর্ণসর্ব্বাবয়ব ভীষণ দানব তৃণাবর্ত্তকে মিলিত ব্রজাঙ্গনাগণ রোদন করিতে করিতে রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন পুরত্রয়ের ন্যায় দেখিয়াছিল। ২৯

ব্রজাঙ্গনাগণ, সেই দানবের বক্ষঃস্থলে লম্বমান শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মাতা যশোদার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহারা অতিশয় বিস্মিতা হইয়াছিল। দানব কর্ত্তৃক শূন্যমার্গে নীত, অথচ মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত ও সর্ব্বতোভাবে কুশলী সেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া গোপীগণ ও নন্দপ্রমুখ গোপগণ পুনর্ব্বার অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৩০

বিশ্বপ্রতি—পূতনাবধে তাহার আর্ত্তরবে ব্রজবাসীর মহা ভয় হইয়াছিল, সেই ভয় না হয়, এই জন্য গলগ্রহণ করিয়া আকাশেই তৃণাবর্ত্তকে বধ করা হয়, এই জন্য তৃণাবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ২৮

গরুর পাদসমর্দ্দে কর্দ্দমাদি না হয়, এই জন্য গৃহের নিকটে অনেকটা স্থান প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল, উহার উপরেই তৃণাবর্ত্ত-দেহ চিৎ হইয়া পতিত হয়, ত্রিপুরও রুদ্রশরে নির্ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ও বিশীর্ণ হইয়াছিল। বিশীর্ণ ইত্যাদি বিশেষণ পুরপক্ষেও সমানভাবে যোজনীয়। ২৯

মৃত্যুরূপী দানবের আহারার্থ তন্মুখে প্রবিষ্ট হইয়াও অক্ষতদেহে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অথবা অত্যুচ্চ পতনাদিরূপ মৃত্যুমুখ হইতে অক্ষতদেহে মুক্ত দেখিয়া যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ ও নন্দ প্রভৃতি গোপগণ পূতনাদি বধের পর যে আনন্দ লাভ করেন, অথবা কৃষ্ণজন্মে যে আনন্দ লাভ করেন, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৩০

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।
হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ সাধুঃ সমত্বেন ভয়াদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চ্চনং পূর্ত্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্।
যৎ সম্পরেতঃ পুনরেব বালকো দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে। বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ ॥ ৩৩ ॥
একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী। প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥৩৪ ॥
পীতপ্রায়স্য জননী সা তস্য রুচিরস্মিতম্। মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ॥৩৫॥

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥ ৩৬ ॥

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ। সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥৩৭॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে তৃনাবর্ত্তমোক্ষো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অহো, এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার যে,এই বালক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াও পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই হিংস্র বঞ্চক, নিজ পাপেই বিহিংসিত (বিনষ্ট) হইয়াছে। সাধু (পাপলেশরহিত) (বালক) সমতা (শত্রুমিত্রের প্রতি সমব্যবহার) নিবন্ধন ভয় হইতে মুক্ত হয়েন। ৩১

আমরা (পূর্ব্বজন্মে) কি তপস্যা কিম্বা বিষ্ণুর অর্চ্চনা, ইষ্টাপূর্ত্ত, পঞ্চমহাযজ্ঞ, দান-ধর্ম্মাদি করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এই বালক মরিয়া গিয়াও ভাগ্যক্রমে আত্মবন্ধুগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পুনরায় উপস্থিত হইয়াছে। ৩২

হে রাজন্! গোপরাজ নন্দ, নিজ বাসস্থান বৃহদ্বনে এই প্রকার অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত-চিত্তে বসুদেবের কথা বারম্বার স্মরণ করিয়াছিলেন। ৩৩

এক দিন যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া পুত্র-স্নেহরসে নিমগ্না হইয়া ক্ষরিত স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। ৩৪

হে রাজন্! শিশুর প্রায় স্তনপান হইয়াছে ও মধুর হাস্যমণ্ডিত পুত্রমুখ লইয়া জননী লালন করিতেছেন, এমন সময়ে বালক হাই তুলিলে যশোদা (বালকের মুখমধ্যে) ইহা দেখিয়াছিলেন। ৩৫

আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্যলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্‌সকল, সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন, এবং স্থাবর ও জঙ্গম সকল ভূতগণ দেদীপ্যমান। হে রাজন্! সেই যশোদা (পুত্রের মুখমধ্যে) ঐ প্রকার বিশ্ব দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবরা হইয়াছিলেন এবং মৃগনয়না নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিতা হইয়াছিলেন। ৩৬-৩৭

বিবৃতি—এই প্রকার অত্যদ্ভুত ঘটনায় নন্দাদির বাৎসল্য হ্রাস পায় নাই, পরন্তু বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। এই কথা তিন শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। অদ্ভুত হইলেও ইহা অত্যদ্ভুত ব্যাপার যে, এই বালক যাহা বলার যোগ্য নয়, তেমন দশা প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার বন্ধুগণের নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছে। বঞ্চক ও হিংস্র এই দানব নিরপরাধ নর-বালকহরণরূপ নিজ পাপে বিনষ্ট হইয়াছে এবং এই বালক শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি বলিয়া মুক্ত হইয়াছে। ৩১

তপঃ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, ইষ্ট—অগ্নিহোত্র, তপস্যা—বেদাভ্যাস ও পালন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেব। পূর্ত্ত—বাপী, কূপ, তড়াগাদি নির্ম্মাণ, দান—শরণাগতত্রাণ—ভূতবর্গের অহিংসা প্রভৃতি। ৩২

উৎপাতাশঙ্কায় যশোদার শরীরকম্প হইয়াছিল, এবং তিনি নেত্র নিমীলিত করিয়া ভগবানের ধ্যান করিয়াছিলেন, হে নারায়ণ, আমার পুত্রটিকে রক্ষা কর, এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৩৭

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ। ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ ॥ ১ ॥

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ। আনর্চ্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ২ ॥

সূপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্। নন্দয়িত্বা ব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্ ॥৩॥

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥ ৪ ॥

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাৎ যত্তজ্‌জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্। প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্ ॥ ৫ ॥

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি। বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৬ ॥

শুকদেব বলিলেন হে রাজন! মহাতপস্বী গর্গ নামে ঋষি যদুগণের পুরোহিত ছিলেন, তিনি বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দের ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। ১

তাঁহাকে দেখিয়া নন্দ পরম প্রীত হইলেন এবং তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্থান করিলেন। পরে বিষ্ণু-বুদ্ধিতে প্রণিপাত পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন।২

গর্গ মুনি আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুখে উপবিষ্ট হইলে মধুর স্তুতিবাক্যে অভিনন্দন করিয়া নন্দ বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ণ (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে আপনার সকল প্রয়োজন সুসিদ্ধ আছে) আমি আপনার কি করিব ? ৩

হে ভগবন্! মহদ্ব্যক্তিগণ যে স্বীয় আশ্রয় হইতে অন্যত্র গমন করেন, তাহা (নিজেদের স্বার্থসাধনার্থ নহে) গৃহীদিগেরই মঙ্গলার্থ। গৃহীরা অত্যন্ত দীনচিত্ত, কারণ, ভগবদ্ধ্যানবিমুখ ও তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বদা পুত্র-দার-ধনৈশ্বর্য্য ধ্যান করে। সুতরাং হে ভগবন্! গৃহীদের মঙ্গলার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণ কল্পনা করা যায় না। ৪

হে ব্রহ্মন্! যাহা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসাধক, (গ্রহাদির জ্ঞানসাধক) জ্যোতিঃশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, ঐ জ্যোতিঃশাস্ত্র সাক্ষাৎ আপনিই প্রণয়ন করিয়াছেন। যে শাস্ত্র দ্বারা অন্য লোকেও পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম ও বর্ত্তমান জন্মের ভূত, বর্ত্তমান ও ভাবী ফল জানিতে পারে। ৫

হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (সুতরাং আপনি দৈবজ্ঞ ও মন্ত্রবিৎ) এই বালক দুইটির সংস্কারসকল সম্পাদন করুন। ব্রাহ্মণগণ জন্ম দ্বারা মানবমাত্রের গুরু। (সুতরাং আপনি সংস্কার করিলে উহা গুরুকৃত হইবে)। ৬

বিবৃতি—গর্গকে দেখিয়াই নন্দ পরমানন্দে অঞ্জলি-বদ্ধ হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, পরে নমস্কার-পাদ-প্রক্ষালনাদি করিয়া তাঁহাকে সদাসনে সুখে উপবেশন করাইয়া দীনভাবে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার সকল প্রয়োজনই বেদ-জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তি আপনার কি করিতে পারে ? ৩

গ্রহদিগের প্রতিপাদক শাস্ত্রের নাম 'জ্যোতিষ', ঐ শাস্ত্রে যে সব বিষয় বর্ণিত, তাহা অতীন্দ্রিয়। সুতরাং যে বিষয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের বলে জানা যায় এবং যাহা দেখিয়া অন্যেও পূর্ব্ব-পরজন্মের ফল জানে, সেই জ্যোতিঃ-শাস্ত্র সাক্ষাৎ (অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে নহে) আপনি প্রণয়ন করিয়াছেন। জাতকে বলা হইয়াছে যে, অন্ধকারে দীপ যেমন বস্তুসকলকে দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ অন্য জন্মে সঞ্চিত শুভাশুভকেও এই শাস্ত্র দেখাইয়া দেয়। ৫

শ্রীগর্গ উবাচ।

যদূনামহমাচার্য্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্ব্বদা। সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্ ॥৭॥

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ। দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি ॥৮॥

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ শ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ। অপি হন্তাগতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽনয়ো ভবেৎ ॥৯॥

শ্রীনন্দ উবাচ।

অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ ॥ ১১ ॥

গর্গ বলিলেন, আমি যাদবগণের আচার্য্য বলিয়া পৃথিবী-মধ্যে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার করি, তবে লোকে এই পুত্রকে দেবকীপুত্র বলিয়া মনে করিবে। ৭

দুরাত্মা কংস পাপমতি, সে তোমার ও বসুদেবের সহিত সখ্য আছে (ইহা জানে) এবং "দেবকীর অষ্টমগর্ভে স্ত্রী হইতে পারে না।" ইত্যাদি বাক্য যে দেবকীর কন্যা বলিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান কোথায়ও আছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া তোমাদের সখ্য ও আমার কৃত সংস্কার এই সূত্রে কংস শঙ্কান্বিত হইয়া যদি শিশুকে হত্যা করে, তবে মহান্ অনর্থ (নিবুদ্ধির কার্য্য) হইবে। ৮-৯

নন্দ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই বিজন গোব্রজে আমার লোকের দ্বারাও অলক্ষিত থাকিয়া আপনি স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বালকদ্বয়ের দ্বিজাতি-বিহিত সংস্কার করুন। ১০

শ্রীশুকদেব বলিলেন, দ্বিজবর গর্গ এইরূপ প্রার্থিত হইয়া, নিজেরও যাহা অভিপ্রেত ছিল, বালকদ্বয়ের নামকরণ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া করিয়াছিলেন। ১১

বিবৃতি—গর্গের ইচ্ছা, সংস্কারকার্য্য গোপনে হয়, কারণ, তিনিও কংসভয়ে ভীত ছিলেন; তাই নন্দের অতিশয় উৎসাহ দর্শনে তাঁহাকে যেন প্রত্যাখ্যান করিবার মত বাক্যেই বলিলেন, যাদব-পুরোহিতের দ্বারা কার্য্য হইলে কংস ও অন্য সকলেই এই পুত্রকে দেবকীর পুত্র মনে করিবে। ৭

যাদব বলিয়া যদি মনে করে, তবে করুক, কিন্তু বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে জন্মিয়াছে, ইহা জানিবে কিরূপে? এই আশঙ্কার উত্তরে এই দুইটি শ্লোক বলা হইয়াছে। দেবকীর কন্যা বলিয়াছিল, দেবকীর অষ্টমগর্ভ কন্যা নহে, সে অন্যত্র আছে, ঐ বাক্য কংস সর্ব্বদা ভাবে। এক্ষণে আমি যদি সংস্কার করি, তাহা হইলে সে বুঝিবে, বসুদেব সখ্যনিবন্ধন তোমার কাছে তাহার শিশু পুত্র রাখিয়াছে, এই ভাবিয়া যদি আইসে এবং শিশুকে হত্যা করে, তবে বড়ই অবুদ্ধির কার্য্য হইবে। ৮-৯

নন্দের প্রার্থিত বিষয় গর্গেরও অভীষ্ট ছিল, নন্দ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এরূপ উপযুক্ত পুরোহিত আমি পুনর্ব্বার কবে পাইব, সুতরাং গোপনে কেবল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ইহা দ্বারা করাইব, পরে বাদ্যভাণ্ড হইবে। ১০

দিনের বেলায় গোপগণ সকলেই গোবৎসাদি লইয়া বনে গমন করে, সুতরাং নন্দের নিকট আত্মীয়গণও এই নামকরণ ব্যাপার জানিতে পারেন নাই। গর্গাচার্য্যেরও এই সংস্কার করা অভিপ্রেত ছিল। ১১

শ্রীগর্গ উবাচ।

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ। যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যত ॥ ১২ ॥
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৩॥
প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১৪ ॥
বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥১৫॥
এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্গোপগোকুলনন্দনঃ। অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৬ ॥
পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ। অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥১৭॥

(পরে নন্দকে বলিলেন) এই রোহিণীনন্দন নিজগুণে সুহৃদ্বর্গের মনোরঞ্জন করিবেন, এইজন্য ইনি রাম নামে খ্যাত হইবেন এবং বলাধিক্য হেতু ইঁহাকে বলও বলিবে। যাদবগণের মধ্যে কোন কারণে পরস্পর বিবাদ হইলে ইনি তাহাদের ঐক্যমত করিয়া দিবেন, এই জন্য অনেকে ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়াও জানিবে। ১২

প্রতিযুগে তোমার এই পুত্র শরীর পরিগ্রহ করেন, ইহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে হইয়াছিল, বর্ত্তমানে কলিযুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ লাভ করিয়াছেন। ১৩

তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে অন্যত্র বসুদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইঁহাকে বাসুদেবও বলিয়া থাকেন। ১৪

হে নন্দ! তোমার এই পুত্রের গুণ ও কর্ম্মানুরূপ বহু নাম ও বহু রূপ আছে, সেই সকল নাম ও রূপ আমি জানি, সাধারণ লোকে জানে না। ১৫

এই বালক গোপসকল ও গোকুলের পরম মঙ্গল-বিধান করিবে, তোমরা ইহা দ্বারা অনায়াসে সকল উপদ্রব হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ১৬

হে ব্রজেশ্বর! পূর্ব্বকালে একবার অরাজক হইলে সাধুগণ দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন। তখন এই তোমার পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সাধুগণ বলশালী হইয়াছিলেন ও দস্যুগণকে জয় করেন। ১৭

বিবৃতি—যদুগণ বসুদেবাদি ও নন্দাদির মধ্যে অপৃথগ্‌ভাব নির্ব্বিশেষে পিতৃত্বাদি নিবন্ধন উভয় কুলকে আকর্ষণ করায় সঙ্কর্ষণ নাম অনেকে বলিবে, এস্থলে গর্ভ-সঙ্কর্ষণের কথা গর্গ প্রকাশ করেন নাই। এই সকল অর্থ করিবার—মূল হরিবংশে আছে। ১২

এই শ্লোকের অর্থ সরল হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ইহার অর্থ অন্যরূপ করিয়া থাকেন, অনুযুগং পদে প্রতিযুগে—তনূঃ এই বহু বচন দ্বারা বহু অবতার-গ্রহণকারী এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, ইদানীং দ্বাপর কলিযুগে এই অর্থ করিলে প্রথমস্কন্ধোক্ত যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাং। তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।" ইহার সহিত বিরোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে কৃষ্ণ মর্ত্ত্যধামে থাকা কালে কলিযুগ প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহার কার্য্য হয় নাই—ইহা মহাভারতে উক্ত আছে। কলির প্রভাব তখন কেন, পরীক্ষিতের সময়েও হয় নাই, তৎপরে ধীরে ধীরে হইয়াছে। কলির সন্ধি ও তদংশে—যে সময় অতীত হয়, তাহাকে কলি না বলিয়া দ্বাপরের শেষ বলা হইলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। ১৩

নন্দ বুঝিল, পূর্ব্বজন্মে আমার পুত্র বসুদেবের পুত্র ছিল, সেই জন্য ইহার বাসুদেব নাম জ্ঞানীরা বলেন, গর্গ কিন্তু সকল কথাই সত্য বলিয়াছেন যে, তোমার এই পুত্র—কোন নিভৃত স্থলে (কংস-কারাগৃহে) বসুদেব হইতে জন্মিয়াছে, এই ঘটনা যাহারা জানে, তাহারা ইহাকে বাসুদেব বলে। ১৪

গুণানুরূপ নাম, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল ইত্যাদি—কর্ম্মানুরূপ জগৎপালক গোবর্দ্ধনধারক ইত্যাদি সেই সকল নাম ও রূপ আমি দৈবজ্ঞ হইয়াও জানি না, সাধারণেও জানে না (কিরূপে জানিবে)। নন্দ মনে করিল, গর্গমুনি সর্ব্বজ্ঞ—সেই জন্য আমার পুত্রের বহু জন্মের নাম ও রূপ জানেন। ১৫

পূর্ব্বে—পূর্ব্বজন্মে সাধুগণ—দেবগণ, দস্যু-দৈত্য-পীড়িত হইলে অরাজক ইন্দ্র পদচ্যুত হইলেন। ১৭

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥১৮
তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥১৯

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্ ॥ ২০ ॥

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ॥ ২১ ॥

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥ ২২ ॥

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্ ॥ ২৩ ॥

যে সকল মানবগণ এই মহাভাগ্যবান্ তোমার পুত্রকে প্রীতি করিবে, শত্রুগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না, অসুরগণ যেমন বিষ্ণু-পক্ষাশ্রিত জনগণকে পরাভূত করিতে পারে না। ১৮

হে নন্দ! সেই সকল কারণে তোমার পুত্র গুণে—সম্পদে ও প্রভাবে নারায়ণের সমান, বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহাকে পালন কর। ১৯

শুকদেব বলিলেন, এই প্রকার বলিয়া গর্গাচার্য্য নিজগৃহে গমন করিলেন, নন্দও আনন্দিত হইয়া নিজেকে কল্যাণপূর্ণ (অথবা শ্রীকৃষ্ণকে কল্যাণ-পূর্ণ) মনে করিয়াছিলেন। ২০

হে তাত! অল্পকাল গত হইলে, রাম ও কৃষ্ণ জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয় দ্বারা গোকুলে (হামাগুড়ি দিয়া) চলিতে চলিতে বিহার করিয়াছিলেন। ২১

তাঁহারা দুই জনে নিজ নিজ পদদ্বয় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া ব্রজের কর্দ্দমময় স্থান সকলে গোপ-গোপীগণের হো হা ইত্যাদি মধুর সুখকরতালাদির শব্দে মনোজ্ঞভাবে (অথবা কটিভূষণ ও চরণ-কিঙ্কিণী-শব্দে মনোহরভাবে বারম্বার চলিতে চলিতে ঐ মনোহর শব্দে হৃষ্টচিত্ত হইয়া (সেই লীলাদর্শনার্থ আগত অথবা ইতস্ততঃ গমনকারী) লোকের অনুসরণ (দুই তিন পদ) গমন করিয়া মুগ্ধ ও ভীতের ন্যায় মাতৃদ্বয়ের নিকটে প্রত্যাগমন করিতেন। ২২

তাঁহাদের মাতৃদ্বয়, পঙ্ক (ব্রজকর্দ্দম)-রূপ অঙ্গরাগে মনোহর; নিজ নিজ পুত্রকে বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইতেন, স্নেহভরে তাঁহাদের পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত; তাঁহারা স্তন দান করিতেন, এবং স্তনপানকালে মনোহর ঈষদ্ধাস্য ও অল্প দন্তযুক্ত মুখ দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। ২৩

বিবৃতি—নারায়ণ নিজতুল্য পুত্র তোমাকে দিয়াছেন, সুতরাং ইহাকেও গোবিন্দ, মুকুন্দ, মধুসূদনাদি নামে আহ্বান করিও; কিন্তু ইহাকে সাবধানে রক্ষা করিও, ইহাকে রক্ষা করিলে এই বালক সকল উপদ্রব হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। ১৯

শকটভঞ্জন তিন মাস বয়সে হইয়াছিল, তার পর কিছু কাল গত হইলে নামকরণ হয়। তার পর এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত্তবধ হয়; এই সময়ে রাম ও কৃষ্ণ পায়ে হাঁটিতে আরম্ভ করেন॥ ২১

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলাবন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ ॥ ২৪ ॥
শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ॥ ২৫ ॥
কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা ॥ ২৬ ॥
ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ। সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্ ॥২৭॥
কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্। শৃণ্বত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥২৮॥
বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥ ২৯ ॥

যে সময়ে রাম-কৃষ্ণ উভয়ের বাল্যলীলা অঙ্গনাগণের দর্শনযোগ্য হইল, সেই সময়ে ঐ দুই ভাই ব্রজমধ্যে বৎসগণের পুচ্ছ ধরিলে বৎসগণ উঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ লইয়া যাইত, তদ্দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণ গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে অতিশয় হৃষ্টা হইতেন। ২৪

হে রাজন্! অতি চপল ক্রীড়ারত আপনাদের পুত্র দুইটিকে যখন শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, সর্প, পক্ষী, অগ্নি, জল ও কণ্টক হইতে নিবারণ করিয়া রাখিতে এবং গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে, তখন তাঁহাদের জননীদ্বয় অশক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ২৫

হে রাজর্ষে! অত্যল্পকালমধ্যে রাম ও কৃষ্ণ ব্রজপুরমধ্যে জানু ও করসাহায্য ব্যতীতই পায়ে হাঁটিয়া চলিতে সমর্থ হইলেন। ২৬

তার পর রামের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বয়স্য ব্রজবালকদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, তদ্দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণের পরম আনন্দ হইত। ২৭

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বালচাপল্য দর্শন করিয়া, যশোদা শুনিতে পান, এইভাবে তাহারা আসিয়া বলিতে লাগিল। ২৮

হে যশোদে! তোমার কৃষ্ণ অসময়ে (অদোহন-কালে) বৎসসকলকে খুলিয়া দেয়, কেহ ক্রোধ করিয়া কিছু বলিলে হাসিতে থাকে। তার পর চৌর্য্যের নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া চৌর্য্যলব্ধ সুস্বাদু দধি দুগ্ধ প্রভৃতি ভক্ষণ করে। খাইতে খাইতে বানরদিগকে ভাগ করিয়া দেয়। যদি কোন বানর না খায়, তবে নিজেও খায় না এবং ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে, যদি কাহারও গৃহে দ্রব্য লাভ না করে, তবে সে-সেই গৃহস্থজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহে শায়িত শিশুগণকে কান্দাইয়া প্রস্থান করে। ২৯

বিবৃতি—বালকদ্বয়ের কিঞ্চিৎ বল হইলে তাঁহাদের লীলাদর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণের আনন্দ হইত, হামাগুড়ি দিয়া বৎসগণের নিকটে গিয়া উহাদের পুচ্ছ মুষ্টি করিয়া ধরিলে বৎস উঠিয়া পলাইত, তখন বালকদ্বয় ভয়ে মুষ্টিত্যাগ না করিয়া ভূতলে ঘৃষ্যমাণ হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে গোপীগণ হাসিতে হাসিতে পুচ্ছত্যাগ করাইয়া প্রমোদ অনুভব করিত। ২৪

এই লীলাময় ভগবানের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য রামের অপ্রধানভাবে উল্লেখ, ব্রজবালকাপেক্ষায় রামের প্রাধান্য পৃথক্ নির্দ্দেশ দ্বারা বুঝান হইয়াছে—। ২৭

এই অভিযোগকারিণী গোপীগণের উক্তি শুনিতে শুনিতে যশোদার যে যে উত্তর দিবার সম্ভব, তাহা যোগ করিয়া সনাতন গোস্বামী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতি মধুর—নিম্নে প্রদর্শিত হইল। গোপীগণ—তোমার

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈশ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ ॥ ৩০ ॥

হে যশোদে ! (তোমার চতুর পুত্র) হাতে যাহা পাওয়া যায় না, এমন উচ্চস্থানে দধি নবনীতাদি রাখিলে তাহা পাড়িবার জন্য পীড়ি, উদূখল ও বালকের স্কন্ধে উঠিয়া উপায় রচনা করে, শিকায় তুলিয়া অতি উচ্চে ঢাকা দিয়া রাখিলে পাত্রের গাত্র দেখিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে দ্রব্য আছে, তাহা তোমার পুত্র বুঝিতে পারে এবং (সশল্য—যষ্টির অগ্রভাগ দিয়া) ঐ ভাণ্ডে ছিদ্র রচনা করে, এবং গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ গৃহে দধিনবনীতাদি রাখিলেও অভ্যন্তরতত্ত্বজ্ঞ তোমার পুত্র উজ্জ্বল মণিরত্ন ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তাহাতে চৌর্য্যকার্য্যার্থ দীপের আর আবশ্যক হয় না, (এবং নিরন্তর সমবয়স্ক বালক দ্বারা খবর নিয়া জানে) যে সময়ে গোপীগণ গৃহকার্য্যে অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তা হয়, তোমার পুত্র ঠিক সেই সময়ে এই সকল উপায়ে চুরি করে। ৩০

কৃষ্ণ একসঙ্গে বহু বৎস খুলিয়া দেয়। যশোদা—তাহাতে দোষ কি? গোপীগণ—অসময়ে (অদোহনকালে)। যশোদা—বালক না বুঝিয়া ঐরূপ করে, তোমাদের গৃহে ত বহুলোক আছে, তাহারা বৎসসকলকে অবরোধ করিতে পারে। গোপীগণ—গৃহপরিজনগণ যে সময়ে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় বৎস অবরোধ করিতে পারে না, সেই সময়ে বৎস সকল খুলিয়া দেয়। যশোদা—তোমরা তাহাকে ধমকাইয়া দিতে পার না? গোপীগণ—ক্রোধ করিয়া কিছু বলিলে সে হাসিতে থাকে। যশোদা—বৎসসকল সে কেন খুলিয়া দেয়? গোপীগণ—সুস্বাদু দধি দুগ্ধ খাইবার জন্য বৎস মুক্ত করিয়া তদবরোধার্থ পরিজনগণকে ইতস্তত ধাবিত করিবার নিমিত্তই সে এইরূপ করে। যশোদা—তোমরা তাহাকে কেন খাইতে দেও না? গোপীগণ—তোমার কৃষ্ণ চুরি করা ভিন্ন দত্তদ্রব্য খায় না এবং সমস্ত দ্রব্যই খায়। যশোদা—তোমরা অতি চতুরা, কৃষ্ণ বালক, সে কিরূপে তোমাদের সুরক্ষিত দধি, দুগ্ধ খাইবে? গোপীগণ—পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই, যাহা শুনি নাই, সেইরূপ নিত্য নূতন কল্পিত উপায়ে সে চুরি করে। যশোদা—এরূপ করিলে তোমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ, তোমাদের ন্যায় পরমকৃপণের দধি দুগ্ধ সে খায়? গোপীগণ—সে মাত্র খায় না, বানরদিগকেও খাওয়ায়, যদি বানর তৃপ্ত হইয়া না খায়, তবে ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে। দ্রব্য না পাইলে তোদের গৃহ পোড়াইয়া দিব এইরূপ ভয় দেখায় অথবা গৃহস্থের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিদ্রিত শিশুগণকে কাঁদাইয়া পলায়ন করে'।

এই শিশুসকল রাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ও তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ বুঝিতে হইবে। ২৯

বিবৃতি—পূর্ব্বোক্ত কল্পিত চুরির উপায় সকল এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত বয়ুনঃ অন্তঃ অভ্যন্তরে নিহিত দ্রব্যের জ্ঞান আছে যাহার, ইহা দ্বারা—অন্ধকার গৃহরক্ষিত দ্রব্যের এবং ঢাকনা দেওয়া জিনিষের জ্ঞান যাহার, তাহাকে বুঝাইয়াছে। বহুভাণ্ডমধ্যে কোথায় দধি আছে, কিরূপে জানিবে? এপ্রশ্নাশঙ্কায় বলা হইয়াছে, অভ্যন্তরে লুক্কায়িত দ্রব্যের জ্ঞানবান এই বহুমূল্য উজ্জ্বল রত্ন দ্বারা তোমার বালককে আর সাজাইয়া গৃহবহির্ভূত হইতে দিও না, কি জানি কেহ খুলিয়া নিতে পারে। তোমার পুত্রটি বিখ্যাত চোর এবং তুমি ঐরূপ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিয়া চৌর্য্যের সাহায্য করিয়া থাক; অতএব বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া তোমার পুত্র চুরি করে দেখিয়া সাধারণে হাস্য করে। তোমার পুত্রকে ধরিবার উপায় নাই। সে সর্ব্বদা সহচর দ্বারা সকল গৃহের খবর লয়, যখন যে গৃহের লোক গৃহকার্য্যে ব্যগ্র হয়, ঠিক সেই সময়ে তোমার পুত্র পূর্ব্বোক্ত উপায়ে চুরি করে। যশোদা এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিলেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছ, আমার পুত্র মুগ্ধ বালক, সে এ সব উপায় জানে না। গোপীগণ—তোমার পুত্রের অন্তরে সকল বুদ্ধিই আছে। গুপ্ত দ্রব্যের ও সময়ের জ্ঞান, দুর্গারোহণ, ছিদ্রকরণ ও হাস্য দ্বারা লোককে বশীভূত-করণ তোমার পুত্রের সুন্দররূপে জানা আছে। উশতি এই পদটি যশোদার বিশেষণ, সম্বোধনান্ত কিম্বা সপ্তম্যন্ত বাস্তবিশেষণ হইতে পারে—উশতি! কমনীয়ে অথবা সুমার্জ্জিত নিজ গৃহে এই অর্থ। এই কৃষ্ণ তোমার নিকট কত ভাল মানুষ হইয়া আছে—ইহার কৃত উপদ্রবের সীমা নাই—চুরি করে বলিলে সেও চোর বলে, পুরন্ধ্রীগণের বস্ত্রাকর্ষণাদি ও মার্জ্জিত গৃহে মলমূত্র ত্যাগ করে। যশোদে! বিশ্বাস না হয়, দেখিয়া যাও, তাহারা সকলে নিত্য গৃহ পরিষ্কার করিতে পারে না; এবং বিখ্যাত চোর তোমার পুত্র চুরির দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পাদন করে, ভীত ভীতনয়ন শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখ দেখিতে দেখিতে সমাগত গোপীগণ এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভির্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥
একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ। কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্ ॥৩২॥

সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত ॥ ৩৩ ॥
কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্॥ ৩৪

হে কমনীয়স্বভাবে যশোদে! তোমার পুত্রকে 'চোর' বলিলে সে বলে—তুমি চোর, আমি গৃহের স্বামী, ইত্যাদি ধৃষ্টতা এবং দেবপূজার্থ মার্জ্জিত লিপ্ত-ভূমিতে মলমূত্রত্যাগরূপ ধৃষ্টতা এবং পুরন্ধ্রীগণের বেণী ও বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করা ও তুমি আমার স্ত্রী এইরূপ বলা ও পাদপ্রহারাদিরূপ উপদ্রব করে, হে সতি! তোমার পুত্রের চৌর্য্য দ্বারাই সকল কর্ম্ম হয়। (বাল্যে দধি চুরি, যৌবনে পরধন, পরস্ত্রী হরণ করিবে, সুতরাং এই পুত্র দ্বারা তোমার মহা সম্পত্তি হইবে) তোমার নিকটে সাধুর ন্যায় আছে, সমাগত স্ত্রীগণ ভীতিচঞ্চল নয়ন শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখ দেখিবার নিমিত্ত এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা করিলে যশোদা হাস্য করিলেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৩১

এক দিন রাম প্রভৃতি বালকগণ ক্রীড়া করিতে করিতে (দৌড়িয়া আসিয়া) 'কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে' এই কথা কৃষ্ণমাতা যশোদার নিকট নিবেদন করিল। পুত্রহিতাকাঙ্ক্ষিণী সেই যশোদা, পুত্রের হস্ত ধরিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, পরে ভয়ে ব্যাকুলনয়ন কৃষ্ণকে বলিলেন। ৩২-৩৩

অরে অস্থিরচিত্ত! বালক! (হারে দুষ্ট ছেলে!) কেন তুমি গোপনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ? তোমারই এই সহচরগণ ইহা বলিতেছে, এবং তোমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবও ইহা বলিতেছে। ৩৪

ব্যাখ্যা করিলে, কৃষ্ণও মা আমাকে প্রহার করিবেন এই মনে করিয়া শঙ্কাব্যাকুল হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-ধার্ষ্ট্য দর্শন শ্রবণ ও বিবিধ ভাবশোভিত শ্রীকৃষ্ণ-মুখাবলোকনে পরমানন্দিতা যশোদা হাসিতে লাগিলেন, পরন্তু পুত্রকে একটুমাত্র ভর্ৎসনা করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ৩০-৩১

বিবৃতি—দধি-নবনীত চুরির কথা যশোদা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, এবং তৎপরে তিনি কৃষ্ণকে সতর্কনয়নে রাখিতেন এবং বালকগণকেও খুব ধমকাইয়া দিয়া চুরি হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইয়াছিল, কৃষ্ণ সে দিন মাটী খাইয়াছিলেন, রামাদি গোপবালকগণ আসিয়া যশোদাকে এই সংবাদ দিয়াছিল, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যশোদা স্বপুত্রকে ভাল করিয়া খাইতে দেন না। কারণ সে পরের গৃহে চুরি করিয়া খায়, যে দিন চুরি করিতে পারে নাই, সেই দিন মাটী খাইয়াছে, এ সব কারণে যশোদা পরে কৃষ্ণকে বন্ধন করেন, ইহাই দামোদরলীলার একটি অভিপ্রায়। ৩২

পুত্র পলায়ন করিবে, এই জন্য তাহার করে ধরিয়া যশোদা তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, হিতৈষিণী তাড়নতিরস্কারাদিতেও পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট থাকে। মাতার পক্ষে ইহা অনীতি নহে। ভগবানও ভয়ব্যাকুল নয়ন হইয়াছিলেন, ইহা প্রেমের পরম বশ্যতা। ৩৩

অদান্তাত্মন্! অজিতেন্দ্রিয়! রামাদির অলক্ষ্যে কি জন্য তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ? ইহা মিথ্যাপবাদ নহে; কারণ, তোমারই এই সহচরগণ তোমারই সাক্ষাতে এই কথা বলিতেছে, এমন কি, তোমার জ্যেষ্ঠ এই বলদেবও ইহা বলিতেছে। নন্দ ও বসুদেব উভয়ের ভ্রাতৃত্ব নিবন্ধন যশোদা ও রোহিণীর পরম সখ্যভাব ছিল, নন্দও বলদেবকে লোকমধ্যে পুত্র বলিতেন, এই সব কারণে বলদেবকে অগ্রজ বলা হইয়াছে এবং এতে এই প্রত্যক্ষভাবাচক শব্দদ্বয় থাকায় তোমার সাক্ষাতেই যখন ইহারা বলিতেছে, তখন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৪

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ। যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥ ৩৫ ॥
যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ। ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ ॥ ৩৬ ॥
সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ। সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥৩৭॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ। বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥৩৮॥
এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকালস্বভাবকর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥ ৩৯ ॥
কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥ ৪০ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) মা ! আমি মাটী খাই নাই, ইহারা সকলে মিথ্যা কথা বলিতেছে, যদি ইহারা সত্যবাদীই হয়, তোমার সাক্ষাতে আমার মুখ নিরীক্ষণ কর। ৩৫

(যশোদা বলিলেন) যদি এইরূপই হয়, তবে তুমি মুখ প্রসারিত কর, (হাঁ কর) হে রাজন্ ! এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ হরি যিনি লীলার্থ মানব-বালক হইয়াছিলেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত, তিনি তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদান করিলেন। ৩৬

যশোদা কৃষ্ণের মুখমধ্যে বিশ্ব দেখিয়াছিলেন. জঙ্গম, স্থাবর, আকাশ, দিক, সপর্ব্বতা সসাগরা পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা সকল, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, বৈকারিক ইন্দ্রিয়গণ, মন ও শব্দাদি বিষয়, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ইত্যাদি সকলই দেখিয়াছিলেন। ৩৭-৩৮

হে রাজন্ ! পুত্রের কুক্ষিতে তাহার প্রসারিত মুখমধ্যে (মুখ দ্বারা কুক্ষিমধ্যে) এই বিচিত্র বিশ্বগুণ-ক্ষোভক জীব, পরিণাম-হেতু কাল, জন্মহেতু স্বভাব, কর্ম্ম, এবং তাহার সংস্কার আশায় এই সকল দ্বারা চরাচর যাবতীয় শরীর বিদ্যমান ছিল তাহা, এবং নিজেকে ও সমস্ত ব্রজপুরীকে অবলোকন করিয়া যশোদা অত্যন্ত শঙ্কা লাভ করিয়াছিলেন, (অথবা পুত্রের অনিষ্ট শঙ্কা করিয়াছিলেন।) ৩৯

(যশোদা নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন) ইহা কি স্বপ্ন ? অথবা দেবতার মায়া ? কিংবা আমারই বুঝিবার ভুল ? অথবা আমার এই পুত্রেরই অচিন্ত্য, জন্মাবধি কোন ঐশ্বর্য্য হইবে। ৪০

বিশ্বস্তি—বালক-স্বভাবপ্রযুক্ত তাড়নার ভয়ে কৃষ্ণ মিথ্যা বলিতেছেন, ইহা দোষের নহে। আমার জ্যেষ্ঠও অন্যান্য বালকের ন্যায় মিথ্যা বলিতেছেন, ইহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। ৩৫

মাতা আমার প্রথমাপরাধ যেন দেখিতে না পান, এই ইচ্ছা করিয়া তাড়নভীত কৃষ্ণ মিথ্যা বলিয়াছিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র অব্যাহত, সেই জন্য যশোদা মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে তন্মুখমধ্যে বিশ্বদর্শন করিয়াছিলেন, এবং তদ্দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৩৬

শ্লোকদ্বয়ে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক বর্ণিত হইয়াছে। ৩৭-৩৮

যশোদার এই শ্লোকোক্ত বিতর্ক সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বকে খণ্ডন করিয়া উত্তরোত্তর বিতর্কের বলবত্তা বুঝিতে হইবে। নিদ্রা না হইলে স্বপ্ন হইতে পারে না—সুতরাং এই পুত্রমুখমধ্যে বিশ্বদর্শন স্বপ্ন নহে। তবে কি দেবতার মায়া ? না, তাহা হইলে অন্যে কেন এইরূপ দেখিতে পায় না, অথবা আমার মত এক জন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে দেবতারা মুগ্ধ কেন করিবেন, তবে আমারই বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, যেমন দর্পণে নিজ মুখপ্রতিবিম্ব বিপরীতভাবে দৃষ্ট হয় না, তাহাও নহে, সম্প্রতি আমার বুদ্ধিমোহের কোন কারণ নাই, তবে আমার এই বালকের জন্মসিদ্ধ অচিন্ত্য কোন ঐশ্বর্য্য আছে, যাহার প্রভাবে এইরূপ দর্শন হইতেছে। ৪০

অথো যথাবন্নবিতর্কগোচরং চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥ ৪১ ॥
অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥৪২ ॥
ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥৪৪॥
সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্। প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা ॥ ৪৪ ॥
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥৪৫ ॥

(শেষ পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইনিই ঈশ্বর এই বোধে যশোদা প্রণাম করিতেছেন) ইহা চিত্ত, মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা সাক্ষাৎ যথাযথরূপে বিতর্কের বিষয় হয় না, সুতরাং ইহা অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। এই দৃশ্যমান আশ্চর্য্য যদাশ্রয়ে প্রতিভাত, এবং যাহা হইতে উহার উৎপত্তি এবং যাহার দ্বারা উহার প্রতীতি, উহা সুদুর্বিভাব্য, অর্থাৎ অত্যন্ত অচিন্তনীয়। সেই পদে আমি প্রণাম করিতেছি। ৪১

আমি যশোদা, আমার স্বামী এই নন্দ, এই আমার পুত্র, ব্রজেশ্বরের নিখিল ধন-রত্নের রক্ষয়িত্রী সতী পত্নী আমি, গোপীগণ গোপগণ ও গোধন সকল আমার এই প্রকার কুবুদ্ধি যাহার মায়ায় হইতেছে, সেই ভগবান্‌ই আমার একমাত্র শরণ (আশ্রয়) হউন। ৪২

হে রাজন্! গোপী যশোদা এই প্রকার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে, সেই ঈশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র স্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। ৪৩

সেই যশোদার তৎক্ষণাৎ স্মৃতি নষ্ট হইল, অর্থাৎ বিশ্বদর্শনের কথা ভুলিয়া গেলেন। সেই গোপী যশোদা তখন নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিয়াছিলেন, প্রবৃদ্ধস্নেহে তাঁহার হৃদয় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং যশোদা পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, তদ্রূপই হইলেন। ৪৪

তিন বেদ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, উপনিষৎ যাঁহাকে ব্রহ্ম, সাংখ্য যাঁহাকে পুরুষ, যোগ যাঁহাকে আত্মা, ভক্তগণ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, সেই হরিকে যশোদা নিজপুত্র বলিয়া মনে করিতেন। ৪৫

বিবৃতি—যাহা বাক্য মন প্রভৃতির অগোচর, তর্কের অবিষয়, এমন প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব-দর্শন ব্যাপার—যাহার আশ্রয়ে যাহার দ্বারা ও যাহা হইতে প্রতীত হইয়াছে, সেই বিপুলাশ্চর্য্যের যিনি আধার, আমি তাঁহার পদে প্রণাম করি। স্বামী বলিয়াছেন—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বর নিশ্চয় করিয়া যশোদা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। সনাতন প্রভৃতি বলেন—চরমপক্ষে ও সন্দিহানা যশোদা সকল তর্কের যিনি অবসান করিয়া দেন, সেই নারায়ণপদে যশোদা নমস্কার করিতেছেন। যাহা সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির অগোচর হইয়াও যদাশ্রয়ে সাক্ষাৎ অনুভূত হয়, তাঁর পদে প্রণাম করি। উহা আমাদের ন্যায় নারীগণের ধ্যানের অবিষয়, এই জন্য কেবল প্রণাম করি। তিনিই আমার পুত্রের সকল অনিষ্ট প্রশমিত করুন। ৪১

যিনি এই পুত্র দিয়াছেন, সেই ভগবান নারায়ণ আমার অহঙ্কার মমকার নাশ করুন, এই প্রকার ইচ্ছা লইয়া যশোদা নারায়ণের শরণাগতা হইতেছেন। আমি বালকের মা, সকল গোপগোপীর ও গোধনের অধীশ্বরী, বালকের রক্ষয়িত্রী মহারাজ্ঞী ইত্যাভিমান সকল কুমতি, সেই কুমতিও যাঁহার মায়ায় হয়, তিনিই একমাত্র গতি। ৪২

তোষণীকার বলেন—ভগবান যশোদার সেই অহংকার-মমকারযুক্ত যথার্থ ভাব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া আরও অধিক পুত্র-স্নেহময়ী নিজ মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। ৪৩

যশোদা পরমা ভাগ্যবতী, দেবকী হইতেও উচ্চাধিকারিণী, কারণ, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনেও তাহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় পুত্রবাৎসল্যে পরিপ্লুত ছিল, সে জানিত কৃষ্ণ আমার পুত্র, আমিও তাহার মা, আমি রক্ষা না করিলে যে বাঁচে না, আমি তাহাকে নিমেষের জন্য না দেখিলে বাঁচি না, এইরূপ মনে মনে সে সমাধান করিত, ভগবানও যশোদার বাৎসল্যে তাহার নিকট বাঁধা পড়িয়াছিলেন। ৪৫

শ্রীরাজোবাচ।

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥৪৬॥
পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্। গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া সহ ভার্য্যয়া। করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ ॥ ৪৮ ॥
জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ। ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ ॥৪৯
অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ। জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাহভবৎ ॥৫০
ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে। দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্‌গোপগোপীষু ভারত ॥৫১॥

(রাজা পরীক্ষিৎ অতি বিস্ময়ে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্। নন্দ এমন কি পরম সৌভাগ্যজনক শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? আর মহা ভাগ্যবতী যশোদাই বা কি এমন কার্য্য করিয়াছিলেন? যদ্দারা ভগবান হরি যাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন। ৪৬

(যাহাদের তপস্যায় ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) সেই পিতা-মাতা বসুদেব ও দেবকী শ্রীকৃষ্ণের যে অতি মহৎ বাল্যলীলা (চক্ষুরাদি দ্বারা) আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, এবং কবিগণ অদ্যাপি (কলিকালেও) লোকের কলুষনাশক যে বাল্যলীলা গান করিয়া থাকেন, সেই বাল্যলীলা রসাস্বাদ করিবার সৌভাগ্যজনক কি কর্ম্ম নন্দ ও যশোদা করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ৪৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বসুপ্রবর দ্রোণ নিজ পত্নী ধরার সহিত ব্রহ্মার আদেশ (গো-পালনাদিরূপ নিয়োগ) পালন করিবেন বলিয়া ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমরা দুই জনে (আপনার আদেশ পালনার্থ) অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের দুই জনের মহাদেব বিশ্বেশ্বর হরিতে যেন পরমা ভক্তি উৎপন্ন হয়। যে ভক্তির দ্বারা লোক অনায়াসে দুর্গতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, আপনি আমাদিগকে সেই বর প্রদান করুন। ৪৮-৪৯

ব্রহ্মা তথাস্তু বলিলে, সেই মহাযশস্বী দ্রোণ ব্রজমণ্ডলে নন্দ নামে খ্যাত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই দ্রোণ-ভার্য্যা ধরাই যশোদা হয়েন। ৫০

হে ভারত! সেই কারণে ভগবান্ জনার্দ্দন পুত্র হইলে সমস্ত গোপ-গোপীগণমধ্যে নন্দ ও যশোদার অতিশয় ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জন্মিয়াছিল। ৫১

বিবৃতি—পৃথিবীর ভারাপনোদনার্থ দেবগণ যখন অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়ে অষ্টবসুর অন্যতম দ্রোণ ও তৎ-পত্নী ধরা ব্রহ্মার আদেশে গো-পালনাদি করিয়া কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়ে তাঁহারা ভগবদ্‌ভক্তি প্রার্থনা করেন, এই প্রার্থনাশ্লোকে মহাদেব, বিশ্বেশ্বর, হরি এই তিনটি শব্দ থাকায় হরি-হরের অভেদ নিবন্ধন শিবে বা বিষ্ণুতে ভক্তি প্রার্থনা বুঝায়; ইহার মধ্যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুবোধক হরিপদের অর্থ সংহারকর্ত্তা লইয়া শিবপক্ষে কিম্বা শিববোধক পদদ্বয়ের মাত্র মহাদেব বিশ্বের ঈশ্বর হরি এইরূপ অর্থ করিয়া বিষ্ণুপক্ষে যোজনা করিতে হয়, ভাগবতেই আছে—অম্বিকাবনে শিবরাত্রিতে পূজার্থ গমন করিয়া নন্দ অজগর দ্বারা আক্রান্ত হয়েন ও কৃষ্ণ মুক্ত করেন, বৃন্দাবনেও গোপেশ্বর শিব সুপ্রসিদ্ধ আছেন। ৪৮-৪৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ-যশোদার পুত্র না হইয়াও অর্থাৎ নন্দের ঔরসে যশোদার গর্ভে না জন্মিয়াও পুত্র হইলে অভূততদ্ভাবার্থেচ্চি প্রত্যয়ের ইহাই অর্থ, নন্দ ও যশোদার সেই পুত্রে ও গোপ-গোপীগণের প্রতি অতিশয় স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা হইয়াছিল, পূর্ব্ব হইতে ভগবানে যে ভক্তি ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক ভক্তি হইয়াছিল। ৫১

কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং ব্রজে বিভুঃ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া ॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে বিশ্বরূপদর্শনেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আদেশ সত্য করিবার নিমিত্ত বলরামের সহিত ব্রজে বাসকালীন পুত্রভাবানুকারিণী লীলা দ্বারা তাহাদের সকলেরই প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৫২

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী। কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥ ১ ॥
যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ। দধিনির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥ ২ ॥
ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ ॥ ৩ ॥
তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ। গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৪ ॥
তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযাবুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, একদিন নন্দগৃহিণী যশোদা, গৃহদাসীগণ কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলে স্বয়ং দধিমন্থন করিয়াছিলেন। ১

সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্রঘটিত যে সকল গীত (তোমার সভায় মৎকর্ত্তৃক গীত, কিম্বা পুরন্ধ্রীগণ-রচিত, অথবা যশোদা কর্ত্তৃক তৎক্ষণকৃত) ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া দধিমন্থনকালে যশোদা গান করিয়াছিলেন। ২

হে রাজন্! যশোদা তাঁহার বিশাল কটিতটে সূত্রবদ্ধ ক্ষৌমবসন ধারণ করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ ক্ষৌম বস্ত্রের ঘাগরা পরিয়াছিলেন) পুত্রস্নেহে স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল ও কম্পিত হইতেছিল, রজ্জুর বারম্বার আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত ও হস্তপরিহিত কঙ্কণ ও কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় চঞ্চল হইয়াছিল, এবং বদনমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। কবরী হইতে মালতী-পুষ্পের মালা খুলিয়া পড়িয়াছিল, এইরূপ অবস্থায় যশোদা দধিমন্থন করিয়াছিলেন। ৩

সেই সময়ে স্তন্যপানকামী কৃষ্ণ দধিমন্থনকারিণী জননীর নিকট আসিয়া হস্ত দ্বারা মন্থনদণ্ড ধারণ করিয়া যশোদার প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক মন্থন করিতে নিষেধ করিলেন। ৪

তখন যশোদা ক্রোড়ে আরূঢ় কৃষ্ণের সহাস্য মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে চুল্লীর উপরে যে দুগ্ধভাণ্ড ছিল, অগ্নির অত্যধিক তাপে তাহা উথলিত হইল, অতএব কৃষ্ণকে অতৃপ্ত অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিয়া যশোদা বেগে সেই দিকে গমন করিলেন। ৫

বিবৃতি—ইহা দামবন্ধন-লীলা বলিবার উপক্রমণিকা, দীপমালিকোৎসবদিনে সকল গোপ-গোপীগণ নানাকার্য্যে ব্যগ্র ও নিযুক্ত হইলে যশোদা একখানি দধি নিজে মন্থন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণের নবনীত-চৌর্য্যের কথা শুনিয়া যশোদা স্থির করিয়াছিলেন—অদ্যাবধি স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় খাদ্য নির্ম্মাণ করিব, তাহা হইলে কৃষ্ণ আর পরগৃহে চৌর্য্য করিতে যাইবে না। ১

যশোদা গৃহাভ্যন্তরে শায়িত কৃষ্ণের অদর্শন-জনিত অন্তরের ক্ষোভনিবৃত্তির জন্য ঐরূপ গান করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায়, ক্ষৌমবস্ত্রের ঘাগরা পরিয়া যশোদা দধিমন্থন করেন এবং মালতী-পুষ্পের উল্লেখ থাকায় কার্ত্তিক মাসে দামোদর-লীলা হইয়াছিল। ক্রমদীপিকা-মতে যশোদা শ্যামবর্ণা, বস্ত্র পীতবর্ণ। ২-৩

এই ঘটনা কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে ঘটিয়াছিল, কারণ, কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃকালেই দধিমন্থন হয়; কৃষ্ণ তখনও অন্য বালকের সহিত মিলিতও হন নাই। ৪

সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সন্দশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥ ৬ ॥
উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্।
ভগ্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম্ম তজ্জহাস তঞ্চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥ ৭ ॥
উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ৮ ॥
তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥ ৯ ॥
অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চলচ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধনচ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ হইল এবং ক্রোধে কম্পমান অরুণ বর্ণ ওষ্ঠ দশন দ্বারা দংশন করিয়া, একটি শিলাপুত্র (নুড়ি) দ্বারা দধিমন্থের (নবনীতের) ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও মিথ্যা করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়ন হইয়াছিলেন এবং গৃহের অভ্যন্তরে গমন করিয়া একান্তে নবনীত ভক্ষণ করিতেছিলেন। ৬

যশোদা চুল্লী হইতে সুপক্ক দুগ্ধ নামাইয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার দধিমন্থন-স্থানে প্রবেশ করিয়া ও দধিপাত্র ভগ্ন দেখিয়া নিজ পুত্রের এই কর্ম্মদর্শনে ও পুত্রকে সে স্থানে না দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। ৭

(পরে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া যশোদা দেখিতে পাইলেন) বিপরীতভাবে অবস্থিত উদূখলের উপর (স্বস্তিকাসনে) উপাবিষ্ট হইয়া শিকার উপরে অবস্থিত নবনীত পাড়িয়া লইয়া বানরকে ইচ্ছামত দিতেছেন, এবং চৌর্য্য করায় সশঙ্কিত নয়নে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া যশোদা ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার নিকটে আগমন করিলেন। ৮

শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে যষ্টিহস্তে আসিতে দেখিয়া তিনি উদূখল হইতে নামিয়া অতি দ্রুত ভীতের ন্যায় পলায়ন করিয়াছিলেন, গোপী যশোদা তাহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইয়াছিলেন। হে রাজন্! যোগীদিগের তপস্যা দ্বারা প্রেরিত চিত্ত যাঁহাতে প্রবেশ করিতেও অসমর্থ হইয়া যাঁহাকে পায় না, যশোদা তাঁহাকেই ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। ৯

কৃষ্ণের অনুগামিনী, বৃহৎ নিতম্বভরের ভারে মন্দ গতি, গমনবেগে বিস্রস্ত কেশবন্ধ হইতে বিগলিত পুষ্পের অনুগমনকারিণী সুমধ্যমা যশোদা কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন। ১০

বিবৃতি—এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের নকার ক্ষমং ও আপ উভয় পদে অন্বিত হইয়াছে, গোপী পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই। তপস্যা দ্বারা একাগ্র-চিত্তও যাঁহাতে প্রবেশ করিতে অক্ষম, তাঁহাকে ধরা কিরূপে সম্ভব? অথবা তপস্যাপ্রেরিত যোগিগণের চিত্ত সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেও যাঁহাকে পায় না, যশোদা তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। অথবা গোপী যাঁহাকে পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে যোগিগণ যুগ-যুগান্তর তপস্যা করিয়া মনেও ধারণা করিতে সক্ষম হয়েন না। কেশ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত, তাহাতে যে পুষ্পসকল গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল, উহা সম্মুখে গিয়া কিরূপে পড়িল? উত্তর—অতিবেগে যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গেলে ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, পুষ্পের গতিবেগ হয় উহা অবরুদ্ধ হওয়ায় ছিট্‌কাইয়া সম্মুখে গিয়া পড়ে। পরামৃষৎ—পরা শব্দে পশ্চাদ্দেশ, অমৃষৎ ধরা। পশ্চাদ্ভাগ হইতে যশোদা কৃষ্ণকে ধরিয়াছিলেন। ৯-১০

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥ ১১ ॥
ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা। ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাহতদ্বীর্য্যকোবিদা ॥১২
ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ ॥১৩॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥১৪ ॥
তদ্দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ। দ্ব্যঙ্গুলোনমভূৎ তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥১৫॥

কৃতাপরাধ, রোদনপরায়ণ, এবং স্বহস্ত দ্বারা অশ্রুজলে প্রসৃত কজ্জলমর্দ্দনকারী, ভয়বিহ্বলনেত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদা তাহার হস্তধারণ করিয়া ভীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক যষ্টি উত্তোলন করিয়াছিলেন। ১১

হে রাজন্! সুতবৎসলা যশোদা পুত্রকে ভীত জানিয়া যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কারণ, যশোদা ভগবানের কিরূপ প্রভাব, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞা ছিলেন। ১২

(যশোদাকে কেন কৃষ্ণের প্রভাবানভিজ্ঞা বলা হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, অথবা ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তকে যিনি নিজ মায়ায় বদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহাকে নিজের প্রেমভরে গোপী বান্ধিয়াছিল, এই কথা বলা হইয়াছে।)

যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব, পর, অন্তর, বাহির এবং আপনি জগতের স্বরূপ। ১৩

মানব-মূর্ত্তিধারী সেই অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত কৃষ্ণকে নিজ পুত্র মনে করিয়া ঐ গোপী প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন। ১৪

কৃতাপরাধ নিজ পুত্রকে সেই রজ্জু দিয়া বান্ধিতে আরম্ভ করিলে ঐ রজ্জু দুই আঙ্গুল ছোট হইয়াছিল, গোপী অন্য রজ্জু তাহাতে যোগ করিলেন। ১৫

বিবৃতি—কৃষ্ণ কৃতাপরাধ, সুতরাং তাড়নের ভয়ে প্রথমেই তিনি কান্দিতেছিলেন। চক্ষে জল না থাকিলেও তাহা আনিবার নিমিত্ত নিরন্তর হস্ত দ্বারা নেত্রমার্জ্জন করিতেছিলেন এবং তাড়নের ভয়ে বিহ্বলনয়ন কৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদা ভয় দেখাইয়া যষ্টি উত্তোলন করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—হে অশান্ত! লুব্ধ! বানরপ্রিয়! আজ হইতে নবনীত প্রভৃতি কিছুই তোমাকে দিব না, তোমাকে বান্ধিয়া গৃহমধ্যে রাখিব যে, কোথাও যাইয়া তুমি খেলিতে পারিবে না। তোমার সহচরদিগকে দেখিতেও পাইবে না, এই সকল বাক্যে ভয় দেখাইয়া তাড়নের জন্য যষ্টি উত্তোলন করিয়াছিলেন, পরন্তু তিনি প্রহার করেন নাই। ১১

মা, আমি আর এরূপ করিব না, তুমি যষ্টি ফেলিয়া দাও, এইরূপ পুত্রের কাতরোক্তি শুনিয়া—যশোদা মনে করিলেন যে, হয় ত দুঃখে পুত্র বনে যাইয়া পলাইবে, সুতরাং সেই শঙ্কায় উহা রোধ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রভাব না জানিয়া তাহাকে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অথবা কৃষ্ণের চাপল্য-দুর্ব্বারতাদি বিষয় জানিতেন বলিয়াই তাঁহাকে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১২

বহির্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া অভ্যন্তরস্থিত বস্তুর বন্ধন সম্ভব হয়; এবং পূর্ব্ব-পর-বিভাগ যাহার আছে, তাহার রজ্জু দ্বারা বেষ্টন হয়, অথচ কৃষ্ণসম্বন্ধে বন্ধনের এই চিরন্তন নিয়ম চলে না, এবং ব্যাপ্য পদার্থকেই ব্যাপক পদার্থ দ্বারা বন্ধন সম্ভব হয়, কিন্তু যিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহাকে ব্যাপ্য দ্বারা কিরূপে বন্ধন করা যাইতে পারে? রজ্জু দ্বারা বাহিরের দিক বেষ্টন করিলেই পরিচ্ছিন্ন বস্তুর বন্ধন সম্ভব হয়। যিনি বিভু বলিয়া যাঁহার অন্তর বাহির নাই, সে স্থানে রজ্জু দ্বারা বন্ধন কিরূপে সম্ভব হইবে? তিনি যেমন সর্ব্বদেশব্যাপক, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব বা পর নাই। ১৩

কৃষ্ণ মনুষ্যমূর্ত্তিধারী হইলেও তিনি অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত, ইহা দ্বারা অচিন্ত্য শক্তি বলা হইয়াছে। প্রাকৃত সাধারণ শিশুগণকে যেমন দড়ি দিয়া বান্ধা হয়, যশোদা সেই অপ্রাকৃত অচিন্ত্যশক্তি কৃষ্ণকে সেইরূপ প্রেমবলে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়াছিলেন। ১৪

কৃতাপরাধ বলিয়া বন্ধনের যোগ্যতা দেখান হইয়াছে, প্রথম যে দড়ি লইয়া বান্ধিতে প্রবৃত্ত হন, উহা দৈবাৎ দুই আঙ্গুল ছোট হইলে, কৃষ্ণের ক্রন্দন ও যশোদার শাসনবাক্য শ্রবণে সমাগত প্রতিবেশিনীগণ যশোদার ইঙ্গিতে তাঁহাকে দড়ি যোগান দিয়াছিল। ১৫

যদাসীৎ তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে। তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্‌যদাদত্ত বন্ধনম্ ॥ ১৬ ॥
এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি। গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ ॥১৭॥
স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ১৮ ॥
এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥ ১৯ ॥
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥২০

যখন সেই রজ্জুও দুই আঙ্গুল ছোট হইল, তখন অন্য রজ্জু তাহার সহিত যোগ দিলেন, তাহাও দুই আঙ্গুল ছোট হইলে অন্য রজ্জু যোগ করিলেন। এইরূপে যত বার রজ্জু ছোট হয়, তত বার যোগ দিলেন। এইরূপে বন্ধনার্থ গৃহীত সকল রজ্জুই দুই আঙ্গুল ছোট হইয়াছিল। ১৬

এইরূপে যশোদা যখন নিজ গৃহের সমস্ত রজ্জু সংযোগ করিয়াও কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন প্রতিবেশিনী পুরস্ত্রী গোপীরা হাসিতে লাগিল, যশোদাও হাসিলেন ও বিস্মিতা হইলেন। ১৭

হে রাজন্! ঘর্ম্মাক্তকলেবরা বিস্রস্ত-বেণী-মাল্যা নিজ মাতা যশোদার এই পরিশ্রম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং বন্ধনস্থ হইলেন। ১৮

(ইহা দ্বারা ভগবানের স্বতন্ত্রতা ভঙ্গ হয় নাই, এই কথা বলা হইতেছে) হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র, ঈশ্বর সহিত এই বিশ্ব তাঁহার বশবর্ত্তী, তথাপি তিনি ঐ প্রকারে ভক্তবশ্যতা দেখাইয়াছিলেন। ১৯

(ভগবানের অনুগ্রহ অন্য ভক্তগণও লাভ করেন, কিন্তু ইহা অতি বিচিত্র, এই কথা সবিস্ময়ে শুকদেব বলিতেছেন)।

হে মহারাজ! ব্রহ্মা (পুত্র হইলেও) শঙ্কর (আত্মা হইলেও) লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিতা হইলেও এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করেন নাই। যশোদা মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। ২০

বিশ্বপ্রতি—যে দড়িটি বন্ধনার্থ আনিয়া যুক্ত করা হয়, তাহাও দুই আঙ্গুল ছোট হয়। ১৬

যশোদা যত দড়ি জোড়া দিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিতে চেষ্টা করেন, উহা দুই আঙ্গুল দড়ির ন্যূনতায় ব্যর্থ হয়; ইহা দেখিয়া গোপীরা হাসিয়াছিল। যশোদার বিস্ময় ছিল দুইটি, প্রথম—শতহস্ত-পরিমিত দড়ি দিয়াও বালকের উদর বেষ্টন হয় না, দ্বিতীয়—প্রতিবারেই দুই আঙ্গুল মাত্র কম, তিন চারি আঙ্গুল নহে, এই দিন সপুত্র রোহিণী সম্ভবত উপনন্দগৃহে নিমন্ত্রিতা হইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা তিনি যশোদার এই কার্য্যে বাধা দিতেন। ১৭

'যশোদে! যখন নিজগৃহের সমস্ত দড়ি দিয়াও বালককে বাঁধা গেল না, তখন বোধ হয় বিধাতা উহার ললাটে বন্ধন লিখেন নাই, তুমি এখন নিবৃত্ত হও' এইরূপ প্রতিবেশিনীদের বাক্য উপেক্ষা করিয়াও যশোদা যখন নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য উদ্যম হইতে বিরত হইলেন না, তখন ভক্তের পরিশ্রম দেখিয়া ভগবানের কৃপা হইল, তিনি নিজেই বন্ধনস্থ হইলেন, দ্ব্যঙ্গুল ন্যূনতা ভক্তের ভজন জন্য শ্রান্তি ও তদ্দর্শনে নিজ কৃপা এই দুইটি দ্বারাই ভগবান বদ্ধ হইয়া থাকেন, সেই দুইটি যে পর্য্যন্ত হয় নাই, তাবৎকাল দ্ব্যঙ্গুল ন্যূন ছিল। ১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার বুভুক্ষা ও অতৃপ্তি, শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হইলেও ক্রোধ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত হইলেও চৌর্য্য, যমাদির ভয়দাতা হইলেও ভয় এবং পলায়ন, মনোঽগ্রগামী হইলেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ, আনন্দময় হইলেও দুঃখে রোদন, সর্ব্বব্যাপক হইলেও বন্ধন, এই সকল দ্বারা ভগবানের ভক্তবশ্যতা স্বাভাবিক বুঝা যায়। ১৯

এই শ্লোকে তিনটি 'ন' আছে, উহার তিন বার ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইলে এই অর্থ হয় যে, যশোদা যে 'প্রসাদ' লাভ করিলেন, তাহা ব্রহ্মা শিব ও লক্ষ্মী ইঁহারাও পান নাই। এই ত্রিরুক্তি দ্বারা যশোদার প্রতি প্রদর্শিত প্রসাদ অনির্ব্বচনীয় বুঝায়। অথবা দুই নঞ দ্বারা ব্রহ্মা, ভব, লক্ষ্মী ইঁহারা প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু যশোদা যাহা লাভ করিলেন, তাহা লাভ করিতে পারেন নাই এই অর্থ। অন্তের মুক্তিদাতা হইয়াও তিনি ভক্ত্যতিশয়ে গোপীর নিকট বদ্ধ হইয়াছিলেন, এই দ্বিতীয়ার্থও ইহা দ্বারা পাওয়া যায়। ২০

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২১॥
কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ। অদ্রাক্ষীদর্জ্জুনৌ পূর্ব্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ ॥২২॥
পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ। নলকূবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
গোপীপ্রসাদো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

এই ভগবান্ গোপীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিমান্ জনগণের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসদিগের এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মস্বরূপ জ্ঞানীদিগের পক্ষেও সেইরূপ সুলভ নহেন। ২১

(ভগবান্ ভক্তপ্রদত্ত বন্ধনগ্রস্ত হইলেও তিনি অন্যের মুক্তি দিয়া থাকেন, এই কথা বলিবার জন্য বলিতেছেন)।

যশোদা (পুত্রকে বান্ধিয়া রাখিয়া) গৃহকার্য্যে ব্যগ্রা হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বজন্মে কুবের-পুত্র গুহ্যকদ্বয়কে (নারদশাপে) অর্জ্জুন-বৃক্ষরূপে পরিণত দেখিয়াছিলেন। ২২

পূর্ব্বজন্মে ঐশ্বর্য্যযুক্ত নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে খ্যাত গুহ্যকদ্বয় মদোন্মত্ততা নিবন্ধন নারদের শাপে বৃক্ষতা লাভ করিয়াছিল। ২৩

বিবৃতি—এই গোপীনন্দন, সুখলভ্য নহেন, কাহাদের? দেহাভিমানী জ্ঞানী ও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মাদির, অর্থাৎ গোপী যেমন বাৎসল্য দ্বারা ভগবান্কে বশীভূত করিয়াছিল, সেইরূপ অন্য কেহ পারে নাই। সুখে ভগবান্কে পাইতে হইলে ঐ গোপবালকে গোপীর অনুগত হইয়া সেইরূপ সাধনা করিতে হইবে। ২১

ইতি দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়

দশম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

কথ্যতাং ভগবন্নেতৎ তয়োঃ শাপস্য কারণম্। যৎ তৎ বিগর্হিতং কর্ম্ম যেন বা দেবর্ষেস্তমঃ ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ। কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ ॥২॥

বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ। স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে ॥ ৩ ॥

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি। চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ ॥ ৪ ॥

যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব। অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত ॥ ৫ ॥

তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ। বাসাংসি পর্য্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ ॥৬॥

তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ। তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ। শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥ ৮ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্। কুবেরতনয়দ্বয়ের শাপের কারণ কি, তাহা বলুন, তাহারা এমন কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিল, যাহাতে দেবর্ষি নারদেরও ক্রোধ হইয়াছিল ? ১

শুকদেব বলিলেন, কুবেরের এই পুত্রদ্বয় রুদ্রের অনুচর হইয়া অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছিল। তাহারা একদিন বারুণী মদিরা পানে মত্ততা-প্রাপ্ত ও ঘূর্ণিত-নয়ন হইয়া সঙ্গীতকারিণী স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের রমণীয় মন্দাকিনীর তীরস্থ পুষ্পিত উপবনমধ্যে বিচরণ করিয়াছিল। ২-৩

দুই ভ্রাতা পদ্মবনরাজিবিরাজিত মন্দাকিনীর জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হস্তিনী-বৃন্দসহ গজ-গণের ন্যায় যুবতিগণের সহিত জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। ৪

হে কৌরব ! সেই সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে দেবর্ষি নারদ দৈবাৎ সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি গুহ্যকদ্বয়কে দেখিলেন এবং তাহারা যে মদমত্ত, তাহা বুঝিলেন। ৫

হে কুরুনন্দন ! সেই দেবর্ষিকে দেখিয়া বিবস্ত্রা দেবীগণ লজ্জিতা ও শাপভয়ে ভীতা হইয়া সত্বর বসন পরিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বিবস্ত্র গুহ্যকদ্বয় বসন পরিধান করিল না। ৬

হে রাজন্ ! ঐ দুই কুবেরপুত্রকে মদিরা-মত্ত ও ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ দর্শন করিয়া দেবর্ষি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত অভিশাপ দিবেন বলিয়া বলিতে লাগিলেন। ৭

প্রিয় বিষয় সকল উপভোগ করিবার সময় ঐশ্বর্য্য-মদ ভিন্ন অন্য সৎকুলজাতাদি ও বিদ্যাদি মদ অথবা অন্য কোন প্রকার রজোগুণের কার্য্য হাস্যাদি সেইরূপে বুদ্ধিভ্রংশ করিতে পারে না, ঐশ্বর্য্যমদে যেরূপ বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়, তাহার কারণ, তাহাতে স্ত্রী, মদ্য ও দ্যূত এই তিনটিই বিদ্যমান থাকে। ৮

বিবৃতি—ইহা দ্বারা ভ্রমণস্থানের শৈত্য ও সৌগন্ধ সূচিত হইয়াছে। ২-৩

মত্ততা ও আঢ্য দূর করা বড় অনুগ্রহ, সর্ব্বোপরি ভগবৎ-সাক্ষাৎকারলাভরূপ অনুগ্রহ করিবার জন্যই দেবর্ষি দেব-পুত্রদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করেন; উহা উচ্চৈঃস্বরে বলার প্রয়োজন এই যে, উহারা শুনিয়া নিজের হিত বুঝুক। ৭

মদমাত্রেই বুদ্ধিভ্রংশ করে, পরন্তু ঐশ্বর্য্যমদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিভ্রংশ করে। কারণ, ঐশ্বর্য্যের সহচর—স্ত্রী, মদ্য ও দ্যূত, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে, আভিজাত্য ও বিদ্যা মদও হয়। 'বিদ্যামদো ধনমদস্তথা চাভিজনো মদঃ' এই সকল মদের কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে। ৮

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ। মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞিতম্। ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥১০
দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ। মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনঃ পিতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥১১
এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্। কো বিদ্বানাত্মসাৎকৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥১২॥
অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্। আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে ॥ ১৩ ॥
যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্। জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাঽবিদ্ধকণ্টকঃ ॥১৪

ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধাবস্থায় ঐ নির্দ্দয় অজিতেন্দ্রিয়গণ এই দেহকে অবিনশ্বর, জরা ও মৃত্যুবিহীন মনে করিয়া পশুগণকে বধ করে। ৯

এই দেহ নরদেব, ভূদেব প্রভৃতি দেবসংজ্ঞা লাভ করিলেও অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা কিম্বা ভস্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দেহের জন্য যে ব্যক্তি প্রাণি-দ্রোহ করে, যাহাতে নরক হয়, সে স্বার্থ জানিতে পারে না, নিতান্তই অনভিজ্ঞ। ১০

এই দেহ কি অন্নদাতার? কিম্বা নিষেককর্ত্তা পিতার? অথবা জননীর? কিম্বা (পুত্রিকা-পুত্র-করণের জন্য) মাতামহের? কিম্বা ক্রয়কর্ত্তার? কিম্বা বলবান লোকের? অথবা অগ্নির? কিম্বা কুকুরের? কাহার এই দেহের প্রতি স্বত্ব আছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ১১

এইরূপ যে দেহ সাধারণের সম্পত্তি, যাহার উদ্ভব ও বিনাশ দুই অব্যক্ত, মূঢ় অসৎ ব্যক্তি ভিন্ন কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি এতাদৃশ দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া উহার নিমিত্ত প্রাণিহত্যা করিবে? ১২

(দেবর্ষি এই প্রকার ধনমদান্ধের পরিণতি বলিয়া তাহার প্রতীকারের উপায় বলিতেছেন)

ধনমদে অন্ধ ও অসজ্জনের একমাত্র দারিদ্র্যই শ্রেষ্ঠ অঞ্জন, কারণ, দরিদ্র ব্যক্তি নিজের তুলনায় অন্যকে দেখিয়া থাকে। সুতরাং কাহারও দ্রোহ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। ১৩

যেমন কণ্টকবিদ্ধ-গাত্র ব্যক্তি অপরের কণ্টকবেধবেদনা ইচ্ছা করে না, কারণ, মুখ-ম্লানতাদি দ্বারা জীবসকলের সুখ-দুঃখ সমান ইহা বুঝিতে পারে ও জীব সাম্য লাভ করে, আর যাহার গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, সে কণ্টকবেধব্যথা অনুমান করিতে পারে না। ১৪

বিবৃতি—ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হওয়ার পর মহাপাপ-জনক পরদ্রোহ ঘটিয়া থাকে, এই কথা উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে, ভোজনসুখের নিমিত্ত পশুহত্যা করে, ইহা দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারও দূরীভূত হয়, নির্দ্দয়তা নিবন্ধন পশু-ঘাত, অজিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন বিনশ্বর জরা মৃত্যু ধর্ম্মকে দেহে অজরত্বাদি বোধ হয়। ৯

পুত্রাদিতে দেহ দগ্ধ না করিলে ও কুকুরাদিতে না খাইলে, কৃমিসংজ্ঞিত, অর্থাৎ তাহার পরিণাম কৃমি হয়, অন্য পশুপক্ষীতে ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠাসংজ্ঞিত হয়, দগ্ধ করিলে ভস্মসংজ্ঞিত হয়। ভূতদ্রোহের পরিণাম যখন নরকভোগ, সুতরাং ভূতদ্রোহী স্বার্থানভিজ্ঞ, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১০

এই দেহের প্রতি মমতা নির্দ্ধারণও সম্ভব হয় না। কারণ, এই দেহরূপ সম্পত্তির কে প্রকৃত মালিক, তাহা নির্ণয় করা যায় না, মাতামহের ইহার অর্থ এই কন্যাসম্প্রদান-কালে 'অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি' এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া বিবাহ করিলে সেই কন্যার পুত্র মাতামহের হয়, উহাকে পুত্রিকাপুত্র বলে। ১১

দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ দুই অব্যক্ত অথবা অব্যক্ত হইতে প্রভব ও অব্যক্তে লয়, গীতায়ও বলা হইয়াছে যে—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১২

অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিহীনতা নাশের জন্য অঞ্জন ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ আছে, এ ক্ষেত্রেও ঐশ্বর্য্যমদে যখন সে অন্ধ হইয়াছে, তখন 'নিদানং বর্জ্জয়েদাদৌ' এই চিকিৎসার নিয়মানুসারে প্রথমেই ঐশ্বর্য্যনাশের দরকার। সুতরাং সেই মদান্ধ ব্যক্তির দারিদ্র্যরূপ কজ্জল শ্রেষ্ঠ ঔষধ, উহা পরিলেই নিজের দৃষ্টান্তে সকলকে দেখিতে শিক্ষা করে। ১৩

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ। কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ ॥১৫॥
নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥
দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ। সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাদ্বিশুধ্যতি ॥১৭॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্। উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥
তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ। তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ ॥ ১৯ ॥
যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ। ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্ম্মদৌ ॥ ২০ ॥
অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ। স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ ॥২১
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে। বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥২২॥

দারিদ্রের অহঙ্কাররূপ গর্ব্ব থাকে না, সে ধন আভিজাত্যাদি মদ হইতে মুক্ত হয়, সে যদৃচ্ছাক্রমে কৃচ্ছ্র (দুঃখ) প্রাপ্ত হয়, উহাই তাহার পরম তপস্যা। ১৫

অন্নাকাঙ্ক্ষী দরিদ্রের দেহ নিত্য ক্ষুধায় ক্ষীণ হইয়া থাকে এবং দরিদ্রের ইন্দ্রিয়সকল শীঘ্রই শুষ্ক হয়, তাহাতে পরহিংসাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। ১৬

(সৎসঙ্গবলে দরিদ্র কৃতার্থ হয়, এই কথা বলা হইতেছে) সমদর্শী সাধুগণ দরিদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েন, তার পর সাধুদিগের দ্বারা দরিদ্র পুরুষের তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই সেই দরিদ্র সিদ্ধি লাভ করে। ১৭

সাধুগণ সমদর্শী, সমচিত্ত ভগবানের চরণান্বেষী, অসদাশ্রয়, অসৎ, ধনগর্ব্বিত ব্যক্তিগণ তাহাদের উপেক্ষার পাত্র, উহাদের দ্বারা সাধুর কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়?। ১৮

অতএব আমি বারুণীমদে মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ, স্ত্রৈণ, অজিতেন্দ্রিয়, তোমাদের দুই জনের অজ্ঞানকৃত মদ নাশ করিব। ১৯

যে হেতু এই দুই জন লোকপালের পুত্র হইয়াও তমোব্যাপ্ত ও সুদুর্ম্মদ হওয়ায় নিজেরা যে বিবস্ত্র, তাহাও জানিতে পারে নাই। ২০

অতএব ইহারা স্থাবরত্ব লাভ করিবার যোগ্য পাত্র, অচিরে তাহাই লাভ করুক, যাহাতে পুনরায় এইরূপ অনিষ্ট ব্যবহার না করে, আমার প্রসাদে ইহাদের এই অবস্থাতেও স্মৃতি থাকিবে, এবং দেব-পরিমাণের শতবর্ষ অতীত হইলে আমার অনুগ্রহে বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিবে ও দেবত্ব লাভ করিয়া সেই দেহে ভক্তি লাভ করিবে। ২১-২২

বিশ্বস্তি—দারিদ্র্য হইতে মোক্ষসাধন সকল হইয়া থাকে, তাহার অহঙ্কাররূপ গর্ব্ব নষ্ট হয়, সকল লোকের নিকট অনাদৃত বলিয়া তাহার আভিজাত্যাদি মদ নষ্ট হয়, দারিদ্র্য নিবন্ধন যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, উহাই তাহার পরম তপস্যা। ১৫

দরিদ্রের অনায়াসেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। কারণ, উভয়েরই মধ্যেই বৈরাগ্য সঞ্চার হয়। জনসমাগমবহুল বৈরাগ্যহীন ধনীর আবাসে সাধুদের গমনের সম্ভাবনা নাই। তার পর সাধুসঙ্গের ফলে তৃষ্ণাক্ষয় ও শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ হয়। ১৭

তমঃপ্লুতৌ তমোগুণ দ্বারা আবৃত, এবং ঐশ্বর্য্য দুর্ম্মদ, কেবল অজ্ঞানাবৃত নহে, মত্ততা নিবন্ধন আমাকেও নগ্নাবস্থায় থাকিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে। ২০

অথবা বাসুদেবের আমার প্রতি যে অনুগ্রহ আছে, তাহার বলে বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া দেবত্ব ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে। ২২

শ্রীশুক উবাচ।

এবমুক্ত্বা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্। নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জ্জুনৌ ॥ ২৩॥
ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ। জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জ্জুনৌ॥ ২৪॥
দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ। তৎ তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা ॥২৫॥
ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ। আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ তির্য্যগ্‌গতমুলুখলম্ ॥ ২৬॥

বালেন নিষ্কর্ষয়তান্বগুলুখলং তৎ দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপস্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ॥ ২৭॥

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম॥ ২৮॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥ ২৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই দেবর্ষি নারদ এই প্রকার বলিয়া নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন, নলকূবর ও মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া গোকুলে বাস করিতেছিল। ২৩

ভাগবতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত যেখানে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ দুইটি ছিল, ভগবান্ হরি ধীরে ধীরে সেই স্থানে গমন করিলেন। ২৪

দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম, সেই জন্য সেই মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন, সেই প্রকারে এই কুবের-পুত্রদ্বয়কে স্থাবরতা হইতে উদ্ধার করিয়া ভক্তিমান করিব। ২৫

এই প্রকার স্থির করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহজাত অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, ভগবান্ প্রবেশ করিবামাত্র সেই উদূখলটি বক্রভাবে পতিত হইল। ২৬

হে রাজন্! বালক দামোদর নিজের অনুকূলে উদূখলকে বেগে আকর্ষণ করায় বৃক্ষদ্বয়ের মূল বন্ধন উৎপাটিত হইল, এবং পরম বিক্রমে আকর্ষণ জন্য স্কন্ধ-শাখা-পত্রাদি কম্পিত হইল এবং প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বৃক্ষ দুইটি পতিত হইয়াছিল। ২৭

হে ভারত! (যমলার্জ্জুন উন্মূলিত হইয়া পতিত হইবামাত্র, সেই বৃক্ষদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল দুইটি সিদ্ধপুরুষ তাঁহাদের দেহশ্রীতে দশ দিক্ প্রকাশ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, তাঁহারা অখিল লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং নিরহঙ্কার ও অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। ২৮

হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে অচিন্ত্যপ্রভাব! আপনি সকলের কারণস্বরূপ পরমপুরুষ, স্থূল-সূক্ষ্মরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ আপনার রূপ, এই কথা তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন। ২৯

বিবৃতি—ধীরে ধীরে গমনের কারণ, কোন শব্দ হইলে যশোদার সেখানে আগমন সম্ভব হইবে বলিয়া। ২৪

আদ্যশব্দে কারণ বলা হইয়াছে, এই কারণও নিমিত্ত-কারণ মাত্র নহে, উপাদানকারণও, এই আশয়ে ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্ব আপনার রূপ, এই কথা বলা হইয়াছে। ২৯

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ। ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী। ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥৩১॥
গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কো ন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩ ॥
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥৩৪ ॥
স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ। অবতীর্ণোংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥৩৫॥
নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল। বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

হে বিভো! একমাত্র আপনিই সকল প্রাণীর দেহ প্রাণ অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়সকলের ঈশ্বর। আপনি কাল, ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু, আপনি মহান্, আপনিই রজঃ-সত্ত্ব-তমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি। আপনিই পুরুষ, সর্ব্বক্ষেত্রের বিকারজ্ঞ ও অধ্যক্ষ। ৩০-৩১

হে বিভো! আপনি দ্রষ্টা, সুতরাং প্রাকৃত বিকার অর্থাৎ দৃশ্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আপনাকে গ্রহণ করা যায় না, আপনি সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং গুণাবৃত পরবর্ত্তী কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারিবে? ৩২

হে প্রভো! সুপ্রসিদ্ধ, বিশ্বকর্ত্তা, ভগবান্ বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার করি, (মেঘ দ্বারা যেরূপ সূর্য্যতেজ আচ্ছন্ন হয়) হে ব্রহ্মন্! আপনার দ্বারা প্রকাশ্য যে সকল গুণ, তাহা দ্বারা আপনার মহিমা আচ্ছন্ন করিয়াছে, আপনাকে নমস্কার। ৩৩

শরীরিগণের মৎস্যাদি জাতির মধ্যে প্রাকৃত শরীররহিত যে আপনার অবতার সকল, সেই সেই সুপ্রসিদ্ধ আতিশয্যযুক্ত তত্তদ্বীর্য্য দ্বারা যেরূপ বল-বিক্রম দেহিগণমধ্যে সম্ভব হয় না, তদ্দ্বারা অনুমান করা যায়। ৩৪

সেই আপনি সকল লোকের মঙ্গল ও ঐশ্বর্য্যের অথবা উৎপত্তি ও মোক্ষের অথবা ঐহিক পারত্রিক অনেকবিধ সম্পদ্‌প্রাপ্তির জন্য পূর্ণরূপে ভক্তাভি-লাষপূর্ণকর্ত্তা অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৩৫

হে পরমকল্যাণ! হে বিশ্বমঙ্গল! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি বাসুদেব, শান্ত, এবং যদুদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। ৩৬

বিবৃতি—যেহেতুক আপনি ভগবান্ বিষ্ণু, সুতরাং আপনি কাল প্রকৃতি পুরুষ সকলই আপনি। ৩০-৩১

যদি ভগবান্ কৃষ্ণই সকল হয়েন, তবে সকলেরই ত ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া উচিত। উত্তর, না, ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য দ্বারা দ্রষ্টাকে জানা যায় না এবং যিনি সকলের পূর্ব্ব হইতে স্বয়ংসিদ্ধ আছেন, তাঁহাকে গুণাবৃত পরবর্ত্তী ব্যক্তি কিরূপে জানিতে পারে? ৩২

তস্মৈ পদে নন্দনন্দন, বাসুদেব পদে বসুদেবপুত্র, বেধসে —লীলাসৃষ্টিকর্ত্তা। অথবা আপনার প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত যে গুণসকল রজ্জু, তদ্দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় আপনার বিভুত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। সকলই আপনাতে সম্ভব, যেহেতু আপনি ব্রহ্ম। ৩৩

আমি ঈশ্বর, কিরূপে জানিলে? এই প্রশ্নের উত্তরে যস্য ইত্যাদি শ্লোক দুইটি বলা হইয়াছে, অতুল্যাতিশয়ৈঃ বীর্য্যৈঃ অনির্ব্বচনীয় তুলনারহিত অসীম বীর্য্যাদি যাহার মধ্যে দেখা যায়, তাহা দ্বারা অবতার অনুমান করা যায়; ঐরূপ বলবিক্রম জীবগণমধ্যে সংঘটিত হয় না, সুতরাং সেই সেই অদ্ভুত চরিত্র দ্বারা অবতার জানা যায়। ৩৪

ভব ও বিভব শব্দের বহুরূপ অর্থ হয়, কয়েকটি অনুবাদে দেখান হইয়াছে। অংশভাগেন পদে পূর্ণ অংশাঃ ভাগাঃ মহাভাগাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ যস্মাৎ। অথবা অংশানাং ভাগা যস্মিন্, ইত্যাদি যাহার, অথবা অংশাংশে ব্রহ্মাদিরূপে সকল ভক্তগণের বাঞ্ছিতদাতা আপনি—সুতরাং আপনাকে নমস্কার। ৩৫

যদু বলিতে যাদব ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় গোকুলবাসী গোপগণকেও বুঝায়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত মথুরা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে "রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ" এবং 'যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা' ইত্যাদি। ৩৬

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ। দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৭ ॥
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ।
ইত্থং সংকীর্ত্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ। দাম্না চোলুখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।
জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা। যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্ব্বাগ্‌ভিবিভ্রংশোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥৪০॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্। দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥৪১॥
তদ্গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্। সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ ॥৪২॥

হে ভূমন্! আপনার অনুচরের (কুবের অথবা নারদের) কিঙ্কর আমাদের প্রতি কিছু আদেশ করুন, যে আমাদের ভগবদ্দর্শন লাভ হইল, ইহা দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে হইয়াছে। ৩৭

হে ভগবন্! আমাদের বাণী যেন আপনার গুণানুকীর্ত্তনেই রত থাকে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় যেন আপনার কথা শ্রবণেই আসক্ত থাকে, এবং হস্তদ্বয় আপনার কর্ম্মেতেই রত থাকে, এবং আমাদিগের মন যেন আপনার পাদদ্বয়ের স্মরণে আবদ্ধ থাকে, এবং আমাদের মস্তক যেন আপনার নিবাসভূত জগতের প্রণামে নিযুক্ত হয়, এবং আপনার মূর্ত্তি-স্বরূপ সাধুগণের দরশনেই যেন আমাদের দৃষ্টি তৎপর হয়। ৩৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! গোকুলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে স্তুত হইয়া এবং রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ থাকিয়াও হাসিতে হাসিতে গুহ্যক-দ্বয়কে বলিলেন। ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে গুহ্যকদ্বয়! করুণাময় দেবর্ষি তোমাদিগকে ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ দেখিয়া বাক্য দ্বারা ঐশ্বর্য্য-ভ্রংশরূপ যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। ৪০

যাহারা সাধু (স্বধর্ম্মবর্ত্তী), সমচিত্ত, (মানা-পমানে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন) সুতরাং মদ্গতচিত্ত, তাহাদের দর্শন হইলে সূর্য্যদর্শনে যেমন চক্ষুর বন্ধন হয় না, সেইরূপ জীবের বন্ধন হয় না। ৪১

অতএব হে নলকূবর! তোমরা আপনার গৃহে গমন কর। তোমরা মদেকপরায়ণ, সুতরাং আমাতে তোমাদের অভিলষিত প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে তোমাদের আর সংসারের সম্ভাবনা নাই। ৪২

বিবৃতি—আপনার অনুচর কুবেরের অথবা নারদের অথবা গোপবালকগণের আমরা কিঙ্কর, ভৃত্য, দেবর্ষির অনুগ্রহেই আমাদের ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়াছে। ৩৭

এই শ্লোকের চ এর অর্থ এব অর্থাৎ আমাদের বাক্য আপনার গুণকথনেই রত হউক, ইত্যাদি। ৩৮

ভগবানের হাস্য করার কারণ, তিনি স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী, অথবা আমি রজ্জু দ্বারা গোপী কর্ত্তৃক উদূখলে বদ্ধ অথচ তোমরা আমা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমার স্তব করিতেছ, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য। ৩৯

সাধু, সমচিত্ত, মদ্গতচিত্ত ব্যক্তিগণের দর্শনে বন্ধন থাকে না, অথবা 'দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ' এই পাঠে সাধু দর্শন হইলেই বন্ধনের—সংসারবন্ধনের অন্ত নাশ হয়। সূর্য্যদর্শনে যেমন অন্ধকারকৃত চক্ষুর বন্ধন নষ্ট হয়; ইহা দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যদর্শনেও যেমন অন্ধের চক্ষুর অন্ধকার নষ্ট হয় না অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি হয় না, সেইরূপ নানাপরাধ-মলিনচিত্ত অসুরগণেরও' নারদাদি দর্শনে বন্ধ ক্ষয় হয় নাই। ৪১

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
বদ্ধোলুখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নারদশাপো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, সেই গুহ্যকদ্বয় এইরূপ প্রণাম করিয়া ও পরে উদূখলে বদ্ধ সেই ভগবান্‌কে উক্ত হইয়া সেই ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিয়া উত্তরদিকে গমন করিয়াছিল। ৪৩

ইতি ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবম্। তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ ॥ ১ ॥
ভূম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জ্জুনৌ। বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্ ॥ ২ ॥
উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধঞ্চ বালকম্। কস্যেদং কুত আশ্চর্য্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ ॥৩॥
বালা ঊচুরনেনেতি তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্। বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি ॥ ৪ ॥
ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ। বালস্যোৎপাটনং তর্ব্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ॥৫॥
উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্। বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ ॥ ৬ ॥
গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নন্দাদি গোপগণ ঐ বৃক্ষদ্বয়ের পতনশব্দ শ্রবণ করিয়া বজ্রপাতভয়ে শঙ্কিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। ১

সেই স্থানে ভূতলে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষকে পতিত দেখিয়াছিল। লক্ষ্য করিবার যোগ্য হইলেও উহাদের পতন-কারণ জানিতে না পারিয়া তাহারা ভ্রান্ত হইয়াছিল। ২

হে রাজন্! উদূখলে রজ্জুবদ্ধ নিজ পুত্র তখনও উদূখল আকর্ষণ করিতেছেন, সে দিকে নন্দাদির মনোযোগ না থাকায় তাহারা এই কার্য্য কাহার? কি কারণে হইল? এ কি আশ্চর্য্য উৎপাত! এই প্রকার বলাবলি করিয়া কাতর হইয়াছিল। ৩

(গোপ সকলকে ব্যাকুল দেখিয়া) তত্রস্থ বালকগণ বলিতে লাগিল, ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যগত হইয়া বক্রভাবে পতিত উদূখলটি আকর্ষণ করিতেছিলেন, তাহাতে ঐ বৃক্ষদ্বয় পতিত হইয়াছে, এবং আরও দুইটি পুরুষকে দেখিয়াছি। কিন্তু সেই গোপবালকগণের উক্তি নন্দাদি গোপগণ গ্রহণ করিলেন না; কারণ, বালক কর্ত্তৃক তাদৃশ প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটিত হওয়া সম্ভবপর নহে. অপর কয়েক জন গোপ বালকদের ঐ কথায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিল। ৪-৫

(তদনন্তর ভগবন্মায়ামোহিত নন্দের কথা বলা হইতেছে) নন্দ রজ্জুবদ্ধ নিজপুত্রকে উদূখল আকর্ষণ করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। ৬

(আমাকে জানিতে পারে, এই শঙ্কায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাল্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন)

বালরূপী ভগবান্ গোপীগণ কর্ত্তৃক করতালি দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেন, কখনও বা মুগ্ধ হইয়া তাহাদের বশীভূত দারুযন্ত্রের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। ৭

বিবৃতি—নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ—নির্ঘাত শব্দে বিনা মেঘে গর্জ্জন, ভয়পদে দৈত্যাদির ভয়, এই উভয়ে শঙ্কিত হইয়া, যশোদা প্রভৃতি সেই শব্দে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, সেই জন্যে প্রথমে যাইতে পারেন নাই। ১

উদূখলাদি পতনের কারণ যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, উহা জানিতে না পারিয়া নন্দাদি গোপগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। ২

নিকটে গমন করিয়া শাখাদি দ্বারা ব্যবহিত কৃষ্ণকে না দেখিয়া এই কার্য্য কাহার বলিয়া কাতর হইয়াছিল। ৩

বালকেরা সম্ভ্রান্ত ছিল ও শীঘ্র বলিবার জন্য পূর্ণ বাক্য বলিতে পারে নাই; উদূখল টানিতে বৃক্ষ পতিত হইয়াছে, ইহা ও দুই জন পুরুষকে আমরা দেখিয়াছি। ৪

শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র নন্দ ও যশোদার প্রেমেই বশীভূত ছিলেন এমন নহে, তিনি অখিলৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও সাধারণ বালকের ন্যায় গোপীদিগের করতালিতে প্রোৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেন, সূত্রবদ্ধ পুত্তলের ন্যায় গোপীগণ তাঁহাকে নাচাইত এবং গান করাইত। ৭

বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্। বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৮ ॥
দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্। ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ ॥৯॥
ক্রীণীহি ভো ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ। ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥ ১০ ॥
ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্। ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥ ১১ ॥
সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ। রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্ ॥১২॥
নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ। যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্ ॥১৩॥
ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্। যশোদাঽজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ॥১৪॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব। অলংবিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তঃক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রক ॥১৫

কখন, 'হে কৃষ্ণ! পাদুকা আনয়ন কর, উন্মান ও পীড়ি আনয়ন কর' এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া ঐ সকল দ্রব্য আনিতে যেন অসমর্থ, এইভাবে উহা ধারণ করিতেন এবং নিজ জ্ঞাতি-স্বজনের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া সেই সকল কার্য্যে হস্ত উত্তোলনাদি করিতেন। (বাহুদ্বয় বারম্বার উত্তোলন করিয়া পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন, তাহাতে কেবল গোপীগণেরই আনন্দ হইত, এমন নহে, গোপগণেরও আনন্দ হইত)। ৮

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে তিনি যে ভক্তগণের বশ্য, ইহা লোকে দেখাইতেন এবং এই প্রকার নানাবিধ বাল্য-চেষ্টা দ্বারা ব্রজবাসিগণের হর্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ৯

হে রাজন্! একদা (পুলিন্দজাতীয়া কোন রমণী) 'ফল ক্রয় কর গো' বলিয়া ডাকিলে উহা শুনিয়া, যিনি সর্ব্বফলদাতা সেই ভগবান্ হরি ফলের জন্য ধান্য লইয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। ১০

শ্রীকৃষ্ণের করদ্বয় হইতে ধান্য গলিয়া পড়িতেছিল, ফলবিক্রয়িত্রী তাহার হস্তদ্বয় ফলে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, এবং তদ্বিনিময়ে তাহার ফলভাণ্ড রত্নে পূর্ণ হইয়াছিল। ১১

এক দিন অর্জ্জুনবৃক্ষভঙ্গের পর কৃষ্ণ ও রাম যমুনাতীরে গমন করিলে ও তথায় বালকগণের সহিত অত্যন্ত ক্রীড়ারত হইলে, রোহিণী দেবী তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১২

যখন ক্রীড়াসক্ততা নিবন্ধন আহূত হইয়াও রামকৃষ্ণ আসিলেন না, তখন রোহিণী দেবী তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুত্রবৎসলা যশোদাকে পাঠাইয়া দিলেন। ১৩

সেই যশোদা গোপবালকগণের সহিত সাগ্রজ কৃষ্ণকে অতিশয় ক্রীড়ারত দর্শন করিয়া পুত্রবাৎসল্যে তাঁহার দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। ১৪

হে কৃষ্ণ! হে অরবিন্দাক্ষ! হে তাত! শীঘ্র আইস, স্তন পান কর, আর খেলায় প্রয়োজন নাই, ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছ, সুতরাং এখন ভোজন কর। ১৫

বিবৃতি—এই শ্লোক হইতে ১১টি শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীধর স্বামী করেন নাই এবং ঐ শ্লোক সকল প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস থাকিলেও চিচ্ছুকাচার্য্য ব্যাখ্যা করায় ও গৌড়দেশীয় সৎসম্প্রদায় দৃষ্টে সনাতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি বলিয়াছেন। ১০

এই পুলিন্দজাতীয়া ফলবিক্রয়িত্রী পূর্ব্বজন্মে গুহক চণ্ডালের মাতা ছিল, সেই জন্মে রামকে ফল দিতে গিয়াছিল, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য এই জন্মে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হয়। ১১

নিকটে গমন করিলে পলায়ন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় দূর হইতে বারম্বার আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৪

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন। প্রাতরেব কৃতাহারস্তদ্ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥ ১৬ ॥
প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ ॥ ১৭ ॥
ধূলিধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ। জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥১৮॥
পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্। ত্বঞ্চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ ॥১৯॥
ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্ ॥ ২০ ॥
গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে। নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ন্ ॥ ২১ ॥
তত্রোপনন্দনামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ। দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ২২ ॥
উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ। আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ ॥২৩॥
মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ। হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ ॥ ২৪ ॥

(এইরূপ আহ্বানে কৃষ্ণ না আসিলে রামের কথায় আসিতে পারে, ইহা মনে করিয়া যশোদা রামকে ডাকিয়া বলিলেন)

হে রাম! হে বৎস! হে কুলনন্দন! অনুজসহ শীঘ্র আগমন কর। হে পুত্র! কখন্ প্রাতঃকালে আহার করিয়াছ, তোমরা খেলায় শ্রান্ত হইয়াছ। ১৬

হে দাশার্হ! (রাম!) ব্রজপতি নন্দ ভোজন করিতে বসিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আইস, আমাদের প্রিয় করিবে, চল। আর রে বালকগণ! তোরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর। ১৭

হে বৎস! তুমি ধূলিধূসরিতসর্ব্বাঙ্গ হইয়াছ, স্নান করিবে চল, অদ্য তোমার জন্মনক্ষত্র, তুমি শুচি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গোদান কর। ১৮

বৎস! দেখ দেখ, তোমার ঐ সকল বয়স্য বালকগণ নিজ নিজ জননী কর্ত্তৃক কেমন মার্জ্জিতশরীর ও সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তুমিও চল, স্নান করিয়া আহারের পর অলঙ্কৃত হইয়া খেলা করিও। ১৯

হে রাজন্! স্নেহবশীভূতচিত্তা যশোদা, সকলের শিরোধার্য্য (মাথার মণি) সেই কৃষ্ণকে এইরূপে পুত্র মনে করিয়া, রামসহ কৃষ্ণের হস্তে ধরিয়া নিজাবাসে লইয়া গেলেন ও পরে কল্যাণকর কর্ম্মসকল করিয়াছিলেন। ২০

হে রাজন্! নন্দ প্রভৃতি প্রাচীন গোপগণ বৃহদ্বনে বহু উৎপাত অনুভব করিয়া একদা সকলে মিলিত হইয়াছিলেন ও গোকুলের হিতের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ২১

তাহাদের মধ্যে উপনন্দনামা গোপ, জ্ঞান ও বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও দেশ কাল ও অর্থতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের প্রিয় করিবার বাসনায় বলিলেন,—গোকুলের হিতৈষী আমাদিগের এ স্থান হইতে উঠিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত। কারণ, এই স্থানে বালকদিগের নাশক মহোৎপাতসকল উপস্থিত হইতেছে। ২২ ২৩

দেখ, এই বালকটি বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনার হস্ত হইতে কোনরূপে মুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ হরির অনুগ্রহে ইহার উপর শকটখানি পতিত হয় নাই। ২৪

বিবৃতি—উপনন্দ নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাম-কৃষ্ণের প্রিয়কারী, জ্ঞান ও বয়সে সকলের বড়। তিনি জ্যেষ্ঠ হইলেও নন্দের সর্ব্বসুলক্ষণ থাকায় তিনিই গোকুলরাজ্য তাহাকে দিয়াছিলেন। ২২

চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ। শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥২৫॥
যন্ন ম্রিয়েত দ্রুমযোরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ। অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥
যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ। তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ ॥২৭॥
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্। গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥২৮॥

তৎ তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্ত মা চিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥ ২৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতিবাদিনঃ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযূ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥ ৩০ ॥
বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্বোপকরণানি চ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ ॥ ৩১ ॥

গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য্য সর্ব্বতঃ। তূর্য্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ ॥ ৩২ ॥
গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্ন-কুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ। কৃষ্ণলীলাং জগুঃ প্রীতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ॥৩৩॥
তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে। রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ॥৩৪॥

অধিকন্তু চক্রবায়ু-(ঘূর্ণিবায়ু) রূপধারী দৈত্য তৃণাবর্ত্ত এই বালককে বিহঙ্গমগণের বিহারস্থান আকাশে তুলিয়া লইয়াছিল, এই শিশু আকাশ হইতে শিলার উপর পতিত হয়, দেবগণ (সে যাত্রায়) রক্ষা করেন। ২৫

এই বালক, কি অন্য বালক যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ-দ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া যে মরে নাই, তাহাতেও কেবল ভগবান্ অচ্যুত রক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে। ২৬

অতএব যে পর্য্যন্ত ঔৎপাতিক অন্য কোন অরিষ্ট (অনর্থ) ব্রজমণ্ডলকে অভিভব না করে, তাবৎ আমরা বালকসকলকে লইয়া অনুগামিবর্গের সহিত অন্যত্র গমন করি। ২৭

হে ভ্রাতৃগণ! বৃন্দাবন নামক বন পশু সকলের হিতকর ও নবকাননযুক্ত, গোপগোপী ও গোগণের সুখসেব্য পবিত্র পর্ব্বত তৃণলতা-বহুল। যদি তোমা-দের এই কথা ভাল বোধ হয়, তবে অদ্যই সেই স্থানে গমন করিব, চল। শকট সকল যোজন কর, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। ২৮-২৯

উপনন্দের বাক্য শুনিয়া গোপগণ কোনও আপত্তি করিল না, সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিল এবং নিজ নিজ শকটসমূহ যোজনা করিয়া পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিল। ৩০

হে রাজন্! সকল গোপই অতি প্রযত্নে বৃদ্ধ, বাল, স্ত্রী ও সমুদায় গৃহোপকরণ শকটের উপর আরোহণ করাইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা গোধন সকল অগ্রে করিয়া চারিদিক্ হইতে মহা তূর্য্যধ্বনি সহ শৃঙ্গবাদ্য করিতে করিতে পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া-ছিল। ৩১-৩২

হে রাজন্! সুবাসিনী নিষ্ককণ্ঠী গোপীগণ নূতন কুঙ্কুমে কুচশোভা সম্পাদন করিয়া রথে আরোহণ করিয়া প্রীতিসহকারে কৃষ্ণলীলা গান করিয়া-ছিল। ৩৩

সেইরূপ যশোদা ও রোহিণী এক শকটে আরোহণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণের কথা শ্রবণে উৎসুক হইয়া তাহাদের সহিত বিরাজ করিয়াছিলেন। ৩৪

বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্। তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥ ৩৫ ॥
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়োর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥
এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ। কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥৩৭॥
অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ। চারয়ামাসতুর্ব্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥৩৮॥

কচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ কচিৎ।
কচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ কচিৎকৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্। অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥৪০॥
কদাচিদ্‌যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ। বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥৪১॥
তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ। দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ ॥ ৪২ ॥

হে রাজন্! গোপগণ সর্ব্বকাল-সুখাবহ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে শকটসকল দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গোকুলবসতি স্থাপন করিয়াছিল। ৩৫

হে রাজন্! বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাতীর সকল দর্শন করিয়া রাম ও কৃষ্ণের পরম প্রীতি জন্মিয়াছিল। ৩৬

তাঁহারাও বালকোচিত চেষ্টা ও মধুর বাক্যে ব্রজবাসিগণের এই প্রকার প্রীতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কিছুকালমধ্যে বৎসপালক হইয়া উঠিলেন। ৩৭

হে রাজন্! তাঁহারা দুই জনে নানাবিধ ক্রীড়োপকরণ লইয়া গোপবালকগণের সহিত ব্রজভূমির অবিদূরে বৎসচারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮

রাম ও কৃষ্ণ কোথায়ও বেণু বাজান, কোথাও বিল্ব, আমলক ফলাদি দ্বারা ক্ষেপণ (লাটিম) কল্পনা করিয়া উৎক্ষেপণ করেন, কোথাও কিঙ্কিণীযুক্ত পদ দ্বারা ভূতলে তাড়ন করেন। কোথায়ও কৃত্রিম গো-বৃষরূপী বালকদের সহিত বৃষ সাজিয়া তদনুকারী শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করেন, কখন কখন হংস-ময়ূরাদির শব্দ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করেন। ৩৯-৪০

একদা রামকৃষ্ণ স্বীয় বয়স্যগণের সহিত বৎসচারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের হিংসা করিবার বাসনায় একটা দৈত্য আসিয়াছিল। ৪১

ভগবান্ হরি বৎসরূপধারী সেই দৈত্যকে বৎসযূথমধ্যে দেখিয়া বলদেবকে দেখাইয়া দিলেন। পরে আপনি যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে করিতে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গেলেন। ৪২

বিবৃতি—শকটে চড়িয়াই তাহারা যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছিল, কালিয় হ্রদের উত্তর দিক্ হইতে তাহারা যমুনা পার হইয়াছিল, যমুনার বিস্তার এক যোজন, উহার দক্ষিণে মথুরা অথবা কালিয় হ্রদের দক্ষিণ দিকে মথুরা ও বৃন্দাবনের সন্ধিস্থল বৎসক্রীড়ন ভক্তক্রীড়নকের মধ্যস্থলে বুঝিতে হইবে, ভক্তক্রীড়নক বর্ত্তমানে ভাতরোচ় নামে প্রসিদ্ধ, ঐ স্থান মহা কানন বলিয়া নির্জ্জন ছিল। মথুরার অনতিদূরে হইলেও এই স্থান নির্জ্জন ও পুরীর পশ্চাদ্ভাগে থাকায় ও মহা ঘন বন থাকায় বাসের যোগ্য হইয়াছিল। কালিয় হ্রদের নৈঋত কোণে সটিকর প্রদেশে দুই যোজন পরিমিত স্থানে ব্রজ ছিল, উহার দক্ষিণে মথুরা, অগ্নিকোণে যমুনা, পূর্ব্বদিকের যমুনার ঈশান কোণে কালিয় হ্রদ ছিল। ৩৬

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহ লাঙ্গূলমচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্গতজীবিতম্। স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ ॥৪৩॥
তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি। দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥৪৪॥
তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্ব্বলোকৈকপালকৌ। সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥৪৫॥
স্বং স্বং বৎসকুলং সর্ব্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা। গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্ ॥ ৪৬ ॥
তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্। তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥ ৪৭ ॥
স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্। আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ। বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥
তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বকঃ তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥ ৫০ ॥

(নিকটে উপস্থিত হইয়া) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুরের পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয়ের সহিত পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ এমন ভাবে ঘুরাইলেন, যাহাতে তাহার প্রাণ নির্গত হয়, পরে গতপ্রাণ ঐ বৎসাসুরকে কপিত্থ বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! ঐ বৎসাসুরের বিশাল শরীরের ভারে ঐ কপিত্থ তরু ভগ্ন হইয়া পতিত হইল, সুতরাং ঐ অসুরও তাহার সহিত পতিত হইল। ৪৩

তদনন্তর গোপবালকগণ সেই অসুরকে মৃত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল ও সাধু সাধু বলিতে লাগিল। আর দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পরাশি বর্ষণ করিয়াছিলেন। ৪৪

হে রাজন্! রামকৃষ্ণ সর্ব্বলোকের একমাত্র পালক, তাঁহারা বৎসপালক হইয়া প্রাতরাশ অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ভোজন-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ গোবৎস সকল চারণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ৪৫

একদা বালকসকল নিজ নিজ বৎসসকলকে জল পান করাইবার জন্য জলাশয়সমীপে গমন করিয়া ও বৎস সকলকে জল পান করাইয়া নিজেরাও জল পান করিয়াছিলেন। ৪৬

হে মহারাজ! সেই বালকগণ জলাশয়ের নিকটে মহাসত্ত্ব একটা পক্ষী যেন বজ্র-নির্ভিন্ন-পর্ব্বত-চ্যুত প্রকাণ্ড শৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া ত্রাস প্রাপ্ত (ভীত) হইয়াছিল। ৪৭

হে রাজন্! ঐ পক্ষীর নাম বক, সে একটা মহাসুর—বকরূপ ধারণ করিয়াছিল। সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে আসিয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিয়াছিল, তাহার তুণ্ড অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। ৪৮

হে রাজন্! রামাদি বালকগণ কৃষ্ণকে মহাবকে গ্রাস করিল দেখিয়া প্রাণ ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় বিচেতন হইয়াছিলেন। ৪৯

জগদ্গুরু ব্রহ্মার পিতা, সেই গোপবালক কৃষ্ণ অগ্নির ন্যায় বকের তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলে সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বমন করিয়া ফেলিল, তার পর কৃষ্ণকে অবিক্ষত দর্শন করিয়া অতিরোষে তুণ্ডাঘাত দ্বারা তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত নিকটে গিয়াছিল। ৫০

বিবৃতি—রাম কৃষ্ণকে জানিলেও ভ্রাতৃস্নেহে তিনি বিচেতন হইয়াছিলেন, স্বামী বলেন, রাম ব্যতীত বালকগণ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল। ৪৯

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়োর্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্ ॥ ৫১ ॥
তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈস্তদ্বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে ॥ ৫২ ॥
মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়ো গণঃ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রুত্বা তদ্বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ।
প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ ॥ ৫৪ ॥

অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্। অপ্যাসীদ্বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্ব্বং যতো ভয়ম্ ॥৫৫॥
অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ। জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥৫৬ ॥

সজ্জনের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, কংসসখা বকাসুরকে আসিতে দেখিয়া দুই বাহু দ্বারা তাহার চঞ্চুদ্বয় ধারণ করিলেন, এবং দর্শনকারী বালকগণের সমক্ষে ধীরণবৎ (অনস্থিতৃণ বেণার ন্যায়) বিদারণ করিয়া ফেলিলেন, উহাতে দেবতাদের পরম হর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৫১

সেই সময়ে সুরলোকবাসী সমুদায় লোক, নন্দন-কাননের মল্লিকাদি পুষ্পসকল বকশত্রু শ্রীকৃষ্ণের উপর বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি ও বিবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিলেন দেখিয়া গোপাল-বালকগণ যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছিল। ৫২

রামাদি বালকবৃন্দ যখন দেখিল, শ্রীকৃষ্ণ বকের মুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থানে আসিলেন, তখন ইন্দ্রিয়গণ যেমন প্রাণপ্রাপ্তিতে স্বস্থ হয়, সেইরূপ নির্বৃত হইয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিল, পরে বৎস সকলকে একত্র করিয়া ব্রজে গমন করিয়াছিল ও সকলের নিকট ঐ ঘটনা বলিয়াছিল। ৫৩

গোপ ও গোপীগণ তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অতিশয় প্রীতিনিবন্ধন সাদরে সমুৎসুকচিত্তে লোকান্তরাগত ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ৫৪

অহো, কি আশ্চর্য্য! এই বালকের বহুতর মৃত্যু-হেতু হইয়াছিল, এই বালক পূর্ব্বজন্মে উহাদের বিপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকিবে, (নতুবা বিনাপরাধে আমাদের ও শত্রুতা করিবে কেন?) যে হেতুক নিরপরাধ আমাদের ও এই বালকের অপকার প্রথমে করিয়াছে। ৫৫

অহো, কি আশ্চর্য্য! ঐ সকল ঘোরদর্শন দানবগণ এই বালককে অভিভব করিতে পারে নাই, হিংসা করিবার বাসনায় ইহার নিকটে আসিয়া যেমন অগ্নিতে পতঙ্গ নষ্ট হয়, সেইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৫৬

বিবৃতি—মুগ্ধের ন্যায় আমি যাইয়া অতর্কিত ভাবে বৎসাসুরকে ধরিয়াছিলাম, সে অনবহিত ছিল বলিয়াই কিছু করিতে পারে নাই, বিনা প্রয়াসে সে হত হইয়াছে ইহা মনে করিও না, সে জানিয়া ও অশেষ শক্তি প্রদর্শন করিয়াও কেহ আমার কিছু করিতে পারে না, এই কথা বুঝাইয়া সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত ভগবান বকের গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এবং উহার বধে দেবতা-দিগেরও হিত সংঘটিত হওয়ায় তাহারা হৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৫১

যে সময়ে বকাসুর কৃষ্ণকে গ্রাস করে, তদ্দর্শনে গোপ-বালকগণ ব্যাকুল হইলে বৎসগণ যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিয়া বহু দূরে গিয়াছিল তাহাদিগকে পরে একত্র করিয়া বালকগণ ব্রজে গমন করে। ৫৩

অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ। গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ ॥ ৫৭ ॥
ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা। কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ॥৫৮॥
এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে। নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে বৎস-বকবধো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অহো, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অত্যন্ত আশ্চর্য্য, সেই সকল বাক্য কদাচ অসত্য হয় না, ভগবান্ গর্গ যাহা বলিয়াছেন,তাহা তদ্রূপই অনুভূত হইল।৫৭

এই প্রকার রাম-কৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গে কথোপকথন করিয়া নন্দাদি গোপগণ সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করিতেন, সংসারের দুঃখ কিছুই তাঁহারা অনুভব করিতেন না। ৫৮

নিলায়ন, (লুকোচুরি), সেতুবন্ধ, মর্কটোৎপ্লবন প্রভৃতি কৌমার বিহার দ্বারা দুই ভাই ব্রজে কৌমার বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। ৫৯

বিবৃতি—এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা কোন টীকাকার না করায় সনাতন প্রভৃতির ইহা সম্মত নহে। ৫৯

ইতি দশমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

কচিদ্বনাশায় মনো দধদ্‌ব্রজাৎ প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥ ১ ॥
তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা ॥২ ॥
কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্। চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩ ॥
ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ। কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৪ ॥
মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ। তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, কোন একদিন বনে ভোজন করিবার দৃঢ় ইচ্ছা করিয়া হরি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বৎসপাল বয়স্যগণকে মনোহর শৃঙ্গরবে জাগ্রত করিলেন, পরে বৎসসকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন। ১

সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র স্নেহযুক্ত বালক, সুন্দর শিক্য (শিকা), বেত্র, বেণু ও বিষাণ হস্তে সহস্রাধিক বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া পরম হর্ষে বহির্গত হইল। ২

তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎসের সহিত আপনাদের বৎসসকলকে যুথবদ্ধ করিয়া চরাইতে চরাইতে নানাস্থানে বালক্রীড়া দ্বারা বিহার করিয়াছিল। ৩

ঐ সকল বালকগণ স্ব স্ব জননী-কর্ত্তৃক কাচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণভূষণ দ্বারা ভূষিত হইলেও ফল, প্রবাল, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্প, ময়ুরপুচ্ছ ও ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল। উহারা পরস্পরের শিক্যাদি অপহরণ করিলে শিক্যের মালিক উহাকে চুরি করিয়াছে জানিলে, সেই শিক্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং সেই স্থানে অবস্থিত বালকগণ সেই দূর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে তার পর হাসিতে হাসিতে পুনরায় ফিরাইয়া দিয়াছিল। ৪-৫

বিবৃতি—দ্বাদশাধ্যায়ে মহাসর্পরূপী অঘাসুর-বধ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ ১২শ ১৩শ ১৪শ অর্থাৎ অঘাসুর-বধ হইতে ব্রহ্মস্তুতি পর্য্যন্ত এই তিন অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তাঁহারা পূতনা লোকবালঘ্নী ইত্যাদি ৬টি শ্লোক ও য এতৎ পূতনা মোক্ষং ইত্যাদি শ্লোকটিও প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তদ্বিষয়ে কোন উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না, পরন্তু সর্ব্বদেশীয় পুস্তকে উহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণও উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা মানেন না বলিয়া না মানার মত অক্ষ ...র সম্মত বলিয়া মানাও উচিত, তাঁহারা বলেন—৩২শ অধ্যায়ের স্থলে ৩-অধ্যায় অধিক হয়, কিন্তু ঐ ৩ অধ্যায় কোথায় অধিক, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সেই জন্য উহার অর্থ অন্যরূপ করিতে হইবে, পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে এবং বৃন্দাবনে এই সকল লীলাস্থানও প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং অঘাসুরবধাদি সর্গত্রয় ভাগবতান্তর্গত বুঝিতে হইবে। ১

এই শ্লোকে যে সহস্র পদ আছে, তাহা দ্বারা অগণিত বুঝিতে হইবে। সুশিক্ পদে একখানি বাঁশের দুই দিকে শিকা ঝুলান ভার বাঁশ বুঝায়। ২

১৬শ ক্রোশপরিমিত বৃন্দাবনমধ্যে অত অধিকসংখ্যক গো, বৎস, গোপাদির অবস্থান কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? ইহার উত্তরে ভাগবতামৃত বলিয়াছেন,—

"অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্"। ৩

একজনের শিকা অপরে অপহরণ করিলে শিকার মালিক উহা জানিতে পারিলে তাহা দূরে ফেলিয়া দিত, শিকার মালিক বালকগণ তথায় দৌড়িয়া আনিতে গেলে উহা আরও দূরে ফেলিয়া দিত, তখন অপহৃত শিকার মালিক রোদনোন্মুখ হইলে হাসিতে হাসিতে উহা ফিরাইয়া দিত। ৫

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥৬॥
কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্বান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন। কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥৭॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ। বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ৮ ॥

বিকর্ষন্তঃ কীশবালান্ আরোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্।
বিকুর্ব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥ ৯ ॥
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিৎপ্রস্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥ ১০ ॥
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১১ ॥

যদি কখনও শ্রীকৃষ্ণ, বনশোভা-দর্শনার্থ দূরে গমন করিতেন, তাহা হইলে 'আমি অগ্রে আমি অগ্রে' এই বলিয়া বালকেরা কৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়া সুখ লাভ করিত। ৬

কতিপয় বালক বেণু বাজাইত, কয়েক জন শৃঙ্গ বাজাইত, কেহ কেহ ভ্রমরের সহিত গান করিত, অপর বালকেরা কোকিলের সহিত অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিত, কেহ কেহ পক্ষীর ছায়ায় সুন্দরভাবে দৌড়িত এবং কাহারাও বা হংসের সহিত মনোহর ভাবে গমন করিত, বকের সঙ্গে উপবেশন করিত ও ময়ূরদের সহিত নৃত্য করিত, আর কোন কোন বালক বৃক্ষশাখায় লম্বমান বানরপুচ্ছ অথবা বানর-শাবককে আকর্ষণ, কেহ কেহ তাহাদের সহিত বৃক্ষে আরোহণ অন্তে তাহাদের সঙ্গে দন্তদর্শন ও মুখবিকৃতি ও তাহাদের সহিত বৃক্ষের এক শাখা হইতে অপর শাখায় লম্ফ প্রদান করিত। অপর কেহ কেহ ভেকগণের সহিত নির্ঝরপূরিত নদীর ক্ষুদ্র ধারাসকল উল্লঙ্ঘন করিত কেহ কেহ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিত, কেহ কেহ বা প্রতিধ্বনির প্রতি আক্রোশ করিয়া তাহাকে অভিশাপ দিতে লাগিল, এইরূপ ভাবে ঐ বালকগণ ক্রীড়া করিয়াছিল। ৭-১০

হে রাজন্! যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখস্বরূপ, ভক্তজনের আত্ম-দাতা এবং মায়াশ্রিত জনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহার সহিত গোপবালকগণ যখন ঐ প্রকার বিহার করিতে লাগিল, তখন অবশ্যই বোধ হইবে, ঐ সকল বালকের পুঞ্জীভূত পুণ্য ছিল, তাহাতেই তাহারা ভগ-বানের সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে পারিয়াছিল, ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁহার অনুভবমাত্র করেন, ভক্তজন যাঁহার উপাসনা অতি গৌরবে করিয়া থাকেন, ব্রজবালকগণ সখ্যভাবে যে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের আশ্চর্য্য ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? । ১১

বিবৃতি—কৃষ্ণ বালকদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন না, যদি কখনও প্রাকৃতিক শোভায় আকৃষ্ট হইয়া দুই তিন জন মিত্রের সহিত দূরে গমন করিতেন, তবে দূরস্থিত বালকেরা 'আমি আগে আমি আগে' এইভাবে দৌড়িয়া গিয়া কৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়া সুখ লাভ করিত। ৬

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যগম্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্ ॥১২॥
অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুরস্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥১৩॥
দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃৎ তয়োর্দ্বয়োর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে ॥ ১৪ ॥
এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে॥ ১৫ ॥
ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ১৬ ॥

(শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরন্তর বিচিত্র বিহার-সৌভাগ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রজবাসিমাত্রের তদ্দর্শন-মাত্র সৌভাগ্য ও অন্য যে কোন পুণ্যবানের পক্ষে দুর্লভ, এই কথা বলিতেছেন)

বহুজন্মের কৃচ্ছ্র ব্রতাদি দ্বারা সংযতচিত্ত যোগি-গণেরও যাঁহার চরণধূলি লাভ অসম্ভব, তিনিই যাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া অবস্থিত হন, সেই ব্রজ-বাসীদের ভাগ্য কি বর্ণন করিব ? ১২

অনন্তর বালকদিগের ঐরূপ সুখক্রীড়া দর্শনে অসহিষ্ণু 'অঘ' নামে মহাসুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, অমৃতপানে অমর হইয়াও নিজ নিজ জীবন-বাসনায় নিত্য যাহার ছিদ্র প্রতীক্ষা করিতেন। এই অঘাসুর কবে কোথায় মরিবে ? ? ১৩

ঐ অঘাসুর পূতনা ও বকের কনিষ্ঠ, সে কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিল, এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণকে দেখিয়া এই কৃষ্ণই আমার সোদর পূতনা ও বকের এই দুইয়েরই বিনাশ-কর্ত্তা, অতএব সকল বালকসহ ইহাকে বিনাশ করিব। ১৪

ইহারা যখন আমার সুহৃদ্গণের তিলাঞ্জলিরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রজবাসিগণ মৃতপ্রায়, কারণ, প্রাণ বাহির হইয়া গেলে শরীরের জন্য চিন্তা কি ? প্রাণীমাত্রই পুত্রগত প্রাণ হইয়া থাকে। ১৫

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ঐ খল অঘাসুর যোজন-প্রমাণ দীর্ঘ এবং পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল ও উচ্চ বিশাল অজগর-দেহ ধারণ করিয়া ঐ সকল বালককে গ্রাস করিবার আশায় পথিমধ্যে শয়ন করিল, তাহার বিশাল দেহে পর্ব্বতের গুহাসদৃশ বদন প্রসারিত করিয়া রহিল। ১৬

বিবৃতি—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কঠোর ব্রততপস্যাদি সাধনায় ধৈর্য্যশীল যোগিগণ যাহার পাদরেণু লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না, তাহাকে সাক্ষাৎ দৃষ্টির বিষয়ীভূত করা যে কত আশ্চর্য্য, কত সৌভাগ্য, তাহার বর্ণনা কি করিব। ১২

অথবা যে সুখক্রীড়া দেবতারা নিজের হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেন, তাঁহারা অমৃত পান করিলে জীবন সফল করিবার জন্য ঐ লীলাদর্শনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, অমৃত পানমাত্রেই জীবন সফল হয় না, কিন্তু সফল হয় ভগবল্লীলাস্মরণে, তাহাই নিত্য অন্তরে চিন্তা করিতেন। ১৩

ইহাদের বিনাশ করিলেই বন্ধুগণের তর্পণ করা হইবে, এবং ব্রজবাসীদিগকে পৃথকভাবে মারিতে হইবে না, কারণ, তাহারা পুত্রগত প্রাণ, পুত্র মরিলেই মরিবে, তাহারা দেহ-স্বরূপ, পুত্রগণ প্রাণস্বরূপ, সুতরাং প্রাণকে মারিলেই দেহ মরিবে, তজ্জন্য চিন্তার বিষয় নাই। ১৫

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্ব্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্। ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥১৮॥
অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃ স্থিতম্। অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্ত-ব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥ ১৯ ॥
সত্যমর্ককরারক্ত-মুত্তরাহনুবদ্ঘনম্। অধরাহনুবদ্রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্ ॥ ২০ ॥
প্রতিস্পর্দ্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে। তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত ॥২১॥
আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতিগর্জ্জতি। এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্ ॥ ২২ ॥
দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্ভাতি পশ্যত। তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥ ২৩ ॥

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টান্ অয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্য্যুশন্মুখং বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ ॥ ২৪ ॥

(অঘাসুরের) অধরোষ্ঠ ধরায় ও উভয়োষ্ঠ মেঘে সংলগ্ন ছিল, দুই সৃক্কণী (ওষ্ঠের প্রান্তভাগ) পর্ব্বতগুহার তুল্য বিস্তীর্ণ, তাহার দন্ত সকল পর্ব্বত-শৃঙ্গ সদৃশ, মুখের মধ্যভাগ গাঢ় অন্ধকারের ন্যায়, জিহ্বা বিস্তৃত পন্থের ন্যায়, নিশ্বাস সাক্ষাৎ পরুষ-পবন, চক্ষুর্দ্বয় দাবানল তুল্য উষ্ণ। ১৭

হে রাজন্! তাহাকে তাদৃশ দর্শন করিয়া সকল বালকই উহাকে বৃন্দাবনের শোভা মনে করিয়া, (ভ্রান্তিবশে) লীলাবশতঃ ব্যাদিতমুখ অজগরের মুখের সহিত উহার উপমা করিয়াছিল। ১৮

ওহে মিত্রগণ, বল ত আমাদের অগ্রে এই যে বস্তু অবস্থিত রহিয়াছে, ইহা ঠিক একটা প্রাণীর ন্যায় কি না? এই বস্তু কি আমাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত সর্পমুখের ন্যায় আচরণ করিতেছে? ১৯

হাঁ সত্যই, ঐ দেখ সূর্য্যকিরণে আরক্ত মেঘ উহার উত্তরোষ্ঠ-সদৃশ, এবং ঐ মেঘের প্রতিচ্ছায় অরুণিত স্থল অধরোষ্ঠ সদৃশ হইয়া আছে। ২০

আর বাম ও দক্ষিণদিকের দুইটা গিরিগুহা সৃক্কণীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, এবং উন্নত শৃঙ্গরাজি যেন উহার দন্তপংক্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। ২১

এবং বিস্তৃত ও দীর্ঘ পথ ইহার জিহ্বার সদৃশ, ঐ সকল শৃঙ্গের অভ্যন্তরগত অন্ধকার ইহার মুখাভ্যন্তরের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। ২২

এবং দাবানলে উষ্ণ ও পরুষ বায়ু উহার নিশ্বাসের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অতএব দাবানলদগ্ধ প্রাণীর যে দুর্গন্ধ, তাহাই সর্পের অভ্যন্তরস্থ আমিষ-গন্ধের ন্যায় বাহির হইয়া আসিতেছে। ২৩

(এই প্রকারে বাস্তবিক অজগরকে অজগর তুল্য বলিয়া উহারা বিতর্ক করিয়া পরে বলিতে লাগিল)

এ কি এখানে প্রবেশ করিলে আমাদিগকে গ্রাস করিবে? তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যে এই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বকের মত বিনষ্ট হইবে। ইহা বলিয়া বকারি ভগবানের কমনীয় বদন অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া ব্রজ বালকগণ সকলেই অগ্রে গমন করিয়াছিল। ২৪

বিবৃতি—সর্পরূপী অঘাসুরকে দেখিয়া কয়েক জন রাখাল বালক পলাইতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া অপর বালকেরা বলিয়াছিল, রে মূঢ়গণ, এত বড় সর্প কখনও হয়? ইহা বৃন্দাবনের একটি প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদ, তবে ঠিক যেন একটা অজগর সাপ হাঁ করিয়া আছে, উহার মুখের মত দেখা যাইতেছে। ১৮

ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্জ্ঞভাষিতং শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে॥ ২৫ ॥
তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা ॥ ২৬ ॥
তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্ ঘৃণার্দ্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥
কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য জ্ঞাত্বাবিশৎ তুণ্ডমশেষদৃগ্‌ঘরিঃ ॥ ২৮ ॥

হে রাজন্! অখিল জীবের হৃদয়স্থিত ভগবান্ কৃষ্ণ, সর্পবিষয়ে অজ্ঞ, নিজ সহচর-বালকগণের ঐ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়াও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সত্য অজগর, সহচরগণের নিকট অজগর-সদৃশ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। অতএব তিনি উহাকে রাক্ষস বলিয়া জানিয়া নিজের সহচরগণকে নিবারণ করিবার জন্য মনে মনে স্থির করিতেছিলেন। ২৫

তাবৎকালমধ্যে সেই সকল শিশু বৎসগণসহ ঐ অসুরের উদরমধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু সেই সর্পশরীর অঘাসুর সবৎস তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিল না, কারণ, সে মনোমধ্যে আপনার নিহত দুই আত্মীয়ের নিধন স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ-প্রতীক্ষা করিতেছিল। ২৬

সকল লোকের অভয়দাতা কৃষ্ণ, অন্যনাথবিহীন (নিরুপায়) সেই সকল দীন বালকদিগের আপনার করচ্যুত (নিঃসৃত, নিজের আয়ত্তের বাহিরে যাইতে) এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অঘাসুরের জঠরানলের নিকট তৃণস্বরূপ হইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া ইহা দৈবনিবন্ধন কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন। ২৭

পরে এই বিষয়ে কি করা যায়! ঐ খলের জীবন থাকা ও ঐ সাধুদিগের হিংসন, না হয়, এই (অর্থাৎ খলনিগ্রহ ও সাধু রক্ষা) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, উহা সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া অশেষদ্রষ্টা হরি, জানিয়াই অঘাসুরের বদনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৮

বিবৃতি—ভগবানের সহচরগণের এইরূপ অজ্ঞতা উচিত হয় না বোধে তোষণীকার অজ্ঞের ন্যায় এই অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ অখিললোকের অন্তর্নিহিত ভাবজ্ঞ ভগবানের এইরূপ চিন্তা দ্বারা স্থির করা লীলামাত্র, উহা সাধারণ মানবের ন্যায়। ২৫

ভগবানের চিন্তাকালমধ্যেই সবৎস বালকগণ অঘাসুরের বদনমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এই ঘটনাও তাঁহার লীলামাত্র; ইহা দ্বারাও ভক্তজনপ্রেমবশ্যতা দেখান হইবে। বালকগণ যখন পশ্চাৎ হইতে হাততালি দিতেছিল, তখন সর্ব্বাগ্রে বৎসগণ অঘাসুরের বদনমধ্যে প্রবেশ করে, পরে ভীত বালকগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করে, ঐ অসংখ্য বৎস ও বালকগণের অবস্থানযোগ্য স্থান অসুরের উদরমধ্যে লীলাশক্তিপ্রভাবেই হইতে পারিয়াছিল। অঘাসুর কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছিল বলিয়া—বালক ও বৎসগণ মুখ সঙ্কোচ পূর্ব্বক গিলিয়া ফেলে নাই, কারণ, তাহা হইলে প্রধান লক্ষ্য কৃষ্ণকে গিলিতে পারিবে না, কারণ, কৃষ্ণ উহা জানিয়া অপসৃত হইতে পারেন, ইহাই অঘাসুরের অভিপ্রায় ছিল, সেই জন্য গলাধঃকরণ করে নাই। ২৬

আমার সম্মুখে আমারই সহচরগণের এইরূপ হইল, ইহা মনে করিয়া ভগবানের বিস্ময় হইয়াছিল, অথবা স্বতঃসিদ্ধ স্মেরানন কৃষ্ণ ঐ ব্যাপার দর্শনে বিষণ্ণবদন হইয়াছিলেন। ২৭

চিন্তাপ্রকার এইরূপ—এখন কি করা যায়? খলের জীবন না থাকে এবং সাধুর হিংসা না হয়, ঠিক এই দুইটিই কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া অশেষদ্রষ্টা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানদর্শী হরি, বালকেরা যেমন না জানিয়া অঘাসুরের বদনমধ্যে প্রবেশ করে, কৃষ্ণ সেইরূপ নহে, তিনি জানিয়াই নিজসহচর রক্ষার্থ ও খলনিগ্রহের নিমিত্ত অঘাসুরের বদনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৮

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ। জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥ ২৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্। চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ৩০ ॥
ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টেভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো মূর্দ্ধন্ বিনিষ্পাট্য বিনির্গতো বহিঃ॥ ৩১ ॥
তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।
দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুনর্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥ ৩২ ॥
পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহজ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না জ্বলয়দ্দিশো দশ।
প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্ ॥৩৩ ॥
ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসশ্চ নর্ত্তনৈঃ।
গীতৈঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ॥ ৩৪ ॥

(হে রাজন্! কৃষ্ণ অঘাসুরের বদনমধ্যে প্রবেশ করিলে) মেঘের অন্তরালে থাকিয়া দেবগণ হাহাকার করিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন এবং কংসাদি ও অঘের বান্ধব রাক্ষসগণ হৃষ্ট হইয়াছিল। ২৯

ভগবান্ অব্যয় কৃষ্ণ সেই হাহাকার ও হর্ষধ্বনি শুনিয়া বালক ও বৎসগণের সহিত কৃষ্ণকে চূর্ণ করিতে ইচ্ছুক অঘাসুরের গলদেশে অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩০

তার পর অতিকায় অঘাসুরের মুখাদির সকল পথ নিরুদ্ধ হইল এবং নয়নদ্বয় বহির্গত হইল, সে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবিলম্বেই তাহার দেহমধ্যে পবন (নির্গত হইতে না পারিয়া) পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। ৩১

সেই ব্রহ্মরন্ধ্রপথে সকল ইন্দ্রিয়বর্গ নির্গত হইলে মৃত সুহৃদ্বর্গ ও বৎসগণকে নিজের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা জীবন দান পূর্ব্বক উঠাইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ মুকুন্দ অঘাসুরের বদন হইতে পুনর্ব্বার নির্গত হইলেন। ৩২

হে ভারত! ঐ সর্পের স্থূল দেহস্থ শুদ্ধ সত্ত্বময় অদ্ভুত মহজ্জ্যোতিঃ স্বীয় তেজে দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়া ভগবানের বিনির্গম প্রতীক্ষায় আকাশে অবস্থিতি করিতেছিল, ভগবান্ নির্গত হইবামাত্র দর্শনকারী দেবগণ-সমক্ষে তাহা (তেজঃ) সেই শ্রীকৃষ্ণে গিয়া প্রবেশ করিল। ৩৩

তার পর অতিশয় আনন্দিত দেবগণ, স্বকার্য্যকারী শ্রীকৃষ্ণের পুষ্প দ্বারা পূজা করিলেন, অপ্সরোগণ সুন্দর নৃত্য দ্বারা, সুন্দর গায়ক গন্ধর্ব্বগণ গীত দ্বারা, বাদক বিদ্যাধরগণ বাদ্য দ্বারা, (নারদাদি) ব্রাহ্মণগণ স্তব দ্বারা, (গরুড়াদি) গণ সকল জয়শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন। ৩৪

বিবৃতি—অতিক্রত শরীর বর্দ্ধন করিবার কারণ, অঘাসুর মুখ সঙ্কোচ করিয়া বালকদিগকে চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার মুখসঙ্কোচ করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ দৈত্যগণের হাহাকার ও দেবগণের হর্ষধ্বনি শুনিবার জন্য ঐরূপ বৃহত্তম শরীর হইয়াছিলেন, প্রত্যেক লীলাতেই দেখা যায়, পর পর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, এই লীলায় দর্শকগণ না থাকায় ভগবান্ লৌকিকীরীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।৩০

জীব নিরাকার হইলেও এক্ষেত্রে ভগবানের ইচ্ছায় ঐরূপ দৃশ্য হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন—জীব জ্যোতিঃস্বরূপ, কিন্তু উহা মায়িক লোচনের দ্বারা দেখা যায় না, নিজের অসুর-মুক্তিদায়কত্ব সর্ব্বলোককে দেখাইবার জন্য ঐ জ্যোতিঃ দেবগণকে দেখিবার সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছিল, মুক্তি অতীন্দ্রিয় হইলেও ব্রহ্মাদির সন্দেহ দূর করিবার জন্য ঐভাবে তাহাদের জ্যোতিঃ দর্শন হইয়াছিল। ৩৩

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকাজয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্ ।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্ ॥৩৫॥
রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্ । ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥
এতৎ কৌমারজং কর্ম্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্ । মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥৩৭॥
নৈতদ্বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যন্ত্বসতাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥
সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্ ।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি ব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

নিজের আবাস সত্যলোক-সমীপে সেই অদ্ভুত স্তোত্রপাঠ, সুবাদ্যবাদন, সুকুমার গীতি ও জয়ধ্বনিযুক্ত প্রচুর মহোৎসবের মঙ্গল শব্দ শুনিয়া ব্রহ্মা অচির-কালমধ্যে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৫

হে রাজন্! অজগরের অদ্ভুত চর্ম্ম, শুষ্ক হইয়া বহুকাল যাবৎ বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়ার্থ একটি সুমহান্ ছিদ্র হইয়াছিল। ৩৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৌমারকালে কৃত এই কর্ম্ম মৃত্যুর নিকট হইতে নিজেদের মুক্তি ও অঘাসুরের সংসার হইতে মুক্তি তখন দর্শন করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে বালকগণ অদ্যই উহা ঘটিয়াছে, এই কথা বিস্মিত হইয়া ব্রজে বলিয়াছিল। ৩৭

হে রাজন্! ছোট বড় সকলের (ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তের অথবা অংশী ও অংশের) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধাতা মায়াকল্পিত মানববালক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা বিচিত্র ব্যাপার নহে, এবং অঘাসুরও যাঁহার স্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া স্বসমানরূপতা যাহা অসৎগণের পক্ষে দুর্লভ, তাহা লাভ করিয়াছিল। ৩৮

হে রাজন্! যাহার শ্রীমূর্ত্তির কেবল মনঃ-কল্পিত প্রতিকৃতি একবারমাত্র অন্তরে নিবিষ্ট হইলে ভাগবতী গতি দান করেন, সেই নিত্য সুখানুভূতি দ্বারা নিখিল মায়ার তিরোধানকারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজেই যাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে যে ভাগবতী গতি লাভ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? ৩৯

বিবৃতি—অঘাসুর ভগবৎ-স্পর্শপ্রভাবে কৃতার্থ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহও পূতনাদির ন্যায় সৌগন্ধ্যযুক্ত হইয়াছিল। অজগরের চর্ম্ম শুষ্ক হইলে উহার মধ্যস্থ অতি বৃহৎ ছিদ্রমধ্যে গমন করিয়া বৃন্দাবনের বালকগণ ক্রীড়া করিত, বহুকাল পর্য্যন্ত এই ক্রীড়া চলিয়াছিল। ৩৬

৫ম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, ৬-১০ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১১-১৫ পর্য্যন্ত কৈশোর, ১৬ হইতে যৌবন বলা হয়। নিজেদের মৃত্যুকবল হইতে মুক্তির কথা এবং শ্রীকৃষ্ণে জ্যোতিঃপ্রবেশ দর্শনে অঘাসুরের সংসারমুক্তির কথা, বিস্ময়মগ্ন কৃষ্ণ-সহচর বালকগণ ব্রজে আসিয়া সকলের নিকট বলিয়াছিল। ৩৭

মহাদুষ্ট অঘাসুরের মুক্তি দর্শনে কাহারও কাহারও অদ্ভুত বুদ্ধির দর্শনে ভগবানের প্রভাব বলা হইয়াছে। অত্যন্ত পাপী বলিয়া যাহার নাম অঘ, সেও ভগবৎ-স্পর্শে নিষ্পাপ হইয়াছিল, কারণ, আত্মা অসুর হয় না, দেহাদি উপাধিই অসুর, উহা নাশ করা হইয়াছিল, স্পর্শপ্রভাবে অঘময়ও ধৃতপাপ হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি আছে? ৩৮

ভগবানের অনন্ত বিগ্রহমধ্যে যে কোন বিগ্রহের প্রতিচ্ছবি (মানসী মূর্ত্তি) একবারের জন্য হৃদয়ে নিহিত হইলে যখন ভাগবতী গতি লাভ হয়, তখন শ্রীমূর্ত্তি যাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে যে মুক্ত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই—। যদি বল—ভক্তি অঘাসুরের ছিল না, অথচ ভগবান্‌ই গীতায় বলিয়াছেন, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' সুতরাং তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি হয় কিরূপে? উত্তর—ঐ নিয়ম অন্যসময়ে, কৃষ্ণাবতারে পূর্ণ কৃপা শক্তির আবির্ভাবও হইয়াছিল, সুতরাং ভগবৎসম্বন্ধমাত্রেই ভগবৎপ্রাপ্তি—অঘাসুর ত ক্রীড়াক্ষেত্র, সুতরাং দয়ার পাত্র। তৎকালে প্রতিকূলা-চরণও অনুকূল ভক্তিময় বুঝিতে হইবে। ৩৯

সূত উবাচ।

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং জগুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ ॥ ৪১ ॥

তদ্‌ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো। নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা ॥ ৪২ ॥
বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ। যৎ পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্ ॥৪৩

সূত উবাচ।

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সূত বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রীকৃষ্ণ যাহার জীবনদাতা, সেই পরীক্ষিৎ আত্মদাতার বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া, এবং যে শ্রবণ দ্বারা নিতান্ত বশীকৃতচিত্ত যাহার হইয়াছিল, সেই রাজা ব্যাসনন্দনকে পুনর্ব্বার সেই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৪০

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! কালান্তরে কৃত কর্ম্ম তৎকালীন কিরূপে হইতে পারে? কারণ, বালকগণ—হরি কৌমারে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা পৌগণ্ডকে অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমে কিরূপে অবগত হইয়া ব্রজে গিয়া বলিয়াছিল? ৪১

হে মহাযোগিন্! হে গুরো! সেই কথা বলুন, আমার শুনিতে পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে, নিশ্চয়ই ইহা ভগবান্ হরির মায়া, অন্যথা হইতে পারে না। ৪২

হে গুরো! আমরা ক্ষত্রবন্ধু হইয়াও সংসারে ধন্যতম হইয়াছি, কারণ, আমরা আপনার নিকট হইতে বারম্বার কৃষ্ণকথামৃত পান করিতেছি। ৪৩

শ্রীসূত বলিলেন, হে ভাগবতোত্তমোত্তম! শৌনক! রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক হরি স্মারিত হওয়ায় শুকদেবের অখিল ইন্দ্রিয় অপহৃত (সমাধি) হইয়াছিল, তথাচ জিজ্ঞাসিত হইয়া কষ্টে বহির্দৃষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৪

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম। যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥ ১ ॥

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্ত্তা ॥ ২ ॥

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে। ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৩ ॥

তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্। সরিৎপুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিকধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ ৫ ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ। বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥৬॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে ভাগবতোত্তম! হে মহাভাগ! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যেহেতু—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা মুহুর্মুহু শ্রবণ করিতে করিতে উহাকে (পুরাতন হইলেও) নুতনের ন্যায় করিতেছ। ১

যাহাদের বাক্য কর্ণ ও চিত্তের বিষয় একমাত্র অচ্যুতবার্ত্তা, সেই সারগ্রাহী সাধুদিগের এই স্বভাব যে প্রতি ক্ষণে অচ্যুতের সাধুবার্ত্তা, স্ত্রৈণ, কামীদিগের নিকট কামিনীর বার্ত্তার ন্যায় নূতন করিয়া থাকেন। ২

হে রাজন্! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, ঐ বিষয় গোপনীয় হইলেও তাহা বলিব, কারণ, গুরুগণ স্নেহের পাত্র শিষ্যের নিকট গোপনীয় কথাও বলিয়া থাকেন। ৩

অনন্তর মৃত্যুরূপী অঘাসুরের মুখ হইতে বৎসপালগণকে রক্ষা করিয়াও সরোবরের তীরে তাহাদিগকে লইয়া ভগবান্ বলিলেন। ৪

হে বয়স্যগণ! এই পুলিন অতিশয় রমণীয়, আমাদের ক্রীড়াসম্পদ সকলই বিদ্যমান, এখানকার বালুকা সকল কোমল অথচ নির্ম্মল, এই সরোবরের সকল কমল বিকসিত হওয়ায় উহার সৌরভে আকৃষ্ট বহু পক্ষী ও ভ্রমরগণের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দ্বারা বিলসিত বৃক্ষসকল দ্বারা পুলিন শোভা পাইতেছে। ৫

হে বয়স্যগণ! বেলা হইয়াছে, এই স্থানে আমরা ভোজন করিব, কারণ, সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, বৎসগণ জল পান করিয়া আমাদের নিকটে ধীরে ধীরে তৃণমধ্যে বিচরণ করুক। ৬

বিবৃতি—ভগবৎপ্রসঙ্গে বহুবিধ আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘটনা আসিবে, উহা সকলের সুবোধ্য নহে, এই জন্য গুহ্য কথাটি বলা হইয়াছে। ৩

ভোজনযোগ্য স্থানের প্রশংসা করা হইতেছে। কেলি পদে বহু পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া একস্থানে সকলের আহার ও মল্ল ক্রীড়া প্রভৃতি, ভোজনকালে সৌগন্ধ্য দরকার, উহা বিকসিত পদ্মফুলের গন্ধে সম্পন্ন হইবে, এই বর্ণনা হইতে তখন শরৎ কাল ছিল, ইহা বুঝা যায়, সঙ্গীতকার্য্য ভ্রমরগণ সম্পন্ন করিয়াছিল, ভোজনপাত্র পদ্মপত্রসকল, স্বচ্ছ শীতল সুবাসিত জল শরৎকালীন রৌদ্রনিবারণার্থ ঘন বৃক্ষচ্ছায়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সুখভোজনসামগ্রী এই শ্লোকে দর্শিত হইয়াছে। ৫

'ক্ষুধার্দ্দিতাঃ' এই পদটি বয়ং ও বৎসাঃ উভয়েরই বিশেষণ হইতে পারে, বৎসগণ ক্ষুধা-পীড়িত; সুতরাং আমাদের ভোজন-সুখের জন্য উহাদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিও না। আমাদের সুখে ভোজনকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত, জলপানান্তে আমাদের নিকটে ধীরে ধীরে তৃণ আহার করুক, পরে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবে। ৬

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে। মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৮ ॥

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ। শিগ্‌ভিস্তগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥৯॥

সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্। হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥১০॥

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য বালকগণ তাহাই হউক বলিয়া স্বীকার করিল, এবং বৎসগণকে জল পান করাইয়া হরিত তৃণবহুল স্থানে বান্ধিয়া দিল, তার পর শিকাতে যে সকল খাদ্যদ্রব্য বান্ধা ছিল, উহা খুলিয়া লইয়া ভগবানের সহিত আনন্দে ভোজন করিতে লাগিল। ৭

হে রাজন্! ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে পদ্মের ন্যায় বৃত্তাকারে বহু পংক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে উৎফুল্লনয়ন হইয়া একত্রে ভোজনার্থ উপবিষ্ট হইয়া পদ্মের কর্ণিকার পত্রগণের ন্যায় বনমধ্যে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৮

ঐ বালকগণের মধ্যে কেহ পুষ্প, কেহ পত্র, কেহ কেহ পল্লব, কেহ অঙ্কুর, কেহ ফল, কেহ শিকা, কেহ বৃক্ষত্বক্, কেহ প্রস্তর দ্বারা ভোজন পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। সেই সকল বালকগণ নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্যের (রুটি মাখন) বিশেষ বিশেষ আস্বাদ পৃথক্ পৃথক্ দেখাইয়া, হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। ৯-১০

হে রাজন্! যজ্ঞভুক্ শ্রীকৃষ্ণ বালক্রীড়ারত হইয়া, উদর ও বসনের মধ্যে বেণু, বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বাম হস্তে দধিম্রক্ষিত অন্নের গ্রাস, এবং অঙ্গুলির সন্ধি সকলে ফল সকল ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি সকলের মধ্যে কর্ণিকার ন্যায় থাকিয়া অভিমুখে উপবিষ্ট সুহৃদ্গণকে পরিহাসবাক্যে হাসাইতে হাসাইতে স্বর্গবাসী লোক সকল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অবলোকন করিতে থাকিলে ভোজন করিতে লাগিলেন। ১১

বিবৃতি—খেলার সুবিধার জন্য অঘাসুরের বদনে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে রাখাল বালকগণ গৃহ হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্যগুলি বৃক্ষের শাখায় বান্ধিয়া রাখিয়াছিল। অথবা অঘোদরে প্রবিষ্ট হইলেও ভগবৎকৃপায় অবিকৃত ছিল। ৭

কৃষ্ণকে ঘিরিয়া পংক্তিতে বৃত্তাকারে ব্রজবালকগণ আহার করিতে বসিয়াছিল। সকলেরই মুখ কৃষ্ণের দিকে, সকলেরই আনন্দোৎফুল্লবদন, সুতরাং পদ্মের কর্ণিকার চারিধারে পাপড়িগুলির ন্যায় বালকগণ শোভা পাইয়াছিল। কৃষ্ণ পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়, বালকগণ পাপড়ির ন্যায়। ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প, সুতরাং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সকলের দিকেই তাঁহার মুখ ছিল, সকল বালকই ভাবিত যে, কৃষ্ণ আমার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন, অন্য সকলে পার্শ্বে বা পৃষ্ঠের দিকে মুখ করিয়া আছে। এই শ্লোক দ্বারা "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং" এই শ্রুত্যর্থ দেখান হইয়াছে। ৮

মুখভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা নিজ নিজ খাদ্যের উৎকর্ষ বুঝাইয়া দিয়া নিজে হাসিয়া, অন্য সকলকে হাসাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ আহার করিতে লাগিল, তাহারা কিছু ভোজন করিয়া আস্বাদবিশেষ অনুভব করিলে উহা পরীক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণকে দিত।

শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-পরিপাটীবর্ণনাত্মক এই শ্লোকের বর্ণনা পাঠে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ উৎকটাসনে (উটকো) বসিয়াছিলেন, ডানদিকে উদর ও বসনের মধ্যে বাঁশীটি ছিল, শৃঙ্গ ও বেত্র বামকুক্ষিতে এবং বৃহৎ কবল (গ্রাস) বামহস্তে রাখিয়া ও ফলাদি অঙ্গুলীর ফাঁকে রাখিয়া—তিনি ভোজন করেন, এবং ভোজনকালে নানাবিধ পরিহাসবাক্যে সুহৃদ্গণকে হাসাইয়াছিলেন, স্বর্গবাসিগণ এই ব্যাপার আশ্চর্য্য সহকারে দেখিয়াছিল; যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞীয় হবির্ভোক্তা, কৃষ্ণ এইরূপ ভাবে বাল্যক্রীড়ারত হইয়া আহার করিয়াছিলেন। যজ্ঞের মন্ত্রপূত হবি যিনি স্বীকার মাত্র করেন, তিনিই বৃন্দাবনে বাল্যক্রীড়ার পূর্ণতার জন্য গোপবালকগণসহ আহার করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবসমাজ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়াছিল। ১১-১০

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষচ্যুতাত্মসু। বৎসাস্ত্বন্তর্ব্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥১২॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তান্ ঊচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্। মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্॥১৩
ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেস্বাত্মবৎসকান্। বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥১৪॥
অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতুর্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥১৫
ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥১৬
ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ। সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥১৭॥

হে ভারত! উক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যাবতীয় বৎসপালগণ ভোজন করিতে থাকিলে বৎসগণ তৃণলোভে দূরে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ১২

এই বিশ্বের ভয়ের যিনি ভয়স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বৎসপালগণকে ভয়সন্ত্রস্ত দর্শন করিয়া বলিলেন, হে মিত্রগণ! তোমরা ভোজনে বিরত হইও না, আমি বৎসগণকে এই স্থানে আনিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া, খাদ্যসামগ্রীর গ্রাস হাতে করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত, পর্ব্বতগুহা, লতাদি দ্বারা আচ্ছন্নাভ্যন্তর প্রদেশে যে সকল স্থান, তথায় এবং গহ্বরসকলে বৎসগণকে অন্বেষণ করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

হে রাজন্! পূর্ব্বে যে ব্রহ্মা আকাশে অবস্থিত থাকিয়া অঘাসুরের মোক্ষদর্শনে বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পদ্মযোনি সেই অবসরে অথবা এই ছিদ্র পাইয়া মায়াবালকরূপী হরির অন্য প্রকার মনোহর মহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় বৎস এবং ভোজনস্থান হইতে বৎসপালগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, এবং উহাদিগকে অন্যত্র রাখিয়া নিজে অন্তর্হিত হইলেন। ১৫

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ বৎসসকলকে দেখিতে না পাইয়া পুলিনে (যে স্থান হইতে গিয়াছিলেন) ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় বৎসপালগণকে দেখিতে না পাইয়া বনমধ্যে বৎসগণ ও বৎসপালগণ এই উভয়েরই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১৬

শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে কোথায়ও বৎস কিম্বা বৎস-পালগণকে দেখিতে না পাইয়া, হঠাৎ জানিতে পারিলেন যে, এই সকল (লুকোচুরি) কার্য্য ব্রহ্মার কৃত।১৭

বিবৃতি—এই শ্লোকের চতুর্থপাদে নয়টি অক্ষর থাকায় অনুষ্টুপ ছন্দ ভঙ্গ হইয়াছে, উহা আর্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অস্য ভীভয়ং এই পদটি কৃষ্ণের বিশেষণ, উহার অর্থ, এই বিশ্বের যে ভীতি তাহারও ভয়স্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ সর্ব্বাভয়প্রদ, অতএব তাঁহার বাক্যে বালকগণের ভয় অপগত হইয়াছিল। ১৩

ইহা দেখিবার বিষয় যে, ভগবানের নিজজনের প্রতি কত দয়া। ১৪

চক্রবর্ত্তী মনে করেন যে, ব্রহ্মা মায়াকল্পিত বৎস ও বৎসপালগণকে মায়ামুগ্ধ হইয়াই চুরি করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন যে—এই সকল চুরি করিলে পর ইনি কি করেন? নিজমহিমাবলে উহাদিগকে আনয়ন করেন অথবা আমার নিকট উহাদিগকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন অথবা কিছুই জানিতে পারিবেন না, এই সকল বিচার ব্রহ্মার পক্ষে মায়ামুগ্ধ না হইলে সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্রহ্মা চুরি করিতে উদ্যত হইলে যোগমায়া সত্য বৎস ও বালকগণকে আচ্ছাদন করিয়া বহিরঙ্গ মায়া দ্বারা সদ্যঃকল্পিত বৎস-বালকগণকে দেখাইয়াছিলেন, ব্রহ্মাও তাহাদিগকেই চুরি করেন। ১৫

শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে বৎস ও বৎসপালগণ ছিল, তাহা জানিলেও ব্রহ্মার মোহ আনয়নার্থ নিজে যেন উহা দেখিতে পান নাই, এইরূপ অভিনয় করিয়া নটের ন্যায় উভয়ের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। ১৬

ভগবান্ স্নেহপ্রবণ ছিলেন, সেই জন্য এ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া সখাগণ ও বৎসগণের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তখন বিচার করিবামাত্র সকল ব্রহ্মার কৃত অপহরণবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মনে করেন, ব্রহ্মার অপহরণ ক্ষণেই ভগবান্ জানিতে পারিয়াও অভিনয়ার্থ অন্বেষণ করেন। ১৭

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৄণাঞ্চ কস্য চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥
যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্‌ঘ্র্যাদিকং যাবদ্‌যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্‌যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥১৯
স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ। ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্‌ব্রজম্ ॥২০
তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্‌নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ। তত্তদাত্মাভবদ্রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ২১ ॥
তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ॥ ২২ ॥
ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনালঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

তার পর বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বৎস ও বৎসপালগণের মাতৃবর্গের ও ব্রহ্মার আনন্দ-বিধান করিবার জন্য নিজেকেই বৎস ও বৎসপাল এই দ্বিবিধরূপে রচনা করিলেন। ১৮

অর্থাৎ বৎস ও বৎসপালগণের যতগুলি যদ্রূপ ক্ষুদ্র পরিমাণের শরীর, যে প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত-পদাদি, এবং যত যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণু, দল, শিক্য প্রভৃতি, বসন ভূষণ যদ্রূপ, শীল গুণ আকার বয়স, যে প্রকার বিহার ইত্যাদি ছিল অবিকল তদ্রূপ হইয়া সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, অতএব "সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়" এই যে প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, তাহা যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছিল। ১৯

ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মস্বরূপ বৎসপালগণ দ্বারা আত্ম-স্বরূপ বৎসগণকে গোষ্ঠ হইতে লইয়া এবং নিজে নিজেই ক্রীড়া স্থির করিতে করিতে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২০

হে রাজন্! ভগবান্ মায়াবলে গোপবালকগণের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব সেই সেই বৎস সকলকে পৃথক্ পৃথক্ লইয়া গিয়া তত্তদ্গোষ্ঠে স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের সেই সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২১

হে রাজন্! সেই সকল বৎসপালগণের মাতৃগণ, বেণুশব্দশ্রবণে সত্বর উত্থিত হইয়া সেই সকল মায়া-রচিত বালককে স্ব স্ব তনয় জ্ঞানে বাহুদ্বয় দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ও কোলে তুলিয়া লইয়া স্নেহবশে ক্ষরিত সুধার ন্যায় স্বাদু ও মদ্যের ন্যায় মাদক স্তন্য ব্রহ্মরূপ পুত্রগণকে পান করাইয়াছিল। ২২

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে তত্তৎকালের ক্রীড়ানিয়মের দ্বারা সায়ংকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলেও সুন্দর আচরণ দ্বারা মাতৃগণকে প্রহর্ষিত করিলেন, তাহারাও উন্মর্দ্দন, স্নপন, অনুলেপন, অলঙ্করণ, রক্ষণ, তিলকার্পণ ও ভোজনাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে তাঁহার লালন করিল। ২৩

বিবৃতি—ভগবন্মায়ামোহিত ব্রহ্মা আমি ভগবান্‌কে মায়ামুগ্ধ করিতে পারিয়াছি, এই মনে করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলে, ভগবান্ পুনরায় বালকগণসহ ভোজনলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং পুত্রভাবাভিলাষিণী গোপীগণের ইচ্ছাপূরণ করিবার জন্য ও ব্রহ্মার ইষ্টদেব মূর্ত্তিদর্শনে আনন্দ-বিধানার্থ সহস্র সহস্র বাসুদেব দেখাইবার জন্য বৎস ও বালকরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮

কৃষ্ণ নিজেই বৎস, নিজেই ইহাদের রক্ষক, সুতরাং প্রযুজ্য প্রযোজক কর্ত্তা কর্ম্ম সকলই তিনি হইয়াছিলেন, এবং আত্মবিহার দ্বারা নিজে ক্রীড়া করার ক্রিয়াকারকও নিজেই হইয়াছিলেন। ২০

যাম পদে দিবসের শেষপ্রহর, বৎসগণের পূর্ব্বেই গৃহে আগমন করা উচিত বলিয়া বর্ষার দিনের ন্যায় তখনও ঐ সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন হইত। উন্মর্দ্দন—তৈলমর্দ্দন। ২৩

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্ মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥ ২৪ ॥

গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা। পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥২৫॥

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্। শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥২৬॥

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ। পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥২৭

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ। পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ ॥ ২৮ ॥

তার পর গাভীগণও কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোষ্ঠে আসিতে লাগিল এবং হুঙ্কার শব্দে আহূত ও সমীপে সম্মিলিত স্ব স্ব বৎসকে বারম্বার লেহন করিতে করিতে স্নেহভরে স্বয়ংক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। ২৪

(এইরূপ স্নেহাধিক্যে বাধা দেওয়া কৃষ্ণের পক্ষেও অসম্ভব ছিল, এই কথা বলা হইতেছে) হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গো ও গোপীগণের উপলালনরূপ মাতৃতা যদিও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইল, তথাপি এক্ষণে স্নেহাধিক্য দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং ঐ সকল গো ও গোপীগণের নিকট ভগবানের বালভাবও পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছিল, পরন্তু উহাতে মায়া—আমি উহার মাতা বা আমি উহার পুত্র, এই প্রকার মোহ ছিল না। ২৫

ব্রজবাসীদিগের ইতিপূর্ব্বে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজেদের পুত্রাপেক্ষায় যে স্নেহাধিক্য ছিল, এক্ষণে ঐ সকল স্ব স্ব সন্তানের প্রতি তদপেক্ষায়ও স্নেহরূপ লতা এক বৎসর পর্য্যন্ত এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহার সীমা ছিল না। ২৬

হে রাজন্! এই প্রকারে স্বয়মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৎস এবং বৎসপালকচ্ছলে আপনি আপনাকে পালন করতঃ সম্বৎসর পর্য্যন্ত বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ২৭

(এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বলদেবেরও মোহ ছিল, সম্বৎসরান্তে তিনি কথঞ্চিৎ জানিতে পারেন, এই কথা দেখাইবার নিমিত্ত বলা হইতেছে) বৎসর পূর্ণ হইবার মাত্র পাঁচ ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে এক দিন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বৎসচারণ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৮

বিবৃতি—ঐ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গো ও গোপীগণের উপলালনরূপ মাতৃভাব পূর্ব্বের ন্যায় ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন নিজ নিজ পুত্র শ্রীদাম সুদামাদি হইতে নন্দনন্দনে অধিক স্নেহ ছিল, এক্ষণে ব্রহ্মমোহন দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ পুত্র হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহবৈষম্য ছিল না, কারণ, কৃষ্ণ স্ব স্ব পুত্র হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বপুত্রে ও যশোদাপুত্রে তুল্য স্নেহ ছিল। সেইরূপ ঐ সকল গো-গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বালভাবও পূর্ব্বের ন্যায়ই ছিল। কিন্তু উহা মায়া ব্যতীতই, অর্থাৎ পূর্ব্বে পরপুত্রে পুত্রত্ব, পুত্রতুল্যত্ব ছিল, এক্ষণে ব্রহ্মমোহন দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভাব যথার্থ হইয়াছিল, উহাতে মায়া অর্থাৎ কাল্পনিকত্ব ছিল না। ২৫

যশোদানন্দন কৃষ্ণ ও স্বপুত্রীভূত কৃষ্ণের স্বরূপতঃ একরূপতা নিবন্ধন, স্নেহাধিক্য তুল্য, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইলেও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে, যশোদানন্দনে গুণোৎকর্ষ নিবন্ধন স্নেহাধিক্য ছিল। লতা যেমন প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ একবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যেমন যশোদানন্দনে স্নেহাধিক্য ছিল, এক্ষণে নিজ নিজ পুত্রেও সেইরূপ সীমাহীন রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অথবা উভয় কৃষ্ণে স্নেহসম্পদের তুল্যতা হইলেও যশোদানন্দন কৃষ্ণে অপূর্ব্ববৎ অর্থাৎ নিত্য নূতন ছিল, যশোদানন্দন অংশী পূর্ণ—নিজ নিজ পুত্রগণ অংশ, সুতরাং তারতম্য ছিলই। ২৬

ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্। গোবর্দ্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্ ॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ।
দ্বিপাৎ ককুদ্‌গ্রীব উদাস্যপুচ্ছোঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥ ৩০ ॥

সমেত্য গাবোঽধোবৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্। গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥ ৩১ ॥

গোপাস্তদ্রোধনায়াস-মৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা। দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্॥ ৩২ ॥

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্।
উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধনি ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ॥ ৩৩ ॥

সেই বন হইতে অনেক দূরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরে তৃণভক্ষণরত গাভীসকল, ব্রজের নিকটে বিচরণশীল বৎস সকলকে দেখিতে পাইয়াছিল। ২৯

সেই গো-সকল, ব্রজসমীপে বৎসগণকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের প্রতি স্নেহবশে নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজেদের পালকগণ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অতি দ্রুত ব্রজসমীপে অবস্থিত বৎসগণের নিকট গিয়াছিল, যাইবার সময় দুই পায়ে ধাবিত হওয়ায় দ্বিপাদ বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহারা উর্দ্ধমুখ হওয়ায় গ্রীবা কবুদে আকুঞ্চিত হইয়াছিল, এবং মুখ ও পুচ্ছ উর্দ্ধে ছিল, হুঙ্কার শব্দ করিয়া গমন করিয়াছিল, গমনকালে সকলেরই (স্নেহভরে) স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়াছিল। ৩০

হে রাজন্! ঐ সকল বৎসবতী (পুনর্ব্বার প্রসবকারিণী অতএব বৎসযুক্তা) গাভীগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে বৎসগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদের যেন গিলে ফেলিবার ন্যায় অঙ্গ চাটিতে চাটিতে নিজের নিজের স্তন্য তাহাদিগকে পান করাইয়াছিল। ৩১

হে মহারাজ! গোপগণ ঐ গাভী সকলকে অবরোধ করিবার নিমিত্ত বিস্তর ব্যর্থ প্রয়াসে লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গম পথ কষ্টে অতিক্রম পূর্ব্বক গাভীগণের নিকট আসিয়া গোবৎস সকলের সহিত নিজ নিজ পুত্রগণকে দেখিয়াছিল। ৩২

হে রাজন্! সেই সকল গোপগণ, (গাভীগণের দৃষ্টিপথে তাহাদের বৎসগণকে আনয়ন করিবার অপরাধে বালকগণকে তাড়ন করিবার নিমিত্ত আগত হইলেও) নিজ পুত্রগণ দেখিবামাত্র অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসে তাহাদের চিত্ত আপ্লুত হইয়াছিল, অতএব বালকগণের প্রতি আর ক্রোধ রহিল না; পরন্তু তাহাদের প্রতি অনুরাগ জন্মিল, সুতরাং ঐ সকল বালকগণকে গ্রহণ ও বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণে পরম হর্ষ লাভ করিয়াছিল। ৩৩

বিবৃতি—ব্রজসমীপে ইহা দ্বারা বোধ হয় গোবর্দ্ধনের ঈশান কোণে স্থিত অরিষ্টমর্দ্দন কুণ্ড সমীপপ্রায় প্রদেশ হইবে, সেই পর্য্যন্ত ব্রজ ছিল, সন্নিকের প্রদেশ হইতে সরলপথে চারি ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। ২৯

রাম বৎসগণের প্রতি গাভীগণের স্নেহাতিশয় দর্শন করিয়াছিলেন, এই কথা বলিয়া গোপালকগণের স্নেহাতিশয় দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন, গোপ ইতি। ৩২

আয়াস প্রভৃতি প্রেমরসের অন্তরায় হইলেও এবং নিজ পুত্রগণ বৎসলা গাভীগণের দৃষ্টিপথে তাহাদের বৎস সকল আনয়নের অপরাধ করিলেও এবং তাহাদিগকে শাসনার্থ তাড়নাদির অভিপ্রায়ে দীর্ঘ দুর্গমপথ কষ্টে অতিক্রম করিয়া আসিলেও সেই পুত্রগণের উৎকৃষ্ট প্রেমরসে তাহাদের চিত্ত আপ্লুত হইয়াছিল, তাহাদের ক্রোধের পরিবর্ত্তে জন্মিল অনুরাগ, দুই হাতে পুত্রকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিল ও মস্তক আঘ্রাণে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিল। ৩৩

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ। কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ॥ ৩৪ ॥
ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্দ্ধের্বীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্। মুক্তস্তনেষপ্যত্তেষপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥
কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি। ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥৩৬॥
কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥৩৭
ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি। সর্ব্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥ ৩৮ ॥
নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদেত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ ॥ ৩৯ ॥

তার পর বৃদ্ধ গোপগণ পুত্রালিঙ্গনে সুনির্বৃত (অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভে তৃপ্ত) হইয়া যদিও অতিকষ্টে আলিঙ্গনব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইল, তথাচ সেই সকল পুত্রের স্মরণে নয়নযুগল অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৩৪

যে সকল শিশু স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি ব্রজবাসীদিগের (গোপ ও গোগণের) প্রেমাতিশয়ের কারণ জানিতে না পারিয়া রাম চিন্তা করিয়াছিলেন। ৩৫

সকলের প্রাণস্বরূপ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর যেমন অসীম প্রেম ছিল, এক্ষণে উঁহাদের নিজ নিজ বালকের প্রতিও সেইরূপ অদ্ভুত (যুক্ত্যতীত) অপূর্ব্ব-প্রেম কেন বৃদ্ধি পাইতেছে, অথবা আমার সহিত কৃষ্ণও নিজ নিজ বালকদের প্রতি ব্রজবাসীর যুক্তির তর্কের অতীত অদৃষ্টপূর্ব্ব এই প্রেম কেন বর্দ্ধিত হইতেছে ? । ৩৬

এ কোন্ মায়া ? দেবতা, মানব, অথবা অসুরগণের প্রযুক্ত এই মায়া, এ কোথা হইতে আসিল ? ইহা খুব সম্ভব আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া হইবে, অন্য মায়া আমাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। ৩৭

হে রাজন্! বলরাম এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞানময় নেত্রে তিনি বৎস ও বৎসপালগণ সকলকে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিলেন। ৩৮

(বলরাম এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণরূপী সকলকে সামান্যরূপে জানিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণোপদেশে বিশেষরূপে সকল জানিতে পারিলেন, এই কথাই বলা হইতেছে।)

এই সকল বৎসপালগণ দেবগণের অংশ নহে, এবং বৎসগণও ঋষিদিগের অংশ নহে, ভেদাশ্রয় হইলেও (অর্থাৎ তোমাতে ও ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকিলেও) তুমিই ইহাদিগের মধ্যে প্রতিভাত হইতেছ, অতএব ইহারা সকলে পৃথক্ অথচ কিরূপে তুমিই ইহাদের স্বরূপ হইলে, ইহা সংক্ষেপে আমাকে বল, এইরূপ উক্ত হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উহা বলিলে বলদেব সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন।৩৯

বিবৃতি—গোপগণ বৃদ্ধবয়সে বিবেকসম্পন্ন হয়, সুতরাং বৃদ্ধ গোপগণের তাদৃশ অল্পবিয়োগে মোহ হওয়া সম্ভবপর নহে, তথাপি তাহারা সেইরূপ স্নেহমুগ্ধ হইয়াছিল। ৩৪

নবপ্রসূতা গাভীগণ প্রতিদিন গোদোহনকালে নবপ্রসূতাপেক্ষায় পূর্ব্বের বৎসগণের প্রতি স্নেহাতিশয় দেখাইলেও সেই দিন গাভীগণের এবং বিবেকসম্পন্ন বৃদ্ধ গোপগণের স্নেহাতিশয্য দর্শনে ঐ জাতীয় উৎকণ্ঠার কারণ জানিতে না পারায় বলদেব চিন্তা করিয়াছিলেন, পরন্ত যোগমায়া দ্বারা মুগ্ধ ব্রজগণ সে বিষয়ে চিন্তা করে নাই। ৩৫

আমার ও ব্রজবাসিগণের তাহাদের প্রতি এই প্রকার প্রীতির কারণ কি ? । ৩৬

বিমোহিনী—অনুসন্ধান না করিয়া যে প্রেম বৃদ্ধি করায়। বলরামের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমি যে অংশে অবতীর্ণ, তাহার মায়াতেই ব্রহ্মাদি সকল জগৎ মুগ্ধ হয়েন, সুতরাং আমাকে অন্য মায়া মুগ্ধ করিতে পারে না, সুতরাং ইহা শ্রীকৃষ্ণের মায়া। ৩৭

বলদেব প্রথমে জানিতেন যে, ভগবৎসঙ্গ-লাভের জন্য দেবগণ ও ঋষিগণ বৎসপাল ও বৎসরূপে বৃন্দাবনে

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা। পুরোবদব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥৪০॥
যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব্ব এব হি। মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥৪১॥
ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে। তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥৪২॥
এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ। সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥৪৩॥
এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্। স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥
তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি। মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥ ৪৫ ॥

(তাহার পর কি হইল, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন) ব্রহ্মা নিজ পরিমাণের ত্রুটিমাত্র কাল পরেই সেই স্থানে আসিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ অনুচরগণ সহ ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৪০

(ব্রহ্মা ক্রীড়ারত বালকগণ প্রভৃতিকে দেখিয়া এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন) গোকুলে যত বালক ও বৎস ছিল, সেই সকল বৎস ও বৎসপাল বালকগণ আমার মায়াশয্যায় শায়িত আছে, অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই। ৪১

আমার মায়ায় মোহিত বালকগণ হইতে ভিন্ন এই সকল বৎস ও বালকগণ কোথা হইতে হইল? ইহারা এখানেই বা কি প্রকারে আসিল? সেই পরিমাণই বালকগণ এই স্থানে বিষ্ণুর সহিত এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিতেছে দেখিতেছি। ৪২

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া ঐ দ্বিবিধ বালক ও বৎসগণমধ্যে কাহারা সত্য, কাহারা অসত্য, ইহা কোনও রূপে কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ৪৩

মোহশূন্য অথচ বিশ্বমোহন শ্রীকৃষ্ণকে মায়া দ্বারা মুগ্ধ করিতে গিয়া ব্রহ্মা নিজেরই মায়ায় নিজেই বিমোহিত হইলেন। ৪৪

হে রাজন্! অন্ধকার রজনীতে হিমকণপ্রভব অন্ধকার যেমন আবরণ করিতে পারে না, রাত্রির অন্ধকারেই লীন হয়, এবং খদ্যোতের জ্যোতি যেমন দিবসে পৃথক্ প্রকাশ পায় না, পরন্তু সূর্য্যকিরণেই লীন হইয়া যায়, সেইরূপ যে পুরুষ মহৎপুরুষে আত্মমায়া বিস্তার করেন, তাঁহার প্রতি ঐ প্রযুক্ত মায়া কিছু করিতে পারে না, পরন্তু নিজের সামর্থ্যই বিনষ্ট করে। ৪৫

বিরাজ করেন, পরে সকলকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! ইহারাও দেবতা বা ঋষি নহেন, তোমাকেই ত ইহাদের মধ্যে দেখিতেছি, অথচ তুমি ও ইহারা পৃথক্, ইহা সত্য; সুতরাং তুমি আমাকে ইহার তথ্য বল। বলদেবের প্রশ্নোত্তরে কৃষ্ণ সকল কথাই—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎস ও বৎসপাল হরণ বৃত্তান্ত, নিজের তত্তদ্রূপধারণ প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে বলিলে বলদেব সকল জানিতে পারিয়াছিলেন। ৩৯

বিবৃতি—মনুষ্যের একবৎসরকালে ব্রহ্মার এক ত্রুটি সময় হয়। সুতরাং মনুষ্যলোকের এক বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা সেই স্থানে পুনরায় আসিয়া অনুচরগণের সহিত কৃষ্ণকে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। এই দিন বলদেবের জন্মতিথি ছিল, সেই জন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে আসিতে দেন নাই, অথবা কৃষ্ণই এই দিনের রহস্যবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ৪০

মায়ার দুইটি শক্তি;—আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণশক্তি দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য তিরোহিত হয়, বিক্ষেপশক্তি দ্বারা অন্য বস্তুর ভান হয়, এই স্থানে বিষ্ণুকে ভুলাইতে গিয়া ব্রহ্মা নিজেই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন. উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ যে দুইটি উদাহরণ দেখান হইয়াছে, উহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, মহৎশক্তির নিকট ক্ষুদ্র শক্তি কার্য্য করিতে না পারিয়া নিজেই নষ্ট হয় ও প্রযোক্তার সামর্থ্য নষ্ট করে। ৪৫

তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥৪৬॥
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্র-গদারাজীবপাণয়ঃ। কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন-কম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ। নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥৪৮॥
আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসীনবদামভিঃ। কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥
চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ। স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ ॥৫০॥
আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈর্ম্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ। নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্‌পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ৫১ ॥
অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ। চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥
কালস্বভাবসংস্কার-কামকর্ম্মগুণাদিভিঃ। স্বমহিধ্বস্তমহিভির্ম্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥৫৪॥
এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্। যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

(সেই সময় আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল) ব্রহ্মার সমক্ষে তৎক্ষণাৎ সকল বৎস, বৎসপাল, যষ্টি, শৃঙ্গ প্রভৃতি পদার্থ, নবীননীরদশ্যাম, পীতকৌশেয়বসনধারী, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্ত, কিরীট কুণ্ডল হার এবং বনমালায় অলঙ্কৃত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪৬-৪৭

আর সকলেরই বাহুতে শ্রীবৎসের প্রভাযুক্ত অঙ্গদ, সকলেরই হস্তে কটক, কটিসূত্র, তথা অঙ্গুরীয়ক দ্বারা উদ্যোতিত। ৪৮

এবং সকলেরই সর্ব্বগাত্রে বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য-শালী ভক্তজন কর্ত্তৃক অর্পিত তুলসীর নূতন মালা এবং তদ্দ্বারা সকলেরই চরণ ও মস্তক পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইয়াছিল। ৪৯

সকলেই জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল হাস্য, অরুণবর্ণ অপাঙ্গের দর্শন দ্বারা নিজ ভক্তগণের অভিলাষ সকলের স্রষ্টা ও পালকের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল। ৫০

আর মূর্ত্তিমান ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত চরাচর সকলেই নৃত্যগীতাদি বহুবিধ অর্হণ দ্বারা তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতেছিল। ৫১

অপর সকলেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, অবিদ্যাদি শক্তি এবং মহদাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে বেষ্টিত বলিয়া বোধ হইল। ভগবানের মহিমা দ্বারা যাহাদের স্বতন্ত্রতা তিরোহিত হয়, সেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণাদি পদার্থ সকল মূর্ত্তিমান হইয়া ঐ সকলের উপাসনা করিতেছিল। ৫২-৫৩

হে মহারাজ! সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত আনন্দ-মাত্রৈকরস যে ব্রহ্ম, তাহাই তাহাদের মূর্ত্তি হইয়া-ছিল, অতএব তাহাদের মাহাত্ম্য জ্ঞানচক্ষু আত্মজ্ঞ-গণেরও স্পর্শযোগ্য হয় নাই। ৫৪

হে রাজন্! যাহার দীপ্তি দ্বারা সকল চরাচর এই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐ সমস্ত আত্মাকে সেই পরব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ৫৫

শ্রীবৎস—দক্ষিণ স্তনের উর্দ্ধে সূক্ষ্ম রোমের দক্ষিণাবর্ত্ত ভগবানের অসাধারণ চিহ্ন। অথবা শ্রীযুক্ত বক্ষঃ তাহার প্রভায় উদ্যোতিত, অথবা শ্রীযুক্ত বক্ষ যাহাদের। ৪৮

সত্ত্বগুণের ন্যায় বিশদ হাস্য দ্বারা পালকের ন্যায়; রজো-গুণের ন্যায় অরুণ গুণের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সেই সকলে হইয়াছিল। ৫০

বিবৃতি—ব্রহ্ম দৃশ্য বা বহুবিধ নহেন; তবে এ কথা এখানে কেন বলা হইল? উত্তর—ভক্তির অভাবে তাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও ইহাদের মাহাত্ম্য বিস্পষ্ট হইলেও গ্রহণ করিতে পারেন না। ভক্তির নেত্রে ব্রহ্মেরও অপ্রাকৃত রূপগুণাদি সত্তা তাহার ইচ্ছায় হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। ৫৪

ততোঽতিকুতুকোদ্বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ। তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥৫৬॥
ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্ ॥৫৭॥
ততোঽর্ব্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ। কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা ॥৫৮॥
সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্। বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥৫৯
যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ। মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্ ॥৬০॥

তদনন্তর অতিশয় কৌতুকে দৃষ্টি পরাবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মা তাহাদের তেজে নিস্তব্ধ-সকলেন্দ্রিয় হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, যেমন সর্ব্বলোক-পূজ্যা পুরীর দেবতার সম্মুখে বালকের ক্রীড়া-পুত্তলিকা নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে। ৫৬

সরস্বতীর স্বামী ব্রহ্মা, ইহা কি ? এই বলিয়া তর্কের অবিষয়, স্বপ্রকাশ ও সুখস্বরূপ, প্রকৃতির পরবর্ত্তী, নিত্য, এবং বেদ যাঁহাকে অণু নয়, স্থূয় নয় ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন, সেই ভগবানের সেই অসাধারণ মহিমময় ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এমন কি, উহা দেখিতেও অসমর্থ হইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ মায়া-যবনিকা অপসারিত করিয়াছিলেন অথবা ইনি লোকপালা-ভিমানী, সুতরাং আমার ঐশ্বর্য্য দেখিবার যোগ্য নহেন, এই জন্য ব্রহ্মার উপর মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। ৫৭

মায়া অপসৃত হইবামাত্র ব্রহ্মা বাহ্য দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায় কথঞ্চিৎ উঠিয়া বসিলেন, তার পর অতি কষ্টে নয়ন উন্মীলন করিয়া আপনার সহিত এই জগৎ দেখিতে পাইলেন। ৫৮

সকল দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ সম্মুখস্থিত জনগণের জীবিকোপযোগী বহুবিধ বৃক্ষ-লতা-পরিপূর্ণ, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়, অথবা আত্মারামগণের প্রিয়, বৃন্দাবন (সেই) ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন। ৫৯

ভগবানের নিবাসস্থান বলিয়া ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মুক্ত যে বৃন্দাবনে স্বাভাবিক (জন্মগত) বৈরভাবাপন্ন মনুষ্য মৃগাদিগণও মিত্রের ন্যায় বাস করিত। ৬০

বিবৃতি—ব্রহ্মা এই অত্যাশ্চর্য্যব্যাপারদর্শনে বালকগণের তেজে দৃষ্টি পরাবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া হংসপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাদের নিকটে পতিত হওয়ায় নানা-জনারাধ্য পুরদেবতার প্রতিমার ন্যায় বোধ হইয়াছিল, অথবা পুরদেবতার সম্মুখে বালকের ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহারই নাম ব্রহ্মমোহন। ৫৬।

এই শ্লোকটির পদগুলি অত্যন্ত কঠিন, ইতীরেশে এই স্থানে ইতীবেশে এইরূপ পাঠ করিলে অর্থ অনেক সহজ হয়, কিন্তু ঐরূপ কল্পনা করার মত দুঃসাহস আমাদের নাই, পরন্তু ইহাও বলা যায় যে, প্রাচীন অক্ষরের 'র' 'ব' নিশ্চয় করাও কঠিন, এক্ষেত্রে স্বামীর ধৃত পাঠেরই ব্যাখ্যা সকলে করিয়াছেন। পুরাণে ব্রহ্মা সরস্বতীর স্বামী বলিয়া কদাচিৎ উক্ত হইয়াছেন, উহাও প্রসিদ্ধ পুরাণে নহে, পরন্তু বাসুদেবের ধ্যানে দেখা যায়, সরস্বতী বিষ্ণুপত্নী, অমরকোষাদিতেও ব্রহ্মাকে সরস্বতীর পতি বলেন নাই, পরন্তু বৃহস্পতিকে গীষ্পতি বাচস্পতি বলা হইয়াছে, সুতরাং বেদবক্তৃত্ব হিসাবে ব্রহ্মাও সরস্বতীপতি হইতে পারেন। এই শ্লোকের 'নিজ মহিমনি' ইহাই বিশেষ্য, উহার বিশেষণ তিনটি, উহাও দুর্ব্বোধ্য পদ, পরত্রা জাতঃ-ইহার অর্থ প্রকৃতির পরবর্ত্তী, অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শনে ব্রহ্মার যোগ্যতা নাই, তখন তিনি যোগমায়া দ্বারা সকল আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। মায়া ও যোগমায়ার মধ্যে ভেদ আছে, উহা এই প্রকার—যে বাস্তব বস্তুকে আবরণ করে ও অবাস্তব বস্তু দর্শন করায়, উহার নাম মায়া, এবং যে বাস্তব বস্তুমধ্যে কিছু আবরণ করে ও কিছু দেখায়, সে যোগমায়া। ৫৭

ব্রহ্মা মূর্চ্ছিত হইয়া হংসপৃষ্ঠে পড়িয়া যান, পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া মৃতব্যক্তির ন্যায় অর্থাৎ দুর্ব্বল ও পূর্ব্বব্যাপার বিস্মৃতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বসেন; তার পর নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক নিজেকে ও জগৎ সন্দর্শন করেন। ৫৮

ততোঽন্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্বদেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥ ৬১ ॥
দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥ ৬২ ॥
উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্। আস্তে মহিত্বং প্রাগ্দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥৬৩॥
শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সেই বৃন্দাবনে অদ্বয় অনন্ত অগাধবোধস্বরূপ ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) গোপশিশুর অভিনয় করিতেছিলেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এক হস্তে ভোজনের গ্রাস গ্রহণ করিয়া বৎস ও সখাগণকে অন্বেষণ করিতেছেন, ইহা ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন। ৬১

ব্রহ্মা, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নিজ বাহন হইতে অতি দ্রুত অবতরণ করিলেন, এবং নিজ শরীরকে সুবর্ণ-দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন, তার পর মস্তকচতুষ্টয়স্থ চারিটি মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া নিজের আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। আর ইতিপূর্ব্বে ভগবানের যে মহিমা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বারম্বার উঠিলেন ও পাদদ্বয়ে পতিত হইলে এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়াছিল। ৬২-৬৩

তার পর ব্রহ্মা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিতে করিতে নতকন্ধর হইয়া ভগবানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বিনীত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সমাহিতচিত্তে কম্পান্বিতকলেবরে গদ্গদবচনে স্তব করিয়াছিলেন। ৬৪

বিবৃতি—যিনি অদ্বয় এক, তাঁহার বৎস ও সখাদের অন্বেষণ, যিনি অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহার এই অন্বেষণ করা; যিনি অনন্ত, তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ান, যিনি ব্রহ্ম, তাঁহার ভোজনগ্রাস হস্তে করিয়া রাখা, ইহা তাঁহার পক্ষে গোপবালকের শিশুকালোচিত কার্য্যের নাট্যাভিনয় ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে? ৬১

ব্রহ্মার চারিটি মুখ চারিদিকে অবস্থিত, সুতরাং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মা আনন্দে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ সকল দিকের মুকুটের অগ্রভাগই শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রবল আনন্দাশ্রুজলে ভগবৎপদদ্বয় অভিষিক্ত হইয়াছিল। ৬২

ব্রহ্মার আটটি নেত্র হইলেও এখানে যে নয়নদ্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, উহা ভগবানের সম্মুখমুখের অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে। ৬৪

ইতি ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১॥
অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশেমহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ২॥
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে স্তুতির যোগ্য! স্তোত্রার্হ! নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামল শরীর, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবসন, গুঞ্জাফল-রচিত কর্ণভূষণ ও শিখি-পুচ্ছ দ্বারা উজ্জ্বল-বদনমণ্ডল, বনমালী, কবল, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত, মৃদুল পাদযুগল, নন্দনন্দন, তোমাকে আমি নমস্কার করি। ১

হে দেব, স্বীয় ভক্তগণের নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে যে দেহ রচিত (অথবা ভবদিচ্ছামাত্র কল্পিত) আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত এই যে দেহ, যাহা পাঞ্চভৌতিক নহে চিন্ময়, উহার মাহাত্ম্য সাক্ষাৎ কেহই সমাহিত মন দ্বারাও অবগত হইতে পারেন না, আমিও অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। যখন এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চিন্ময় এই শরীরের মাহাত্ম্য অবগত হইতে কেহ সমর্থ নহে, তখন আত্মসুখানুভূতিস্বরূপ গুণাতীত আপনার স্বরূপ কে অবগত হইতে সমর্থ হইবে? অথবা হে ভগবন্! আপনার এই পরিদৃশ্যমান ভূতময় বিরাট শরীরের মাহাত্ম্যই যখন কেহই জানিতে সমর্থ হয় না, তখন কেবল জ্ঞানময়স্বরূপ আপনার মহিমা কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? ২

হে অজিত! হে ব্রহ্মন্! (আপনার মাহাত্ম্য এইরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও) যাহারা জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া সাধুগণের মুখনিঃসৃত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও উহা সাদরে গ্রহণ ও শরীর বাক্য ও মন দ্বারা নমস্কার করিয়া জীবন ধারণ করেন, (অন্য কিছুই করেন না) তাঁহারা প্রায়শঃ ত্রিলোকমধ্যে অন্য কর্ত্তৃক অজিত হইলেও তোমাকে জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্যে তোমাকে না পাইলেও তাঁহারা পাইয়াছেন। ৩

বিবৃতি—এই শ্লোকে 'তে নৌমি' ইহা আছে, এই চতুর্থী দ্বিতীয়ার অর্থে হইয়াছে, অথবা নৌমি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া তাদর্থ্যে চতুর্থী তুমর্থে চতুর্থী। গুঞ্জা শব্দে গুঞ্জাফলরচিত চূড়াবর্ত্তিনী। অবতংস পদে পুষ্পের মালা, উহা চূড়ায় ও কর্ণে শোভিত ছিল, সুতরাং উহার দ্বারা বদনমণ্ডল সুশোভিত ছিল। ১

যাঁহা ভক্তজনের ইচ্ছায় রচিত, এই অর্থ অপেক্ষাও যাহা নিজেচ্ছামাত্র কল্পিত, এই অর্থ সাহজিক, ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত যে দেহ ভগবদিচ্ছায় রচিত হয়, উহা পাঞ্চভৌতিক নহে, উহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া এক বর্ষকাল মধ্যে কেহই উহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, এমন কি, আমি ব্রহ্মা সমাহিতচিত্তেও লক্ষ্য করিয়া কিছুই জানিতে পারি নাই, যাহা গুণাতীত, যাহার স্বরূপ আত্মসুখানুভূতি, তাহার মহিমা কিরূপে অবগত হইতে পারা যায়? ন তু ভূতময়স্য স্থানে নম্নু ভূতময়স্য এই পাঠ দেখা যায়, তাহাতে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয়—যথা হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক বিরাট অথবা ব্যাপকভাবে বৎসবালকাদি শরীর যাহা আপনার ইচ্ছায় অর্থাৎ আপনার ইচ্ছামাত্র রচিত, তাহারই মহিমা সমাহিতচিত্তে সাক্ষাৎ করিয়াও অবগত হইতে সমর্থ হই নাই, আত্মসুখানুভবস্বরূপ আপনার মহিমা কিরূপে অবগত হইতে পারিব? ২

অজিত পদটি সম্বোধনও হয়, যাহারা জ্ঞানমার্গে তোমাকে পাইবার শ্রম না করিয়া নিজ গৃহে থাকিয়াই অর্থাৎ তীর্থপর্য্যটন না করিয়াও সাধুজনের মুখনির্গত

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪ ॥
পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥
তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! সকল মঙ্গলের আশ্রয় ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করে, অর্থাৎ তদুপযোগী শ্রবণ-মননাদির জন্য ইতস্ততঃ গমনাদি এবং যম-নিয়মাদি দ্বারা শ্রম করে, তাহাদের ঐ শ্রম কেবল ক্লেশের জন্যই হয়, (কারণ, উহা দ্বারা তোমাতে ভাবের উদয় হয় না) কেহ যদি তণ্ডুলহীন স্থূলতুষ (চিটা) সকলকে অবঘাত করে, তবে যেমন তাহার হস্ত-বেদনাদিরূপ ক্লেশই লাভ হয়, অন্য কোন ফলই হয় না, সেইরূপ ভক্তি ভিন্ন কেবল জ্ঞানের সাধনাতেও ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে। ৪

হে ভূমন্! ইহলোকে পূর্ব্বকালে বহু যোগীরা (যোগ দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া) তোমাতে লৌকিকী চেষ্টাসকলও অর্পণ করিয়া তোমাতে অর্পিত নিজ কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ এবং তোমার কথা শ্রবণে উপজাত ভক্তি দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া সুখে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫

হে অপরিচ্ছিন্ন! দুর্জ্ঞেয় হইলেও যে কোন ব্যক্তি নির্ম্মল অন্তঃকরণের সাহায্যে অবিক্রিয় অরূপ অনুভবস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ বলিয়া নির্গুণ তোমার মহিমা অবগত হইতে পারেন, পরন্তু সগুণ তোমার মহিমা কোনরূপেই অবগত হইতে পারেন না। ৬

তোমার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে নমস্কার করিয়া জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকমধ্যে প্রায়শঃ তাঁহারাই তোমাকে প্রাপ্ত হন। জ্ঞানমার্গ ছাড়িয়া যাহারা ভক্তিমার্গে শ্রবণরূপ উপাসনা করে, তাহারাই তোমাকে পায়। তাহাদের যেমন কঠোর জ্ঞানের জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না, তদ্রূপ তীর্থাদি পর্য্যটন-প্রয়াসও করিতে হয় না, কেবলমাত্র সাধুজনকীর্ত্তিত ভগবৎকথা শ্রবণেই তাহারা ভগবানকে লাভ করিতে পারে। কায়মনোবাক্যে যাঁহাকে পাওয়া যায় না, অবাঙ্‌মনসগোচর সেই তোমাকে তাহারা কায় দ্বারা, মনো দ্বারা, বাক্য দ্বারা প্রাপ্ত হয়, কায় দ্বারা অর্থাৎ তাহারা স্বহস্তাদি দ্বারা শ্রীপাদস্পর্শনাদি করিতে পারে, বাক্য দ্বারা আহ্বানমাত্র ভগবৎসমাগম হয়, মনো দ্বারা সংকল্পমাত্রেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। অথবা হে ভগবন্! আপনার শরীর, মন, বাক্য, সকলই তাহারা বশীভূত করে। ৩

বিবৃতি—ভক্তি সকল মঙ্গলের নির্ঝরস্বরূপ, অর্থাৎ ভক্তি হইলে সকল মঙ্গল লাভ হয়, সেই ভক্তিকে বাদ দিয়া যাহারা শুধু জ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম করে, তাহাদের উহা কেবল শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসান হয়, কারণ, উহাতে ভগবদনুগ্রহ লাভ হয় না, সুতরাং ধানের পরিবর্ত্তে কেহ যদি তণ্ডুললাভার্থ কতকগুলি তুষ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তাহার যেমন হস্তাদি-বেদনা ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না, সেইরূপ ভক্তিকে বাদ দিয়া জ্ঞানের জন্য শ্রম করিলে তাহারও কোন ফললাভ হয় না, কেবল পরিশ্রমই সার হয়। "সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্" ইতি। ৪

ভক্তি দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়, এই সম্বন্ধে সদাচার প্রমাণ করা হইতেছে। ভগবানের কথায় রুচি হইলে সে ক্রমে তাহার সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়, যদি ভগবানে প্রেম না হয়, তবে তাঁহার উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, উহা পণ্ডশ্রম মাত্র, সৎসঙ্গে যে ভগবৎপ্রসঙ্গ হয়, উহার নিরন্তর সেবায় ভক্তি বৈরাগ্য ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হয়, ক্রমশঃ প্রেম বৃদ্ধি হইতে থাকিলে পরা গতি অর্থাৎ অন্তরঙ্গ গতি ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিতে পারে। বহু বহু যোগীরাও যখন যোগ দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সকল চেষ্টা ভগবানে অর্পণ করিলেন, তাঁহাদের আহার-বিহার, কথা বলা সকলই ভগবৎসম্বন্ধীয় হইল, এইরূপে নিজ কর্ম্মের দ্বারা এবং ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা জনিত ভক্তিবলে জ্ঞান লাভে সমর্থ

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥
তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥
পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

হে দেব! গুণসকলের অধিষ্ঠাতা, এই জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণ আপনার গুণসকলকে গণনা করিতে কে সমর্থ? হে ভগবন্! যে সকল নিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণুসকল, অন্তরিক্ষে হিমকণা সকল এবং স্বর্গে সূর্য্যাদি কিরণ পরমাণু সকল গণনা করিতে পারেন, তাঁহারাও আপনার গুণসকল গণনায় সমর্থ নহেন। ৭

হে ভগবন্! যে ব্যক্তি (ভক্ত) (সর্ব্বপ্রকার সাধন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিই করে) আপনার কবে দয়া হইবে, তাহার প্রতীক্ষা করে ও নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে এবং কায়মনোবাক্যে আপনাকে নমস্কার করিয়া জীবন ধারণ করে, সেই ব্যক্তি মুক্তিপদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়। (ব্রহ্মা এই প্রকার স্তব করিয়া পরে ক্ষমা করাই-বার জন্য নিজের অপরাধ বলিতেছেন) হে ঈশ! আমার দৌর্জন্য ও মূঢ়তা অবলোকন করুন, আপনি অনন্ত, আদ্য, পরমাত্মা, মায়াবিদ্‌গণেরও মোহনকারী, আমি তাদৃশ আপনার প্রতি মায়া বিস্তার করিয়া নিজের বৈভব (ক্ষমতা) দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, অথচ আমি কত ক্ষুদ্র, মহা বহ্নির নিকট বহ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, (অগ্নি হইতে উত্থিত শিখা যদি অগ্নিকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেমন তাহা করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও নিজ বিভব-দর্শনে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছি)। ৮-৯

হইলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহারা সুখে ভগবানের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার ভক্তগণ মহা প্রলয়ের সময়েও বিচ্যুত হয়েন না, তিনি অচ্যুত।

ভগবান্ সগুণ বা নির্গুণ যাহাই হউন, তাঁহাকে জানিতে পারা দুর্ঘট, পরন্তু ভগবৎকথা শ্রবণাদি দ্বারা সঞ্জাত ভক্তিবলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই স্থানে সগুণ নির্গুণ উভয়ের নির্ব্বিশেষে দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা বলা হইলেও এখানে সগুণাপেক্ষা নির্গুণের কথঞ্চিৎ জ্ঞান হইতে পারে, এই কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান এইরূপ হয়—আত্মা বা ব্রহ্ম অবিক্রিয় অর্থাৎ জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি, মরণাদি ষড়্‌বিধ বিকারবর্জ্জিত, অরূপ অর্থাৎ অবিষয়, ইহা এই প্রকার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যাহা বলা যায় না, যাহা অনুভবস্বরূপ স্বপ্রকাশ, এই ভাবেই নির্ম্মলান্তঃকরণ দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারে বোধ হয় না। অথবা মা লক্ষ্মী তোমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইলেও নির্গুণ তোমার মহিমা নির্ম্মল চিত্ত-বৃত্তি দ্বারা ঠিক ঠিক রূপে বুঝিতে পারেন কি? কিছুতেই পারেন না। তবে কিরূপে পারেন? স্বানুভবরূপাদি দ্বারাই পারেন। ৫-৬

বিবৃতি—যিনি গুণের অধিষ্ঠাতা, তাঁহার গুণগণনা করা সম্ভবপর হইলেও জগতের মঙ্গলসাধনার্থ অবতীর্ণ আপনার বিশেষ গুণের গণনা দূরের কথা, 'এত পরিমাণ গুণ' ইহাও কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, যাঁহারা নিপুণ, তাঁহারা দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণু, অন্তরীক্ষে হিমকণা, স্বর্গে সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির কিরণসকল হয় ত গণনা করিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু আপনার গুণগণনায় সমর্থ হইবেন না। ৭

যে ব্যক্তি ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানাদি মোক্ষ-সাধনের অনুশীলন করে না, কেবলমাত্র আপনার কবে দয়া হইবে, এই প্রতীক্ষায় স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া ও কায়মনোবাক্যে আপনাকে নমস্কার করিয়া জীবন ধারণ করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভ করে—অথবা সেই সংসারমুক্তিও আপনার পদে স্থান পায়, ফল-কামী ভক্ত, চাতক যেমন মেঘের প্রতীক্ষায় থাকে, সেইরূপ ভগবানের দয়ার প্রতীক্ষায় থাকে, এবং সেই ভক্তই পুত্র

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ ১০ ॥
ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ১১ ॥
উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোঽক্ষজাগসে।
কিমস্তি নাস্তিব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ১২ ॥

হে অচ্যুত! আমি রজোগুণে উৎপন্ন হইয়াছি, সুতরাং অজ্ঞ, এবং "আপনা হইতে আমি পৃথক্ ঈশ্বর" এইরূপ অভিমানশালী, হে প্রভো! আমি অজ, জগৎকর্ত্তা এই অভিমানের জন্য অন্ধতমো দ্বারা দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছি। হে নাথ, এই ব্যক্তি অন্যত্র প্রভুরূপে বর্ত্তমান হইলেও আমারই ভৃত্য; অতএব আমার অনুকম্পনীয় মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। ১০

হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে পাতালাদি সত্যলোকান্ত অণ্ডঘট, তাহাতে স্বপরিমাণে সপ্তবিতস্তিমাত্র পরিমিত আমার শরীর, তাদৃশ আমি কোথায়? আর আপনার মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে পারি না, আমার শরীর ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু-সকলের পরিণামার্থ গবাক্ষের ন্যায় আপনার শরীরের প্রত্যেক রোমবিবর, অতএব আমি অতি তুচ্ছ, আমাকে দয়া করুন। ১১

হে অধোক্ষজ! গর্ভস্থ বালকের পাদবিক্ষেপ, মাতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় কি? ভাব-অভাব শব্দে অভিহিত যত বস্তু আছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও আপনার কুক্ষির বাহিরে আছে কি?। ১২

যেমন পিতার ধনের দায়াধিকারী, সেও সেইরূপ মুক্তির দায়াধিকারী।

হে ঈশ্বর! আমার অনার্য্যভাব অর্থাৎ দুর্জ্জনের ন্যায় কার্য্য ও মূর্খতা আপনি লক্ষ্য করুন, আপনি অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্য, পরাত্মা—আত্মারও আত্মা, মায়াবিদ্গণের মোহনকারী আপনি, অথচ আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও মূঢ়তাপ্রযুক্ত মায়া দ্বারা আপনাকে মুগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র বহ্নিকণার মহাগ্নিকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছার ন্যায় আমার ঐ অভিলাষ, সুতরাং নিজের পিতার প্রতি দুর্ব্যবহার অনার্য্যোচিত এবং ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা মহা-শক্তিমানকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা মূর্খতামাত্র। ৮-৯

বিবৃতি—দৌর্জন্য করার জন্য আমি দণ্ডার্হ হইলেও মূঢ়তার জন্য ক্ষমার পাত্র, এই কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। হে অচ্যুত, তুমি মহান্ দয়ার সাগর এবং আমি অতি নীচ, সুতরাং আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কারণ, নীতি-শাস্ত্রে আছে—"নীচে দয়াধিকে স্পর্দ্ধা" নিজের নীচতার কারণ যে হেতু রজোগুণোদ্ভব এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান নিবন্ধন জাত তমোগুণ দ্বারা অন্ধীভূত, অথবা রজোভুবঃ ধূলির পুত্র, সুতরাং অতি হেয়; যদি বল, আমি অন্ধ, কিরূপে দেখিতে পাইলাম? তাহার কারণও আপনার করুণাচন্দ্রোদয়ে তমো দূর হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছি ও আপনি দৃষ্ট হইয়াছেন, যদি বলেন—কোন্ বিচারে ক্ষমা করিব? তাহার উত্তরে বলি, আমি ভৃত্য, আপনি প্রভু, সুতরাং ভৃত্যকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন অথবা মূঢ়তানিবন্ধন অনুষ্ঠিত বলিয়া অপরাধ ক্ষমা করুন। ১০

সকলেরই দেহ, নিজহস্তের সপ্তবিতস্তিপরিমিত, ব্রহ্মার দেহ পাতালাদি সত্যলোকান্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরিমিত হইলেও ঐরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাহার রোমকূপে স্থান পায়, সে কত মহান্, এবং ব্রহ্মা কত ক্ষুদ্র, তাই এই বিরুদ্ধদ্বয়ের একত্র তুলনাই হয় না। সূর্য্যের নিকট জোনাকীর ন্যায় প্রতীয়মান ক্ষুদ্র আমার প্রতি আপনি ক্ষমা করুন, ইহাই ব্রহ্মার বক্তব্য এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ১১

গর্ভস্থ শিশু সন্তান যে পাদচালনা করে, তাহাতে সে মাতার নিকট অপরাধী হয় না। কারণ, তাহার হস্ত-পদ

জগত্ত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব ।
কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

(বিশেষতঃ আপনা হইতে আমার জন্ম, ইহা সুপ্রসিদ্ধ) হে ঈশ্বর ! ত্রিজগৎ ধ্বংস হইয়া গেলে অর্থাৎ প্রলয়কালে সমুদ্রসলিলোপরি শায়িত নারায়ণের নাভিকমল হইতে অজ (ব্রহ্মা) বিনির্গত হয়েন, এই যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, উহা মিথ্যা নহে, ইহা সুনিশ্চিত, তথাপি হে ঈশ্বর ! আমি কি আপনা হইতে উৎপন্ন হই নাই ? নিশ্চয়ই আমি আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি । ১৩

হে অধীশ ! আপনি কি নারায়ণ নহেন ? (আমি বলি, আপনিই নারায়ণ) যে হেতুক, আপনি সর্ব্বপ্রকার দেহীর আত্মা, (এরূপ হইয়া নারায়ণ নহেন, ইহা বলা যায় না) কারণ, নার অর্থাৎ জীবসমূহ আপনার অয়ন (আশ্রয়), অতএব সর্ব্বদেহীর আশ্রয় বলিয়া আপনিই নারায়ণ । অপর হে দেব ! আপনি অখিল লোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন,ইহাতেও নারায়ণ শব্দবাচ্য । কারণ, নার অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি অয়ন অর্থাৎ পরিজ্ঞান করেন, তিনিই নারায়ণ ! ভগবন্ ! নর হইতে উদ্ভূত সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তথা তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল, তন্মাত্র অয়ন আশ্রয় হওয়াতে যে নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মূর্ত্তি, ইহা সত্যই আপনার মায়া নহে । ১৪

হে ভগবন্ ! জগতের আশ্রয়, আপনার সেই শরীর যাহা কল্পান্তে জলশায়ী ছিল, উহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে নাভিকমলনালপথে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত যখন অন্বেষণ করিয়াছিলাম, তখন কেন দেখিতে পাইলাম না ? যদি বলা যায়, বাহিরে দৃষ্ট হইলে পর অন্তঃকরণে দেখা যায়, তাহা হইলে আমি সেই সময় হৃদয়েও কেন দেখিতে পাই নাই ? পরন্তু সেই সময়ে তপস্যা করিবার পর তৎক্ষণাৎ সুন্দররূপে দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব আপনার মূর্ত্তি দেশবিশেষপরিচ্ছন্ন, একথাও সত্য নহে । ১৫

আকুঞ্চন বা প্রসারণ করিতেই হইবে, অথচ মাতৃকুক্ষি ব্যতীত স্থান নাই ; সুতরাং তাহার অপরাধ হয় না, হে সর্ব্বজ্ঞ, সেইরূপ সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন আপনার কুক্ষির অভ্যন্তরস্থিত, তাহার বাহির নাই, তখন আমিও আপনার গর্ভস্থ পুত্র, আপনি মাতা, আমার এই অপরাধ অবশ্য আপনাকে সহ্য করিতে হইবে । ১২

বিশ্বস্তি—উদর শব্দে নারায়ণগত তৎকালীন সকল পদার্থকে বুঝাইয়াছে, নাল পদে কমলদণ্ড বুঝায়, এস্থানে কমলকে লক্ষণা দ্বারা বুঝাইয়াছে, অথবা "নলিনে তু নলং মতম্" এই বিশ্বকোষানুসারে নালশব্দে কমল বুঝিতে হইবে । ১৩

আপনি সকল দেশে সকল কালে বর্ত্তমান থাকিলেও যোগমায়া দ্বারা আবরণ ও প্রকাশ দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া থাকেন ।

যে জগতের অভ্যন্তরবর্ত্তী জল, সেই জলশায়ী যদি আপনার শরীর হয়, তবে তাহার অভ্যন্তরে জগৎ থাকা কিরূপে সত্য হয় ? গৃহাভ্যন্তরস্থিত ঘটের মধ্যে যেমন গৃহ থাকা অসম্ভব, ইহাও সেইরূপ, সুতরাং

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জ্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥ ১৬ ॥

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥ ১৭ ॥

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

হে মায়োপশমন! আপনার এই শ্রীকৃষ্ণাবতার বাহিরে সুব্যক্ত, এই সমস্ত জগৎ আপনার জঠরমধ্যে জননীকে দেখাইয়াছেন, তদ্দারাও এ সকলের মায়িকত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, অতএব জলাদি প্রপঞ্চ সত্য নহে বলিয়া তদ্দারা আপনার পরিচ্ছেদ হইতে পারে না এবং উহা সত্য নহে। ১৬

হে ভগবন্! যে আপনার কুক্ষিদেশে আপনার সহিত এই সমস্ত জগৎ যেরূপ ভাবে প্রকাশ পায়, বাহিরেও ঠিক সেই প্রকার প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং মায়া ব্যতীত কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে? ১৭

(হে প্রভো! আপনি কেবল জননীকেই মায়া দেখাইয়াছেন, এমত নহে, আমাকেও সেইরূপ দেখাইয়াছেন, এই কথা বলা হইতেছে) হে ভগবন্! আপনি ভিন্ন এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চের মায়াময়ত্ব আমার নিকট আপনি আজই কি দেখান নাই? আপনি প্রথমে একাকী ছিলেন, তার পর ব্রজবাসী সমুদায় ও বৎসাদি হইলেন, আমি সে সকলকে চতুর্ভুজ দেখিলাম, তার পর নিখিল পদার্থ সহ তাহাদের উপাসনা করিলাম, তার পরে সেই সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড হয়, এক্ষণে অদ্বয় ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট আছেন। ১৮

যশোদাকে বদনমধ্যে যে জগৎ দেখান হইয়াছে, উহা মায়াবিলসিত বুঝিতে হইবে, জলাদি প্রপঞ্চ সত্য হইলে তাহা দ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারিত, পরন্তু উহাই মায়া-বিলসিত, এই কথাই শ্লোকত্রয়ে ব্যক্ত হইয়াছে। ১৫-১৬

বিবৃতি—যদি বলা যায়, আপনাতে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব পড়ায় উহা দেখা যায়, তবে সে কথা সত্য হয় না; কারণ, প্রতিবিম্ব পড়িলে উহা বিপরীতভাবে দেখা যায়, দক্ষিণ হয় বাম এবং বাম হয় দক্ষিণ, ইহাই প্রতিবিম্বের নিয়ম, অপর কথা এই যে, দর্পণে দর্পণ প্রতিবিম্বিত হয় না, আপনি দর্পণ-স্থানীয়, সুতরাং বাহ্য জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, উহা মায়িক বলিতে হইবে'। ১৭

ব্রহ্মা এই শ্লোকে তাঁহার ব্রহ্মদর্শন বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, ব্রহ্মার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আপনি ভিন্ন যাহা কিছু সকলই মায়িক, সুতরাং মিথ্যা, ইহা আপনি আমাকে প্রদর্শন করিয়াছেন, আপনি একাকী থাকিলেও পরে নিজেই গোপবালক ও বৎসরূপে নিত্য বিহার করিতেছেন, তাহারা সকলেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, সুতরাং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই ইহার পর্য্যবসান হইয়াছে। আপনিই ব্রহ্মপ্রপঞ্চ মায়িক।

বিবৃতি—যদি বলা যায় যে, আমি তোমাকে শুদ্ধ চৈতন্যই দেখাইয়াছি, তুমি প্রপঞ্চের ন্যায় উহাকে মায়িক বলিতেছ কেন? তদুত্তরে ব্রহ্মা দুইটি শ্লোক বলিতেছেন যে, যাহারা আপনার স্বরূপ জানে না, তাহাদের নিকট আপনি সকলের আত্মা হইয়াও মায়া বিস্তার করিয়া প্রতিভাত হইতেছেন, যেমন সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা, পালনে বিষ্ণু, সংহারে শিবরূপে আপনি প্রকাশ পান, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি কেহই আপনা হইতে অতিরিক্ত নহে, পরন্তু মায়া দ্বারা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, ঐ মায়া আপনি বিস্তার করিয়াছেন, এইরূপ জন্মরহিত হইলেও আপনি খলনিগ্রহ ও সাধুদিগের

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্মন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান ইব ত্বমেষোহন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ॥ ১৯ ॥
সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ॥ ২০ ॥
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ক বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ২১ ॥
তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥ ২২ ॥
একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥২৩॥

হে প্রভো! আপনার স্বরূপ যাহারা জানে না, **তাহাদের নিকট** অনাত্ম প্রকৃত্যাদি জড়বর্গে স্থিত **আত্মস্বরূপ** আপনি নিজেই মায়াবিস্তার করিয়া **প্রতিভাত হয়েন**, যেমন জগতের সৃষ্টিতে আমি, পালনে আপনি, সংহারে ত্রিলোচন প্রকাশ পাইয়া থাকেন। হে ঈশ! হে প্রভো! হে বিধাতঃ! **আপনি জন্মরহিত** হইয়াও দেব, ঋষি, মনুষ্য ও তির্য্যক্জাতি মৎস্যাদি যোনিতে যে জন্মগ্রহণ করেন, উহা কেবলমাত্র অসৎ দুর্দ্দমনীয় অসুরাদির নিগ্রহের জন্য এবং সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত। ১৯—২০

হে বিরাটরূপিণ্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায় কি প্রকারে কবে আপনার লীলা জানিতে পারে? আপনি আপনার যোগমায়া বৈভব বিস্তার করিয়া সত্যই ক্রীড়া করিতেছেন। ২১

সেই কারণে অসৎস্বরূপ, প্রতিভাসশূন্য, দুঃখবহুল, এই অশেষ জগৎ, নিত্যসুখজ্ঞানরূপী অনন্ত যে আপনি, সেই আপনাতে মায়াবশে উদ্ভূত হয় বলিয়া উহা সৎপদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ২২

হে ভগবন্! একমাত্র আপনি সত্য, আত্মা, আপনি পুরাণ পুরুষ, স্বয়ংজ্যোতিঃ অনন্ত, আদ্য, নিত্য, অক্ষয়, অজ, অজস্র সুখস্বরূপ, নিরঞ্জন, পূর্ণ, অদ্বয়, উপাধিমুক্ত অমৃতস্বরূপ। ২৩

প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য দেব, ঋষি, মনুষ্য, পশু, মৎস্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই সব কার্য্যও মায়াকল্পিত, নতুবা জন্মরহিতের জন্মগ্রহণ কিরূপে সম্ভবপর হয়? ১৮—২০

বিবৃতি—যদি ভগবানের স্বাতন্ত্র্য থাকে, তবে তিনি অতি কুৎসিত মৎস্যাদি যোনিতে কেন জন্মগ্রহণ করিবেন এবং বামনাবতারে যাচ্ঞাদিরূপ দীনতাই বা কেন প্রকাশ করিলেন? এবং এই কৃষ্ণাবতারেই বা কেন কংসভয়ে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন যে, আপনার প্রাদুর্ভাব লীলার কোন বিষয়ে কোন প্রয়োজন ছিল বা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেহই জানে না, এবং জানিতে পারেও না, এই কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ২১

অবতার সকলের মহিমা অচিন্তনীয় হইলেও এই প্রপঞ্চ অসৎ হইয়াও কিরূপে সতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। দুঃখবহুল অসৎস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিত্য সুখজ্ঞানস্বরূপ আপনাতে মায়াবশে উদ্ভূত হয় বলিয়া উহা নশ্বর হইলেও সতের ন্যায় প্রতীত হয়, অধিষ্ঠানভূত আপনার গুণেই ঐরূপ নিত্য সুখস্বরূপে প্রতীত হয়। ২২

অতএব আপনি সত্যস্বরূপ, এই কথা বলা হইতেছে, একমাত্র আপনিই সত্য, কারণ, আপনি আত্মা, অর্থাৎ দ্রষ্টা, যাহা দৃশ্য, তাহা অসৎ, আত্মা দৃশ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা, অতএব সত্য, এবং যাহা জায়তে অস্তি নশ্যতি ইত্যাদি বিকারযুক্ত, তাহা অসৎ, আপনাতে জন্মাদি বিকার নাই, আপনি আদ্য,

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥ ২৪ ॥
আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৫ ॥
অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ২৬ ॥

হে ভগবন্! এই প্রকার সকল আত্মার আত্মা স্বরূপ আপনাকে প্রত্যগাত্মারূপে যাঁহারা গুরুরূপ সূর্য্য হইতে লব্ধজ্ঞানরূপ উত্তম চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারা সংসাররূপ মিথ্যা-সমুদ্র পার হইয়া থাকেন। ২৪

(সংসার অজ্ঞানমূলক, তাহা জ্ঞান দ্বারা কিরূপে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।)

যাঁহারা আত্মাতে উদ্ভূত এই সংসারকে আত্মরূপে জানেন, সেই অজ্ঞান দ্বারা সকল প্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়, আবার জ্ঞান দ্বারাই উহা লীন হয়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ও তাহার তিরোভাব দৃষ্ট হয়। ২৫

হে ভগবন্! অজ্ঞান দ্বারা সংজ্ঞা যাহাদের, সেই ভববন্ধ ও ভবমোক্ষ দুইটিই অব্যভিচারী জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে। কারণ, অখণ্ডানুভবস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মার বিচার করিলে উহাতে অজ্ঞান ও বন্ধ নাই, সেইরূপ জ্ঞান ও মোক্ষ নাই। সূর্য্যে যেমন দিবারাত্রি নাই, সেইরূপ। ২৬

জন্মহীন, যে হেতুক, আপনি পুরাণ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ, সনাতন, পূর্ণ, অজস্র সুখ, অক্ষয়, অমৃত, এই সকল বিশেষণ দ্বারা অপক্ষয় পরিণাম ও বিনাশ বারিত হইয়াছে। পূর্ণত্বে হেতু অদ্বয় অর্থাৎ দেশকালপরিচ্ছেদশূন্য; স্বয়ং অনন্ত উপাধিমুক্ত এই বিশেষণত্রয় দ্বারা অমৃতত্ব উপপাদন করা হইয়াছে ও চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল বারিত হইয়াছে, আত্ম-পদ দ্বারা উৎপত্তি বারিত হইয়াছে,প্রাপ্তি,ক্রিয়া বা জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয়, ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্তি, আত্মা পদ দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তি স্বয়ং জ্যোতিঃ পদ দ্বারা বারিত হইয়াছে, বিকৃতি ও উপাধিমুক্ত এই পদ দ্বারা বারিত হইয়াছে, নিরঞ্জন পদ দ্বারা মলশূন্য বুঝান হইয়াছে। তিনি নিত্য মুক্ত নির্ম্মল আত্মা। ২৩

বিবৃতি—এই শ্লোকটি সম্পূর্ণ রূপক, সংসার মিথ্যা সমুদ্র, অর্থাৎ ইহা বাস্তব নহে সমুদ্রও নহে, তবে এই মিথ্যা সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর বলিয়া কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, সত্যজ্ঞানে মিথ্যা তিরোহিত হয়, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিমান্ ব্যক্তির ভীতি দুঃখ রজ্জুজ্ঞানের সঙ্গেই তিরোহিত হয়, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে, সমুদ্র যখন সত্য নহে, তখন উত্তীর্ণ হওয়াও সত্য নয়, এই জন্যই মূলে 'তরন্তীব' এই ইব শব্দে আছে, সকলের আত্মাকে প্রত্যগাত্মরূপে জানিতে পারিলে মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়, সে ব্রহ্মভূত হয়, এই জ্ঞানলাভ হয়, সদ্‌গুরুর উপদেশে ঐ জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যেই প্রত্যগাত্মদর্শন করিতে হয়, এই স্থলে সূর্য্যকে গুরু বলার তাৎপর্য্য—সূর্য্যালোকে অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার নাশ সূচিত হইয়াছে, এবং সূর্য্যও অধ্যাত্মোপদেষ্টারূপে উপনিষদে উক্ত হইয়াছেন, বেদান্তজ্ঞান লাভ করিলে আত্মদর্শন হয়, ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য স্থূলার্থ। ২৪

রজ্জুর অজ্ঞান হইতে সর্পের উদ্ভব হয় ও রজ্জু আবৃতা-বস্থায় থাকে, অজ্ঞানের দুইটি শক্তি ;—আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তি দ্বারা প্রকৃত পদার্থ আচ্ছাদিত থাকে ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা অন্য পদার্থের উদ্ভব হয়, রজ্জুর অজ্ঞান নিবন্ধন রজ্জু আবৃত ও সর্প উদ্ভূত হয় এবং রজ্জুর জ্ঞান হইবামাত্র আবরণ ও বিক্ষেপ দূরীভূত হয় ; সুতরাং সর্প আর থাকে না, তাহার কার্য্য ভীতিও থাকে না। সেইরূপ আত্মার অজ্ঞান নিবন্ধন সংসার, এবং জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়,আত্মজ্ঞান হইবামাত্র এই মিথ্যা প্রপঞ্চ তিরোহিত হয়, সুতরাং জ্ঞানবান অনায়াসেই এই মিথ্যা সংসারসমুদ্র পার হইয়া থাকেন। ২৫

ভববন্ধ ও ভবমোক্ষ এই দুইটি কথা কেবলমাত্র অজ্ঞান দ্বারা রচিত, বাস্তবপক্ষে আত্মা নিত্যমুক্ত, তাহার বন্ধ বা মোক্ষ নাই, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মায় ঐ বন্ধ-মোক্ষের সম্ভাবনাও নাই, যেমন সূর্য্যের দিন বা রাত্রি নাই, তিনি সর্ব্বদা প্রকাশময় ও গতিশীল বলিয়া কখনও লোকচক্ষুর সম্মুখে, কখনও অন্তরালে থাকেন। এই থাকা-না-থাকা লইয়াই

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ। আত্মা পুনর্ব্বহির্ম্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৭ ॥

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥ ২৮ ॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২৯ ॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৩০ ॥

হে প্রভো! আপনি আত্মা, আপনাকে পর (দেহাদি) মনে করিয়া ও পর- (দেহাদি)কে আত্মা মনে করিয়া এই দেহমধ্যে নষ্ট আত্মার বাহিরে অন্বেষণ যাহারা করে, সেই অজ্ঞজনসমূহের অজ্ঞতা কি চমৎকার! ২৭

পরন্তু হে অনন্ত! সাধু ও বিবেকী জনগণ চিজ্জড়াত্মক শরীরমধ্যেই অসৎ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন, কারণ, সাধুব্যক্তিগণও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে ঐ অসৎ (আরোপিত) সর্পকে নিষেধ না করিয়া অর্থাৎ ইহা সর্প নহে, এইরূপে উহাকে বাদ না দিয়া সমীপে স্থিত সৎ যে রজ্জু তাহাকে কি জানিতে পারেন? ২৮

হে দেব! হে ভগবন্! (মোক্ষজ্ঞান লভ্য হইলেও) আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ দ্বারা যে ব্যক্তি অনুগৃহীত হইয়াছেন, তিনিই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছেন, অন্য কোন ব্যক্তি নিঃসঙ্গভাবে যোগাভ্যাস বা শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা চিরকাল অন্বেষণ করিয়াও জানিতে পারেন না। ২৯

অতএব হে নাথ! এই ব্রহ্মজন্মে অথবা অন্য কোন পশু-পক্ষ্যাদি জন্মে আমার যেন সেই মহাভাগ্য হয়, যাহাতে আমি আপনার কিঙ্করদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি। ৩০

লোকে দিবারাত্র বিভাগ করা হয়; বস্তুতঃ সূর্য্যের কোনরূপ অবস্থান্তর দ্বারা উহা কল্পিত নহে ২৬

বিবৃতি—সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকের বহু প্রকার অর্থ করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি এই—যাহারা জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও সকল পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে অন্বেষণ করেন, এই শ্লোকে তাঁহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে, কেবল অদ্বৈতোপাসনা দ্বারা তোমাকে জীব-স্বরূপাতিরিক্তরূপে জানিয়া, তার পর পরমাত্মরূপে অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার বর্ত্তমানে চক্ষুরাদি গোচরে অন্বেষণ করেন, সুতরাং বিজ্ঞ-জনের ইহা বিজ্ঞতা বলিতে হইবে। ২৭

রজ্জুর অজ্ঞান নিবন্ধন যখন সর্পভ্রম হয়, তখন আরোপিত সর্পের অপবাদ নিষেধ ব্যতীত রজ্জুজ্ঞান হয় না, সেইরূপ আত্মাতিরিক্ত দেহাদি নিষেধ পুরঃসরই আত্মজ্ঞান হয় এবং এই জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। যদি বলা যায় যে, অসতের জ্ঞান ও তদ্বাদের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে উত্তরার্দ্ধে সৎব্যক্তিদের ব্যবহার প্রমাণ করা হইয়াছে। সমীপে অসৎ সর্পের নিষেধ ব্যতীত রজ্জুকে কি সাধুগণ জানিতে পারেন? অথবা অসৎ সর্পের অপবাদ ভিন্ন নিকটে স্থিত রজ্জুকে কি বিবেকী জনগণ জানিতে পারেন? ২৮

যদিও ভগবন্মহিমা অপরিসীম, তাহা হইলেও ভগবদনুগ্রহেই উহা জানা যায়, চিরকাল শাস্ত্রালোচনা বা যোগাভ্যাসাদি দ্বারা তাহা জানা যায় না, এই শ্লোকে 'ভগবন্মহিম্নঃ' এই পদে ভগবন্ ইহা সম্বোধন, মহিম্নঃ—আপনার মহিমার এইরূপ অর্থ অথবা ভগবানের মহিমার এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে যে বিবর্ত্তবাদ বলা হইয়াছে, উহা এই শ্লোক দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে। ২৯

আমার ব্রহ্মাদি জন্মে আগ্রহ নাই—পরন্তু এই প্রার্থনা যে, যে কোন জন্মই হৌক না কেন, যেন আপনার পাদপদ্মসেবার অধিকারী হইতে পারি।

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যৎতৃপ্তয়েঽদ্যাপি নচালমধ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ শর্ব্বাদয়োঽঙ্‌ঘ্র্যুদকমধ্বমৃতাসবং তে ॥ ৩৩ ॥

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৩৪ ॥

হে বিভো! ব্রজবাসী গাভীগণ ও গোপ-রমণীগণ অতিশয় ধন্য, কারণ, সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তিবিধানে পর্য্যাপ্ত নহে, সেই আপনি প্রতিক্ষণে তৃপ্তি প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সকল গো ও গোপীর স্তন্যামৃত, বৎসতর ও আত্মজ হইয়া মহাহর্ষে পান করিতেছেন। ৩১

নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের অতিশয় সৌভাগ্য, কারণ, পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাহাদের বান্ধব হইয়াছেন। ৩২

হে অচ্যুত! ইহাদের ভাগ্যমহিমার কথা এক্ষণে দূরে থাকুক, (কারণ, কে তাহা বলিতে সমর্থ হইবে?) আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শঙ্করাদি সকলেই মহাভাগ্যবান্, কারণ, তাহাদের ইন্দ্রিয়রূপ পান-পাত্রের সাহায্যে আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ—যাহা সুস্বাদু মাদকস্বরূপ, তাহা পান করিতেছি। ৩৩

অতএব মনুষ্যলোকে, তন্মধ্যে অরণ্যে, তন্মধ্যেও গোকুলে যে কোন জন্ম হওয়া মহাভাগ্যের কথা, কারণ, গোকুলবাসী যে কোন ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা অভিষেক হইবার সম্ভব আছে। প্রভো! গোকুল-বাসিগণ মুকুন্দপরায়ণ, সেই জন্য তাহারা ধন্য, সেই জন্য তাহাদের পদধূলি অদ্যাপি শ্রুতিগণ অন্বেষণ করেন। ৩৪

বিদ্যাপতি এই শ্লোকের ভাব লইয়া একটি প্রার্থনা গীত রচনা করিয়াছেন, যথা—

স্থাবর জঙ্গম দেব পতঙ্গম অথবা কীট পতঙ্গে,
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃপুনঃ মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥

(দেবাদি জন্ম হইতে ভক্তিমজ্জন্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সাতটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে)

বিবৃতি—অনাদি কাল হইতে আমাদের ন্যায় বেদজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রাদি পুরঃসর অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সকল আপনার তৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হয় নাই—পরন্তু আপনি বৎসতর ও পুত্র হইয়া যাহাদের স্তন্যামৃত মহাহর্ষে পান করিতে-ছেন, সেই ব্রজবাসী গো ও গোপরমণীগণ অতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩১

নন্দগোপ ও ব্রজবাসি-মানবগণের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ, যিনি সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম, তিনি আজ তাহাদের মিত্র, অর্থাৎ স্বাভাবিক বন্ধু-জনের ন্যায় প্রেমপাত্র হইয়াছেন, তিনি পুত্র হইয়া পুত্রোচিত ব্যবহার দ্বারা পিতৃস্থানীয় নন্দের সৌভাগ্যাতিশয় দেখাইয়া দিয়াছেন, এখন রাখাল বালকগণের সখা হইয়া তাহাদের অপরিসীম সৌভাগ্য বিস্তার করিয়াছেন, এই মিত্রতাও অতিশয় আশ্চর্য্যপরিপূর্ণ; কারণ, এরূপ কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই—সেইরূপ মিত্র হইয়াছেন। ৩২

নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্য-সমালোচনায় অধিকারী আমি নহি—কারণ, তাহারা আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহাদের কথা বাদ দিয়া আমাদের কথাই বলি, আমরাও কম ভাগ্যবান্ নই, কারণ, তাহাদের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপে আমরাও তাহাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা আপনার পাদপদ্ম-মধুর সুমধুর রসাস্বাদ করিতে পারিতেছি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ এই একাদশ ও বুদ্ধি অহঙ্কার লইয়া ত্রয়োদশ, সকল জীবের এই ত্রয়োদশ। বিধাতৃ-দেবগণও ত্রয়োদশসংখ্যক, একাদশ ইন্দ্রিয়াভিপ্রায়ে একাদশৈবেতিরয়ং বলা হইয়াছে, পরে সর্ব্বাদির উল্লেখ থাকায় কোন ন্যূনতা হয় নাই। ৩৩

যাঁহারা সকল ভুলিয়া মুকুন্দ-শরণাগত হইতে পারিয়া-ছেন, তাঁহারা ধন্য, শ্রুতিগণও তাঁহাদের পদধূলির অন্বেষণ

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ ৩৫ ॥

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্। তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎকৃষ্ণনতেজনাঃ ॥৩৬
প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ৩৭ ॥
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৩৮॥

হে দেব! এই সকল ব্রজবাসিগণকে বিশ্বফলাত্মক আত্মা আপনি দান করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদিগকে ইহা অপেক্ষাও আরও কিছু শ্রেষ্ঠ ফল দান করিবেন, কারণ, পূতনার ন্যায় পাপিষ্ঠা রাক্ষসীও যাহাদের বেশের অনুকরণ করিয়া সবান্ধবে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন যাহাদের ধন জন গৃহ প্রিয়সুহৃৎ আত্মা পুত্র প্রাণ আমার সকলই আপনাতে অর্পিত, তাহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল না দিলে উচিত হয় না, ইহা বিচার করিয়া আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতেছে। ৩৫

হে কৃষ্ণ! তত সময় পর্য্যন্ত রাগ প্রভৃতি চোর বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং গৃহ কারাগৃহ তুল্য, মোহও সেই পর্য্যন্ত পাদশৃঙ্খল হইয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা আপনার জন না হয়। আপনার সেবকগণের রাগাদি বন্ধের কারণ না হইয়া মোচকই হইয়া থাকে। ৩৬

হে প্রভো! আপনি নিষ্প্রপঞ্চ হইলেও শরণাগত ভক্তদিগের আনন্দবিধান জন্য মর্ত্ত্যলোকে এই প্রপঞ্চ বিস্তার করিতেছেন। ৩৭

হে প্রভো! অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন। কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের বিষয় নহে। ৩৮

করেন, সুতরাং আমি এই প্রার্থনা করি, প্রভো! আমাকে গোকুলারণ্যের একটি তৃণ গুল্ম লতা যাহা হয় করিয়া দিও, তাহা হইলেও পবনোদ্ধূত ব্রজবাসীর পদরজঃ লাভ করিতে সমর্থ হইব ও ধন্য হইব। ৩৪

বিশ্বৃতি—আমি যাহাদের পদধূলি প্রার্থনা করিয়াছি, উহা আমি লাভ করিব কি না, ইহা যদি স্পষ্ট করিয়া আপনি নাও বলেন, তথাপি যাহা ভাবিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইতেছি, ইহার উত্তর প্রদান করুন, এই ব্রজবাসিগণকে আপনি কি ফল প্রদান করিবেন? উত্তর—তুমি সর্ব্বজ্ঞ বেদজ্ঞ, নিজেই বিচার করিয়া স্থির কর। ব্রহ্মা—আমাদের এ বিষয়ে চিত্ত মুগ্ধ, কিছুই স্থির করিতে পারি না, কারণ, পাপিষ্ঠা রাক্ষসী পূতনা ধাত্রীবেশে আসিয়াছিল বলিয়া সে সবান্ধবে আপনাকে লাভ করিতে পারিয়াছে. আর যাহারা ধন প্রাণ স্ত্রী পুত্র সর্ব্বস্ব আপনাকে দিয়াছে, তাহাদিগকে আত্মদান অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, যাহা আপনি দিবেন, ইহা ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ৩৫

বিশ্বৃতি—যাহাদের রাগাদি নাই, সেই সন্ন্যাসিগণেরও ভগবৎপ্রাপ্তির অতিরিক্ত কিছুই নাই—তবে ইহাদের অপর্য্যাপ্ত হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, হে কৃষ্ণ! রাগ, ভালবাসা প্রভৃতি চোর, কারণ, উহারা মনকে প্রীতির পাত্রের নিকট লইয়া যায়, নিজগৃহও অত্যাসক্তি-নিবন্ধন কারাগৃহ তুল্য; কারণ, উহা ছাড়িয়া লোক কোথাও যাইতে চাহে না, আর স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি যে মদীয়ত্বরূপ মোহ, উহাও শৃঙ্খলরূপে জীবকে বন্ধন করে, কিন্তু ঐ সকলই যখন ভবন্নিষ্ঠ হয়, তখন তাহারাই বন্ধনমোচক হইয়া থাকে, উহাদের সন্ন্যাসিগণাপেক্ষা ভজনমাত্র অধিক। ৩৬

হে ভগবন্! আপনি যদি বলেন যে, আমি এই কারণেই উহাদের পুত্রাদিরূপে বর্ত্তমান আছি, তাহার উত্তরে বলা যায় যে, আপনি নিষ্প্রপঞ্চ হইলেও শরণাগতদিগের আনন্দ-সম্পাদনার্থ প্রপঞ্চ বিস্তার করিতেছেন, কপট পুত্রতা প্রভৃতি তাদৃশী ভক্তির বিনিময়ে হইতে পারে না। ৩৭

জগৎস্রষ্টা বিধাতা নিজাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে, যদি কেহ বা কাহারা আপনার বৈভব জানিতে পারিয়া থাকেন, তবে জানুন, সে বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই, তবে আমার কায়মনো-বাক্যের অগোচর, এ কথা সত্য। ৩৮

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্। ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্॥৩৯॥
শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্ ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্ আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ। নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত॥ ৪১ ॥
ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্। বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্॥৪২॥
একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ। কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ॥৪৩
কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ। যন্মোহিতং জগৎ সর্ব্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্॥৪৪॥

হে কৃষ্ণ! আপনি আমাকে গমন করিতে অনুমতি করুন। আপনি সর্ব্বদ্রষ্টা, সকল জানেন, আপনি জগতের নাথ, অতএব মমতাস্পদ এই জগৎ আপনাকেই অর্পণ করিলাম। ৩৯

(হে রাজন্! ব্রহ্মা তখন এই প্রকার স্তব করিয়া পরে প্রস্থানানুমতির জন্য আদরপূর্ব্বক নমস্কার করিতে লাগিলেন)

হে কৃষ্ণ! আপনি বৃষ্ণিকুলরূপ পদ্মের প্রফুল্লত্ব-(প্রীতি) দাতা—অর্থাৎ সূর্য্যতুল্য; এবং দেব, বিপ্র, পশু এবং পৃথ্বী ও সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী, অর্থাৎ চন্দ্রোপম, এবং পাষণ্ডরূপ নৈশান্ধকারহারী, এবং ক্ষিতিরাক্ষসদ্রোহী, সুতরাং আকল্পকাল অথবা যতকাল সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত আপনাকে আমি নমস্কার করি। ৪০

শুকদেব বলিলেন, এইরূপে বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পাদদ্বয়ে অভীষ্টদাতাকে নমস্কার করিয়া জগদ্ধাতা ব্রহ্মা নিজ লোকে গমন করিয়াছিলেন। ৪১

ভগবান্ হরিও ব্রহ্মাকে বিদায় করিয়া, পূর্ব্বাবস্থিত বৎসসকলকে যমুনা-তীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার সকল সখা উপস্থিত ছিলেন। ৪২

হে রাজন্! মায়ামুগ্ধ ব্রজবালকগণ নিজেদের প্রাণাধিক কৃষ্ণ ব্যতীত এক বৎসর অতীত হইলেও ঐ সময়কে ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিল। ৪৩

হে রাজন্! মায়ামুগ্ধ জীবগণ কি কি না বিস্মৃত হয়? দেখ—এই জগৎ মায়ামোহিত বলিয়া আত্মাকেই বারম্বার বিস্মৃত হইয়াছে। ৪৪

বিবৃতি—ব্রহ্মা জগদীশত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! আপনি নিজের মহিমা ও আমাদের জ্ঞানপ্রভৃতি সমস্তই জানেন, আমি মমতাস্পদ এই জগৎ ও এই শরীর সকলই আপনাকে অর্পণ করিলাম। ৩৯

অথবা আর্কমর্হন্ মহাবৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পূজ্য অথবা আর্হন! সকল করিতে তুমি যোগ্য, আকল্প অর্থাৎ আপনার গুঞ্জাবতংস, বামহস্তধৃত কবলাদিরূপ ভূষণ লইয়া চিরকাল থাকুন, আমি আপনাকে নমস্কার করি। ৪০

শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মাকে এইরূপ ক্রীড়াবিঘ্নকর কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া ও বিনয়াদি শিক্ষা দিয়া তাঁহার পূর্ব্বাবস্থিত সখাগণকে ও পূর্ব্ব গোবৎসসকলকে যমুনার তীরে যেখানে বসিয়া এক বৎসর পূর্ব্বে আহার করিতেছিলেন, তথায় আনিয়াছিলেন। ৪২

মায়ার শক্তি অচিন্তনীয় ও তর্কের অগোচর, কারণ, যে মায়ামুগ্ধ ব্রজবালকগণ কৃষ্ণ ব্যতীত এক ক্ষণকে শতযুগ বলিয়া মনে করিত, তাহারাই আজ কৃষ্ণব্যতীত একবৎসর কালকেও ক্ষণার্দ্ধ মনে করিল, একই মায়ার এই বিপরীতরূপ শক্তি দেখিয়া উহাকে অচিন্তনীয় ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। সকলেই সুষুপ্তিকালে সকল বিস্মৃত হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং জাগ্রদাদি অবস্থাতেও আমি কে, এই তত্ত্ব ভুলিয়া যায়, এবং আত্মজ্ঞান না থাকাতেই পুনর্জ্জন্ম পুনর্মৃতি হইয়া থাকে। ৪৩-৪৪

উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা। নৈকোঽপ্যভোজিকবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্॥৪৫॥
ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ। দর্শয়ংশ্চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বনাদ্‌ব্রজম্ ॥ ৪৬ ॥

বর্হপ্রসূননবধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্ত্তির্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা। হতোঽবিতা বয়ঞ্চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ। যো ভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্॥৪৯

শ্রীশুক উবাচ।

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ ৫০ ॥

সেই সুহৃদ্‌গণ কৃষ্ণকে বলিয়াছিল যে, তুমি অতি দ্রুত আসিয়াছ, আমরা এক গ্রাসও ভোজন করি নাই, এখানে আইস, ব্যগ্রতা পরিত্যাগ করিয়া (ভালভাবে) ভোজন কর। ৪৫

তার পর শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে সেই সকল শিশুর সহিত ভোজন করিলেন, অজগর-চর্ম্ম দেখাইতে দেখাইতে বালকদের সহিত বন হইতে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৪৬

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প, বন ধাতু দ্বারা চিত্রিত হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় বংশী-শৃঙ্গাদির উদ্দামধ্বনি দ্বারা উৎসবান্বিত হইয়াছিলেন, বৎসগণকে সাদরে আহ্বান করিতে করিতে ও অনুগামিগণ কর্ত্তৃক গীতপবিত্রকীর্ত্তি হইয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, গোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়নানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। ৪৭

তার পর ব্রজ-বালকগণ নিজ নিজ পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট বলিয়াছিল যে, অদ্য যশোদানন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বনে একটি প্রকাণ্ড সর্প মারিয়াছে ও তাহার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। ৪৮

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পরের পুত্র শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ প্রেম কিরূপে হইল? নিজাঙ্গভূত বালকগণে যেরূপ প্রেম পূর্ব্বে কখন হয় নাই। ইহা আপনি বলুন। ৪৯

শ্রীশুক বলিলেন, হে রাজন্! সকল প্রাণীরই আত্মা অত্যন্ত প্রিয়তম,অপত্য ও বিত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়তর হইয়া থাকে।৫০

বিবৃতি—সকল বৎসাদি লইয়া সুখে তোমার আগমন হইয়াছে, এখন আমাদের মণ্ডলের মধ্যস্থানে উপবেশন কর এবং বৎসাদির অন্বেষণার্থ ব্যগ্রতা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে আহার কর, আমরা এ যাবৎ এক-গ্রাসও ভোজন করি নাই, তুমি খুব শীঘ্র আসিয়াছ। ৪৫

অঘাসুরের চর্ম্ম যে তত কাল ছিল, তাহার কারণও শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার হাস্যের কারণ ব্রজ-বালকগণ তাহাদের দুঃখ অনুভব করে নাই বলিয়া। ৪৬

ভোজনান্তে বৎস ও সখাগণের সহিত ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প ও বিবিধ ধাতু দ্বারা বিশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্দামভাবে বংশী ও শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা বৎসগণকে আহ্বান করিয়া গোপীগণের নয়নানন্দ বিধানপূর্ব্বক গোষ্ঠে গিয়াছিলেন, অনুচর বয়স্যগণ তাঁহার পবিত্র যশোগাথা গান করিতেছিল। যশোদানন্দসূনুনা ইহার অর্থ অনুবাদে একরূপ দেখান হইয়াছে, অপর অর্থ এইরূপ—যশোদার আনন্দবিধায়ক পুত্র, অথবা কেহ কেহ যশোদাপুত্র, কেহ কেহ বা নন্দপুত্র বলিয়াছিল। ৪৭-৪৮

পূর্ব্বে শ্রীশুক বলিয়াছেন যে, ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ পুত্রাপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহ জন্মিয়াছিল, নিজাঙ্গসম্ভূত পুত্রাপেক্ষা পরপুত্রে উহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ৪৯

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ আত্মা বলিয়াই তাহাতে আত্মীয়গণ হইতে অধিক প্রেম হওয়া যুক্তিযুক্ত, এই কথা বলিবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বতঃ প্রিয়তমত্ব ও অন্যের ঔপাধিক প্রেমপাত্রত্ব পাঁচটি শ্লোকে দেখান হইয়াছে। ৫০

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্। ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ ৫১ ॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম। যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥ ৫২ ॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ৫৩ ॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৫৪ ॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৫ ॥
বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥ ৫৭ ॥
সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন যেষাম্ ॥ ৫৮ ॥

হে রাজেন্দ্র! এই কারণেই দেহীদিগের অহঙ্কারাস্পদ স্ব স্ব দেহে যেরূপ স্নেহ হয়, মমতাস্পদ পুত্রবিত্ত গৃহাদিতে সেরূপ হয় না। ৫১

হে ক্ষত্রিয়র্ষভ! যাঁহারা দেহে আত্মাভিমান রাখেন, তাঁহাদেরও দেহ যেরূপ প্রিয়তর, সেইরূপ দেহের অনুকূল স্ত্রীপুত্র-বিত্ত প্রভৃতি প্রিয়তম নহে। ৫২

কিন্তু যদিও দেহ মমতাস্পদ, তথাপি তাহা আত্মার ন্যায় প্রিয়-হইতে পারে না, কারণ, দেহ জীর্ণ হইয়া গেলেও জীবিতাশা বলবতী হইয়া থাকে। ৫৩

অতএব সকল দেহীরই আত্মা প্রিয়তম, এবং আত্মার নিমিত্তই এই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। ৫৪

হে রাজন্! তুমি এই কৃষ্ণকে অখিল দেহীর আত্মা বলিয়া জান, তিনি জগতের হিতার্থ মায়া দ্বারা এখানে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ৫৫

বস্তুতঃ এ সংসারে যাঁহারা কৃষ্ণকে জানেন, তাঁহাদের নিকট স্থাবর, জঙ্গম, সকলই ভগবদ্রূপ, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই এ জগন্মণ্ডলে নাই। ৫৬

হে রাজন্! সকল বস্তুই পরমার্থ কারণে অবস্থিত হয়, সেই কারণের কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত কোন্ বস্তু আছে, তাহা নিরূপণ কর। ৫৭

হে রাজন্! যাঁহারা পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মহতের আশ্রয়স্বরূপ পাদপল্লবরূপ ভেলা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে গোবৎসপদচিহ্নের ন্যায় ভবসমুদ্র পার হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা পরম পদ (বৈকুণ্ঠ ধাম) লাভ করেন, যে পদ (স্থান) কখনও বিপদের আস্পদ হয় না, অর্থাৎ সেই বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহারা কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ৫৮

বিবৃতি—হে রাজেন্দ্র! এই সম্বোধন দ্বারা বলা হইয়াছে যে, আপনার সাম্রাজ্যেও আত্মবৎ স্নেহ নাই, ইহা আপনি জানেন। ৫১

রাজন্যসত্তম! এই সম্বোধন দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে যে, রাজন্যগণ মধ্যে যাহারা দেহাত্মাভিমানী, তাহারা অসত্তম, যাহারা আত্মবাদী, তাহারা সৎ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া সত্তম। ৫২

দেহ জীর্ণ হইলে যখন আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না, মরিবে ইহা নিশ্চয় হয়, তখনও যে বাঁচিবার আশা ও দেহের প্রতি যে প্রেমাস্পদত্ব, উহা আত্মগত বুঝিতে হইবে। ৫৩

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৯ ॥
এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারেরঘার্দ্দনং শাদ্বলজেমনঞ্চ।
ব্যক্তেতরদ্রূপমজোর্ব্বভিষ্টবং শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥৬০॥
এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে। নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥৬১

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ব্রহ্মস্তুতির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হে রাজন্! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কৌমারবয়সে হরির কৃত কর্ম্ম পৌগণ্ড-সময়ে কিরূপে বর্ণিত হইল, তাহা সমুদয় তোমার নিকট বলিলাম। ৫৯

হে ভারত! সুহৃদ্গণের সহিত ভগবানের এই চরিত্র, অঘাসুরমর্দ্দন ও কোমল তৃণাদির উপরে বসিয়া ভোজন, এবং প্রপঞ্চাতীত অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ ভগবদ্রূপ, আর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সুমহান্ স্তব এ সকল পাঠ ও শ্রবণ করিলে জীবের সকল পুরুষার্থ-লাভ হয়। ৬০

হে মহারাজ! রামকৃষ্ণ ব্রজে থাকিয়া উক্ত প্রকারে নিলায়ন অর্থাৎ (লুকোচুরি) এবং সেতুবন্ধ, মর্কটসহ উল্লম্ফনাদি বিবিধ কৌমার-কালোচিত ক্রীড়া দ্বারা কৌমার কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৬১

ইতি দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈর্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ॥ ১॥
তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্‌বিহর্ত্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্॥ ২॥
তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥ ৩॥
স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্মুদা স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপূরুষঃ॥ ৪॥

(পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ধেনুপালন, ধেনুকাসুরবধ, কালিয়ের বিষ হইতে গোপবালকগণরক্ষা বর্ণিত হইয়াছে,)

শুকদেব বলিলেন, তার পর রাম ও কৃষ্ণ ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে ব্রজমধ্যে পশুপালনকার্য্যে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। অতএব সখাদিগের সহিত গোচারণ করিয়া নিজ পদচিহ্ন দ্বারা স্বতঃ পবিত্র বৃন্দাবনকে অধিকতর পবিত্র করিলেন।১

বলদেবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বযশোগায়ক গোপবালকে পরিবৃত হইয়াও উচ্চরবে বেণু বাজাইয়া গাভীগণকে অগ্রে লইয়া পশুগণের হিতকর, সর্ব্বপ্রকার পুষ্পরাশিসমৃদ্ধ সেই সুপ্রসিদ্ধ বৃন্দাবনের বনে বিহার করিতে প্রবেশ করিলেন। ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মধুর শব্দকারী ভ্রমর-মৃগপক্ষিগণে ব্যাপ্ত, এবং সজ্জনের চিত্তের ন্যায় স্বচ্ছসলিল সরোবরের শীতল ও পদ্মগন্ধযুক্ত বায়ু-সেবিত সেই মনোহর বন দর্শন করিয়া ঐ স্থানে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ৩

আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, সেই সেই বনে বনস্পতি সকল ফলপুষ্পভরে অবনত হইয়া অরুণবর্ণ পল্লবের কান্তির সহিত নিজের পদদ্বয় স্পর্শ করিতেছে, ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন ও বলদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ৪

বিবৃতি—রাম ও কৃষ্ণের গোপালনেচ্ছা পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও বালক বলিয়া স্নেহভরে নন্দ তাহা পূর্ব্বে অনুমোদন করেন নাই—ইদানীং বয়স ও বলবৃদ্ধির পর তিনি তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, সুতরাং পশুপালনে তাহাদের প্রাবীণ্য জন্মিয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। অথবা পশুগণের ও পালকগণের প্রিয় এই অর্থ, এই প্রথম গোচারণলীলা কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়াছিল, পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে আছে—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনাদ্বাসুদেবোঽভূদ্‌গোপঃ পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ॥ ১

তৎপদ প্রসিদ্ধার্থ বুঝাইয়াছে, বলান্বিত গোপৈর্বৃতঃ বলায় সুখসামগ্রী দেখান হইয়াছে, এই জন্যই বিহর্ত্তুকাম এই কথা বলা হইয়াছে। ২

স্বভাবসুন্দর বৃন্দাবন, তাহাতে ভ্রমরের গুঞ্জন, মৃগগণের মধুর শব্দ, কোকিলাদি পক্ষিকুলের বিচিত্র কাকলী-পরিপূর্ণ, নির্ম্মল সলিল-পদ্মোৎপল কহ্লারশালিনী পুষ্করিণী সকলের শৈত্য-সৌগন্ধ বহনকারী বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত, সেই স্থানে ভগবান প্রিয়তম সখিবৃন্দে পরিবৃত থাকায় ক্রীড়াদি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ৩

ঈষদ্ধাস্য বলদেবমোহনার্থ, বৃন্দাবন স্তব করায় উহা যে ভগবানের অতি প্রিয়ভূমি, তাহাই বুঝাইয়াছে, এবং নর্ম্মচ্ছলে বলদেবের উপর আরোপ করিয়া এই সব বর্ণন

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ। গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ১৮ ॥

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।

রেমে রমালালিতপাদপল্লবো গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা। সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥২০॥

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ। ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসংকুলম্ ॥ ২১ ॥

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥ ২২ ॥

সোঽতিবীর্য্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্।
আত্মতুল্যবলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

মহারাজ! স্নেহার্দ্রচিত্ত কোন কোন বালক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শয়নকালোচিত মনোহর, তান-লয়াদিযুক্ত গীতসকল ধীরে ধীরে গান করিতে লাগিল। ১৮

হে রাজন্! ভগবান্ যোগমায়াবলে এই প্রকার গূঢ়স্বভাব হইলেও নিজ চরিত্র দ্বারা গোপ-বালকের অনুকরণ করেন। লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পাদপল্লব সেবা করেন, সেই ভগবান্, গ্রাম্য বন্ধুগণের সহিত গ্রাম্যব্যক্তির ন্যায় ক্রীড়া করিতেন, যদিও তিনি নিজ মায়াশক্তি দ্বারা নিজের স্বভাব গোপন করিতেন, তথাপি তাঁহার কার্য্যমধ্যে কখন কখন ঈশ্বরের ন্যায় চেষ্টা দেখা যাইত। ১৯

রাম ও কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম নামক এক জন গোপবালক এবং সুবল স্তোক-কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপ-বালকগণ প্রেমপূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিল। ২০

হে মহাবল রাম! হে দুষ্টদমনকারিন্ কৃষ্ণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অনতিদূরে বহুতর তালতরুতে সমাকার্ণ একটি সুমহৎ কানন আছে, সেই কাননে সুপক্ব প্রচুরতর তালফল পতিত হইতেছে ও পতিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর কর্ত্তৃক সে সমস্ত তালফল অবরুদ্ধ হইয়া আছে। হে রাম! হে কৃষ্ণ! সেই অসুর অত্যন্ত বলশালী এবং তাহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অথবা সে গর্দ্দভরূপধারী, সে একাকী নহে, আত্মতুল্যবলশালী অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত থাকে। ২১-২৩

বিবৃতি—'পল্লবতল্পেষু' এই বহুবচনের তাৎপর্য্য তোষণীকার বলেন, অনেকগুলি বালক মিলিয়া শয্যা রচনা করিয়াছিল বলিয়া গৌরবার্থে বহুবচন অথবা বালকগণ বহু শয্যা রচনা করিয়াছিল, ভগবান্ তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের অলক্ষ্যে বহু মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্রই শয়ন করিয়াছিলেন। মূলে 'হতপাপ্মানঃ' এই কথা থাকায় সন্দেহ হয় যে, কৃষ্ণসখাগণ পূর্ব্বে পাপী ছিলেন, ইহার সমাধানে ক্রমসন্দর্ভকার বলেন, আত্মা নিত্যই নিষ্পাপ হইলেও যেমন শ্রুতিতে 'অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা' এইরূপ বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ বয়স্যগণ নিত্য নিষ্পাপ হইলেও তাহাদিগকে 'হতপাপ্মানঃ' বলা হইয়াছে। ইহাকে স্বরূপ বিশেষণ বলে ১৭-১৮

'মহারাজ' এই সম্বোধনের তাৎপর্য্য এই যে, বাল্যক্রীড়া বর্ণন করিতে করিতে মুগ্ধ শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন যে, মহারাজ! আপনার ন্যায় সম্রাট্‌গণও সেইরূপ ক্রীড়াসুখ কখনই উপলব্ধি করিতে পারে না। ১৯

শ্রীদাম সখাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাঁহার প্রথমে নির্দ্দেশ। ২১

গোবর্দ্ধনের অনতিদূরে—গোবর্দ্ধনের পূর্ব্ব-দিকে চারি ক্রোশের মধ্যে, বরাহপুরাণে কথিত আছে, মথুরার

তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্। ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জ্জিতম্ ॥২৪॥
বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীণি চ। এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে ॥ ২৫ ॥
প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্। বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে ॥২৬॥
এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া। প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভূ ॥২৭॥
বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্। ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা ॥ ২৮ ॥
ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ। অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্ ॥২৯॥
সমেত্য তরসা প্রত্যগ্দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী। নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্য্যসরৎ খলঃ ॥৩০॥
পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ। চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্রুষা ॥৩১॥
স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা। চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥৩২ ॥

হে অমিত্রহন্! সেই অসুর নরমাংসভোজী, অতএব তাহা হইতে ভীত হওয়ায় কোন মানবই সেই সুন্দর কাননের সুন্দর সুগন্ধি সুপক্ক ফল কখনও ভোজন করিতে পায় না, সুতরাং তথায় রাশি রাশি ফল পতিত হইয়া আছে। হে কৃষ্ণ! এই সকল দিকে প্রসৃত পক্ক তালফলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, সৌগন্ধ্যে লুব্ধচিত্ত আমাদিগকে এই সকল ফল প্রদান কর। হে রাম! এই সকল ফল ভক্ষণের জন্য আমাদের অত্যন্ত বাঞ্ছা হইতেছে। যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে গমন কর। ২৪-২৬

হে রাজন্! এই প্রকার কথা শুনিয়া সুহৃদ্গণের তাহাদিগের প্রিয়-কার্য্য করিবার জন্য সেই দুই প্রভু (রাম ও কৃষ্ণ) হাস্য পূর্ব্বক গোপগণে পরিবৃত হইয়া সেই তালবনে গমন করিয়াছিলেন। ২৭

বলদেব তালবনে প্রবিষ্ট হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় মহাবলে বাহুদ্বয় দ্বারা তালবৃক্ষসকলকে কম্পিত করিয়া তালফল সকলকে পাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৮

হে রাজন্! তাল-পতনের শব্দ শ্রবণ করিয়া গর্দ্দভাকার ধেনুকাসুর সপর্ব্বত ক্ষিতিতল কম্পিত করিয়া অভিধাবিত হইয়াছিল। ২৯

সেই অসুর অতিসত্বর তথায় উপনীত হইয়া পশ্চাদ্-ভাগের পদদ্বয় দ্বারা বলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়াছিল, এবং সেই খল গর্দ্দভের ন্যায় কুৎসিত শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে লাগিল। ৩০

হে রাজন্! সেই গর্দ্দভরূপী ক্রুদ্ধ অসুর পুনর্ব্বার তথায় আসিয়া বলদেবের সম্মুখে বিপরীত-মুখে দাঁড়াইল এবং পিছনের পদদ্বয় বলদেবকে বিনাশ করিবার জন্য নিক্ষেপ (ছুড়িয়া) করিয়াছিল। ৩১

বলদেব ধেনুকাসুরকে এক হস্ত দ্বারা পদদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া ঐ অসুরকে অনেকক্ষণ যাবৎ ঘুরাইয়া-ছিলেন, পরে ভ্রমণ জন্য গতপ্রাণ গর্দ্দভরূপী অসুরকে তালবৃক্ষের অগ্রে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৩২

পশ্চিম ভাগে দুই যোজনের মধ্যে গোবর্দ্ধন নামক অতি দুর্লভক্ষেত্র আছে, এবং মথুরার পশ্চিম ভাগে এক যোজনের মধ্যে ধেনুকাসুর-রক্ষিত তালবন আছে, এই স্থানে নৈর্ঋতকেই পশ্চিম বলা হইয়াছে। হরিবংশে আছে, গোবর্দ্ধনের উত্তরে যমুনাতীরে বৃহৎ তালবন আছে, এই স্থানেও উত্তরপদে ঈশান কোণ বুঝিতে হইবে। মথুরার মধ্যভাগ হইতে মধুবনের সীমায় অগ্নিকোণস্থ যমুনা তাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রেখারূপে স্থিত সেই বনের এক প্রান্ত তীরভাগের নাম 'তালসী' গ্রাম, উহা মথুরার নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত, তালসী গ্রামের পশ্চিম দিকে 'তারকর' নামক অন্তপ্রান্ত। হরিবংশে কথিত হইয়াছে, সেই দেশের মাটী কৃষ্ণবর্ণ, দর্ভবহুল ও লোষ্ট্রবর্জ্জিত। এই লীলা কালীয়-দমনের পর হইয়াছিল, ইহা ভাদ্রমাসে হইয়াছিল। ২২-২৫

তেনাহতো মহাতালো বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ। পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্ ॥৩৩
বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ। তালাশ্চকম্পিরে সর্ব্বে মহাবাতেরিতা ইব ॥৩৪॥
নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ॥ ৩৫ ॥
ততঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে। ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্ব্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ॥৩৬
তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া। গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোৎ তৃণরাজসু ॥৩৭॥
ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণ দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ। ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্ ॥ ৩৮ ॥
তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ। মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৯ ॥
অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ। তৃণঞ্চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ॥৪১

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হবন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্ত্তিং গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ॥ ৪২ ॥

সেই ধেনুকাসুরের দেহের আঘাতে বৃহন্মস্তক মহাতালবৃক্ষ কম্পিত হইল এবং পার্শ্বস্থ অপর তাল-বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেই ভগ্নতরু অপর তালবৃক্ষকে এবং সে অপর একটাকে কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফলতঃ বলদেবের লীলোৎসৃষ্ট গর্দ্দভদেহের দ্বারা হতাহত তালবৃক্ষসকল মহাবাতাহত বৃক্ষসকলের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল। ৩৩-৩৪

হে রাজন্! তন্তু সকলে বস্ত্র যেমন ওতপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অনন্ত বলদেবে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত আছে, সেই ভগবান্ বলদেবের পক্ষে ইহা কিছুমাত্রই আশ্চর্য্য-জনক নহে। তার পর ধেনুকের জ্ঞাতিবর্গ বান্ধববধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে রাম ও কৃষ্ণের প্রতি অভিধাবিত হইয়াছিল। ৩৫-৩৬

হে রাজন্! রাম ও কৃষ্ণ সেই সকল গর্দ্দভরূপী অসুরগণ আসিলে অবলীলাক্রমে তাহাদের পিছনের পাদসকল গ্রহণ করিয়া তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৩৭

হে রাজন্! প্রাণশূন্য দৈত্যদেহসকল এবং তালফল ও ভগ্ন তালবৃক্ষাগ্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া ভূতল মেঘমালাবৃত আকাশতলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাম ও কৃষ্ণের এইপ্রকার সুবৃহৎ কর্ম্ম দর্শন করিয়া দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং বাদ্যধ্বনি ও স্তব করিয়াছিলেন। ৩৮-৩৯

ধেনুকাসুর নিহত হইলে সেই তালবনে সকল মানবগণ নির্ভয়চিত্তে তালফল ভক্ষণ করিয়াছিল এবং পশুগণ নির্ভয়ে তৃণভোজন করিতে আরম্ভ করিল।৪০

তার পর যাঁহার কথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে পুণ্য হয় অথবা যাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন পবিত্র, সেই সাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ অনুগামী গোপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৪১

হে রাজন্! কৃষ্ণদর্শনার্থ তৃষিতনয়না গোপ-ললনাগণ মিলিত হইয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গাভীগণের পশ্চাতে গমন করায় তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিজালে কৃষ্ণের কুন্তল ধূসরিত হইয়াছিল এবং সেই কুন্তলে বন্য কুসুম ও ময়ূরপুচ্ছ নিবদ্ধ ছিল। কৃষ্ণের নয়নদ্বয় অতিশয় রুচির এবং হাস্য মনোহর, তিনি বেণু বাজাইতেছিলেন এবং উঁহার অনুচর গোপবালকগণ তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছিল। ৪২

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈস্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ॥ ৪৩ ॥
তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে। যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ ॥৪৪ ॥
গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ। নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ ॥৪৫
জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ। সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥ ৪৬ ॥
এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ। যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ ॥৪৭

ব্রজাঙ্গনাগণ নয়নভৃঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের মধু পান করিয়া দিবসের বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করিত, এবং শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের সলজ্জ বিনয়, নম্র হাস্য ও কটাক্ষনিক্ষেপরূপ সৎকার লক্ষ্য করিয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৪৩

তার পর পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণী পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলদেবের সময় ও অভিলাষানুরূপ উপভোগাদি সম্পাদন করিতেন। ৪৪

রাম ও কৃষ্ণ শরীর মার্জ্জন ও স্নানাদি দ্বারা পথশ্রম অপনোদিত হইলে মনোহর বসন পরিধান করিতেন ও দিব্য মাল্য ও দিব্যগন্ধে বিভূষিত হইতেন। তার পর জননী কর্ত্তৃক উপহৃত সুস্বাদু অন্ন আহার করিয়া তাম্বূলাদি মুখবাসার্পণ দ্বারা লালিত হইয়া ব্রজমধ্যে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। ৪৫-৪৬

হে রাজন্! এই প্রকারে ভগবান্ কৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিচরণ করিতেন। এক দিন বলদেব ভিন্ন অন্য সখাগণে পরিবৃত হইয়া যমুনায় গমন করিয়াছিলেন। ৪৭

বিবৃতি—গোপকুমারীগণের দর্শনানুরাগ এই দুই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সনাতন গীতিতে এই শ্লোকস্থ বিষয় লইয়া উত্তর গোষ্ঠের অতি মনোহর পদাবলী রচিত হইয়াছে, যথা—ধেনুখুরোত্থিত রেণু পরিপ্লুত ইত্যাদি। সমেতাঃ এই কথা বলায় ভয়-লজ্জাদির অভাব সূচিত হইয়াছে, ইহারা বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র নিজ নিজ গৃহ হইতে ধাবিত হইত এবং পথে মিলিত হইত।

দিদৃক্ষিতদৃশঃ এই বিশেষণ দ্বারা গৃহীজনের ভীতি প্রভৃতি নিবারিত হইয়াছে, কারণ, দর্শনেচ্ছার প্রাবল্য নিবন্ধন গুরুজনলজ্জা দূরে গিয়াছিল, বেণুধ্বনি, কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ দ্বারা আকৃষ্টা গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে যাইত। সমেতাঃ ইহা দ্বারাও শ্বশ্রূ প্রভৃতির নিকট ভয়লজ্জাদির অভাব সূচিত হইয়াছে। ৪২

অথবা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের সৌন্দর্য্যরূপ মধু, নয়নরূপ ভৃঙ্গার দ্বারা পান করিয়া দিবসে যে বিরহজনিত তাপ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির তৃষ্ণা, তাহা ত্যাগ করিয়াছিল। রাত্রির বিরহতাপ প্রাতর্দর্শন দ্বারা ত্যাগ করিয়াছিল। ৪৩

পুত্রদ্বয়ের অথবা মাতৃদ্বয়ের ইচ্ছানুরূপ উপভোগ বিধান করিতেন। ইহা দ্বারা যশোদা ও রোহিণী উভয়কে উভয়ে পালন করিতেন এবং প্রথমে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন, মুখচুম্বন, কুশল প্রশ্ন, সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণাদি এবং বাৎসল্যে স্তন্যস্রাবাদি সূচিত হইয়াছে। ৪৪

পাদ্মোত্তর খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রেষ্ঠ মহাপ্রাসাদে যাহা দীপসকল দ্বারা শোভিত, তথায় মৃদুল বিচিত্র পর্য্যঙ্কে ও নানা পুষ্পাধিবাসিত শয্যায় শয়ন করিতেন। ইহা দ্বারা সূচিত হয় যে, দাসীকৃত পাদসম্বাহন, সখিজনকৃত নর্ম্মহাসাদি গীতাদি শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারা সুখে নিদ্রা যাইতেন এবং পরদিন সখাগণের বেণুরবে উত্থিত হইয়া পুনরায় গোষ্ঠে গমন করিতেন। ৪৫-৪৬

এই স্থানে অধ্যায়সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল, পরন্তু, কালিয়দমনলীলা স্মরণ করিয়া ঋষির উহা বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল। পরে উহা স্মরণ হইবামাত্র সামান্যরূপে সেই ঘটনা বলিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করিবেন। (তোষণী) সেই দিন রাম সঙ্গে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতে দিতেন না, এই জন্যই সেই দিন রাম গমন করেন নাই। এই লীলা কার্ত্তিক গোপাষ্টমীলীলান্তে সেই বর্ষের নিদাঘকালে সম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৭

অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ। দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্ত্তা বিষদূষিতম্ ॥ ৪৮ ॥
বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ। নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্ব্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥
বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥৫০॥
তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ। আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্ব্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥৫১
অন্বমংসত তদ্রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্। পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ধেনুকবধো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর গো ও গোপগণ গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রতপ্ত হইয়া অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল, তাহারা যমুনার বিষদূষিত দুস্ট জল পান করিয়াছিল। ৪৮

হে কুরুরাজ! তাহারা দৈবোপহতচিত্ত হইয়া বিষজল পান করিবামাত্র সকলেই গতপ্রাণ হইয়া সলিলের নিকট পতিত হইয়াছিল। ৪৯

পরন্তু যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তদ্রূপ (সলিলনিকটে মৃত) অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা নিজাশ্রিত অনন্যগতিগণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ৫০

তাহারা সদ্যঃ স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া অথবা তাহারা সম্যক্ স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া জলের নিকট হইতে উত্থিত হইয়াছিল এবং পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া সুবিস্মিত হইয়াছিল। ৫১

হে রাজন্! গোপগণ বিষ পান করিয়া মৃত আত্মায় পুনর্ব্বার অভ্যুত্থান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহদৃষ্টির ফল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। ৫২

বিবৃতি—গোসকলকে অন্য দিকে চালিত করিলেও তাহারা নিদাঘতাপপীড়িত হইয়া এবং পশু বলিয়া জলের দোষ জানিত না, সেই জন্য তাহারা পান করিয়াছিল। গোপগণ বিষদূষিত জলের কথা জানিলেও গোগণের মরণ দর্শনে কাতর হইয়া নিজেরাও মরিবার জন্যই জল পান করিয়াছিল। ৪৮

গো ও গোপগণ অনন্যগতি বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, একদাই উজ্জীবিত ও সুস্থ করিয়াছিলেন। ইহা কৃত্রিম শক্তি নহে, স্বাভাবিক শক্তি দ্বারাই হইয়াছিল, ইহা বুঝাইবার জন্য 'যোগেশ্বরেশ্বর' এই কথা বলা হইয়াছে। ৫০

নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তাহারা উঠিয়া পরস্পরের দিকে অবলোকন করিয়া সকলেরই একাবস্থা দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল! ৫১

ইতি ভাগবতে দশম স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ। তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥১॥

শ্রীরাজোবাচ।

কথমন্তর্জ্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্ণাদ্ভগবানহিম্। স বৈ বহুযুগাবাসং যথাসীদ্বিপ্র কথ্যতাম্ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ। গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্ ॥৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্হ্রদঃ কশ্চিদ্বিষাগ্নিনা। শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ ॥৪॥
বিপ্রুষ্মতা বিষোদোর্ম্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ। ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসর্প কালিয় কর্ত্তৃক দূষিতজলা যমুনাকে দর্শন করিয়া কালিন্দীর বিশুদ্ধি কামনায় সেই সর্পকে যমুনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ১

পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে বিপ্র! সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহু যুগাবধি কৃতনিবাস সর্পকে কিরূপে নিগৃহীত করিয়াছিলেন? এবং সেই সর্প জলচর না হইলেও যমুনার অগাধ জলমধ্যে যেরূপে ছিল, তাহা বলুন। ২

হে ব্রহ্মন্! যিনি সর্ব্বব্যাপক, স্বেচ্ছানুবর্ত্তী, সেই ভগবানের অমৃত তুল্য গোপালোদার চরিত্র শ্রবণ করিয়া কে তৃপ্ত হইয়া থাকে? ৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কালিন্দীর মধ্যে একটি হ্রদ ছিল, (উহাতে কালিয় বাস করিত) কালিয়ের বিষাগ্নি দ্বারা সেই হ্রদের জল পাক হইয়া সর্ব্বদাই ফুটিত। অতএব তাহার উপর দিয়া পক্ষী প্রভৃতি খেচরগণ গমন করিলে তন্মধ্যে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিত। ৪

কালিয় হ্রদের তীর দিয়া যে সকল স্থাবর জঙ্গম প্রাণী গমনাগমন করিত, তাহারাও বিষজলের তরঙ্গস্পর্শী এবং দুষ্ট বারিকণাবাহী বায়ু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইত। ৫

বিবৃতি—কৃষ্ণসর্প পদে বিজাতীয় বিষগ্রাহী কৃষ্ণবর্ণ সর্পকে বুঝায়। যমুনার জল পানে বহু প্রাণীর প্রাণান্ত ঘটে, ইহা দর্শন করিয়া—কালিয়কে যমুনাহ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ১

অমৃতপ্রায় ভগবানের বাল্যচরিত শ্রবণ করিয়া কেহ তৃপ্ত হয় না। অর্থাৎ কাহারই তাহাতে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি হয় না অর্থাৎ আমার আর প্রয়োজন নাই—এই বুদ্ধির নাম তৃপ্তি—ভগবানের বাল্যলীলা শ্রবণে তাদৃশী তৃপ্তি কাহারই হয় না। ৩

যমুনার দক্ষিণদিকে কালিয় হ্রদ এবং উত্তরদিকে পৃথক্‌ভাবে প্রবাহ ছিল। ঐ বিষাক্ত জল প্রবাহ দ্বারা প্রবাহিত হইত না, তাহা হইলে মথুরাবাসীরাও ঐ জল পানে মরিয়া যাইত। ৪

হরিবংশে কথিত হইয়াছে যে, এক যোজন বিস্তৃত কালিয়হ্রদ ছিল, যাহার জল গভীর অক্ষুব্ধ থাকিত। তাহার উপর দিয়া বা তীর দিয়া কেহ গমনাগমন করিতে পারিত না। ভূমিগুহামধ্যে কালিয়ের পুরী ছিল, অথবা জলস্তম্ভন বিদ্যা দ্বারা জলমধ্যেই থাকিত। ৫

তং চণ্ডবেগবিষবীর্য্যমবেক্ষ্য তেন দুষ্টাং নদীঞ্চ খলসংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গমাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্বিষোদে ॥ ৬ ॥
সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগসঙ্ক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ।
পর্য্যক্ প্লুতো বিষকষায়বিভীষণোর্ম্মির্ধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ ॥ ৭ ॥
তস্য হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।
আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরৎ তদমৃষ্যমাণঃ ॥ ৮ ॥
তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সন্দশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চ্ছাদ ॥ ৯ ॥

হে রাজন্! খলনিগ্রহার্থ কৃতাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অনিবার্য্য বিষবল কালিয় ও তাহার বিষ দ্বারা দূষিতজলা যমুনাকে অবলোকন করিয়া তিনি হ্রদের তীরবর্ত্তী কদম্বতরুর উচ্চতর শাখায় আরোহণ করিয়া ও বস্ত্রাদি দৃঢ়রূপে পরিধান করিয়া বাহ্বাস্ফোট পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বিষজল কালিয় হ্রদে পতিত হইয়াছিলেন। ৬

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ সেই জলমধ্যে পতিত হইবামাত্র সেই সর্পহ্রদ তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে শত ধনুঃ পর্য্যন্ত প্রসৃত হইয়াছিল, কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবানের পতনবেগে তত্রস্থ সর্পগণ সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল, তাহাতে তাহাদের বিষের তেজে হ্রদস্থ জলরাশি উন্নত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং উগ্রতর সর্পবিষে ঐ হ্রদের ভয়ঙ্কর তরঙ্গ কষায়িত (কাথিত অথবা রক্তপীতবর্ণ) হইয়াছিল। হে মহারাজ! সর্পহ্রদের ঐরূপ প্রসৃত হওয়া বিচিত্র নহে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বল, তাঁহার পক্ষে উহা আবার কি একটি কর্ম্ম? ৭

শ্রেষ্ঠ হস্তিতুল্য বলশালী ভগবান্ হরি সেই সর্পহ্রদে বিহার করিতে করিতে বাহুদণ্ড দ্বারা তত্রত্য যে সকল জল আহত করিতে লাগিলেন, তাহার শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং তাহা হইতে আপনার বাসভবনের অভিভব অবলোকন করিয়া কালিয় তাহা সহ্য করিতে পারিল না, সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল। ৮

দর্শনীয় সুকুমার দেহ, মেঘবৎ উজ্জ্বল শ্যাম, শ্রীবৎস ও পীতবসন-ধারী, ঈষদ্ধাস্য সুন্দরবদন, পদ্মের অভ্যন্তরের ন্যায় অরুণবর্ণ পদতল, সেই শ্রীকৃষ্ণ, নির্ভয়ে হ্রদমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া ক্রোধে কালিয় শ্রীকৃষ্ণের সকল মর্ম্মস্থলে দংশন করিয়াছিল ও নিজ শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়াছিল। ৯

বিবৃতি—ভগবানের অবতার খলনিগ্রহের জন্য—কালিয় অত্যন্ত খল এবং তাহার বিষজ্বালায় প্রতিনিয়ত বহু প্রাণী নষ্ট হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়া—ভগবান্ সেই বিষপূর্ণ জলমধ্যে কদম্বের উচ্চ শাখা হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই লম্ফপ্রদানের পূর্ব্বে যেমন জলক্রীড়াপরায়ণ বালকগণ বস্ত্রাদি দৃঢ়রূপে পরিধান করে এবং বাহ্বাস্ফোট করে, ভগবান্‌ও তাহাই করিয়াছিলেন।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, কালিয়হ্রদের তীরে কদম্ববৃক্ষ কিরূপে উজ্জীবিত ছিল? উত্তর—ভগবানের পাদস্পর্শ হইবে, এই জন্যই সে বাঁচিয়া ছিল, অথবা পুরাণান্তরে আছে, গরুড় অমৃত আহরণকালে এই বৃক্ষে অমৃতপাত্র লইয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, সেই অমৃতস্পর্শে বৃক্ষ অমর হয়, তৎপরে কালিয় এই হ্রদে বাস করে। সুতরাং কোন অনুপপত্তি নাই। ৬

ধনুর প্রমাণ—তোষণী মতে অষ্টযবমধ্যে এক অঙ্গুল, দ্বাদশাঙ্গুলে এক তাল, তিন তালে এক হস্ত, দুই হস্তে এক কিষ্কু, দুই কিষ্কুতে এক ধনুঃ। (চক্রবর্ত্তীর মতে) অষ্টযবমধ্যে এক আঙ্গুল, তিন আঙ্গুলে এক তাল, তিন তালে এক হস্ত, দুই হস্তে এক কিষ্কু, দুই কিষ্কুতে এক ধনুঃ। ৭

মূলে বরবারণ শব্দ আছে, তাহার অর্থ—দিক্‌হস্তী (তোষণীকার)। ৮

তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্টমালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ ॥ ১০ ॥

গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ। কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব তস্থিরে ॥১১॥
অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ। উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ ॥ ১২ ॥
তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ। বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্ ॥১৩॥
তৈর্দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ। তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ॥১৪॥
আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বেঽঙ্গ পশুবৃত্তয়ঃ। নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১৫ ॥
তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ। প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ ॥১৬॥

হে রাজন্! কৃষ্ণ-প্রিয়সখা গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালিয় সর্পের শরীর দ্বারা বেষ্টিত, অথচ নিশ্চেষ্ট দর্শন করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। ঐ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণে আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, কলত্র, কাম সকলই অর্পণ করিয়াছিল; সুতরাং দুঃখ, শোক, ভয় দ্বারা মূঢ়বুদ্ধি হইয়া (ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়) নিপতিত হইয়াছিল। ১০

হে মহারাজ! বৃষ, গাভী, বৃক্ষ ও বৎসতরীগণও ঐ ঘটনাবলোকনে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি অর্পণ পূর্ব্বক ভীত হইয়া রোদনপরায়ণের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ১১

অনন্তর ব্রজে স্বভাবতঃ মহাভয়ঙ্কর, আসন্ন ভয়-সূচক ত্রিবিধ মহোৎপাত ভূমি স্বর্গ ও আত্মাতে লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই সকল দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া ভয়োদ্বিগ্ন নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, বলরামকে না লইয়া শ্রীকৃষ্ণ একাকীই গোচারণ করিতে গিয়াছেন, ইহা জানিয়া—কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ কৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃষ্ণগতমন, নন্দাদি গোপগণ সেই সকল দুর্নিমিত্ত দ্বারা কৃষ্ণ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, মনে করিয়া, সেই পশুবৃত্তি, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কৃষ্ণদর্শন-লালসায় অতি দীনভাবে গোকুল হইতে নির্গত হইয়াছিল। ১২-১৫

ভগবান্ মাধব বলদেব অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন, এই জন্য ঐ সকল ব্যক্তিকে কাতর দর্শন করিয়া কেবল হাস্য করিয়াছিলেন, পরন্তু কিছুমাত্র বলিলেন না। ১৬

বিবৃতি—পশুপ পদ দ্বারা সখিবৃন্দের স্বাভাবিক সারল্য দ্বারা স্নিগ্ধচিত্তত্ব বলা হইয়াছে, এবং তাহারা কৃষ্ণে সকল অর্পণ করিয়াছেন, সুহৃৎ পদ দ্বারা লব্ধ হইলেও পুনরায় কলত্র পদ দ্বারা বিশেষ বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জ্যেষ্ঠ ছিল, তাহারাও অনন্যাপেক্ষ। তাহারা দুঃখশোকভয়ে মূঢ়বুদ্ধি বলিয়া কালিয় হ্রদে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বিষজলাপ্লুত দেশে পতিত হইলেও তাহারা বিষাক্রান্ত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণস্পর্শপ্রভাবে কালিয় হ্রদও নির্বিষ হইয়াছিল, নিশ্চেষ্টতার কারণ, কালিয়কে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, সুতরাং তাহার ও তৎপত্নীগণের দোষাতিশয় প্রদর্শনার্থ বুঝিতে হইবে। ১০

শ্রীকৃষ্ণশোকে গো, বৃষ, বৎসতরীগণ বজ্রাহত লোকের ন্যায় স্তব্ধাবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। গো পদে মহিষী, হরিণী প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে, তাহারা কিছু দূরে বিচরণ করিতে-ছিল বলিয়া পরে আসিয়াছিল। ১১

মহোৎপাত মহাদুর্নিমিত্ত, ভূমিতে ভূকম্পাদি, দিবি উল্কাপাতাদি, আত্মাতে বামাঙ্গ স্পন্দনাদি। ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্কা না থাকিলেও উৎপাত দ্বারা গো ও গোপগণের দুঃখ-সূচনার্থ ১২

তোষণীকার মতে অতদ্বিদ কৃষ্ণমাহাত্ম্যের অনুসন্ধান রহিত, নিধনং প্রাপ্তং—নিশ্চিত ধন, যমুনা হ্রদরূপ স্ববিহার-ক্ষেত্র প্রাপ্ত। ১৪-১৫

তাদৃশ কাতর গোপগণকে দেখিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্ববিদ্যাপতি সর্ব্বপ্রিয়তম হইলেও অসমর্থের ন্যায় কিছু করেন নাই, কিছু উপদেশ করেন নাই, একটুমাত্র হাসিয়া তাহাদের ধৈর্য্যবিধান করিয়াছিলেন, ও নিজে

তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ। ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্ ॥ ১৭ ॥

তে তত্র তত্রাব্জযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি পদানি বিট্‌পতেঃ।
মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।
গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্তাঃ॥ ১৯ ॥

গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদঃ স্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্॥২০॥

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্ কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ ॥২১ ॥

তাহারা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবানকে যে সব লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, তাদৃশ পদচিহ্ন-সূচিত পথে যমুনা-তীরে গমন করিয়াছিল। ১৭

তাহারা সেই সেই স্থানে গাভীসকল যে পথে গমন করে, সেই পথে অন্য পদচিহ্নমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পদ্ম-যব যুক্ত পদচিহ্ন দর্শন করিয়া অতি দ্রুত গমন করিয়াছিল। ১৮

হে রাজন্! তৎপরে আর্ত গোপ-গোপীগণ দূর হইতে হ্রদের অভ্যন্তরে সর্পশরীরবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ও জলাশয়ের নিকটে মূঢ়বুদ্ধি গোপগণকে ও চতুর্দ্দিকে রোদনপরায়ণ পশুগণকে দেখিয়া তাহারা পরম মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯

হে রাজন্! সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত অপরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তচিত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা হাস্য-যুক্তাবলোকন মধুর বাক্য স্মরণকারিণী গোপী সকল, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সর্পগ্রস্ত হইলে অত্যন্ত দুঃখ-পরিতপ্ত হইয়া প্রিয়বিরহিত ত্রিলোককে শূন্য দর্শন করিয়াছিল। ২০

তার পর সেই সকল গোপাঙ্গনাগণ পুত্রশোকে কাতরা কৃষ্ণমাতা যশোদার নিকটে গিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিল ও শোকাশ্রু ত্যাগ করিয়াছিল, সেই সেই পূতনাবধাদি ব্রজের প্রিয়কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃত ব্যক্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ২১

তূষ্ণীম্ভূত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রভাবজ্ঞ বলদেব যখন হাস্য করিতেছে, তখন কৃষ্ণের জন্য কোনও চিন্তা নাই। বলদেব স্পষ্টভাবে কিছু না বলার কারণ, কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত তিনি কিছু বলিতে বা করিতে পারেন না। হরিবংশ মতে মা—বিদ্যা, ধব—পতি বুঝায়। ১৬

বিবৃতি—'মার্গেগবামন্যপদান্তরান্তরে' গো শব্দে বাক্য বুঝায়। শ্রুতিমার্গে বিচরণশীল যোগিগণ যেমন অন্য পদার্থবোধক শব্দান্তরের মধ্যেও পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকেন, ইহারাও তদ্রূপ গাভীগণের পথে কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন দেখিয়া তদনুসরণে সত্বর গমন করিয়াছিল। ১৮

এই শ্লোকে গোপ ও গোপীগণের বৈক্লব্য বর্ণিত হইয়াছে, ব্রজাগত গোপ-গোপীগণ যখন কৃষ্ণসহচর গোপবালকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হে বালকগণ, কি ঘটিয়াছে বল, তীর হইতে কৃষ্ণকে কি কালিয় জলে ফেলিয়া দিয়াছে অথবা কৃষ্ণই তীর হইতে লাফাইয়া জলে পড়িয়াছে, এবং সে নিজবুদ্ধিতে বা অন্যের বুদ্ধিতে এইরূপ করিয়াছে ইত্যাদি প্রশ্নে মূঢ়বুদ্ধি গোপগণকে লক্ষ্য করিয়া তাহারাও অত্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। ১৯

শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপীগণের বৈক্লব্য বর্ণিত হইতেছে। যিনি ভগবান্ অবিনশ্বর, অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহাকে সর্পে গ্রাস করিতে পারে না, তথাপি তাঁহারই ইচ্ছায় সর্প বেষ্টিত হইলে, অত্যন্ত দুঃখতপ্ত গোপীরা প্রিয়তমবিরহিত জগৎ শূন্য দর্শন করিয়াছিল, আত্মা প্রিয়, পরমাত্মা প্রিয়তর, তাহা হইতেও বিশিষ্ট বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম। অথবা পরম সুন্দর অনন্তগুণ প্রিয়তম সর্পগ্রস্ত হইলে অর্থাৎ গ্রস্তবৎ প্রতীত হইলে সেই প্রিয়তমের ভালবাসা মধুর

কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্ব্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্। প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥২২

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য সস্ত্রীকুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।
আজ্ঞায় মর্ত্ত্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ স্থিত্বা মুহূর্ত্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ ॥ ২৩ ॥
তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগস্ত্যক্ত্বোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ ॥ ২৪ ॥
তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দ প্রভৃতি গোপগণ হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ ভগবান্ রাম তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ২২

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজের জন্য অনন্যগতি সমস্ত স্ত্রীবালবৃদ্ধ গোকুলবাসীকে অতিশয় দুঃখিত দর্শন করিয়া ও নিজকে অনন্যগতি জানিয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থান পূর্ব্বক সর্পবন্ধন হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, কারণ, তৎকালে মনুষ্যধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ২৩

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্দ্ধনশীল শরীর দ্বারা পীড়িতদেহ কালিয়, বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে নিজ ফণা সকল উন্নত করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হরিকে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিয়াছিল, তাহার নাসারন্ধ্র দিয়া বিষ বহির্গত হইতেছিল, এবং নয়নদ্বয় জ্বলিত,-বিষভর্জ্জনপাত্রের ন্যায় সন্তপ্ত ও অত্যন্ত স্তব্ধ হইল আর বদন উল্মুক (অঙ্গার) সদৃশ হইয়া রহিল। ২৪

ভগবান্ হরি কালিয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গরুড়ের ন্যায় সেই সর্পের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সেই সর্পের প্রত্যেক মুখে দুইটি শিখাযুক্ত জিহ্বা ছিল এবং তাহা দ্বারা সে বারম্বার সৃক্কদ্বয় লেহন করিতেছিল আর তাহার দৃষ্টি সাতিশয় ভয়ঙ্কর এবং বিষাগ্নিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হে রাজন্! কেবল ভগবান্ই সেই ভুজঙ্গের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত নহে, সেই সর্পও দংশনের প্রতীক্ষায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ২৫

হাস্য কটাক্ষ প্রিয়বাক্যাদি স্মরণ করিয়া তাহারা অত্যন্ত দুঃখতপ্ত হইয়াছিল, এবং জগৎকে শূন্য দর্শন করিয়াছিল। ২০

বিবৃতি—অপত্য—যে জন্মিলে বংশ পতিত হয় না,এই বিষয়টি বিষ্ণুপুরাণে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সকল গোপগোপী কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কালিয় হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং সেই বর্ণনাও অতি মনোহর, এ স্থানে তাহা অতি সাধারণভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ২১

বিবৃতি—বলদেব সকলকে হ্রদপ্রবেশ হইতে নিবারিত করিয়াছিলেন, কাহাকে যুক্তি দ্বারা, কাহাকে বলপূর্ব্বক, কাহাকে প্রেরণা দ্বারা, কারণ, তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত এবং নিজে কৃষ্ণ-সামর্থ্য জানিতেন বলিয়াই হ্রদপ্রবেশ করেন নাই। ২২

কৃষ্ণ মুহূর্ত্তকাল থাকিয়া পরে উঠিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তকাল অবস্থানের কারণ—মনুষ্যলোকে এই নিয়ম যে, যাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়, তাহার দোষ লোকে দর্শিত হইয়া থাকে, সেই নীতি অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উঠিবার প্রতি কারণ সমগ্র গোকুল অগত্যগতি, তাহারা কৃষ্ণ বিনা কেহই বাঁচিবে না, এই মনে করিয়া ২৩

শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনকালে দেহ সঙ্কোচিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেহকে বর্দ্ধিত করায় কালিয় আর বেষ্টন দ্বারা কৃষ্ণকে বান্ধিয়া রাখিতে পারিল না, সে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া ক্রোধে ফণা উন্নত করিয়া কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করত অবস্থান করিয়াছিল, তৎকালে উঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বিষ নির্গত হইতে লাগিল, এবং নয়নদ্বয় অগ্নিবৎ প্রতীয়মান বিষভর্জ্জনপাত্রের ন্যায় সন্তপ্ত ও স্তব্ধ হইয়াছিল এবং বদন তপ্তাঙ্গারবৎ হইয়াছিল ২৪

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংসমানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত ॥ ২৬ ॥
তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধসুরচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥ ২৭ ॥
যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণস্তত্তন্মমর্দ্দ খরদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্‌নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ ॥ ২৮ ॥
তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু যদ্‌যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ ॥ ২৯ ॥

হে মহারাজ! ঐরূপ ভ্রমণ দ্বারা যখন সর্পের সামর্থ্য নষ্ট হইল, তখন তাহার উন্নত স্কন্ধ অবনত করিয়া তাহার বিস্তীর্ণ মস্তকসকলে ভগবান্ আরোহণ করিলেন, অতএব সর্পের মস্তকস্থ রত্ন-সমূহের স্পর্শে ভগবানের পাদপদ্ম অপূর্ব্ব তাম্রবর্ণ হইয়াছিল, তখন অখিল নৃত্য-শাস্ত্রের গুরু ভগবান্, কালিয়ের মস্তকের উপরে নৃত্য করিয়াছিলেন। ২৬

হে রাজন্! সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করিতে উদ্যত দেখিয়া গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ এবং দেব-বধূগণ প্রীতিপূর্ব্বক মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতি বাদ্য এবং গীত ও পুষ্পোপহার ও স্তব-স্তুতির সহিত তথায় সহসা কৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন। ২৭

হে মহারাজ! খলদণ্ডবিধাতা শ্রীকৃষ্ণ শত প্রধান মস্তকধারী কালিয়ের যে যে মস্তক অবনত হয় নাই, সেই সকল মস্তক নৃত্যচ্ছলে চরণাঘাত দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মৃতপ্রায় ভ্রমণশীল সেই সর্প মুখ ও নাসিকা দ্বারা প্রবলবেগে শোণিত বমন করিতে করিতে পরম মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৮

হে রাজন্! কালিয়নাগ নেত্র সকল দ্বারা বিষ উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল ও ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তখন কালিয়ের মস্তক সকলের মধ্যে যে যে মস্তক উন্নত হইয়াছিল, নৃত্যকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই মস্তক পদাঘাত দ্বারা দমন করিয়াছিলেন; এই সময়ে পুষ্প দ্বারা পূজিত পুরাণপুরুষের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইয়াছিলেন। ২৯

বিশ্বস্তি—কালিয়ের মস্তকসমূহ চঞ্চল হইলেও নিখিল নৃত্য-শাস্ত্রের গুরু বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় নৃত্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা কালিয়ের মহাভাগ্য সূচিত হইয়াছে। ২৬

গন্ধর্ব্বগণ গীত দ্বারা, দেবগণ ও তদ্বধূগণ পুষ্পোপহার দ্বারা, সিদ্ধগণ সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা, মুনিগণ স্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিল। ২৭

কালিয়ের একশত প্রধান মস্তক ছিল, এবং অনেকগুলি উপমস্তক ছিল, মূলে 'শতৈকশীর্ষ্ণ' আছে, এই এক শব্দের অর্থ প্রধান। কারণ, পরে সহস্র ফণার কথা আছে। ২৮

মূলে 'পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ' আছে, স্বামী বলেন, এই অবসরে হৃষ্ট গন্ধর্ব্বগণ শেষশায়ী পুরাণ পুরুষের ন্যায় যশোদানন্দনকে পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। অথবা গন্ধর্ব্বগণপূজিত কৃষ্ণ, গোপগণ কর্ত্তৃক পুরাণ পুরুষের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন, অথবা পুষ্প দ্বারা পূজিত অতএব প্রসন্ন ভগবান্ দমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ কৃপা পূর্ব্বক হিত করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, কালিয়ের শীর্ষসকল পুষ্পস্থানীয় কৃষ্ণচরণে, অর্পিত পুষ্পস্থানীয় কালিয়-মস্তক সকল, ভগবান্ তাহার শীর্ষ-পুষ্পোপহারে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন। ২৯

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাতপত্রো রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভরাবসন্নং পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রম্।
দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপসেদুরমুষ্য পত্ন্য আর্ত্তাঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ ॥ ৩১ ॥
তাস্তং সুবিগ্নমনসোঽথ পুরস্কৃতার্ভাঃ কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্ত্তুর্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ৩২ ॥

নাগপত্ন্য ঊচুঃ।

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টের্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন্! সেই বিচিত্র তাণ্ডব-নৃত্যে কালিয়ের সহস্র ফণা ও গাত্র ভগ্ন হইয়াছিল, তখন সে বহু মুখে প্রচুর রুধির বমন করিতে করিতে চরাচর-গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিল। ৩০

যাঁহার উদরে নিখিল জগৎ বর্ত্তমান, সেই বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের অতিভারে অবসন্ন, এবং পাদপৃষ্ঠাঘাতে ছত্রের ন্যায় ফণা সকল ভগ্ন—এইরূপ কালিয়কে দর্শন করিয়া আর্ত্ত—স্খলিত-বসন-ভূষণ-কেশপাশ, কালিয়-পত্নীগণ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আগমন করিয়াছিল। ৩১

সাধ্বী কৃতাঞ্জলি সেই সকল কালিয়-পত্নীগণ অতিবিহ্বলচিত্তে শিশু সন্তানগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কৃতাপরাধ স্বামীর মুক্তিকামনায় শরণদাতা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া, ভূতলে দেহ পাতিত করিয়া ভূতপতিকে প্রণাম করিয়াছিল। ৩২

(প্রথমতঃ দণ্ডানুমোদন দ্বারা কুপিত ভগবান্‌কে শান্ত করিয়া পতির মুক্তিকামনায়) নাগপত্নীগণ বলিলেন, হে ভগবন্! এই কৃতাপরাধ কালিয়কে যে দণ্ড আপনি বিধান করিয়াছেন, উহা ন্যায্য হইয়াছে। কারণ, খল ব্যক্তিগণের নিগ্রহের নিমিত্ত আপনার এই অবতার, হে ভগবন্! আপনি শত্রু ও পুত্রে তুল্যদৃষ্টি, আপনি ফল আলোচনা করিয়া দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। ৩৩

বিবৃতি—ভগবানের চরণস্পর্শে কালিয়ের বিশুদ্ধ ভাবোৎপত্তি হইয়াছিল, সেই জন্যই সে শ্রীকৃষ্ণকে চরাচর-গুরু পুরাণ পুরুষ নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিল এবং তাঁহার শরণাগত হইতে পারিয়াছিল। ৩০

বিশ্বম্ভরের ভারে যে কালিয় চূর্ণ হয় নাই, উহা কেবলমাত্র সেই ইচ্ছাময়ের নিজ শক্তিপ্রভাবে বুঝিতে হইবে, ছত্রাকার ফণা সকল ভগ্ন হওয়ায় তাহার বাহিরের শোভা নষ্ট হইয়াছিল। বসন-ভূষণ ও কেশ স্খলিত হইয়াছিল বলায় তাহাদের দীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। ৩১

নাগ-পত্নীগণ পতির মরণাশঙ্কায় অথবা তাহার অপরাধ শঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছিল, এবং এই জন্য কৃষ্ণের শরণাগত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিল। তীরে অথবা অন্তর্জলে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূতপতি, সুতরাং ভয় থাকিলেও অন্য কোন্ স্থানে যাইবে, তাই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিল। ৩২

ছয় শ্লোকে দণ্ডানুমোদন, দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও পঞ্চ শ্লোকে প্রার্থনা নাগপত্নীগণ করিয়াছে, ভগবানের নিগ্রহানুগ্রহে কোন বৈষম্য নাই, এই কথা শত্রু ও পুত্রে তুল্যদৃষ্টি এই বাক্য দ্বারা বলা হইয়াছে, নানা নরক-নিদান খলদোষোপশমন পূর্ব্বক নিত্য সুখদান লক্ষণ ফলের আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডবিধান করেন। ৩৩

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥ ৩৪॥
তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ॥ ৩৫॥
কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৩৬॥

হে ভগবন্! আপনার কৃত অসৎ জনের প্রতি দণ্ডবিধান তাহার পাপকে নাশ করে, সুতরাং আপনার কৃত এই দণ্ড আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে, যে পাপ হইতে নানাবিধ দেহ ভোগের পর ইহার সর্পশরীর হইয়াছে, এই দণ্ডের ফলে তাহার অবসান হইবে, সুতরাং আপনার ক্রোধও অনুগ্রহ বলিয়া আমাদের সম্মত হইল। ৩৪

হে ভগবন্! এই ব্যক্তি নিজে মানরহিত হইয়াও অপরের সম্মান বিধান করিয়া পূর্ব্বজন্মে কি অপূর্ব্ব তপস্যা করিয়াছিল অথবা সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্ম করিয়াছিল, বলিতে পারি না, যেহেতু আপনি সকলের জীবনদাতা. আপনি ইহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ৩৫

(তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা কালিয়ের এই ভাগ্যোদয় হয় নাই—পরন্তু একমাত্র আপনার কৃপা দ্বারাই হইয়াছে, এই কথা তিন শ্লোকে বলা হইতেছে)

হে দেব! ব্রহ্মাদি দেবগণ তপঃ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার অনুগ্রহ কামনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী যাঁহার পত্নী হইয়াও সকল কামোপভোগ বর্জ্জন করিয়া ও নিয়মব্রতপরায়ণা হইয়া আপনার যে চরণ-রেণু স্পর্শাধিকার বাসনায় তপস্যা করিয়াছিলেন, এই সর্পের সেই আপনার চরণ-রেণু-স্পর্শাধিকার দেখিতেছি, এই ব্যক্তির ইহা কোন্ পুণ্যের ফল, তাহা বলিতে পারি না। ৩৬

বিবৃতি—এই শ্লোকের তোষণীকার অপর একটি অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই—আপনি অসজ্জনের পাপনাশক হইলেও আপনি দণ্ডবিধান করেন নাই। ইহার সর্পশরীরই আপনার অনুগ্রহলাভে নিমিত্ত হইয়াছে এবং ইহার জাতিগত ক্রোধও আপনার সম্মত অর্থাৎ আপনার ক্রীড়ার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহার ফণাসকল উন্নতাবনত হইলে তাহার উপর আপনি পরমহর্ষে নৃত্য করিয়াছেন। ৩৪

শিষ্ট জনের কষ্টলভ্য বস্তু কালিয় অনায়াসে লাভ করিয়াছে, সুতরাং ইহা কি তাহার প্রাচীন পুণ্য, এই বিতর্ক করিয়া নাগপত্নীগণ বলিতেছেন. এই শ্লোকে মানরহিত হইয়াও অন্যের মান দান করিয়া তপস্যা করার কথায় বৈষ্ণবীয় তপস্যা সূচিত হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন 'অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এবং সর্ব্বজীবে দয়ারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা দ্বারা ধর্ম্মও বৈষ্ণবীয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন।

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-তোষণ।
এই তিন কর্ম্ম সার হয় সনাতন।"

রঙ্গস্থলীকৃত কালিয়-মস্তকে ভগবান্ আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, সর্ব্বজীবে সম্মানদান সর্ব্বজীবে দয়া দ্বারাই কালিয়ের মস্তক ভগবানের নৃত্যক্রীড়ার ক্ষেত্র হইয়াছিল। শ্লেষ দ্বারা ইহাও বলা হইয়াছে যে, আপনি সকল জীবকে জীবন দান করেন, তবে এই কালিয়কেই বা কেন পাদাঘাতে বিনাশ করিতেছেন? ৩৫

বিবৃতি—ব্রহ্মাদি সকল ভক্ত হইতে যিনি অধিক, যিনি আপনার পত্নী হইয়াও যে গোপালরূপী আপনার চরণ-রেণু কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণদ্বয় নিজ মস্তকে আনন্দে নৃত্যকালে কালিয় লাভ করিল, ইহা তাহার কোন্ পুণ্যের ফল, তাহা আমরা জানি না, ইহা কালিয়ের মহাভাগ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥
তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈস্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো যদিচ্ছতঃ স্যাদ্‌বিভবঃ সমক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥ ৪০ ॥
কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে। বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে ॥ ৪১ ॥

হে ভগবন্! যাঁহারা আপনার চরণরেণু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গ, কিম্বা পৃথিবীর সার্ব্বভৌম নৃপত্ব, কিম্বা ব্রহ্মার পদ, অথবা রসাতলাধিপত্য অথবা যোগসিদ্ধি, অথবা অপুনর্ভব (মোক্ষ) বাঞ্ছা করেন না। ৩৭

হে নাথ! এই সর্পরাজ কালিয় তমোগুণোৎপন্ন এবং ক্রোধপরায়ণ হইয়াও লক্ষ্মী প্রভৃতির দুষ্প্রাপ আপনার চরণরেণু প্রাপ্ত হইয়াছে, হে প্রভো! সংসার-চক্রে ভ্রমণশীল শরীরী পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অভিলষিত সম্পত্তি লাভ হয়, (সুতরাং তাদৃশ বস্তু অনায়াসে লাভ করা যায় না)। ৩৮

হে ভগবন্! আপনার ঐশ্বর্য্যাদি অচিন্তনীয়, আপনি সকল দেহে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান, আপনি মহাত্মা, সকল দেহে বর্ত্তমান থাকিলেও আপনি পরিচ্ছেদশূন্য, আপনি আকাশাদি ভূতের আশ্রয় এবং সনাতন ও সকলের কারণ অথচ স্বয়ং কারণাতীত, আপনাকে নমস্কার। ৩৯

হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপ সম্পদে পরিপূর্ণ এবং আপনি নির্গুণ, নির্ব্বিকার, আপনি অনন্তশক্তি, প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৪০

হে ভগবন্! আপনি কালস্বরূপ, কালশক্তির আশ্রয়, কালাবয়ব সকলের অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের সাক্ষী, বিশ্বরূপ, বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বের কর্ত্তা, এ বিশ্বের সর্ব্বকারণ, আপনাকে নমস্কার। ৪১

বিবৃতি—যাহারা আপনার চরণরেণু লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহাদের নিকট স্বর্গ অপবর্গ ও ব্রহ্মাদির পদ তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ৩৭

ব্রহ্মাদির দুরাপ আপনার চরণরেণু, মহাপরাধী তমোগুণোৎপন্ন ক্রোধপরায়ণ সর্পরাজ কালিয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সহস্র সাধনেও ঘটে না, কেবল আপনার করুণাতেই লাভ করিয়াছে, যাহাতে মনঃসম্বন্ধ হইবামাত্র সকলের সম্মুখই সকল সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব অধুনা সাক্ষাৎ আপনার পাদদ্বয় যে সর্প নিজ ফণাসমূহের উপরে লাভ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই সুব্যক্ত বিভব পাইবার অধিকারী, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৮

পরস্পরবিরোধী নানাধর্ম্মাশ্রয়তা প্রদর্শন করিয়া ক্ষমাপণার্থ দশ শ্লোকে ভগবানকে নাগপত্নীরা নমস্কার করিতেছে। ভগবান্ অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যসম্পন্ন,—সুতরাং সকল বিরোধ সেই স্থানে তিরোহিত হইয়া যায়, যিনি ভূতগণের আশ্রয় অথচ তিনিই ভূতস্বরূপ 'গৃহীতজন্মা' ইত্যাদি বিরোধ লীন হইয়াছে। ৩৯

ভগবান্ যে কারণ ও কারণাতীত, ইহা সমর্থন করিবার জন্য এই শ্লোক, জ্ঞান ও চিচ্ছক্তিপরিপূর্ণ আপনি, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, এই জন্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে, এইরূপ প্রায় সকল বিশেষণই হেতুগর্ভ বুঝিতে হইবে। সংক্ষেপে ইহার সারার্থ এই—নির্গুণ বলিয়া নির্ব্বিকার, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কারণাতীত, প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক বলিয়া অনন্তশক্তি, বিজ্ঞাননিধি বলিয়া ঈশ্বর কারণ, সুতরাং এই উভয়স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ৪০

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে । ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে ॥ ৪২ ॥
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে। নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে ॥ ৪৩ ॥
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে। প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৪৪ ॥
নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ৪৫ ॥
নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মচ্ছাদনায় চ। গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে ॥ ৪৬ ॥
অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে। হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে ॥ ৪৭ ॥

হে প্রভো ! আপনি সমস্ত ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্তস্বরূপ, এবং সৃষ্টিকার্য্যে যে ত্রিগুণাত্মক অভিমান, উহা দ্বারা আপনার অংশভূত আত্মার অনুভূতি গূঢ় হইয়া আছে, আপনাকে নমস্কার। ৪২

হে ভগবন্ ! আপনি অনন্ত, সূক্ষ্ম, কূটস্থ, সর্ব্বজ্ঞ, অস্তি, নাস্তি, সর্ব্বজ্ঞ, কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ, বন্ধ, মুক্ত, এক অনেক ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার বাদের আশ্রয় এবং অভিধেয় অভিধান শক্তিভেদে নানারূপে প্রতীয়মান, আপনাকে নমস্কার। ৪৩

হে ভগবন্ ! আপনি প্রমাণসমূহের মূলস্বরূপ, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়স্বরূপ, এবং আপনি কবি, অর্থাৎ নিরপেক্ষ অথবা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট, আপনি শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ বেদ সকল আপনার নিশ্বাস, আর আপনি প্রবৃত্ত নিবৃত্ত ও নিগম-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৪৪

হে প্রভো ! আপনি বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আপনি সঙ্কর্ষণ রাম, আপনি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ (আপনার এই চারি মূর্ত্তি) আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্ ! আপনি উপাসকদিগের পতি, (অর্থাৎ সালোক্যাদি মুক্তি দ্বারা উপাসকগণের পালক,) আপনাকে নমস্কার। ৪৫

হে ভগবন্ ! আপনি গুণ-(অন্তঃকরণ) প্রকাশক, অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা বলিয়া চতুর্মূর্ত্তি ; এবং গুণ দ্বারা উপাসকগণের ফল-বৈচিত্র্য সম্পাদন দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করিয়া নানারূপে প্রকাশ-মান, এবং গুণবৃত্তি দ্বারা আপনি লক্ষিত হয়েন, এবং আপনি গুণসাক্ষী, এবং আপনি স্বগোচর। আপনাকে নমস্কার। ৪৬

হে ভগবন্ ! আপনার মহিমা তর্কের অগোচর এবং আপনি সমস্ত কার্য্যের উৎপত্তি ও প্রকাশের হেতু, এই জন্য উপাসনাযোগ্য, হে ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক ! আপনি মুনি (অর্থাৎ আত্মারাম) এবং আপনি মৌনশালী (অর্থাৎ আপনার স্বভাবই আত্মারাম) আপনাকে নমস্কার। ৪৭

বিবৃতি—আপনি অনন্ত, যেহেতু অহঙ্কারাপরিচ্ছিন্ন, অদৃশ্য বলিয়া আপনি সূক্ষ্ম, উপাধিকৃত বিকার নাই বলিয়া আপনি কূটস্থ, অতএব আপনি সর্ব্বজ্ঞ। ৪৩

আপনি প্রবৃত্তশাস্ত্র নিবৃত্তশাস্ত্র এবং তন্মূল নিগমশাস্ত্র-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৪৪

তোষণীকার এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন—ভক্তগণের প্রতি আপনি ঐশ্বর্য্যাদি গুণপ্রকাশক, অভক্তগণের প্রতি আপনি প্রাকৃত গুণ দ্বারা আত্মাচ্ছাদক, এবং গুণ-প্রবর্ত্তক বলিয়া আপনি অনুমেয়, এবং আপনি গুণদ্রষ্টা এবং আপনি স্বপ্রকাশস্বরূপ, অথবা প্রেমবত্তাদি গুণের আপনি প্রকাশক, পরন্তু তাহা হইলেও নিজৈশ্বর্য্য আপনি আচ্ছাদন করেন অর্থাৎ যশোদা যখন বহু রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেন, তখন ভগবান্ নিজৈশ্বর্য্য আবৃত রাখিয়াছিলেন। তথাপি যমলার্জ্জুনাদি-মোচক গুণসকলের বর্ত্তমানতা দ্বারা আপনাকে জানা যায়, আপনি সেই সকল গুণ অর্থাৎ রজ্জু সকলকে ভীতভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, অথচ নিজের বয়স্য বালকদিগকে তখনও নবনীতাদি অপহরণ করিবার নিমিত্ত আপনি সঙ্কেত করিতেছিলেন, ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত, আপনাকে নমস্কার। ৪৬

এই শ্লোকের অন্যবিধ অর্থ যথা—হে ভগবন্ ! আপনার লীলা প্রপঞ্চাতীত, অথচ আপনার লীলা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিও আছে, অথবা যাহার দধি-পয়শ্চৌর্য্যাদি

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ। অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে ॥৪৮॥
ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ প্রভো গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্।
তত্তৎস্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে ॥ ৪৯ ॥
তস্যৈব তেঽমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্মপরীপ্সয়েহতঃ ॥ ৫০ ॥
অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ। ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥ ৫১ ॥

হে প্রভো! আপনি পরাবরগতিজ্ঞ, (অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভূতসমূহের গতি জানেন) এই জন্য কোন ভূতে আসক্ত নহেন, অথচ সকলের অধিষ্ঠাতা, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বাধিষ্ঠাতা, আপনাতে বিশ্ব বর্ত্তমান নহে, (অর্থাৎ তন্ন তন্ন কারণ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সকল নিষেধের অবধি আপনি) অথচ বিশ্বস্বরূপ, (বিশ্ব-বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পারোপের ন্যায় বিশ্বারোপের আশ্রয়) আর আপনি বিশ্বের দ্রষ্টা (অর্থাৎ অধ্যাস ও অপবাদের সাক্ষী এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা দ্বারা আপনার ঐশ্বর্য্য নিরতিশয়। আপনাকে নমস্কার করি। ৪৮

(দণ্ডানুমোদন, নমস্কার দ্বারা ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়া ভগবদধীন প্রাণিগণের কোন অপরাধ হইতে পারে না, এই আশায় নাগপত্নীগণ প্রার্থনা করিতেছে)

হে প্রভো! আপনি নিষ্ক্রিয় হইলেও কালশক্তিধারী, আপনি গুণ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, অতএব হে অমোঘবিহার! আপনি সংস্কাররূপে বর্ত্তমান সেই সেই শান্ত ঘোর মূঢ় ভাব সকলকে আলোচনা পূর্ব্বক প্রতিবোধিত করিয়া ক্রীড়া করেন। অথবা অনাদি কালশক্তিধারী আপনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিয়া থাকেন—অন্য অংশ সমান। ৪৯

হে দেব! ত্রিলোকে বর্ত্তমান এই সকল শান্ত অশান্ত মূঢ়যোনি জনসকল যদিও সেই আপনারই শরীর (অর্থাৎ ক্রীড়ার উপকরণ) তথাপি আমাদের বোধ হয় অধুনা শান্ত জনেরাই আপনার প্রিয়; কারণ, আপনি সাধুজনের ধর্ম্মপ্রতিপালনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অতএব তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আপনি সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। ৫০

হে শান্তস্বভাব! এ মূঢ়যোনি, অতএব আপনাকে জানে না, সুতরাং ইহাকে ক্ষমা করুন, প্রভু নিজের প্রজাকৃত সকৃদপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ৫১

চেষ্টা সর্ব্বদা অব্যক্ত অথচ সকলেই উহা যশোদা প্রভৃতির সমীপে ব্যাখ্যা করিয়াছে, হে ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক! আপনি আত্মারাম, ইত্যাদি আপনাকে নমস্কার। ৪৭

চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের অন্যবিধ অর্থ করেন, যথা—শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও নিকৃষ্ট ভক্তগণের গতি (প্রাপ্য) আপনি জানায় আপনি সর্ব্বফলাধ্যক্ষ অর্থাৎ জানিয়া সমুচিত ফলদাতা, আপনি প্রপঞ্চাতীত, অথচ সময়ে বিশ্বসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বিশ্বের দ্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার করি। এই দশ শ্লোকে পঞ্চপঞ্চাশৎ সংখ্যক বিশেষণ দ্বারা ভগবান্‌কে স্তব করা হইয়াছে। ৪৮

বিবৃতি—ঈদৃশ দুষ্টানুগ্রাহক আপনার পরম কারুণ্য এবং এতাদৃশ করুণাপরায়ণ আপনার প্রতি অপরাধ করায় ইহার পরম পামরত্ব সূচিত হইয়াছে। ৫০

পালনকর্ত্তা আপনি, সুতরাং পিতৃতুল্য, নিজ প্রজাকৃত অপরাধ একবার সহ্য করা উচিত, আপনি শান্ত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু এই তামসযোনি জ্ঞানহীন, আপনার অদ্ভুত লীলাদর্শনেও আপনাকে জানিতে অসমর্থ, সুতরাং ক্ষমার পাত্র। অথবা যে একবারমাত্র প্রভু হয়, সেও প্রজার অপরাধ ক্ষমা করে, আপনি নিত্যেশ্বর, সুতরাং ক্ষমা করিতে বাধ্য। ৫১

অনুগৃহ্নীষ্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ। স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিপ্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥৫২
বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া। যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥৫৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ। মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জ্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ ॥৫৪॥
প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্। কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৫॥
বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ। স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ ॥৫৬
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জ্জনম্। নানাস্বভাববীর্য্যৌজো-যোনিবীজাশয়াকৃতি ॥ ৫৭ ॥
বয়ঞ্চ তত্র ভগবন্ সর্ব্বা জাত্যুরুমন্যবঃ। কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্ ॥৫৮

হে ভগবন্! আপনি ইহার প্রতি অনুগ্রহ করুন, নতুবা এই সর্প প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সাধুগণের অনুগ্রাহ্য স্ত্রীগণের পতিপ্রাণ ভিক্ষা প্রদান করুন।৫২

হে প্রভো! আপনার কিঙ্করীগণের কি অনুষ্ঠেয়, তাহা আদেশ করুন। হে প্রভো! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনার আদেশ পালন করিলে সে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়। ৫৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরণাঘাতে ভগ্নশীর্ষ, মূর্চ্ছিত নাগরাজ কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৫৪

হে রাজন্! দীন কালিয় পরিত্যক্ত হইবামাত্র স্বীয় ইন্দ্রিয় ও প্রাণ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতি কষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে হরিকে অতি ধীরে বলিয়াছিল। ৫৫

হে ভগবন্! আমরা জন্মাবধি খল এবং তমঃপ্রকৃতি, সুতরাং আমাদের ক্রোধ অতি কষ্টেও শান্ত হয় না। হে নাথ! প্রাণীদিগের স্বভাব অসদ্গ্রহের ন্যায় দুস্ত্যজ, অথবা অসৎ বলিয়া জানিলেও রাগ-দ্বেষাদির পরিত্যাগ যেমন বিদ্বান্ ব্যক্তিরও অসম্ভব, মূঢ় ব্যক্তির ত কথাই নাই। ৫৬

হে বিধাতঃ! গুণ দ্বারা বিবিধরূপে সৃষ্ট, এবং বীর্য্য, সামর্থ্য, যোনি, বীজ, আশয় (বাসনা), আকৃতি (রূপ) প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকার এই বিশ্ব আপনি সৃজন করিয়াছেন। ৫৭

হে ভগবন্! সেই সৃষ্ট জীবগণমধ্যে আমরা সর্ব্বজাত্যপেক্ষায় দীর্ঘ ক্রোধী, এবং স্বয়ং মায়ামুগ্ধ, সুতরাং কিরূপে দুস্ত্যজ আপনার মায়া ত্যাগ করিব ? ৫৮

বিশ্বস্তি—হে পরম দয়াল, আপনি অনুগ্রহ করুন, মৃত্যুমুখে পতিত এই সর্পের প্রাণ দান করুন, স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নাই, সুতরাং তাহারা সর্ব্বদা সকলের দয়ার পাত্র, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন। ৫২

'আপনার আদেশে কিঙ্করীগণের যাহা বিধেয়, তাহা কিঙ্করীগণের প্রতি আদেশ করুন, যে হেতুক আপনার আদেশমত চলিলে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়, ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত, আপনি বলিলে আমরা প্রাণি-হিংসা হইতে বিরত হইব। ৫৩

নাগপত্নীগণের স্তবে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া চরণাঘাতে মূর্চ্ছিত ভগ্নশীর্ষ কালিয়ের মস্তকোপরি যে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিলেন। ৫৪

ভূতাদি দ্বারা লোক আবিষ্ট হইলে উহাকে ছাড়ান যেমন কঠিন, সেইরূপ জাতীয়স্বভাব পরিত্যাগ করাও অত্যন্ত কঠিন। ৫৬

ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই জন্য ভগবান্কে ধাতঃ! বলিয়া সম্বোধন করায় ইহাই বুঝাইয়াছে যে, আপনিই ব্রহ্মার মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করেন। বীর্য্য, দেহ, শক্তি, ওজঃ, ইন্দ্রিয়শক্তি সুতরাং ভিন্ন, যোনি ও বীজ মাতৃপিতৃভেদে ভিন্ন। ৫৭

ভবান্ হি কারণং তত্র সর্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ। অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ।
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্। স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী ॥৬০॥
য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্। কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১ ॥
যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬২ ॥
দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ। যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা। তং পূজয়ামাস মুদা নাগপত্ন্যশ্চ সাদরম্ ॥ ৬৪ ॥
দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ পরার্দ্ধ্যৈরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া। পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৬৫ ॥

হে ভগবন্! আপনার মায়া অতিক্রম সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনিই কারণ, অতএব অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই আমাদের প্রতি বিধান করুন। ৫৯

শুকদেব বলিলেন, কার্য্যসাধনার্থ মানুষমূর্ত্তি ভগবান্ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে সর্প! এ স্থানে তুমি থাকিতে পারিবে না, পুত্র, কলত্র, বন্ধু-বান্ধবসহ সমুদ্রে গমন কর, বিলম্ব করিও না, কারণ, গো ও মনুষ্যগণ এই নদীর জল পান করে, (তুমি এখানে থাকিলে তাহারা এখানে আসিতে পারিবে না)। ৬০

তোমার প্রতি আমার এই শাসন যে, যে মানব ইহা স্মরণ করিবে এবং উভয় সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করিবে, সে ব্যক্তি যেন কখন তোমাদের নিকট ভয় না পায়, (অর্থাৎ আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা কদাপি সে ব্যক্তির ভয় উৎপাদন করিতে পারিবে না)। ৬১

যে ব্যক্তি আমার ক্রীড়াক্ষেত্র এই হ্রদের জলে স্নান করিয়া এই জল দ্বারা দেবাদির তর্পণ করিবে এবং উপবাসী থাকিয়া আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। ৬২

হে সর্প! তুমি যাহার ভয়ে রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া এই হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই গরুড় আমার পদচিহ্নযুক্ত তোমাকে ভক্ষণ করিবে না। ৬৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে কালিয় নাগ ও তাহার পত্নীগণ সাদরে তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল। ৬৪

উৎকৃষ্ট বস্ত্র, মাল্য, মণি, দিব্যগন্ধ, দিব্য অনুলেপন ও উৎকৃষ্ট বহুমূল্য ভূষণ, মহতী উৎপলমালা এই সকল বস্তু দ্বারা পূজা করিয়া গরুড়ধ্বজ জগন্নাথকে প্রসন্ন করিয়াছিল। ৬৫

বিবৃতি—এই সকল কারণেও তুমি এখানে থাকিতে পারিবে না। যদি তুমি এখানে থাক, তবে কোন ব্যক্তি এখানে আসিতেই পারিবে না, স্নান পূজা করিবার কথা ত কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। ৬৩

ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্। সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ ॥ ৬৬ ॥

তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ। অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কালিয়নির্যাপণং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তার পর প্রীত ও অনুজ্ঞাত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুজনসহ কালিয়, সমুদ্রমধ্যস্থ সেই রমণক দ্বীপে গমন করিয়াছিল। ৬৬

হে রাজন্! কালিয় সেই স্থান পরিত্যাগ করিবামাত্র ক্রীড়ার্থ মনুষ্যরূপী ভগবানের অনুগ্রহে, ঐ সময় হইতে যমুনার জল বিষহীন অথচ অমৃত-তুল্য সুস্বাদু হইয়াছিল। ৬৭

বিবৃতি—কৃষ্ণ প্রাদুর্ভাবকালে যে কৌস্তুভমণি তাঁহার বক্ষঃস্থলে ছিল, উহাই অলক্ষিতভাবে কালিয়-কোষাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং বহু রত্ন অলঙ্কার প্রদানকালে কালিয়-পত্নীগণ ঐ কৌস্তুভও দিয়াছিল, ইহা গণোদ্দেশ-দীপিকায় বিস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে ; যথা—

'কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদ-সৌরসম্
কালিয়প্রেয়সীবৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ ॥'

ভগবান্‌ও কালিয়ের মস্তকে অভয় হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ-ব্যথার উপশম করিয়াছিলেন এবং কালিয় প্রার্থনা করিয়াছিল যে, গরুড় যেমন আপনার বাহন, সেইরূপ আমিও আপনার দাস, এই ভৃত্যকে স্মরণ করিলে সেও আপনার কার্য্য সম্পাদন করিবে। বোধ হয়, এই জন্যই ভগবান্ কংসাদিষ্ট হইয়া কালিয়ারোহণে মথুরায় গিয়াছিলেন, এইরূপ পৌরাণিকী কথা শোনা যায়। ৬৭

ইতি দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

নাগালয়ং রমণকং কস্মাৎ তত্যাজ কালিয়ঃ। কৃতং কিংবা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসিমাসীহ যো বলিঃ। বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্‌নিরূপিতঃ॥২

স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি। গোপীথায়াত্মনঃ সর্ব্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ। কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্ ॥ ৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ। বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ প্রত্যভ্যয়াদুচ্ছ্রিতনৈকমস্তকঃ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কালিয় কি কারণে নাগগণের আবাসস্থল রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছিল? আর সেই কালিয় গরুড়ের কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল? ১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! হে মহাবাহো! পূর্ব্বকালে নাগগণ প্রচুর ভক্ষ্য সহকারে উপহারী-ভূত সর্প দ্বারা বৃক্ষমূলে যে বলি প্রতি মাসে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, হে রাজন্! নাগগণ আত্মরক্ষার্থ সেই বলির অংশ প্রত্যেক পর্ব্বদিনে অর্থাৎ প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় আত্মরক্ষার্থ মহাত্মা গরুড়কে অর্পণ করিত। ২-৩

(কিছুকাল পরে) কদ্রুতনয় কালিয় বিষ ও বীর্য্যমদে আবিষ্ট হইয়াছিল, তজ্জন্য গরুড়কে গণ্য না করিয়া স্বয়ং সমুদায় বলি ভোজন করিয়াছিল। অথবা গরুড়ের ভক্ষ্য সর্পগণ এক একটি নাগ দিব বলিয়া গরুড়ের নিমিত্ত যে বলি নিরূপণ করিয়াছিল, সকল নাগই তাহাতে স্ব স্ব ভাগ প্রদান করিত, কেবল কালিয়ই বিষবীর্য্যমদোন্মত্ততা প্রযুক্ত তাহা প্রদান করিল না, নিজে দেওয়া ত দূরের কথা— অন্যের প্রদত্ত বলিও নিজে ভোজন করিতে লাগিল। ৪

হে রাজন্! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শ্রেষ্ঠ পার্ষদ গরুড় কুপিত হইয়াছিলেন, এবং কালিয়কে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাবেগে কালিয়-সন্নিধানে ধাবিত হইলেন। ৫

হে রাজন্! অতি দ্রুতবেগে গরুড় আসিতে থাকিলে বিষায়ুধ কালিয় তাহার অসংখ্য ফণা উন্নমিত করিয়া তাহার নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিল, দশনায়ুধ ঐ নাগ দশনরূপ শস্ত্র দ্বারা গরুড়কে দংশন করিয়াছিল। কালিয়ের জিহ্বা অতিশয় ভয়ানক, নিশ্বাসবায়ু সুদীর্ঘ, নয়ন অতিশয় উগ্র হইয়াছিল। ৬

বিবৃতি—হে মহারাজ! রাজপরাক্রমে বাধ্য হইয়া শত্রুগণও যেমন নানাবিধ উপহার রাজাকে প্রদান করে, সেইরূপ গরুড়ের শত্রু সর্পগণও বাধ্য হইয়া গরুড়কে বৃক্ষমূলে প্রচুর খাদ্যসহ সর্প উপঢৌকন দিত। ২

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্ প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥
সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ। হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥
তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্। নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥৯ ॥
মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে। কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥১০॥
অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি। সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥১১॥
তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ। অবাৎসীদ্গরুড়াদ্ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥১২
কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্গন্ধবাসসম্। মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্ব্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ। প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥১৪

ক্রোধে প্রচণ্ডবেগ, মধুসূদনের বাহন, প্রচণ্ড-বিক্রম মহাত্মা তার্ক্ষ্যনন্দন গরুড়, কদ্রুনন্দন কালিয়কে নিরস্ত করিয়া সুবর্ণের স্থায় দেদীপ্যমান বাম পক্ষের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়াছিলেন। ৭

হে রাজন্! গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিল এবং গরুড়ের অগম্য ও অগাধতা নিমিত্ত দুর্গম, যমুনাহ্রদে সে প্রাণভয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। ৮

সেই হ্রদে একদা গরুড়, প্রধান একটি জলচর মৎস্যকে নিজের অভীপ্সিত খাদ্য মনে করিয়া ধরিতে গেলে, সৌভরি ঋষি তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত গরুড় সে নিষেধ না শুনিয়া বলপূর্ব্বক সেই মৎস্যকে হরণ করিয়াছিলেন। ৯

সেই জলচর মীনদিগের পতি গরুড় কর্তৃক অপহৃত হইলে মীনগণকে সুদুঃখিত ও দীন দেখিয়া হ্রদস্থ জলচরদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কৃপাপরবশ সৌভরি ঋষি বলিয়াছিলেন। ১০

অতঃপর এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া গরুড় যদি মৎস্য খায়, তবে সদ্যই প্রাণবিযুক্ত হইবে, ইহা আমি সত্য বলিলাম। ১১

হে রাজন্! এই বৃত্তান্ত কেবল কালিয় জানিত, অন্য কোন সর্প জানিত না। অতএব গরুড়ভয়ে ভীত হইয়া কালিয় তথায় বাস করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১২

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ দিব্য গন্ধ, দিব্য বসন, দিব্য মাল্য ও সুবর্ণযুক্ত মহা-মণিগণে বিভূষিত হইয়া কালিন্দী-হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া আসিলে পর, বিগতপ্রাণ পুনর্ব্বার সমাগত হইলে ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ হয়, তদ্রূপ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র উত্থিত হইলেন এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

বিবৃতি—তৃক্ষ মরীচি তৎপুত্র তার্ক্ষ কশ্যপ, তৎ পুত্র গরুড়। ৩৭

কালিন্দীর হ্রদে গরুড় কেন প্রবেশ করিতে পারে না, সেই কারণ বলিবার জন্য এই ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, এই ঘটনা শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতার রাজত্বকালে সত্যযুগে সংঘটিত হইয়াছিল, গরুড় ক্ষুধিত বলিয়া তাহার ইহাতে অপরাধ হয় নাই। ৯

গরুড় যদি হ্রদে প্রবেশ করিয়া মৎস্য খায়, তবে তৎক্ষণাৎ সে মরিবে, আর মৎস্য না খায় অথচ হ্রদে প্রবেশ করে, তবে কালবিলম্বে মরিবে ইহাই অভিশাপের অর্থ—গরুড় সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ইহা জানিতেন এবং কালিয়ও তাহার জ্ঞাতি-বর্গের নিকট শুনিয়া জ্ঞাত হইয়াছিল, সৌভরি মহাপার্ষদ গরুড়কে অভিসম্পাত করায় তাহার অপরাধ হইয়াছিল, সেই জন্য মৎস্যসঙ্গে সৌভরির দুর্ব্বাসনা জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে কিছুকাল পর্য্যন্ত নরক তুল্য বিষয়ানন্দে তিনি মগ্ন হইয়াছিলেন, এবং বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে অতি অল্পকালমধ্যেই তিনি তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১১

কালিয় গরুড়দ্বেষে নির্ভয় স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়া ইহা জানিয়াছিল। কালিয়ের পূর্ব্বজন্মশত-কৃত ভাগ্য-বিশেষেই ঐ স্থান লাভ হইয়াছিল। ১২

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ লব্ধমনোরথাঃ ॥ ১৫ ॥
রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ।
প্রেম্না তমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ॥ ১৬ ॥
নগা গাবো বৃষা বৎসা লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥ ১৭ ॥
নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ।
ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ।
দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্ম্মুক্তিহেতবে। নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ ॥১৮
যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী। পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥১৯ ॥
তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ। ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥২০
তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্রজম্। সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

হে কৌরব! যশোদা, রোহিণী, নন্দ, গোপীগণ ও গোপগণ, কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া আলিঙ্গনাদি চেষ্টা-যুক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি, দূরবর্ত্তী শুষ্ক বৃক্ষ-সকলও পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৫

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ রাম কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন, এবং স্নেহবশতঃ কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ১৬

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গাভীসকল, বৃষগণ ও বৎসতরীসকল পরম আনন্দলাভ করিয়াছিল। ১৭

অনন্তর গুরু ও সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণ নন্দের নিকটে আগমন করিয়া সানন্দে বলিলেন, হে নন্দ! তোমার পুত্র মহাসর্প কালিয় কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও যে পুনর্ব্বার মুক্ত হইয়া আসিয়াছে, ইহা পরম সৌভাগ্য। হে নন্দ! কৃষ্ণের মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণগণকে দান কর। তখন নন্দও প্রীতমনে গো ও সুবর্ণ দিতে আদেশ করিলেন। ১৮

মহাভাগ্যবতী যশোদাও নষ্টপুত্র পুনর্ব্বার লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ও মুহুর্মুহুঃ আনন্দাশ্রু মোচন করিয়াছিলেন। ১৯

হে রাজেন্দ্র! ব্রজবাসিগণ এবং ধেনুগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণাজনিত শ্রান্ত হইলেও সেই রাত্রি কালিন্দীর উপকূলে বাস করিয়াছিল। ২০

দৈবক্রমে সেই রাত্রে নিশীথকালে গ্রীষ্মসময়-নিবন্ধন শুষ্কারণ্য-জাত দাবানল সুপ্ত ব্রজবাসীদিগকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়াছিল। ২১

বিবৃতি—পূর্ব্বে যশোদা, রোহিণী, নন্দ, গোপী ও গোপগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল দর্শন করিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ হ্রদ হইতে উঠিলে ধীরে কৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গনাদি চেষ্টা করিয়াছিলেন, অধিক কি, যদিও নিকটে কোন বৃক্ষাদিই ছিল না, কিন্তু দূরবর্ত্তী বিষবায়ু দ্বারা শুষ্ক বৃক্ষগণও অঙ্কুরাদিযুক্ত হইয়াছিল। ১৫

কালিয়দমন ও তৎপরে ব্রজবাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে দিবা অবসান হইয়াছিল, যে স্থানে কৃষ্ণের সহিত ইহারা মিলিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই রাত্রিবাসও করিয়াছিল। তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জনিত শ্রান্তিতে গমনে অসমর্থ ছিল। সেই স্থানে গাভীসকল বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের দুগ্ধে বিষ-সম্পর্ক থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহাদের দুগ্ধ কৃষ্ণকে দেয় নাই, এবং নিজেরাও খায় নাই, যমুনোপকূল, পরে জলসমীপ ত্যাগ করিয়া তীরস্থ বনসমীপে তাহারা রাত্রিতে অবস্থান করিয়াছিল, নতুবা দাবাগ্নি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। ২০

এই দাবানল কালিয়ের সখা ও কংসের অনুচর কোন অসুর ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ২১

তত উত্থায় সংভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ। কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম। এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥২৩॥
সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো। ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥ ২৪ ॥
ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ। তমগ্নিমপিবৎ তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দাবাগ্নিমোচনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায় ॥ ১৭ ॥

তার পর ব্রজবাসিগণ দাবানলে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে শীঘ্র উঠিয়া মায়ামনুষ্যমূর্ত্তি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিল ও বলিয়াছিল। ২২

হে মহাভাগ্যবান্ কৃষ্ণ! হে অমিতবিক্রম রাম! এই ঘোরতম বহ্নি তোমাদের আশ্রিত আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। ২৩

হে প্রভো! এই সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে তোমার সুহৃদ্ আমাদিগকে রক্ষা কর, সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় তোমার ঐ চরণ আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ২৪

হে রাজন্! জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়-স্বজনগণের এই প্রকার কাতরতা দর্শন করিয়া সেই ভীষণ দাবানল পান করিলেন। তিনি নিজে অনন্ত ও অনন্ত শক্তি ধারণ করায় তাঁহার পক্ষে এই কর্ম্ম বিচিত্র নহে। ২৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই দ্বিরুক্তি বিপদে, তাবক শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভগবদনুগ্রহ লাভের যোগ্যত্ব সূচিত হইয়াছে। ২৩

বিশ্বব্রতি—হে ভগবন্! আপনার চরণবিয়োগভয় আমাদের শীঘ্র বিনাশ করুন। মরণ হইলে আপনার চরণের সহিত বিয়োগ হইবে, পরন্তু উহা দুঃসহ। ২৪

নিজজনের কাতরতা দর্শনে ভগবানের করুণা জন্মিয়াছিল। সেই জন্য তীব্র হইলেও সেই দাবানল তিনি পান করেন। তিনি জগদীশ্বর, অনন্ত শক্তি-শালী, সুতরাং দাবানলপান তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। ২৫

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ। অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্‌ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্‌ ॥১॥

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া। গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্‌ শরীরিণাম্‌ ॥২॥

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ। যত্রাস্তে ভগবান্‌ সাক্ষাৎ রামেণ সহ কেশবঃ ॥৩॥

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদ-নিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্‌। শশ্বত্তচ্ছীকরর্জ্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্‌ ॥ ৪ ॥

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৫ ॥

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভির্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্নতে ॥ ৬ ॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর রাত্রিপ্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ, হৃষ্টচিত্ত জ্ঞাতিগণে পরিবৃত ও তৎকর্ত্তৃক অনুগীয়মানকীর্ত্তি হইয়া গোকুলমণ্ডিত ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১

এইরূপে রাম ও কৃষ্ণ গোপবালকছদ্মবেশে ব্রজমধ্যে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে শরীরী-দিগের অনতিপ্রিয় গ্রীষ্মঋতু আবির্ভূত হইয়াছিল। ২

কিন্তু সেই গ্রীষ্মঋতু, যেখানে ভগবান্‌ কৃষ্ণ রামের সহিত বাস করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের গুণে বসন্তের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিল। ৩

যে বৃন্দাবনে গ্রীষ্মঋতুতেও বৃন্দাবনমধ্যে নির্ঝর সকলের ধ্বনি দ্বারা কঠোরভাষী ক্ষুদ্র ঝিল্লী নামক ক্ষুদ্র কীটদিগের শব্দ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং সকল প্রদেশ ঐ সকল নির্ঝরের জলকণায় সুস্নিগ্ধ বৃক্ষমণ্ডলে মণ্ডিত হইল। ৪

যে বৃন্দাবনে নদী, সরোবর ও প্রস্রবণের তরঙ্গ-সম্পাদক, কহ্লার, কঞ্জ ও উৎপলরেণু-বহনকারী বায়ু প্রবাহিত হওয়ায়, অতিশয় হরিতভৃণাকীর্ণ সেই সকল স্থানে ব্রজবাসীদিগের উপর নিদাঘকালীন দিনকর অথবা অনলজনিত সন্তাপ হইত না। ৫

হে রাজন্‌, যে স্থানের অগাধ জল নদীসকলের তটস্পর্শী তরঙ্গযুক্ত পুলিন দ্বারা সর্ব্বত্র ভূমির পঙ্ক আর্দ্র থাকিত, পরন্তু বিষের ন্যায় উল্বণ তিগ্মাংশু সূর্য্যের কিরণসকল ভূমির রস ও শাদ্বলতা (অর্থাৎ শীতলতা) হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৬

বিবৃতি—পরদিন প্রভাতে গোগণ পূর্ব্বেই ব্রজে প্রবেশ করিলে কৃষ্ণ স্বজনে পরিবৃত হইয়া প্রবেশ করেন। তাঁহারা যাত্রা-পরিবর্ত্তন কামনায় ব্রজে প্রবেশ করেন, কারণ, পূর্ব্বদিনের যাত্রাসময় ভাল ছিল না। ১

যে গ্রীষ্মকালে অথবা যে বৃন্দাবনে, গ্রীষ্মকালীন বহ্নি ও দিনকরজনিত তাপ হইত না। এই কথাগুলি বিষ্ণু-পুরাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ততস্তত্রাতিরুক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তম।
প্রাবৃট্‌কালে ইবোদ্ভূতং নবশষ্পং সমন্ততঃ ॥"

এই শ্লোকে বায়ুর শৈত্য ও সৌগন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ৫

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্। গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্ ॥ ৭ ॥
ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ। বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥৮॥
প্রবালবর্হস্তবক-স্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ। রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্। বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥১০ ॥
গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ। ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ ১১ ॥
ভ্রমণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ। চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥
ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্। শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতিবাদিনৌ ॥ ১৩ ॥
ক্বচিদ্বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ। অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া ॥ ১৪ ॥
ক্বচিচ্চ দর্দ্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ। কদাচিৎ স্পন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া ॥১৫॥

সর্ব্বদা কুসুমিত, এবং শব্দায়মান বিচিত্র মৃগপক্ষিপরিপূর্ণ, এবং যে স্থানে ময়ূর ও ভ্রমরগণ গান করিতেছিল, আর কোকিল ও সারসগণ অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতেছিল, সেই বনে ক্রীড়া করিবেন বলিয়া গোপ ও গোধনে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত বেণুধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। ৭-৮

হে রাজন্! (বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া) রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপগণ নবীন পত্র, ময়ূরপুচ্ছ, স্তবক এবং মাল্য ও গৈরিক ধাতুতে বিভূষিত হইয়া নৃত্য-গীত, বাহুযুদ্ধ এবং ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৯

শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে কতকগুলি গোপ বাজাইয়াছিল এবং কেহ কেহ গান করিয়াছিল; অপর গোপবালকগণ বংশী, করতাল ও শৃঙ্গ বাজাইয়া প্রশংসা করিয়াছিল। ১০

হে নৃপ! দেবতাসকল গোপজাতির বেশে প্রতিচ্ছন্ন থাকিয়া গোপরূপে নটগণ যেমন নটের স্তব করে, সেইরূপ রাম ও কৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। ১১

হে রাজন্! তুমি নরোত্তম বলিয়াই ইহা জানিতে পার, কোন স্থানে কাকপক্ষধারী রাম-কৃষ্ণ ভ্রমণ, লঙ্ঘন, উল্লম্ফন, উৎক্ষেপণ আস্ফোটন ও আকর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ কৌতুক ও বাহুযুদ্ধ দ্বারা ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ১২

হে মহারাজ! কোন স্থানে গোপবালকগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে রামকৃষ্ণ দুই জনে গায়ক ও বাদক হইয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতেন।১৩

রাম ও কৃষ্ণ কোথায়ও বিল্বফল, কোথায়ও কুম্ভবৃক্ষফল দ্বারা, কোথায়ও আমলকমুষ্টি দ্বারা, কোথায় বা অস্পৃশ্যত্ব ও নেত্রবন্ধন দ্বারা, কোথায় বা মৃগ-পক্ষীদিগের চেষ্টা দ্বারা ক্রীড়া করিতেন। এবং কোথায় বা ভেকের ন্যায় উল্লম্ফন, কোথায় বা হাস্য-পরিহাস্য, কোথায়ও বা দোলা-বলম্বন, কোথায় বা নরপতিদিগের ন্যায় লীলা দ্বারা ক্রীড়া করিতেন। ১৪-১৫

বিবৃতি—রাম ও কৃষ্ণের গোপত্বাভিমান নিবন্ধন গোপ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে, এবং গোপ পদে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি বলা হইয়াছে। ৯

দেবতারা যেমন গোপরূপে প্রতিচ্ছন্ন, রাম-কৃষ্ণও সেইরূপ গোপরূপে অবতীর্ণ—এক নট যেমন অপর নটের প্রশংসা করে, দেবতাদের প্রশংসাও তদ্রূপ হইয়াছিল। কাকপক্ষ, চূড়াকরণের পূর্ব্বের কেশ, অথবা কেশগ্রথিত বেণীত্রয়, কর্ণাগ্রালম্বিত কেশ, ভ্রামণ, অন্যোন্য হস্তগ্রহণ দ্বারা ভ্রামণ, লঙ্ঘন—অধোদিকে লম্ফ দিয়া পড়িয়া পুনরায় আরোহণ, আস্ফোটন—করতল দ্বারা ভুজমূলে আঘাত ইত্যাদি। ১১-১২

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্ব্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১৬ ॥

পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ। গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥
তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ। অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥১৮॥
তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ। হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥১৯
তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ। কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥ ২০ ॥
আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ। যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥২১
বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্। ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥২২
রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ। ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥২৩॥
উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ। বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২৪ ॥
অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ। বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥

এইরূপ রাম-কৃষ্ণ দুই জন লোক-সিদ্ধ বিবিধ ক্রীড়া করিয়া বৃন্দাবনে নদী, পর্ব্বত, গহ্বর ও কুঞ্জসকলে এবং ক্রীড়াকাননে ও সরোবরে বিচরণ করিয়াছিলেন। ১৬

(একদা) গোপগণসহ রামকৃষ্ণ দুই জনে পশুচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রলম্বাসুর গোপরূপী হইয়া তাঁহাদের দুই জনকে হরণ করিবার ইচ্ছায় ঐ বনে আগমন করিয়াছিল। ১৭

ভগবান্ সর্ব্বদর্শন শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের অভিপ্রায় জানিয়াও তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার সখ্য অনুমোদন করিলেন, (অর্থাৎ তাহার সহিত একত্র ক্রীড়া করিতে সম্মত হইলেন)। ১৮

তদনন্তর বিহারাভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ গোপালকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে গোপগণ! আইস, আমরা বয়স ও বলানুসারে দ্বন্দ্বীভূত (যুগ্ম) হইয়া ক্রীড়া করি। ১৯

গোপগণ সেই স্থানেই রাম ও কৃষ্ণকে ক্রীড়ার নায়ক (অর্থাৎ খেলার অধ্যক্ষ) করিয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি বালক কৃষ্ণের পক্ষ ও কতকগুলি রামের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল। ২০

তাহার পর গোপগণ বাহ্য-বাহকরূপ বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিল, হে রাজন্! যে ক্রীড়াতে জেতাগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন এবং পরাজিতগণ জেতৃগণকে বহন করিতেন। ২১

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণাদি গোপালগণ পরস্পর বাহ্য এবং বাহক হইয়া গোচারণ করিতে করিতে ভাণ্ডীরনামক বিখ্যাত বট-বৃক্ষ-নিকটে গমন করিয়াছিল। ২২

হে রাজন্! বলদেবের পক্ষীয় শ্রীদাম বৃষভ প্রভৃতি যখন ক্রীড়ায় জয় লাভ করিত, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপালকগণ তাহাদিগকে বহন করিতেন।২৩

একবার খেলায় পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে এবং ভদ্রসেন বৃষভকে আর প্রলম্বাসুর রোহিণীনন্দন রামকে (পৃষ্ঠে করিয়া) বহন করিয়াছিল। ২৪

দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণকে অসহ্য মনে করিয়া (অর্থাৎ কৃষ্ণকে পরাভূত করা নিজ শক্তির অতীত মনে করিয়া) (কৃষ্ণ-দৃষ্টির বাহিরে যাইবার নিমিত্ত) বলদেবকে বহন করিয়া সীমাবৃক্ষ ভাণ্ডীরকে অতিক্রম করিয়া অতি দ্রুত গমন করিয়াছিল।২৫

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ ॥ ২৬ ॥
নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ প্রদীপ্তদৃগ্ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডলত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ॥ ২৭ ॥
অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥ ২৮ ॥
স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্ গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা। গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতিবাদিনঃ ॥৩০
আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্। প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ॥ ৩১ ॥

হে রাজন্! প্রলম্বাসুর পর্ব্বতেন্দ্র সুমেরু সদৃশ গুরুভার বলদেবকে বহন করিয়া যাইতে বেগহীন হইয়াছিল এবং তখন সে নিজ মূর্ত্তি, অর্থাৎ আসুর কলেবর) যাহা সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত, তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন বিদ্যুদ্দীপ্ত, চন্দ্রবহনশীল মেঘ গমন করিতেছে। ২৬

প্রদীপ্তনয়ন, ভ্রূকুটিকুটিল, উগ্রদংষ্ট্র, উজ্জ্বল-কেশ, বলয় কিরীট ও কুণ্ডলদীপ্তিতে অদ্ভুত দীপ্তি-মান্, অম্বরচারী প্রলম্বের দেহ দর্শন করিয়া বলদেব ঈষৎ ভীত হইয়াছিলেন। ২৭

অনন্তর বলদেবের স্মৃতি হওয়ায় তিনি নির্ভয় হইলেন এবং নিজের দল গোপালকগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে অপহরণকারী সেই শত্রুর মস্তকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন, যেমন দেবেন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করেন, সেইরূপ। ২৮

হে রাজন্! সেই অসুর আহত হইবামাত্র বিদীর্ণমস্তক ও কে আমি, ইত্যাদি স্মৃতিহীন হইল এবং মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ভয়ানক চীৎকার করিয়া ও অপগতপ্রাণ হইয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাহত গিরির ন্যায় পতিত হইল। ২৯

বলশালী বলদেব কর্ত্তৃক নিহত প্রলম্বাসুরকে দেখিয়া গোপালকগণ সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিল ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল; এবং আশীর্ব্বাদবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ প্রশংসার্হ বলদেবের প্রশংসা করিয়াছিল, এবং মরণানন্তর প্রত্যাগত ব্যক্তির ন্যায় বলদেবকে পাইয়া আলিঙ্গন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্ত হইয়াছিল। ৩০-৩১

বিবৃতি—বিদ্যুতের সহিত অলঙ্কারের, চন্দ্রের সহিত বলদেবের, মেঘের সহিত প্রলম্বের উপমা, যদি যথোচিত স্থানে স্থির বিদ্যুৎ হয়, এবং উপরে চন্দ্র থাকেন, তাহা হইলে সেই মেঘ যেমন হয়, প্রলম্ব সেইরূপ হইয়াছিল। ২৬

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আবরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কৌতুক হইয়াছিল যে, অসুর নিজ দেহ বর্দ্ধিত করুক, যাহাতে বলদেব চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত উত্থিত হয়েন, সেই জন্য বলদেব নিজৈশ্বর্য্য মনে না থাকায় ভীত হইয়াছিলেন অথবা এই ভয়ও বাল্যলীলোপযোগী। ২৭

বিষ্ণুপুরাণে আছে—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বলদেবের নিজৈশ্বর্য্য-কথা স্মরণ হইয়াছিল, তিনি তখন আকাশপথে সার্থের ন্যায় বা অর্থের ন্যায় নিজেকে অপহরণকারী শত্রুর মস্তকে ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্রাঘাত করেন, তদ্রূপ দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন। ২৮

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রলম্ববধো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্! পাপাত্মা প্রলম্ব নিহত হইলে দেবগণও পরম সুস্থ হইয়া বলদেবের উপর মাল্য বর্ষণ করিয়াছিলেন ও সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৩২

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্গাবো দূরচারিণীঃ। স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্ ॥ ১ ॥
অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্ব্বিশন্তো বনাদ্বনম্। ইষীকাটবীং নির্ব্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ ॥২
তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা। জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্ ॥৩॥
তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্ । মার্গমন্বগমন্ সর্ব্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ ॥ ৪ ॥
মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্। সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্ত্তয়ন্ ॥৫॥
তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা। স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥৬॥

ততঃ সমন্তাদ্বনধূমকেতুর্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈর্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! গোপগণ ক্রীড়াসক্ত হইলে তাহাদের গোসকল দূরে গিয়া চরিতে আরম্ভ করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে চরিতে তৃণ-লোভে তাহারা গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ১

অজা, গাভী ও মহিষীগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া তৃণ আহার করিতেছিল, হঠাৎ বনাগ্নিতাপে সন্তপ্ত ও তৃষিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ইষিকাটবীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ২

এ দিকে রাম-কৃষ্ণাদি সেই সকল গোপবালকগণ পশুদিগকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়াও, তাহারা কোথায় গেল, জানিতে পারিলেন না। ৩

জীবিকাসাধন পশুগণ অদৃশ্য হওয়ায় তাঁহারা সকলে অচেতনপ্রায় হইলেন, এবং পশুদের খুর ও দশনে ছিন্নতৃণ গোষ্পদে অঙ্কিত ভূপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পথ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

(অনেকক্ষণ পরে) মুঞ্জাটবী (শরবন) মধ্যে পথভ্রষ্ট হইয়া ক্রন্দনকারী গোধনসকলকে প্রাপ্ত হইয়া তৃষিত শ্রান্ত সেই সকল গোপালকগণ সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। ৫

হে রাজন্! ভগবান্ মেঘগম্ভীর স্বরে পশুদিগকে তাহাদের নাম ধরিয়া আহ্বান করিবামাত্র তাহারা স্ব স্ব নামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহর্ষে প্রতিধ্বনি করিয়াছিল। ৬

(যে সময়ে গোগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই বন হইতে তাহারা নির্গত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই তাহারা দাবানলে আক্রান্ত হয়, এই কথা বলা হইতেছে) তার পর বনবাসীদিগের ক্ষয়কারী মহান্ দাবানল বায়ুপ্রেরিত হইয়া ভয়ানক শিখা বিস্তার পূর্ব্বক স্থাবর ও জঙ্গমকে গ্রাস করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দিক্ হইতে হঠাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ৭

বিবৃতি—ঈষিকাটবী অত্যুন্নত ঘনতৃণবিশেষারণ্য, অথবা শরবন, যমুনাতীরপরিত্যক্ত তদ্দূরবর্ত্তী সৈকতজ অরণ্য। ২

রাম ও কৃষ্ণ যাহাদের নায়ক, সেই গোপবালকগণই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, ও পশুদিগের খবর জানিতে পারেন নাই. রাম ও কৃষ্ণ জানিতেন, তথাপি তাঁহাদের সমক্ষে থাকিয়াও যে গোপগণ পশু দর্শন করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহাদের কৌতুক মাত্র। ৩

কেহ কেহ বলেন, এই দাবানলও প্রলম্বের সখা কোন অসুর ছিল। ৭

তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামিতবিক্রম। দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥ ৯ ॥

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্। বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ। নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥ ১১ ॥

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্। পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥১২॥

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ। নিশাম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥১৩

চারিদিক হইতে আগত সেই দাবানলকে দর্শন করিয়া গোগণের সহিত গোপালগণ ভীত হইয়াছিল এবং মানবগণ যেমন মৃত্যুভয়ে কাতর হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ সকলে বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিল, হে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ! হে অমোঘবিক্রম রাম! দাবানলে দহ্যমান, শরণাগত,আমাদিগকে ত্রাণ কর। ৮-৯

হে কৃষ্ণ! এই সকল লোক তোমার বান্ধব, ইহাদের অবসাদ হওয়া উচিত নহে। হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আমরা তোমাকে আমাদের নাথ এবং নিজেদের পরম আশ্রয় বলিয়া জানি। ১০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হরি বান্ধবগণের এইরূপ দীনতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভয় পাইও না, নয়ন নিমীলিত কর। ১১

হে রাজন্! গোপগণ 'তাহাই হউক' বলিয়া নয়ন নিমীলন করিলে, যোগাধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রচণ্ড দাবানল মুখ দ্বারা পান করিয়া তাহাদিগকে সেই কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ১২

হে মহারাজ! তার পর পুনর্ব্বার ভাণ্ডীরবনে আনীত হইয়াছিল ও গোপালকগণ নয়ন উন্মীলন করিয়া আপনাদিগকে ও গো সকলকে আপদ্ হইতে মুক্ত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ১৩

বিবৃতি—যে হেতুক আমরা তোমার আশ্রিত, সুতরাং তোমার চরণ পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে। দাবানলভয়ে গোগণসহ আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি, ইহাদের জীবনই আমাদের জীবন, তাই আমাদের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, ইহা নিজের অনুভববলেই জান, অতএব যথাযথ বিধান করিবে, এই ভাব, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! এই সম্বোধন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ১০

গোপগণকে তিনি যে চক্ষুর্মুদ্রিত করিতে বলিলেন, উহা কৌতুকমাত্র; বাস্তবিক ইহার এই অভিপ্রায়—গোপবালকগণ কৃষ্ণগতপ্রাণ, তাহারা কৃষ্ণকে দাবানল পান করিতে দেখিলে কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় দাবানলমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এই জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন, এবং সকলের অলক্ষিতভাবে শীঘ্র তাহাদিগকে ভাণ্ডীরসমীপে ক্রীড়ার্থ লইয়া যাইবার নিমিত্তও ঐরূপ বলিয়াছেন। নেত্র নিমীলনে অগ্নি হইতে কিরূপে পরিত্রাণ সম্ভব হইবে, এই আশঙ্কায় ভগবান্ বলিলেন, তয় নাই, আমি রক্ষা করিব, অথবা ইহা না করিলে অন্য উপায়ে পরিত্রাণ নাই; সুতরাং নয়ন নিমীলিত কর। ১১

অচিন্ত্য নানাবিধৈশ্বর্য্যশালী যোগমায়াধীশ্বর কৃষ্ণ যোগমায়াবলে বহ্নিকে পানযোগ্য সুমধুর সলিলে বা রসে পরিণত করিয়া গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন এবং গো ও গোপালকগণকে গহ্বর-প্রবেশে দাবানলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণাদিজনিত শ্রম-তৃষ্ণাদি দূর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ভাণ্ডীরসমীপে শীতলস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। ১২

যমুনার দক্ষিণ কূলে বৃন্দাবনমধ্যে 'স্পারো' নামে প্রসিদ্ধ শিবালয় গ্রামের বায়ুকোণে ভাণ্ডীর নামে প্রসিদ্ধ একটি অংশ সনাতন গোস্বামীর দৃষ্ট ও তৎকালে ভাণ্ডীর নামে খ্যাত প্রদেশ ও যমুনার ঘাট বিস্পষ্ট ছিল, উহাই ভাণ্ডীর বট বলিয়া জানিতে হইবে, তাহার দক্ষিণে পাঁচ ক্রোশব্যাপী স্থান মুঞ্জাটবী, তন্নিকটেই "অগ্নিবারা" এই নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। ১৩

কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্। দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্॥১৪
গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দ্দনঃ। বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ॥১৫॥
গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দাবাগ্নিপানং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

সেই সকল গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্তনীয় যোগবীর্য্য ও যোগমায়ার অদ্ভুত প্রভাব এবং আপনাদিগকে দাবানল হইতে মুক্ত অবলোকন করিয়া কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিল। ১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গো সকলকে নিবৃত্ত করিয়া সায়ংকালে বংশীধ্বনি করিতে করিতে নিজেদের গোষ্ঠে আগমন করিলেন, গোপগণ তাঁহার স্তব করিল, এবং গোপীদিগের গোবিন্দ দর্শনে পরম আনন্দ হইয়াছিল, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণকাল তাহাদের নিকট শত যুগ বলিয়া মনে হইত। ১৫-১৬

বিবৃতি—স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সূচিত অপূর্ব্বার্থ সম্প্রাপ্তি-সম্পাদক যে প্রভাব, তাহা দেখিয়া ও আপনাদিগকে দাবানলমুক্ত দর্শন করিয়া গোপগণ কৃষ্ণকে অমর বলিয়া মনে করিয়াছিল। ১৪

ভাব, প্রেম, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব, এই সপ্তম কক্ষারূঢ় রতির পরিপাক এই বিষয় 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাব যাহাদের, তাহারাই কৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণকালকে শত যুগের ন্যায় মনে করিত এবং সেই জন্যই সমস্ত দিনের পর কৃষ্ণদর্শনে তাহাদের পরমানন্দ হইত। ১৬

ইতি দশমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম দাবাগ্নের্ম্মোক্ষমাত্মনঃ। গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥১॥
গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ। মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥২॥
ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা। বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা ॥৩॥
সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ। অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ ॥৪॥
অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু। স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জ্জন্যঃ কাল আগতে ॥৫॥
তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ। প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥৬॥
তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সী মহী। যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্ ॥৭॥
নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ। যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! গোপগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাম ও কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম এবং দাবাগ্নি হইতে আপনাদের রক্ষণ ও প্রলম্বাসুর-বধ প্রভৃতি সেই সকল বৃত্তান্ত গোপীদিগের নিকট বর্ণন করিয়াছিল। ১

ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপগণ ও গোপীগণ বিস্মিত হইয়াছিল, এবং ব্রজে আগত রাম ও কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ দেবতা ইহা মনে করিয়াছিল। ২

তার পর সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি যে সময়ে হয়, এবং যে সময়ে সুর্য্যের চতুর্দ্দিকে মণ্ডল দেখা যায়, যে সময় আকাশমণ্ডল সংক্ষোভিত হয়, সেই প্রাবৃট্-কাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৩

গর্জ্জন ও বিদ্যুদ্‌যুক্ত নিবিড় মেঘ কর্ত্তৃক অস্পষ্ট জ্যোতির্ম্মণ্ডলযুক্ত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় সগুণ ব্রহ্মের ন্যায় অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণাবচ্ছিন্ন জীবের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৪

সুর্য্যদেব রাজাদের ন্যায় স্বীয় কিরণ দ্বারা আট মাস কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে জলময় ধন আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্ত সময় আগত হইলে মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫

কৃপালু সাধুজনের ন্যায় বিদ্যুৎযুক্ত মহা মেঘ সকল, প্রচণ্ড বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিশ্বের আপ্যায়নকর জল মোচন করিয়াছিল। ৬

গ্রীষ্মকাল জন্য কৃশা এবং পর্জ্জন্যসিক্তা পৃথিবী পরিপুষ্টা হইয়াছিল, যেমন কাম্যফলার্থী তপস্বীর তপস্যায় কৃশ শরীর দেবকৃপায় কাম্য ফললাভে পুষ্ট হয় সেইরূপ। ৭

হে রাজন্! নিশামুখে অন্ধকারে খদ্যোত সকল (জোনাকী পোকা) দীপ্তি পায়, পরন্তু গ্রহ সকল দীপ্তি পায় না, যেমন কলিযুগে পাপ দ্বারা পাষণ্ডগণ দীপ্তি পায়, পরন্তু বেদ প্রকাশ পায় না। ৮

বিশ্বস্তি—দয়ালু সাধুজনেরা যেমন পরিতপ্ত লোককে দেখিয়া নিজ জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ সেই মহা মেঘ সকল বিদ্যুৎ-নেত্র দ্বারা সন্তপ্ত বিশ্বকে দেখিয়া বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জীবন মোচন করিয়াছিল। ৬

কলিযুগে পাষণ্ড-শাস্ত্র যেমন প্রকাশ পায়, সেরূপ বেদ-শাস্ত্র প্রকাশ পায় না, সেইরূপ বর্ষাকালে রজনীযোগে অন্ধকারে খদ্যোত সকল প্রকাশ পায়, গ্রহগণ প্রকাশ পায় না। ৮

শ্রুত্বা পর্জ্জন্যনিনদং মণ্ডূকা ব্যসৃজন্ গিরঃ। তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্‌যদ্বৎ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥৯॥
আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ। পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥ ১০ ॥
হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতা। উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥ ১১ ॥
ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ। ধনিনামুপতাপঞ্চ দৈবাধীনমজানতাম্ ॥ ১২ ॥
জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে নববারিনিষেবয়া। অবিভ্রদ্রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥ ১৩ ॥
সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষুভে শ্বসনোর্ম্মিমান্। অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্‌যথা ॥১৪ ॥
গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ। অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥ ১৫ ॥
মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ। নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥১৬

হে মহারাজ! ভেক সকল পূর্ব্বাবধি তূষ্ণীস্ভাবে নিদ্রিত ছিল, এই সময় মেঘধ্বনি শ্রবণ করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল, যেমন নিত্য কর্ম্মাবসানে আচার্য্যের ধ্বনি শুনিলে শিষ্যগণ অধ্যয়ন করে সেইরূপ। ৯

হে রাজন্! ক্ষুদ্র নদী সকল গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়াছিল, এক্ষণে বর্ষাগমে জলপরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পুরুষের দেহ ও সম্পদের ন্যায় উৎপথবর্ত্তিনী হইল। ১০

এই সময়ে পৃথিবী নীলবর্ণ নবীন তৃণ দ্বারা নীলবর্ণা, এবং কোথাও ইন্দ্রগোপ কীট দ্বারা লোহিতবর্ণা এবং স্থানে স্থানে ছত্রাকার উদ্ভিদে ছায়ান্বিতা হওয়ায় নরপতিদিগের সেনা-সম্পদের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। ১১

এই সময়ে ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পদ্ দ্বারা কৃষকগণকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু যাহারা শস্যাদি দৈবাধীন, ইহা জানে না, তাহাদের ঐ শস্যাদি বৃষ্টির অভাবে যখন শুষ্ক হয়, তখন অনুতাপ প্রদান করিয়া থাকে। অথবা শস্য-সম্পদ্ দ্বারা ক্ষেত্রসকল কর্ষকদিগের আনন্দ দান করে এবং যাহারা অভিমানী অর্থাৎ আমরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কর্ষণাদিরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিব না এই অভিমানে ক্ষেত্রকর্ষণাদি করে নাই, তাহারা কর্ষকগণের শস্য দর্শনে অনুতাপ ভোগ করে; তাহারা তখন মনে করে যে, হায় হায়, আমরা যদি কর্ষণ করিতাম, তবে শস্য লাভ করিতাম, এইরূপ অনুতাপ ভোগ করে। কারণ, তাহারা জানে না যে, আনন্দ বা অনুতাপ উভয়ই দৈবাধীন। ১২

যেরূপ হরিসেবায় জনগণ রুচির রূপ ধারণ করে, সেইরূপ নূতন বারি-নিষেবণ দ্বারা জল ও স্থলবাসী সকল জীব অচিরেই রুচির রূপ ধারণ করিল। ১৩

হে রাজন্! অপক্কযোগীর কামাসক্ত ও বিষয়তৎপর চিত্ত যেরূপ ক্ষুব্ধ হয়, এই সময়ে নদী সকলে সঙ্গত এবং বায়ুবেগে তরঙ্গিত হইয়া সাগরও তদ্রূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৪

যেমন ভগবানের প্রতি যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহারা বিবিধ ব্যসনে অভিভূত হইয়াও ব্যথিত হয়েন না, তদ্রূপ এই সময়ে পর্ব্বত সকল বৃষ্টিধারা দ্বারা আহত হইয়াও ব্যথিত হইল না। ১৫

হে রাজন্! এই বর্ষাকালে তৃণ সকল দ্বারা আচ্ছন্ন, অসংস্কৃত পথ সকল সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, অর্থাৎ এখানে পথ আছে কি না ইত্যাকার সন্দেহের বিষয় হইয়াছিল। যেমন দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অনভ্যস্ত অতএব কালবশে আহত হইয়া শ্রুতি সকল আছে কি না? বলিয়া সন্দেহাস্পদ হয়। ১৬

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥ ১৭ ॥

ধনুর্ব্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ। ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা ॥১৮
নররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ। অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥১৯॥
মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ। গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে ॥ ২০ ॥
পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্ নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ। প্রাক্ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥২১॥
সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যূষুরঙ্গাপি সারসাঃ। গৃহেষ্বশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥ ২২ ॥
জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে। পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্ব্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥২৩ ॥
ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্নুন্না ভূতেভ্যোঽথামৃতং ঘনাঃ। যথাশিষো বিট্পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ ॥২৪॥
এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্বখর্জ্জুরজম্বুমৎ। গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥২৫॥

যেমন কামিনীগণ গুণি-পুরুষ সকলে স্থৈর্য্য অবলম্বন করে না, সেইরূপ এ সময়ে চলসৌহৃদ বিদ্যুৎপটলও লোকবন্ধু মেঘসকলে স্থিরতা ধারণ করিল না। ১৭

ইন্দ্রধনুঃ নির্গুণ (জ্যারহিত) হইলেও গুণী অর্থাৎ গর্জ্জিত শব্দগুণযুক্ত আকাশে তদ্বৎ প্রকাশমান হইল, যেমন সত্ত্বাদি গুণসমূহাত্মক ব্যক্ত প্রপঞ্চ অগুণ পুরুষে (আত্মায়) প্রকাশ হয়। ১৮

স্বীয় চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ্য যে অহঙ্কার তদ্দারা আচ্ছন্ন হইয়া অথবা আমি বিদ্বান্, আমি দাতা, আমি শূর, ইত্যাদি স্বীয় প্রতীতে আরোপিত হইয়া জীব যেমন দীপ্তি প্রাপ্ত হয় না, তেমনি আপনার জ্যোৎস্নায় উদ্দীপিত মেঘে আচ্ছন্ন হওয়াতে চন্দ্রের সুস্পষ্ট দীপ্তি প্রকাশ হইতে পারিতেছে না। ১৯

যেরূপ গৃহাশ্রমে সন্তপ্ত জনগণ, ভাগবতজন-গণের সমাগমে আনন্দিত হয়, সেইরূপ ময়ূরগণ মেঘাগমে উৎসব বোধ করিয়া হৃষ্ট হইল, অতএব তাহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ-করিতে লাগিল। ২০

এই সময়ে বৃক্ষসকল স্ব স্ব মূল দ্বারা জল-পান করিয়া অনেক রূপ দেহ ধারণ করিল, যেমন প্রথমাবস্থায় ক্ষীণ ও তপঃশ্রান্ত পুরুষেরা অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সেই বিষয়সেবায় অনেক প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ২১

দুরাশয় (অবিবেকী) গ্রাম্য পুরুষেরা অশান্ত কৃত্য অর্থাৎ ঘোরতর কৃত্য যাহাতে অথবা যাহার কর্ত্তব্য কখনও শেষ হয় না, তাদৃশ গৃহে যেমন বাস করে, সেইরূপ পঙ্ক কণ্টকাদিযুক্ত তট যাহার—তাদৃশ সরোবরে চক্রবাকগণ বাস করিয়া রহিল। ২২

হে রাজন্! যেমন কলিযুগে পাষণ্ড ব্যক্তিগণের কুতর্ক বাক্যে বেদমার্গকে ভগ্ন করে, সেইরূপ দেব-রাজ প্রবল বারি বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবল জল-প্রবাহ সকল সেতু সকলকে ভগ্ন করিয়া দিয়াছিল। ২৩

যেমন পুরোহিতবাক্যে রাজগণ অথবা বৈশ্যগণ কালে কালে লোকদিগের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, সেইরূপ বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মেঘগণ প্রাণি-গণের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। ২৪

হে রাজন্! এই প্রকার বর্ষার সময়ে ক্রীড়া করিবার জন্য গো এবং গোপালকগণে পরিবৃত হইয়া বলদেবের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পক্ব খর্জ্জুর ও পক্ব জম্বুবিশিষ্ট এক কাননে প্রবেশ করিলেন। ২৫

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা। যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনীঃ ॥২৬॥
বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ। জলধারা গিরের্নাদানাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥ ২৭ ॥
কচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবর্ষতি। নির্বিশ্য ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ ॥২৮॥
দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে। সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥২৯॥
শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্। তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ ॥৩০
প্রাবৃট্ শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বভূতমুদাবহাম্। ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥৩১॥
এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে। শরৎ সমভবদ্ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা ॥ ৩২ ॥
শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ। ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ॥ ৩৩ ॥
ব্যোম্নোঽব্দং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্। শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্ ॥৩৪॥

প্রকাণ্ড স্তনভারে মন্দগামিনী ধেনুসকল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সত্বর সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কিন্তু তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ গলিয়া পড়িতে লাগিল।২৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, হৃষ্ট বনবাসিনী পুলিন্দ-রমণীগণকে এবং মধুস্রাবী বনরাজীকে ও পর্ব্বত হইতে পতিত জলধারাকে ও তাহার শব্দে আসন্ন গুহা সকলকে দর্শন করিয়াছিলেন। অথবা বনবাসিনী পুলিন্দ রমণীরা হৃষ্ট হইয়াছিল এবং বনরাজী মধুক্ষরণ করিতেছিল, এবং পর্ব্বত হইতে জলধারা পতিত হইতেছিল, এবং তাহার শব্দে গুহাসকল যে আসন্ন ছিল, তাহা সকলই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। ২৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বারিবর্ষণকালে, কোথায়ও বৃক্ষমূলে কোথায়ও বা গুহামধ্যে অবস্থান করিতেন এবং কন্দ, মূল, ফল আহার করিয়া বেড়াইতেন। ২৮

স্বগৃহ-জন বা বান্ধব জন দ্বারা আনীত 'দধ্যোদন' বলদেবযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোজনীয় অর্থাৎ যাহাদের সহিত একসঙ্গে আহার করা যায়, তাদৃশ গোপগণসহ জলসমীপস্থিত শিলার উপর বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। ২৯

হে রাজন্! এই সময়ে নব তৃণের উপর শয়ান হইয়া নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত বৃষ ও বৎসতর এবং স্তনভারাক্রান্ত গাভীসকল রোমন্থন করিতেছিল, ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদিগকে ও সর্ব্বকাল-সুখাবহ সেই প্রসিদ্ধ বর্ষাকালের শোভা দর্শন করিয়া ঐ আত্মশক্তিতে বর্দ্ধিত শ্রীর সমাদর করিয়াছিলেন। ৩০-৩১

হে রাজন্! এই প্রকারে রাম ও কৃষ্ণ বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকিলে শরৎকাল সমাগত হইল, যে সময়ে মেঘসকল অপগত, জল সকল স্বচ্ছ, এবং বায়ু অপরুষ হইয়াছিল। ৩২

শরৎকালে স্বভাবতঃ পদ্মপুষ্পসকলের উৎপত্তি হওয়ায় জলসকল নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেমন ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্ত যোগ-সেবা দ্বারা পুনর্ব্বার স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। ৩৩

শ্রীকৃষ্ণে উৎপন্না ভক্তি, যেমন চতুরাশ্রমবাসীদিগেরই অশুভ হরণ করে, সেইরূপ শরৎকাল আকাশের মেঘ, ভূত-সাঙ্কর্য্য, পৃথিবীর কর্দ্দম ও জলের মল অপহরণ করিয়াছিল। ৩৪

বিবৃতি—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু এই চারি প্রকার আশ্রমীরই যত প্রকার অশুভ আছে, তাহা যেমন কৃষ্ণভক্তি অপহরণ করে, সেইরূপ শরৎ আবির্ভূত হইয়া আকাশাদি চারি ভূতের চারিটি মল অপহরণ করিল। যেমন ব্রহ্মচারীর ভক্তি জন্মিলে তাহার গুরুর নিমিত্ত জলাহরণ কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, কারণ, তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতার্থ গুরু আর কোন কর্ম্মে নিয়োগ করেন না, তেমনি শরৎ প্রবৃত্ত হইলে আকাশের মেঘ সকল অপগত হইল, এবং

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ। যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥৩৫॥
গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্। যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥৩৬॥
নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ। যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটম্বিনঃ ॥ ৩৭ ॥
গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দন্ শরদর্কজম্। যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
শনৈঃ শনৈর্জ্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ। যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ৩৯ ॥
নিশ্চলাম্বুরভূৎ তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে। আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ৪০ ॥
কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্নন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ। যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥৪১
শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুড়ুপোঽহরৎ। দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥৪২॥

যেমন নিষ্পাপ মুনিগণ পুত্র, বিত্ত ও লোকৈষণা ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে শোভাপ্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ মেঘগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ হইয়া বিরাজ করিয়াছিল। ৩৫

এই সময়ে পর্ব্বতসকল কোথায়ও নির্ম্মল জল পরিত্যাগ করিল, কোথায়ও বা কিছুই পরিত্যাগ করিল না। যেমন জ্ঞানিগণ কালে জ্ঞানামৃত (ভগবত্তত্ত্বোপদেশ) কাহাকে দান করেন এবং কাহাকে দান করেন না সেইরূপ। ৩৬

কুটুম্বাসক্ত মূঢ় মানবগণ যেমন প্রতিদিন ক্ষীয়মাণ আয়ুর কথা জানিতে পারে না, সেইরূপ ক্ষুদ্র জলচারী মীনগণ প্রতিদিন ক্ষীয়মাণ জলের কথাও জানিতে পারিল না। ৩৭

যেমন অজিতেন্দ্রিয়, দরিদ্র, কৃপণ, কুটুম্বী জন সন্তাপ প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় অল্পজলচর মৎস্যাদি জন্তুগণ শরৎকালীন রবিকিরণজন্য সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৮

ধীর ব্যক্তিগণ যেমন অনাত্মদেহাদিতে আমিই দেহ, এবং আমার দেহ, এই অহন্তা ও মমতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ শরৎকালের আগমনে স্থল-ভূমিসকল পঙ্ক আর লতাসকল অপক্বতা ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিল। ৩৯

আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলে মুনি যেমন নিবৃত্তবেদধ্বনি হইয়া নিশ্চল হয়েন, সেইরূপ নিশ্চলজল সমুদ্র শরদাগমে নীরব হইয়াছিল। ৪০

যোগিগণ যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিগলিত জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়নিরোধ দ্বারা গ্রহণ করেন, সেইরূপ কৃষকগণ বদ্ধসেতু শালিক্ষেত্র হইতে দৃঢ়সেতু দ্বারা জল গ্রহণ করিতে লাগিল। ৪১

আত্মজ্ঞান যেমন দেহাভিমানজন্য তাপ দূর করে, কিম্বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরমণীদিগের সন্তাপ দূর করেন, সেইরূপ (রজনীকালে) চন্দ্র উদিত হইয়া প্রাণিবর্গের শরৎকালীন সূর্য্যের কিরণজনিত সন্তাপ অপহরণ করিয়াছিল। ৪২

যেমন গৃহস্থাশ্রমীর নির্জন স্থানবাসের অভিলাষ উৎপন্ন হইলে অপত্যাদি সাঙ্কর্য্য অপগত হয়, সেইরূপ শরদাগমে ভূতগণের সঙ্করতা অপগত হইল, এবং যেমন বানপ্রস্থাশ্রমীর মলধারণ জন্য ক্লেশ হরিভক্তির প্রভাবে নষ্ট হয়, সেইরূপ শরৎপ্রবৃত্তি জন্য পৃথিবীর কর্দ্দম বিনষ্ট হয়, আর যেমন যতিদিগের কামাদিরূপ বাসনামল কৃষ্ণভক্তিতে দূরীভূত হয়, সেইরূপ শরদাগমে জলের আবিলতা দূরীভূত হইল। ৩৪

বিবৃতি—নারদ, ভরত, প্রহ্লাদ, ব্যাধ, রাহুগণ ও দৈত্যবালকদিগকে জ্ঞানামৃত দিয়াছিলেন, অন্যত্র, দেন নাই, অর্থাৎ উপাধ্যায়গণ যেমন সর্ব্বত্র কর্ম্মবিদ্যার উপদেশ করেন, জ্ঞানিগণ সেরূপ সকলকে জ্ঞানোপদেশ করেন না, সেইরূপ বর্ষাকালে পর্ব্বতসকল যেমন সর্ব্বত্র জলদান করিতেন, শরৎ-কালে সেইরূপ সর্ব্বত্র নির্ম্মল জল দান করেন নাই। ৩৬

শরৎকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণে প্রতিদিন জলাশয়ের জলসকল ক্ষীয়মাণ হইলে ক্ষুদ্র জলচারী মীনগণ তাহা জানিতে পারে না, যেমন স্ত্রীপুত্রাসক্ত মূঢ় মানবগণ প্রতিদিন ক্ষীয়-মাণ আয়ুর কথা জানিতে পারে না। ৩৭

খমশোভত নির্ম্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্। সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্॥ ৪৩॥
অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী। যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি॥ ৪৪॥
আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্। জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ॥৪৫॥
গাবো মৃগাঃ খগা নার্য্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্। অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব॥ ৪৬॥
উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্বিনা। রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা যথা দস্যূন্ বিনা নৃপ॥৪৭
পুরগ্রামেম্বাগ্রয়ণৈরৈন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ। বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ॥৪৮
বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে। বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শরদ্বর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

শব্দব্রহ্মের (বেদের) অর্থদর্শক (পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসানির্ণীতার্থপ্রদর্শক) সত্ত্বগুণ চিত্ত যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ শরদাগমজন্য নির্ম্মল তারকা-মণ্ডিত নির্ম্মেঘ আকাশমণ্ডল শোভা পাইয়াছিল। ৪৩

মর্ত্ত্যমণ্ডলে বৃষ্ণিচক্রে পরিবৃত হইয়া যদুপতি কৃষ্ণ যেমন বিরাজমান, সেইরূপ নক্ষত্রগণে পরিবৃত অখণ্ড-মণ্ডল চন্দ্রমা আকাশমণ্ডলে বিরাজিত হইলেন। ৪৪

নাতিশীতোষ্ণ বন্যকুসুমগন্ধবাহী মারুতকে আলিঙ্গন করিয়া জনসকল সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণহৃতচিত্তা গোপীগণ সন্তাপ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ৪৫

হে রাজন্! শরদাগমে গাভী, মৃগী ও খগী প্রভৃতি নারীগণ অনিচ্ছাসত্বেও স্ব স্ব পতিগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমানা হইয়া গর্ভবতী হইয়াছিল, যেমন ঈশ্বরের আরাধনার্থ ক্রিয়া নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিতা হইলেও ফলযুক্ত হইয়া থাকে। ৪৬

হে নৃপ! যেমন রাজার অভ্যুত্থানে দস্যু ব্যতীত সকল লোক নির্ভয় হয়, সেইরূপ সূর্য্যের উদয়ে কুমুদ্ ব্যতীত সকল জলজ পুষ্প উৎফুল্ল হইয়াছিল। ৪৭

এই সময়ে পুর ও গ্রামসকলে নবান্নপ্রাশনার্থ বৈদিক ও ইন্দ্রিয়ার্থ লৌকিক মহোৎসব দ্বারা পক্ব-শস্যযুক্তা ভূমি শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হরির— কলা-অংশ (পৃথিবী) রাম-কৃষ্ণ দ্বারা অতিশয় শোভান্বিতা হইয়াছিল। ৪৮

হে রাজন্! বণিক্, মুনি, নৃপ ও স্নাতক বিপ্রগণ বর্ষাপ্রযুক্ত এক স্থানে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এই সময়ে তাহারা স্ব স্ব স্থান হইতে নির্গত হইয়া আপন আপন অর্থ অর্থাৎ বণিক্‌জন বাণিজ্য, মুনিগণ স্বাচ্ছন্দ্য, নৃপগণ দিগ্বিজয় এবং স্নাতকগণ বিদ্যাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যেমন মন্ত্রযোগাদিপ্রভাবে সিদ্ধপুরুষেরা অবরুদ্ধায়ুঃ হইয়া থাকেন (অর্থাৎ তাঁহাদের আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হয়) এবং তৎপরে কাল আগত হইলে, যোগাদিপ্রাপ্ত দেবাদি দেহ হইয়া থাকেন, সেইরূপ। ৪৯

বিবৃতি—নাতিশীতোষ্ণ বন্যকুসুমবায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া জন-সকল সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণহৃতচিত্তা গোপীরা তাপরহিতা হইল না, পরন্তু বিরহিণীগণ সেই বায়ু আলিঙ্গন করিয়া তাপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪৫

ইতি দশম স্কন্ধে বিংশাধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা। ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥ ১ ॥

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ২ ॥

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্। কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥৩

তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্। নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ ৪ ॥

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্। শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যে স্থানের সলিলসকল নির্ম্মল ও যে স্থানে পদ্মাকর-সমূহের সুগন্ধি সুশীতল বায়ু প্রবাহিত, তাদৃশ বৃন্দাবনে গো এবং গোপালগণসহ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। ১

পশুপালগণ ও বলদেব সহ মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন। সেই সময় পর্ব্বত,নদী এবং সরোবর সকলের নিকটস্থ পুষ্পিত বনরাজিমধ্যে পক্ষিকুল ও ভ্রমরসমূহ মত্ত হইয়া মধুরস্বরে রব করিতেছিল। ২

কামোদ্দীপক সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া কোন কোন ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণের অসমক্ষে সেই বেণুধ্বনির কথা নিজ নিজ সখার নিকট বর্ণন করিয়াছিল। ৩

হে রাজন্! সেই বেণুগীতি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাবলী স্মরণে কামবেগ প্রবল হওয়ায় গোপীগণ বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছিল, সুতরাং বর্ণন করিতে পারিল না। ৪

(যাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে ব্রজাঙ্গনাদিগের মন ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ বর্ণন করিতেছেন)

শ্রীকৃষ্ণ, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত শিরোভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পীতবসন ও বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া এবং অধরসুধা দ্বারা বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতে করিতে গোপগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বীয় পদাঙ্কিত রমণীয় বৃন্দারণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৫

ব্রজাঙ্গনাগণ সর্ব্বপ্রাণিমনোহর এই প্রকার বেণু-রব শ্রবণ করিয়া ঐরূপ বর্ণন করিতে করিতে পরমানন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। ৬

বিবৃতি—ভগবৎক্রীড়ার আনুষঙ্গিক স্থান-সমূহের মনোহরত্ব জল ও বায়ুর আশ্রয়ে বর্ণন করিতেছেন। ১

দূর হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণ নিজ নিজ সখীর নিকট কৃষ্ণের পরোক্ষে বেণুগীতের কথা বর্ণন করিয়াছিল, বেণুগীত মাতাদিগের বাৎসল্যোদ্দীপক এবং অপর গোপীগণের কামোদ্দীপক ছিল। ৩

কর্ণিকার—পীতবর্ণ উৎপলাকার পুষ্প; বৈজয়ন্তী—পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিত মালা। স্বপদরমণং—নিজ পদচিহ্ন দ্বারা রমণীয় অথবা নিজ পদের রতিজনক। ৫

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্‌ ॥ ৭ ॥
চুতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥ ৮ ॥
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্‌।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৯ ॥

গোপীগণ বলিলেন, হে সখীগণ! চক্ষুষ্মান্‌ ব্যক্তিদিগের প্রিয়দর্শনই চক্ষের ফল, তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না; যাহারা বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে পশুগণকে বনে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত বনপ্রবেশকারী ব্রজেশ্বরপুত্রদ্বয় রাম-কৃষ্ণের বেণুসংলগ্ন, এবং স্নিগ্ধ কটাক্ষযুক্ত বদনারবিন্দ পান করিয়াছে, তাহাদেরই নয়ন সফল হইয়াছে। ৭

অন্য গোপীরা বলিলেন, আম্রমুকুল, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ, উৎপল ও পদ্মপুষ্পের মাল্যসংপৃক্ত বিচিত্রবেশপরিধানকারী রাম-কৃষ্ণ, পশুপালকদিগের সভামধ্যে কখন কখন গান করিয়া, রঙ্গমধ্যে গানকারী নটবরের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতেছেন। ৮

অন্য গোপীগণ বলিলেন, হে সখীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; কারণ, গোপীদিগের একমাত্র ভোগ্য শ্রীদামোদর কৃষ্ণের অধরসুধা স্বতন্ত্রভাবে নিরন্তর পান করিতেছে, তাহাতে কেবল রসমাত্র অবশিষ্ট আছে. যাহাদের জল দ্বারা এই বেণু পুষ্ট হইয়াছে, সেই মাতৃতুল্যা হ্রদিনী সকল বিকসিত কমলচ্ছলে রোমাঞ্চিত বলিয়া লক্ষিত হইতেছে এবং যাহাদের বংশে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল তরুও মধুধারাচ্ছলে সেই প্রকার আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে, যেমন বংশের কেহ ভগবৎসেবক হইয়াছে, ইহা দেখিলে কুলবৃদ্ধগণ রোমাঞ্চিত হয়েন, আনন্দাশ্রু মোচন করেন। ৯

বিবৃতি—চক্ষুষ্মান্‌দিগের ইহাই একমাত্র চক্ষের ফল বলিয়া জানি, অন্য কোন প্রিয়দর্শনও ফল নহে; তবে ইহা পদে কি অর্থ? উত্তর—রামকৃষ্ণের সকটাক্ষ বেণুসঙ্গত মুখাবলোকনই নয়ন ধারণের ফল। ব্রজেশসুতয়োঃ ব্রজেশ পদে বসুদেব ও নন্দ, কারণ, বসুদেবেরও বহু গো ছিল, অথবা ব্রজেশ পদে নন্দ। বসুদেব নিজেই বলিয়াছেন—তাতং ভবন্তং মন্বান ইত্যাদি। ৭.

যে গোপগণ নিরন্তর সঙ্গে থাকিয়া ঐরূপ মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করে, তাহারা অতি ভাগ্যবান্‌ এবং তাহাদের সুপুণ্য সূচিত হয়। ৮

বিবৃতি—আমাদের দৃশ্যমান এই নীরস বেণু কত পুণ্য করিয়াছে, এই জন্মে অথবা জন্মান্তরে আমরা সেই পুণ্য জানিতে পারিলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতাম। বেণু শব্দ পুংলিঙ্গ, সুতরাং সে পুরুষ, তাহার শ্রীকৃষ্ণ-অধরসুধা পান করিবার যোগ্যতা নাই, উহাতে আমাদেরই একমাত্র অধিকার। বেণু অধরসুধা সকল পান করে, কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ রস অবশিষ্ট থাকে। অতএব হে গোপীগণ! বেণুজন্মই সার্থক, গোপীজন্ম নহে, তোমরা কেন গোপী হইয়া জন্মিয়াছ? বেণুর উচ্ছিষ্টরস-নাদরূপ যাহা নদীসকলও ভোগ করে, যেহেতুক, তাহারা কমলাদি জলে রোমাঞ্চিতা হয়। ৯

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥১০॥
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১১॥
কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্বা চ তৎকণিতবেণুবিচিত্রগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥১২॥
গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-পীযূষমুত্তম্ভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥১৩॥

কোন কোন গোপী বলিলেন, হে সখি! এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে, কারণ, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে ইহার সম্পত্তিলাভ হইয়াছে এবং গোবিন্দের বেণুনিনাদ শ্রবণ করিয়া মন্দ মন্দ গর্জ্জনবোধে ও শ্রীকৃষ্ণকে নীলমেঘ জ্ঞান করতঃ মত্ত ময়ূরগণ নৃত্য করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া পর্ব্বতের গুহায় অবস্থিত অন্যান্য প্রাণিসকল উপরতক্রিয় হইতেছে। ১০

অন্য ব্রজাঙ্গনাগণ বলিলেন, হে সখি! তির্য্যগ্-জাতি হইলেও এই সকল হরিণীগণ ধন্য, কারণ, ইহারা বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসার পতিগণের সহিত বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়াবলোকন দ্বারা বিরচিত পূজা বিধান করিতেছে। ১১

অপর কতকগুলি ব্রজাঙ্গনা বলিলেন, হে গোপীগণ! আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, বনিতাগণের আনন্দবিধায়ক রূপ ও চরিত্রসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ও তাহার বাদিত বংশীনিনাদ ও অসঙ্কীর্ণ গীত শ্রবণ করিয়া বিমানযোগে গমনকারিণী দেবাঙ্গনাগণ দেবতাদের ক্রোড়ে থাকিয়াও কামে অধৈর্য্য হইয়া মুগ্ধ হয়েন, কারণ, তৎকালে সেই সকল দেবীর কবরী হইতে কুসুম পরিভ্রষ্ট হয়, এবং নীবী স্খলিত হইয়া পড়ে। ১২

অপর গোপী কহিলেন, হে সখি। গোসকল শ্রীকৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীতরূপ অমৃত, উন্নমিত কর্ণপুট দ্বারা পান করিতে করিতে এবং বৎসসকল স্তন হইতে ক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস মুখে করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া আছে। (বোধ হয়) ইহারা নয়নপথ দ্বারা মনোমধ্যে গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিতেছে, এবং সেই জন্যই ইহাদের নয়নে অশ্রুকণা দৃষ্ট হইতেছে। ১৩

বিবৃতি—দেবকী নাম যশোদারও ছিল, এই জন্য বসুদেব-পত্নীর সহিত যশোদার সখ্য হইয়াছিল, বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণে ইহা উক্ত হইয়াছে, যথা—"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া।" ১০

এই মূঢ়জাতি হরিণীগণ কৃষ্ণগতপ্রাণ পতিসহ প্রণয়াবলোকনে নন্দনন্দনের পূজা করিতেছে, কিন্তু আমাদের পতি গোপগণ অতি ক্ষুদ্রাশয়, তাহারা তাহাদের সমক্ষে কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়াবলোকন আমরা করিলে তাহা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের জীবনে ধিক্। ১১

ইহার নাম মোট্টায়িত অনুভাব, যথা—"কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবিতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে।" পরম মুগ্ধ হরিণীগণ ও পরমবিদগ্ধা সুরসুন্দরীগণেরও মোহনকারী সর্ব্বসৌভাগ্যামৃত-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পর্য্যন্ত আমরা পাই না, সুতরাং আমাদিগকে ধিক্। অথবা বনবিহারপরায়ণ কৃষ্ণের দর্শনাদির অপ্রাপ্তি নিবন্ধন আমরা অধন্য, তাহারা দর্শনলাভ করে, সুতরাং ধন্য। ১২

এই প্রকার সর্ব্বপ্রাণীর শ্রীকৃষ্ণে অকপট প্রেম, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য এবং আমরা বিচ্ছেদ ভোগ করি এই জন্য অধন্য, এই মাত্র বিশেষ। ১৩

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃণ্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥১৪॥
নদ্যস্তদা তদুপাধার্য্য মুকুন্দগীত-মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারের্গৃহ্লন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥১৫॥
দৃষ্টাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্ ।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥১৬॥
পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন ।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥১৭॥

অপরা গোপী বলিলেন, হে মাতঃ! এই বনে যে সকল বিহগ আছে, তাহারা মুনি হইবে, কারণ, তাহারা কৃষ্ণকে যেরূপে দর্শন হয়, সেইরূপে মনোহর পত্রাদি-যুক্ত বৃক্ষ-শাখায় আরোহণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হওয়ায়, নিমীলিতনেত্রে অন্য শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বাদিত মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। ১৪

অপরা বলিলেন, হে সখি! বংশীধ্বনিকালে নদী-সকল সেই কৃষ্ণ-গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া আবর্ত্ত সকল দ্বারা সূচিত কামবেগ ভগ্নবেগ হইয়া যেরূপ আলিঙ্গন হয়, তদ্রূপে তরঙ্গরূপ হস্ত দিয়া কমলসকল আহরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল গ্রহণ করিতেছে। ১৫

(শ্রীকৃষ্ণ ও মেঘ উভয়েই লোকের দুঃখ দূর করেন, এই জন্য উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া কোন গোপী বলিতেছেন)

হে সখি! জলধর নিজ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে রাম ও গোপালগণসহ রৌদ্রমধ্যে ব্রজপশুদিগকে চরাইতে এবং ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজাইতে দেখিয়া—শ্রীকৃষ্ণের উপরে উদিত হয় এবং পুনরায় প্রেম বশতঃ প্রবৃদ্ধ হইয়া পুষ্পসমূহ দ্বারা অথবা তৎসদৃশ তুষারবিন্দু ও স্বীয় শরীর দ্বারা ছত্র রচনা করিয়াছিল। ১৬

অন্য গোপীগণ বলিলেন, অহো! শবররমণীগণ ধন্য, তাহারা কৃতার্থ হইয়াছে, কারণ, যে কুঙ্কুম প্রথমে দয়িতাগণের স্তনে অনুলিপ্ত, পরে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অরুণিমার কান্তিপ্রাপ্ত, এবং যাহা পুনঃ পুনঃ বনস্থলী পরিভ্রমণজন্য তৃণসকলে সংলগ্ন, সেই কুঙ্কুম লইয়া আপনাদের স্তন ও বদনে লেপন করিয়া কামব্যথা বিসর্জ্জন দিয়াছে। ১৭

বিবৃতি—গোপীরা ভাবাবেশে অম্ব! এই সম্বোধন করিয়াছেন, ইহা স্ত্রীজাতির স্বভাব যে, উহা না থাকিলেও তাহাতে তাদৃশ সম্বোধন করে। অর্থাৎ সখীগণই সেই স্থানে ছিল, মাতৃস্থানীয়া কেহ ছিল না, তথাপি সখীকেই অম্ব বলা হইয়াছে। মুনিগণ কৃষ্ণ-দর্শন যাহাতে হয়, তজ্জন্য যেমন বেদোক্ত কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া বেদরূপ তরুশাখায় আরোহণ করিয়া উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করেন এবং শ্রীকৃষ্ণগীত শ্রবণ করেন, বৃন্দাবনের পক্ষিগণও সেইরূপ কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যাহাতে দেখা যায়, তাদৃশ উচ্চ বৃক্ষশাখায় আরোহণপূর্ব্বক বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে, সুতরাং ইহারা সকলেই মুনি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৪

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া অচেতন যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীগণও কৃষ্ণে অনুরাগবতী হওয়ায় তাহাদের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়াছিল, তাহারা পদ্মপুষ্প উপঢৌকন লইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল গ্রহণ করিয়াছিল। ১৫

রৌদ্রতাপে শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া পুষ্প মেঘ হইয়া তদুপরি ছত্রাকারে উদিত হইয়া থাকে, সুতরাং চেতন অচেতন সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারা ধন্য হয়, আমরা তাঁহার কিছুমাত্র সেবা করিতে পারি না, সুতরাং অধন্য। ১৬

শবরাঙ্গনাগণের এই কুঙ্কুম-দর্শনেই কামব্যথা জন্মিয়াছিল, এবং সেই কুঙ্কুম স্তনে ও বদনে অনুলেপন করিয়া সেই ব্যথার শান্তি হইয়াছিল। তাহারা ধন্য, আর আমরা অধন্য, কারণ, আমরা তাদৃশ বিরহ-দুঃখোপশম প্রাপ্ত হই না। ১৭

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয় সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥১৮॥
গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্য্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥১৯॥
এবং বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথোগোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

হে সখীগণ! এই অদ্রি (গোবর্দ্ধন) হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ, এই গোবর্দ্ধন, রাম ও কৃষ্ণের চরণস্পর্শে আনন্দিত হইয়া পানীয়, সুন্দর তৃণ, কন্দর এবং কন্দ (মূল) দ্বারা গো ও বয়স্যগণসহ রাম-কৃষ্ণের পূজা করিতেছে। ১৮

হে সখীগণ! গোপগণের সহিত বনে বনে গোচারণকারী রাম-কৃষ্ণ গোসকলের পাদবন্ধন-রজ্জু এবং তাহাদের পাশ দ্বারা চিহ্নিত হইয়া আছেন অর্থাৎ তাঁহারা মস্তকে পাদবন্ধন রজ্জু ও স্কন্ধে পাশ স্থাপন করিয়া গোপগণের শ্রীধারণ করিয়াছেন, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন বেণুধ্বনি দ্বারা শরীরীদিগের—যাহারা জঙ্গম, তাহাদের অস্পন্দন ও তরু সকলের যে পুলকোদ্গম হইতেছে, ইহা অতিশয় বিচিত্র। ১৯

হে রাজন্! বৃন্দাবনচারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ ক্রীড়াসকল পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২০

বিবৃতি—রাম-কৃষ্ণের বেণুনিনাদে জঙ্গম জীব সকলের অস্পন্দন-রূপ স্থাবর, ধর্ম্ম ও স্থাবর তরুসকলের পুলকরূপ জঙ্গম-ধর্ম্ম যে পরিস্ফুট হইতেছে, ইহা অতিশয় বিচিত্র। সাধারণতঃ গোপগণ মস্তকে গোগণের পাদবন্ধন রজ্জু ও অশ্বস্য গোগণের বন্ধনার্থ পাশসকল স্কন্ধে লইয়াই গোচারণ করিয়া থাকে, রাম-কৃষ্ণও গোপলীলায় সেইরূপ আচরণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাদের শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ১৯

ইতি দশম স্কন্ধে একবিংশাধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্ ॥১॥
আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥২॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ। উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥৩॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥৪॥
এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ। ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥৫॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! হেমন্তের প্রথমে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্নভোজিনী হইয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনারূপ ব্রত আরম্ভ করিলেন। ১

গোপকন্যাগণ অরুণোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া জলসমীপে বালুকাময়ী কাত্যায়নীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সুগন্ধি গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ, বলি (পূজোপহার), প্রবাল, ফল, তণ্ডুল ও অন্যান্য উচ্চাবচ (নানাপ্রকার) উপহার দিয়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ২-৩

সেই সকল কুমারীগণ, "হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নন্দগোপের পুত্রকে পতিরূপে প্রদান করুন, আপনাকে নমস্কার করি।" এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে পূজা করিয়াছিলেন। ৪

হে রাজন্! কৃষ্ণার্পিতচিত্তা ব্রজকুমারীগণ এইরূপে একমাসকাল যাবৎ ব্রতাচরণ ও 'নন্দপুত্র আমাদের পতি হউন' এই কামনায় ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ৫

বিবৃতি—শরৎপ্রসঙ্গে বিবাহিতাগণের অনুরাগ বর্ণন করিয়া, হেমন্তপ্রসঙ্গে কুমারীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহিত ও অবিবাহিত দুই দল গোপীরাই শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিণী ছিল, এ কথা হরিবংশেও উক্ত হইয়াছে, যথা—"যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কল্য কালবিৎ" ইতি। এই সম্বন্ধে তোষণীকার যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছেন, এবং রাধার পরম প্রেয়সীত্ব স্থাপনও করিয়াছেন, বিশেষানুসন্ধিৎসুগণ উহা দেখিবেন। হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে কাত্যায়নীপূজা গোপকন্যাগণ করিয়াছিল, এই মাসপদে সৌর মাস। এখনও সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। ১

অদ্যাপি ব্রজঘট্টে ঘট্টবাসিনী দেবী নামে কাত্যায়নী প্রসিদ্ধা আছেন, এই কথা সনাতন গোস্বামীর সময়ের কথা। বলি শব্দে বস্ত্র-ভূষণাদি উপচার, উচ্চাবচ পদে নানাবিধ উপহার। ২-৩

কাত্যায়নি ইত্যাদি মন্ত্রগত প্রতিসম্বোধনের তাৎপর্য্য—একমাত্র আপনিই আমাদের অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারেন। কাত্যায়নমুনিবংশপ্রকাশিকা আপনি মহাধর্ম্মধাত্রী, মহামায়ে! আপনি ভগবানের শক্তি। সুতরাং আমাদের অভীষ্টপ্রাপ্তিযোগ্য শক্তিদানে সমর্থা। মহাযোগিনি! যদি এই প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছু অঘটন করিতে হয়, আপনি তাহাতে সমর্থা। অধীশ্বরি! আপনি স্বতন্ত্রা, সুতরাং ইহা সম্পাদন করা আপনার কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য নহে। নন্দগোপপুত্র বলার তাৎপর্য্য—যদি কৃষ্ণ বলে, তবে গোপমধ্যে স্তোককৃষ্ণাদিকে বুঝাইতে পারে, তদ্ব্যাবৃত্তির জন্য। ৪

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ। কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥৬॥

নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥৭॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥৮॥

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥৯॥

তাঁহারা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও স্ব স্ব নাম ধরিয়া আহ্বান পূর্ব্বক পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে প্রতিদিন যমুনায় স্নান করিতে যাইতেন। ৬

এক দিন অর্থাৎ মাসান্তে (পূর্ণিমার দিন) যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় তীরে বসন সকল রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে আনন্দে জলমধ্যে কেলি করিতে লাগিলেন। ৭

যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমান করিয়া তাহাদের কর্ম্মের ফলদান নিমিত্ত বয়স্য বালকগণ সহ সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বসনগুলি লইয়া অতি সত্বর কদম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন, পরে হাস্যপরায়ণ বালকদিগের সহিত হাসিতে হাসিতে পরিহাসার্থ বলিলেন। ৯

বিবৃতি—নিজ নিজ নামে আহূতা হইয়া পরস্পরের বাহু ধারণ পূর্ব্বক অথবা নিজের নিজের সহিত অপরের বাহু সম্বদ্ধ করিয়া তাহারা যমুনায় স্নান করিতে যাইত, ইহারা সকলেই এক কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য ব্রত করিতেছিল বলিয়া ইহাদের পরম সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। ৬

কদাচিৎ মাসান্তে পূর্ণিমার দিন—গৌণচান্দ্রমাসে পূর্ণিমায় মাস শেষ হয়, ইহাই তদ্দেশের ব্যবহার। বর্ত্তমান সময়ে যে কাত্যায়নীপূজা হইয়া থাকে, উহা সৌর অগ্রহায়ণ মাসেই হয়। ঐ প্রদেশে নগ্ন হইয়া স্নান করার ব্যবহার, সেই জন্য প্রতিদিনই কুমারীরা নগ্ন হইয়া স্নান করিত। তোষণীকার বলেন, বাল্যভাব নিবন্ধন তাহারা ঐরূপ নগ্ন হইয়া স্নান করিত। শ্রীকৃষ্ণের গুণগানানন্দে হেমন্তে জলমধ্যে তাহাদের শীতের অনুভব হইত না। অথবা সেই দিন ব্রত পূর্ণ হইবে বলিয়া আনন্দে তাহারা জলকেলি করিয়াছিল। ৭

সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সিদ্ধিলব্ধ ব্যক্তিগণের তিনি অধীশ্বর, সুতরাং নিত্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদি শক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের গান দ্বারা অনুমান করিয়া দেবতান্তরের উপাসক হইলেও তাহাদের কর্ম্মফলদানের জন্য নিজের অন্তঃকরণরূপ দাম সুদাম বসুদাম প্রভৃতি সহ অথবা দুই তিন বর্ষ বয়স্ক স্ত্রী-পুংভেদানভিজ্ঞ গোপবালকসহ হাস্যপরিহাসার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই বস্ত্রহরণলীলার অভিপ্রায় মনে হয় যে, ব্রজকুমারীগণের পরীক্ষা, তাহারা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইতে চায়, কিন্তু লজ্জা নিন্দা ভয় প্রভৃতি অষ্টপাশমুক্ত না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ইহারা কুলকুমারী, লজ্জাই প্রধান পাশ। তাহা হইতে মুক্ত হইল কি না, ইহা দেখিবার নিমিত্ত বস্ত্র হরণ করিয়া নগ্নাবস্থায় অন্য পুরুষ সমক্ষে তীরে উঠিতে বলিয়াছিলেন, এবং বহু তর্কবিতর্কের পর তাহারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিল এবং প্রীত ভগবানের নিকট নিজ নিজ অভীপ্সিত বর লাভ করিয়াছিল। ৮

বালকগণের সহিত চুরি করা নিবন্ধন যেন ভীত হইয়াই অতি দ্রুত কদম্ববৃক্ষে ভগবান্ আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং নিজের পরিহাসশীল বালক সখাগণসহ হাসিতে হাসিতে এবং সেই হাস্যশব্দে সচকিতনয়না, হাস্য করিয়া অনুসন্ধানপরায়ণা ব্রজকুমারীগণের প্রণয়কোপযুক্ত কটাক্ষ জানিয়াই অথচ যেন কিছুই জানেন নাই এই ভাবে তুষ্ণীম্ভূতা কুমারীগণকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, তোমরা শীতজলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কেন কাঁপিতেছ? তীরে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বস্ত্র গ্রহণ কর ইত্যাদি নর্ম্মবাক্য বলিয়াছিলেন, এই খেলা খেলিবার নিমিত্তই প্রৌঢ় সখাগণকে পরিত্যাগ করিয়া বালকসখাগণ লইয়া যমুনাতীরে গিয়াছিলেন। ৯

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্। সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥১০॥
ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ। একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ ॥১১॥

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥১২॥

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণা ক্ষিপ্তচেতসঃ। আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥১৩॥

মা২নয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমো২ঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥১৪॥

হে অবলাগণ! যথেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, আমি সত্য বলিতেছি, পরিহাস করিতেছি না, যেহেতু এক্ষণে তোমরা ব্রতশ্রান্ত আছ। ১০

হে সুমধ্যমাগণ! আমি পূর্ব্বেও কখন মিথ্যা কথা বলি নাই, এই সকল বালক তাহা জানে, অতএব তোমরা একে একে অথবা সকলে মিলিত হইয়া আসিয়া গ্রহণ কর। ১১

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার পরিহাস-বাক্য অবগত হইয়া গোপকন্যাগণ প্রেমরসে মগ্ন ও লজ্জিত হইলেন, এবং পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই জল হইতে নির্গত হইলেন না। ১২

ভগবান্ গোবিন্দ এই প্রকার বলিলে, পরিহাস-বাক্যে তাঁহাদের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারা যমুনার শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া কম্পিত-কলেবরে বলিতে লাগিলেন। ১৩

হে কৃষ্ণ! অন্যায় করিও না, ওহে! তোমাকে আমরা নন্দগোপপুত্র, প্রিয়তম ও ব্রজের মধ্যে শ্লাঘ্য বলিয়া জানি, আমাদের বস্ত্র সকল দাও; এই দেখ, আমরা শীতে কাঁপিতেছি। ১৪

বিবৃতি—হে অবলাগণ! তোমরা নিজের ইচ্ছামত বস্ত্র গ্রহণ কর, এই কথা তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য এবং নিজের ঔদাসীন্য দ্বারা নিজের চৌর্য্য বিষয়ে ঔদাসীন্য সূচিত হইয়াছে। এ স্থানে এই বস্ত্র সকল কোন চোরে চুরি করিয়া এই কদম্বে গোপন করিয়াছে, আমি দূর হইতে দেখিয়া আসিয়াছি, তোমরা সকলে একসঙ্গে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর; নতুবা বস্ত্র-পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আমি সত্য বলিতেছি, যদি বল, পরিহাসস্থলে মিথ্যা কথন দোষাবহ নহে, উহাও সত্যমধ্যে গণ্য হয়; তদুত্তরে বলিতেছি, আমি পরিহাসবাক্য বলিতেছি না, তাহার কারণ, সংপ্রতি তোমরা ব্রতকর্শিতা—শ্রান্তা রহিয়াছ, তপস্বিনীগণের নিকট পরিহাস নিতান্ত অযোগ্য, এই সকল উক্তি দ্বারা নিজের চৌর্য্য গোপন করা হইয়াছে। ১০

আমার বাক্যে অবিশ্বাস করিলে একে একে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, যদি কাহারও ব্যতিক্রম হয়, তবে অন্য সকলে আমার কথা মিথ্যা মনে করিয়া আসিও না। একে একে বস্ত্র গ্রহণ করিতে বহু বিলম্ব হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই, আমার মনে বা বাক্যে কোন বক্রতা নাই, এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, একসঙ্গেই সকলে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। সুমধ্যমা—কৃশমধ্য, তোমাদের দীর্ঘকাল জলে অবস্থান দর্শনে আমার কৃপা হইয়াছে, পরন্তু তোমাদের মধ্যভাগ পরম সুন্দর, উহা দেখিবার জন্যই আমার ইচ্ছা, এই সকল বস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই, ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায়। ১১

তুমি গোপনন্দন ও আমরা গোপকন্যা, সুতরাং আমাদের প্রতি তোমার এইরূপ অন্যায্য করা উচিত নহে, তুমি ব্রজরাজ নন্দের পুত্র—যুবরাজ, সুতরাং তোমার ন্যায্য আচরণ করা উচিত, রাজপ্রতিকূল কর্ম্ম করা সঙ্গত নহে। তুমি বাল্যাবধি আমাদের প্রিয়, সুতরাং অপ্রিয়াচরণ করা অন্যায্য। এই শ্লোকে সাম উপায় দর্শিত হইয়াছে। বস্ত্র দান করিবার যোগ্য কারণ ও কৃপা আনয়নার্থ আমরা শীতে কাঁপিতেছি বলা হইয়াছে। ১৪

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নো চেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে ॥১৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ।
(নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি) ॥১৬॥

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ ॥১৭॥

ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥১৮॥

(প্রৌঢ়া গোপীগণ বলিলেন) হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদের বসন প্রদান কর, যদি না দেও, তবে রাজাকে বলিয়া দিব। ১৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে শুচিস্মিতা (পবিত্রহাস্য-কারিণীগণ) অবলাগণ, তোমরা যদি আমার হও, তবে আমার বাক্যানুসারে কার্য্যও করিবে। অতএব আমি বলিতেছি, তোমরা এখানে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, আমার নিকট আসিয়া না লইলে, আমি কখনই বস্ত্র দিব না, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন? ১৬

তার পর (শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহাতিশয় দর্শনে) শীতকম্পিতকলেবরা শীতকর্শিতা সেই সকল গোপ-কন্যাগণ হস্তদ্বয় দ্বারা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া জলাশয় হইতে তীরে উঠিয়াছিলেন। ১৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ঈষৎ—অক্ষতযোনি দেখিয়া অথবা তাহাদিগকে আগত দেখিয়া, তাহাদের শুদ্ধভাবে (প্রেমে) প্রসন্ন হইয়া স্কন্ধদেশে অথবা কদম্বস্কন্ধে বস্ত্র সকল রাখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সহাস্যে বলিয়াছিলেন। ১৮

বিবৃতি—এই শ্লোকে দান প্রদর্শিত হইয়াছে, দাস্য দ্বারা আত্মসমর্পণরূপ দান বুঝিতে হইবে। দন্ত্যসকারাদি পাঠে হে সুন্দর! আমরা তোমার দাসী হইব, এই অর্থ। অতঃপর 'ভেদ' উপায় দর্শিত হইয়াছে—হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ইহা না করিলে নগ্ন স্ত্রীদর্শনে ও পরস্বাপহরণে ধর্ম্মভয় আছে, সুতরাং বস্ত্র দেও। অতঃপর দণ্ডভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে, তুমি বস্ত্র না দিলে রাজাকে বলিয়া দিব, নন্দগোপপুত্র, তুমি তাহারই প্রিয়, এবং প্রিয় বলিয়াই কিছুই শিক্ষা কর নাই, এবং দেখিতেই তুমি ব্রজশ্লাঘ্য, গুণে শ্লাঘ্য নও, ইহাও তাহাদের বাক্য হইতে বুঝা যায়। ১৫

তোমরা যদি আমার দাসী হও, তবে এখানে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর. তোমাদের অনাবিল হাস্য দর্শনে বুঝা যায়, শীতে তোমাদের কোন কষ্টই হয় নাই। শীতে কষ্টের কথা কপটতামাত্র, অথবা তোমরা হাসিমুখে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর, মুখ ম্লান হইলে দিব না, আমি পুত্র, সুতরাং রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কিছুই করিবেন না। ১৬

আহত শব্দে আগত এই অর্থ দুষ্ট, কেন না, অপ্রযুক্তত্ব দোষ হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন। ইহাতে তোষণীকার বলেন যে, ইহা কাব্যকূপবর্ত্তিগণের কথা, কারণ, সষড়ঙ্গ বেদ পুরাণ ইতিহাস বৈদ্যক প্রভৃতি শাস্ত্রের শব্দ-প্রয়োগ না দেখিয়া ইহা অপ্রযুক্ত এরূপ বলা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচায়ক ইত্যাদি। ১৮

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥১৯॥
ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ॥২০॥
তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥২১॥
দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥২২॥
পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠ-সঙ্গমসজ্জিতাঃ। গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥২৩॥

হে অবলা! তোমরা ব্রতকালীন বিবস্ত্রা হইয়া যে জলে অবগাহন করিয়াছ, তাহাতে দেবতাদের (বরুণ বা নারায়ণের) অবজ্ঞারূপ অপরাধ হইয়াছে, সেই পাপ মোচনের জন্য মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া অধোদিকে নমস্কার কর, পরে বসন গ্রহণ কর। ১৯

হে রাজন্! ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করাকে দোষ বলিয়া বলায় তাহারা ব্রতভঙ্গ হইয়াছে মনে করিয়া, ব্রতপূর্ণতা কামনায়, ব্রত ও অশেষ কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ সেই ভগবান্ হরিকেই প্রণাম করিল, কারণ, তিনিই পাপমার্জ্জক।২০

ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপ-কন্যাকে অবনত দর্শন করিয়া এবং তাহাদের পরমার্ত্তিময় দশাবিশেষ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বস্ত্রসকল দিয়াছিলেন। ২১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই সকল গোপকুমারী-গণ অতিশয় বঞ্চিত, লজ্জাপরিত্যাজিত, পরিহাসিত ও ক্রীড়োপকরণ বস্ত্র-পুত্তলিকাদির ন্যায় কারিত হইয়া ও বস্ত্র সকল অপহৃত হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে দোষ-দৃষ্টিতে দর্শন করে নাই, কারণ, তাহারা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল। ২২

তদনন্তর ব্রজকুমারীগণ স্ব স্ব বসন পরিধান করিয়া প্রিয়তম-সঙ্গমে বশীকৃত-চিত্তা হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাপূর্ণদৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণ-গৃহীতচিত্তা তাহারা সেইস্থানে অবস্থান করিল, অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিল না। ২৩

বিবৃতি—তোমরা নগ্ন হইয়া জলে নামিয়াছ, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি; ইহাতে জলবাসী দেবতাদের নিকট অপরাধ হইয়াছে, বাল্যভাবে দোষের না হইলেও তোমরা ব্রত করিতেছ বলিয়া এই কার্য্য অপরাধজনক হইয়াছে, উভয় হস্তে মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নমস্কার কর, তার পর অধোবসন গ্রহণ কর, ঐরূপ করিলেও উত্তরীয় বস্ত্র পাইবে না।১৯

ভগবান্ গোপকন্যাদের অভিমান-লজ্জাচ্ছেদরূপ পূর্ব্বানুরাগ জন্য পরমাময় দশাবিশেষ দর্শনে করুণাপরবশ হইয়াছিলেন। সেইজন্য বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে অধোবসন ও উত্তরীয় বস্ত্র সকলই প্রদান করিয়াছিলেন। ২১

বাল্যভাব নিবন্ধন নগ্নস্নান দোষাবহ না হইলেও স্বয়ং বিবস্ত্রা—ইত্যাদি বলিয়া ভগবান্ গোপকন্যাগণকে অতিশয় বঞ্চনা করিয়াছিলেন, অত্রাগত্য স্ববাসাংসি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহাদের লজ্জা পরিত্যাগ করান হইয়াছে, সত্যং ব্রুবাণি ইত্যাদি দ্বারা উপহাস করা হইয়াছে, বদ্ধাঞ্জলি-মিত্যাদি দ্বারা খেলার পুতুলের ন্যায় তাহাদিগকে করা হইয়াছে, এবং তাহাদের বস্ত্র চুরি করা হইলেও উহারা কৃষ্ণসান্নিধ্যে পরমানন্দলাভ করিয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণের এই সকল ব্যবহার দোষদৃষ্টিতে দর্শন করে নাই। ২২

তাহারা নিজ নিজ বস্ত্রই পরিধান করিয়া, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে আসক্তিযুক্তা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণে সলজ্জ স্থিরদৃষ্টি অর্পণ করিয়া কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীতচিত্তা তাহারা সেই স্থানেই ছিল, অন্যত্র যাইতে পারিল না; অথবা সেই সময়েই প্রিয়-সঙ্গলাভ করায় পাণিগ্রহণের জন্য তাহারা সজ্জিত হইয়াছিল, অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপর সলজ্জ নয়নার্পণ করিয়া তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যায় নাই, ইহাকে বিকৃতাখ্য অনুভাব বলে, যথা—হ্রীমানীর্ষাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতং ব্যুহ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ইতি। ২৩

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া। ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥২৪॥
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্। ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥২৫॥
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥২৬॥
যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥২৭॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ। ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্॥২৮॥

স্বপাদস্পর্শকামনায় ধৃতব্রতা গোপকন্যাগণের মনের ভাব জানিতে পারিয়া ভগবান্ দামোদর অবলাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ২৪

হে সাধ্বীগণ! তোমাদের আমাকে পূজা করা(অর্থাৎ আমাকে পতিরূপে সেবা করা) রূপ যে সঙ্কল্প (অভিলাষ), তাহা আমি জানি এবং আমিও উহা অনুমোদন করি (তোমাদের যখন অন্য কামনা নাই এবং আমিও যখন অনুমোদন করি), সেই সঙ্কল্প সত্য হইবার যোগ্য। ২৫

হে সুন্দরীগণ! আমাতে যাহাদের চিত্ত আবিষ্ট হয়, তাহাদের কামনা বিষয়ভোগার্থ কল্পিত হয় না, কারণ, যবাদি বীজ ভর্জ্জিত ও ক্বথিত হইলে তাহা হইতে প্রায়শঃ অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। ২৬

হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ; এখন ব্রজে গমন কর,আমার সহিত আগামিনী রজনীসমূহে ক্রীড়া করিতে পাইবে, যে উদ্দেশ্যে তোমরা ব্রত আচরণ করিয়াছ এবং কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছ। ২৭

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! লব্ধমনোরথ গোপকুমারীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তদীয় পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে অতি কষ্টে ব্রজে গমন করিয়াছিল। ২৮

বিবৃতি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত গোপকন্যাগণ ব্রত করিয়াছিল, তাহাদের মনের সেই ভাব ভগবান্ দামোদর জানিয়া সর্ব্বতোভাবে স্বাতন্ত্র্যহীনা গোপকন্যাগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। দামোদর বলায় ভক্তবাৎসল্য দেখান হইয়াছে। গোপকন্যাগণের প্রতি কৃষ্ণের তাদৃশী উক্তি উচিতই হইয়াছে। ২৪

হে একনিষ্ঠা প্রেমবতীগণ! তোমরা যেরূপ মানসিক সঙ্কল্প করিয়া অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে 'আমার' পূজা করিয়াছ, অর্থাৎ আমাকে পতিরূপে পাইবার কামনা করিয়া যে পূজা করিয়াছ, তোমাদের সে অভিলাষ আমি জানি ও অনুমোদন করি—সুতরাং সে সত্য হইবার যোগ্য, যখন তোমাদের কামনান্তর নাই এবং আমিও অনুমোদন করি, সুতরাং সে অব্যভিচারী হইবার যোগ্য। সুতরাং আমার অন্য বর দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ২৫

যাহারা মনের দ্বারাও আমার সেবা করে, তাহাদের রাজৈশ্বর্য্য বিষয়ক কাম কামত্বে পর্য্যবসিত হয় না; তোমরা ত আমার সেবামাত্রই সার করিয়াছ, সুতরাং উহা বিষয়-ভোগে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতেছে যে, স্বরূপতঃ ভর্জ্জিত এবং পুনর্ব্বার রন্ধিত যবাদি বীজ অঙ্কুরিত হয় না। অথবা আমিই একমাত্র যাহাদের পুরুষার্থ, তাহাদের যে আমার সেবাবিষয়ক কাম—সে কামনান্তরের জন্য কল্পিত হয় না, কেবলমাত্র আস্বাদ্য হয়, তোমাদের ত কথাই নাই। ইহার যোগ্য দৃষ্টান্ত ধানা—স্বতঃভ্রষ্ট যব, পুনর্ব্বার স্বাদবিশেষের জন্য ঘৃতাদি দ্বারা বিশেষভাবে পক্ব হইলে সে যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না,ফলান্তরোৎপাদনযোগ্য হয় না, কিন্তু স্বরসাস্বাদন হয়, তোমাদেরও সেইরূপ। ২৬

হে সতীগণ! তোমরা যে উদ্দেশ্যে ব্রত ও কাত্যায়নী-পূজা করিলে, সে বিষয়ে তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে বিবাহ করিলাম, এবং বিবাহের অঙ্গভূত আমার সহিত বিহার আগামী রজনীসমূহে হইবে। এই সকল গোপকন্যাকে গোপনে বিবাহ করায় অন্যের বিবাহিতার ন্যায় লোকে মনে করিত। ইঁহারা ভিন্ন অন্য গোপীরাই পরকীয়া ছিল, তাহারা যুবতী। "যুবতী-র্গোপকন্যাশ্চ" ইত্যাদি হরিবংশীয় বাক্যে তাহাই বুঝায়। ২৭

গোপকন্যাগণ নিজ নিজ কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাহারা কাত্যায়নীপূজা ও ব্রতোদ্যাপনের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ব্রজে গিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণের পাদপদ্মে দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছিল, কারণ, পতির পাদপদ্ম দর্শনই ধর্ম্ম, অথবা লজ্জায় কৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি দিতে পারে নাই; সেইজন্য স্বাভাবিক ভাবে পাদপদ্ম ধ্যান করিয়াছিল এবং নিঃশব্দে পুনর্ব্বার ব্রজ হইতে যমুনায় ব্রতোদ্যাপনার্থ তাহারা আগমনাভিপ্রায়ে গিয়াছিল। ২৮

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ। বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥২৯॥
নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে চ্ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ। আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ ॥৩০॥
হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন। বিশালর্ষভ তেজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥৩১॥
পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্। বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥৩২॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥৩৩॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া-মূলবল্কলদারুভিঃ। গন্ধ-নির্য্যাসভস্মাস্থি-তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥৩৪॥
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥৩৫॥
ইতি প্রবালস্তবক-ফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ। তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যেন যমুনাং গতঃ ॥৩৬॥

অনন্তর ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণে পরিবৃত হইয়া বলদেবসহ গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে বহুদূরে গমন করিয়াছিলেন। ২৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গ্রীষ্মকালীন তীব্র আতপে বৃক্ষ সকলকে নিজ নিজ ছায়া দ্বারা ছত্রের ন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়া ব্রজবালকদিগকে বলিলেন, হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশো! হে শ্রীদামন্! হে সুবল! হে অর্জ্জুন! হে বিশাল! হে কৃষ্ণ! হে ওজস্বিন্! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! এই সকল মহাভাগ্যবান্ পরার্থ জীবনধারী বৃক্ষগণকে নিরীক্ষণ কর, ইহারা স্বয়ং বাত, বর্ষা ও হিম সহ্য করিয়া আমাদের বাত, বর্ষা ও হিমজন্য ক্লেশ নিবারণ করিতেছে, অহো! ইহারা সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর জীবিকাহেতু, ইহাদের জীবন দয়ালু ব্যক্তির ন্যায় শ্রেষ্ঠ, কারণ, যাহাদের নিকট হইতে যাচকগণ কখনও বিমুখ হইয়া যায় না। ৩০-৩৩

ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, (ঘনরস) ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদি অঙ্কুর দ্বারা সকলের কামনা নিরন্তর পূর্ণ করে। ৩৪

হে রাজন্! দেহীদিগের এতাবন্মাত্রই জন্মের সার্থকতা যে, দেহীদিগের প্রতি ধন, প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা কল্যাণাচরণ করা। ৩৫

ভগবান্ হরি এই প্রকার অভিনন্দন করিতে করিতে প্রবালগুচ্ছ, পুষ্প, ফল এবং জলসমূহ দ্বারা অবনতশাখ বৃক্ষ সকলের মধ্য দিয়া যমুনায় গিয়া উপনীত হইলেন। ৩৬

বিবৃতি—গোপীদিগের বস্ত্রহরণ দিনে বলদেব সঙ্গে ছিলেন না," এই অন্ন-ভিক্ষার দিন বলদেব ছিলেন এবং ইহা গ্রীষ্মকালে হইয়াছিল। প্রথমে কাম্যকবনে গিয়াছিলেন, পরে নিদাঘ-কালীন তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত ও গোগণকে জলপান করাইবার জন্য ব্রজকে দক্ষিণে রাখিয়া যমুনায় গিয়াছিলেন। ব্রজ হইতে আসায় মধ্যাহ্ন-ভোজন হইতে পারে নাই এবং ইহা যজ্ঞপত্নীদিগকে কৃপা করিবার জন্য বুঝিতে হইবে। ২৯

দশ জন গোপবালকের এই স্থানে নাম করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহারা দশ জনে কৃষ্ণের দশদিক্ রক্ষা করিত। স্তোককৃষ্ণাদি আট জন আট দিকে, এবং দেবপ্রস্থ ও বরূথপ ছত্রধারণ ও পথ পরিষ্কাররূপ ঊর্দ্ধাধোদিক্ রক্ষা করিত। একাদশ ভদ্রসেন গোপসেনাধ্যক্ষ ও বলদেব সকলের দর্শক ছিলেন। ইঁহারা দূরে ছিলেন বলিয়া ইঁহাদের নাম এস্থানে বলা হয় নাই। তপস্বীরা নিজে বাতাদি সহ্য করেন, পরন্তু অন্যের বারণ করেন না, দয়ালুগণ হয় ত পরের বারণ করেন, কিন্তু নিজে বাতাদি সহ্য করেন না। ইহারা নিজেও সহ্য করে এবং পরেরও বারণ করে বলিয়া মহা ভাগ্যবান্। ৩০-৩৩

প্রাণকে অনাদরপূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা, বুদ্ধি দিয়া সদুপায় চিন্তন দ্বারা, বাচা সদুপদেশ দ্বারা পরোপকার করাই জন্মের সার্থকতা। ৩৫

স্তবক—পুষ্পগুচ্ছ। এই সকল দ্বারা বুঝা যায়, গ্রীষ্মের তীব্র তাপ তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। ৩৬

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ। ততো নৃপ স্বয়ং গোপা কামং স্বাদু পপুর্জলম্ ॥৩৭॥
তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ। কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুবন্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২॥

হে রাজন্! যমুনায় গোসকলকে স্বচ্ছ সুশীতল ও মঙ্গলকর জল পান করাইয়া নিজে জল পান করিলেন, ও গোপবালকগণ প্রচুর পরিমাণে সেই স্বাদু জল পান করিয়াছিল। ৩৭

হে রাজন্! তার পর যমুনার উপবনে গোপালগণ পশুচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রামকৃষ্ণ সমীপে আগমন পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিল। ৩৮

বিবৃতি—উপবনে প্রায়শঃ অশোকতরুমণ্ডিত স্থানে, অগ্রে সেই রূপই বলা হইয়াছে। এই জন্যই সেস্থানে কোন ফল ছিল না। পশুদিগের ইচ্ছানুসারে চারণ করা হইত। অগ্রে বলা হইয়াছে, রাম-কৃষ্ণও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং গোপালগণ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছিল। বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ অন্ন প্রদান করেন নাই অথচ স্থাবর তরুগণ নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া সকলের উপকার করে—এই বলিয়া তাহাদের অভিনন্দন করিয়াছেন। এই স্থলে অধ্যায় সমাপ্ত হওয়া উচিত হইয়াছে। ইহার ১০ শ্লোক পূর্ব্বে যে স্থানে বস্ত্রহরণলীলা সমাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই অধ্যায় সমাপ্ত হইতে পারিত। সে স্থলে গোপকন্যাদের ন্যায় যাজ্ঞিক-পত্নীগণের প্রতি ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এই সাম্য বিবেচনায় এই ১০টি শ্লোক বলিয়া শুকদেব কিছুক্ষণ ভাবাবেশে স্তব্ধ হওয়ায়, এই স্থলে কথাচ্ছেদ হওয়ায় অধ্যায়-সমাপ্তি হইয়াছে। ৩৮

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীগোপা ঊচুঃ।

রাম রাম মহাবীর্য্য কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ। এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২॥
প্রয়াত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ। সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥৩॥
তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ। কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্ ॥৪॥
ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বাযাচন্ত তে তথা। কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥৫॥

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রামচোদিতান্ ॥৬॥

গোপগণ বলিল, হে মহাবাহো রাম! হে দুষ্টনিবর্হণ! কৃষ্ণ আমাদিগকে ক্ষুধায় অতিশয় ক্লেশ দিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার শান্তি বিধান করুন। ১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! গোপবালকগণ এইরূপ জানাইলে, ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তা বিপ্রভার্য্যার প্রতি প্রসাদ (অনুগ্রহ) করিবার মানসে তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যজ্ঞস্থানে গমন কর। বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞ করিতেছেন। ২-৩

হে গোপগণ! আমাদের কর্ত্তৃক প্রেরিত তোমরা সেই যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া আর্য্য বলদেবের ও আমার নাম কীর্ত্তন করতঃ অন্ন প্রার্থনা করিবে। ৪

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই গোপবালকগণ যজ্ঞস্থানে গমন করিল ও ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণগণের নিকট সেইরূপ (কৃষ্ণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন তদ্রূপ) যাচ্‌ঞা করিয়াছিল। ৫

হে ভূদেবগণ! শ্রবণ করুন, আমরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশকারা—আপনাদের নিকটে আসিয়াছি, আপনাদের মঙ্গল হউক, আমাদিগকে বলভদ্রের প্রেরিত বলিয়া জানিবেন। ৬

বিবৃতি—গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইলেও সখ্যভাব নিবন্ধন পরিহাসচ্ছলে রাম ও কৃষ্ণকে ক্ষুধার কথা বলিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে বৃক্ষের পরার্থ-জীবন বর্ণন করিয়াছেন এবং তিনিই মনুষ্যপ্রচার-শূন্য অরণ্যমধ্যে লইয়া আসিয়াছেন; সুতরাং ক্ষুধার প্রতিবিধানও তাঁহারই করা কর্ত্তব্য, বস্তুতঃ ইহাও একটি ক্রীড়া। ১

এস্থানে 'বিপ্রভার্য্যায়াঃ' এই একবচন জাতৌ অর্থাৎ বিপ্রভার্যাগণরূপ জাতি ধরিয়া বলা হইয়াছে, প্রসীদন্ অনুগ্রহ করিবার জন্য। যদিও বিপ্রভার্য্যাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগসম্পন্না ছিলেন, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাদের মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে। ২-৩

আমরা তোমাদিগকে অন্ন আনিতে পাঠাইতেছি, সুতরাং তোমাদের কি লজ্জা? যদি বল, আমরা অপাত্র, আমাদিগকে অন্ন দিবেন কেন? উত্তর—তোমরা দাদার ও আমার নাম করিয়া প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই পাইবে। অথবা যদি প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ মনে কর, তবে আমাদের নির্দ্দেশানুসারে যাইতেছ, ইহা বলিও। পিত্রাদির নাম বলিও না, এবং আমার নাম করিয়া প্রার্থনা করিও। ৪

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥৭॥
দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ। অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দূষ্যতি ॥৮॥
ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ। ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥৯॥
দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ। দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥১০॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্‌ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥১১॥
ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥১২॥

হে দ্বিজগণ! রাম ও কৃষ্ণ এইস্থানের অদূরে গোচারণ করিতেছেন। তাঁহারা বুভুক্ষিত হইয়া আপনাদের অন্ন অভিলাষ করিতেছেন। আপনারা ধর্ম্মজ্ঞপ্রবর, যদি তাঁহাদের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে সেই দুই অন্নপ্রার্থী মহাত্মার প্রার্থিত অন্ন প্রদান করুন। ৭

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! পশু-হিংসা-যুক্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পর (অগ্নিষোমীয়) পশুমারণের পূর্ব্বেই দীক্ষিতান্ন গ্রহণে এবং সৌত্রামণী যাগে দীক্ষিতান্নগ্রহণে দোষ, তদ্ভিন্ন অন্যত্র যজ্ঞান্ন গ্রহণে দোষ নাই। ৮

হে রাজন্! সেই সকল ব্রাহ্মণ এই প্রকার ভগবানের যাচ্ঞা শুনিয়াও শুনিলেন না, তাঁহারা ক্ষুদ্র (নশ্বর বলিয়া) স্বর্গাশাসম্পন্ন, এবং ক্লেশাধিক কর্ম্মপরায়ণ, অজ্ঞ অথচ বৃথাজ্ঞান বৃদ্ধাভিমানী ছিলেন। ৯

হায়! দেশ, কাল, চরু-পুরোডাশাদি পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য, মন্ত্র, প্রয়োগ, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, এবং যজ্ঞ জন্য অপূর্ব্ব—এ সকল যাঁহার স্বরূপ, সেই সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে 'ইনি মানুষ' এইরূপ মনুষ্যদৃষ্টিতে দেখিয়া সেই সকল দুর্বুদ্ধি দেহাভিমানী ব্রাহ্মণগণ আমরা মহৎ এই মনে করিয়া আদর করেন নাই। সেই ব্রাহ্মণগণ যখন হাঁ না কিছুই বলিলেন না, তখন গোপালগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাম এবং কৃষ্ণের নিকটে সকল বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণনা করিল। ১০-১২

বিবৃতি—রাম-কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ না হইলেও বুভুক্ষিত বলিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের পূর্ব্বে অন্ন পাইতে পারেন, কারণ, 'অন্নস্য ক্ষুধিতঃ পাত্রম্' এই অনুশাসন হইতে। ব্রাহ্মণগণ কোন উত্তর না দেওয়ায় গোপগণ পুনরায় বলিল, যদি আপনাদের তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তবে দান করুন, নতুবা আমরা ফিরিয়া যাই। আপনারা ধর্ম্মজ্ঞপ্রবর, সুতরাং আমরা আপনাদের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কি বলিব? আর্ত্তকে প্রদান না করা অধর্ম্ম, ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়। ৭

এই উক্তি দ্বারা স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। হি শব্দ দ্বারা ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নিশ্চিত হইয়াছে। পশুহিংসাত্মক যজ্ঞে পশুমারণের পূর্ব্বে ও সৌত্রামণী যাগে সর্ব্বদাই দীক্ষিতান্ন দুষ্ট, অন্যত্র দুষ্ট নহে। এইরূপ সময় অসময় জানিয়াই আমরা অন্ন প্রার্থনা করিতেছি, ইহাই ভাবার্থ। ৮

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া অন্ন ভিক্ষা করিলেও তাঁহারা তাহা শুনেন নাই। ভগবান্‌কে অনাদর করায় ক্রোধপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিতেছেন—তাহারা মূর্খ, কারণ, ক্ষুদ্র আশায় ক্লেশবহুল প্রচুর কর্ম্ম করে, অতএব অল্পবুদ্ধি অথচ বৃদ্ধাভিমানী। অথবা স্বল্পশ্রমে ভগবদ্‌ভক্তি দ্বারা মহার্থ সিদ্ধ হইত, তাহা না জানায় তাহারা মূর্খই। ৯

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ। ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥১৩॥
মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্। দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ॥১৪॥
গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্ ॥১৫॥
নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্ ॥১৬॥
গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ। বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ॥১৭॥
শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ। তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥১৮॥
চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ। অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ॥১৯॥
নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥২০॥

তাহা শুনিয়া ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ হাস্য করিয়া গোপগণকে লৌকিকী গতি (লোকে সচরাচর যাহা করে) প্রদর্শন করিতে করিতে বলিলেন। ১৩

হে বয়স্যগণ! তোমরা এবার গিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণকে বলদেব সহ আমি এখানে আসিয়াছি, এই কথা জানাও, তাহা হইলেই তাঁহারা তোমাদিগকে প্রচুর অন্ন দান করিবেন। কারণ, তাঁহারা আমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন ও আমাকে সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকেন। ১৪

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় গোপবালকগণ পত্নীশালায় গমন করিয়া ও দ্বিজ-পত্নীগণকে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে এই কথা বলিয়াছিল। ১৫

হে বিপ্রপত্নীগণ! আপনাদিগকে নমস্কার করি, আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন, এস্থানের অদূরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বিচরণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ১৬

তিনি গোপবালকগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বলদেবের সঙ্গে দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। অনুচরগণ সহ বুভুক্ষিত তাঁহাকে অন্ন প্রদান করুন। ১৭

হে রাজন্! বিপ্রপত্নীগণ কৃষ্ণকথায় আকৃষ্ট-চিত্তা ও নিত্যই কৃষ্ণদর্শনোৎসুকা ছিলেন, এক্ষণে তিনি নিকটে আসিয়াছেন এই কথা শুনিবামাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১৮

তৎক্ষণাৎ তাঁহারা বহু পাত্রে বহুগুণযুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া নদী সকল যেমন বেগে সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ শীঘ্র তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কারণ, দীর্ঘকাল হইতে কৃষ্ণকথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া উত্তমশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯-২০

বিবৃতি—ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রার্থনা কৌতুক মাত্র, সুতরাং সেই প্রার্থনা নিরাশে হাস্যই উচিত। ভগবান্ এই লীলা দ্বারা লোকসকলকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, ভগবানে অবজ্ঞায় বেদপাঠ ও যজ্ঞপরায়ণতা থাকিলেও উহা দুরভিমান ও দুঃখের নিমিত্ত হয়, মঙ্গলের জন্য হয় না। পরন্তু বেদপাঠ ও যজ্ঞাদিরহিত ও যদি ভক্ত হয়, তাহারা শ্রেষ্ঠ, যেমন বিপ্রপত্নীগণ। ১৩

আমি বলদেব সহ এখানে আসিয়াছি এইমাত্র জানাইবে, আমি বুভুক্ষিত, একথা বলিবে না এবং অন্নও প্রার্থনা করিবে না; তোমাদিগকে বুভুক্ষিত দর্শন করিয়াই অন্ন দান করিবেন। তাঁহাদের পতিগণ বারণ করিলেও দিবেন। যেহেতু, তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে মনে করেন ও আমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন। ১৪

যমুনোপবনেঽশোক-নবপল্লবমণ্ডিতে। বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২১॥

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥২২॥

প্রায়ঃশ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥২৩॥

তাস্তথা ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া। বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥২৪॥

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হিঃ বঃ ॥২৫॥

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ। অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥২৬॥

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম-দারাপত্যধনাদয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥২৭॥

সেই স্ত্রীগণ (সত্বর নিকটে উপনীত হইয়া) যমুনার উপবনে যেস্থান অশোকের নবপল্লবে মণ্ডিত, সেই স্থানে গোপবালকগণের সহিত সাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন। ২১

(তাহারা) শ্যামবর্ণ, পীতবসন, বনমালা, ময়ূর-পুচ্ছস্বর্ণাদিধাতু ও প্রবাল দ্বারা নটবদ্‌বেশধারী, এবং অনুগত পার্শ্বস্থ সখাবিশেষের স্কন্ধে বিন্যস্তহস্ত এবং দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল ভ্রমণকারী, কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা, এবং বদনকমলে হাস্যযুক্ত কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন) ২২

হে রাজন্! তাঁহারা প্রায়শঃ কৃষ্ণের উৎকর্ষ শ্রবণরূপ কর্ণাভরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন, এবং লোচনরন্ধ্র দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া ও দীর্ঘকাল সেই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া মনঃসন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যেমন যোগিগণ সুষুপ্তি সাক্ষি-প্রাজ্ঞ-(চৈতন্যকে) আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ ত্যাগ করেন। ২৩

আত্মদর্শনেচ্ছায় (শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনকামনায়) আগত, সর্ব্ব কামনারহিত সেই সকল ব্রাহ্মণপত্নীকে জানিতে পারিয়া সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ হরি হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদিগকে বলিলেন। ২৪

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমাদের শুভাগমন হউক। তোমরা বিশ্রাম কর, আমরা কি করিব, তাহা বল। তোমরা যে আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছ, ইহা তোমাদের যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। ২৫

হে ভাগ্যবতীগণ! যাঁহারা চতুর অতএব স্বার্থদর্শী, তাঁহারা প্রিয় আত্মা যে আমি, আমাতে সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধানরহিত অবিচ্ছিন্ন ভক্তি করিয়া থাকেন। ২৬

হে অবলাগণ! আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রিয়, ফলতঃ যাহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, দেহ, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, ধন ইত্যাদি প্রিয় হইয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা আর কে প্রিয় হইতে পারে? ২৭

বিবৃতি—যোগিগণ সমাধিযোগে চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন মনঃসন্তাপ দূর করেন, সেইরূপ যজ্ঞপত্নীগণ পূর্ব্বে হইতে কৃষ্ণের উৎকর্ষ শ্রবণে তাঁহাতে আকৃষ্ট ছিলেন, ইক্ষণে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া দীর্ঘকালের অদর্শনজনিত মনস্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। ২৩

আমি পরমাত্মা, নিরন্তর তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং সর্ব্বপ্রত্যক্ষ সঙ্গের জন্য আগ্রহ করা উচিত নহে। যাহারা স্বার্থসাধক, লোকে তাহাদিগকে চতুর বলে। ইহা এই শ্লোকের ভাবার্থ।

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ। স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ ॥২৮॥

শ্রীপত্ন্য উচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদামপদাবসৃষ্টং কেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্ ॥২৯॥
গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি ॥৩০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ। লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥৩১॥

হে সাধ্বীগণ! সেই হেতু তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ, এই জন্য এক্ষণে যজ্ঞস্থানে গমন কর। তোমাদের পতি ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগকে পাইয়াই গৃহস্থ, (সুতরাং তোমরা তথায় গমন করিলেই) নিজানুষ্ঠিত যজ্ঞ সমাপন করিতে পারিবেন। ২৮

বিপ্রপত্নীগণ বলিলেন, হে বিভো! এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা আপনার উচিত হয় না, আপনার প্রতিজ্ঞা (আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না অথবা সে কখনও পুনরাবর্ত্তিত হয় না), এই শাস্ত্র-বাক্য সত্য করুন। আমরা, সকল বন্ধু-বান্ধবকে বিসর্জ্জন দিয়া—অবজ্ঞাতেও যদি আপনার পাদাবসৃষ্ট তুলসীপত্র দেন, তবে তাহা বহুমানপুরঃসর মস্তকে বহন করিবার নিমিত্ত আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। ২৯

হে অরিন্দম! (কাম-ক্রোধাদি রিপুদমন-কারিন্!) (এক্ষণে আমরা তথায় গমন করিলেও) আমাদের পতিগণ অথবা পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-পুত্র অথবা ভ্রাতৃ, বন্ধু, সুহৃদ্‌গণ আমাদিগকে গ্রহণ করিবে না, সুতরাং অন্যের ত কথাই নাই, আপনার চরণাগ্রে পতিত আমাদের অন্য গতি নাই, অতএব দাস্যই বিধান করুন। ৩০

ভগবান্ বলিলেন, তোমাদের পতিগণ অথবা পিতৃ-ভ্রাতৃ-পুত্রাদি অন্য লোক সকল আমার অনুজ্ঞায় তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না, দেবতারাও ইহা অনুমোদন করিতেছেন। ৩১

বিবৃতি—তোমাদিগকে লইয়াই তোমাদের পতিগণ গৃহস্থ, সুতরাং তোমরা তথায় না থাকিলে তাঁহাদের গার্হস্থ্য থাকে না এবং যজ্ঞেরও অধিকার থাকে না, সুতরাং তোমরা তথায় গমন কর, ব্রাহ্মণগণ আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত করুন। ২৮

আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সুতরাং অন্যে বলিলেও আপনার এই নিষ্ঠুর কথা বলা উচিত হয় না, এবং এইরূপ বলিলে যে কেবল নিষ্ঠুর কথা বলা হইল, তাহা নহে, মিথ্যাও বলা হইল, কারণ, আমরা আসিবামাত্র আপনি বলিয়াছেন, আমি তোমাদের কি করিব, সুতরাং এক্ষণে যাইতে বলা শোভা পায় না; নিজ বাক্য সত্য করুন। আত্মীয়-স্বজন ত ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছি, সুতরাং তাহাদের কি অপেক্ষা আছে, আপনার পায়ের একটি তুলসীও বহুমানে মস্তকে ধারণ করিবার আশায় আমরা আপনার পাদমূলে আসিয়াছি। ২৯

আমার অনুজ্ঞাপ্রভাবেই সকলে পূর্ব্ববৎ তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন গৃহের বাহিরে আসায় দোষারোপ করিবেন না। অথবা আমার সঙ্গে মিলিত হইয়াছ বলিয়া তোমাদের দোষারোপ করিবেন না; কারণ, তাঁহারাও আমি যে ঈশ্বর ইহা জানিতে পারিবেন। তাঁহারা যজ্ঞে যে সব দেবতাদের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা অনুমোদন করিতেছেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন। ৩১

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ। তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥৩২॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥৩৩
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্তা মুনিপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ। তে চানসূয়বঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥৩৪॥
তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্। হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্ ॥৩৫॥
ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্। চতুর্ব্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ ॥৩৬॥
এবং লীলানরবপুর্ন্লোকমনুশীলয়ন্। রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ ॥৩৭॥
অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ। যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥৩৮॥

হে অবলাগণ! কেবল অঙ্গসঙ্গ মানবগণের সুখের অথবা অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ নহে, আমাতে মনোনিবেশ করিতে থাক, অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩২

দেখ, শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান অথবা অনুকীর্ত্তনে আমাতে যেরূপ ভাব জন্মে, নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না। অতএব বলি, তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও। ৩৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণপত্নীগণ এইরূপ কথিত হইয়া যজ্ঞস্থলে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণও দোষদৃষ্টি না করিয়া সেই পত্নীগণের সহিত যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিলেন। ৩৪

সেই যজ্ঞস্থলে পতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা একটি অবলা, শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ রূপ শুনিয়াছিলেন, সে রূপ হৃদয়ে ধ্যানযোগে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ৩৫

(যজ্ঞপত্নীগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর) ভগবান্ গোবিন্দও তাঁহাদের আনীত সেই চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা সকল গোপালদিগকে ভোজন করাইলেন এবং আপনি তাহা ভোজন করিলেন। ৩৬

হে রাজন্! এই প্রকার লীলার্থ নরদেহধারী ভগবান্ হরি, মানবগণের অনুকরণ করতঃ সৌন্দর্য্য, মধুর বাক্য ও চরিত্র দ্বারা গো, গোপ ও গোপীদিগকে ক্রীড়া করাইবার নিমিত্ত নিজে ক্রীড়া করিতেন। ৩৭

অনন্তর (পত্নীগণ কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর) সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। (অনুস্মরণ প্রকার এইরূপ) বিশ্বের ঈশ্বর সেই নরদেহধারী রাম-কৃষ্ণের অন্ন প্রার্থনা স্মরণ করিয়া তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৮

বিবৃতি—তোমাদের ব্রাহ্মণী-জন্মে আমার অঙ্গসঙ্গ সুখের হইবে না, ইহা লোকবিদ্বিষ্ট, সুতরাং উহা না করিয়া আমাতে মনোনিবেশ কর, অচিরে দেহান্তে আমাকে পাইবে। এই স্থানে ইহা বুঝিতে হইবে, ভগবানের ভক্ত দ্বিবিধ, তটস্থ ও লীলান্তঃপাতী, লীলান্তঃপাতীও দ্বিবিধ—পরমৈশ্বর্য্যাবলম্বী ও নরলীলান্তঃপাতী ব্রাহ্মণাদি। নরলীলায় স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, সুতরাং তৎসঙ্গেচ্ছুকা ব্রাহ্মণীগণকে উপেক্ষা করাই উচিত হইয়াছে। ৩২

যে রমণী সকলের পশ্চাতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার স্বামী বলপূর্ব্বক গৃহে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন সেই অবলা কৃষ্ণের যেরূপ রূপের কথা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন সে রূপ ধ্যান করিয়া হৃদয়ে প্রতিফলিত ভগবদ্রূপকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে যাহার জন্মাদি হয় তাদৃশ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পতিসম্বন্ধি দেহ পতিকে দান করিয়া প্রেমসিদ্ধ দেহে ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্', এবং 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যাদি। ৩৫

গোপবালকগণের অপেক্ষায় অন্ন অল্প থাকিলেও তাহার পূর্ত্তির কারণ ভগবান্‌ই। নিজে তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিয়াছিলেন। ৩৬

শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিমতী ও কৃষ্ণানুগৃহীতা পত্নীগণের সঙ্গলাভে ব্রাহ্মণগণের দুরভিমান অপনোদিত হইয়াছিল, সে জন্যই অন্ন প্রদান না করার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কৃত অপরাধের কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এই অনুতাপ হইলে লোকের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ৩৮

দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্। আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥৩৯॥
ধিগ্‌জন্মনস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্। ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥৪০॥
নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী। যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥৪১॥
অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ। দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৪২॥
নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৪৩॥
অথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥৪৪॥
নন্বু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া। অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥৪৫॥
অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ। ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্ ॥৪৬॥

স্ত্রীগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকাতীত ভক্তি ও নিজেদের ভক্তিহীনতা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন ও নিজেদের নিন্দা করিয়াছিলেন। ৩৯

(তাঁহারা বলিলেন) আমাদের শুক্র, সাবিত্রী এবং দীক্ষা এই তিন প্রকারে যে জন্ম হইয়াছে, সেই ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যে ধিক্, বহুজ্ঞতায় ধিক্, কুলেও ধিক্, কারণ, আমরা অধোক্ষজে বিমুখ। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভাগবতী মায়া যোগিগণের মোহ জন্মায়। যে হেতু, আমরা ব্রাহ্মণ—সকল বর্ণের গুরু, আমরা নিজের বিষয়ে মুগ্ধ হইলাম। ৪০-৪১

অহো, নারীদিগেরও জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণে দুরন্তভাব (ভক্তি) দেখ, যে ভক্তিভাব গৃহরূপ মৃত্যুপাশকে ছেদন করে। ৪২

কি আশ্চর্য্য, ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মচর্য্যার্থ গুরুকুলে বাসও করে নাই, ইহাদের তপস্যা অথবা আত্মবিচার কিম্বা শৌচাচার অথবা সান্ধ্যোপাসনাদি শুভ ক্রিয়াও কিছুই নাই, তথাপি যোগেশ্বরেশ্বর উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের দৃঢ়ভক্তি হইয়াছে, দ্বিজাত্যুচিত সংস্কার-বিশিষ্ট হইলেও আমাদের সে দৃঢ়ভক্তি নাই। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, গৃহব্যাপারে প্রমত্ত হইয়া আমরা স্বার্থবিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছি, কিন্তু সজ্জনের গতিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবাক্য দ্বারা স্মরণ করাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে যিনি পূর্ণ কাম, মুক্তি প্রভৃতি কাম্য বিষয়ের দাতা এবং সর্ব্বকল্যাণ পতি পরমেশ্বর, তাঁহার আমাদের নিকট কি প্রার্থিতব্য থাকিতে পারে, ইহা সেই পরমেশ্বরের বিড়ম্বনা মাত্র। ৪৩-৪৬

বিবৃতি - ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র অনুতপ্ত হন নাই, পরন্তু অনুতপ্ত হইয়া নিজ নিজ দুরভিমান ত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিন্দা করিয়াছিলেন। ৩৯

যাহারা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ, তাহাদের ত্রিবিধ জন্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বহুজ্ঞতা, কুল সকলেই ধিক্, কারণ, এ সকলই ভগবান্‌কে পাইবার জন্য শ্রেষ্ঠ হয়, তাঁহাকে পাইবার প্রতিবন্ধক হইলে তাহাতে ধিক্। ৪০—৪১

নারীগণের পতি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে ভাব হওয়া অনুচিত হইলেও কৃষ্ণ জগদ্‌গুরু, সুতরাং তাঁহাতে ভাব হওয়া স্বাভাবিক ও উচিত। ৪২

দ্বিজাতি-সংস্কারাদি ভক্তির প্রতি কারণ নহে, পরন্তু সৎসঙ্গাদি যে কারণ, তাহা ইহারা স্থির করিতে পারে নাই, ইহাই শুকদেবের অভিপ্রায়। সজ্জনের অথবা ভক্তের অবলম্বন ভগবান্ করুণা করিয়া গোপবাক্য দ্বারা স্মরণ করাইলেও গৃহপ্রমত্ত সুতরাং স্বার্থে মূঢ় আমরা তাহা শুনিয়াও শুনি নাই। যিনি পূর্ণকাম, মুক্তিদাতা, সকল মঙ্গলের পতি—তিনি আমাদের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিবেন কেন? ইহা আমাদিগকে স্মরণ করান ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। ৪৩—৪৬

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ। আত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যাচ্ঞা জনমোহিনী ॥৪৭॥
দেশঃ কালঃ পৃথগ্দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ। দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥৪৮॥
স এষ ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥৪৯॥
অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ ॥৫০॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥৫১॥
স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥৫২॥

(ভগবান্ স্মরণ করাইলেও তাঁহারা কেন স্মরণ করিলেন না, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার পাদস্পর্শের আশায় অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও নিজের চাঞ্চল্যাদি দোষ পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহার যাচ্ঞা নিঃসংশয় লোক-মোহিনী। ৪৭

দেশ, কাল, দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, যজমান, যজ্ঞ, এবং ধর্ম্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর বিষ্ণু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিতেছি; তথাপি আমরা মূঢ় যে, তাঁহাকে জানিতে পারি নাই। ৪৮-৪৯

আমরা ধন্যতম, যেহেতু আমাদের তাদৃশ স্ত্রীগণ, যাহাদের ভক্তি দ্বারা আমাদের হরিতে অচলা ভক্তি হইয়াছে। ৫০

যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কর্ম্মমার্গে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি (অর্থাৎ জলের আবর্ত্তমধ্যে পতিত ব্যক্তি যেমন তাহা হইতে নির্গত পারে না এবং নিরন্তর জলের গতি অনুসারে ভ্রমণ করে, আমরাও সেইরূপ ভ্রমণ করিতেছি), সেই অলুপ্ত-বিজ্ঞান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি। ৫১

সেই আদিপুরুষ, তাঁহার মায়ায় মোহিতচিত্ত, এবং তজ্জন্য তাঁহার অনুভাব জানিতে অক্ষম আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। ৫২

বিবৃতি—ক্ষীরোদমথনে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইলে তাঁহার যখন স্বয়ম্বর হইয়াছিল, তখন তিনি অন্য সকল দেব-দানবকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুকে বরণ করেন, সেই কথাই এস্থানে 'হিত্বান্যান্' দ্বারা বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীকে পাইবার জন্য সকলে কত কঠোর তপস্যা করে, সেই লক্ষ্মী যাঁহাকে পাইবার জন্য নিরন্তর আরাধনা করেন, তিনি যদি কিছুর জন্য কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন, তবে বুঝিতে হইবে, উহা লোক সকলকে ভুলাইবার জন্য, ইহা ব্যতীত ঐ প্রার্থনার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। জনমোহন এইরূপ যে, ইনি ঈশ্বর নহেন। ৪৭

পরম দীনতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, যেহেতুক আমরা তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ এবং সেই জন্যই তাঁহার অনুভাব জানিতে পারি নাই, সুতরাং আমরা ক্ষমার যোগ্য। যদিও আমাদের অপরাধ হইয়াছে, তথাপি তিনি আদিপুরুষ সহস্রশীর্ষ ইত্যাদিরূপ, তাঁহার মুখোৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগের অপরাধ, পিতা যেমন অপরাধ ক্ষমা করেন সেইরূপ করা উচিত। অথবা তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমরা নিকৃষ্ট, সুতরাং অপরাধ ক্ষমা করা উচিত; অথবা তিনি পুরুষোত্তম জীববৎসল ব্রহ্মণ্যদেব, নিজ স্বাভাবিক মাহাত্ম্য নিবন্ধনই তাঁহার ক্ষমা করা উচিত। ৫১

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
যজ্ঞপত্ন্যুদ্ধরণং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্! সেই সকল ব্রাহ্মণগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলন জন্য আপনাদের অপরাধ স্মরণ করিয়া যদিও কৃষ্ণকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তথাপি কংসভয়ে ভীত হওয়ায় কিছুতেই তথায় যাইতে পারিলেন না। ৫৩

বিবৃতি—নিজেদের অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেও কংসভয়ে তাহা পারেন নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন না হওয়ায় নিজানিষ্ট শঙ্কা প্রবল হইয়াছিল, সেই জন্যই বিপ্রেরা কৃষ্ণের নিকট গমন করেন নাই। পতি কর্ত্তৃক বধ, ত্যাগ প্রভৃতি ভয় ব্রাহ্মণীগণের কৃষ্ণদর্শনে প্রতিবন্ধক হয় নাই, কিন্তু মনঃকল্পিত কংস আমাদের জীবিকা বন্ধ করিবে এই ভয়াভাস ব্রাহ্মণগণের কৃষ্ণদর্শনে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। সুতরাং এইরূপ হওয়ার প্রতি ভগবন্মায়াই কারণ। ৫৩

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ। অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ ॥১॥

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ। প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্বৃদ্ধান্ নন্দপুরোগমান্ ॥২॥

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।

কিং ফলং কস্য চোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ।

এতদ্ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ ॥৩॥

ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ। অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ ॥৪॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত সেই বৃন্দাবনে অবস্থান কালে গোপদিগকে ইন্দ্রযাগের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে দেখিয়াছিলেন। ১

ভগবান্ সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বদর্শী, তিনি যদিও স্বয়ং ঐ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত ছিলেন, তথাপি বিনয়াবনত হইয়া নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২

হে পিতঃ! আপনাদের এ কি সম্ভ্রম (ব্যগ্রতা) উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলুন। ইহার ফল কি? কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে ইহা সাধিত হয়? এই কার্য্যের অধিকারী কে? কি সাধন দ্বারাই বা করিতে হয়? হে পিতঃ! এ বিষয়ে আপনার সুমহৎ-কামনা দেখিতেছি, আমি উহা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত আপনি বলুন। ৩

(তথাপি পিতাকে তূষ্ণীভূত দেখিয়া পুনরায় বলিলেন) হে পিতঃ! যাঁহারা সর্ব্বত্র আত্মদর্শী এবং যাঁহাদের ইনি আত্মীয় এবং পরে এইরূপ ভেদদৃষ্টি নাই, সুতরাং ভেদজ্ঞান না থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদের মিত্র উদাসীন ও শত্রু নাই, সেই সকল পুরুষের কোন কর্ম্মই গোপনীয় নাই। ৪

বিবৃতি—ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াগর্ব্ব ভঙ্গের পর ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করিবার জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ এই অধ্যায়ে বর্ণন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ কংসভীত হইয়া স্বীয় আশ্রমে থাকিয়াই ভগবানের ভজনা করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ও বৃন্দাবনে থাকিয়াই ইন্দ্রযাগোদ্যত গোপগণকে দেখিয়াছিলেন। বস্ত্রহরণ-লীলা হেমন্ত ঋতুর অন্তে হয়, সেই সময়ে অঙ্গীকৃত গোপকন্যাদের সহিত মিলন তৎপর বর্ষে শরৎরাত্রিতে হইয়াছিল, সেই মিলন শরৎ পূর্ণিমায় হইয়াছিল; সে পূর্ণিমা আশ্বিনী। কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদে গোবর্দ্ধনপূজা হইয়াছিল, এবং রাসলীলায় ব্রজাঙ্গনাগণ গোবর্দ্ধন যাগের অনুকরণ করিয়াছেন, ইহার পর বরুণলোকে গমন, সুতরাং পূর্ব্ব শরৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ গোবর্দ্ধনপূজা, বরুণলোকে গমন, বস্ত্রহরণ, অন্নভিক্ষা, রাসলীলা হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। গোবর্দ্ধনলীলা কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদেই হয় এবং মধ্যদেশের আচারও সেই রূপ, পদ্মপুরাণেও দীপান্বিতা অমাবস্যা কৃত্যান্তে, 'প্রাতর্গোবর্দ্ধনঃ পূজ্যো রাত্রৌ দ্যূতং প্রবর্ত্ততে' মধ্যদেশেও সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের ন্যায় সেই সময়ে বর্ষাবাহুল্য দেখা যায়। ১

অন্য সকলে ইহা জানেন কেবল আমিই জানি না, সুতরাং আমার নিকটেই বলুন, এইরূপ বলা কেবল পিতার সন্তোষ-সাধনার্থ, এবং আবশ্যক বিষয়টিও শুনিবার নিমিত্ত। সম্ভ্রম শব্দে ত্বরা বা ব্যগ্রতা বুঝাইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা সম্যক্ ভ্রম ইহাও শ্লেষে বলা হইয়াছে, কথ্যতাং ব্রূহি এই পুনরুক্তি নিজের শুশ্রূষাতিশয়বোধনার্থ, পুত্রের ইচ্ছা পূরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা ভাবার্থ। ৩

নন্দ গর্গবাক্য স্মরণ করিয়া ইনি নারায়ণতুল্য, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনাও জানেন, তথাপি যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে কেবল ইন্দ্রের প্রতি অনাদর প্রযুক্ত ইহা মনে করিয়া নির্ব্বাক্ ছিলেন। কৃষ্ণ-কথিত সাধুর লক্ষণ নন্দেতে আছে, সুতরাং গোপন করা উচিত নহে। ৪

উদাসীনোঽরিবদ্বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে ॥৫॥
জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি। বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ তথা নাবিদুষো ভবেৎ ॥৬॥
তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ। অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্ ॥৭॥
শ্রীনন্দ উবাচ।
পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ। তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥৮॥
তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্। দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ ॥৯॥
তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে। পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥১০॥
য এবং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ। কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥১১॥
শ্রীশুক উবাচ।
বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্। ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥১২॥

আর যদিও ভেদজ্ঞান থাকে, তথাচ উদাসীন ব্যক্তিই শত্রুর ন্যায় পরিত্যক্ত হয়, সুহৃজ্জন আত্মতুল্য, তাহাকে মন্ত্রণাবিষয়ে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ৫

(সুহৃদ্‌গণের সহিত বিবেচনা করিয়া ও জানিয়া শুনিয়াই কর্ম্ম করা উচিত এই কথা বলিতেছেন,) সাধারণ লোকে জানিয়া ও না জানিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু জানিয়া যাহারা কর্ম্ম করে, তাহাদের যেরূপ কর্ম্ম সিদ্ধি হয়, না জানিয়া যাহারা করে, তাহাদের সেরূপ হয় না। ৬

আপনাদের এই যে ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, এ বিষয়ে কি কি বিচার করিয়াছেন? ইহা কি শাস্ত্রতঃ প্রবৃত্ত অথবা লৌকিক? হে পিতঃ! এ বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসু, আমার নিকট যুক্তির সহিত উত্তর বলুন। ৭

নন্দ বলিলেন, হে তাত! ভগবান্ ইন্দ্র পর্জ্জন্যরূপী, মেঘসকল তাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি, সেই সকল মেঘ প্রাণিগণের প্রীতিজনক এবং জীবনকারণ বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। ৮

হে তাত! আমরা ও অন্য মানবগণ মেঘ সকলের পতি ঈশ্বর ইন্দ্রকে তাঁহারই বর্ষণবারি দ্বারা সুসিদ্ধ দ্রব্যসমূহে যজ্ঞ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকি। ৯

মানবগণ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ ফলসিদ্ধির জন্য সেই যজ্ঞাবশিষ্ট দ্বারা জীবিকা কল্পনা করিয়া থাকেন, মানবগণের সমস্ত উদ্যমের ফলসম্পাদক পর্জ্জন্য। ১০

হে তাত! এই ইন্দ্রার্চ্চন ধর্ম্ম পারম্পর্য্যাগত, আচারপ্রাপ্ত যে মানব, কাম অথবা দ্বেষ কিম্বা ভয় অথবা লোভ প্রযুক্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার কখনই কল্যাণ হয় না। ১১

শুকদেব বলিলেন, নন্দ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মাইবার নিমিত্ত পিতাকে বলিলেন। ১২

বিবৃতি—যাহাদের দ্বারা মন্ত্র ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহারাই মন্ত্রণাকালে পরিত্যাজ্য; আমি সুহৃদ্‌গণ মধ্যে পরমান্তরঙ্গ পুত্র, সুতরাং আমি কোনরূপেই বর্জ্জনীয় নহি।৫

পর্জ্জন্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীবিকা জীবিকা ধর্ম্ম—ধর্ম্ম হইতে উত্তম হয়. যেহেতুক পর্জ্জন্যই ত্রিবর্গের মূলহেতু; অতএব পর্জ্জন্যের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়। ১০

ইন্দ্রের কোপ জন্মাইয়া তাঁহাকে গর্ব্বরূপ পর্ব্বত হইতে অবতারণ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ পিতাকে বলিলেন। দেবতাকে না মানা অভিপ্রায় নহে। ১২

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥১৩॥

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥১৪॥

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্। অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥১৫॥

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥১৬॥

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা। শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥১৭॥

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ। অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥১৮॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, জীবমাত্র কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্ম দ্বারাই বিষয় প্রাপ্ত হয় এবং সুখ, দুঃখ, ভয়, অভয় কর্ম্ম দ্বারাই লাভ হয়। ১৩

নিজে কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্য জীবের কর্ম্মফল-দাতা কোন ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলেও তিনি কর্ম্মফল দান দ্বারা কর্ত্তারই ভজনা করেন, কেন না, যে ব্যক্তি কর্ম্ম করেন, তাঁহার তিনি প্রভু নহেন, অর্থাৎ তাঁহাকে কোন ফল দিতে সমর্থ হয়েন না। ১৪

প্রাণিমাত্রই প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তাহাদের—যিনি মানবগণের স্বভাব-বিহিত কর্ম্মের অন্যথা করিতে পারেন না, তাদৃশ ইন্দ্র দ্বারা কি প্রয়োজন? ১৫

ফলতঃ প্রাণিমাত্রই স্বভাবপরতন্ত্র, সকলে স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। অতএব সুর অসুর মানব সহ সমস্ত জগৎ স্বভাবেই অবস্থিত। ১৬

জীবসকল কর্ম্ম দ্বারা উচ্চ নীচ নানাবিধ দেহ প্রাপ্ত হয় ও পরিত্যাগ করে, কর্ম্ম দ্বারাই শত্রু, মিত্র, কিম্বা উদাসীন হয়, অতএব কর্ম্মই সকলের গুরু, কর্ম্মই ঈশ্বর, অর্থাৎ কর্ম্মই সকলের কারণ, (এ জন্য কর্ম্মই পূজ্য)। ১৭

সুতরাং স্বভাবস্থ (সংস্কার হইতেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় এইরূপ দৃষ্টি লইয়া অথবা কোন দোষে ব্রাহ্মণাদির অযোগ্য ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেও যত্ন করিয়া স্বভাবস্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিভাবস্থ হইয়া) স্বীয় কর্ম্মকারী পুরুষ, কর্ম্মেরই পূজা করিবেন। লোক যাহা দ্বারা সুখে জীবিকা অর্জ্জন করে, সেই তাহার দেবতা। ১৮

বিবৃতি—যদিও ভগবানের ইন্দ্রগর্ব্ব চূর্ণ করা অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু মানবলীলা পালনের জন্য সেই বিষয় কিছু না বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ কর্ম্মবাদ আশ্রয় করিয়া পিতার উক্তি খণ্ডন করিতেছেন। কর্ম্ম-শব্দের পুনঃপুনঃ উক্তি—কর্ম্মই একমাত্র হেতু ইহা জানাইবার জন্য, এবং শব্দদ্বয় উহার দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য। ১৩

মীমাংসকগণ ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা কেবল কর্ম্মই ফল দান করে এই কথা বলেন; কিন্তু যাঁহারা এই ঈশ্বর না-মানা রূপ অতি সাহসে ভীত হইয়া কর্ম্মপরতন্ত্র ঈশ্বর মানেন, সেই মত উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিতেছেন, অস্তিচেদিত্যাদি। ১৪॥

কর্ম্ম হইতেই ফলসিদ্ধি হয়। সেই কর্ম্ম-পরতন্ত্র ঈশ্বর, সুতরাং ছাগলের গলদেশস্থ স্তনের ন্যায়; সুতরাং তাদৃশ দেবতার দ্বারা কোন কার্য্যই নাই। এই কথাই কিমিন্দ্রেণ ইত্যাদি দ্বারা বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়, লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্তর্য্যামী দ্বারা হয়, তবে দেবতার নিষ্প্রয়োজনতা কিরূপে হয়? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছেন, স্বভাববিহিত ইত্যাদি প্রাক্তন সংস্কারবিহিত কর্ম্মের অন্যথা করিতে যিনি অশক্ত, সেই ইন্দ্রে কি প্রয়োজন? ইহা দ্বারা এই বুঝায় যে, প্রাক্তন সংস্কার দ্বারা কর্ত্তব্যরূপে উপস্থাপিত যে কর্ম্ম, তাহাই করিতে অন্তর্য্যামী জীবকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ১৫

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি। ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্য্যসতী যথা ॥১৯॥
বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ। বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥২০॥
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তূর্য্যমুচ্যতে। বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥২১॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ। রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥২২॥
রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ। প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥২৩॥
ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্। বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥২৪॥
তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ। য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥২৫॥
পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ। সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্ ॥২৬॥

যে ব্যক্তি একটি পদার্থকে জীবনোপায় করিয়া তদ্ভিন্ন পদার্থের সেবা করে, সে তাহা হইতে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না, যেমন অসতী নারী পতির নিকট উপজীবিকা লাভ করে অথচ উপপতির সেবা করে, সে কখনই মঙ্গল প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ। ১৯

(যাহার যে জিনিষ উপজীবিকা, সেই তাহার দেবতা এই কথা বলিবার জন্য দৃষ্টান্তরূপে অন্যের কথা বলিতেছেন।)

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী পালন দ্বারা, বৈশ্যজাতি কৃষি বাণিজ্য দ্বারা এবং শূদ্রজাতি শুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ২০

তন্মধ্যে বৈশ্যদিগের বৃত্তি চতুর্ব্বিধ, উহার নাম বার্ত্তা, কৃষি-বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুশীদ (বৃদ্ধি জীবিকা)। আমরা সর্ব্বদাই গোবৃত্তি, অর্থাৎ গো রক্ষাই আমাদের বৃত্তি, (কখনও আপৎকালেও আমরা কৃষ্যাদি করি না, সুতরাং গো-জাতি আমাদের দেবতা ও পূজ্য)। ২১

হে পিতঃ! সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, রজোগুণের দ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হয়, তদনন্তর পরস্পর হইতে অন্যান্য বিবিধ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ রজোগুণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘসকল সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, প্রজাগণ সেই মেঘ দ্বারাই জীবিত হয়, ইন্দ্র কি করিবেন? ২২-২৩

হে তাত! আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে প্রতিনিয়ত বাস করি, পত্তন (পল্লী), জনপদ, গ্রাম ও গৃহ আমাদের নাই। ২৪

অতএব গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্রযজ্ঞার্থ যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হউক। ২৫

পায়সাদি মুদ্গ সূপ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও গোধূমাদি-বিকার, পিষ্টক এবং শষ্কুলী প্রস্তুত হউক, আর সকল ব্রজবাসীর দোহ অর্থাৎ দোহোত্থ দুগ্ধাদি গ্রহণ করুন। ২৬

বিবৃতি—যোগক্ষেমের জন্যও দেবতার অপেক্ষা নাই, এই কথা বলা হইতেছে। আমাদের অরণ্য ও পর্ব্বতই যোগ-ক্ষেমকর। ইহা দ্বারা সেই সময়ে গোবর্দ্ধন-সমীপে নিজ বাস সূচিত হইয়াছে। ২৪

আজীব্যমধ্যে গো-প্রাধান্য ও উহা গোপগণের সম্পদ্ বলিয়া তাহার পূর্ব্বে উক্তি; ব্রাহ্মণ সকলের আজীব্য বলিয়া সাধারণ, এই জন্য তাহার পশ্চাদুক্তি। মনু বলিয়াছেন, "উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রাহ্মণশ্চৈবাবধারণাৎ। সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভু"রিতি বনের কথার উল্লেখ না করার কারণ তাহাদের দেবতাত্ব প্রসিদ্ধি নাই, এবং পর্ব্বতই প্রধান বলিয়া, বৃন্দাবনে নন্দীশ্বর, অষ্টকূট, বরসাণু, ধবলগিরি, সৌগন্ধিকাদি বহু পর্ব্বত থাকিলেও গোবর্দ্ধনই মাত্র পর্ব্বত, এবং সেই কুলাচল, এবং সে ব্রজের সম্মুখে বিদ্যমান বলিয়া তাহার নাম নির্দ্দেশ। ২৫

হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ। অন্নং বহুবিধং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ ॥২৭॥
অন্যেভ্যশ্চ শ্বচাণ্ডাল-পতিতেভ্যো যথার্হতঃ। যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥২৮॥
স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ। প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ॥২৯॥
এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে। অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ ॥৩০॥

শ্রীশুক উবাচ।

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পং জিঘাংসতা। প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্নন্ত তদ্বচঃ ॥৩১॥
তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যথাহ মধুসূদনঃ। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥৩২॥
উপহৃত্য বলীন্ সর্ব্বানাদৃতা যবসং গবাম্। গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥৩৩॥
অনাংস্যনডুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ। গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥৩৪॥
কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ। শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ ॥৩৫॥

ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ প্রকারে অগ্নিতে হোম করুন, আপনারা তাঁহাদিগকে বহুগুণান্বিত অন্ন এবং ধেনুসহিত দক্ষিণা প্রদান করুন। ২৭

কুক্কুর, চণ্ডাল এবং পতিত প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও যথাযোগ্য অন্নাদি দান করুন এবং গোসকলকে তৃণ ঘাস দিয়া পর্ব্বতকে পূজোপহার প্রদান করুন। ২৮

উত্তমরূপে আহার করিয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও অনুলিপ্ত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, অনল ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন। ২৯

হে তাত! ইহা আমার মত, যদি ইচ্ছা হয় তবে এইরূপ করুন। এই প্রকার যজ্ঞ গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের প্রিয় এবং আমারও প্রিয়। ৩০

শুকদেব বলিলেন, কালের ও আত্মরূপী, অথবা শ্যামসুন্দর, অথবা জগচ্চিত্তাকর্ষক ভগবান্ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের দর্প নষ্ট করিবার ইচ্ছায় কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ সর্ব্বতোভাবে তদীয় বচন গ্রহণ করিলেন। আর মধুসূদন যে প্রকারে যাহা যাহা বলিলেন, সেইরূপ তাঁহারা করিয়াছিলেন। স্বস্তিবাচন করাইয়া ইন্দ্র-যজ্ঞার্থ আহৃত দ্রব্য দ্বারা ভূধর ও ভূদেবদিগের যথাযোগ্য বলি প্রদান করিলেন এবং সাদরে গাভীদিগকে তৃণ দিলেন; পরে গোধন সকলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ৩১—৩৩

উত্তমরূপে অলঙ্কৃত গোপগণও দ্বিজাশীর্ব্বাদ এবং কৃষ্ণবীর্য্যগাথা-গানকারিণী গোপীগণ অথবা সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণ ও কৃষ্ণবীর্য্যগাথা-(গোবর্দ্ধন যজ্ঞান্ত পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র) গানকারিণী গোপীগণ, প্রকৃষ্ট বৃষ-যুক্ত বহুতর শকটে আরোহণ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরি প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। ৩৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাসজনক, অন্য প্রকার রূপ ও বৃহৎ শরীর গ্রহণ করিয়া 'আমিই শৈল' এই কথা বলিতে বলিতে প্রচুরতর পূজোপহার ভক্ষণ করিলেন। ৩৫

বিবৃতি—ইহা হিতজনক বলিয়া এবং আমার হিতকর কার্য্য যখন আপনার কর্ত্তব্য ইহা অনুভব করিতেছি, সেইজন্য আপনাকে এই কার্য্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। কেবল এই কার্য্যের যৌক্তিকতা নিশ্চয় করিয়াই আমি এরূপ বলি নাই, ইতি ভাবার্থ। ৩০

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেত্মনাত্মনে। অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপীনোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ ॥৩৬॥
এষোঽবজানতো মর্ত্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ। হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্ম্মণে আত্মনো গবাম্ ॥৩৭॥
ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রণোদিতাঃ। যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

তদনন্তর ব্রজবাসিগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে নমস্কার করিলেন, এবং বলিলেন, অহো! কি আশ্চর্য্য, দেখ, এই মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিতেছেন। ৩৬

কামরূপী (ইচ্ছানুরূপ সর্পাদিমূর্ত্তিধারী) এই পর্ব্বত, অবজ্ঞাকারী বনবাসী মানবগণকে হত্যা করিয়া থাকে। নিজেদের ও গোসকলের মঙ্গলের জন্য ইহাকে নমস্কার করি। ৩৭

হে রাজন্! সেই সকল গোপগণ বাসুদেবের মন্ত্রণায় উক্ত প্রকারে পর্ব্বত, গো এবং বিপ্রগণের যজ্ঞ যথাবৎ অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত পুনরায় ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৩৮

বিবৃতি--বনৌকসঃ এই পদটি সম্বোধন, অথবা মর্ত্ত্যান্ এই পদের বিশেষণ, দ্বিতীয় পক্ষে যাহাদের গৃহাদি আবরণ নাই এবং যাহার মরণ ধর্ম্ম, তাহাদিগকে হত্যা করা সহজ এই অভিপ্রায়ে ঐ পদ। পিত্রাদি গুরুজন দ্বারা নমস্কার গ্রহণ মূর্ত্ত্যন্তরে পুত্রত্বাভাবনিবন্ধন দোষাবহ নহে। তাঁহারা নারায়ণাদিকে নমস্কার যেমন করিতেন সেইরূপ। ৩৭

গোবর্দ্ধনের ঈশানকোণস্থ রাধাকুণ্ড একক্রোশের অধিক দূরস্থিত ব্রজে তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে দেবতার প্রাধান্য নিরাকরণ পূর্ব্বক কর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। সংস্কারবশে কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়, সংস্কারও কর্ম্মমূলক, সুতরাং কর্ম্মনিষ্ঠাই অভিপ্রেত। সর্ব্বতোভাবে এইস্থানে কর্ম্মেরই প্রাধান্য দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, সেই কর্ম্মভক্তিপরতার মুখ্য-লক্ষণ ভক্তার্চ্চন, সেইজন্য হরিদাস গোবর্দ্ধনের পূজা, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৩৮

ইতি দশম স্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ। গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ সঃ ॥১॥
গণং সম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্। ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যুত ॥২॥
অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্। কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দ্দেবহেলনম্ ॥৩॥
যথাঽদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ। বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ॥৪॥
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্। কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥৫॥
এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মায়িতাত্মনাম্। ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সঙ্ক্ষয়ম্ ॥৬॥
অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্। মরুদ্গণৈর্মহাবীর্য্যৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ। নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র, নিজের পূজা বিহত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণ নাথ যাহাদের—সেই সকল নন্দাদি গোপগণের উপর অতিশয় কুপিত হইয়াছিলেন। ১

ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কারী মেঘসকলের প্রসিদ্ধ দলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং, সেই ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্র বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ২

বনবাসী গোপদিগের ধনমদের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! তাহারা মানুষ মাত্র কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া দেবতার অবহেলা করিল। ৩

যেমন অজ্ঞ পুরুষগণ আত্মানুস্মৃতিরূপা আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃঢ় (অসমর্থ ক্ষয়িষ্ণু) কর্ম্মময় নামে মাত্র নৌকা সদৃশ যাগ দ্বারা ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছা করে। ৪

গোপগণ বাচাল (বহুভাষী), বালিশ (শিশু), অবিনীত, মূর্খ, পণ্ডিতম্মন্য, মরণধর্ম্মা কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় করিল। ৫

ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তেজস্বীকৃতচিত্ত গোপগণের ধনজনিত গর্ব্ব অপনয়ন কর এবং তাহাদের পশুসকলকে ক্ষয় কর। ৬

(মেঘগণকে ভীত দেখিয়া বলিলেন) হে মেঘগণ! ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করিয়া, মহাবেগশালী মরুদ্গণের সহিত আমিও নন্দগোপের গোষ্ঠ ধ্বংস করিবার বাসনায় ব্রজে গমন করিতেছি। ৭

শুকদেব বলিলেন, ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মেঘসকল মুক্তবন্ধন হইয়াছিল, এবং বল পূর্ব্বক ধারাসম্পাত দ্বারা নন্দগোকুলকে পীড়িত করিয়াছিল। ৮

বিবৃতি—ইন্দ্রের কোপ দ্বারা তাঁহার দুর্দ্দমমত্ততা ও দুর্বুদ্ধিতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, ইহারই পরে তিনি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১

নিন্দার্থে এই বাক্য প্রয়োগ করিলেও সরস্বতী কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন, বাচাল-শাস্ত্রযোনি, অথবা বাক্য দ্বারা সমর্থ বলিয়া বালকের ন্যায় নিরভিমান, অন্য কেহ বন্দনীয় না থাকায় অনম্র, অজ্ঞ-সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতমানী-ব্রহ্মবিদ্গণের বহুমাননীয় কৃষ্ণকে, মহানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে, মর্ত্ত্য-ভক্তবাৎসল্য নিবন্ধন মনুষ্যরূপে প্রতীয়মানকে আশ্রয় করিয়া আমার যাহারা অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে। ৫

ঐরাবৎ-আরোহণে যাইবার উদ্দেশ্য এই যে, মেঘগণের জল ফুরাইয়া গেলে সে সাহায্য করিবে, নন্দব্রজেই বর্ষণ করিবে, মধুপুরীতে নহে। ইহা কংসের সহিত মিত্রতা করিবার ইচ্ছায়, ইহা সূচিত হইয়াছে। ৭

প্রলয়কালে মেঘসকলের বন্ধন মুক্ত করা হয়। ক্রোধে লুপ্তবিবেক হইয়া অপরিণামদর্শী ইন্দ্র মেঘসকলের বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন। ৮

বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ। তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ ॥৯॥
স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেম্বভীক্ষ্ণশঃ। জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥১০॥
অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ। গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥১১॥
শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ। বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥১২॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথ গোকুলং প্রভো। ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল ॥১৩॥
শিলাবর্ষনিপাতেন হন্যমানমচেতনম্। নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥১৪॥
অপর্ত্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্। স্বযাগে নিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥১৫॥
তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে। লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ ॥১৬॥
ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ। মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥১৭॥

(বন্ধনমুক্ত হইবার পর) বিদ্যুৎসমূহ দ্বারা প্রকাশমান ও অশনি-সম্পাত দ্বারা গর্জ্জনকারী মেঘ সকল তীব্র মরুদ্গণ (আবহপ্রবহাদি বায়ু) দ্বারা প্রেরিত হইয়া জল ও করকা বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯

হে রাজন্! মেঘসকল স্থূণার (গৃহাদি স্তম্ভের) ন্যায় স্থূল জলধারা নিরন্তর বর্ষণ করিতে থাকিলে, ভূমিসকল জলরাশিতে আপ্লাবিত হইল, অতএব কোন্ স্থান উন্নত ও কোন্‌স্থান নিম্ন, তাহাও দৃষ্ট হইল না। ১০

অতিশয় বারিধারা পতন ও প্রবলতর পবন-বহনে যাবতীয় পশু শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর এবং গোপ ও গোপীগণ শীতার্ত্ত ও কম্পিত হইয়া গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিল। ১১

বারিধারায় পীড়িত পশুসকল, মস্তক ও বৎস-গণকে দেহ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানের পাদমূলে গিয়া উপনীত হইল। ১২

(গোপ ও গোপীগণ বলিলেন) হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! হে প্রভু! আপনি যে গোকুলের নাথ, তাহাকে, হে ভক্তবৎসল! কুপিত দেবতা হইতে পরিত্রাণ করুন। ১৩

(গোপ ও গোপীগণের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শিলাবর্ষণ ও অতিবাতে হন্যমান অতএব মূর্চ্ছিতপ্রায় গোকুলকে দর্শন করিয়া ইন্দ্র কুপিত হইয়া এই সকল করিতেছেন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ১৪

(পরে কৃষ্ণ ক্রোধাবেশে স্বগত বলিয়াছিলেন) বর্ষার সময় গত হইয়াছে, তথাপি এই যে শিলা, প্রচুর বর্ষণ ও অতিশয় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার কারণ বোধ হয় আমরা যে ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিলাম, তজ্জন্য ক্রোধে আমাদের বিনাশার্থ ইন্দ্র এই সকল করিতেছে। ১৫

এই উপস্থিত বিপদে আমি নিজের স্বাভাবিক যোগশক্তিবলে ইহার প্রতিবিধান করিব, মূঢ়তা প্রযুক্ত যাহারা লোকপাল বলিয়া অভিমান রাখে, তাহাদের শ্রীমদজনিত তম আমি বিনাশ করিব। ১৬

দেবগণ সত্ত্বগুণযুক্ত অথবা ভক্তিযুক্ত, তাহাদের 'আমরা ঈশ্বর' এরূপ গর্ব্ব হওয়া যোগ্য নহে, অতএব আমা হইতে গর্ব্বযুক্ত নিবন্ধন সেই সকল অসৎ ব্যক্তির মানভঙ্গ শান্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে। ১৭

বিবৃতি—ব্রজবাসীর প্রেম-বর্দ্ধন গোবর্দ্ধনের উদ্ধার-স্বরূপ ক্রীড়ার ইচ্ছায় ইন্দ্রের ঐরূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ততা পরমার্থরূপিণী হইয়াছিল, নতুবা ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবানের প্রিয়পাত্র, তাঁহাদের দ্বারা এইরূপ কার্য্য হইতে পারে না।১১

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥১৮॥
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্। দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥১৯॥
অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ। যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ ॥২০॥
ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনে। বাতবর্ষভয়েনালং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥২১॥
তথা নির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ। যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥২২॥

এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন, আমি ইহার আশ্রয় ও নাথ, অতএব অসাধারণ স্বাভাবিক প্রভাব দ্বারা ইহাদিগকে রক্ষা করিব, গোষ্ঠের পালনরূপ ব্রত আমার গৃহীত আছে, অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করারূপ ব্রত আমার চিরকালই আছে। ১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া বালক যেমন ছত্রাক ধারণ করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে বাম হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া ধারণ করিলেন। ১৯

(ইহার পর গোপগণকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ বলিলেন) হে অম্ব! হে তাত! হে ব্রজবাসিগণ! তোমরা গোধন সহ অথবা গো ও ধন সহ যথাসুখে এই গিরিগর্ত্তে প্রবেশ কর। ২০

তোমরা আমার হাত হইতে পর্ব্বত পতিত হইবে এরূপ আশঙ্কা করিও না এবং বাত ও বৃষ্টি জন্য ভয়ও করিতে হইবে না, কারণ, তাহা হইতে এই ত্রাণের উপায় আমি বিধান করিয়াছি। ২১

সেই প্রকার ভগবানের উক্তিচাতুর্য্যে ও অবলীলাক্রমে বাম হস্তে গিরি ধারণ করায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত চিত্ত গোপগণ, গোধন, অন্য ধন ও শকটমণ্ডলী এবং ভৃত্য-পুরোহিতাদি সহিত সকলে স্বচ্ছন্দে গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। ২২

বিবৃতি—এই গোষ্ঠকে রক্ষা করা নূতন নহে, কিন্তু পূর্ব্বপূর্ব্বেও সিদ্ধ আছে। কীদৃশ গোষ্ঠ ইত্যপেক্ষায়—যাহার আমিই একমাত্র রক্ষিতা এবং আমিই ঈশ্বর, অথবা আমার আশ্রয় ও আমার পালক এবং আমার পরিগ্রহ ধন-পুত্র প্রভৃতি যাহার সেই মদেকপ্রিয় গোষ্ঠকে সংপ্রতি রক্ষা করিব। ১৮

মহামেঘারম্ভ সময় হইতেই গোবর্দ্ধনের নিকটে সকলকে আনা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, গোবর্দ্ধন পাহাড়কে ছিন্ন করিয়া, অর্থাৎ মানস-গঙ্গার উত্তরে এই বিচ্ছেদ হইয়াছে। অদ্যাপি সেই ভাগ পৃথগ্রূপে দেখা যায়। ভগবান্ দক্ষিণ-হস্ত কটিদেশে রাখিয়াও বামহস্তে পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন; সেইরূপই প্রাচীন মূর্ত্তি দেখা যায়। বালক কৃষ্ণ কিরূপে অতবড় পাহাড় ধারণ করিলেন? উত্তর—তিনি বিষ্ণু, অচিন্ত্যশক্তি। ১৯

স্নেহাতিশয় নিবন্ধন প্রথম মাতৃসম্বোধন, নন্দ ব্যতীত যশোদা গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করিবেন না বলিয়াই পরে তাত সম্বোধন, ইহা রোহিণ্যাদিরও উপলক্ষণ। যথোপযোগ্য যেরূপ ব্রজে বাস, সেইরূপ এখানেও সম্পন্ন হইবে। ব্রজের বসতি একযোজন বিস্তার ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তবে কিরূপে গোবর্দ্ধন-গর্ত্তে উহারা সকলে স্থান পাইল, এরূপ শঙ্কা করা বৃথা, কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবেই এই সকল সম্ভব হইয়াছিল। হরিবংশেও উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ বলিয়াছেন, এই গর্ত্তমধ্যে ত্রৈলোক্যকেও স্থান দিতে পারি ইত্যাদি। ২০

আমার হস্ত হইতে এই পর্ব্বত-পতনের শঙ্কা অথবা ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক পতনের ত্রাস ও আমার অনিষ্টাশঙ্কা তোমাদের করা উচিত নহে। অতএব তোমাদের বাতবর্ষের ভয়ে কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু পর্ব্বত ধারণ করিয়া তাহা হইতে ত্রাণ বিহিত হইয়াছে, অথবা তোমরাই গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা দ্বারা ত্রাণের উপায় বিধান করিয়াছ। ২১

ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ॥২৩॥
কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥২৪॥
খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্। নিশাম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥২৫॥
নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ। উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥২৬॥
ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্। শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥২৭॥
ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ। পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥২৮॥
তং প্রেমবেগান্নির্ভৃতা ব্রজৌকসো যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥২৯॥

ক্ষুধা-তৃষ্ণার ব্যথা ও মুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মহাবিস্ময়ে সেই ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষ্যমাণ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল যাবৎ গিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বস্থান হইতে একপদও বিচলিত হয়েন নাই। অথবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার ব্যথা ও সুখাপেক্ষা বিসর্জ্জন করিয়া অবিচ্ছেদে সপ্তাহ কাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বস্থান হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হয়েন নাই।২৩

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের যোগানুভাব (স্বাভাবিক শক্তির প্রভাব) দর্শন করিয়া ইন্দ্র, ভ্রষ্টসঙ্কল্প ও গর্ব্বশূন্য এবং অতিবিস্মিত হইয়া নিজ মেঘসকলকে বর্ষণ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। ২৪

আকাশ মেঘশূন্য ও সূর্য্য উদিত হইয়াছেন এবং দারুণ বাত ও বৃষ্টি উপরত হইয়াছে দেখিয়া গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ গোপগণকে বলিলেন। ২৫

হে গোপগণ! তোমরা এখন গোধন ও পুত্র-কলত্রসহ গিরিগর্ত্ত হইতে বহির্গত হও, আর ভয় নাই; বায়ু ও বর্ষণ নিবৃত্ত হইয়াছে, নদীসকলের জল বিগতপ্রায় হইয়াছে। ২৬

তার পর সেই সকল গোপ শকটে দ্রব্য সামগ্রী বহন পূর্ব্বক স্ব স্ব গোধন গ্রহণ করিয়া নির্গত হইল এবং স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধগণ ধীরে ধীরে নির্গত হইয়াছিল। ২৭

ভগবান্‌ও তার পর দর্শনকারী সর্ব্বভূতসমক্ষে সেই পর্ব্বতকে স্বস্থানে পূর্ব্বের ন্যায় অবলীলাক্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন। ২৮

পরে ব্রজবাসিগণ প্রেমবেগে পূর্ণ হইয়া যথোচিত আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন। আর গোপীগণ সস্নেহ পরমহর্ষে পূজা করিলেন ও দধি অক্ষত দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। ২৯

বিবৃতি—কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপ-গোপী গোগণ কর্ত্তৃক বিস্ময়ে নিরীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণ সপ্তাহকাল অবিচ্ছেদে নিশ্চল অবস্থায় পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, সকল ব্রজবাসীর সোৎসুক নয়নে কৃষ্ণকে দেখা, কৃষ্ণের পর্ব্বতধারণে সাহায্য করিয়াছিল, কারণ, তাহা দ্বারা তাঁহার মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণেও ইহা উক্ত হইয়াছে। এই দর্শনের কথায় বুঝা যায়, সেস্থানে অন্ধকার ছিল না। ২৩

আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্য উদিত, ইহা দেখিবার জন্য গোবর্দ্ধনকে ঈষদ্বক্রভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। ২৫

পরিরম্ভনাদিভিঃ—এই আদিশব্দে শুভাশীর্ব্বাদ, মস্তকাঘ্রাণ, চুম্বন, পাদগ্রহণ, বামবাহু সম্মর্দ্দন, তদঙ্গুলিস্ফোটন, স্তবন, শ্রম, দুঃখ, ভাব, প্রশ্নাদি বুঝিতে হইবে। যথা গুরু, লঘু, সম, বর্গভেদে যাহার যাহা যোগ্য, সে তাহা করিয়াছিল। সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিল, দুষ্টকে দমন কর, শিষ্টকে পালন কর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসেবিত হও, নিজ জনকে আনন্দিত কর ইত্যাদি।২৯

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ। কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ ॥৩০॥
দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ। তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥৩১॥
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রণোদিতাঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥৩২॥
ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো রাজন্ স গোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং মহাবলরাম ইঁহারা স্নেহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ৩০

হে রাজন্! স্বর্গে দেবগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ তুষ্ট হইয়া স্তব ও পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিয়াছিলেন। ৩১

হে নৃপ! আর দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বর্গে শঙ্খ, দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব-রাজগণ আনন্দে গান আরম্ভ করিয়াছিল। ৩২

হে রাজন্! তাহার পর অনুরক্ত গোপবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বলদেব সহ ভগবান্ হরি স্বগোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। গোপীগণ হৃদয়স্পর্শকারী অর্থাৎ প্রিয়তম কৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণাদি কর্ম্ম ও তথাবিধ কর্ম্ম সকল গান করিতে করিতে পরম হর্ষে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছিল। ৩৩

বিবৃতি—পরমহর্ষে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠপ্রবেশ পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, গোষ্ঠমধ্যে নন্দের স্বীয়াবাস পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। অতিশয় আনন্দ হওয়ায় সকলেই কৃষ্ণসহ নন্দের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের কৃত গোষ্ঠের দুঃখ দূর করায় এবং সেই ক্রীড়ায় সকলের মনোহরণ করায় গোপীগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ জন্মিয়াছিল, ইহা তাহাদের গান করার দ্বারা সূচিত হইয়াছে এবং এই সকল গোপীরা তৎক্ষণাৎ সেই সেই লীলাবলম্বনে গান রচনা করিয়া গান করিত। এই গীত-করণশক্তিও দর্শিত হইয়াছে। ৩৩ গর

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবংবিধানি কর্ম্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে। অতদ্বীর্য্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ ॥১॥
বালকস্য যদেতানি কর্ম্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ। কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেম্বাত্মজুগুপ্সিতম্ ॥২॥
যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া। কথং বিভ্রদ্গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥৩॥
তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ। পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥৪॥
হিন্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্। অনোঽপতদ্বিপর্য্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্ ॥৫॥
একহায়ন আসীনো ·হ্রিয়মাণে বিহায়সা। দৈত্যেন যস্তৃণাবর্ত্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্ ॥৬॥
ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উলূখলে। গচ্ছন্নর্জ্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, সেই সকল গোপ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ভূরি ভূরি অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তদীয় বীর্য্য অবগত না থাকা প্রযুক্ত অতিশয় বিস্মিত হইয়া নন্দসমীপে গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ১

হে নন্দ! তোমার বালকের এই সকল কর্ম্ম অতিশয় আশ্চর্য্যজনক, ঐ বালক গ্রাম্য লোকের গৃহে কিরূপে নিন্দিত জন্মগ্রহণ করিতে পারেন?

যে সপ্তমবর্ষ বয়স্ক বালক, সে কিরূপে এক হস্তে গোবর্দ্ধন গিরিকে, মহাগজ যেমন পদ্মকে অবলীলাক্রমে ধারণ করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন? ২

কাল যেরূপ শরীরের বয়স আকর্ষণ করেন, সেইরূপ নিমীলিতাক্ষ এই বালক কি প্রকারে মহাবল পূতনার স্তন্য পান করিয়াছিল? ৪

এই বালকের যখন তিন মাস বয়স, তখন একটা প্রকাণ্ড শকটের অধোভাগে শয়নে থাকিয়া উর্দ্ধে পাদদ্বয় চালনা করতঃ রোদন করিতেছিলেন, সেই চরণদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা আহত হইয়া সেই শকটটা কি প্রকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল? ৫

হে গোপরাজ! শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তৃণাবর্ত্ত দৈত্য কর্ত্তৃক আকাশে অপহৃত হইতেছিলেন, তখন কি প্রকারে কণ্ঠ গ্রহণ দ্বারা কাতর করিয়া সেই দৈত্যকে নিহত করেন? ৬

কোন সময়ে এই বালক নবনীত চুরি করিলে ইঁহার মাতা ইঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন, ইনি তদবস্থায় বাহুদ্বয় দ্বারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যে গমন করিয়া কিরূপে সেই বৃক্ষদ্বয়কে পাতিত করেন? ৭

বিস্বৃতি—গোবর্দ্ধনধারণকালে গোপগণ কৃষ্ণরূপলাবণ্যামৃতপানে নিমগ্ন থাকায় গোপগণের মনে কোনও বিচার উত্থিত হয় নাই। পরে নিজ নিজ গৃহে যাইবার পর সকলেরই হৃদয়ে সন্দেহ উদিত হয়। কৃষ্ণ সর্ব্বসমক্ষে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি পূতনা, বক, অঘাসুর প্রভৃতি বধ ও কালিয়দমন, দাবানলোপশমন করিয়াছেন, ইহা নন্দের ভাগ্যে অথবা ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদে কিম্বা নারায়ণের আদেশে এই সকল কার্য্য করিয়াছেন। সাত বৎসরের বালক সাত দিন পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন, ইহাতে বুঝা যায়, ইনি মানব নহেন—ঈশ্বর। আবার সাধারণের ন্যায় আদরে প্রফুল্লাঙ্গ, অনাদরে অপ্রফুল্লতা, দধি মাখন চুরি প্রভৃতি সাধারণ মানবের ন্যায় দেখা যায়। সুতরাং ইহার নির্ণয়ার্থ নন্দের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহারা নন্দের নিকট গিয়াছিল। ১

বিষ্ণুপুরাণে আছে—গ্রীষ্মকালে বৃন্দাবনে আগমন ও সপ্তবর্ষ বয়সে গোপালনে প্রবৃত্তি, তার পর সেই বর্ষে অথবা তৎপর বর্ষে প্রাবৃট্‌-ক্রীড়া, তার পর কালিয়দমন, তার পর ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ, তারপর শরৎকালে গোবর্দ্ধন ধারণ, ইহা কালভেদে সমাধান করিতে হইবে। ৩

বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্ব্বৃতঃ। হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥৮॥
বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া। হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥৯॥
হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ। চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্কফলান্বিতম্ ॥১০॥
প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা। অমোচয়দ্ ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ ॥১১॥
আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ।
প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্ব্বিষোদকাম্ ॥১২॥
দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্ ॥১৩॥
ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্। ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥১৪॥

ইনি বালকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বলদেবসহ বনমধ্যে বৎসচারণ করিতেছিলেন, সেই সময় বকাসুর ইঁহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় আসিয়াছিল, ইনি স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা বকবেশধারী সেই অরির মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া কি প্রকারে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন? ৮

বৎসবিনাশ-কামনায় বৎসরূপ ধারণ করিয়া বৎসাসুর বৎসগণমধ্যে প্রবেশ করিলে ইনি তাহাকে বধ করিয়া কি প্রকারে অবলীলাক্রমে তাহার দেহ দ্বারা কপিত্থ ফলসকলকে নিপাতিত করেন? ৯

ইনি বলদেবসহ মিলিত হইয়া রাসভরূপী (গর্দ্দভরূপী) দৈত্যকে ও তাহার বান্ধবগণকে বধ করিয়া কিরূপে পরিপক্ক ফলযুক্ত তালবনকে নির্ভয় করিয়াছেন? ১০

বলশালী বলদেব দ্বারা উগ্র প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করাইয়া অরণ্য-বহ্নি (দাবানল) হইতে গোপগণ ও ব্রজপশুদিগকে কি প্রকারে পরিত্রাণ করেন? ১১

অতি ক্রূরবিষ ভুজগেন্দ্র কালিয়কে দমন ও গর্ব্বশূন্য করিয়া হ্রদ হইতে বলপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিয়া কি প্রকারে যমুনার জল বিষশূন্য করেন? ১২

হে নন্দ! তোমার এই পুত্রে সমগ্র ব্রজবাসীর সহিত আমাদের দুস্ত্যজ (স্বাভাবিক) অনুরাগ কি প্রকারে হয়? এবং ইহারও আমাদিগের প্রতি জন্মাবধি অনুরাগ কেন হয়? ১৩

হে ব্রজনাথ! সপ্তমবর্ষ বয়স্ক বালক কোথায় আর প্রকাণ্ড পর্ব্বত-ধারণই বা কোথায়? (অর্থাৎ তাদৃশ শিশুর এই কর্ম্ম অসম্ভব) এই সকল কারণে তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। ১৪

বিবৃতি—বলদেব দ্বারা প্রলম্বাসুরকে বধ করান বিষয়েও শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যত্ব সূচিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাবে বলদেব অধিক বললাভ করিয়া এই কার্য্য করেন। তিনি বিদ্যমান সত্ত্বে অন্যের দ্বারা ঐ কার্য্য করান উচিত হয় না বলিয়াই তাঁহার দ্বারা করান হইয়াছিল। ১১

তোমার পুত্রের জন্মাদি হইতে ইহাকে জানি, ইনি সপ্তমবর্ষ বয়স্ক বালক, অথচ ইহার কার্য্য সকল অবালোচিত। আমরা বৃদ্ধ, ইনি বালক, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অন্য বালকে এই জাতীয় প্রভাব কখনও পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং আমাদের বিপ্রতিপত্তি জন্য সংশয় হইতেছে যে, ইনি বালক, অথবা বালক ভিন্ন পরম বিলক্ষণ দেবাদি? ১৪

শ্রীনন্দ উবাচ।

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে। এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ ॥১৫॥
বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৬॥
প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥১৭॥
বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥১৮॥
এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্গোপগোকুলনন্দনঃ। অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥১৯॥
পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ। অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥২০॥
য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥২১॥
তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥২২॥
ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে। মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥২৩॥

নন্দ বলিলেন, হে গোপগণ! তোমাদের এই বালকের প্রতি শঙ্কা অপগত হউক। আমার এই পুত্রের উদ্দেশে গর্গমুনি যাহা বলিয়াছেন, অথবা এই বালকের বিষয়ে গর্গমুনি আমাকে যাহা বলিয়াছেন, আমার সেই বাক্য শ্রবণ কর। ১৫

এই বালক প্রতিযুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইঁহার শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিন বর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৬

পূর্ব্বে কোন সময়ে তোমার পুত্র ইনি বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য অভিজ্ঞগণ ইঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। ১৭

হে নন্দ! তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ বহুনাম আছে, সে সকল আমি জানি, অন্য ব্যক্তিরা তাহা অবগত নহে। ১৮

এই বালক গোপ ও গোকুলের আনন্দজনক হইয়া তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। তোমরা ইঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিপৎ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ১৯

হে ব্রজপতে! পূর্ব্বকালে একদা অরাজক হইলে সাধুগণ দস্যুপীড়িত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইনি রক্ষা করাতে সেই সকল সাধু বলদীপ্ত হইয়া দস্যুগণকে পরাজয় করেন। ২০

অতএব যে সকল মানব তোমার এই মহাভাগ্যবান্ পুত্রকে প্রীতি করেন, যেমন অসুরগণ বিষ্ণুপক্ষীয়দিগকে অভিভব করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সেই সকল ব্যক্তিকে শত্রুগণ কখনও পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। ২১

হে নন্দ! তোমার এই পুত্র, অথবা এই নন্দপুত্র, সম্পত্তি, কীর্ত্তি এবং প্রভাব দ্বারা গুণে নারায়ণের সমান। সেই কারণে তাহার এই সকল (অলোকিক) কার্য্যে কোনরূপ বিস্ময় করিবার নাই। ২২

গর্গমুনি আমাকে এই প্রকার বলিয়া স্বগৃহে গমন করিবার পর, অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়া মনে করি। ২৩

বিবৃতি—ইনি নন্দকুমার, তাঁর কার্য্যে বিস্ময় করিবার নাই, যেমন নারায়ণের কর্ম্ম দর্শনে কেহ বিস্মিত হয় না, সেইরূপ নারায়ণতুল্য গুণশালী নন্দপুত্রেও বিস্ময় নাই, ইহা গর্গোক্তির অনুবাদ। যদিও এই গর্গবাক্য গোপগণও জানিত, বকবধের পর বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও এক্ষণে সেই সেই অক্ষর দ্বারা সমগ্রভাবে বলাই বিশেষত্ব। ২২

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ। (দৃষ্টশ্রুতানুভাবাস্তে কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ)
মুদিতা নন্দমানর্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ ॥২৪॥

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মপর্ষানিলৈঃ সীদৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ষড়্ বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

হে রাজন্! ব্রজবাসিগণ ঐ প্রকার গর্গগীত নন্দবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়শূন্য হইয়াছিলেন এবং নন্দকে ও কৃষ্ণকে গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্র-ভূষণাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ২৪

যজ্ঞাভিঘাতজনিত ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ঘোরতর বর্ষণ করিতে থাকিলে বজ্র-করকা ও প্রবলপবনে গোষ্ঠস্থ পশু, পশুপাল ও স্ত্রীগণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে যিনি গোবর্দ্ধন উৎপাটন করেন এবং দুর্ব্বল বালক যেমন লীলার্থ (ছত্রাক) ধারণ করে, তাহার ন্যায় এক হস্তে সেই গিরিধারণ করিয়া গোষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের মদনাশকারী গোগণের ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রীত হউন।২৫

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাকালে বন হইতে আসিলে তখন গোপগণ তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—গোপগণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই এই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে কৃষ্ণ প্রণয়কোপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "হে গোপগণ! আমার সহিত তোমাদের সম্বন্ধ আছে ইহা স্বীকার করিতে যদি তোমাদের লজ্জা না হয়, এবং যদি আমি তোমাদের নিকট শ্লাঘ্য হই, তবে ইহার বিচারে কি প্রয়োজন আছে? যদি আমার প্রতি তোমাদের প্রীতি থাকে, তবে আমার প্রতি আত্মসদৃশ বুদ্ধি করিও, আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা দানব নহি, আমি তোমাদেরই একজন বান্ধব, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিও না।" বৈশম্পায়নও কৃষ্ণের উক্ত বাক্য এইরূপ বলিয়াছেন, হে গোপগণ! তোমরা যাহা আমাকে মনে করিতেছ, তাহা ঠিক নহে; আমি তোমাদের স্বজাতীয় ও বান্ধব, ইহা ব্যতীত অন্য পরিচয়ে কি প্রয়োজন, ইত্যাদি। ২৪

ভগবান্ বাদরায়ণি এইরূপ বর্ণনা করিয়া গোবর্দ্ধনলীলা স্মরণে পুনর্ব্বার তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ভগবান্ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—দেবে ইত্যাদি। এই গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার সম্বন্ধে যে সকল শ্রুতি আছে,তাহা ও তাহার ব্যাখ্যা তোষণীকার দেখাইয়াছেন।২৫

ইতি দশমস্কন্ধে ষড়্ বিংশাধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈল আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে। গোলোকাদাব্রজং কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥১॥
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ। পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা ॥২॥
দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। নষ্টত্রিলোকেশমদ ইন্দ্র আহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ।

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥৪॥
কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্ত্তি ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধৃত হইলে ও বৃষ্টিধারা হইতে ব্রজমণ্ডল রক্ষিত হইলে গোলোক হইতে সুরভি এবং ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন। ১

দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে অবহেলা করিবার জন্য লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বীয় কিরীট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় স্পর্শ করিলেন। অমিততেজা এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রভাব শ্রুত ছিল, প্রত্যক্ষে সেইরূপ দৃষ্ট হওয়ায় আমি 'ত্রিলোকের ঈশ্বর' এইরূপ যে মদ (গর্ব্ব) ছিল, তাহা নষ্ট হওয়ায় দেবরাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ২-৩

ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার স্বরূপ শান্ত, অর্থাৎ একরূপ তপোময় অর্থাৎ জ্ঞানপ্রচুর সর্ব্বজ্ঞ, এবং রজস্তমোগুণবর্জ্জিত, সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। আমাদিগের নিকট দৃশ্যমান যে মায়াময় সংসার, যাহা অজ্ঞানসম্বন্ধ, তাহা আপনার নাই। ৪

হে ঈশ! দেহসম্বন্ধ-কৃত, পুনঃ পুনঃ অন্য দেহোৎপত্তির কারণ এবং অজ্ঞানীদিগের ব্যঞ্জক লোভাদি, আপনাতে কোথা হইতে হইবে, পরন্তু লোভাদি না থাকিলেও আপনি ধর্ম্মের রক্ষা ও খল-নিগ্রহের জন্য দণ্ড ধারণ করিতেছেন। ৫

বিবৃতি—ব্রজশব্দে তত্রত্য মানব ও পশুপক্ষী প্রভৃতি, গোলোক পদে প্রকৃত গোলোক। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র সুরভিকে আনিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সহিত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সমীপে আগমন করেন। ইন্দ্র বিনা বাহন ও বিনা সহায়ে আসিয়াছিলেন, এবং গরুড় উপরে থাকিয়া পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক ছায়া করিয়াছিলেন, এই কথা বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে উক্ত হইয়াছে। ১

এই বালগোপালরূপী কৃষ্ণের প্রভাব ব্রহ্মার মুখে ইন্দ্র শুনিয়াছিলেন এবং নিজেও গোবর্দ্ধনধারণাদি প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার ত্রিলোকপতিত্বাভিমান অপগত হয়, সুতরাং তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ইন্দ্রের মস্তকে সূর্য্যবদুজ্জ্বল কিরীট ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের অর্ককোট্যধিক তেজঃপুঞ্জ শ্রীপাদ নখাগ্র-লহরীর অগ্রে দিবা খদ্যোতবৎ প্রতীয়মান হয়, ইহাও সূচিত হইয়াছে। ৩

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক মুখপ্রসন্নতা দ্বারা তাঁহার কোপভাব লক্ষ্য করিয়া আশ্বস্তচিত্ত ইন্দ্র, তাঁহাকে স্তব করিয়া নিজাপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণে কোনরূপ গুণসম্বন্ধ নাই বলিয়া এখানে বিশুদ্ধসত্ত্ব পদে প্রাকৃত সত্ত্বাসংস্পৃষ্ট চিচ্ছক্তিবিশেষ, ব্রহ্মসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণে ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। ৪

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥৬॥
যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিনস্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্যমার্গং ক ভজন্ত্যপস্ময়া ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্ ॥৭॥
স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো মৈবং পুনর্ভূর্মতিরীশ মেঽসতী ॥৮॥
তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ স্বয়ং ভরাণামুরুভারজন্মনাম্।
চমূপতীনামভবায় দেব ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্ ॥৯॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥১০॥
স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে। সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥১১॥

হে ভগবন্! আপনি জগতের পিতা, উপদেষ্টা, অধীশ্বর ও কালস্বরূপ অতএব দণ্ডবিধাতা এবং জগতের হিতের জন্য লীলাশরীর দ্বারা জগদীশ্বরাভিমানিগণের মান খণ্ডন পূর্ব্বক কার্য্য করেন। ৬

হে প্রভো! যাহারা আমার ন্যায় অজ্ঞ, অতএব নিজেকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় অবলোকন করিয়াও অতি শীঘ্রই ক্রমশঃ অর্থাৎ জগদীশ্বরত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিগতগর্ব্ব, তাহারা আর্য্যপথ (আপনার প্রতি ভক্তি রূপ যাহা) অবলম্বন করে, না হইবে কেন? আপনার চেষ্টাই খল ব্যক্তিদের দণ্ড, শিক্ষার কারণ। হে প্রভো! ঐশ্বর্য্যমদব্যাপ্ত আপনার প্রভাবানভিজ্ঞ, মূঢ়চিত্ত, কৃতাপরাধ আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, এবং হে ঈশ! এইরূপ অসৎ মতি যেন আমার পুনর্ব্বার না হয়। ৭-৮

হে অধোক্ষজ! এই পৃথ্বীতলে আপনার অবতার, পৃথিবীর যাহারা ভারস্বরূপ, এবং হে দেব! যাহাদের হইতে পৃথিবীর বহুতর ভারের উৎপত্তি হয়, তাদৃশ সেনাপতিগণের বিনাশ ও আপনার চরণানুবর্ত্তিগণের (সেবকগণের) মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। ৯

হে প্রভো! হে ভগবন্! আপনি ভগবান্ অন্তর্য্যামী, মহাত্মা, বাসুদেব যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার করি। ১০

হে ভগবন্! আপনি নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে দেহ পরিগ্রহ করেন, অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে আপনি দেহ পরিগ্রহ করেন, এবং আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, মায়া দ্বারা জগদ্রূপ এবং সকলের বীজস্বরূপ, অতএব সর্ব্বভূতের আপনি আত্মা, আপনাকে নমস্কার করি। ১১

বিবৃতি—আপনার চেষ্টা লীলামাত্র, পরন্তু উহাতে জগদীশ্বরাভিমানী আমাদের মান খণ্ডিত হয়। ৬

অজ্ঞ বলিয়া এই অপরাধ গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইতি-ভাব, এবং সকল জগতের হিতার্থ অবতীর্ণ পরমদয়াল আপনার পক্ষে আমার এই প্রথম কৃতাপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ইহাই বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি, যেন পুনর্ব্বার এইরূপ অপরাধ না হয়। ইন্দ্রের এই প্রার্থনা অনতিশুদ্ধ চিত্তে করা হইয়াছিল, সেই জন্যই পারিজাত হরণ সময়ে পুনর্ব্বার বিস্মৃত হইয়া অপরাধ করেন। ৮

অতএব আমি যখন আপনার সেবক, তখন যদিও অত্যন্ত অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করুন। আমাদের প্রার্থনায় আমাদেরই হিতের জন্য আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা আমরা জানি, তথাপি এতাদৃশ অপরাধ করিয়াছি, ইহা অত্যন্ত মূঢ়তার কার্য্য, সুতরাং আপনি ইহা বুঝিয়া ক্ষমা করিতে পারেন, ইহা ভাবার্থ। ৯

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ। চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥১২॥
ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ। ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১৩॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং সঙ্কীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্। মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥১৪॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা। মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্ ॥১৫॥
মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি। তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥১৬॥
গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ ॥১৭॥
অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী। স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥১৮॥
সুরভিরুবাচ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥১৯॥

হে ভগবন্! যজ্ঞ বিহত হইলে তীব্র ক্রোধী ও অভিমানী আমি গোষ্ঠনাশের জন্য বৃষ্টি ও বায়ু প্রেরণ দ্বারা চেষ্টা করিয়াছিলাম। ১২

হে ঈশ! আপনা কর্ত্তৃক আমি অনুগৃহীত হইয়াছি, যেহেতুক, আমার গর্ব্ব নষ্ট হইয়াছে ও উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। আমি ঈশ্বর, গুরু, আত্মারূপী আপনার শরণাগত হইলাম। ১৩

শুকদেব বলিলেন, দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ সংস্তুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন। ১৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ত্রৈলোক্যাধিপতিত্ব রূপ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত মত্ত তুমি যাহাতে আমাকে স্মরণ করিতে পার, তাহার জন্য তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি। ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না, অতএব যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সম্পদ্ হইতে অগ্রে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি। ১৫-১৬

হে ইন্দ্র! এক্ষণে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমার আদেশ পালন করিও, স্বর্গে গিয়া নিরহঙ্কার ও অপ্রমত্ত হইয়া নিজ নিজ অধিকারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি কর। ১৭

অনন্তর প্রশস্ত বুদ্ধিমতী সুরভি স্ব সন্তানগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন ও সম্বোধন করিয়া গোপরূপী ঈশ্বরকে বলিয়াছিলেন। ১৮

সুরভি বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বসম্ভব! হে অচ্যুত! হে লোকনাথ! আপনার দ্বারা আমরা সনাথ। অর্থাৎ ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত হইয়াও আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলাম। ১৯

বিশ্রান্তি—নিরহঙ্কার হইয়া থাকিও, নতুবা পুনর্ব্বার দণ্ড পাইবে, ইহা ভাবার্থ। ভগবান্ ইন্দ্রকে পুনর্ব্বার গর্ব্ব হইবে না বলিয়া বর প্রদান করেন নাই, এই জন্যই পারিজাতহরণকালে ইন্দ্রের গর্ব্ব হইয়াছিল। যে ইন্দ্র আমার সন্তানগণকে নাশ করিতে ইচ্ছা করে, তেমন প্রভুর দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই, ইতি ভাবার্থ। ১৭-১৯

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্র-দেবানাং যে চ সাধবঃ ॥২০॥
ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥২১॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ ॥২২॥
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং নোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥২৩॥
তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ॥২৪॥
তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো ব্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্ ॥২৫॥

হে জগৎপতে! আপনি আমাদের পরম দেবতা, আপনিই গো, বিপ্র এবং সাধুগণের অভ্যুদয়ের জন্য আমাদের ইন্দ্র হউন। ২০

আমরা আপনাকে আমাদের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিব, ব্রহ্মা আমাদিগকে এই জন্য পাঠাইয়াছেন, হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি ভূমির ভার অপনোদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিয়া, সুরভি নিজ দুগ্ধ দ্বারা ও দেব-মাতৃবর্গ (অদিতি প্রভৃতি) দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত ইন্দ্র, ঐরাবতের শুণ্ডদণ্ড সাহায্যে রত্নময় কলশে আহৃত আকাশগঙ্গার জলে দাশার্হ শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিলেন এবং গোবিন্দ নামে অভিহিত করিলেন। ২২-২৩

সেই সময় সেই স্থানে তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ উপনীত হইয়া ভগবানের লোকমলাপহ (মানবের পাপনাশক) নির্ম্মল যশোগান আর দেবাঙ্গনাগণ হৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ২৪

দেবমুখ্যগণ তাঁহাকে স্তব, এবং আশ্চর্য্য পুষ্প-বৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রিলোক পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিল, এবং গাভীসকল স্ব স্ব পয়োধারা দ্বারা ধরাতলকে আর্দ্র করিয়াছিল। ২৫

বিবৃতি—গো সূক্তে আছে যে—
গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ।
গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ॥ ২০

ব্রহ্মা পূর্ব্বকৃত নিজাপরাধ স্মরণে ভীত হইয়া আগমন করেন নাই। কিন্তু আমাকে ইন্দ্রের অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য আদেশ করিয়াছেন—আমাদের দ্বারা অভিষেকে আপনার কোনরূপ উৎকর্ষ না হইলেও আমাদের উৎকর্ষার্থ আমাদের এই প্রযত্ন, আপনি যদি ভূমির ভারাপনোদনার্থ অবতীর্ণ না হইতেন, তবে আমাদের এই ভাগ্য কিরূপে হইল, ইহাই ভাবার্থ। ২১

বরাহপুরাণোক্ত শক্রকুণ্ড ও স্কন্দপুরাণ-মতে গোবিন্দকুণ্ড সমীপে প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন প্রদেশে আগত তুম্বুরু নারদাদি গন্ধর্ব্বগণ গান করিলেন। এইস্থানে নারদাপেক্ষায় তুম্বুরুর প্রথমে উল্লেখ গানবিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন। ২৪

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ। অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রদুন্মণীন্ ॥২৬॥
কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সত্ত্বানি কুরুনন্দন। নির্ব্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ ॥২৭॥
ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ। অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ইন্দ্রস্তুতির্নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে পর, নদ-নদীসকল ক্ষীরাদি বিবিধ রসবাহিনী হইয়াছিল, বৃক্ষ সকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল, ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি সকল কর্ষণাদি ব্যতিরেকেই জন্মিয়াছিল, এবং পর্ব্বত সকল স্ব স্ব গর্ভস্থ খনিসমূহ বাহিরে প্রকটিত করিয়া ধারণ করিয়াছিল, এবং যে সমস্ত প্রাণী স্বভাবতঃ ক্রূর, তাহারা পরস্পর বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলে নির্বৈর হইয়াছিল। দেববৃন্দে পরিবৃত দেবরাজ এই প্রকারে গো ও গোকুলপতি গোবিন্দকে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ২৬-২৮

বিবৃতি—পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আছে, গোপবৃন্দ ও গোপীগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু এখানে আছে নির্জ্জনে, সুতরাং বিরোধ হয়, ইহার মীমাংসা—কল্পভেদে এইরূপ হইয়াছিল। ২৮

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্। স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যা দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥১॥

তং গৃহীত্বানয়দ্‌ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্। অবিজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥২॥

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ। ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ ॥৩॥

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া। মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥৪॥

শ্রীবরুণ উবাচ।

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো। ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥৫॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥৬॥

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা। আনীতোঽয়ং তব পিতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! একদিন গোপরাজ নন্দ একাদশীর উপবাস করিয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা পূর্ব্বক দ্বাদশীতে স্নানার্থ যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। ১

আসুরী বেলা না মানিয়া শাস্ত্রবলে অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই রাত্রিতে জলমধ্যে প্রবেশ করেন, অতএব বরুণের একজন ভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া আপনার প্রভু-সন্নিধানে লইয়া গেল। *২

নন্দকে না দেখিয়া গোপগণ হে রাম! হে কৃষ্ণ! বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। পিতাকে বরুণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া ভগবান্, ভগবদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ নিজ জনের অভয়দাতা বিভু তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। ৩

লোকপাল বরুণ, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের আলয়ে উপনীত দেখিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন ও মহা পূজা দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন। ৪

বরুণ বলিলেন, হে প্রভো! অদ্য আমার দেহ-ধারণ সফল হইল এবং অদ্যই আমি পরম পদার্থ লাভ করিয়াছি (সর্ব্বরত্নাকরের অধিপতি হইয়াও ইতঃপূর্ব্বে এবম্বিধ অর্থ প্রাপ্ত হই নাই), হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি আপনার পাদপদ্ম সেবা করে, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, (আমিও চরণসেবক, সুতরাং আমারও সংসারনিবৃত্তি হইল) ৫

হে প্রভো! আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন-পূর্ণ পরমাত্মা, সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা, কারণ, যে মায়া বিবিধ লোক সৃষ্টি করে, তাহাও আপনাকে আশ্রয় করিতে পারে বলিয়া শোনা যায় না, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৬

হে ভগবন্! আমার একটা মূঢ় ভৃত্য কার্য্যা-কার্য্য কিছুই জানে না, সে আপনার পিতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, হে প্রভো! আপনি এ জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ৭

বিবৃতি—সেইদিন কলা মাত্র দ্বাদশী ছিল, সুতরাং তন্মধ্যে পারণ করিবার অভিপ্রায়ে আসুরী বেলা অবজ্ঞা করিয়া অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই নন্দ, যমুনার জলে স্নানার্থ প্রবেশ করেন।

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ ॥ ২

হে প্রভো! আমার ভৃত্য আপনার পিতাকে জানে না এবং ভগবদ্ধর্ম্মানভিজ্ঞ, অতএব কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানহীন, সেই জন্যই আপনার পিতাকে আনিয়াছে। হে প্রভো! আমরা আপনার দাস, সুতরাং আমাদের সকল অপরাধই আপনার ক্ষমা করা উচিত। ৭

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্। গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥৮॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ। আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাঞ্চাবহন্ মুদম্ ॥৯॥
নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্। কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥১০॥
তে ত্বৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মমুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥১১॥
ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্। সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥১২॥
জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥১৩॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥১৪॥

হে কৃষ্ণ! আপনি অশেষদ্রষ্টা, সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে গোবিন্দ! হে পিতৃবৎসল! আপনার এই পিতাকে লইয়া যাউন। ৮

শুকদেব বলিলেন, অখিলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বরুণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রসাদিত হইয়া আপনার পিতাকে লইয়া স্বগৃহে আগমন করিলেন, এবং বন্ধুদিগের আনন্দ উৎপাদন করিলেন। ৯

লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় ঐশ্বর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সম্যক্ নমস্ক্রিয়া অবলোকন করিয়া নন্দ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং জ্ঞাতিগণের সন্নিধানে আসিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ১০

হে রাজন্! সেই সকল গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়াছিলেন এবং উৎসুক চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভগবান্ অবশ্য আমাদিগকে ব্রহ্মাখ্য সূক্ষ্মা গতি প্রদান করিবেন। ১১

অখিলদ্রষ্টা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মীয়-স্বজনগণের মনঃসংকল্প জানিয়া তাঁহাদের সংকল্প-সিদ্ধির নিমিত্ত কৃপা পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১২

ইহলোকে জীবসকল অবিদ্যা (দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি,) এবং কাম কর্ম্ম দ্বারা দেব তির্য্যগাদি উচ্চ নীচ গতিতে (যোনিতে) ভ্রমণ করে, পরন্তু, নিজের এই গতি সে জানিতে পারে না। ১৩

মহাকারুণিক বিভু ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপদিগকে প্রকৃতির পর যে ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠলোক, তাহা দেখাইয়াছিলেন। ১৪

বিবৃতি—গোপগণ নন্দকে বলিয়াছিল যে, ব্রজরাজ! তুমি গর্গবাক্যে ইঁহাকে নারায়ণ সম বলিয়াছিলে, এক্ষণে বরুণ-স্তুতি দ্বারা যদি নারায়ণ বলিয়াই জানিয়া থাক, তবে এই সাংসারিক আমাদের মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করিবেন, কারণ, তোমার পুত্র আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইঁহার ভগিনীপুত্র, ইঁহার দৌহিত্র, এবং ইঁহারা তোমার পুত্রে স্নেহসম্পন্ন, সুতরাং যাহার যেরূপ ইচ্ছা, মোক্ষ, বৈকুণ্ঠবাস বা ইঁহার সাহচর্য্য—তাহা সকলই ইনি বিধান করিবেন। ১১

তোষণীকার, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি টীকাকারগণ বলেন, ইহলোকে এই ব্রজবাসী জন অবিদ্যা (আত্মস্বরূপাজ্ঞান) কামকর্ম্ম প্রভৃতি হেতু দ্বারা উচ্চাবচ গতিতে নিজগতি তন্নির্বিশেষে জানে বলিয়া সেই নিজ গতি জানিতে পারে না। অথবা এই সময়ে ব্রজবাসী আমার লোক সকল সম্প্রতি অবিদ্যা মল্লীলাবেশে অন্যের অননুসন্ধান, কাম, মদ্বিষক বিচিত্র মনোরথ, কর্ম্ম আমার অনুকূল ক্রিয়া, তাহা দ্বারা তাহারা ভববেদনা জানিতে পারে না। তাহা দ্বারা নানাবিধ প্রেমভাবে নিজ গতি অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ পরম গোলোকাদি বৈভবরূপ বিস্মৃত হইয়া সেই যে নিজ গতি, তাহা জানে না। ফল কথা, ব্রজবাসীরা অনাদিসিদ্ধ, তাহারা যে বর্ত্তমান লীলার সহচররূপে ইহলোকে এই অবতারে আসিয়াছে, তাহা গোলোকের বৈভব। সকলেরই আমার প্রতি সর্ব্বদা চিত্ত থাকায় অন্য অনুসন্ধান নাই, একমাত্র আমার প্রিয়কার্য্য করা প্রভৃতিতেই মগ্ন থাকায় নিজেদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, ইত্যাদি অনুবাদের অর্থ ব্যাখ্যিসম্মত। ১৩

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্‌। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥১৫॥

তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা ॥১৬॥

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র চ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

(দেহীদের সেই দর্শন সম্ভবপর নহে, এই জন্য প্রথমে ব্রহ্মস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে।)

সত্য, অজড়, অপরিচ্ছিন্ন, জ্যোতিঃস্বরূপ, সনাতন যে ব্রহ্ম, যাহা গুণাপায়ে সমাহিতচিত্তে মুনিগণ দর্শন করেন, তাহাই গোপগণকে দেখাইলেন। ১৫

হে রাজন্‌! পূর্ব্বে অক্রূর যে স্থানে গিয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদে গোপগণ নীত হইয়াছিল এবং মজ্জনানন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনরায় উদ্ধার করেন, তাহারা তথায় ব্রহ্মলোক দর্শন করিয়াছিল। নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া পরমানন্দে নির্বৃত হইয়াছিল এবং সুবিস্মিত তাহারা বিবিধ বেদবাক্যে স্তব করিয়াছিল। ১৬-১৭

বিবৃতি—ব্রহ্মই হ্রদের ন্যায়, তাহাতে যাহারা মগ্ন হয়, অর্থাৎ সমাহিত হয়, তাহাদের তখন কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না। সেই ব্রহ্মহ্রদে গোপগণ নীত ও মগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু পরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছিল, ঠিক যেমন সমাধি হইতে উত্থিত হয়,তদ্রূপ ; ব্রহ্মলোকে ও বৈকুণ্ঠে দেখিয়াছিল, ব্রহ্মে যাহারা মগ্ন হয়, তাহাদের ত পুনরায় লোকদর্শন ঘটে না। এই আশঙ্কায় বলা হইয়াছে যে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পূর্ব্বে অক্রূর দেখিয়াছিল, ইহা শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ, সুতরাং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলিয়া অতীত নির্দ্দেশ। অতর্ক্যৈশ্বর্য্য ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে। অথবা অক্রূর যেখানে দেখিয়াছিল, সেই যমুনাহ্রদের ব্রহ্মহ্রদ সংজ্ঞা, সেই হ্রদে নীত ও মগ্ন হইয়া ব্রহ্মলোক দেখিয়াছিল, পুনর্ব্বার কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ সকল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ দুরান্বয় ও অপ্রসিদ্ধ কল্পনা। তোষণীকার বলেন, ব্রহ্মতত্ত্ব দুরবগাহ বলিয়া উহা হ্রদের ন্যায়, তাহাতে স্বশক্তি দ্বারা নীত এবং তন্মাত্রানুভবানন্দও প্রাপিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে উদ্ধৃত অর্থাৎ প্রথমে সামান্যাকারে যে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তদপেক্ষায় উৎকর্ষ প্রাপ্ত স্ফূর্ত্তি দ্বারা উৎকর্ষিত হইয়া ব্রহ্মলোক নরাকৃতি পরব্রহ্মের লোকচক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এ ঘটনা অশ্রুতপূর্ব্ব নহে, যে প্রকাশে অক্রূরও বৈকুণ্ঠলোক দেখিয়াছিলেন অথবা স্তব করিয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে ভাগবত, হরিবংশ, ইতিহাসসমুচ্চয়, নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ দেখান হইয়াছে, অথবা ব্রহ্মহ্রদ অক্রূরতীর্থ ইত্যাদি।

অক্রূর হইতে নন্দাদির দর্শনবৈশিষ্ট্যের ন্যায় আনন্দ-বৈশিষ্ট্যও জন্মিয়াছিল, সেই কৃষ্ণলোক দর্শনে পরমানন্দ নির্বৃত হইয়াছিল, এবং বিস্মিত হইয়াছিল। বিস্ময়ের প্রতি কারণ, কৃষ্ণকে দেবগণ স্তব করিতেছেন, গোপাল-তাপনী প্রভৃতিতেও উহার উল্লেখ আছে। তোষণীকার এই প্রসঙ্গে বহু বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, বিস্তারভয়ে আমরা এখানেই নিরস্ত রহিলাম। তাঁহার মতে নন্দাদি গোপগণ সর্ব্বলোকোপরি গোলোক দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। ১৬-১৭

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়

একোনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥১॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণও সেই সকল (পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত) রজনী, যাহা শরৎকালীন বিকসিত মল্লিকাপুষ্পে সুশোভিত, তাহা অবলোকন করিয়া যোগমায়ালম্বনে ক্রীড়া করিতে মন করিলেন। অথবা কেবল যে ব্রতচারিণী কৃষ্ণ-নিকটে বরপ্রাপ্তা প্রসিদ্ধা গোপকন্যাগণ শরৎকালীন বিকসিত-মল্লিকামালিনী যামিনী অবলোকন করিয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এমন নহে; ভগবান্‌ও যোগমায়ার-সাহায্যে ক্রীড়া করিতে মন করিয়াছিলেন, অথবা ভগবান্‌ও তাদৃশ রমণী দর্শনে যোগমায়া সাহায্যে সেই সকল গোপকন্যাকে রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১

বিবৃতি—এই রাসলীলার অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ আছে, তন্মধ্যে স্বামিপাদকৃত অর্থ—ভগবানের কাম জয় করা ও নিবৃত্তিপর। ইহা তিনিই বলিয়াছেন যে, রাসপঞ্চাধ্যায়ী নিবৃত্তিপরা ইতি, বস্তুতঃ মানবচরিত্রানুকরণকারীর পক্ষে এতাদৃশ পরস্ত্রী-সম্ভোগ অত্যন্ত অন্যায়, এবং অষ্টবর্ষ বয়স্কের পক্ষে অসম্ভব। যাহা হউক, তোষণীকার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অন্যরূপ অর্থ করেন—তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ তাহাদের সম্ভোগ করিয়াছিলেন ইহাই প্রকৃতার্থ বলেন। আমরা ইহার সারাংশ সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়-সমূহে গোপকন্যাগণের পূর্ব্বানুরাগ ও কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই রসের পরিপুষ্টি, বা সম্ভোগ পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই গোপকন্যাগণ অনুরাগ-চপলচিত্ততা নিবন্ধন রমণ করিতে ধৃতচিত্তা ছিল, ভগবান্ জাতানুরাগ হইলেও ধৈর্য্যবলে সময়-বিশেষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইদানীং গোপকন্যাগণ কৈশোর-মধ্যবয়ঃপ্রাপ্ত সর্ব্বসুখপ্রদ বেণু শিক্ষা দ্বারা বিলক্ষণ হইয়াছে এবং নিজেও প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, 'ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ', সুতরাং সেই শারদ পূর্ণিমার রাত্রি দর্শনে স্খলিতধৈর্য্য হওয়ায় রমণার্থ বুদ্ধি করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে দুর্ঘট ঘটাইবার সমাধানার্থ বলিয়াছেন, যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি। শ্লেষ দ্বারা যোগঃ সংযোগঃ তদর্থং মায়া কৃপা তাং উপ আধিক্যেনাশ্রিতঃ ইত্যর্থঃ। সেইদিন গোষ্ঠ হইতে গৃহে আসিয়া ভোজনোত্তর মাতৃস্থান হইতে শয়নগৃহদ্বারে আসিয়া সন্তই সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। শরৎকালেও মল্লিকা বিকসিত হইয়াছিল এবং অন্য সকল পুষ্পও নিশ্চয়ই বিকসিত হইয়াছিল, ইহা মল্লিকাবিকাশ দ্বারা বুঝিতে হইবে। রাত্রিকালেও কমল বৃন্দাবনে বিকসিত হইত, ইহা সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য। কার্ত্তিকামাবস্যায় ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ, তৎপর শুক্লা প্রতিপদে গোবর্দ্ধন মহোৎসব, দ্বিতীয়ায় যমুনাতীরে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার মহোৎসব, তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণ, একাদশীতে গোবিন্দাভিষেক, দ্বাদশীতে বরুণলোকে গমন, পূর্ণিমায় ব্রহ্মলোক গমন, এই স্থানেই শরৎকাল সমাপ্ত। তৎপর বৎসরে কৃষ্ণের অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আশ্বিন-পূর্ণিমায় রাসোৎসব হইয়াছিল। আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব সেই ব্রজধামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভগবান্‌ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বহুতর গোপকন্যার সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য, তৌর্য্যত্রিক প্রভৃতি নিজ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও নিজানন্ত সৌন্দর্য্যাদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহারাও রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গ্রহণে কৃতার্থা হইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরীগণ এতদূর প্রেমরসযুক্ত ছিলেন যে, সর্ব্বসুখপূর্ণ হইলেও ভগবান্ স্বয়ং রমণ করিতে মন করিয়াছিলেন, এই জন্যই প্রথম স্কন্ধে বলা হইয়াছে, 'ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ'। অতএব ব্রজসুন্দরীগণের পরমোৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। যদি তাহাদের সহিত বিহার না হইবে, তবে কৈশোরকং মানায়ানঃ ইত্যাদি কথা সঙ্গত হইতে পারে না। ১

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥২॥
দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥৩॥
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥৪॥

(সেই সময়েই উদ্দীপনান্তর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ইহাই বলা হইতেছে) সেই সময়ে নক্ষত্রপতি চন্দ্রমা যেমন দীর্ঘকাল পরে সমাগত প্রিয় নিজ প্রেয়সীর বদনকমল অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে বিলিপ্ত করেন সেইরূপ পূর্ব্বদিগ্‌বধূর মুখ, সুখতম কিরণ দ্বারা এবং অরুণ-উদয়কালীন রাগে অরুণিত করিয়া ও সমগ্র মানব-জাতির শরৎকালীন ঘর্ম্মতাপগ্লানি অপনোদন করিয়া উদিত হইয়াছিলেন। ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নূতন কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, অখণ্ড মণ্ডল, কুমুদবিকাশশীল, রমানন সদৃশ চন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহার কোমল কিরণে সুরঞ্জিত বনস্থলী দর্শন করিয়া সুন্দরনয়না কামিনীগণের মনোহর, অব্যক্ত মধুর গান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে কামবীজ ক্লীঁ গান করিয়াছিলেন। ৩

কামবর্দ্ধক সেই গীত শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণগৃহীত-চিত্তা ব্রজস্ত্রীগণ, সাপত্ন্যভাব পরিহার পূর্ব্বক পরস্পর কেহ কাহাকে নিজ নিজ উদ্যম না জানাইয়া যে স্থানে সেই কান্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় সত্বর গমন করিয়াছিলেন, বেগে আগমন করাতে তাঁহাদের কর্ণকুণ্ডল অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল। ৪

বিবৃতি—চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কুলাদিপুরুষ, তিনি পুরাতন ও দ্বিজরাজ হইয়াও রমণার্হ স্বীয় বহু স্ত্রীসত্ত্বেও যদি ইন্দ্রভার্য্যা পূর্ব্বদিগ্‌বধূর পুরুভার্য্যায় মুখ স্বকর দ্বারা স্পর্শ করেন, নিজে তাহাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাকেও অনুরাগবতী করেন, তাহা হইলে তদ্বংশীয় পত্নী-বিরহিত কৃষ্ণের পক্ষে গোপরমণীরমণে দোষ হইতে পারে না। ফলকথা—এই সকল বর্ণনা দ্বারা ভগবানের রিরংসাবির্ভাবের কারণই বলা হইয়াছে। চর্ষণী শব্দে মানুষী প্রজাকে বুঝায়, যথা—"অর্য্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ। যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা পরিকল্পিতা।" চন্দ্রোদয়ে দিবসের তাপজ গ্লানি অপনোদিত হয়। ২

ইহাও উদ্দীপন বিভাব। ভগবান্ যমুনার তীরভাগে আসিয়া মধুর বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই স্থান রাসৌলি নামে প্রসিদ্ধ। এই শ্লোকে বিশেষ্য চন্দ্র, অপর বিশেষণ সকল রমা-আননেরও হয়। রমা পদে লক্ষ্মী, তাঁহার আননসদৃশ চন্দ্র, লক্ষ্মীর ভ্রাতা, সুতরাং উভয়ের আকার-সাদৃশ্য থাকা সম্ভব, অথবা রমা পদে রাধা অথবা রমাপদে গোপীগণ, ইহাদের বদনবৎ আহ্লাদজনক চন্দ্র দর্শনে তাহাদের স্মরণ হওয়ায় রিরংসা জন্মিয়াছিল, নব-কুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণবর্ণ, পক্ষে নবকুসুম চর্চ্চা দ্বারা অরুণবর্ণ, অখণ্ডমণ্ডল, পূর্ণ ষোড়শ কল, পক্ষে যথাবৎ পরিমাণ-যুক্ত কুমুদ বিকাশশীল, পক্ষে পৃথিবীর হর্ষ কর্ত্তব্য যাহার, এবং স্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা বনস্থলী অনুরঞ্জিত দেখিয়া বংশী-যোগে অব্যক্তমধুর গান—যাহা বামনয়নাগণের মনোহর, উহা করিয়াছিলেন,—শ্লেষ দ্বারা কামবীজ গান করিয়াছিলেন। এই স্থানে সঙ্কর রাগভেদে স্বরপরম্পরা যেরূপ হয় এবং বংশীভেদ—তোষণীকার প্রমাণ সহ দেখাইয়াছেন। ৩

যদিও 'বামদৃশাং মনোহরং' ইহা দ্বারাই অনঙ্গবর্দ্ধনত্ব পাওয়া গিয়াছিল, তথাপি এই অনঙ্গবর্দ্ধনং পদ দ্বারা তাহার আতিশয্য বুঝাইয়াছে। পূর্ব্বে তাহা সূক্ষ্মরূপ ছিল, এক্ষণে তাহা পল্লবিত হইল, এই অর্থ বুঝাইয়াছে। ইহা দ্বারা সেই গান অমৃতসেক তুল্য, ইহাও উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে; নতুবা সদ্য সেইরূপ হইতে পারিত না। কৃষ্ণগৃহীতমানসা,—কৃষ্ণ পরমকর্ষক, সুতরাং তিনি গোপীদিগের মন ও মানস-ভয় লজ্জা ধৃতি প্রভৃতি সকলই আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহারা ঐ সকল পরিত্যক্ত হওয়ায় পরস্পরের অলক্ষ্যে পরমোদ্যমে অতিশয় দ্রুত কান্তসমীপে গিয়াছিল। কৃষ্ণের বেণুবাদ্য পরমাকর্ষণ বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া তাহারা পথে যাইতে পথভ্রম করিয়া অন্যত্র গমন করে নাই। ৪

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥৫॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥৬॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥৭॥
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥৮॥

কোন কোন গোপাঙ্গনা দোহন করিতেছিলেন, তাঁহারা দোহন পরিত্যাগ করিয়া কালবিলম্বসহনে অসমর্থা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন; কেহ কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা চুল্লীর উপরেই থাকিল এবং যাঁহারা গোধূমকণান্ন পাক করিতেছিলেন, তাঁহারা পক্ক ক্বাথ চুল্লী হইতে না নামাইয়া চলিলেন। ৫

কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, এবং কেহ কেহ পতি-শুশ্রূষা করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ বা ভোজন করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। ৬

অন্য গোপীসকল অঙ্গরাগ লেপন ও অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিতেছিলেন, আর কতিপয় গোপী লোচনে অঞ্জন দিতেছিলেন, তাঁহারাও গীতশ্রবণে সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করিয়াছিলেন, ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের বসন ও ভূষণ ঊর্দ্ধ ও নীচে ধারণ দ্বারা স্থানতঃ স্বরূপ-বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইল। ৭

(কুলবধূগণের সর্ব্বাপেক্ষা দুস্ত্যজ লজ্জাদি পরিত্যাগের কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে) হে রাজন্! সকল গোপীই পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণা হইয়াও গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্তা অতএব মোহিতা, তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না। ৮

বিবৃতি—ভগবানের পরমমোহন বেণুধ্বনি শ্রবণে নিজেদের দেহ, দৈহিকাদি সকল উপেক্ষা করিয়া ও আত্মকর্ম্ম ও লোককর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারা কৃষ্ণ সমীপে গিয়াছিলেন, এই কথা তিনটি শ্লোকে বলা হইয়াছে। কতকগুলির স্বজাত্যুচিত কর্ম্মত্যাগের কথা এই শ্লোকে বলিয়াছেন। অনেকগুলি দল ছিল, তন্মধ্যে কোন দলে এইরূপ ঘটিয়াছিল। ৫

এই শ্লোকের তিন পাদেই লোকধর্ম্মত্যাগের কথা আছে, পরিবেশনত্যাগাপেক্ষায় অতি স্নেহাস্পদ পরিত্যাগ দ্বিতীয় পাদে বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় পাদে ধর্ম্মপরিত্যাগ ও চতুর্থ পাদে দেহাপেক্ষা পরিত্যাগ বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ভগবৎপ্রেমাবিষ্টের পক্ষে দেহশুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচার নাই। ৬

এই শ্লোকে বিভ্রমাখ্য অনুভাব বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ, বিভ্রমো-হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ' ইহা দ্বারা তাহাদের বেশাদি অপেক্ষায় কৃষ্ণপ্রেমই অধিক সূচিত হইয়াছে। ৭

কুলবধূগণকে পতি, কুলকন্যাগণকে পিতা কৃষ্ণসমীপে যাইতে বাধা দিলেও তাহারা গিয়াছিল; কারণ, তাহারা মোহিত, মোহের প্রতি কারণ, গোবিন্দ কর্ত্তৃক তাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছিল। ইহা পতি, পিতা প্রভৃতির শৈথিল্যের কারণ। 'রক্ষেৎ কন্যাং পিতা প্রৌঢ়ে পতিপুত্রস্ত বার্দ্ধকে। অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং ন স্বাতন্ত্র্যং কচিৎ স্ত্রিয়াঃ," এই নিয়মানুসারে তাহারা বাধা দিয়াছিল। ৮

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥৯॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥১০॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥১১॥

কতকগুলি গোপী গৃহের অভ্যন্তরে ছিল, তাহারা পতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায় বাহিরে যাইতে পারে নাই, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণভাবনানিয়তা তাহারা মিলিতলোচনে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিল। ৯

হে রাজন্! দুঃসহ প্রিয়জনবিরহ জন্য তীব্র-তাপে সেই সকল গোপীর সমুদায় অশুভ নষ্ট হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি জন্য পরম দুঃখভোগ দ্বারা তাহাদের সমস্ত পাপক্ষয় হইল, এবং ধ্যানযোগে তাঁহার আলিঙ্গন প্রাপ্ত হওয়ায় তজ্জন্য পরম সুখভোগ দ্বারা সমস্ত পুণ্যও প্রক্ষীণ হইল। ১০

যদিও শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের উপপতি বোধ ছিল, তথাপি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ায় তৎকালীন সুখ দুঃখ দ্বারা অশেষ কর্ম্মবন্ধন ক্ষীণ হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া তাঁহারা গুণময় (পাঞ্চভৌতিক) দেহ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু চিন্ময় দেহে কৃষ্ণসঙ্গে মিলিত থাকিলেন। ১১

বিবৃতি—যাহারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত,এই কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-প্রেয়সীগণ দ্বিবিধ, নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা, এই বিষয় অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্রে, ব্রহ্মসংহিতায়, মাৎস্যে, গৌতমীয়তন্ত্রে, ঋক্‌-পরিশিষ্টে বিবেচিত হইয়াছে। রাধা ও রুক্মিণ্যাদি নিত্য-সিদ্ধা, অন্য সকলে সাধনসিদ্ধা। পাদ্মোত্তর খণ্ডে আছে, শ্রুতি-সকল, ঋষিজ, গোপকন্যা ও দেবকন্যা এই চতুর্ব্বিধ ; ইঁহারা কখনও মানুষী নহেন, অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষী নহেন, যাঁহাদের গোপদেহ-সংসর্গে পুত্রাদি হইয়াছিল, তাঁহাদের সিদ্ধদেহ নয়, পরে নিত্যসিদ্ধার সাহচর্য্যে কৃষ্ণে প্রেম হয়, তাঁহারাই অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকেই মীলিত লোচনে ধ্যান করিয়াছিলেন। ইঁহারা গোকুলে জন্মলাভ করায় সিদ্ধপূর্ণভাব, পরন্তু সিদ্ধদেহ নহেন। ৯

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহরূপ বিপ্রলম্ভাখ্যভাবজনিত তীব্র তাপ দ্বারা তাঁহাদের অশুভসকল নষ্ট হইয়াছিল এবং ধ্যানপ্রাপ্ত প্রিয়তমালিঙ্গনজনিত পরম সুখপ্রাপ্তি দ্বারা মঙ্গলসকল নষ্ট হওয়ায় পাপ ও পুণ্য দুই ছিল না, এবং কাজেই তাঁহারা মুক্ত হইয়াছিলেন, এই কথা বিষ্ণুপুরাণে বিস্পষ্ট ভাবে কথিত হইয়াছে। যথা—

"তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনশেষপাতকা, তচ্চিন্তা বিপুলা-হ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়াথবা, নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা।"

বৈষ্ণবগণ এই অর্থে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা বলেন, বহিরঙ্গ বা বহির্মুখদিগের প্রতি কৃষ্ণ তাহাদিগকে মোক্ষ দিয়া-ছিলেন। এই অর্থ অন্তর্মুখগণের প্রতি ; এই অর্থ যথা—সেই সময়ে প্রিয়তমবিরহ-সংযোগজনিত দুঃখ ও সুখ অপরি-মিত প্রাপ্ত হইয়া তাহারা লব্ধমনোরথ হইয়াছিল, কিন্তু ভগবদ্‌বিরহ সংযোগজন্য দুঃখ ও সুখ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মনাশ হইয়াছিল, এই ব্যাখ্যা বৈষ্ণবদিগের হইতে পারে না ; কারণ, তাঁহাদের মতে বিরহ ও সংযোগের পাপ-পুণ্য ফল নাই।১০

জার শব্দ অসভ্যগণ উপপতি অর্থে ব্যবহার করে, এ স্থানে উহার অর্থ নিন্দনীয় মাত্র, যেমন পূতনাবধ প্রস্তাবে জিঘাংসয়াপি হরয়ে ইত্যাদি তদ্বৎ। যেমন রাজরাজ-লীলা হইতে পার্থসারথিরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ উৎকৃষ্ট শান্ত রস হইতে শৃঙ্গার রস, এবং তন্মধ্যেও দাম্পত্যভাব হইতে ঔপপত্য ভাব শ্রেষ্ঠ, মণিমুক্তালঙ্কার অপেক্ষা ময়ূরপুচ্ছ গৈরিক ধাতু প্রভৃতি যেমন শ্রেষ্ঠ। এখানে সেই জন্য তাহারই উল্লেখ, ইহা বৈষ্ণবগণ মনে করেন। কেহ কেহ যোগমায়া-কৃতানুকূল্যে সেই রাত্রে, কেহ কেহ বা অন্য রজনীতে অভিসার করিয়া রাসবিহারীকে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। এ স্থানে জিজ্ঞাস্য এই—যাঁহারা পুরুষান্তরের অভুক্তা, তাঁহাদের সহিত ভগবদ্বিলাস কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগমায়া অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছিলেন, অথবা বেণুবাদনকালেই তাঁহাদের দেহ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছিল। গুণময় ও চিন্ময়,—তন্মধ্যে গুণময় দেহ স্বপতি-ভুক্ত, সেই দেহই ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই স্থানে সিদ্ধান্ত এই—গুরূপদিষ্ট ভক্ত্যারম্ভ কালে শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তনাদি রূপ শুদ্ধ-ভক্তি শ্রবণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেহ নির্গুণ হয়, গীতায়ও আছে, নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ। ইহা হইতে বুঝা যায়, ভক্ত ভগবদ্‌গুণাদিকে যখন স্বেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করেন, তখন নির্গুণ হয়েন, এবং ব্যবহারিক শব্দাদি গ্রহণে গুণময়ও হয়েন। সুতরাং ভক্তদেহের আংশিক ভাবে নির্গুণত্ব ও গুণময়ত্ব আছে, অতএব গুণময় দেহের

শ্রীরাজোবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে। গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥১২॥

শ্রীশুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥১৩॥

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণকে—পরম পুরুষ পরমাত্মা হইলেও—নিজেদের রমণ বলিয়া ব্রহ্মভাবে জানিতেন না, তবে কৃষ্ণের সহিত বিহার করিব, ইত্যাদি রূপ গুণ বিষয়ক বুদ্ধিসম্পন্নাদের গুণপ্রবাহের বিরহ কিরূপে হইল? অথবা তাহারা কৃষ্ণকে কেবল কান্ত বলিয়াই জানিত, তিনি যে ব্যাপক তাহা জানিত না, তবে ইনি সুন্দর—ইনি বিদগ্ধ এইরূপ গুণবুদ্ধিসম্পন্না তাহাদের বিরহাভাব রূপ গুণপ্রবাহো পরম হইয়াছিল। ১২

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে প্রকারে ভগবান্ হৃষীকেশকে বিদ্বেষ করিয়াও শিশুপাল সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তখন যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাহারা যে সিদ্ধিলাভ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে। ১৩

ক্ষীণত্বাদি সম্ভব হয়, সম্পূর্ণ প্রেম উৎপন্ন হইলে গুণময় দেহাংশ নষ্ট হইয়া দেহ নিগুর্ণ হয়। প্রক্ষীণবন্ধনাঃ শব্দের অর্থ—যোগমায়ার আনুকূল্যে অবিদ্যাবন্ধনও পত্যাদি বারণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, মরণ জন্য দেহপাত হইয়াছিল এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। পরে উক্ত হইয়াছে, যাহারা সেই দিন রাস লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাও আমাকে পাইয়াছিল।

অন্তর্গৃহে নিরুদ্ধ গোপীরাও দ্বিবিধ, গোকুলগত ও মুনিচরী গোপীদের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃত গুণময় শরীর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই শুদ্ধ চিন্ময় শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষান্তরাস্পৃষ্টা ছিলেন এবং যোগমায়া কর্ত্তৃক নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গে অভিসার করিয়াছিলেন। যাঁহারা বহির্গুণময় শরীরযুক্তা, তাঁহারা কৃষ্ণবিরহতাপে গুণময় দেহত্যাগে পুরুষান্তর-স্পর্শদোষরহিত হইয়া চিন্ময় শরীরে কেহ কেহ সেই রাত্রিতে কেহ কেহ বা রাত্র্যন্তরে অভিসার করিয়াছিলেন। তার পর রাসবিলাস প্রাপ্ত হইয়া রাত্র্যন্তে নিত্যসিদ্ধাগণের সহিত পতিগৃহে আসিয়াছিলেন এবং তদবধি আর পতিসঙ্গ করেন নাই, যোগমায়াই তাহা রক্ষা করিয়াছেন, এবং তদবধি পতিপুত্রাদিতে মমতাশূন্য হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা অন্তর্গৃহে নিরুদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের পুত্র ছিল না। অগ্রিম গ্রন্থে অপত্যশব্দে সপত্নীপুত্র অথবা ভ্রাতৃপুত্র বুঝিতে হইবে।১১

বিবৃতি—যদিও পরীক্ষিৎ ভগবন্মাহাত্ম্য জানিতেন, তথাপি অন্তর্মুখ সন্দিহান ও বহির্ম্মুখ সন্দিহানগণের সন্দেহ নিরাসার্থ এই প্রশ্ন করিয়াছেন।

হে মুনে! কৃষ্ণকে তাহারা কেবল কান্ত, সর্ব্বৈশ্বর্য্য গুণনিবন্ধন পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত, ব্রহ্মভাবে নির্গুণরূপে জানিত না, যদিও গুণবুদ্ধি তাহাদের গুণময় দেহ ছিল না, তথাপি আবির্ভূত ভগবদ্‌গুণশালিনীদের গুণপ্রবাহোপরম কিরূপে হইল? যদি তাহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে না জানিত, তবে তাহাদের তৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" যেমন পতিপুত্রাদি বাস্তবিক ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহাদের ভজনে কাহারও মোক্ষ হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণকেও ব্রহ্মরূপে না জানা পর্য্যন্ত মোক্ষ হইতে পারে না। ১২

শুকদেব জানিতেন ইহা রাজার প্রশ্ন নহে, তথাপি বহির্ম্মুখগণকে ভর্ৎসনা বাক্যেই বলিতেছেন—রাজন্, তুমি মেধাশূন্য, নতুবা এত শীঘ্র কি করিয়া ভুলিয়া গেলে, শিশুপালের কথা তোমাকে বলিয়াছি। সে ভগবানের উপর বিদ্বেষ্টা হইয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এখন ভগবৎ-প্রিয়গণ কেন সিদ্ধ হইবে না? পূর্ব্বে সপ্তম স্কন্ধে শিশুপালের কথা বর্ণিত হইয়াছে। হৃষীকেশ ব্রহ্মাদির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াও মর্ত্ত্যলোকে পরম নীচগণেরও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত—তাহাদিগকে উদ্ধারার্থ এই কৃপা। এই গোপীগণ সেই অতীন্দ্রিয় ভগবানের বিষয়াশ্রয়ীভূত, সুতরাং সিদ্ধির পাত্র সন্দেহ নাই। অঘাসুরের সিদ্ধির কথা না বলিয়া দূরবর্ত্তী শিশুপালের কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, শিশুপালের দ্বেষাভিনিবেশোদ্রেকে মুনিশাপজ গুণময় দেহের উপশম হইয়াছিল! অভ্যন্তরে চিন্ময় পার্ষদ দেহ নিত্য ছিল, এই স্থানে হৃষীকেশ ও অধোক্ষজ নামদ্বয়ের নিরুক্তি হইতে তদ্‌জ্ঞানাপেক্ষায় তাহাদের সিদ্ধির নিমিত্ত তদ্‌গুণবিশেষ প্রকাশিত, ইহা দেখান হইয়াছে। ফলতঃ সকল জীবই ব্রহ্ম, ইহা সত্য, কিন্তু অন্যান্য জীবে তাহা আবৃত, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৃষীকেশ, এজন্য তাঁহাতে ব্রহ্মত্ব অনাবৃত, অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মবোধের অপেক্ষা নাই। ১৩

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥১৪॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥১৫॥
নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥১৬॥
তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ। অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥১৭॥

(দেহী কি প্রকারে অনাবৃত হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) হে রাজন্! মানবগণের পরম মঙ্গলের জন্য ভগবানের রূপাভিব্যক্তি, পরন্তু তিনি অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ এবং গুণনিয়ন্তা, সুতরাং অন্য দেহীর মত তাঁহাকে বলা যায় না। ১৪

(অতএব যে কোন প্রকারেই হউক ভগবানে আসক্তি জন্মিলে তাহা মুক্তির কারণ হয়, এই কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।)

ভগবানের প্রতি নিত্য কাম অথবা ক্রোধ কিম্বা ভয় অথবা স্নেহ কিম্বা সম্বন্ধ অথবা ভক্তিবিধান করিয়া তন্ময়ত্ব (ভগবন্ময়ত্ব) প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫

(ইহা ভগবানের অত্যন্ত ভার নহে, এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! এজন্য তুমি ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিস্ময় করিও না। জীবের কথা কি? স্থাবরাদিও ইঁহার নিকট মুক্তি লাভ করে। ১৬

সেই সকল ব্রজসুন্দরীগণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া বাগ্মিপ্রবর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাগ্বিলাস দ্বারা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৭

বিবৃতি—এই শ্লোকোক্ত চারিটি বিশেষণ দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব বলা হইয়াছে, প্রতি নিয়ত নানা ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াও তিনি অব্যয়। অব্যয় কেন? অপ্রমেয়-অপরিচ্ছিন্ন, তাহা কেন নির্গুণ—গুণাতীত, তাহা কেন গুণপ্রবর্ত্তক? অন্য সমান, অথবা মানব জাতির নিঃশ্রেয়সার্থ ব্যক্তি অর্থাৎ জন্ম, অন্যথা ইহা সম্ভব হইত না। অব্যয়—জন্মাদি বিকার-রহিত; নির্গুণ—মায়া-গুণাতীত, এবং মায়া-গুণের প্রবর্ত্তক অন্য সমান। ১৪

কাম দ্বিবিধ,—গোপীগণের ন্যায় প্রেমময়, সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতির ন্যায় রিরংসাময়, ক্রোধ—দ্বেষ শিশুপালাদির, ভয় কংসের, স্নেহ বৃষ্ণি-পাণ্ডবাদির অথবা ব্রজবাসিগণের, ঐক্য আত্মারামগণের, সৌহার্দ্দ ক্রথ কৌশিকাদির কল্যাণ-গুণ-সম্পন্ন ভগবানে ভয় ও দ্বেষ অনুমত নহে; কিন্তু স্নেহ অথবা সৌহার্দ্দই সকলে করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। নারদ বলিয়াছেন—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"। তবে যে ভক্তিযোগকে অতিক্রম করিয়া বৈরভাবের প্রশংসা করিয়াছেন, উহা ভাবমার্গে হেয় হইলেও তন্ময়কারিতা নিবন্ধন বুঝিতে হইবে, এবং উহা দ্বারা স্নেহ ও সৌহার্দ্দই অনুমত বুঝায়। ১৫

অন্যে বিস্ময় করিলেও তুমি গর্ভ হইতে ইঁহার মাহাত্ম্য জান, সুতরাং বিস্ময় করিতে পার না। তিনি গোচারক হইলেও ভগবান্, দেবকী-গর্ভজাত হইলেও অজ, গোপস্ত্রী-লাম্পট্য থাকিলেও যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ সর্ব্বাবতারের মূল, ইঁহার প্রতি বিস্ময় করিও না। যাহা হইতে এই স্থাবরাদিও মুক্ত হয়; তল্লীলাপরিকর ভিন্ন হইলেও জগৎ অধুনাও কাম-স্নেহাদি ভাবের অনুসরণ করিয়া গুণপ্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৬

প্রাসঙ্গিক বিরোধ সমাধান করিয়া প্রস্তুত বিষয় বলিতেছেন। যে হেতুক ভগবান্ নর্ম্মোক্তি চতুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্যই তিনি—ব্রজরমণীগণ সহজপ্রেম-পরায়ণা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইলেও এবং তাহারা তাদৃশ প্রেমবিকার প্রাপ্ত হইলেও, সেই সময়ে নিজ সমীপে আগত হইলেও, সাক্ষাৎ দর্শন করিলেও এবং নিজে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাহাদের ভাবাভিজ্ঞ হইলেও কপট বাক্য দ্বারা বিমোহিত করিয়া বলিয়াছিলেন। ফল কথা, ব্রজসুন্দরীগণের মুখে নির্লজ্জভাবে কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনিবার আশায় নিজের দাক্ষিণ্যভাব ত্যাগ করিয়া বাল্যভাবাবলম্বনে কপট বাক্যে বেণুনাদমুগ্ধা গোপীগণকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন। ১৭

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্ ॥১৮॥

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা। প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥১৯॥

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।

বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ়্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥২০॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ, তোমাদের সুখে আগমন হইল ত ? আমি তোমাদের কি প্রিয় করিব ? (সকলে সম্ভ্রমে আসিতেছ দেখিয়া ভয় হইতেছে) ব্রজের কুশল ত ? আগমনের কারণ কি বল ? ১৮

(ভগবদ্বাক্যে গোপীদিগের লজ্জাযুক্ত ঈষৎ হাস্য লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন) হে সুমধ্যমা (ক্ষীণোদরী) সুন্দরীগণ ! এই রজনী ঘোররূপা এবং ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ-নিষেবিত, সুতরাং শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, এ সময় এখানে স্ত্রীলোকের থাকা উচিত নয়। ১৯

তোমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং পুত্রগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করিতেছে, অতএব বন্ধু-বান্ধবের ভয়োৎপাদন অথবা বন্ধুগণ হইতে নিজেদের ভয়োৎপাদন করিও না। ২০

বিবৃতি—হে ভাগ্যবতীগণ ! তোমাদের কি প্রিয় করিব ! কিছুই করিতে সমর্থ হইব না, অথবা যাহা করিতে হইবে তাহা বল, কারণ, মহাভাগ্যবতীর প্রিয়াচরণে পুণ্য হয়। পূর্ব্বে যজ্ঞপত্নীদিগকেও এই কথাই বলা হইয়াছিল, পরে ঔদাসীন্য দেখান হয়। এ স্থানে কি প্রিয় এই কথা শ্লেষপূর্ব্বক বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ ইহাদের আগমন দর্শনে পরম প্রীতিসহকারেই বলিয়াছেন যে, স্বাগতম্ ইত্যাদি। ইহা সদাচারাবলম্বনে সকলেই বলে। কৃষ্ণের বাক্যে তাহাদিগকে উত্তর দিতে না দেখিয়া বলিলেন, ব্রজের মঙ্গল ত ? তাহাতেও কিছু না বলিলে বলিলেন, আমি বুঝিতে পারি নাই, তোমাদের আগমনের কারণ কি, তাহা বল ? এখানে প্রত্যেক বাক্যই উপেক্ষাযুক্ত ও প্রার্থনাময়। তোমাদের মহাভাগ্য, কারণ, এইরূপ বন, জ্যোৎস্না রাত্রি, নবযৌবন, তাহাতে এই অনুবর্ত্তী জন অনুকূল, সুতরাং মহাভাগ্য, তোমাদের কি প্রিয় করিব, হৃদয়গত ভাব ব্যক্ত কর। তাহাতেও উত্তর দিতে না দেখিয়া বলিলেন, ব্রজের কুশল ত ? আগমনের কারণ বল, লজ্জা করিও না। ১৮

কুলবধূগণের বাহিরের বনে আসা উচিত নয়, বহু স্ত্রী দল বাঁধিয়া আসিলে দোষ হয় না, যদি দোষ হয়, তবে ব্রজেও কি এই রজনী নাই, তবে এরূপ ঘোররূপা নহে ; এখানে তামস স্বভাবের স্ফুত্তিব্যক্তি হয়, এখানে অসহায় এবং সেখানে স-সহায়, এ স্থানে ভীষণ প্রাণিগণ বাস করে, অতএব ব্রজে ফিরিয়া যাও, এখানে স্ত্রীগণের থাকা উচিত নয় ; কারণ, তাহারা অবলা, পরন্তু পুরুষগণ স্ত্রীগণের ন্যায় অল্পসত্ত্ব নহে। অথবা রঞ্জনকারিণী জ্যোৎস্নাশালিনী এই রাত্রি চন্দ্রিকাময় বলিয়া অঘোররূপা এবং বৃন্দাবনে হিংসা না থাকায় অহিংস্র মৃগাদি-নিষেবিত ; সুতরাং এখানে ভয় পাইও না অথবা স্বপতি প্রভৃতির ভয় করিও না, তাহারা হিংস্র জন্তুর ভয়ে এখানে আসিবে না। অতএব ব্রজে যাইও না, তোমরা সুন্দরী, তোমাদের এখানেই থাকা উচিত। উপেক্ষাময় ও অপেক্ষাময় কৃষ্ণোক্তি বুঝিতে হইবে। ১৯

কুমারীগণকে লক্ষ্য করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, এই কথা বলা হইয়াছে। বিবাহিত বলিয়া যাহাদের বুঝায়, তৎ-সম্বন্ধে পতি ও পুত্রের কথা যাহা বলা হইয়াছে, উহা পরিহাসার্থ কল্পনামাত্র, ইহা অগ্রে দেখান হইবে। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ আসিয়া তোমাদিগকে আমার পার্শ্বে দেখে, তাহা হইলে তোমাদের ও আমার লজ্জা ও ভয় হইবে। অতএব এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার ও নিজেদের ভয় উৎপাদন করিও না। অথবা ভগবান্ সাভিনয়ে বলিতেছেন, আমার পার্শ্বে স্ত্রীগণের থাকা উচিত নয়, আমি ব্রহ্মচারী, আমার স্ত্রীসঙ্গ পরিহার করাই ধর্ম্ম। নির্জ্জন বনে প্রদোষ সময়ে বিশেষ দোষ হইবে, তোমাদের দুষ্কীর্ত্তি নিশ্চয় হইবে, অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রতিনিবৃত্ত হও। অথবা তোমাদিগকে না দেখিয়া অন্বেষণই করিবে, এখানে আসিবে না, এ স্থান নিবিড় বন ও দূর ; সুতরাং বন্ধুগণ হইতে ভয় নাই, সুখে আমার সহিত বিলাস কর। ২০

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্। যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥২১॥
তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥২২॥
অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ। আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ ॥২৩॥
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া। তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥২৪॥

(ভগবদ্বাক্য শ্রবণে ঈষৎ প্রণয়কুপিতা গোপীগণকে অন্য দিকে অবলোকন করিতে দেখিয়া ভগবান্ পুনরায় বলিতে লাগিলেন) হে সুন্দরীগণ! এই কুসুমিত বন পূর্ণচন্দ্রের সুরম্য কিরণস্পর্শে অনুরঞ্জিত, এবং যমুনাস্পর্শি পবনের মন্দ মন্দ সঞ্চরণে কম্পমান তরুপল্লবে শোভিত হইয়াছে ইহা দেখিয়াছ। ২১

অতএব এক্ষণে তোমরা ব্রজে গমন কর, বিলম্ব করিও না। হে সতীগণ! তোমরা নিজ নিজ পতিদিগের সেবা কর, গৃহে তোমাদের বৎস ও বালকগণ রোদন করিতেছে। তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও এবং দুগ্ধাদি দোহন কর। ২২

(এই কথায় গোপীদিগের ক্রোধে নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিলে বলিলেন) অথবা বোধ হয়, আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন তোমরা বশীকৃতচিত্তা হইয়া এখানে আসিয়াছ, হে সুন্দরীগণ! ইহা যুক্ত বটে, যেহেতু সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে। ২৩

(দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভয় প্রদর্শন দ্বারা নিবৃত্ত করিতেছেন) হে কল্যাণী অর্থাৎ সাধ্বীগণ! অকপটভাবে পতির এবং তাহার বন্ধুবর্গের শুশ্রূষা ও পুত্র-কন্যাদিগের লালন-পালন করাই স্ত্রীলোকদিগের পরম ধর্ম্ম। ২৪

বিবৃতি—গোপীগণ কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে বনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বলিলেন, বনং কুসুমিতং দৃষ্টম্। তৎপরে তাহারা আকাশ অবলোকন করিলে বলিলেন, রাকেশকররঞ্জিতম্। পরে যমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বলিলেন, যমুনানিলেত্যাদি। পক্ষান্তরে, এই বৃন্দাবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে পূর্ণচন্দ্রা রজনী, তাহাতে চারিদিকে যমুনা, তাহাতে আবার শৈত্য-সৌগন্ধ্য মান্দ্যগুণশালী পবন প্রবাহিত। ইহারা উদ্দীপন-বিভাব, এবং আমি আলম্বনবিভাব, তোমাদের রসিকতা পরীক্ষিত হইবে। ২১

তোমাদের বনশোভা দর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে গোষ্ঠে যাও, সেই স্থানে তোমাদের সকল প্রিয়সামগ্রী রহিয়াছে; সুতরাং তথায় যাওয়া উচিত, বিলম্ব করিও না। তোমরা সতী, পতিশুশ্রূষা কর, নতুবা সাধ্বীত্ব ভঙ্গ হইবে। বৎস ও শিশুগণ কাঁদিতেছে, অতএব তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও, তাহাদের জন্য দুগ্ধদোহন কর। ইহারা সকলেই কৃষ্ণবধূ, সুতরাং তাহাদের অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না, তবে তাদৃশ বাক্য ব্যবহার তাহাদের উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ, ইহাদের অন্য পুরুষসঙ্গ না হওয়ায় পুত্রাদিও হয় নাই, তবে স্নেহ বশে ভ্রাতৃপুত্রাদিকে যে পালন করিত, তাহারাই তাহাদের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই জন্য মূলে পুত্র শব্দের পরিবর্ত্তে 'পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। বলদেব শাস্ত্র সম্বন্ধেও বর্ণিত আছে—"সম্যুতঃ সন্মুখঃ প্রায়াৎ"। যদি তাহাদের উদরজাত পুত্র থাকিত, তবে তাহারা রাসনৃত্য-নায়িকা হইতে পারিত না, এই সম্বন্ধে বহু প্রমাণ তোষণীকার দেখাইয়াছেন। ভগবানের সপুত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ পরিহাসপর—দোষঘাটনপর নহে। শ্লিষ্টার্থ এই প্রকার—যখন বন্ধুগণ হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই, এবং বনশোভা রতিসামগ্রী রহিয়াছে, তখন শীঘ্র যাইও না; যদি যাও, তবে বিলম্বে রাত্রিশেষে, পতিদের সেবা করিও না, বালকরা ক্রন্দন করে না, তাহাদের দুগ্ধপান করাইতে বা তদর্থে দোহন করিতে হইবে না। ২২

চাতুর্য্যভঙ্গী দ্বারা ভাববর্দ্ধনার্থ বলিলেন, শ্লেষার্থ এই—যদিও অন্য প্রয়োজনে আসিয়াছ, তথাপি আমার প্রার্থনায় কিছুক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম কর। সাধারণ জীবজন্তু সকলেই যখন আমাকে ভালবাসে, তখন মহাভাববতী তোমাদের এই প্রীতি স্বাভাবিক। অতএব প্রীতি ও আদর পুরঃসর আমার সহিত বিহার কর। ২৩

ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষা ধর্ম্ম; কিন্তু উহাও কপটভাবে করিলে দূষিত হয়। ইহাও পরিহাস মাত্র, বাস্তবিক উহা পরম ধর্ম্ম নহে। শ্লিষ্টার্থ এই প্রকার—আমাকে ভালবাস বলিয়াই ইহা

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥২৫॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥২৬॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥২৭॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি বিপ্রিয়মকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্। বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥২৮॥

যে সকল স্ত্রী পতি-লোক ইচ্ছা করে, তাহাদিগের কর্ত্তব্য অপাতকী পতি, দুঃশীল, অথবা দুর্ভাগ্য, কিম্বা বৃদ্ধ, অথবা জড় কিম্বা রোগী অথবা নির্ধন, যে কোন অবস্থাপন্ন হউক না কেন, কদাচ পতিকে পরিত্যাগ করিবে না। ২৫

এবং কুলস্ত্রীগণের উপপতি-সংক্রান্ত সুখ, অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, দুঃখোৎপাদক, ভয়াবহ ও সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকে। ২৬

শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান এবং কীর্ত্তনে যেমন সহজে আমার প্রতি ভাবোদয় হয়, আমার সন্নিকর্ষে (সান্নিধ্যে) তেমন হয় না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। ২৭

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ এই প্রকার ভগবানের কথিত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ ও ভগ্নসঙ্কল্প হইলেন এবং দুরত্যয় (দুর্নিবার) চিন্তা প্রাপ্ত হইলেন। ২৮

যুক্তিযুক্ত এমত নহে, পরন্তু ধর্ম্মসম্মত। নিজের ইচ্ছায়, অন্যের দ্বারা বলপূর্ব্বক নহে; যাহাকে পতিত্বে বরণ করা যায়, সেই ভর্ত্তা, তাহার শুশ্রূষা করাই ধর্ম্ম। এই জন্যই ভীষ্ম অম্বাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা যখন স্ব-ইচ্ছায় আমাকে অকপটে বরণ করিয়াছ, আমি সত্য ভর্ত্তা, তোমাদের শুশ্রূষণীয়। বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে তোমাদের হৃদয় ও আমার হৃদয় সাক্ষী, এই অর্থই স্থাপন করা হইবে। দুঃশীল—চৌর্য্যাদিরত; দুর্ভগ—ভাগ্যহীন, যাহার উদ্যম নিষ্ফল হয়; বৃদ্ধ-জরাভিভূত—জড়-কর্ম্মাদিতে সামর্থ্যহীন; রোগী—মহারোগগ্রস্ত; অধন—অতি দরিদ্র, আদি শব্দের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ, ব্রজবাসীরা সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত, যাঁহারা লোকদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ ইহকালে যশ ও পরকালে স্বর্গ কামনা করেন, তাঁহারা পতি পরিত্যাগ করিবেন না। করিলে ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখই হইবে। তবে ইহা যদি স্থির হয় এবং দৌঃশীল্যাদি পাপযুক্ত হইলেও অপরিত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে নিখিল কল্যাণগুণযুক্ত আমি কিরূপে পরিত্যাজ্য হইব, এবং তাদৃশ দোষযুক্ত পতিগণ কেন ত্যাজ্য হইবে না। ২৪—২৫

বিস্মৃতি—স্বর্গ অদৃষ্ট বলিয়া উপেক্ষ্য হইলেও ইহলোকে যশের অপেক্ষা সকলের আছে, ইহা তাহার বাধক। যদি বল ইহা গুপ্ত থাকিবে, অযশের ভয় নাই, তাহা হইলেও ইহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার, যেহেতু অস্থির। যদি বল আমার সঙ্গে ইহা সুস্থির হইবে, তথাপি ইহা দুঃখসাধ্য; যদিও আমার সহিত স্বেচ্ছা-বিহারে সুখসাধ্য হয়, তথাপি পরলোকে ভয়াবহ। যদি বল তোমরা পরলোকের ভয় রাখ না, তথাপি সর্ব্বদা সর্ব্বদেশে ব্যবহারিক পারমার্থিক হিসাবে নিন্দিত ইহা সুনিশ্চিত, বিশেষ কুলস্ত্রীগণের পক্ষে। সুতরাং ঔপপত্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। শ্লেষার্থ এই—সর্ব্বত্র নিন্দনীয় হইলেও নারায়ণের পক্ষে দোষাবহ নহে; যেহেতু তিনি শুভাশুভ কর্ম্মাতীত। ২৬

শ্রবণাদি দ্বারা যেরূপ ভাব হয়, অঙ্গসঙ্গে সেইরূপ হয় না। বিরহে উৎকণ্ঠা দ্বারা ভাববৃদ্ধি, সংযোগে উৎকণ্ঠা-শৈথিল্যনিবন্ধন সেরূপ ভাব হয় না; বাস্তবিক, এই সকল কথা পরিহাসার্থ—তাহাদের প্রেমব্যগ্রতা দেখিবার নিমিত্ত। শ্লেষার্থ এইরূপ—যে সম্ভাব-বলে নিজের ভর্তৃত্ব, তদ্বৈপরীত্য-নিবন্ধন তাহাদের অভর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে, উহাই সম্ভব-পর নহে। কারণ, তুমি বিপ্রকৃষ্ট, তাহারা সন্নিকৃষ্ট। ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, শ্রবণাদি দ্বারা যেমন ভাব হয়, সন্নিকর্ষে তেমন হয় না; অতএব গৃহে যাও। শ্লেষার্থ এই—সন্নিকর্ষে সংযোগে যেরূপ ভাব (কন্দর্প) হয়, শ্রবণাদি হইতে সেরূপ হয় না। অতএব গৃহে যাইও না। এই স্থানের একটি ন উভয় দিকে অন্বিত বুঝিতে হইবে। ২৭

গোপীগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া পরিহাস বা অন্তর্নিহিত অন্য অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিকট গোবিন্দবাক্য অপ্রিয়কর ছিল, তাঁহারা বিভিন্ন ও দীর্ঘদিনের মনের সঙ্কল্প ভগ্ন হওয়ায় দুরন্ত

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্ম্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্ ॥২৯॥
প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎসংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥৩০॥

শ্রীগোপ্য উচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥৩১॥

(চিন্তিতা গোপীগণের অবস্থান-প্রকার বর্ণিত হইতেছে।) গোপীগণ, শোকজনিত দীর্ঘনিশ্বাসে শুষ্ক বিম্বফল তুল্য অধর যাহার—তাদৃশ মুখ সকল অবনত করিয়া এবং চরণ দ্বারা ভূমি বিলেখন (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে) করিতে করিতে ও কজ্জলযুক্ত অশ্রু দ্বারা কুচ-কুঙ্কুম ধৌত করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখভাবে তূষ্ণীম্ভূত হইয়াছিলেন। ২৯

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা এবং তাঁহার নিমিত্ত যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপীগণ অতিশয় রোদন দ্বারা আর্দ্রীভূত স্ব স্ব নয়ন মার্জ্জনা করিয়া ঈষৎ প্রণয়-কোপজন্য গদ্‌গদ বাক্যে প্রিয়তম হইয়াও অপ্রিয়বাদী শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিয়াছিলেন। ৩০

গোপীগণ বলিলেন, হে বিভো! এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আপনি বলিতে পারেন না। আমরা সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূল আশ্রয় করিতেছি, হে দুরবগ্রহ! আপনার জিদ-রক্ষাকারিন্! আমাদিগকে গ্রহণ করুন, ত্যাগ করিবেন না, যেমন আদিপুরুষ দেব মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করেন, উপেক্ষা করেন না। ৩১

চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। চিন্তা-প্রকার এইরূপ—ইনি প্রেমার্দ্র কোমল হইলেও আমাদের দুর্ভাগ্য নিবন্ধন কঠিন হইয়াছেন। তবে এখন কি পাদগ্রহণ করিয়া কাকুতি বাক্যে ইঁহার অনুনয় করিব, অথবা ইঁহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে কিছুকাল অপেক্ষা করিব অথবা শঠতা পূর্ব্বক ব্রজে ফিরিয়া যাইব, অথবা অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিব অথবা ইঁহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে যমুনা প্রবেশাদি দ্বারা সদ্য প্রাণত্যাগ করিব ইত্যাদি চিন্তা করিয়াছিলেন। ২৮

বিবৃতি—হে ভূমি! তুমি বিদীর্ণা হও, আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করি, এই উদ্দেশে পদ দ্বারা ভূবিলেখন। অত্যন্ত দুঃখে অবিচ্ছিন্ন কজ্জলধারায় কুচকুঙ্কুম ধৌত হইল, তাঁহারা দুঃখভরে বাক্যহীনা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ঠিক ক্রীড়াপুতুলের ন্যায়। ২৯

প্রত্যাখ্যান করায় অপ্রিয়বাদী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা কিছু বলিয়াছিলেন। অপ্রিয়বাদী হইলে তাহা হইতে মন না ফিরাইবার কারণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহারা অশেষাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব মন ফিরাইতে পারেন নাই। গোপীদিগের নেত্রমার্জ্জন দুইটি ভাবের সন্ধিজাত, প্রণয়কোপজ এক, দ্বিতীয়—শ্রীমুখাবলোকনার্থ, যাহারা অনুরাগান্ধ, তাহারা বিচার করিতে পারে না। ৩০

গোপীগণ কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে চারিটি দলে নিবদ্ধ থাকিয়া পর পর বলিয়াছিল, পতিপরিত্যাগে ও তোমার ভজনে আমাদের ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম,—তাহা পরে বিচার করা যাইবে; কিন্তু আমাদের পরিত্যাগে তোমারই ধর্ম্মদোষ অপরিহার্য্য। এইরূপ প্রাণঘাতক বাক্য তোমার বলা উচিত হয় না, কারণ, তুমি প্রেমার্দ্রহৃদয়, তোমার পক্ষে অমন বজ্রবৎ কঠিন বলা অনুচিত। আমরা যখন তোমার ভক্ত, তখন আমাদিগকে গ্রহণ কর—পরিত্যাগ করিও না। আমরা সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ার্থ—পতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। হে দুরবগ্রহ! অনন্যগতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। সুতরাং আমাদের পরিত্যাগে তোমারই অধর্ম্ম হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত ঈশ্বরেরও যখন তদ্ধর্ম্মপালনের আবশ্যকতা আছে, তিনি সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই যাহারা চাহে অথবা যাহারা মোক্ষও কামনা করে না, ভক্ত্যেকনিষ্ঠ তাহাদিগকে গ্রহণ করেন, অথবা তদ্ভিন্ন সমস্ত যাহারা ত্যাগ করিতে চায়, তাহাদের সকলকে স্বীকার করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদিগকে গ্রহণ কর। ৩১

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥৩২॥
কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্ নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥৩৩॥
চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্‌যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥৩৪॥

হে প্রভো, ধর্ম্মবেত্তা আপনি "পতি পুত্র বান্ধবদিগের অনুবৃত্তি করা (শুশ্রূষা করা) স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম্ম" এই যে বলিলেন, তাহা আপনাতেই বর্ত্তমান থাকুক; কেন না, আপনিই শুশ্রূষণীয়স্বরূপে উপদিশ্যমান পতি-পুত্রাদির অধিষ্ঠান; কারণ, আপনি ঈশ্বর, ঈশ্বর ভিন্ন পতি-পুত্রাদি কিছুই সম্ভব হয় না, হে দেব! আপনি দেহধারিমাত্রের প্রিয়তম, আত্মা ও বন্ধু, সুতরাং সকল বন্ধুর জন্য যাহা করণীয়, তাহা আপনাতেই থাকুক। ৩২

হে আত্মন্! শাস্ত্রনিপুণ জনগণ নিত্যপ্রিয় আত্মরূপী আপনাতেই রতি করিয়া থাকেন। পতি পুত্র প্রভৃতি কেবল পীড়াদায়ক, সে সকলে কি হইবে? অতএব হে বরদ! হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, হে অরবিন্দনেত্র! আমরা চিরকাল হইতে যে আশা পোষণ করিতেছি, তাহা ছেদন করিবেন না। ৩৩

(হে প্রভো! আপনি আমাদিগকে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, তাহা আমাদের অশক্য, কারণ, আপনিই আমাদের চিত্তাদি অপহরণ করিয়াছেন এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! আমাদের যে চিত্ত এতাবৎ কাল গৃহ-কার্য্যে সুখে রত ছিল, তাহা আপনি অপহরণ করিয়াছেন। যে দুইটি কর গৃহ-কার্য্যে রত ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছে। আর আমাদের পদদ্বয় আপনার পাদমূল হইতে এক পদও যাইতে পারিতেছে না, কি প্রকারে ব্রজে গমন করিব? এবং যাইয়াই বা কি করিব? ৩৪

বিশ্ববৃত্তি—শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম-মীমাংসা মত আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্ম-মীমাংসা মত অবলম্বন করিয়া তাহাতে আত্মত্বারোপ করিতেছেন। ধর্ম্মবিদা বলায় উপহাস করা হইয়াছে, এই সকল উপদেশবাক্য উপদেষ্টা তোমাতেই থাকুক অথবা ধর্ম্মোপদেষ্টা তুমি হইলেও ধর্ম্মজিজ্ঞাসমানা আমাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞ আপনি যাহা বলিয়াছেন, উহা ঐ প্রকার হউক। কিন্তু আপনি ধর্ম্মোপদেষ্টা নহেন, আত্মা। ইহার অর্থ এই, সর্ব্বধর্ম্মফলরূপ আপনাকেই যদি পাওয়া যায়, তবে অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন, আমরা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু নহি। অথবা এইরূপ উপদেশ গোচর পুরুষে থাকুক, আপনি ঈশ্বর স্বামী হইলে কি প্রয়োজন, আপনি শরীরিগণের আত্মা ফলরূপ। অথবা আপনি যে পত্যাদি শুশ্রূষণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন, উহা ঠিক তাহাই, কারণ, শুশ্রূষণীয় বলিয়া যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আপনি। উপদেশকর্ত্তা আপনাতেই উপদেশাস্পদত্ব হউক অর্থাৎ আপনি তাহার যোগ্য। ৩২

হে অরবিন্দনেত্র! পদ্ম যেমন রাত্রে মুদ্রিত থাকে, তদ্বৎ তুমিও নেত্র মুদ্রিত করিয়া আছ, নতুবা আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে না। অথচ তোমার দৃষ্টিতে আমাদের তাপ নষ্ট করে, সুতরাং আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহারা মঙ্গলময়ী সাধ্বী, তাহারা দুঃখ-খণ্ডক পতি পুত্র প্রভৃতি দ্বারা নিজ গৃহে ও নিজেতে নিত্য প্রিয় থাকিলে কি তোমাতে রতি করে? কখনই না। অতএব হে বাঞ্ছিতপ্রদ! হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা দীর্ঘকাল এখানে থাকিব না, শীঘ্র নিজগৃহে যাইতে অনুমতি দেও, এবং তোমাতে ধৃতা তোমার অঙ্গ-সঙ্গের আশা ছেদন কর। হে বরদ! যদি আমাদিগকে অন্যোঢ়া মনে করিয়া দয়া না কর, তবে এই অনুরাগণকে কেন কাঁদাইতেছ? ভগবন্! সৎপুরুষগণ ফলবতী লতা ছেদন করেন না। ৩৩

পূর্ব্বে যে হস্ত-পদ গৃহকার্য্যে সুখে কার্য্য করিত, এক্ষণে তাহা অপহরণ করায় তোমার পাদমূল হইতে চলিতে সমর্থ হইতেছে না। তুমি ইন্দ্রিয়শক্তি অপহরণ করিয়াছ, কিরূপে ব্রজে গমন করিব? কোনরূপে যাইতে পারিলেও যাইয়া কি করিব? চিত্ত হস্তপদ তোমার কার্য্যে তোমার নিকটে প্রবেশ করে। পরিহাসার্থ এই—এই বনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, তোমাকে দেখিবার নিমিত্তও আসি নাই, আসিয়াছি চিত্তবিত্তাপহারক চোরের সন্ধানে, সেই

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥৩৫॥
যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥৩৬॥
শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেঽন্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥৩৭॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার সহাস্য আস্য অবলোকন এবং সুমধুর গীত আমাদের যে কামাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছে, তাহা অধরামৃত সেক দ্বারা নির্ব্বাণ করুন। নতুবা এক অগ্নি রহিল, আবার আপনার বিরহ হইতে অন্য অনল জন্মিবে, এইরূপ দ্বিবিধ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যোগীরা যেমন ধ্যানযোগে আপনার সান্নিধ্য লাভ করেন, সেইরূপ আপনার চরণসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইব। ৩৫

(যদিও তোমাদের গৃহকার্য্যে শান্তি নাই, তথাপি তোমরা কুলবধূ, তোমাদের গৃহে থাকাই উচিত, তোমাদের পতির কাছে যাও, তাঁহারাই এই বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবেন। ইহার উত্তরে গোপীরা বলিতেছে,) হে অম্বুজাক্ষ! অরণ্যজনপ্রিয় আপনার পাদতল, আপনা কর্ত্তৃক আনন্দিত আমরা যখন কোন সময়ে—লক্ষ্মীর যাহা উৎসব প্রদান করে—তাহা স্পর্শ করিয়াছি, তদবধি অন্যের সমক্ষে থাকিতেও প্রবৃত্তি হয় না; অতএব স্বপতিসন্নিধানে গিয়া কি করিব, তাহা অতি তুচ্ছবোধ হইতেছে। তাহাদের প্রতি আর রতি হয় না, সুতরাং তাহাদের হইতে কামাগ্নি নির্ব্বাপনের সম্ভাবনা নাই। ৩৬

(আপনার পাদ-সৌভাগ্য অতি বিচিত্র, এই কথা বলিতেছেন)। হে ভগবন্! যে লক্ষ্মীর কটাক্ষ-লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের প্রয়াস দেখা যায়, সেই লক্ষ্মী আপনার বক্ষঃস্থলে স্থানলাভ করিয়াও নানা ভৃত্যজন-সেবিত যে পাদপদ্মরজ নিজ সপত্নী তুলসীর সহিত কামনা করেন, আমরাও সেইরূপ সেই পাদরেণুর শরণাপন্ন হইলাম। ৩৭

চোর তুমি, তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইব, গালি দিব এই জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি হস্ত পদ হরণ করিয়াছ বলিয়া ব্রজে যাইতে পারি না, এবং যাইয়াই বা কি করিব? ৩৪

বিবৃতি—প্রথমে ক্রিয়া নির্দ্দেশ অত্যন্ত দুঃখজ্ঞাপনার্থ। এই অগ্নি যখন তুমি জ্বালাইয়াছ, তখন নির্ব্বাপনও তোমারই কর্ত্তব্য। হাস্য ও অবলোকন ঘৃত ও বায়ু সমান, ইহা বুঝাইয়াছে; এই অগ্নি যখন অভ্যন্তরে, তখন অন্তরপ্রবিষ্ট তোমার অধরামৃতই উহা নিবারণে সমর্থ। এই স্থানে অনুরূপ প্রকাশ্য ভাবে সম্ভোগ প্রার্থনা কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী-গণের দোষাবহ নহে। নিষেধার্থ এই—হে লম্পট! আমাদের হাস্য অবলোকন দ্বারা তোমার হৃদয়ে কামাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহা নিজের অধরামৃত দ্বারা সেক কর, আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহার অধরামৃত দ্বারা সেক করিবে। যখন নিজের অভীষ্ট মধুর দ্রব্য লাভ হয় না, তখন মহালোভি-গণ নিজের অধরপুট লেহন করিয়া থাকে। এখানেও মহা-লম্পট কৃষ্ণের পরমাসুন্দরী গোপীদর্শনে সঞ্জাত অধরপানেচ্ছা নিজাধর লেহন দ্বারা সম্পন্ন করিতে বলা হইয়াছে। যদি আমাদের কথা না শুনিয়া পথ অবরোধ কর, তবে আমরা নিজ পতি-বিরহাগ্নিতে দেহত্যাগ করিব অর্থাৎ মরিব। তথাপি ধ্যান দ্বারা তোমার পায়ের কাছে যাইব না। ৩৫

যখন হইতে তোমার পাদতল স্পর্শ করিয়াছি, তদবধি অন্যের নিকট অবস্থান করিতেও সমর্থ হই না, অন্যের দর্শনও আমাদের ভাল লাগে না। নিষেধার্থ—বাল্যকালে ক্রীড়াপ্রসঙ্গে তোমার সহিত ক্রীড়া করিলেও যখন হইতে রমণীর সহিত অভিসারোন্মুখ হইলে, তদবধি তোমার পদতলও স্পর্শ করি না, অন্য অঙ্গের ত কথাই নাই, অতএব অন্য শ্বশ্রূ প্রভৃতির নিকট থাকিতে পারি, অন্যথা তাঁহারাও আমাদের দ্বেষ করিবেন। ৩৬

লক্ষ্মী যে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে স্থানলাভ করিয়াও পাদ-রেণু কামনা করেন, অর্থাৎ প্রেয়সীর যোগ্য সেবাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া দাস্যোচিত ভাবই ইচ্ছা করেন, যদিও তথায় বহু দাসগণের ভীড় লাগিয়া আছে, তথাপি তাহাই

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥৩৮॥
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৩৯॥
কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥৪০॥

অতএব হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা আপনার উপাসনা করিব, এই আশায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া (যোগীদের ন্যায়) আপনার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি, হে পুরুষরত্ন, আপনার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণ দ্বারা যে তীব্র কাম জন্মিয়াছে, তাহাতে আমাদের চিত্ত দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, আমাদিগকে দাস্য প্রদান করুন। ৩৮

হে সুন্দর! (গৃহের স্বামিত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনার দাসী হইতে কেন আসিয়াছি, ইহা বলিবেন না) আপনার বদন মনোহর চূর্ণ কুন্তলে আবৃত, ইহার উভয়দিকে গণ্ডস্থলে কুণ্ডল-শোভা দেদীপ্যমান, অধরে সুধা ক্ষরিত হইতেছে, এবং নেত্রদ্বয়ে সহাস্যাবলোকন, এবং আপনার ভুজদ্বয় অভয়প্রদ, ও বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর রতিপ্রদ এই সকল নিরীক্ষণ করিয়া আপনার দাসী হইতেই বাসনা হইতেছে। ৩৯

(কুলাঙ্গনাগণের ঔপপত্য নিন্দনীয়, এই কথা ভগবান্ বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে গোপীরা বলিতেছেন) হে অঙ্গ! হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার অব্যক্তমধুর, দীর্ঘ মূর্চ্ছিত বেণুগীত দ্বারা সম্মোহিত ত্রিলোকমধ্যে কোন্ অবলা আপনার ত্রৈলোক্য-সৌভগ (ত্রিলোক-জনপ্রিয় অথবা এই অসাধারণ সুন্দর) রূপ অবলোকন করিয়া সদাচাররূপ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন না? (সকলেই বিচলিত হয়েন) যেহেতুক গাভী, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষ সকল গীত ও রূপ দ্বারা বিচলিত হইয়া নিজশরীরে পুলক (রোমাঞ্চরূপ সাত্ত্বিকভাব) ধারণ করিয়াছেন। ৪০

তিনি স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সেই লক্ষ্মীর একটু দৃষ্টিপাতের জন্য অন্য দেবগণের কত প্রয়াস, আমরাও সেইরূপ সেই পাদরেণুরই শরণাপন্ন হইলাম। নিষেধার্থ—যে লক্ষ্মী তুলসীর সহিত এই বনে স্থিত তোমার পাদরেণু কামনা করেন এবং সেই জন্য এই বৃন্দাবনে বাস করেন, তাঁহাদের ন্যায় আমরাও কি ঐ পাদরেণুর শরণাপন্ন হইব? কখনই না। লক্ষ্মী চপলা বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতা এবং বৃন্দাও জালন্ধর-পত্নী বলিয়া বিখ্যাতা; তাঁহাদের ব্যভিচার উপযুক্ত হইলেও আমাদের নহে। ৩৭

বিবৃতি—আমরা যখন সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি, তখন আমাদের আশা অবশ্যই আপনার পূরণ করা উচিত। তাহা না হইলে আমাদের মহা দুঃখ হইবে, তাহা করা আপনার অনুচিত। হে সুন্দরস্মিত-নিরীক্ষণ! তীব্র কামতপ্ত চিত্ত আমাদের দাস্য প্রদান করুন। নিষেধার্থ এই—হে বৃজিনার্দ্দন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও অর্থাৎ আমাদের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ কর। তোমার উপাসনা করিবার আশায় নিজেদের গৃহ ত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলে আমরা আসি নাই। যাহারা তোমার সুন্দর সহাস্য নিরীক্ষণে তীব্র কামতপ্ত, তাহাদিগকে দাস্য প্রদান করিও। আমাদের তাহাতে প্রয়োজন নাই। হে পুরুষভূষণ! পুরুষ মাত্র কলঙ্ককারিন্! ইতি কোপযুক্ত সম্বোধন। বল্লভাচার্য্য-মতে গোপীরা দাস্য কামনা করিয়াছিলেন, রেণু-প্রার্থিনী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা কন্যাই হউন অথবা প্রৌঢ়াই হউন, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই। সনাতন-মতে পত্নীভাবে উপাসনাপেক্ষায় ঔপপত্যরূপে ভজনায় মহা সুখ। এই সকল কথা চক্রবর্ত্তী নিজ টীকায় বলিয়াছেন। ৩৮

চূর্ণকুন্তলাবৃত, কুণ্ডলশোভান্বিত, এবং যাহার অধরে সুধা বিদ্যমান তাদৃশ বদন অবলোকন করিয়া তোমার দাসী হইব। এ স্থানে বদনের সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং সুগন্ধ দ্বারা অধরে সুধার অনুমান করা হইয়াছে। অভয়প্রদ ভুজদণ্ড দর্শনে উহা পতি প্রভৃতিরও ভয় নাশ করিবে ইহা বুঝান হইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন লাভের আকাঙ্ক্ষা সূচিত হইয়াছে। নিষেধার্থ এইরূপ যে, তোমার সুন্দর মুখ প্রভৃতি দর্শনেই আমরা তোমার দাসী হইব? কখনই না। ৩৯

ভগবদুক্তির প্রত্যুত্তরে গোপীরা লক্ষ্মীর উপরও কটাক্ষ

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥৪১॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ। প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥৪২॥
তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥৪৩॥

যেমন আদিপুরুষদেব—যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তিনিও দেবলোক রক্ষার নিমিত্ত জন্মিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও ব্রজবাসী জনগণের ভয় ও দুঃখহারী হইয়া জন্মিয়াছেন ইহা নিশ্চিত। অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! আপনি কৃপা করিয়া আমাদের উত্তপ্ত স্তনে ও মস্তকে আপনার করপঙ্কজ অর্পণ করুন, হে প্রভো! আমরা আপনার কিঙ্করী ৪১

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যোগেশ্বর-দিগের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও সমাগত সেই গোপীদিগের ঐ প্রকার কাতরতাপূর্ণ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, হাস্যকরতঃ সদয়ভাবে গোপীদিগকে ক্রীড়া করাইলেন। ৪২

প্রিয়দর্শনে বিকসিতমুখা সমবেত সেই গোপীগণ দ্বারা পরিবৃত, উদার—চেষ্টাশীল, উদারহাস্যে বিকসিত দন্ত সকলে কুন্দকুসুমের কান্তি প্রকাশ পায় যাহার, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নক্ষত্র-পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ৪৩

করায় ভগবান্ বলিলেন, তোমরাও নিজের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছ, পরকে দোষ কেন দিতেছ? যাহারা নিজে দুষ্ট হয়, তাহারা পরকে দোষ দেয় এই প্রবাদ তোমরা সত্য করিলে, নতুবা পতিব্রতাশিরোমণি লক্ষ্মীকে দোষ দিয়া অপরাধিনী হইবে কেন? তাহার উত্তরে গোপীরা বলিতেছে যে, আমরা কাহারও দোষ দিতেছি না, পরন্তু তোমার বেণুগীত ও ত্রৈলোক্যসুন্দর রূপ শ্রবণ ও দর্শনে ত্রিলোকমধ্যে কোন রমণীই নিজ সদাচার রক্ষা করিতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ; তির্য্যক্ জাতিরাও গীত-শ্রবণে ও রূপদর্শনে সাত্ত্বিকভাবদ্যোতক পুলক ধারণ করিয়াছে। নিষেধার্থ এই—কোন্ স্ত্রী তোমার বেণুগীত শ্রবণে ও অপূর্ব্ব সুন্দররূপ দর্শনে সদাচার রক্ষার জন্য তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে না? যেহেতুক গবাদিও পুলক ধারণ করে। ইহা দেখিয়া সেই জন্যই কে না যাইবে? পরন্তু সকলেই তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। সুন্দরীগণের সুন্দর পুরুষ-নিকটে অবস্থান নিজ ধর্ম্মত্যাগের কারণ হয় ও লোকনিন্দার কারণ হয়। ৪০

ব্যক্তমিতি—হে আর্ত্তবন্ধো! তুমি বিদ্যমান থাকিতে তোমার দাসীগণের তাপ অনুচিত এবং কামলিপ্সায় স্তনে কর অর্পণ করিও না, আর্ত্তবন্ধু বলিয়াই করিবে ইহা গূঢ়াভিপ্রায়। নিষেধার্থ এই—কৃষ্ণ গোপীদের অঙ্গে করার্পণ করিবেন আশঙ্কা করিয়া তাহারা বলিতেছে, ইহা নিশ্চিত যে, আপনি ব্রজবাসীর ভয় ও দুঃখহারী; সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম-রক্ষা করাও উচিত। সেই জন্য আপনার করপদ্ম আমাদের স্তনেতে অর্পণ করিবেন না এবং আপনি মস্তকেতেও দিবেন না; কারণ, পরপুরুষস্পর্শে ধর্ম্মনাশ হইবে। এই প্রকরণকে সংলাপ বলে। ৪১

গোপীদিগের উভয়ার্থ, প্রেমবিক্লবময় রোষ-দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণে নিজাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিহাসের মধ্যেও তাহাদের ব্যাকুলতার উদয়ে নিজাভীষ্ট শ্রবণ হওয়ায় হাস্য করিয়া, সদয়ভাবে রমণ জন্য স্বয়ং প্রযোজনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অতিশয় আগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি যোগেশ্বরেশ্বর বলিয়াই অনন্ত গোপী-রমণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৪২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তখন ভগবদ্দর্শনে গোপীদিগের মুখপদ্ম বিকসিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আনন্দজনিত মৃদুহাস্যে বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছিল; কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ কৃষ্ণ, উদার চেষ্টা সকল কর দ্বারা গাত্রস্পর্শ, পুষ্পাদ্যর্পণ, কটাক্ষপাতাদি করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণের মুখেও হাস্য, তাহাতে ঈষদ্বিকসিত দন্তপঙক্তিতে কুন্দ-কুসুমের শোভা প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব নক্ষত্র-পরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইয়াছিলেন। ৪৩

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥৪৪॥

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্। রেমে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা ॥৪ ॥

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।

ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥৪৬॥

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি ॥৪৭॥

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৪৮॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ভগবতো রাসক্রীড়াবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই বনিতাশতমধ্যে যুথপতি সদৃশ হইয়া কখন আপনি গান করিলেন, কখন বা তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপগীত হইয়াছিলেন, তার পর যমুনা পুলিনে প্রবেশ করিয়া বৈজয়ন্তীমালা ধারণ পূর্ব্বক বনস্থলীকে শোভিত করিয়াছিলেন। সেই নদী-পুলিন, কুমুদামোদী শীতল পবনে সেবিত এবং হিমবালুকায় পূর্ণ ছিল। ৪৪-৪৫

হে রাজন্! বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, হস্ত, চূর্ণ কুন্তল, উরু, নীবী ও স্তন ইত্যাদির স্পর্শ এবং নখাগ্রপাত, কটাক্ষনিক্ষেপ ও হাস্যপরিহাস দ্বারা ও ক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের কামভাব উদ্দীপিত করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৪৬

এইরূপ ভাবে মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে সম্মান লাভ করিয়া সেই সকল ব্রজরমণীরা অত্যন্ত মানিনী হইলেন এবং আপনাদিগকে যাবতীয় রমণী-মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেশব তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য-গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাঁহাদের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৪৮

বিবৃতি—ভাববিশেষোদ্দীপনের জন্য যমুনাপুলিনে গমন। সেই স্থানে শরৎকাল ও পূর্ণচন্দ্র বিষয়ে তিনি গান করেন এবং গোপীরা কৃষ্ণমহিমা গান করেন। ৪৪-৪৫

বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্ট হয় না, তাই বিপ্রলম্ভ বলিতেছেন। মহাত্মাপদে অনাসক্তচিত্ত ভগবান্ অনন্তৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, তাঁহার নিকট সম্মান লাভ করিয়া গোপী-দিগের 'মান' হইয়াছিল, মানের লক্ষণ যথা—"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে"। "অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলাঃ ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি।"

মানপদে মান ও গর্ব্ব বুঝায়। গর্ব্ব, যুক্তি দ্বারা নিবর্ত্ত্য নয় ইহা বুঝিয়া, এবং মানপক্ষে অনুনয়াদি দ্বারা মানভঙ্গ অসাধ্য দেখিয়া গর্ব্বের উপশম ও মনের প্রসন্নতার জন্য সেই স্থানে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ৪৮

ইতি দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষানাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥১॥

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥২॥

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥৩॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥৪॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, ভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হস্তিনী সকল যেমন যূথপতিকে না দেখিয়া পরিতপ্ত হয়, সেইরূপ পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। ১

রমাপতির গতি, অনুরাগ ও ঈষদ্ধাস্য দ্বারা যে সবিলাসাবলোকন, তাহা দ্বারা, এবং মনোরম আলাপ, বিহার, বিভ্রম ও অন্যান্য বিলাস দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা অতএব শ্রীকৃষ্ণরূপ আত্মা যাহাদের সেই সকল প্রমদাগণ—শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই চেষ্টার গ্রহণ (অনুকরণ) করিয়াছিলেন। ২

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গতি, হাস্য, মনোহর নিরীক্ষণ এবং সদয় সম্ভাষণ প্রভৃতিতে আবিষ্টমূর্ত্তি অতএব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ক্রীড়া-বিলাসশালিনী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া অবলাগণ, কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর 'আমিই এই কৃষ্ণ' এই প্রকার জানাইয়াছিলেন। ৩

গোপীগণ মিলিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণেরই গান করিতে করিতে এক বন হইতে বনান্তরে উন্মত্তার ন্যায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যিনি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, বৃক্ষগণের নিকটে সেই মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৪

বিবৃতি—শ্রীশুকদেব বলিলেন, ভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হস্তিনী সকল যেমন যূথপতিকে না দেখিয়া পরিতপ্ত হয়, সেইরূপ পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। ১

গতি—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পদবিন্যাস; অনুরাগ—কান্তযোগ্যভাব; বিভ্রম প্রভৃতির মধুর চেষ্টা; বিহার—শৃঙ্গার চেষ্টা; দ্বিতীয় বিভ্রম—শৃঙ্গারভাববিশেষ; ইহা ব্যতীত অন্যান্য ভাবও বুঝিতে হইবে। গোপীরা বাহু প্রসারণ আলিঙ্গনাদি পূর্ব্বোক্ত সকল চেষ্টাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২

গোপীদিগের কৃষ্ণ-বিরহে অন্তরে ও বাহিরে তৎস্বরূপাপত্তি হইয়াছিল। ৩

উন্মত্তাবস্থায় বর্ণন। গানের বিষয় পূতনাবধ প্রভৃতি উচ্চৈঃস্বরে গান করিবার অভিপ্রায়ে নিজ দুঃখ দূর হইতে জানান, অথবা কৃষ্ণ গীতপ্রিয়, তাঁহাকে গান দ্বারা আকর্ষণ করা, অথবা দুঃখনিবন্ধন উচ্চৈঃস্বরই স্বাভাবিক। যদিও কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তিনি পরম দুঃখদাতা, তথাপি তাঁহাকেই অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মিলিত হইয়াই অন্বেষণ করেন। এই মিলন সমদুঃখনিবন্ধন কিম্বা সখ্যনিবন্ধন কিম্বা দুঃখবিশেষবশেই হইয়া থাকিবে। ভগবান্ সর্ব্বভূতে আছেন এই বুদ্ধিতেই হউক অথবা উন্মত্তাবস্থা নিবন্ধনই হউক বৃক্ষ সকলকে কৃষ্ণের কথা তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উন্মাদাবস্থা বলিয়াই অতীন্দ্রিয় বনস্পতি জাতির নিকট প্রশ্ন করা অযোগ্য হয় নাই। ৪

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ। নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥৫॥
কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগপুন্নাগচম্পকাঃ। রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥৬॥
কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥৭॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে। প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৮॥
চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৯॥

হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! নন্দতনয় সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাস অবলোকন দ্বারা আমাদের মন হরণ করিয়া গমন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? ৫

হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগকেশর! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! রামানুজ (শ্রীকৃষ্ণ)—যাঁহার ঈষদ্ধাস্যে মানিনীদিগের দর্প চূর্ণ হয়, তিনি কি এখান হইতে গিয়াছেন? ৬

হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে! যিনি ভ্রমরগণ সহ তোমাকে সর্ব্বদা ধারণ করেন, যিনি তোমার অতিশয় প্রিয়, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? ৭

(গুণাতিশয় নিবন্ধন নম্রস্বভাব ইহারা বলিবে এই আশায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! তোমরা কি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ? তিনি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া গিয়াছেন। ৮

(ইহারা কৃষ্ণদাসী—কৃষ্ণের ভয়ে বলিবে না, কিন্তু এই বৃক্ষগুলি মুনিজনসদৃশ, সুতরাং বলিতে পারে এই আশায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে চূত-প্রিয়াল-পনস-অসন-কোবিদার-জম্বু-আকন্দ-বিল্ব-বকুল-আম্র-কদম্ব-নীপ! এবং অন্যান্য তরুগণ! পরের নিমিত্ত তোমাদের জন্মগ্রহণ এবং তোমরা যমুনার উপকূলে বাস করিতেছ—ইহাতে তোমরা তীর্থবাসী, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে চিত্তশূন্য আমাদিগকে তাঁহার পথটা কৃপা করিয়া তোমরা বলিয়া দাও। ৯

বিবৃতি—আমরা নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণে আসিয়াছি, তাই সেই চোরের কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণ নাম না বলার কারণ ঈর্ষ্যা, অথবা চোরের নাম গ্রহণ করিতে নাই এই জন্য। সে এই দিকে বেড়াইতেছে এই আশ্বাসে আমরা অন্বেষণ করিতেছি। ৫

তিনি কি এখান হইতে গিয়াছেন অথবা এই স্থানে লুকাইয়া আছেন? তাদৃশ মনোমোহনের বিচ্ছেদে ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না, এই জন্যই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৬

পূর্ব্বোক্ত সকলে পুরুষজাতীয় সুতরাং কৃষ্ণপক্ষীয়—তাহারা বলিবে না এই জন্যে স্ত্রীজাতিত্ব নিবন্ধন আত্মপক্ষগ্রাহিণীবোধে কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তোমার সৌগন্ধে আকৃষ্ট অলিগণের উদ্বেগ সহ্য করিয়া গোবিন্দ তোমাকে ধারণ করেন, সুতরাং তুমি তাঁহার অতিশয় প্রিয়া এবং তিনি কোথায় আছেন তাহা তুমি জান। ৭

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া এই অভিমানে তুলসী বলিবে না, কিন্তু ইহারা যখন নম্র হইয়া লোক সকলকে পুষ্পার্পণ করে, তখন বলিতে পারে—এই আশায় জিজ্ঞাসা করিতেছে। যখন ভগবৎকরস্পর্শ লাভে ইহারা প্রীতিযুক্ত, তখন ইহারা কৃষ্ণকে দেখিয়াছে। এই সত্য দ্বারা পুষ্পিণী সেই সকল দাসীতে, নখক্ষতাদি সূচনা দ্বারা ঈর্ষ্যাযুক্ত পরিহাস এখানে অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। ৮

চূত লতাজাতি—আম্রবৃক্ষজাতি, মধ্যদেশে লতাকার চূত দেখা যায়। নীপ—ধূলিকদম্ব, পরাগ—প্রধান মহাপুষ্প। পিয়াল—ইহার বীজ চারবীজ নামে খ্যাত, উহা লোকে খায়। পনস—কণ্টকিফল; অসন—পীতসাল; কোবিদার—যুগীপত্রক, বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে কোবিলার নামে প্রসিদ্ধ। অর্ক—আকন্দ। তোমরা পরের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং তীর্থবাসী সুতরাং সত্য কথা বলিবে, বঞ্চনা করিবে না। আমরা কৃষ্ণ-বিরহে হতজ্ঞান, সুতরাং নিজেরা অন্বেষণ করিতে অসমর্থ। ৯

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥১০॥
অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥১১॥
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১২॥
পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ। নূনং তৎকরজস্পৃষ্টাবিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥১৩॥

(পদবীশব্দ পূর্ব্বে বলায় পদচিহ্নদর্শনাকাঙ্ক্ষায় ভূতলের দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে বলিতেছেন) হে ক্ষিতে! তুমি কি তপস্যা করিয়াছিলে যে, কেশবের চরণস্পর্শে তোমার উৎসব হওয়ায় কণ্টকিত রোমাবলী দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হইয়াছ? জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই আনন্দজনিত রোমাঞ্চ কি বামনাবতারে ভগবৎপাদস্পর্শে হইয়াছে? অথবা বরাহমূর্ত্তির আলিঙ্গনে জন্মিয়াছে? ১০

(পরে হরিণীদিগের দৃষ্টি প্রসন্ন দেখিয়া ইহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়াছে এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া বলিতে লাগিলেন) হে হরিণীগণ! আমাদের অচ্যুত স্বীয় সুন্দর বদন ও বাহু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা তোমাদের দৃষ্টির তৃপ্তি-বিধান করিয়া প্রিয়ার সহিত কি তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন? কারণ, শ্রীকৃষ্ণের কুন্দপুষ্পমালা—যাহা কান্তাদি সঙ্গবশতঃ কান্তার কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিতা হইয়াছিল, এখানে তাহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।১১

(ফলভরাবনত বৃক্ষগণকে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রণত ইহা মনে করিয়া তাহাদের নিকট প্রিয়া-সঙ্গত কৃষ্ণের গতিবিলাস অবগত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন) হে তরুগণ! গৃহীতপদ্ম রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার অংসদেশে (স্কন্ধে) বাহু স্থাপন করিয়া ও তুলসীগন্ধে আকৃষ্ট মদান্ধ অলিকুল দ্বারা অনুগম্যমান হইয়া এইস্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন? এবং তোমাদের প্রণাম প্রণয়াবলোকন দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন? ১২

(পরে কতিপয় গোপী বলিলেন) হে সখীগণ! এই লতা সকলকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা স্বপতি বনস্পতির বাহু আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেও নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের নখরস্পৃষ্টা হইয়াছে, যেহেতুক ইহারা উদ্‌গত রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে। (হে সখীগণ! স্বপতি-সঙ্গমাত্রে এতাদৃশ পুলক কদাপি সম্ভব হয় না, ইহাই ভাবার্থ)। ১৩

বিবৃতি—পৃথিবীর দিকে চাহিয়া নবদূর্ব্বাঙ্কুরাদি দর্শনে তাহার শরীরে রোমাঞ্চ সম্ভাবনা করিয়া। গোপীগণ তিন আকারে উহার সম্ভাবনা করিতেছেন। কৃষ্ণ-পাদস্পর্শে অথবা মহাবরাহালিঙ্গনে এই আনন্দ-পুলক জন্মিয়াছে। অথবা তুমি সুভগা এবং আমরা দুর্ভগা সুতরাং কৃপা করিয়া তিনি যে পথে গিয়াছেন, তাহা বলিয়া দেও। ১০

তোষণীকার বলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ইহা ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বুঝাইয়াছে এবং নানারস প্রকাশ করিতে একমাত্র ব্যঞ্জনাবৃত্তিই পারে, অন্য শক্তি বা লক্ষণা পারে না, এই সকল কথা বিস্তৃত-ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। কুলপতি হইয়াও কৃষ্ণ কুলপতিত্বমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া একটি কান্তার সহিত বিহার করিতেছেন, ইহা তাঁহার অন্যায়। ১১

(তাহাকে স্তব্ধ দর্শন করিয়া বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন)

হে তরুগণ! রামানুজ তোমাদের প্রণাম প্রণয়াব-লোক দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছেন কি? যদিও বিচরণ করিতে করিতে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয়-তমাসঙ্গত থাকায় হয় ত তোমাদিগকে প্রণত দেখিয়াও অভিনন্দন করেন নাই। তিনি লীলাপদ্ম কম্পন দ্বারা অনুগম্যমান ভ্রমরগণকে নিবারণে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই এই আশঙ্কা। ১২

ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ। লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥১৪॥
কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্। তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥১৫॥
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্। রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্‌ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ ॥১৬॥
কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন। বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্ ॥১৭॥
আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুবর্ত্ততীম্। বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥১৮॥
কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু। কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥১৯॥
মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া। ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥২০॥

হে রাজন্! এই প্রকার উন্মত্তবৎ প্রলাপকারিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ নিমিত্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। পরে তদাত্মিকা অর্থাৎ কৃষ্ণময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলার অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। ১৪

কোন গোপী কৃষ্ণবৎ আচরণ করিয়া পূতনার ন্যায় আচরণকারিণী অন্যা গোপীর স্তনপান করিয়াছিলেন, এবং অন্যা গোপী নিজেকে বালকের ন্যায় করিয়া রোদন করিতে করিতে শকটবৎ আচরণকারিণী (শকটের মত হইলে) অন্যা গোপীকে পদ দ্বারা আহত করিলেন। ১৫

একজন গোপী নিজেকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় মনে করিয়া, অন্যা যে গোপী নিজেকে কৃষ্ণের বালভাব ভাবনা করিতেছিলেন অর্থাৎ বাল্যলীলার অভিনয় করিতেছিলেন, তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন; কোন গোপী কিঙ্কিণী-শব্দে চরণদ্বয় আকর্ষণ করিয়া (হামাগুড়ি দিয়া) চলিতে লাগিলেন। ১৬

অন্যা দুই গোপী আপনাদিগকে রাম ও কৃষ্ণের ন্যায় করিলেন অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণের অভিনয় করিলেন, অপর কয়েকজন গোপী গোপবালকগণের অনুকরণ করিয়াছিল, এবং অন্য গোপী বৎসাসুরানুকারিণী গোপীকে বধ করিতে লাগিলেন। অন্যা-গোপী, বকাসুরানুকরণকারিণীর প্রাণনাশে রত হইলেন। ১৭

কৃষ্ণ যেমন দূরাগত গাভীসকলকে আহ্বান করিয়া বংশী বাজাইতেন, একজন গোপী তাহার অনুকরণ করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলে অন্যান্য গোপীগণ তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১৮

অপরা গোপী, কোন গোপীর স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া কৃষ্ণগতচিত্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে গোপীগণ! আমি কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি অবলোকন কর। ১৯

তোমরা বাতবৃষ্টির ভয় করিও না, তাহা হইতে তোমাদের পরিত্রাণবিধান করিতেছি, এই কথা বলিয়া অতিশয় যত্নে এক হস্তে উত্তরীয় বস্ত্র ঊর্দ্ধে যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিয়াছিলেন। ২০

বিবৃতি—তদাত্মিকাঃ—গাঢ়তদাসক্তা, স্বভাব অপরিত্যাজ্য বলিয়া অতিশয় অভেদ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। পূতনাদির অনুকরণ—পূতনা হইতে কৃষ্ণবিষয়ক ভয়ে তদাত্মকতা, যেমন স্ববিষয়ক ভয়ে ব্যাঘ্রাদির অনুকরণ করে, এই জন্য প্রেম-বিরুদ্ধ ভাব যোগ হয় নাই, এবং কেহই যশোদার অনুকরণ করে নাই, নিজের রত্যাখ্য জ্ঞান দ্বারা তাহার বাল্যভাবের আবরণ হয়, কিন্তু সামান্যাতিশয়লব্ধ কৃষ্ণভাবত্ব নিবন্ধন তাহা হইতে ভয় হয় বলিয়া সেই জন্যই সেই বাৎসল্যভাব না থাকায় মাতৃভাব কাহাকেও স্পর্শ করে নাই, এই সকল ভাব তৎকালীন উন্মাদতা-নিবন্ধন সহসাই সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৪

আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ। দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং নমু দণ্ডধৃক্ ॥২১॥
তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্। চক্ষূংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥২২॥
বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে। ভীতা সুদৃক্‌পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥২৩॥
এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্। ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥২৪॥
পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ। লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥২৫॥
তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥২৬॥
কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা। অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥২৭॥

হে রাজন্! অন্য একজন গোপী, অপর একজন গোপীর উপরে আরোহণ করিয়া নিজের চরণ দ্বারা তদীয় মস্তক আক্রমণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অরে দুষ্টাহে! (কালিয়!) তুমি এস্থান হইতে গমন কর, তুমি জান না, আমি খলদিগের উপর দণ্ডধারণার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ২১

তাহাদের মধ্যে আর একজন গোপী বলিলেন, অরে গোপগণ! ভয়ানক দাবানল অবলোকন কর। এবং শীঘ্র নয়ন নিমীলিত কর, আমি অনায়াসে তোমাদের কল্যাণ বিধান করিব। ২২

ভাণ্ডভেত্তা নবনীতচৌরকে বন্ধন করি, এই বলিয়া এক গোপী অপর গোপীকে মাল্য দ্বারা বন্ধন করিলে সেই তন্বী ভীতা হইয়া সুন্দর নয়ন ও বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভয়ের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ২৩

হে রাজন্! এই প্রকারে সেই সকল গোপী তদনন্তর পুনরায় বৃন্দাবনের লতা ও বৃক্ষ সকলকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গমন করিয়া বনের একপ্রদেশে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ২৪

মহাত্মা নন্দতনয়ের এই সকল পদচিহ্ন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম, যবাদি চিহ্ন দ্বারাই স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ২৫

পরে সেই সকল অবলা পদচিহ্ন দ্বারা তাঁহার পথ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অগ্রে বধূর পদচিহ্ন-সংমিশ্রিত পদকে দেখিয়া পীড়িতা হইয়া বলিলেন। ২৬

এ সকল পদচিহ্ন কাহার? হস্তিনী যেমন হস্তীর সহিত যায়, তেমনি সেই সুভগা নন্দসূনুর সহিত গমন করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্কন্ধে বাহুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন। ২৭

বিবৃতি—মুনিগণ বেদমধ্যে যাঁহার শব্দরূপ চিহ্ন যথাকথঞ্চিন্মাত্র পাইয়া থাকেন তাঁহার। তাঁহারা নিজ বিহার প্রদেশে সাক্ষাৎ চরণ-চিহ্ন দেখিয়াছিলেন, সুতরাং মুনিগণ তাহার তুল্যতা লাভ করিতে পারেন না। স্বামিপাদের ব্যাখ্যায় প্রথমে তাপমাত্র, দ্বিতীয়ে গান সহিত অন্বেষণ, তৃতীয়ে পূতনাবধাদির অনুকরণ, চতুর্থে পুনরন্বেষণ, পঞ্চমে পদচিহ্ন দর্শন। তোষণীকারের ব্যাখ্যায় প্রথমে তাপমাত্র, দ্বিতীয়ে বাহুপ্রসারাদি, তৃতীয়ে গানসহিতান্বেষণ ও মধ্যে মধ্যে পূতনাদিবধের অনুকরণ, চতুর্থে পদচিহ্ন দর্শন এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে। ২৪

শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সম্বন্ধে মতভেদ আছে; তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে ষোড়শ চিহ্নের কথা আছে, যথা—দক্ষিণ পাদে আটটি ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক ঊর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ; বামপাদে সপ্ত, যথা—ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, মৎস্য, গোষ্পদ, অপর একটি জম্বুফলাকার। ইহার স্থাননিয়ম ও পরিমাণও তোষণীকার দেখাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ঐ রেখা সকলের দর্শন-প্রকারও বর্ণিত হইয়াছে। ২৫

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥২৮॥
ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥২৯॥
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥৩০॥
ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ। খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥৩১॥
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্। গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা ॥
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ। প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥৩২॥
কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্। তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥৩৩॥

এই রমণী নিশ্চয় ভগবান্ ঈশ্বর হরির আরাধনা করিয়াছিল, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি সহকারে তাহাকে নির্জ্জন-স্থানে আনয়ন করেন? ২৮

হে সখীগণ! এই সকল গোবিন্দপদারবিন্দরেণু অতিশয় ধন্য,যেহেতুক ব্রহ্মা মহেশ্বর ও রমাদেবী পাপা-পনোদন নিমিত্ত ঐ সকলকে মস্তকে ধারণ করেন। ২৯

(অন্য গোপীরা বলিতে লাগিলেন) হে সখীগণ! সেই রমণীর এই সকল পদচিহ্ন আমাদের অতিশয় দুঃখ জন্মাইতেছে, কারণ, সে একা গোপাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে। ৩০

(অনন্তর অন্বেষণ করিতে করিতে অমিশ্রিত কেবল কৃষ্ণপদচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন) এখানে সেই সৌভাগ্যশালিনীর পদচিহ্ন লক্ষ্য হইতেছে না, বোধ হয় তৃণাঙ্কুর দ্বারা প্রেয়সীর পদতল ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাতে প্রিয়তম তাহাকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়াছিলেন। ৩১

(এ বিষয়ে সন্দেহ নাই) হে গোপীসকল! এই দেখ না, বধূকে বহন করিতে করিতে কামী শ্রীকৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য এস্থলে তাঁহার ঐ সকল পদচিহ্ন অধিক মগ্ন হইয়াছে। এইস্থানে পুষ্পনিমিত্ত সেই মহাত্মার কান্তা স্কন্ধ হইতে অবতারিত হইয়াছিলেন, কারণ, এখানকার পদচিহ্ন ঐরূপ নহে। এইস্থানে সেই প্রিয়তম আপনার প্রিয়ার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিয়াছিলেন, পদাগ্র দ্বারা দাঁড়াইয়া-ছিলেন, দেখ না, এখানকার পদচিহ্ন সম্পূর্ণ নহে। ৩২—৩৩

(অনন্তর কৃষ্ণ-জানুর উপরে উপবিষ্টা কৃষ্ণ-প্রেয়সীর পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন) হে সখীগণ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কামী কৃষ্ণ এস্থানে পুষ্পাদি দ্বারা আপনার কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়া দিয়াছেন। আর তিনি কান্তার নিমিত্ত সেই সকল দ্বারা পুষ্পচূড়ার সদৃশ বন্ধনার্থ এখানে নিশ্চয় উপ-বেশন করিয়াছিলেন। ৩৪

বিবৃতি—রাধয়তি আরাধয়তি ইতি রাধা, এই নামকরণ এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও যাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছেন। ২৮

পদরেণু ও গোবিন্দসঙ্গলাভে ধন্য, আর আমরা তৎসঙ্গ অলাভে অতিতুচ্ছ, হে সখীগণ! আমার এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই, আমরা এই সকল রেণুতে অভিষিক্ত হই আইস, এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারিব। ২৯

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥৩৪॥
ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ। যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥৩৫॥
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥৩৬॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ। ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥৩৭॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি। ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥৩৮॥
হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥৩৯॥
শ্রীশুক উবাচ।
অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ। দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥৪০॥

হে রাজন্! স্বতঃ পরিতৃপ্ত এবং স্বক্রীড় ও নারীবিভ্রমে অনাকৃষ্ট হইয়াও কামাদিগের দৈন্য ও অবলাজনের দুরাত্মতা প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেয়সীর সহিত কেলি করিয়াছিলেন। ৩৪

পূর্ব্বপরিত্যক্তা হতবিবেকা গোপীগণ এই প্রকারে পদচিহ্ন দেখাইয়া বিচরণ করিয়াছিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে নির্জ্জনে আনিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীও তখন নিজেকে যাবতীয় স্ত্রীগণের মাঝে শ্রেষ্ঠা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন, এই প্রিয় কামসাধনার্থ আগতা গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করিতেছেন। ৩৫—৩৬

তদনন্তর দৃপ্তা সেই গোপী ক্রমশঃ অগ্রে বন-প্রদেশে গমন করিয়া কেশবকে বলিয়াছিল, "আমি আর চলিতে পারি না, যেস্থানে তোমার মন যায়, আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল।" ৩৭

এইরূপ কথিত হইয়া ভগবান্ প্রিয়াকে বলিলেন, "তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর" তার পর সেই গোপী স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন; সুতরাং সেই বধূ বিশেষরূপে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ৩৮

(এইরূপে বিলাপ করিলেন) হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা রমণ! হে মহাবাহো! কোথায় আছ! হে সখে! আমি অতি দীনা—তোমার দাসী, আমাকে তোমার সন্নিধান প্রদর্শন করাও। ৩৯

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! সকল গোপী ভগবানের পথ অর্থাৎ যে পথে তিনি গিয়াছেন, তাহা অন্বেষণ করিতে করিতে অদূরে প্রিয়বিশ্লেষবিমোহিতা দুঃখিতা সখীকে দেখিয়াছিলেন। ৪০

বিবৃতি—এই শ্লোকে কামীদিগের দৈন্য প্রদর্শন করা হইয়াছে, আরও অগ্রে চল এই কথা কৃষ্ণ বলিলে প্রিয়তমা বলিল, পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে লইয়া চল। ৩৮

প্রেয়সীর কৃত্রিম আলস্যময়াদি নর্ম্মবাক্য শ্রবণে ভগবান্‌ও পরিহাস করিয়া তাহাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং পরে একটি মাত্র অন্তর্দ্ধান ক্রিয়া দ্বারা বহুতর দুর্ঘট ঘটনা সম্পাদন করিয়া পরম চাতুরী দেখাইয়াছিলেন। "উপর্য্যুপরিবুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ" ইতি ভাব। ৩৯

তুমি কোথায় আছ জানিতে না পারিয়া আমার চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে। হে সখে! তুমিই সাহচর্য্যদানে এই বিপদ ঘটাইয়াছ, তুমি দেখা দেও, আমি তোমাকে ধরিয়া রাখিব না, তুমি এখানে আছ ইহা নিশ্চিতরূপে জানিলেই সুখী হইব। অতএব আমাকে বঞ্চনা করিও না এবং নিজের অনুতাপবীজ বপন করিও'না। ৪০

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ। অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥৪১॥
ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২॥
তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥৪৩॥
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাসক্রীড়ায়াং
কৃষ্ণান্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

তদনন্তর তাহার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট মানপ্রাপ্তি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া তদীয় দৌরাত্ম্য বিবেচনা করত পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ৪১

তদনন্তর সেই গোপীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় কৃষ্ণান্বেষণার্থ বনে প্রবেশ করিলেন, বনের যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইয়াছিল, ততদূর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া পরে অন্ধকার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সেই স্ত্রীগণ তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৪২

হে রাজন্! গোপীগণের চিত্ত কৃষ্ণগত, তাঁহাদের আলাপ ও চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়ক, সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণময়ী হইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে নিজেদের গৃহ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ৪৩

কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমনার্থ আশান্বিত হইয়া সকলে সমবেতভাবে কৃষ্ণের গান অর্থাৎ তদ্‌গুণগান করিয়াছিলেন। ৪৪

রোদনকারণ জিজ্ঞাসায় সে কহিল, কিরূপে আমি তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম, তাহা আমি জানি না, পরে আমার দৌরাত্ম্যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া পরম সম্মান প্রাপ্তি এবং গর্ব্ব জন্য অবমাননার কথা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়াছিল। ৪২

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়

গোপ্য ঊচুঃ। জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥১॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥২॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥৩॥

গোপীগণ বলিলেন, হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা ব্রজমণ্ডল অতিশয় উৎকর্ষশালী হইয়াছে। (যেহেতুক তুমি এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সেইজন্য) এই কারণে লক্ষ্মী এই ব্রজে নিত্য বিরাজমানা। (সকলের আনন্দপ্রদ সেই ব্রজধামে) তোমার গোপীগণ তোমার জন্যই যাহারা কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহারা চতুর্দ্দিকে তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে ইহা দেখ। ১

হে সম্ভোগপতে! হে অভীষ্টপ্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী, তুমি যে শরৎকালীন সরোবরে সুজাত অথচ সুবিকসিত কমলগর্ভের শোভাপহারি নয়ন দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি লোকে বধ বলিয়া গণ্য হয় না? ২

(এবং বহুমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া ইদানীং নয়ন দ্বারা মন্মথকে প্রেরণ করিয়া হত্যা করিতেছ, এইকথা বলা হইতেছে) হে শ্রেষ্ঠ! বিষময় জল হইতে যে প্রাণিবিনাশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে এবং অঘাসুর হইতে, বাত বৃষ্টি বজ্রপাত হইতে, বৃষাসুর হইতে, ময়পুত্র ব্যোমাসুর হইতে এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। তবে এখন কেন উপেক্ষা করিতেছ? ৩

বিবৃতি—বৃন্দাবনে সকলেই সুখী, কেবল আমরা অধিক দুঃখ ভোগ করিতেছি এই দুঃখ দেখিলে পরদুঃখকাতর তুমি অবশ্যই দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা নিগূঢ় অভিপ্রায়। এই রজনীতে চতুর্দ্দিকে তোমার অন্বেষণ জন্য শ্রম ও অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখ। অকৈতব প্রেম জগতে হয় না; যদি কাহারও ভাগ্যে হয়, তবে সে তাহার বিরহে জীবিত থাকিতে পারে না। তবে দয়িতবিরহে তাঁহারা কিরূপে জীবিত ছিলেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তোমাকে পাইবার আশায় বাঁচিয়া আছি। এই গোপীগীতের প্রায় প্রতি শ্লোকের প্রতি পাদের দ্বিতীয় অক্ষর এক, এবং প্রথম ও সপ্তমাক্ষরও এক। ১

শস্ত্র দ্বারা বধই কি বধ, নেত্র দ্বারা বধ কি বধ নয়? অবশ্যই বধশব্দবাচ্য। অতএব তোমার দৃষ্টি দ্বারা অপহৃত অস্মদাদির প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্তও একবার দর্শন দান কর। শরদুদাশয় পদ দ্বারা জন্মকাল স্থানের সদ্গুণতা দেখান হইয়াছে। শরৎকালের সরোবরমধ্যে সুবিকসিত সহস্রদলপদ্মের ন্যায় বিশাল ও সুন্দর নয়ন দ্বারা, ঐ নয়ন যেখানে স্ফূর্ত্তি পায়—সেই স্থানেই তাহার শোভা অপহৃত হয় অর্থাৎ নয়ন দেখিলে পদ্মের শোভা মনে ধরে না, এক নয়নেই এই, দুইটির ত কথা নাই। হে দৃষ্টি দ্বারা সুরতযাচক! হে বরদ! বরদান দ্বারা ইহা দৃঢ় করিয়াছ, সুতরাং আমাদের দোষ নাই। আমরা বিনামূল্যের দাসী, ইহাদিগকে বধ করিলে কি পাপ হয় না? চোরের তিন প্রকারে দোষ হয়,—প্রথম, সাধু ব্যক্তির সম্পত্তি গ্রহণ নিবন্ধন অত্যুৎকৃষ্ট দোষের অগণন; দ্বিতীয়, অতি নিগূঢ় বস্তুর জ্ঞান; তৃতীয়, অতি দুর্জ্জ্ঞেয় লক্ষণ। এই সকল দোষ দেখাইবার নিমিত্ত পদ্মের বিশেষণগুলি দেখান হইয়াছে। সাধুজাত পদ দ্বারা তাহার সদ্ভাবের এবং স্বরূপগুণের প্রশংসা প্রকটিত হইয়াছে, দ্বিতীয় মহাজলাভ্যন্তরে বিলীন থাকায়, তৃতীয় বর্ষার পর অতি পূর্ণ জলাশয়ের দুরবগাহ সীমাদেশান্তঃপাতী সহস্রপত্র সরসিজের দৃষ্টি দ্বারা ভেদ করায় এবং তস্করাদির ন্যায় নিগূঢ়া স্ত্রী নায়িকা দেখিয়া, সুতরাং পথে পথে ভ্রমণকারিণী সরলা ব্রজরমণীর ত কথাই নাই, যাহারা অকপটে তোমার সেবাপরায়ণা, তাহাদিগকে তদ্দ্বারা মারিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহা লোকে না জানিলেও হত্যা করা ত বটে। অথবা তাদৃশ নয়ন দ্বারা শুল্ক দাসীদিগকেও বধ করিতেছ। অথবা সুষ্ঠুরত জনগণের উপতাপক, নাথ ধাতুর তাপার্থেও প্রয়োগ হয়। হে বরদ! নিজ প্রদত্ত বরচ্ছেদক! অতএব নিজ দোষ পরিহারের জন্যও আগমন কর। ২

সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে তুমি যখন সর্ব্বসাধারণ ভাবে

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেধিবান্ সাত্বতাং কুলে ॥৪॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫॥
ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬॥

হে সখে! তুমি কেবল যশোদানন্দন নহ, কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধি-সাক্ষী, ব্রহ্মা বিশ্বপালনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তুমি সাত্বত-দিগের (যাদবগণের) কুলে উদিত হইয়াছ। অতএব বিশ্বপালনার্থ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তজনের প্রতি উপেক্ষা করা উচিত হয় না। ৪

(তোমার ভক্ত আমাদের এই চারিটি প্রার্থনা পূর্ণ কর, এই কথা চারিটি শ্লোকে বলা হইয়াছে।) হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ! সংসারভীত প্রাণিগণ তোমার চরণ আশ্রয় করিলে যে হস্ত তাহাদিগকে অভয় প্রদান করে, যাহা বরদ, যদ্দ্বারা কমলার কর-কমল গ্রহণ করিয়াছ, হে কান্ত! সেই কর-পদ্ম আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। ৫

হে সখে! হে ব্রজজনের দুঃখহারিন্! তোমার হাস্য নিজজনের গর্ব্বনাশক। আমরা তোমার কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দেও, হে নাথ! আমরা যোষিৎ, প্রথমত আমাদিগকে তোমার বদন-কমল দেখাও। ৬

রক্ষা করিয়াছ, তখন বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতমিতি ন্যায়ে এখন হত্যা করা অনুচিত। কালিয় হ্রদের বিষময় জলপানে গোবৎস, গাভী ও গোপগণ মরিয়াছিল, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। অঘাসুর ও বাত বৃষ্টি বজ্রপাতাদি হইতে রক্ষা করিয়াছ। এই শ্লোকে যে ব্যোমাসুরের কথা আছে ও অরিষ্ট বধের কথা আছে, উহা তখনও হয় নাই পরন্তু গর্গ ভাগুরী প্রভৃতি মুনিগণের মুখে ও কৃষ্ণজন্ম-পত্রিকাতে শ্রবণ করায় উহারা তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ও অতীতভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিল। ৩

বিবৃতি—তুমি আমাদের হৃদয়-তাপ জান, সুতরাং তাহার বহু বর্ণনে প্রয়োজন নাই! ভক্তজনপালনার্থ ব্রহ্মার প্রার্থনায় এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে অবসর ও অনবসরে পালন করা উচিত। তোমার প্রিয় আমাদের এ অবসরাপেক্ষা উচিত নহে। গোপীরা মুনিগণমুখে ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিল, সেই জন্য নিজ ভাবানুসারে গোপনন্দন কেবল মাধুর্য্যময় অনুভব থাকিলেও এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—যাচকগণ যেমন যাচ্য ব্যক্তির গুণবর্ণন করে, সেই রীতিতে নিজাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। অথবা আপনি কি গোপীনন্দন নহেন? নিশ্চয় গোপীনন্দন। এই পক্ষে অন্তর সাক্ষী, আপনি কি গোপীনন্দন নহেন? এইরূপ যোজনা, অথবা পরম দয়াবতী ব্রজেশ্বরীর পুত্র আপনি নহেন, আপনি পরমাত্মা, যেহেতুক উদাসীন। অথবা নিষেধার্থক নকারের পূর্ব্বনির্দ্দেশ দ্বারা সকল পদের সহিত অন্বয় বুঝিতে হইবে, অর্থ এই প্রকার—হে অসখে! প্রতিকূল! আপনি যশোদানন্দন নহেন; কারণ, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে আমাদের উপেক্ষা করিতেন না, এবং আপনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরদ্রষ্টাও নহেন, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ জানিতেন, এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত প্রার্থিত হয়েন নাই—তাহা হইলে আমাদিগকেও রক্ষা করিতেন। ভক্তগণের কুলেও উদিত হন নাই, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে অকপট কুশলতা সম্ভব হইত। ৪

ভগবানের চরণ চতুর্ব্বর্গপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, প্রেম দ্বারা প্রিয়জনবশ্য, মোক্ষনির্ব্বিঘ্ন ও প্রেমবৃদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ বিঘ্ননিবৃত্তি, এবং ত্রিবর্গ প্রেমসাধনোপযোগী তোমার চরণ যখন অভয়প্রদ, তখন আমাদের বিরহভয় নাশ হইবে, এবং অভাষ্টলাভও হইবে। উহা দ্বারাই উভয় সম্পৎপ্রাপ্তি হইবে। ৫

প্রথম কৃষ্ণের মুখকমলের দর্শন প্রার্থনা, সখে এই সম্বোধন দ্বারা আমাদিগকে আশ্রয় না দিলে সখ্যনিবন্ধন তুল্য ব্যথা তুমিও পাইবে। অথবা পরম দুঃখে প্রণয়কোপ বলিয়াছে, ব্রজজনের দুঃখহারী হইলেও স্ত্রীগণের নিকটে বীর অর্থাৎ স্ত্রী-বধে সমর্থ, এই জন্যই আমরা

প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥৭॥
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥৮॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥৯॥

হে নাথ! প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশক, তৃণচর পশুদিগের অনুগামী লক্ষ্মীর আবাসস্থল এবং কালিয় নাগের ফণাসকলে অর্পিত পাদপদ্ম আমাদের স্তনে অর্পণ কর ও আমাদের কামকে ছেদন কর। ৭

হে পদ্মলোচন! তোমার মধুরবাণী সুন্দর পদাবলী দ্বারা সম্যক্ অলঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা এই বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে! হে বীর! (দয়াবীর! অথবা দানবীর!) আমরা তোমার কিঙ্করী, অধরামৃতদান দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত (জীবিত) কর। ৮

(হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মরণ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তোমার কথামৃত পান করাইয়া সুকৃতিগণ আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, এই কথা বলা হইতেছে) হে প্রিয়! তোমার কথাই অমৃত, কারণ, পরিতপ্ত ব্যক্তির উহা জীবনস্বরূপ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত, দেবভোগ্য অমৃত তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং মঙ্গলপ্রদ, এবং শান্তিপ্রদ, এইরূপ তোমার কথামৃত বিস্তৃতরূপে ভূতলে যাঁহারা নিরূপণ করেন, তাঁহারা বরদাতা, অথবা তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহু দান করিয়াছেন এবং সুকৃতি, (ইহা দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা কেবল কথামৃত নিরূপণ করেন, তাঁহারাও অতি ধন্য, যাঁহারা তোমাকে দেখেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই) অতএব প্রার্থনা করি, দর্শন দান কর। ৯

মৃতপ্রায় হইয়াছি, তুমি নিজজনের সুখনষ্টকারী কপট হাস্য করিয়া থাক, অতএব এক্ষণে যাহারা তোমার কিঙ্করী নয়, তাহাদিগকে ভজ, তোমার ঐ মুখপদ্ম দেখাইও না ; কারণ, আমরা মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। ৬

বিশ্বপ্তি—দ্বিতীয়ে, হৃদয়াভ্যন্তরের তাপশান্তির জন্য প্রলেপরূপ ঔষধির ন্যায় হৃদয়ের বাহিরে তাঁহার অঙ্গসঙ্গের প্রার্থনা করিতেছে। তুমি যখন পশুদেরও অনুরূপ, তখন অনভিজ্ঞার সঙ্গে দোষ কি? পশুর ন্যায় আমরাও কৃপার পাত্র। যে চরণ লক্ষ্মীর আবাসস্থল, তাহা আমাদের স্তনেতে অলঙ্কারস্বরূপ হইবে। ৭

হে নাথ! আপনার সুন্দর পদাবলীনিবদ্ধ বুধজনের মনোহর মধুর বাক্যে আমরা মুগ্ধ ও দাসী হইয়াছি, এবং অধরপানেচ্ছারূপ মোহ পর্য্যন্ত পর্য্যবসায়ী, এই মোহের একমাত্র ঔষধ আপনার অধর-সুধা-পান, সুতরাং তাহা দ্বারা আমাদিগকে জীবিত করুন, নতুবা আমরা মরিয়া যাইব। ৮

তোমার কথামৃত বিরহতপ্তদিগের জীবন, সংসারতপ্তের ত কথাই নাই। মৃত্যু পর্য্যন্ত দশায় উপনীত ব্যক্তিরও জীবন দান করে এবং ব্রহ্মাদি স্তুত, সংসার হেতু পাপ-পুণ্যনাশক, শ্রবণমাত্রে সর্ব্বার্থসাধক, এবং সকল হইতে উৎকৃষ্ট সর্ব্বব্যাপক, এই সকল প্রসিদ্ধ অমৃত হইতে বৈলক্ষণ্য সূচনা করে। এতাদৃশ কথামৃত মর্ত্ত্যধামে যে কোন স্থানে যাঁহারা কথন দ্বারা দান করেন, তাঁহারা বহু দাতা। অথবা তোমার কথাই মরণ, অর্থাৎ তোমার কথাতেই মরে, কারণ, উহাতে জীবন তাপতপ্ত হয়, অর্থাৎ তপ্ত তৈলে জলের ন্যায় হয়। যাহারা স্তাবক, তাহারাই উহাকে কল্মষাপহ বলিয়া শ্লাঘা করে, এবং উহা শুনিতেই ভাল, অনুভব করিতে নহে। এবং সৌন্দর্য্যাদিজনিত মদ দ্বারা সর্ব্বতঃ প্রসৃত, অতএব যাহারা উহা নিরূপণ করে, তাহারা মহাপ্রাণঘাতক ইহাও আর্ত্তোক্তি। অতএব অধুনা তোমার আশায় ক্ষণকালও যাহারা বাঁচিতে চায়, তাহাদের উহাতে কোন প্রয়োজন নাই ইতি ভাব। ৯

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥১০॥
চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥১১॥
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥১২॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥১৩॥

(আমার কথাশ্রবণে নিবৃত্ত হও, আমার দর্শনে কি প্রয়োজন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে প্রিয়! হে কপট! তোমার হাস্য, সপ্রেমদর্শন, যাহার ধ্যানে মঙ্গল হয় তাদৃশ বিহার এবং নির্জ্জনে হৃদয়-স্পর্শী সঙ্কেতনর্ম্ম সে সকল আমাদের মনকে ক্ষোভিত করিতেছে। ১০

(আমরা তোমার প্রতি প্রেমার্দ্রচিত্ত, তুমি কি জন্য আমাদের নিকট কপটাচরণ করিতেছ, এই কথা বলিতেছেন।) হে কান্ত! যখন তুমি পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন তোমার কমলের ন্যায় কোমল চরণ পতিত সশৃঙ্গ বন্য ধান্য, তৃণ ও অঙ্কুর দ্বারা ক্লিষ্ট হয় এই ভাবিয়া আমাদিগের মন অতিশয় ব্যাকুল হয়। ১১

হে বীর! সায়ংকালে নীল কুন্তলে আবৃত ও গো সকলের পদধূলিতে ধূসরিত পদ্মতুল্য আনন ধারণ করিয়া এবং তাহা মুহুর্মুহু প্রদর্শন করাইয়া আমাদের মনোমধ্যে কামভাব জন্মাইয়া দাও, (সঙ্গ দাও না, ইহাতে তোমাকে কপট ভিন্ন আর কি বলিব?) ১২

(এক্ষণে কপটতা ত্যাগ করিয়া এইরূপ কর) হে মনঃপীড়োপশমন! হে রমণ! তোমার এই চরণ প্রণতজনের কামদ, ব্রহ্মা কর্তৃক অর্চ্চিত, ধরণীর ভূষণ, আপৎকালে ধ্যেয়, অর্থাৎ ধ্যানমাত্রে আপন্নিবারক এবং সেবাকালেও সুখপ্রদ, (দয়া করিয়া কাম-তাপ শান্তির জন্য) ইহা আমাদের স্তনে অর্পণ কর। ১৩

বিবৃতি—প্রথমার্থে আমি দুর্লভ, আমাতে কেন এত অনুরাগ কর, আমার কথা শ্রবণ দ্বারা নিবৃত্ত হও, এই আশঙ্কা করিয়া তাহা দ্বারা নিবৃত্তি হইবে না, তাহার পূর্ব্বানুরাগ চরিত্রকে দোষ দিতেছেন। দ্বিতীয়ার্থে—আশাতে দীর্ঘকাল বাঁচিতে সমর্থ হইব না এই কথা বলিয়াছেন। প্রহসিত—স্বাভাবিক স্মিতাপেক্ষায় কিছু উদ্‌ভট হাস্য; প্রেমপূর্ব্বক অবলোকনযুক্ত, তার পর বিহার ইত্যাদি। হে কুহক! আমরা তোমার আশায় সর্ব্বদা মনঃক্ষোভ পাইতেছি আর তুমি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছ? ১০

হে নাথ! ব্রজেশ্বর! অথবা প্রিয়জনোপতাপক! ইত্যাদি। তোমরা বিবেকসম্পন্ন, অবসাদজনক মদ্বিষয়ক চিন্তা ত্যাগ কর। উত্তর—প্রিয়জনচিন্তা বিবেক থাকিলেও ত্যাগ করা যায় না। প্রীতিই যখন দুঃখের মূল, তখন প্রীতিই ত্যাগ কর। উত্তর—বাধা দিতে পারি না। ১১

দিবাবসানে নীলালকাবৃত গোষ্পদ-রজঃস্ফুরিত আনন ধারণ করিয়া তাহা বারম্বার আমাদিগকে প্রদর্শন কর, তাহাতে তোমা কর্তৃক কামভাবই আমাদের হৃদয়ে জাগে, যদি সকৃদ্দর্শন হইত, তবে হয় ত ভাবসম্বরণে সমর্থা হইতাম। বারম্বার দর্শনে অতি বর্দ্ধিত কামসম্বরণে অসমর্থা হইয়াছি। ১২

গোপীদিগের উক্তি হইতে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ সূচিত হইয়াছে, কৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ তাহাদের মুখে বর্ণিত হওয়ায় রসাবহ হইয়াছে, এই প্রকারে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গানুরাগে কৃষ্ণের দোষই উপন্যাস করিয়া প্রার্থনায় উপসংহার করিতেছেন, তোমার পদধ্যানে দুঃখ থাকে না, অতএব আমাদের বিরহাদি ব্যথা নাশ কর, এবং বিচিত্র ক্রীড়া দ্বারা সুখ সম্পাদন কর। ১৩

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥১৪॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥১৫॥
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥১৬॥
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥১৭॥

হে বীর! তোমার অধরামৃত সুরত-বর্দ্ধক, শোকনাশক, এবং শব্দায়মান বেণুতে চুম্বিত, ঐ অধরামৃতে মানবগণের সার্ব্বভৌমাদি সুখেচ্ছাও বিস্মরণ হয়, কপটতা পরিত্যাগ করিয়া ইহা আমাদিগকে বিতরণ কর। ১৪

হে নাথ! দিবসে যখন তুমি কাননে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখিতে পাওয়ায় ক্ষণার্দ্ধকালও যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং দিবাবসানে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার কুঞ্চিত কুন্তলাবৃত শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া নিমেষমাত্র ব্যবধান অসহ্যবোধ হওয়ায় সেই সকল নিরীক্ষণকারী প্রাণীর নিকট চক্ষুর পক্ষ্মনির্ম্মাণকারী ব্রহ্মা মন্দ বলিয়া গণ্য হয়েন। ১৫

হে অচ্যুত! পতি পুত্র ও তৎসম্বন্ধী বান্ধবগণকে অতিক্রম করিয়া তোমার উচ্চ গানে মোহিত হইয়া গতিবিদ্ আমরা আমাদের আগমনাভিজ্ঞ তোমার নিকটে আসিয়াছি, হে শঠ! এইরূপ স্বয়মাগত অথবা স্বয়মাহূত স্ত্রীগণকে রাত্রিকালে তুমি ভিন্ন কে পরিত্যাগ করে? ১৬

(তুমি আমাদের ত্যাগ করিলে পূর্ব্ব সময়ে তদ্দর্শন নিদান যে হৃদ্রোগ জন্মিয়াছে, উহার চিকিৎসা তোমার সঙ্গলাভেই হয়, উহা কর, এই কথা দুইটি শ্লোক দ্বারা বলা হইতেছে) হে প্রিয়! তোমার নির্জ্জন স্থানের রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষণ, কামোদয়জনক সহাস্য বদন, সপ্রেমাবলোকন ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মিয়াছে এবং তাহা দ্বারা আমাদের মনঃ মুগ্ধ হইতেছে। ১৭

বিবৃতি—অধররূপামৃত প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছাবর্দ্ধক, উহা বারম্বার লাভ করিলেও উহাতে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি হয় না। তোমার অপ্রাপ্তিদুঃখও নাশ করে। ১৪

দুঃখসময় দুরতিক্রমণীয় বলিয়াই পরমদুঃখ, এইজন্য দীর্ঘকাল অদর্শন-দুঃখ অসহ্য, অতএব সত্বর দর্শন দাও। তোমাকে না দেখিলে সকল ব্রজবাসীরই এই অবস্থা, আমাদের ত কথাই নাই। অথবা হে অচিন্তনীয়প্রকৃতে! তোমা হইতে আমাদের কোন সুখই হয় নাই, প্রত্যুত অদর্শনকালেতেও দুঃখই, এই কথা শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে বলা হইয়াছে। দর্শনকালেও দুঃখ উত্তরার্দ্ধে বলা হইয়াছে। অনভিজ্ঞ পক্ষ্মনির্ম্মাতা ব্রহ্মা অভিশাপের যোগ্য। অথবা যিনি পক্ষ্মচ্ছেদনকর্ত্তা, তিনিই অজড় অর্থাৎ রসজ্ঞ বা বিদ্বান্। অথবা যাহারা নিজ নয়নের পক্ষ্মচ্ছেদে অজড়া, সেই ভাল করিয়া দেখুক, আমরা পক্ষ্মাচ্ছন্নদৃষ্টি জড়, সাক্ষাৎ হইলেও কি দেখিব। ১৫

গীতমুগ্ধ হরিণীর ন্যায় তব গানে মুগ্ধা আমরা গুরুজনের বাক্য, সুতাদির স্নেহবিশেষ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সকল অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। আমরা স্বরগতি জানি অথবা তোমার স্বভাব জানিয়াও মোহন মন্ত্ররূপ তোমার গানে মুগ্ধ হইয়াছি, তুমিই ত আমাদের ডাকিয়া আনিয়াছ, হে শঠ! নিজে ডাকিয়া আনিয়া রাত্রিকালে কে স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করে? কেহই না। ১৬

অথবা তোমার ব্যবহারে অর্থাৎ গোপনে রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক আলাপ, সহাস্যবদন, অতি স্পৃহায় সপ্রেমাবলোকন দর্শনে তোমার হৃদয়ে কামোদয় দর্শন করিয়া আমাদের ত্বদঙ্গ-সঙ্গের অতি স্পৃহা হইয়াছে এবং

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎ স্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্ ॥১৮॥
যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
গোপীগীতং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

হে প্রভো! তোমার আবির্ভাব ব্রজবনবাসিসকলেরই দুঃখনাশক, এবং বিশ্বের অতিশয় মঙ্গলজনক, অতএব তোমাকে পাইবার জন্য যে স্পৃহা, তাহাতেই আমাদের মনঃ থাকায় রুগ্ন হইয়াছে, স্বজনের মানসরোগের নিবারক গোপনীয় ঔষধ যাহা তুমিই জান, (কার্পণ্য ত্যাগ করিয়া) আমাদের কিঞ্চিৎ প্রদান কর। ১৮

(অবশেষে প্রেমধর্ষিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন) হে প্রিয়! তোমার সুকুমার চরণকমল (তুমি প্রিয় বলিয়া) আমরা কঠিন স্তনের উপর (পাছে ব্যথা লাগে এই ভয়ে) ভীত হইয়া আস্তে আস্তে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ, তোমার সেই চরণকমল কি সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? নিশ্চয়ই হইতেছে, ইহা ভাবিয়া তুমিই যাহাদের জীবন, সেই আমাদের বুদ্ধি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে। ১৯

তাহা দ্বারাই আমাদের মন মুগ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বেও এই স্পৃহা ছিল, ইদানীং উহা চরমে উঠিয়াছে, সুতরাং মরণ আসন্ন। এই স্পৃহা দুর্নিবার, সুতরাং ইহার প্রতিকার নাই; ইহা দ্বারা নিজেদের পরম দীনতা সূচিত হইয়াছে। ১৭

বিশ্বপ্রতি—তোমার কামোদয় অভিব্যক্ত করায় আমাদেরও নানাভাব জন্মিয়াছে, তাদৃশ স্নেহময় অভিলাষ দ্বারা বিদীর্ণহৃদয়া গোপীগণ দৈন্যের সহিত জানাইতেছেন, তোমার আবির্ভাবে দুঃখ থাকে না, বিশ্বের মঙ্গল তখন অন্তর্হিত হওয়া অনুচিত। অলং শব্দটি বৃজিনহন্ত্রী ও বিশ্বমঙ্গল এই উভয় দিকে অন্বিত, অতএব আমাদের দুঃখপ্রশমক কিছু দাও ॥ ১৮

সেই হৃদ্‌রোগ কি এবং তাহার প্রতিকারই বা কি? এই অপেক্ষায় রোদন করিতে করিতে তাহাই বলিতেছেন। চরণকে পদ্ম বলায় সুকোমল বুঝাইলেও পুনরায় সুজাত বলায় অতিশয় কোমল বুঝিতে হইবে, সেই জন্যই শনৈঃ ও ধৃতা বলা হইয়াছে, যদিও সেই সময়ে বৃন্দাদেবী প্রভৃতির প্রযত্নে ও বৃন্দাবনের স্বভাবে সেই সকল কাঁকড়াদির শঙ্কা ছিল না, তথাপি বন্ধুজনের হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কা হয়, এই নিয়মেই তাঁহারা ঐরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন পূর্ব্বে ও এক্ষণে কৃষ্ণই যে গোপীদের জীবন, এ কথা বহুবার বলা হইয়াছে, সুতরাং অধুনা তাঁহারা প্রাণধারণে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থা, ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছে। অতএব তুমি দ্রুত আইস, এইরূপ অন্য অন্য বিষয়ও উহনীয়। ১৯

ইতি দশম স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা। রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥১॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥২॥
তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ। উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥৩॥
কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা। কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্ ॥৪॥
কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্। একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ ॥৫॥
একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা। ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী গোপীগণ এইরূপ বিচিত্র প্রলাপ এবং তাললয়াদিযুক্ত গান করিতে করিতে (শেষে অধীর হইয়া) করুণ অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। ১

ভগবান্ শৌরিও পীতাম্বর ও বনমালায় অলঙ্কৃত হইয়া তাহাদের মধ্যে সস্মিত বদনে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধ হইল, ইনি জগন্মোহন কামদেবেরও মনোমোহন ॥ ২

সেই প্রিয়তমকে আগত দেখিয়া প্রীতি-উৎফুল্লনয়না সেই অবলাগণ দেহে প্রাণ আগত হইলে হস্তপদাদি অবয়ব সকল যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপ তাঁহারা সকলে একসঙ্গে (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। ৩

কোন গোপী আনন্দে অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের করকমল গ্রহণ করিলেন, এবং অপরা গোপী চন্দন-চর্চ্চিত কৃষ্ণের বাহু নিজের স্কন্ধদেশে ধারণ করিলেন। কোন গোপী তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। একা বিরহসন্তপ্তা গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আপনার স্তনের উপরে নিহিত করিলেন। ৪-৫

প্রণয়-কোপবশে বিবশা এক জন গোপী ভ্রূযুগল কুটিল করিয়া নিজের ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা যেন প্রহার করিতে করিতে চাহিয়া রহিলেন। ৬

বিবৃতি—ভগবান্ গোপীগণের বিলাপ শ্রবণে দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যাহারা নিজের অপেক্ষা না রাখিয়া তাঁহারই মাত্র অপেক্ষায় ঐরূপ দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের তৎপ্রাপ্তি হয় ইহা দেখান হইয়াছে। সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ পদে, চক্ষুশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। তাঁহার সেই সময়ের হাস্য পূর্ব্বতন স্বাভাবিক হাস্যাপেক্ষায় বিলক্ষণ ছিল, এবং পীতাম্বর বলিলেই চলিত; পীতাম্বরধর বলায় পূর্ব্বাপেক্ষায় বিশেষরূপে ধারণ বুঝায়, দুই স্কন্ধের উপর দিয়া সম্মুখে লম্বমান পীতবসন দুই হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদের নিকট অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনার্থ। কামদেব শ্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে আসিলে তিনি কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যে কামশরপীড়িত হইয়াছিলেন। ২

কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে প্রাদুর্ভূত হইয়া অত্যন্ত নিকটে আসিলে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়াছিলেন অথবা পূর্ব্বে দেখিলেও বিরহজনিত দুঃখে তাঁহাদের বিশ্বাস হয় নাই। পরে সম্যক্‌রূপে দেখিয়া অথবা রোদনাদি জন্য অল্প দর্শনে কৃষ্ণকে স্থিররূপে নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। ইহার নাম বিলাসাখ্য অনুভাব। যথা—"গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গতঃ।" ৩

বিরহকালীন দৈন্য প্রকাশ দ্বারা গোপীদিগের তুল্যাপ্রাপ্তি দেখান হইয়াছে, অধুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে নিজ নিজ ভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, ইহা ৫টি শ্লোকে বলা হইয়াছে। এক জন কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়াছিল, অপরা বাম বাহু স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিল। এই সকল গোপীমধ্যে কেহ কেহ দক্ষিণা নায়িকা, কেহ কেহ বা বামানায়িকা, শেষোক্তা গোপী শ্রেষ্ঠা, কান্তাধীনা ও দক্ষিণা। ৪-৫

ভ্রূকুটি করিয়া তীব্র কটাক্ষ দ্বারা কৃষ্ণকে যেন আঘাত করিয়াই চাহিয়াছিলেন, এইরূপ ভাবের নাম বিব্বোক ও ললিত। লক্ষণ যথা—

অপরানিমিষদৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্। আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥৭॥
তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥৮॥

অপরা গোপী অনিমেষ নয়নে সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইলেও অথবা আস্বাদিত হইলেও পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিয়া অথবা আস্বাদন করিয়া সাধুগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবায় পরিতৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ সেও তৃপ্ত হইতে পারিল না। ৭

কোন গোপী স্বীয় নেত্ররন্ধ্র দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে লইয়া নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া যোগীর ন্যায় পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। ৮

"ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ।" ইতি। ললিতাখ্য ভাব যথা—"বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্। ৬

বিবৃতি—এই গোপী স্বাধীনকান্তা বামা। এই স্থলে নয়নে জিহ্বার ধর্ম্ম আরোপিত হওয়ায় অধিক মনোহর হইয়াছে এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে মধুরত্ব আরোপিত হইয়াছে। "নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় এই স্থানেও রূপকালঙ্কার। ৭

এই পর্য্যন্ত সাতজন গোপীর কথা বলা হইল, শেষোক্তা স্বাধীনকান্তা বামা। বিষ্ণুপুরাণে যে অষ্টমী গোপীর কথা বলা হইয়াছে, তিনি সরলা ও প্রখরা। এ স্থানে ইহা দেখিতে হইবে যে, রত্যাখ্য ভাব দ্বিবিধ, একটি নিজেতে তদীয়তা ভাবনাময় অর্থাৎ আমি তাহার এই রূপ, ইহা কান্ত-পরাধীন দাক্ষিণ্যাদিময়, অপরটি নায়কে মদীয়তা ভাবনাময়, ইনি আমার এইরূপ, ইহা নায়কের পরাধীনতা-সূচক ও বামতাদ্যোতক। আবার এই ভাবদ্বয়ের মিশ্রণে বিবিধ ভাবও উৎপন্ন হয় সুতরাং নায়িকাগত ভেদ অনেক প্রকার হয়, সুতরাং গোপীদিগের মধ্যে যাহাদের একরূপ ভাব, তাহাদের সখ্য ও যাহাদের মধ্যে বিরুদ্ধভাব ছিল, তাহাদের সহিত বিরোধ ছিল ইহা বুঝা যায়। তদীয়তা ও মদীয়তাময় ভাবদ্বয়ের মধ্যে মদীয়তা ভাবই শ্রেষ্ঠ, মমতা অধিক হইলে গভীর প্রেম হয়, এই প্রেম হইতে বাম বা কৌটিল্যাভ্যাস জন্মিয়া থাকে, ইহা ভরত মুনির মত "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা। ভবেৎ" ইত্যাদি, অতএব কান্তও তাহারই বশীভূত হয়েন। রুদ্র বলিয়াছেন, যথা—

"বামতা দুর্লভত্বঞ্চ যা চ স্ত্রীণাং নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্" ইতি। হরিবংশে সত্যভামার এইরূপ দেখা যায়, যথা—তিনি সৌভাগ্যগর্ব্বিতা রূপবতী অভিমানবতী ঈর্ষ্যাপরায়ণা ছিলেন। রুক্মিণী কটুবাধীশ্বরী ছিলেন, সত্যভামা সকলের উত্তমা ও সৌভাগ্যবতী ছিলেন। অতএব অর্দ্ধ ও অর্দ্ধ দ্বারা প্রথম চারিটির, শেষে একটি শ্লোক দ্বারা তিনটির বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটির মধ্যে যিনি ভ্রূকুটি করিয়া কৃষ্ণের দিকে চাহিয়াছিলেন, তিনিই ভাববৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠা এবং প্রথমে তাঁহারই উল্লেখ হইয়াছে। সকলকে ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে মাত্র সঙ্গে লওয়ায় ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইনিই সেই রাধা হইবেন। এবং ইনিই শ্রীমতী রাধা, প্রথমর্ণিত চারিটির প্রথমা জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা ছিলেন, কারণ, তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে ছিলেন ও কৃষ্ণের স্পর্শ লাভ করেন, ইনি দক্ষিণা; উনি শেষোক্তা তিনটির প্রতিপক্ষীয়া, এই দুইটি দলমধ্যে কে কিরূপে কোথায় ছিলেন তোষণীকার ইহার বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম ভবিষ্যোত্তরে এইরূপ আছে, "গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা।" গোপালী পাদ্মোক্ত গায়ত্রী, দশমী নাম, অথবা তারকা দশমী সংখ্যাবিশিষ্ট, প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে পম্পাসর প্রস্তাবে পুনরুদ্ধ-বাগমনে তাঁহারা নিজ নিজ ভাব ব্যক্ত করেন, তথায় উঁহাদের নাম আছে, যথা—ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, বিশাখা, রাধা, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা কেহ কেহ এই আটজনের মধ্যে চন্দ্রাবলীকে মনে করেন; তাঁহারা ধন্যাকে বাদ দেন। লোকে চন্দ্রাবলীর অধিক প্রসিদ্ধ থাকায় এইরূপ মনে করেন, প্রথম দলের প্রধানাই চন্দ্রাবলী। দশসংখ্যা এখানকার মত-সিদ্ধ নহে, দুইদলে প্রথম তিন তিনজন, অপর শ্যামলা ও ভদ্রা এই আটজন দুইদলে। এক পক্ষে চন্দ্রাবলী প্রধানা, অপর পক্ষে সর্ব্বগোপী প্রধানা শ্রীমতী রাধা প্রধানা, ইঁহাদের প্রতিপক্ষ কথা ঐতিহ্যমূলক সুতরাং উপেক্ষণীয় নহে, ভবিষ্যত্তরোক্ত সোমাভা নামের সহিত অর্থসাম্য থাকায় সেই চন্দ্রাবলী হইতে পারেন। যিনি কৃষ্ণের বাহু নিজ স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলেন তিনি রাধাসখী শ্যামলা। তোষণীকার আরও বলেন যে, তিনি মহানুভাববলে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৮

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ। জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥৯॥
তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥১০॥
তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ। বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥১১॥
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্। কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥১২॥
তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥১৩॥

হে রাজন্! সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পরমানন্দে নির্বৃতি লাভ করেন ও বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করেন, যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার-তাপ মোচন করেন সেইরূপ।৯

হে তাত! পরমাত্মা যেমন সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা অথবা পুরুষ উপাসক যেমন জ্ঞানবল কার্য্য দ্বারা অথবা ঈশ্বর যেমন ঐশ্বর্য্যাদিময় স্বরূপ শক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া শোভা পান, তাহার ন্যায় বিগতশোকা সেই সকল গোপীগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ অচ্যুত অধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ১০

ভগবান্ সেই সকল গোপীদিগকে লইয়া যমুনার পুলিনে প্রবেশ করিলেন, যমুনার পুলিনে বিকসিত কুন্দ, মন্দার পুষ্পের দ্বারা সুরভি বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণও তথায় আসিয়াছিল। ১১

শরৎচন্দ্রের কিরণজালে সেই স্থানের রাত্রি-কালীন অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল, এবং যমুনার হস্তরূপ তরলতরঙ্গ দ্বারা সেইস্থানে কোমল বালুকা আস্তৃত হইয়াছিল। ১২

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দে গোপীদিগের হৃদয়গত রোগ দূরীভূত হইয়া গেল, অতএব শ্রুতিগণ যেমন তদ্দর্শনে কামানুবন্ধ ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিতলাভে আপ্তকাম হয়েন, সেইরূপ তাঁহারাও হইয়াছিলেন, তার পর তাঁহারা নিজ প্রেমাস্পদের জন্য নিজ নিজ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্রে আসন রচনা করিয়াছিলেন। ১৩

বিশ্বপ্রতি—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও আবির্ভাব উভয় সময়েই কেশব পদ উল্লেখ থাকায় কেশব পদে পরমতেজোনিধান বুঝিতে হইবে, যেমন তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে তাঁহাদের তেজও অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ আবির্ভাবের সঙ্গে তেজেরও আবির্ভাব হইয়াছে। ৯

তখন সকলে মদ ও মান পরিত্যাগ করিয়া সমবেতভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুগতা হইয়াছিলেন, এবং ভগবানেরও পরম শোভাবির্ভাব হইয়াছিল, এই কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। তাত! এই সম্বোধন দ্বারা পরমানুকম্পার পাত্র বলিয়াই এই পরম রহস্য কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, এই ভাব দ্যোতিত হইয়াছে। ১০

সকল গোপীকে হস্তধারণাদি দ্বারা গ্রহণ করিয়া রাসযোগ্য পুলিনান্তরে যাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বপুলিন হইতে তথায় গমন করেন ও তিনি বিভু বলিয়া একসঙ্গে সকলের সাম্মদানাদির সমাবেশে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৃতীয় পাদ দ্বারা ঐ স্থানের ভাবোদ্দীপন সামগ্রী দ্বারা রাসযোগ্যতা দেখান হইয়াছে, বায়ুর শৈত্য সৌগন্ধ স্পষ্ট, ভ্রমরাবস্থিতি দ্বারা মান্দ্যও বুঝা যায়। ১১

শরতের পূর্ণচন্দ্র উদিত, তাহার বিমল কিরণজালে রজনীর অন্ধকার অপগত, দিনের ন্যায় প্রকাশ। সেই সময়ে কোমলাস্তৃত বালুকাময় পুলিনে ভগবান্ গোপীগণকে লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অধিক শোভা পাইয়াছিলেন, পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অন্বয়। ১২

কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতিগণ ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া তত্তৎকামানুবন্ধ দ্বারা অপূর্ণের ন্যায় হয়েন; জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার দ্বারা তদাহ্লাদে পূর্ণ হইয়া কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করেন, তদ্বৎ সেই সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ণকাম হইলেন, আপ্তকাম হইয়াও প্রেমবশে তাঁহাকে ভজনা করিয়াছিলেন। কেবল যে দুঃখশান্তিই হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহাদিগের অভিলষিত-প্রাপ্তিরও পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, 'যং লব্ধ্বা নাপরং লাভং মন্যতে" তাহা হইয়াছিল, তার পর সুস্থিরচিত্ত হইয়া আসন রচনা

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥১৪॥
সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্‌ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥১৫॥

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ।

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্। নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥১৭॥

যোগেশ্বরগণ স্ব স্ব হৃদয়মধ্যে যাঁহার আসন কল্পনা করেন, সেই ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সভামধ্যগত হইয়া তাঁহাদের কল্পিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার শরীর ত্রৈলোক্য-শোভার এক আধাররূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৪

হে রাজন্! সেই সকল গোপী, হাস্যলীলায় সুশোভন দৃষ্টি, এবং ভ্রূবিলাসবিভ্রম দ্বারা অনঙ্গো-দ্দীপক সেই ভগবানের অভিনন্দন করিয়া ক্রোড়স্থিত ভগবৎ-কর ও পাদদ্বয়ের সংস্পর্শ অর্থাৎ মর্দ্দনাদি দ্বারা সেবা করিয়া ঈষৎ কোপাবেশে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৫

গোপীগণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি ভজনাকারী ব্যক্তিদের ভজনানুসারে ভজনা করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভজনাপেক্ষা না করিয়া যাহারা ভজনা করে না, তাহাদিগকে ভজনা করেন। অন্য ব্যক্তিরা ভজনাকারী ও অভজনাকারী এই উভয় ব্যক্তিকেই ভজনা করে না, ইহা কিরূপ ব্যাপার? তাহা আমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া বল। ১৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সখীগণ! যাহারা প্রত্যুপ-কারাশায় উপকার করে না অর্থাৎ প্রত্যুপকারলাভের জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভজনা করে, তাহারা স্বার্থ-লাভের নিমিত্তই ঐরূপ উদ্যম করে অর্থাৎ তাহারা অন্যের ভজনা করে না, নিজেরই উপাসনা করে। অতএব ঐরূপ উদ্যমে সৌহার্দ্দ কিম্বা ধর্ম্ম হয় না (উহা গো-মহিষী প্রভৃতি পালন যেমন স্বার্থের জন্য সেইরূপ), উহাতে নিজের ভজনা করা হয়, ইহার অন্যথা নহে। ১৭

করিয়াছিলেন, নিজ বান্ধব বলিয়া তৎসমক্ষে লজ্জাপগম নিবন্ধন দোষ হয় নাই। এই আসন রচনা দলে দলে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছিলেন। ১৩

বিশ্বপ্তি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীকল্পিত আসনে উপবিষ্ট হইলে এক অপূর্ব্ব শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্যত্র তিনি পরম দুর্লভ যোগেশ্বর—সিদ্ধ-সমাধি ব্যক্তিগণ যেরূপ হৃদয়ে ভাবনাময় আসনে উপবেশন করান, তিনি গোপী পরিষদ্গত হইয়া সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং গোপীদের সম্বন্ধই বড়। ১৪

প্রণয়স্বভাব বশত তাঁহাদের কোপোৎপত্তির কথা বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে পরিত্যাগ—ইদানীং অন্তর্বিধ চেষ্টা ইহা দর্শন করিয়া কুপিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণের হস্তপদসমর্দ্দনাদি রূপ সেবা দ্বারা নিজ হৃদয়ান্তর্গত কোপ গোপন করিয়াছিলেন, ইহাকে অবহিত্থ নামক ভাব বলে, "অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে"। ১৫

ভগবানের অকৃতজ্ঞতা তাঁহারই বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিবার দৃঢ়াভিপ্রায়শালিনী গোপীরা বলিতেছেন। ভো এই সম্বোধন দ্বারা অবহিত করা হইয়াছে। নিজের দোষ প্রকাশ হইবার ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ অনবহিতের ন্যায় ছিলেন। ১৬

গোপীদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া এই উত্তর করিতেছেন। স্বার্থ পদে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল, যেমন দেবতার আরাধনা সাদরে করে, দেবতারাও তাহাদের করেন, গো-মহিষীর আরাধনায় যেমন দুগ্ধ লাভ হয়, সেইরূপ দেবতারাও যজ্ঞাদি দ্বারা

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা। ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥১৮॥
ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ। আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥১৯॥
নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥২০॥
এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥২১॥

হে সুমধ্যমাগণ! যে সকল কারুণিক ব্যক্তি পিতা মাতা যেমন ভজনহীন সন্তানের পালন করেন, সেইরূপ অভজনাকারীদিগকেও ভজনা করেন; ইহাতে বিপ্রতিপত্তিশূন্য ধর্ম্ম হয় এবং নিঃসন্দিগ্ধ সৌহার্দ্দও হয়। ১৮

কোন কোন ব্যক্তি ভজনাকারীদিগকেও ভজনা করেন না, সুতরাং অভজনাকারীদের ত কথাই নাই। তাহারা আত্মারাম, অথবা আপ্তকাম কিম্বা অকৃতজ্ঞ অথবা গুরুদ্রোহী। ১৯

হে সখীগণ! আমি ভজনাকারীদিগের নিরন্তর ধ্যানপ্রবৃত্তির নিমিত্ত ভজনাকারীদিগকেও ভজনা করি না। যেমন নির্ধন ব্যক্তি লব্ধধন নষ্ট হইলে সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে, অন্য কিছুই জানিতে পারে না সেইরূপ। ২০

এই প্রকারে আমার জন্য লোক, (যুক্তাযুক্তপরীক্ষা দ্বারা) বেদ (ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতীক্ষা না করায়) আত্মীয়-স্বজন (স্নেহত্যাগে) পরিত্যাগকারিণী তোমাদের আমার প্রতি ধ্যানপ্রবৃত্তির জন্য, হে অবলাগণ! আমি অদর্শন যাহাতে ঘটে—সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, অথচ আমি পরোক্ষে থাকিয়া তোমাদের প্রেমালাপ শুনিতেছিলাম। অতএব হে প্রিয়াসকল! আমার প্রতি তোমরা দোষারোপ করিতে পার না। ২১

সন্তুষ্ট হইয়া যজমানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, উহার মধ্যে সৌহার্দ্দ বা ধর্ম্ম নাই। কেন না, উহা দেখিতে গেলে নিজেরই উপাসনা করা—অন্য কিছুই নহে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পরস্পর ভজনা হইতে পারে না, ইহাতে যদিও দৃষ্টসুখ আছে, তথাপি সোহার্দ্দ না থাকায় সুখবৃদ্ধি হয় না। ১৭

বিবৃতি—সুমধ্যমা এই সম্বোধন দ্বারা সর্ব্বসৎলক্ষণ-সম্পন্না তোমাদের মধ্যেও তাদৃশ গুণ আছে, সুতরাং তোমরাই এ বিষয়ে প্রমাণ, ইহা তাহাদের আত্মভজনার্থ চাতুর্য্য, অথবা পূর্ব্বে সোপাধিক ভজনার অপবাদ বলিয়া সম্প্রতি নিরুপাধিক ভজনার নিরপবাদত্ব বলিতেছেন। ইহার দৃষ্টান্ত পিতরৌ, দয়ালু ব্যক্তিদের সৌহার্দ্দ সুস্পষ্ট পুত্রাদি-পালন গার্হস্থ্যধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া পিতা মাতার সামান্য ধর্ম্মপ্রাপ্তিও হয়। সুতরাং অভজনাকারীদের যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা দ্বিবিধ, করুণাপরায়ণ ও স্নেহসম্পন্ন ব্যক্তি; সুতরাং ইঁহাদের যথাক্রমে ধর্ম্ম ও কাম হয়। ১৮

যাঁহারা ভজনাকারীদের ভজনা করেন, সেই সকল ব্যক্তিরা চারি প্রকার, আত্মারাম, যাহাদের বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি নাই; কতকগুলি আপ্তকাম, বিষয় দর্শন থাকিলেও পূর্ণকাম বলিয়া ভোগেচ্ছারহিত, অন্য অকৃতজ্ঞ মূঢ়। অপর গুরুদ্রোহী অতি কঠিন। ১৯

যাহারা নিজেদের চরম কোটিগত মনে করিয়া নয়ন সঙ্কেতে পরস্পর তাকাইয়া অন্তর্গত হাস্য গোপনে অবস্থিত, তাহাদিগকে দেখিয়া বলিতেছেন, হে সখীগণ, আমি তাহাদের মধ্যে নহি, কিন্তু পরম কারুণিক ও পরম সুহৃৎ, কারণ, ভজমানব্যক্তির ধ্যান-দৃঢ়তার জন্য আমি তাহাদিগকে ভজনা করি না, ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন, যথা—ধন ইত্যাদি। সে সেই চিন্তায় বিভোর হয়, এমন কি, ক্ষুধা-পিপাসা পর্য্যন্ত জানিতে পারে না। ২০

আমি তোমাদের নিকটেই ছিলাম, এই কথা বলিতেছেন। গোপীরা দোহন, পতিশুশ্রূষাদি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সমীপে আসিয়াছিল, সেই কথা বলিতেছেন; অবলা হইয়াও যে কাজ করিয়াছে, উহা দুষ্কর; ইহা অবলা সম্বোধন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অসূয়া না করার উদ্দেশ্যে প্রিয়া এই সম্বোধন, তোমরা যখন 'পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনো-র্মহাত্মনঃ ইত্যাদি বলিয়া আমার অন্বেষণে ব্যগ্র ছিলে, আমিও তখন তোমাদের অগ্রে, কখন পার্শ্বে থাকিয়া। তোমাদের দৃষ্টির অগোচর মাত্র থাকিয়া, প্রেমালাপ শুনিয়াছি। ২১

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥২২॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গোপীসান্ত্বনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

হে সুন্দরীগণ! তোমাদের (আমার সহিত) সংযোগ নির্ম্মল, এবং যে তোমরা দুর্জর—যাহা কখনও জীর্ণ হয় না, সেই গৃহশৃঙ্খল গৃহসম্বন্ধি ঐহিক পারত্রিক সুখকর লোক-ধর্ম্ম-মর্য্যাদা ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, আমি অমরগণের আয়ুকাল দ্বারাও তাহার স্বীয় অসাধারণ সাধুকৃত্য অর্থাৎ প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারা সেই কৃত্যের প্রত্যুপকার হউক। ২২

বিবৃতি—এ সকল কথা থাকুক, পরমার্থ শ্রবণ কর। ভগবান্ বলিলেন, হে সুন্দরীগণ। তোমরা যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, এই সংযোগে কোন নিন্দার বিষয় নাই; ইহ' অতি নির্ম্মল, তোমাদের এই একনিষ্ঠার এবং সকল প্রকার লোকধর্ম্ম-মর্য্যাদা ছেদন করিয়া আমার সেবা করায় প্রত্যুপকাররূপ সাধুগণের অনুষ্ঠেয় কার্য্য আমি দীর্ঘকালেও করিতে পারিব না; সুতরাং তোমাদের সাধু কার্য্য দ্বারা সেই তোমাদের সাধু কার্য্যের প্রত্যুপকার হউক, তোমরা সকলের স্নেহপাশ—সংসারে মমতাবন্ধন যাহা কখনও যায় না—তাহা ছেদন করিয়া একমাত্র আমারই সেবা করিয়া একনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, অথচ আমি বহুনিষ্ঠ সুতরাং আমার তোমাদের এই সাধুকার্য্যের বিনিময়ে যেরূপ সাধুকার্য্য হওয়া উচিত, তাহা অসম্ভব; সুতরাং তোমাদের সাধুকার্য্যের দ্বারা তোমাদের সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল। অর্থাৎ তোমাদের শীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, আমার কৃত প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না। নিরবদ্য শব্দে অনিন্দনীয় বুঝায়, কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নির্ম্মল প্রেমবিশেষময় বলিয়া নির্দ্দোষ অনিন্দ্য সংযোগ যাহাদের, সম্যক্ মদ্বিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতা স্বপত্যাদি স্পর্শাভাব নিবন্ধন এই সংযোগ নির্দ্দোষ। বিশেষতঃ কুলবধূগণের দুশ্ছেদ্য গৃহসম্বন্ধি ঐহিক পারলৌকিক সুখকর লোক-ধর্ম্ম-মর্য্যাদাচ্ছেদন করিয়া পরমানুরাগে আমাকে আত্মনিবেদন করিয়াছ, আমি অন্যত্রও প্রেমযুক্ত বলিয়া তাহা পারি না। ২২

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ। জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥১॥

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥২॥

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।

দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্ ॥৩॥

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্ ॥৪॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্। সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! গোপীগণ ভগবানের ঐ সকল পরম মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরহজন্য তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের করচরণাদি অবয়ব স্পর্শে তাঁহাদের সর্ব্ব-প্রকার কল্যাণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১

পরস্পর পরস্পরের বাহু গ্রথিত করিয়া দণ্ডায়-মান প্রীত ও অনুগত স্ত্রীরত্নের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ গোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ২

গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত রাসোৎসব প্রবৃত্ত হইল, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীতকণ্ঠী সেই ব্রজসুন্দরী-গণের দুই দুইজনের মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট হইলে সেই স্ত্রীগণ সকলেই কৃষ্ণকে নিজ নিজ নিকটে মনে করিয়াছিল। সেই সময়ে অতিশয় ঔৎসুক্যযুক্ত সস্ত্রীক দেবগণের শতশত বিমান দ্বারা আকাশমণ্ডল সঙ্কুল (পরিব্যাপ্ত) হইয়াছিল। ৩

তাহার পর দুন্দুভিসকল বাজিতে লাগিল এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, এবং সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

হে মহারাজ! রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যকারিণী সেই সকল রমণীর বলয়, নূপুর এবং কিঙ্কিণী সকলের ধ্বনি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইল। ৫

বিবৃতি—তদঙ্গোপচিতাশিষঃ এই পদটি গোপীদের বিশেষণ, ভগবানেরও বিশেষণ হইতে পারে, ভগবদঙ্গস্পর্শে পূর্ণমনোরথা গোপীগণ, অথবা গোপীদের অঙ্গস্পর্শে লব্ধ-মনোরথ ভগবান্ উভয়েই সম্ভব। ১

রাস শব্দে বহুনর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ। রাসক্রীড়ার লক্ষণ যথা—"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াং, নর্ত্ত-কীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয়নর্ত্তনম্। ২

কৃষ্ণ. মণ্ডলরূপে অবস্থিত; তাহাদের দুই দুইজনের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তৎকর্ত্তৃক কণ্ঠদেশে গৃহীত, উভয় দিক্ হইতে আলিঙ্গিত গোপীদিগের রাসোৎসব প্রবৃত্ত হইল। সেই স্ত্রীগণ নিজ নিকটে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া ইনি আমাকেই আলিঙ্গন করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়াছিল; তিনিও এই নিমিত্ত তাহাদের দুই দুইজনের মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি একাকী কিরূপে সকলের নিকটে ছিলেন? এইজন্য বলা হইয়াছে, যোগেশ্বরেণ ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তি। রাস শব্দের যৌগিকার্থ রসকদম্ব। এই রাসের কথা বিষ্ণুপুরাণে বিস্তৃতভাবে আছে। বিল্বমঙ্গল উহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরেণ মাধবো মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ" ইতি। ক্রমদীপিকায় আছে, 'সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরম্', অতএব রাসযাত্রায় যুগ্মপূজা-বিহিত, তিনজনের পূজা নহে। এখানে নিজ নিজ নিকটে কৃষ্ণকে পাওয়ায় ও বৈষম্য না থাকায় সুখভঙ্গ হয় নাই। এই রাস পরস্পর সুখার্থ কৃষ্ণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৩

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥৬॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈর্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥৭॥
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥৮॥
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥৯॥
কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ। জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥১০॥

হে রাজন্! ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাসমণ্ডলে স্বর্ণকায়াদি গোপীগণের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণময়-মণিসকলের মধ্যে মধ্যে মহামারকত (ইন্দ্রনীল মণির) মণির ন্যায় সেই সকল অবলা দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬

(গোপীদিগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, গোপীগণও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শোভা পাইয়াছিল, এই কথা বলা হইতেছে) পাদন্যাস অর্থাৎ নৃত্যগতি, ভূম্যাক্রামণ, ভঙ্গী, কর-চালন, সহাস্য ভ্রূ-বিলাস, অর্থাৎ বাহুপ্রসাভিব্যঞ্জক নর্তন-চাতুর্য্য, আভুগ্ন মধ্যভাগ, (স্বভাবতঃ কৃশবিশেষ করিয়া নৃত্যের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়ার ন্যায়) কিম্বা স্তনমণ্ডল, চঞ্চল বসন, এবং গণ্ডস্থলে দোলায়মান কুণ্ডল দ্বারা উদ্গত স্বেদবিন্দুযুক্তমুখী, শিথিলিত কবরী-কাঞ্চী-গ্রন্থি কৃষ্ণবধূরা কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ৭

নৃত্যকারিণী, নানারাগ-রঞ্জিতকণ্ঠী, রতিপ্রিয়া, কৃষ্ণসংস্পর্শে মুদিতা গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিলেন, যে গীতে এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ৮

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের উন্নীত স্বরালাপে অমিশ্রিত ষড়্জাতি স্বরের আলাপ করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া স্বরকে ধ্রুব নাম দিয়া উর্দ্ধে লইয়া গেলেন এবং গানকারিণীকে বহু বহু ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ৯

হে রাজন্! কোন গোপী নৃত্যগীত-পরিশ্রান্তা হইয়া গদাধারী হরির পার্শ্বে গিয়া অবস্থিতা হইলেন এবং বাহু দ্বারা তদীয় স্কন্ধ গ্রহণ করিলেন, অতএব তাঁহার হস্তের বলয় ও মস্তকের মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল। ১০

বিবৃতি—যশোদা-পুত্ররূপে যেরূপ শোভা হয়, তাহাদের দ্বারা তদপেক্ষাও অধিক শোভা হইয়াছিল। সকলের মধ্যেই তিনি ছিলেন। তাহারা স্বর্ণবর্ণা, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ; সুতরাং হেমমণগণের মধ্যে মধ্যে মহামারকত মণির ন্যায় শোভা হইয়াছিল, সকলের মধ্যস্থলে ভগবান্ রাধিকার সহিত ছিলেন ও বেণুবাদন পূর্ব্বক সমস্ত রাসমণ্ডল অতিশয় শোভিত করিয়াছিলেন। এই কথা ক্রমদীপিকায় বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। ৬

ফলতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বহুবিধ, ইহাতে তিনি সে সময় যে চক্রের ন্যায় হওয়ায় গোপীগণ যে বিদ্যুৎ, স্বেদবিন্দু, যেন জলধারা, এবং সঙ্গীত মেঘ গর্জ্জিতের সদৃশ হইয়াছিল। ৭

গানের প্রয়োজন রতি—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রীতি, উহাই ছিল গোপীদিগের প্রিয়। উচ্চৈঃস্বরে গান করায় তাহাদের শ্রম হয় নাই, কারণ, কৃষ্ণস্পর্শে তাহারা আনন্দিত ছিল, এই গানে বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছিল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—তাহাদের গানের অনুসরণে পরে গান হইয়াছে। তাহারা ষোড়শসহস্র রাগে গান করিয়াছিলেন, ইহা সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, সঙ্গীতসার নামক গ্রন্থে আছে, "তাবন্ত এবরাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসহস্রা পুরা গোপী কৃতা বরা।" নৃত্যমানা—নৃত্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কৃত সম্মান যাহাদের, এইরূপ অর্থও হয়। ৮

অমিশ্রিতা—একসঙ্গে মিলিয়া গান করিলেও তাহার গান পৃথক্ রূপে স্পষ্ট বুঝাইয়াছিল, ঐ গান প্রথমে তালবদ্ধ ছিল না, কেবল রাগময়ই ছিল, পরে উহাকে ধ্রুব ও যতি এই তালদ্বয়াত্মক গীতবিশেষ রচনা করিয়া গান করেন এবং গানকারিণীকে কৃষ্ণ সম্মান প্রদান করেন। তোষণীকার এই স্থানে স্বরভেদ দ্বারা রাস, জাতি প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ৯

এই শ্লোকে মাধুর্য্য নামক অনুভাব বুঝিতে হইবে।

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্। চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥১১॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্। গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা অদাৎ তাম্বূলচর্বিতম্ ॥১২॥

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা। পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥১৩॥

গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্। গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥১৪॥

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশস্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥১৫॥

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥১৬॥

তথায় অন্য এক গোপী তাহার স্কন্ধগত কৃষ্ণের চন্দনচর্চ্চিত উৎপলগন্ধি বাহু আঘ্রাণ করিয়া রোমাঞ্চিতা হইলেন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। ১১

কোন গোপী নৃত্যবশতঃ চঞ্চল কুণ্ডলদ্বয়ের কিরণে বিদ্যোতিত প্রিয়তমের গণ্ড আপনার তথাবিধ গণ্ডে ধারণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। ১২

নৃত্যগীতপরায়ণা অতএব শব্দায়মান নূপুর মেখলা-যুক্তা শ্রান্তা কোন গোপী, পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় করকমল নিজ স্তনদ্বয়ের উপর ধারণ করিলেন। ১৩

অন্যান্য গোপীরা কমলার একান্ত বল্লভ, কমনীয় কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ও তাঁহার বাহু দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া তদীয় গুণগান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৪

(সেই রাসোৎসবকালে বাদক, গায়ক, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে অনুরূপ বাদন ও গীত হইয়াছিল, ইহাই বলিতেছেন) হে রাজন্! ভ্রমরগণ যে রাস সভার গায়ক, সেই রাস-গোষ্ঠীতে কর্ণোৎপল অলকালঙ্কৃত কপোল ও স্বেদ-বিন্দু দ্বারা সুশোভিতবদনা, স্বকেশগলিত পুষ্পমাল্যা গোপীগণ, বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীবাদ্যের সাহায্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিয়াছিল। ১৫

গোপীগণ যেমন ভগবানের সহিত বিবিধ বিভ্রম প্রকাশ করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, ভগবান্‌ও সেইরূপ আলিঙ্গন ও করাভিমর্শন, স্নিগ্ধাবলোকন, উদ্দাম বিলাস ও উদ্দাম হাস্য দ্বারা সেই সকল ব্রজ-সুন্দরীগণের সহিত বালক যেমন আপনার প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ১৬

লক্ষণ যথা—'মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা' ইনি শ্রীরাধা, গানকারিণীদ্বয় তাঁহার সখী ললিতা ও বিশাখা। ১০

বিবৃতি—এই শ্লোকে বর্ণিত ঘটনা শ্যামলা নাম্নী শ্রীরাধার সখীর, প্রেমবৈবশ্য নিবন্ধন সে রোমাঞ্চিতা হইয়াছিল এবং সেই কারণেই চুম্বন করিয়াছিল, ইহার নাম প্রাগলভ্য নামক অনুভাব, যথা—'নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা' ইতি। ১১

পূর্ব্বশ্লোকে শৈব্যার কথা বলিয়া এই শ্লোকে চন্দ্রাবলীর বিলাস-কথা বলা হইয়াছে। এই ছয় জন প্রধানা, সপ্তমী পদ্মা, ভদ্রা অষ্টমী, জয়দেব ইহাকেই বর্ণনাবিশেষ দ্বারা সরসচরিত্রা সম্পাদন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা"-মিত্যাদি। ১৩

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, কেশসকল তালমতিতে সন্তুষ্ট হইয়া শিরঃকম্পন পূর্ব্বক পাদদেশে যেন পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্নর পদ মূলে না থাকিলেও দেবতা পদ থাকায় তদন্তর্গত কিন্নর বুঝিতে হইবে। গোপীদের অন্য গীতাদির অপেক্ষাও ছিল না, তাহারা আনন্দ বশতঃই মধ্যে মধ্যে বাদ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৫

ইহা দ্বারা ইহা দেখান হইয়াছে যে, ভগবান্ গোপীগণের মধ্যে নিজের কলাকৌশল সৌগন্ধ্য লাবণ্যাদি সঞ্চারিত

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥১৭॥
কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ। কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥১৮॥
কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥১৯॥
তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥২০॥
গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥২১॥

(গোপীগণ ভগবদ্বিলাসে আকুল হইয়াছিল, ইহা বলা হইতেছে,) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে অতিশয় প্রীতি দ্বারা অবশেন্দ্রিয়া ও বিগলিতমাল্যাভরণা ব্রজ-স্ত্রীগণ কেশ, বস্ত্র ও কাঁচুলী বিশ্লথ হইলে তাহা বাস্তবিকই ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৭

(কেবল যে গোপীগণই ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, তাহা নহে; দেবীরাও হইয়াছিলেন এই কথা বলা হইয়াছে) শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া দর্শন করিয়া, বিমানচারিণী দেবীগণও কামপীড়িত হইয়া বিমুগ্ধ হইলেন, সগণ শশাঙ্কও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৮

রাসমণ্ডলে যত গোপী ছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে তত সংখ্যক করিয়া, ভগবান্ আত্মারাম হইলেও, তাহাদের সহিত লীলানিমিত্ত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ১৯

হে রাজন্! গোপীগণ রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপূর্ব্বক নিজের মঙ্গলময় করতল দ্বারা তাহাদের বদন মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। ২০

গোপীগণ উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও কুণ্ডলের দীপ্তি-দ্বারা যে শোভা, তাহা দ্বারা ও অমৃতায়মান হাস্য ও নিরীক্ষণ দ্বারা পতি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে করিতে তাঁহার নখস্পর্শে আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকৃত কর্ম্ম-সকল গান করিয়াছিলেন। ২১

করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ পরস্পর পরস্পরের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা গোপীগণের ন্যায় কৃষ্ণেরও স্নিগ্ধ শব্দব্যঞ্জিত স্নেহ-বিকার দেখান হইয়াছে। ইহা সাত্ত্বিক ভাব, বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে। ১৬

বিবৃতি—চন্দ্র কৃষ্ণক্রীড়া দর্শনে নিজের গতি বিস্মৃত হইয়া এক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্ব্বতন গ্রহগণও নিজ নিজ স্থানেই ছিলেন, সেই জন্য রাত্রি অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, এবং গোপীরা যথাসুখে বিহার করিয়াছিল। স্বচ্ছন্দ বহুল সুখ-ক্রীড়ার জন্য রজনীর দীর্ঘতা আবশ্যক। এই জন্য ব্রহ্মরাত্র ইত্যাদি অগ্রে বলিবেন, ভগবৎ-শক্ত্যাবেশ হইলে সকল অসম্ভবই সম্ভব হইতে পারে. তবে গ্রহসকলের স্থগিতের কথা উৎপ্রেক্ষা মাত্র, কারণ, তাহাদের গতি জ্যোতিশ্চক্রাধীন, নিজ গতি অতি অল্প, বাস্তবিক পক্ষে কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যে নদীপ্রবাহ যেমন স্তব্ধ হইয়াছিল। এখানে রাত্রি শব্দের পর বহুবচন থাকায় বহুরাত্রি বুঝায়, অগ্রেও এইরূপই আছে ॥১৮

ইহার ভাব এই, এই সকল গোপীরা কাত্যায়নীর নিকট কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং তিনিও তাহাদের আশা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই জন্য গোপী-সমসংখ্যক নিজেকে করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। রাসের পর বিশ্রামান্তে এই লীলা। নিজেকে অর্থাৎ নিজের প্রকাশকে বহু সংখ্যক করিয়াছিলেন, কারণ, নারদ দ্বারকায় ষোড়শসহস্র পত্নী সহ ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিবাহিতা ও কন্যা দ্বিবিধই ছিল, কারণ, পূর্ব্বরাগে সেইরূপই বর্ণনা আছে। ইহা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সমস্ত আছে, শৃঙ্গার রসামোদ ভগবান্ করিয়াছিলেন, ইহাতে ভগবত্তার সার মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯

প্রেম অহন্তা ও মমতার একতর বিষয় হইলে সদ্গুণানুসন্ধানে জন্মে, উহা চিত্তের স্নিগ্ধতা। শন্তম শব্দে পরম সুখময়। ২০

তার পর অতি হৃষ্টা প্রধানা গোপীগণ দেহাদি দ্বারা

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২২॥
সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥২৩॥
ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥২৪॥
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥২৫॥

যেমন সেতু ভগ্ন করিয়া, গজরাজ করেণুগণ সহ জলে প্রবেশ করে, সেইরূপ গোপীদিগের অঙ্গ-সঙ্গে সংমর্দ্দিত ও তাহাদের কুচকুঙ্কুম-অনুরঞ্জিত মাল্যসম্বন্ধ গন্ধর্বপতি তুল্য গায়ক ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান শ্রান্ত, লোক-বেদমর্য্যাদা-ভঙ্গকারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত সেই গোপীগণের সহিত জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২২

জলমধ্যে যুবতীগণ বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের উপর জলসেচন করিতে লাগিলেন এবং হাসিতে হাসিতে প্রেমভরে ইতস্ততঃ চারিদিক্ হইতেই কৃষ্ণকে সিক্ত করিলেন, বৈমানিকগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিল, ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গজেন্দ্রতুল্য লীলা প্রকাশ করিয়া গোপীমণ্ডলে অথবা জলমধ্যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ২৩

(স্থল ও জলক্রীড়া দেখান হইয়াছে, এক্ষণে বনক্রীড়া দেখান হইতেছে তদনন্তর মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন করেণুগণ সহ ভ্রমণ করে, সেইরূপ ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জলজ ও স্থলজ পুষ্পের গন্ধে সুগন্ধি-বায়ুসেবিত দিক্‌প্রান্তশালী যমুনার উপবনে বিচরণ করিয়াছিলেন। ২৪

হে রাজন্! সত্যসংকল্প এবং স্ত্রীসমূহ-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল শরৎকালে যে সকল রসের কথা কাব্যে বর্ণিত হয়, তাহার আশ্রয়স্বরূপা রাত্রিসকল সেবা করিয়াছিলেন (উপভোগ করিয়াছিলেন) অথবা শরৎ-রসাশ্রিত শরৎকাব্যকথা সেই সকল যামিনীতে সেবা করিয়াছিলেন। পরন্তু ভগবান্ এইরূপে যুবতীবৃন্দসহ কেলি করিয়াও তাহার চরম ধাতু (শুক্র) নিজেতেই অবরুদ্ধ ছিল, (ক্ষয়িত হয় নাই।) ২৫

তিন প্রকারে তাহার হর্ষ জন্মাইয়াছিলেন এই কথা বলা হইতেছে) ঋষভপদে পতি—পূর্ব্বেও কৃষ্ণবধ্বঃ বলা হইয়াছে, এই শ্লোকদ্বয়ে ভাবাপর নামক ও হেলা নামক অনুভাব। ২১

বিবৃতি—জলকেলি বর্ণিত হইতেছে, গোপীদের ও নিজের শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ জলে প্রবেশ করিলেন। ভগবদঙ্গ-সঙ্গে মর্দ্দিতমাল্যা এবং কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতা সেই গোপীগণের সহিত, যুথপতি যেমন হস্তিনীগণ সহ জলক্রীড়ার্থ জলে প্রবেশ করে, তিনিও সেইরূপ প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২২

জলক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন, হস্তিনীগণ যেমন শুঁড় দিয়া যুথপতির অঙ্গে জলসেক করে, সেইরূপ গোপীগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে কৃষ্ণগাত্রে জলসেক করিয়াছিল, এবং প্রেম-ভরে অবলোকনও করিয়াছিল। প্রেম্ণেক্ষিত এই পাঠে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থ, নতুবা অনুবাদোক্ত। ২৩

পুষ্পচয়নকালে ভ্রমরসকল অনুগমন করিয়াছিল। জলক্রীড়ায় অঙ্গ ধৌত হইলে সহজ সৌরভ্যাতিশয় প্রকাশ হইয়াছিল, এই জন্যই উহার বার বার উক্তি। ভৃঙ্গগণ মদস্রাবী হস্তীর মদগন্ধে যেমন তাহার অনুসরণ করে, সেইরূপ স্বভাবমধুর গন্ধশালী কৃষ্ণে অনুগমন করিয়াছিল। ২৪

এই শ্লোক দ্বারা কামজয় ও রাসক্রীড়ার উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ণিত প্রতি শারদ নিশা সকল উপভোগ করিয়াছিলেন। শরৎকালে যে সকল

শ্রীরাজোবাচ।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥২৬॥

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্‌ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্ ॥২৭॥

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥২৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥২৯॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্ ॥৩০॥

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্ম প্রশমনের জন্য জগদীশ্বর অবতীর্ণ হয়েন, তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়াও উহার (লোক বেদধর্ম্মের) বিপরীত অধর্ম্ম পরস্ত্রী স্পর্শ কেন করিলেন? (ইহা কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ অধর্ম্ম মাত্র নহে, পরন্তু পরস্ত্রী-সংস্পর্শ মহাসাহস) ২৬-২৭

(যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম, তাঁহার পক্ষে ইহা অধর্ম্ম নহে; তাহা হইলে কাম থাকিলে এরূপ নিন্দিত কর্ম্ম কোন্ অভিপ্রায়ে করিলেন,ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে ব্রহ্মন্! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যদি আপ্তকাম হয়েন, তবে এই নিন্দিত কর্ম্ম কোন্ অভিপ্রায়ে করিলেন? আমাদের এই সংশয় ছেদন করুন। ২৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যাঁহারা কর্ম্ম-পরতন্ত্র নহেন, তাঁহাদের (প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্বামিত্রাদির) ধর্ম্মব্যতিক্রম ও সাহস দেখা যায়, এই সকল তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষে উহা দোষাবহ নহে। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষণ দোষাবহ নহে। ২৯

(তাহা হইলে যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ এই ন্যায়ানুসারে অন্যেও করুক, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) কিন্তু যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র, তাহাদিগের কদাপি মনো দ্বারাও ঐরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে, যদি কেহ মূঢ়তা প্রযুক্ত আচরণ করে, তবে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর রুদ্র সমুদ্রজাত বিষপান করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য কেহ তাহা করিলে সে বিনষ্ট হয়। ৩০

কাব্যকথা-রস সম্ভব হয়, তাহার আশ্রয়ভূতা নিবদ্ধ নিশা সকলে সকল দেশে সকল কাব্যে কবিগণ যত রসাশ্রয় কথা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা উপভোগ করিয়াছিলেন। অথবা চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলা বাসন্তী প্রভৃতি রজনীও উপভোগ করিয়াছিলেন। ২৫

বিবৃতি—লুপ্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও প্রবৃত্ত ধর্ম্মের রক্ষণার্থ এবং সর্ব্ব বাসনা উন্মূলনের জন্য এই সকল সম্পাদন করিতে ভগবদ্‌ভাবও প্রকটিত হয়। অংশপদে বলদেব, অথবা যিনি জগদীশ্বর পূর্ণকাম, তাঁহার অন্য কামনা হইতে পারে না। তিনি একাংশের দ্বারা উহা করেন। সেই ভগবান্ ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা ও পালক হইয়া পরদারাভিমর্শরূপ ধর্ম্মসেতুর প্রতিকূল অথবা ধর্ম্ম সংস্থাপনের প্রতিকূল বেদাতিক্রম জন্য আপনাদের বিপ্রগণেরও অতিক্রম বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মণ্যদেবের পক্ষে আচরণ করা অযুক্ত। তিনি কিরূপে ইহা করিতে পারেন? কখনই না, অথবা পরম দারা নিজের স্ত্রীর স্পর্শ। প্রতিকূল আচরণ কি করিতে পারেন? না। আপনারাই বলিয়াছেন কৃষ্ণবধ্ব ইতি। ২৬ ২৭

তিনি তাঁহার অকর্ত্তব্য করিলে যদুপতি হইতে পারিতেন না। সংশয় সকলের শিরোমুকুট ভগবানের আচরণ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধতা এই উভয় দ্বারা চিত্তের দোদুল্যমানতা অথবা নিন্দিত কি করিয়াছেন? কিছুই না; পরন্তু ভক্তবর্গসন্তুষ্টই করিয়াছেন। আপ্তকাম, রাসক্রীড়া দ্বারা লব্ধমনোরথ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তন দ্বারা অনিন্দিত কার্য্যই করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সাধুবর্গের সন্তোষবিধানই করিয়াছেন। তাহা হইলেও আমাদের সংশয়, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিতেছি, সুতরাং অভয় দান করিয়া সংশয়চ্ছেদন করুন।২৮

ব্রহ্মার দুহিতৃগমন, ইন্দ্রের গুরুপত্নী অহল্যাগমন, চন্দ্রের বৃহস্পতিভার্য্যা তারাগমন, বিশ্বামিত্রের মেনকাগমনাদি ২৯

এই ধর্ম্মাতিক্রমাদিময় ঈশ্বরাচরণ একাংশেও আচরণ করিবে না, এমন কি, কায়মনোবাক্যেও করিবে না। উভয় লোকে দুঃখপ্রদ বলিয়া অনাচরণীয়, ঈশ্বরের

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥৩১॥
কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥৩২॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্। ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥৩৩॥
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥৩৪॥
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥৩৫॥

(তাহা হইলে কিরূপে সদাচারের প্রামাণ্য হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) হে রাজন্। ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য, (অতএব তাঁহারা যাহা করিতে বলেন, তাহা করিবে) সেইরূপ তাঁহাদের আচরণ কোন্ কোন্ স্থলে সত্য, তাঁহাদের বাক্যে যাহা যাহা কথিত, অথচ অবিরুদ্ধ, সেই সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আচরণ করিবে। ৩১

(তাহা হইলে তাঁহারা কেন সাহস আচরণ করেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন। ইঁহাদের (অধীশ্বরগণের) সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহকালে অথবা পরকালে কোন অর্থ সম্ভাবনা নাই। হে প্রভো! তাঁহারা অহঙ্কারবর্জ্জিত বলিয়া ইহাতে তদ্বিপর্য্যয়েও অর্থাৎ অসৎকার্য্যাচরণেও কোন প্রকার অনর্থের সম্ভাবনা নাই। ৩২

তবে যদি অধীশ্বরদিগের কুশল কিম্বা অকুশল কর্ম্মাচরণে কোন ফল না হয়, তবে যিনি অখিলসত্ত্বের এবং তির্য্যক্ মনুষ্য দেবতারও সকল কাম্যবস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশল সম্বন্ধ কিরূপে হইবে? ৩৩

হে মহারাজ! যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ-সেবনে তৃপ্ত, অথবা যাঁহার পাদপদ্ম পরাগসেবা-পরায়ণ অথচ তৃপ্ত, ভক্ত ও মুনিগণ যোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধনমুক্ত, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন। কোন প্রকারে বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না, ইচ্ছাগৃহীত শরীর সেই ভগবানের কিরূপে বন্ধন হইবে? ৩৪

(পূর্ব্বে গোপীগণ পরদার ইহা স্বীকার করিয়া উত্তর দিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব্বান্তর্য্যামীর পরদার-সেবাই হয় না, এই কথা বলিতেছেন) যিনি গোপীদিগের এবং তাহাদের পতিসকলের ও সমস্ত দেহীর অন্তঃকরণচারী বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, তিনি কেবল লীলার জন্য দেহধারণ করিয়াছিলেন। (তিনি আমাদের তুল্য শরীরী নহেন, তাঁহার দোষ-সম্ভাবনা কে থায়?) ৩৫

ঐশ্বর্য্য ও নিজের অসামর্থ্য না জানিয়া উহা করিলে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বর রুদ্র পরম তীক্ষ্ণ কালকূটপানে নীলকণ্ঠ হইয়া শোভাই প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যে উহা পান করিলে সদ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩০

বিবৃতি—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন, একটি কিছু বাক্য দেখিয়াই কার্য্য করিতে নাই; উহার যুক্ততা ও অযুক্ততা প্রথমে দেখিতে হইবে, পরে যুক্ত হইলে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। অশ্বত্থামা সম্বন্ধে কি করা যায় এই প্রশ্ন করিলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেন, আততায়ী বধের যোগ্য, ব্রাহ্মণ নিন্দিত হইলেও বধের অযোগ্য; আমি সকলই বলিলাম, তুমি আমার আদেশ পালন কর। অর্জ্জুন বিচার করিয়া দেখিলেন, অশ্বত্থামার কোন্ অংশ আততায়ী—সে শস্ত্রধারী রূপ আততায়ী, কিন্তু যখন তাহাকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে, তখন সে আততায়ী নহে, সুতরাং বধের অযোগ্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি তদ্বধে নিবৃত্ত হয়েন। ৩২

গোপীদিগের পরদারত্ব স্বীকার করিয়া দোষ পরিহৃত হইলেও গোপীদের কুলটাত্ব এবং কৃষ্ণের জারত্ব অপগত হয় না এবং উহা ধিক্কারাস্পদই হয়, ইহা

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥৩৬॥
নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥৩৭॥

(যদি ইহাই হয়, তবে আপ্তকামের নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইলেও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য মানুষ-দেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশ ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া মনুষ্যগণ তৎপর হয়, অর্থাৎ শৃঙ্গার রসাকৃষ্ট বহির্মুখ ব্যক্তিগণকেও আত্মপরায়ণ করিয়াছিলেন। ৩৬

হে রাজন্! ব্রজবাসীরা ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঐরূপ আচরণেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই, ফলতঃ তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীকে নিজেদের পার্শ্বেই অবস্থিত মনে করিয়াছিলেন। ৩৭

সহ্য করিতে না পারিয়া পরদারত্ব খণ্ডন করিতেছেন,—তিনি যখন পরমাত্মা, তখন কে তাঁহার পর, কাহারই বা পরস্ত্রী হইবে? যদি বল তিনি নিরাকার, ইনি ত সাকার, আমাদের তুল্য; তদুত্তরে বলিতেছেন, সেই ইনি, ইনি স্বেচ্ছানুরূপ দেশে স্বেচ্ছায় দেহ গ্রহণ করেন, কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া আমাদের ন্যায় দেহ গ্রহণ করেন না। এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, যাঁহারা সিদ্ধদেহ ছিলেন, তাঁহারাই রাসে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য অসিদ্ধ দেহ গোপীরা গৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কুব্জা সৈরিন্ধ্রী অসিদ্ধ দেহ হইলেও ভগবৎস্পর্শ মাত্রে স্পর্শমণিস্পৃষ্ট লৌহবৎ সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছিল, গোপীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্নীই ছিল। ভাগবতেই আছে, ভগবৎপ্রিয়া অধোক্ষজপ্রিয়া কৃষ্ণবধূ। তাপনীতে আছে স বঃ স্বামী ভবতি, এবং গোতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও এই অর্থই পর্য্যবসিত হয়, যথা—গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ত্বেন কারণত্বেন চেশ্বরঃ। সান্দ্রানন্দপরং জ্যোতির্বল্লভেন চ কথ্যতে, অথবা গোপী প্রকৃতির্জন। স্তদংশমণ্ডলং অনয়োর্বল্লভঃ স্বামী ভবেৎ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা, নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন ইতি। ৩৫

বিবৃতি—পদ্মপুরাণে আছে, মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। তিনি আপ্তকাম হইলেও ভক্তানুগ্রহ করা অযৌক্তিক নহে, বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্বভাবই তাদৃশ। এই জন্য তদ্ভাবভাবিতেও সেইরূপ দেখা যায়, যেমন রহূগণানুগ্রাহক জড়ভরত-চরিতে। এই স্থানের ভক্তপদে ব্রজদেবী ও ব্রজজন—যাহারা ভগবানের কালত্রয় সম্বন্ধি অন্য বৈষ্ণব তাহারা, অথবা যাঁহার ক্রীড়া শ্রবণ করিয়া মানুষ দেহাশ্রয়ে তৎপরায়ণ হয়, ভগবান্ তাদৃশ ক্রীড়াই করেন, যাহা শুনিয়া স্বয়ংও তৎপরায়ণ হয় অর্থাৎ যখন যখন শ্রবণ করে, তখনই তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়। ৩৬

গোপীরা ভগবানের নিত্য প্রেয়সী, এই পক্ষে তাহাদের পরদারত্ব কেন শোনা যায়? এবং তাহাদের অন্যত্র বিবাহও হইয়াছিল; তাহা হইলে তাহাদেরই পত্নী হয়, ভগবৎপত্নী হইতে পারে না, এবং তাহাদের পত্নীগণকে লইয়া ক্রীড়া করায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করাও সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রজবাসিগণের প্রতি কিরূপে অনুগ্রহ সম্ভব হইতে পারে? এবং তাহাদের বিরহ-বর্ণনাদি শ্রবণে কিরূপেই বা তৎপরতা সম্ভব হয়, এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এইরূপ—যেহেতুক তাহারা ব্রজবাসী, সেই জন্য কৃষ্ণকে অসূয়া করে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অনুগ্রাহ্য জনের নিজে সেইরূপ অনিষ্ট করা অসঙ্গত, উত্তর—যদি বিবাহ দ্বারা তাহাদের পত্নী হয়, তবে দোষই হয় আর যদি বিবাহ ভ্রম হয়, বস্তুবিচারে কৃষ্ণেরই পত্নী হয়, তবে তাহাদের আকর্ষণ তাহারা জানে নাই, তাহারা কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ ছিল, নিজ নিজ স্ত্রী পার্শ্বেই আছে ইহা মনে করিয়াছিল। তস্য পদটির উভয়দিকে অন্বয়—তাহার মায়ায় ও তাহার সপত্নীগণকে, এইরূপ; তাহাদের বাস্তবপক্ষে কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের সহিত বিবাহ হয় নাই। কেবল পত্নী বলিয়া মনেই করিত। অথবা রাস-পরিষদে গোপীগণ কৃষ্ণ সহ মিলিত হইলে যোগমায়া-কল্পিত তাদৃশ গোপীরা তাহাদের কাছে ছিল, তাহাদিগকেই নিজ নিজ পত্নী বোধ করায় তাহারা কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করে নাই। এস্থানে বিচার্য্য এই যে, তাহারা যে বারণ করিয়াছিল, তাহা কি কৃষ্ণ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন ইহা জানিয়া অথবা না জানিয়া? যদি না জানিয়া হয়, তবে কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া অসম্ভব; জানিয়া যদি হয়, তবে নিজ পার্শ্বস্থ পত্নীদিগকে মনে করিয়া, নিবারণ সফল হইয়াছে মনে করিয়া তাহাদের প্রতি অসূয়া করে নাই। পরন্তু আকর্ষণকারী কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করা সঙ্গতই হয়। সুতরাং এস্থানে বক্তব্য যে, তাহারা জানিত যে, কৃষ্ণ বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহাদের পত্নীকে আকর্ষণ করিতেছিলেন না, পরন্তু বিদ্যাবিশেষ কৃষ্ণ-বংশীনাদ উহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, সকলের নয়। তাহা হইলে কৃষ্ণের মাতা ও তৎপিতা প্রভৃতি সকলেই অন্বেষণে সেখানে যাইতেন, সুতরাং ঔৎপত্তিক

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥৩৮॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্রীড়া করিতে করিতে নিশাবসান হইয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনানুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভগবৎপ্রিয়া গোপীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮

(ভগবানের কামবিজয় রূপ রাসলীলা শ্রবণ-ফল বলিতেছেন,) হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ব্রজবধূগণ সহ এই ক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ অথবা বর্ণন করেন, তিনি ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করিয়া অচিরকালমধ্যে সুখী হয়েন ও হৃদয়ের রোগরূপ কামকে আশু পরিত্যাগ করেন। ৩৯

মাধুর্য্য হইতেই সকলকে আকর্ষণ করেন। সুতরাং ইহারাও তথায় যাইতে পারে এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল; তাহারা যদি জানিত যে, পত্নীগণ বা কন্যাগণ সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণপার্শ্বে ছিল, তবে সকলের উপরই অসূয়া করিত, তাহাদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বে দেখিয়া অসূয়ার অবকাশই হয় নাই। সুতরাং এতদ্দ্বারা কৃষ্ণের ঔপপত্য প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়াছে। ৩৭

বিবৃতি—সৎপুরুষগণ প্রেয়সীর বশীভূত হইলেও লজ্জা মর্য্যাদা দাক্ষিণ্যাদি রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর উৎসব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ৩৮

ভগবানের তাদৃশ লীলা শ্রবণের ফল যে পরমা ভক্তিলাভ, তাহা বলিয়া কালান্তরে অন্য ব্যক্তিরা তৎশ্রবণে বা বর্ণনে যে পরমাভক্তি লাভ ও কামত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহাই বলা হইতেছে। বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও বর্ণন করিলে এই ফল লাভ হয়। তদ্বিপরীত অবজ্ঞারূপ অপরাধ নিবৃত্তির জন্য নিরন্তর শুনিতে হয়। কামত্যাগ হয়, কিন্তু ভগবদ্বিষয়ক কাম ভিন্ন বুঝিতে হইবে। কারণ, ভগবদ্বিষয়ক কাম পরমপ্রেমরূপ বলিয়া সর্ব্বোত্তমও কাম্য, ত্যাজ্য নহে, এখানে হৃদ্রোগ নাশের পূর্ব্বেই পরমাভক্তি প্রাপ্তি হয়, সুতরাং ইহা শ্রেষ্ঠ সাধন, ধৈর্য্য লাভ হয়। অথবা যথেষ্টরূপ শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগ শ্রীকৃষ্ণাপ্রাপ্তি নিমিত্ত মানসী ব্যথা অচির কালমধ্যে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়। ৩৯

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ। অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্ ॥১॥

তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্। আনর্চ্চুরর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবীঞ্চ নৃপতেঽম্বিকাম্ ॥২॥

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ।

ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্ব্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥৩॥

ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য ধৃতব্রতাঃ। রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ ॥৪॥

কশ্চিন্মহানহিস্তস্মিন্ বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ। যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥৫॥

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্। সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥৬॥

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ।

গ্রস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, এক সময়ে দেবযাত্রা অর্থাৎ শিবরাত্রি উপলক্ষে কৌতূহলাক্রান্ত গোপগণ বৃষ-বাহ্য শকটে আরোহণ করিয়া অম্বিকা-বনে গমন করিয়াছিলেন। ১

হে রাজন্! সেই স্থানে তাঁহারা সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া ভক্তি-সহকারে বিবিধ উপহার দ্বারা প্রভু দেবদেব পশুপতির ও দেবী অম্বিকার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ২

এবং আমাদের প্রতি দেবদেব পশুপতি প্রীত হউন এই সংকল্প করিয়া আদর সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে গো, সুবর্ণ, বস্ত্র, তথা মধু সহিত অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সংযতব্রত নন্দ সুনন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণ জলমাত্র প্রাশন করিয়া উপবাসে সরস্বতীতীরে রাত্রিবাস করিলেন। ৩ ৪

সেই অম্বিকা-বনে একটি অতি বুভুক্ষিত মহাসর্প যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া শয়ান নন্দকে গ্রাস করিয়াছিল। ৫

সেই নন্দ সর্পগ্রস্ত হইবামাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করে, হে তাত! আমি শরণাগত, আমাকে মুক্ত কর' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। ৬

হে রাজন্! নন্দের আর্ত্তনাদ (করুণ দীর্ঘস্বর) শ্রবণ করিয়া গোপগণ সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং নন্দকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া ত্বরান্বিত হইয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা সর্পকে প্রহার করিয়াছিলেন। ৭

বিবৃতি—অম্বিকাবন, মথুরাপুরীর বায়ুকোণে সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত শিবোমামূর্তি সহিত স্থান। অথবা গুর্জ্জরদেশে সিদ্ধপুরের নিকটবর্ত্তী অম্বিকাবন, উহা অতি প্রসিদ্ধ স্থান। ১

আদৃত সেই দেবালয় সেবকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গোপেরা দান করিয়াছিলেন। ৩

পূর্ব্বরাত্রে জাগরণ উপবাস দ্বারা শ্রান্ত থাকায় গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। যাত্রিক লোক চলিয়া যাওয়ায় নির্জ্জন প্রায় সেই স্থানে সর্প আসিয়াছিল। কালিয়দমন নন্দ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং পুত্র সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, এই নির্ভর থাকায় কৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন। ৬

নন্দের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া ও তাঁহাকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া গোপগণ সসম্ভ্রমে তির্য্যগ্ জাতির ভয়প্রদ জলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। অজগরের স্বভাব একবার গ্রাস করিলে সে আর পরিত্যাগ করে না, এই জন্য গোপগণ ত্বরান্বিত হইয়াছিল ও তির্য্যগ জাতির ভীতিপ্রদ জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া সর্পকে প্রহার করিয়াছিল। ৭

অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চৎ তমুরঙ্গমঃ। তমস্পৃশৎ পদাভেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৮॥
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ। ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥৯॥
তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতম্। দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্ ॥১০॥
কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতেঽদ্ভুতদর্শনঃ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ ॥১১॥

সর্প উবাচ।

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ। শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ।
ঋষীন্ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ ॥১২॥
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেনপাপ্মনা ॥১৩॥
শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ। যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥১৪॥

জলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা বারম্বার তাড়িত হইয়াও সর্প নন্দকে পরিত্যাগ করিল না, তখন ভক্তগণপালক ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া পাদ দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন। ৮

সেই সর্প ভগবানের শ্রীমৎ পাদপদ্মস্পর্শে বহুজন্মসঞ্চিত মহাপরাধজনিত পাপশূন্য হইল, এবং সর্পশরীর ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত স্বীয় বিদ্যাধর শরীর লাভ করিয়াছিল। ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, হেমমালালঙ্কৃত, দীপ্যমান দেহে সমবস্থিত প্রণত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০

শুভদর্শন! কে আপনি পরম শোভায় শোভিত হইয়াছেন? কিরূপে অবশাবস্থায় এই নিন্দিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ১১

সর্প বলিল, হে ভগবন্! আমি সুদর্শন নামে বিখ্যাত এক জন বিদ্যাধর নিজ রূপসম্পত্তিজনিত শোভাবিশিষ্ট হইয়া বিমানযোগে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতাম। ১২

রূপদৃপ্ত আমি বিরূপ আঙ্গিরস ঋষিগণকে দেখিয়া উপহাস করি, তাঁহারা উপহসিত হইয়া আমার পাপের জন্য আমাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। ১৩

সেইসকল করুণাপরায়ণ মুনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শাপ হইতেই লোকগুরু আপনার পাদস্পৃষ্ট হইলাম, আমার সমস্ত অশুভ দূরীভূত হইল। ১৪

বিবৃতি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কোচ নিবন্ধন বৃদ্ধবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া বয়স্যগণসহ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই জন্য কিছু পরে আসিয়া সর্পকে পদ দ্বারা স্পর্শ করেন, পরন্তু প্রহার করেন নাই—যদিও পদ দ্বারা স্পর্শ করা অনুচিত, তথাপি উহা যুক্তিপূর্ব্বক করা হয় নাই বুঝিতে হইবে, প্রকারান্তরে সর্পের শাপমুক্তির সামর্থ্য পাদস্পর্শে ছিল বলিয়াই করিয়াছিলেন। ৮

পাদস্পর্শ মাত্র নন্দকে ত্যাগ করিয়াছিল—ইহা তাৎপর্য্যলব্ধার্থ। ভগবৎপাদস্পর্শে সর্পশরীর প্রাপ্তির কারণীভূতাশুভ নষ্ট হইয়াছিল, সকল কর্ম্ম নাশ হয় নাই; তাহা হইলে সে মুক্ত হইত; সুতরাং সর্পশরীর ত্যাগ করিয়া স্বীয় বিদ্যাধর দেহ লাভ করিয়াছিল, ইহার প্রতি কারণ, ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। ৯

রূপজনিত গর্ব্ব নষ্ট হওয়ায় এবং জগদীশ্বরের পাদস্পর্শ লাভ হওয়ায় উহা অনুগ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সম্ভবত শাপদানের পর ঋষিরা শাপমুক্তির কথাও বলিয়া থাকিবেন এবং তদ্দ্বারাই ভগবৎপাদস্পর্শ লাভের বিষয় বিদ্যাধর জানিত। ১৪

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্। আপৃচ্ছে শাপনির্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥১৫॥
প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে। অনুজানীহি মাং দেব সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥১৬॥
ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুত দর্শনাৎ। যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥১৭॥
ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ। সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥১৮॥
নিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ।
সমাপ্য তস্মিন্নিয়মং পুনর্ব্রজং নৃপাযযুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ ॥১৯॥
কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ। বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥২০॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥২১॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্। মল্লিকাগন্ধমত্তালি-জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥২২॥

হে দুঃখনাশন! আপনার পাদস্পর্শে পাপমুক্ত আমি ভবভীত হইয়া শরণাগত ব্যক্তির ভয়নাশন সেই আপনার নিকট স্বলোকে গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ১৫

হে মহাযোগিন্! হে মহাপুরুষ! হে জগৎপতে! আমি শরণাগত, হে সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর! হে কৃষ্ণ! আমাকে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। ১৬

হে কৃষ্ণ! আপনার দর্শনমাত্রে আমি সদ্যই ব্রহ্মদণ্ড হইতে মুক্ত হইয়াছি, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া লোকে অখিল শ্রোতাকে ও নিজেকে সদ্য পবিত্র মনে করে, আপনি সেই পুরুষ, আপনার পাদস্পৃষ্ট হইয়া যে আমি স্বয়ং পূত হইব, তাহার আর কথা কি? ১৭

সেই সুদর্শন নামক বিদ্যাধর এই প্রকারে ভগবানের অনুমতি (মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ এই ন্যায়ে প্রাপ্ত অনুজ্ঞা) গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিল এবং নন্দও সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮

সেই সময় ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ আত্মবৈভব দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইয়াছিল, তাহার পর তাহাদের সেই স্থানে ত্রিরাত্র বাসরূপ নিয়ম সমাপ্ত করিয়া সাদরে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিয়াছিল। ১৯

অনন্তর কোন এক সময়ে (হোরিকা পূর্ণিমায়) অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ব্রজরমণীগণের মধ্যগত হইয়া রাত্রিকালে বিহার করিয়াছিলেন। ২০

সেই সকল স্ত্রীরত্ন পরস্পর সৌহার্দ্দবন্ধনে বদ্ধ হইয়া মধুরস্বরে তাঁহাদের দুইজনের গুণগান করিতেছিলেন, তাঁহারা দুই ভাই সুন্দররূপে অলঙ্কৃত এবং চন্দনলিপ্তাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গলদেশে মাল্য এবং কটিতটে নির্ম্মল বসন পরিহিত ছিল। ২১

হে রাজন্! সেই নিশামুখে অর্থাৎ রাত্রিপ্রারম্ভে চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি উদিত হইল, এবং মল্লিকাপুষ্পগন্ধে অলিকুল মত্ত হইয়াছিল, আর কুমুদ-সংসর্গী পবন মন্দ মন্দ বহিতেছিল, অতএব রামকৃষ্ণ উভয়েই তাহার সৎকার করেন। ২২

বিবৃতি—এ স্থানে রামে সখা-সদৃশ প্রায়শই বৃন্দাবনে সখাভাবের স্ফুরণ দেখা যায়, রাজধানীতে যাওয়ার পর অগ্রজভাব স্ফুরণ হয়, মধ্যদেশাদিতে সেইরূপেই হোরিকা ক্রীড়ার ব্যবহার, রাজসূয়যজ্ঞান্ত স্নানকালেও এই ক্রীড়ারই বর্ণন করিবেন। ২০

জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্। তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥২৩॥
গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্ নৃপ। স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ॥২৪॥
এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সম্প্রমত্তবৎ।
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥২৫॥
তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাজনম্।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥২৬॥
ক্রোশন্তং কৃষ্ণরামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্। যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাম্ ॥২৭॥
মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ। আসেদতুস্তং তরসা ত্বরিতং গুহ্যকাধমম্ ॥২৮॥
স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যূ ইবোদ্বিজন্।
বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবজ্জীবিতেচ্ছয়া ॥২৯॥
তমন্বধাবদ্গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি। জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ॥৩০॥
অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ। জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ ॥৩১॥

তাহার পর দুইজনে (অন্যে যুগপৎ কল্পনা করিতে না পারিলেও) যুগপৎ স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছনাযুক্ত মনঃ ও শ্রবণের সুখাবহ রূপ কল্পনা করিয়া গান করিয়াছিলেন। ২৩

হে রাজন্! রামকৃষ্ণের ঐ প্রকার গীত শ্রবণ করিয়া গোপীগণ মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত সেই গীতে লীন হওয়ায় নিজেদের গাত্র হইতে যে বস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কেশ হইতে মাল্য যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। ২৪

রামকৃষ্ণ ঐ প্রকারে গান করিতে করিতে প্রমত্তবৎ স্বেচ্ছানুসারে যখন ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই সময় শঙ্খচূড় নামে এক জন কুবেরের অনুচর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ২৫

হে রাজন্! রাম ও কৃষ্ণকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে তাঁহাদের আশ্রিত এবং ব্যাকুলভাবে রোদনপরায়ণ সেই অবলাগণকে নিঃশঙ্ক সেই গুহ্যক উত্তর দিকে লইয়া গিয়াছিল। ২৬

পরন্তু হে রাম! হে কৃষ্ণ! বলিয়া আপনার অঙ্গনাগণকে চীৎকার করিতে দেখিবামাত্র দুই ভ্রাতা ব্যাঘ্রাক্রান্ত গাভীগণের ন্যায় সেই অবলাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। ২৭

ভয় পাইও না, এই অভয়বাণী বলিয়া শালবৃক্ষহস্ত মহাবেগশালী বলবান্ ভ্রাতৃদ্বয় দ্রুত পলায়নপর গুহ্যকাধমের নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ২৮

সেই শঙ্খচূড় কালান্তক যমতুল্য তাঁহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়াছিল এবং সেই সকল স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন-কামনায় মূঢ়ভাবে পলায়ন করিয়াছিল। ২৯

যে যে স্থানে সে গমন করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার শিরোরত্ন হরণ করিবার জন্য সেই সেই স্থানে তাহার পশ্চাৎ ধাবন করেন। রাম স্ত্রীগণের রক্ষক হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩০

তদনন্তর বিভু শ্রীকৃষ্ণ নিকটস্থ হইয়া মুষ্টি দ্বারা সেই দুরাত্মার চূড়ামণি সহ মস্তক ছেদন করেন। ৩১

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্।
অগ্রজায়াদদৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে শঙ্খচূড়বধো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া ও তাহার উজ্জ্বল মণি গ্রহণ করিয়া প্রীতি সহকারে নিরীক্ষণকারিণী স্ত্রীগণের সমক্ষে অগ্রজ বলদেবকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ৩২

বিবৃতি—রমণীগণকে না দিয়া বলদেবকে দিবার তাৎপর্য্য—তিনি মান্য, এবং স্ত্রীগণমধ্যে একজনকে দিলে অপরে দুঃখিত হইতে পারে। বস্তুতঃ, বলদেবের সন্তোষের নিমিত্তই তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের পালক, সুতরাং তাঁহাকে দিলে সকলেরই প্রীতি হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া দিয়াছিলেন। ৩২

ইতি দশম স্কন্ধে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥১॥

গোপ্য ঊচুঃ।

বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥২॥
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥৩॥
হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥৪॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে পর কৃষ্ণানুরক্তচিত্তা গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া অতিকষ্টে দিবাভাগ অতিক্রমণ করিতেন। ১

গোপীগণ বলিলেন, হে গোপীসকল! বামবাহুমূলে বাম কপোল রাখিয়া ও ভ্রূযুগল নর্ত্তিত করিয়া অধরে অর্পিত বেণুর সপ্ত স্বররন্ধ্রে সুকোমল অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বাদ্য করেন, তখন সিদ্ধগণের বনিতাসকল নিজ নিজ পতি সঙ্গে থাকিলেও সেই বেণুর রব শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হয়েন, পরে কামপরবশচিত্ত হওয়ায় লজ্জিতা হইয়া মোহিতা হয়েন; কারণ, তাঁহাদের কটির বসন যে স্খলিত হয়, তাহাও স্মরণ করিতে পারেন না। ২-৩

হে অবলাগণ! আর একটি আশ্চর্য্য শ্রবণ কর, যাহার হাস্য হারের ন্যায় নির্ম্মল এবং যাহার বক্ষঃস্থলে স্থিরবিদ্যুৎ (লক্ষ্মী) বিরাজমান, যিনি আর্ত্তজনগণের আনন্দদাতা, সেই নন্দনন্দন যখন বেণু বাদন করেন, তখন ব্রজস্থিত গাভী, বৃষ ও মৃগগণ বেণুবাদ্যে অপহৃতচিত্ত হইয়া দলে দলে দূর হইতে দন্ত দ্বারা গ্রাস দংশন ও ঊর্দ্ধকর্ণ করিয়া নিদ্রিত বা চিত্রলিখিতের ন্যায় হইয়া পড়ে; অজ্ঞান পশুগণের এ ভাব বিচিত্র। ৪-৫

বিবৃতি—রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ সহ স্বৈরবিহারে তাহারা সুখে থাকিত, দিনের বেলায় তদ্বিরহে গোপীদের কৃষ্ণলীলা গানে অতিবাহিত হইত। ১

অতএব তাদৃশ কৃষ্ণের বিরহ কিরূপে সহ্য করিব? ইহাই সর্ব্বত্র বাক্যশেষ বুঝিতে হইবে। যে স্থানে দেবীগণও মুগ্ধ হয়েন, সে স্থানে আমাদের ত কথাই নাই। ২-৩

শ্রীকৃষ্ণ বনের নিকটে গমন করিয়া গো ও গোপগণকে একত্র করিবার জন্য এবং বন্য মৃগগণের হর্ষবিধানের জন্য অনুগামী গোপগণের নিবর্ত্তনের বেণু বাজাইতেন, তাহাতে ব্রজের বনের পশুগণ মোহিত হইত, ইহা অতি বিচিত্র। এ স্থলে লক্ষ্মী বিদ্যুৎস্বরূপা, কৃষ্ণ মেঘস্বরূপ, হার ও হাস্য বলাকারূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। গো, বৃষ, মৃগগণ যে কবল দন্ত দ্বারা ধারণ করিয়াছিল, তাহারা তাহা অধঃকরণ, কিম্বা চর্ব্বণ অথবা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, উৎকর্ণ হইয়া অমৃত-মধুর বেণুরব শুনিত। ৪-৫

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈর্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥৬॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥৭॥
অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য আদিপূরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥৮॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো বরৃষুঃ স্ম ॥৯॥

হে সখি! ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও পল্লব দ্বারা মল্লগণের বেশের অনুকরণকারী মুকুন্দ যখন বলদেব ও গোপগণের সহিত বেণু বাজাইতে বাজাইতে গাভীসকলকে আহ্বান করেন, তখন সেই ধ্বনি শুনিয়া নদীসকল যেন পবনাহৃত তদীয় পাদপদ্ম-পরাগ-স্পৃহায় ভগ্নগতি হয়, কিন্তু নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাদের ন্যায় তাহারাও অল্পপুণ্যা; কারণ, তাহারা পদরেণু প্রাপ্ত হয় না, কেবল প্রেমবশতঃ নিজেদের তরঙ্গরূপ ভুজ কম্পিত করে, তৎপূর্ব্বে তাহাদের জল নিশ্চল হইয়া যায়। ৬-৭

(স্থাবরের মধ্যেও অতি বিচিত্র দেখা যায়, এই কথা বলিতেছেন) সেই শ্রীকৃষ্ণ-অনুচর গোপগণ (পক্ষে দেবগণ) যাঁহার বীর্য্য বর্ণন করেন, আদিপুরুষের ন্যায় যাঁহার নিশ্চল শ্রী, তিনি বনচর হইয়া গিরিতটে (উন্নতাবনত ভূভাগে) বিচরণকারিণী গাভীগণকে বেণুরবে যখন আহ্বান করেন, তখন পুষ্পফলপূর্ণ অতএব ভারাবনত শাখাযুক্ত বনলতা ও বনতরুসকল প্রেমে পুলকিত হইয়া যেন নিজেদের মধ্যে প্রকাশ-মান বিষ্ণুকে ব্যক্ত করিয়া মধুধারা বর্ষণ করে, অথবা পুষ্পফলযুক্ত অতএব ভারাবনত শাখাশালী ও মধুধারাযুক্ত বনলতা ও তরুগণ পুলকিত-শরীর হইয়া প্রেম সৃষ্টি করে, সর্ব্বলোকমধ্যে নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম বিস্তার করে। ৮-৯

বিস্বৃতি—অচেতন নদীসকলের যে বেণুরবে স্বভাব-বৈচিত্র্য ঘটে, উহা অতি আশ্চর্য্য। বেণুরবে অথবা স্বীয় মধুর কণ্ঠে গোবিন্দ গোপগণকে আহ্বান করেন। নদীর গতিভঙ্গ দ্বারা নিজ পতি সমুদ্রের অনুনয়ভঙ্গে লোকদ্বয়াপেক্ষা সূচিত হইয়াছে, নদীর ন্যায় গোপীদেরও চক্ষে জল স্তিমিত হয়। অতএব অচেতন-গণেরই যখন এই অবস্থা, তখন আমাদের আর কি দোষ? ৬-৭

কৃষ্ণ যখন গোসকলকে জলপান করাইয়া ও নিজে পান করিয়া স্বচ্ছন্দ মনে তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, গোপগণ তাঁহার লীলার বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গান করিয়া-ছিল, তখন দূরে পার্ব্বত্যভূমিতে বিচরণ জন্য শ্রান্ত গাভীগণকে শ্রীকৃষ্ণ বংশীরবে তাহাদের নাম ধরিয়া আহ্বান করেন, আদিপুরুষ যেমন দেবগণ-স্তুত অচৈশ্বর্য্য, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ গোপগণ-স্তুত, নিশ্চলশ্রী হইয়াও বনেচর, সেই সময়ে বনলতা ও তরুগণ—যাহারা পুষ্প ও ফলভরে অবনত, তাহারা প্রেমভরে পুলকিত-শরীর হইয়া মধুধারা বর্ষণ করে। চতুঃসনাদিগণ যেমন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, তরুলতাগণ সেইরূপ মধুধারা বর্ষণ করে। ৮-৯

দর্শনীয়তিলকো বনমালাদিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘু গীতমভীষ্টমাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥১০॥
সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥১১॥
সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥১২॥
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা মন্দমন্দমনু গর্জ্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥১৩॥

হে সখি! সখা শ্রীকৃষ্ণ বনমালাস্থ দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুমত্ত ভ্রমরসমূহের অনুকূল উচ্চগীত সাদরে গ্রহণ করিয়া আপনার অধরে যখন বেণু সংযুক্ত করেন, তখন সেই সরোবরস্থ হংস এবং সারস প্রভৃতি বিহঙ্গগণ গীতে হৃতচিত্ত হইয়া তথায় আসিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করে, সে সময়ে তাহাদের চিত্ত একাগ্র এবং নয়ন নিমীলিত এবং বদন মৌনান্বিত হইয়া থাকে। ১০-১১

(মেঘও কৃষ্ণকে দেখিয়া সেবা করে, এই কথা বলিতেছেন) হে ব্রজদেবীগণ! মাল্যবিনির্ম্মিত কর্ণভূষণে ভূষিত অথবা মাল্য ও কর্ণভূষণে ভূষিত বলদেব সহ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমভূমিতে দণ্ডায়মান জাতহর্ষ সেই শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা বিশ্বকে হৃষ্ট করিয়া নাদ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। সেই সময়ে মহান্ শ্রীকৃষ্ণের অতিক্রমণশঙ্কায় শঙ্কিতচিত্ত মেঘ অন্য দিকে যায় না এবং উচ্চে গর্জ্জনও করে না, (সেই স্থানে থাকিয়াই) বেণুরবের পরে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করে, এবং ছায়া দ্বারা আতপত্র-বিধান করতঃ সুহৃৎ কৃষ্ণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে॥ ১২-১৩

বিবৃতি—পূর্ব্বে মল্লবেশ দ্বারা মল্লক্রীড়া সূচিত হইয়াছে, তার পর ভ্রমণ; সংপ্রতি বেশান্তরাদি বর্ণন দ্বারা ইহা বুঝা যায়। তার পর পরিশ্রান্ত হইলে মধ্যাহ্নকালে কোনও সরোবরে স্নান করিয়া তিলক ও বনমালা মাত্র ধারণ করিয়া তৎকালোপযুক্ত বন্যভোজনপূর্ব্বক বিস্তৃত উচ্চদেশে মহাশিলাতলে উপবেশন করিয়া গোসকলকে সামলাইবার জন্য সখাগণকে পাঠাইয়া দেন, নূতন বনমালাকৃষ্ট ভ্রমরগণ মাত্র সেই স্থানে ছিল, সেই সময়ে কৃষ্ণ বেণুবাদ্য করিয়াছিলেন, উহার বর্ণন এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে, অথচ পরমহংসাদিও সংযতচিত্তে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া নিমীলিত নয়নে হরির উপাসনা করেন, ইহাও বিহঙ্গবিশেষণ সকল দ্বারা প্রতীত হয়। ১০-১

মধ্যাহ্নকালে সখাগণ কর্ত্তৃক আনীত বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইয়া গোপগণের অনুরোধে ছায়াহীন পর্ব্বতের সমভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মেঘচ্ছায়া লাভের ইচ্ছায় মেঘমল্লার রাগ গান করেন। সেই শব্দ প্রতিধ্বনিরূপে বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া দিত, মেঘ মন্দগর্জ্জন দ্বারা বাদ্য সম্পাদন করিত ও পুষ্প বর্ষণ করিত। এই লীলা বর্ণন করিয়া গোপীরা বলিতেছেন, মেঘগণ কৃষ্ণাতিক্রমে শঙ্কিত হইয়া উচ্চ শব্দ করে নাই, কারণ, তদ্দ্বারা বেণুনাদ বাধিত হইলে মহাপরাধ হওয়ার সম্ভব! সুতরাং গানের অনুকূল ভাবে অর্থাৎ তাহার পুষ্টির জন্য মন্দ মন্দ গর্জ্জন করে এবং কৃষ্ণকে পরিশ্রান্ত মনে করিয়া রৌদ্র নিবারণ জন্য ছায়াদান ও পুষ্পবর্ষণ করে। এস্থানে সুমনোভিঃ—শোভাময় মনোবৃত্তি, দেহ ও গর্জ্জনরূপ বাক্য দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করে; কারণ, কৃষ্ণ মেঘের সুহৃৎ, এই সৌহার্দ্দ্য বর্ণনা দ্বারা অথবা বিশ্বের দুঃখ দূর করা উভয়েরই স্বভাব এই প্রকৃতিগত সাম্য নিবন্ধন সৌহার্দ্দ্য। ১২-১৩

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥১৪॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥১৫॥
নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্মধুর্য্যগতিরীড়িতবেণুঃ ॥১৬॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥১৭॥

হে সতি! তোমার তনয় বিবিধ গোপক্রীড়ায় নিপুণ, তিনি বেণু বাদ্য বিষয়ে বহু প্রকার নিজ শিক্ষা-সম্বলিত স্বরালাপ যখন উন্নয়ন করেন, তখন ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবেশ্বরগণ যন্ত্রমধ্যাদি স্বরালাপ শ্রবণ করিয়া আপনারা কবি হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হয়েন, সেই সময় গীতধ্বনি-রাগে তাঁহাদের কন্ধর-চিত্তও অবনত হয়। হে সতি! এই সকল দেবতার মোহের কারণ এই—তাঁহারা সেই সকল স্বরালাপের তত্ত্ব (ভেদ) নিশ্চয় করিতে পারেন না। ১৪-১৫

(অপর একটি নিভৃত গোষ্ঠীতে নিজেদের মোহ-কথা বর্ণনা করিতেছেন) হে সখি! ধ্বজ-পদ্মা-ঙ্কুশাদি বিচিত্র চিহ্নযুক্ত নিজ পাদপদ্ম দ্বারা ব্রজ-ভূমির খুরাক্রমণজনিতা ব্যথা উপশমিত করিয়া গজগামী বাদিতবেণু শ্রীকৃষ্ণ যখন গমন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহার সবিলাসাবলোকন দ্বারা বর্দ্ধিত-কামবেগা হইয়া বৃক্ষের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হই, সুতরাং আমাদের বসন ও কেশবন্ধন যে স্খলিত হইয়া পড়ে, তাহা মোহবশতঃ কিছুই জানিতে পারি না। ১৬-১৭

বিবৃতি—এইবার যশোদার সভায় তাঁহার কথা দ্বারা পুত্রাগমনে বিলম্ব দর্শনে উৎকণ্ঠিতা যশোদাকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন দ্বারা সান্ত্বনা করা হইতেছে, বর্ণনাকারীদিগেরও কৃষ্ণাগমন অভিলষিত, এই সকল কথা দ্বারা উহা নিবারণ করিতে তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তিনি যখন নিজাধর-বিম্বে বেণু প্রদান করিয়া স্বরালাপ করেন, তখন দেবেশ্বর-গণও মুগ্ধ হয়েন, কৃষ্ণ নিজের চেষ্টায় নূতন নূতন বিবিধ রাগ উদ্ভাবন করিয়া তাহাই বাজাইয়াছিলেন। ঐ দেবগণ নিজেরা পণ্ডিত, বহুবিধ রাগরাগিণীও শুনিয়াছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গীতের তত্ত্বনিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ নিজ নিজ স্থান হইতেই উহা শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে চিত্ত লীন হওয়ায় সকল বিস্মৃত হইয়া-ছিলেন। ১৪-১৫

তার পর গোপনীয় রসভাবসম্পন্না কোন গোপী একান্ত গোষ্ঠীতে গমন করিয়া নিজেরা উৎকণ্ঠিত হইয়া কুসুমাদি চয়ন ব্যপদেশে বনগমন পূর্ব্বক যেরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই বলা হইতেছে। তাহারা বলিল, হে সখীগণ! অন্যের মোহের কথা থাকুক, আমাদের মোহের কথা শ্রবণ কর। অতি সুন্দর ধ্বজাদি-চিহ্ন-লাঞ্ছিত নিজ পাদপদ্ম দ্বারা ব্রজভূমির খুরজনিত ব্যথা উপশমিত করিয়া গজগমনে বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ গমন করেন,—ভগবান্ গাভীগণের পশ্চাতে গমন করায় খুরাঘাত-দুঃখ পাদস্পর্শে উপশমিত হইত, ভগবান্ গজেন্দ্রের ন্যায় ধীরে চলিতেন। শীঘ্র গমন করিলে বেণুবাদন অস্পষ্ট হয়, তাঁহার গমনকালীন সবিলাস দৃষ্টি দ্বারা আমরা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়ি, সুতরাং বসন ও কেশ যে খুলিয়া পড়ে, তাহা জানিতে পারি নাই। ১৬-১৭

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥১৮॥
ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো গোপিকা ইববিমুক্তগৃহাশাঃ ॥১৯॥
কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥২০॥
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণ (গাভীগণনার্থ) গ্রথিত মণি ধারণ করিতেন, (উহা দ্বারা) গোগণকে গণনা করিতে করিতে প্রিয়গন্ধা তুলসীর মাল্যশোভিত হইয়া কোন প্রিয় অনুচরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া যে কোন সময়ে গান করিতেন। তখন শব্দায়মান বেণুরবে অপহৃত-চিত্তা কৃষ্ণপত্নী হরিণীগণ পরিত্যক্ত-গৃহাভিলাষা গোপীগণের ন্যায় গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই অবস্থান করে, নিবৃত্ত হয় না। ১৮-১৯

(বৃন্দাবনপ্রদেশে ক্রীড়া করিয়া সায়াহ্নে গো সকল লইয়া যমুনায় ক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে) হে অনঘে! হে যশোদে! তোমার পুত্র নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের আনন্দবিধানার্থ কৌতুকান্বিত হইয়া কুন্দ-কুসুম-দামে অলঙ্কৃত ও তাহাদের হর্ষদ হইয়া যখন যমুনায় ক্রীড়া করেন, সেই সময় মন্দ মন্দ বায়ু চন্দনস্পর্শে সুরভি ও শীতল স্পর্শে কৃষ্ণের সম্মান করত অনুকূল রূপ বীজন করে, উপদেবগণ—গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণাদিরা স্তাবক হইয়া বাদ্য গীত পুষ্পবর্ষণাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে (তোমার পুত্রের) উপাসনা করে। ২০-২১

বিবৃতি—অপরাহ্নে গৃহপ্রত্যাগমনকালে বারম্বার বেণুরবে গাভীগণকে একত্রিত করেন ও গণনা করেন, সেই স্থানে মৃগীগণও আকৃষ্ট হয়, আমাদের ত কথাই নাই। মণিমালাধারী কৃষ্ণ গো-গণনা করত গান করিয়াছিলেন। গানকালে বয়স্যের স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করেন ও প্রিয়গন্ধযুক্ত তুলসীর পত্রনির্ম্মিত মালা ধারণ করেন, অতএব উহারাই ধন্য, আমরা অধন্য। এস্থানে কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ শব্দের অর্থ কৃষ্ণসার-মৃগ-পত্নীগণ, শ্লেষে কৃষ্ণের পত্নীগণ এই বিশেষণটি গোপীদেরও হয়, যে সকল গোপী পতি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রিতা হয়, গৃহ-আশা ও অশন তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছিল। ১৮-১৯

যশোদা-গোষ্ঠীতে এই কথা বর্ণিত হয়, গাভীগণের জলপান সময়ের এই লীলা বুঝা যায়, সেই লীলা অনুভব করিয়া কোন কোন গোপী কালাতিক্রমণে আর্ত্তা যশোদাকে সুস্থ করিবার জন্য বলিতেছেন। ইহা সম্ভবত কার্ত্তিক মাসের লীলা, বসন্তে কুন্দ ব্যবহারযোগ্য হয়, হেমন্ত বা শিশিরে বায়ুকে কেহ ভালবাসে না অথচ এইস্থানে শীতল সুরভি বায়ুর বর্ণন আছে। কৃষ্ণ যমুনার জলে স্নানক্রীড়া সমাপনান্তে তত্তীরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তৎকালে বেশান্তর পরিগ্রহ করেন। এই মলয়জ স্পর্শে সুগন্ধি ও সুশীতল বায়ু পশ্চাৎ দিক্ হইতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে উপবীজিত করিয়া বহিতেছিল, যেখানে কৃষ্ণ—সেই খানেই, অন্যত্র নহে। উপদেব পদে গন্ধর্ব্বাদি, তাহারা বন্দীর কার্য্য করিয়াছিল। ২০-২১

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ ॥২২॥
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনামুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ॥২৩॥
মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষৎ মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥২৪॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥২৫॥

(শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্ট গোপগণ পরস্পর বলিতেছেন) ব্রজের গোগণের অথবা ব্রজের ও গোগণের হিতকারী—যেহেতুক তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত তিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি পথে আসিবার সময় ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করেন, সায়ংকালে সকল গোধনকে একত্রিত করিয়া গীতবেণু অনুচরগণ কর্ত্তৃক গীতকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রমযুক্ত কান্তি দ্বারা নয়নের অতিশয় আনন্দ জন্মাইয়া ধেনু-খুরোত্থিত ধূলিব্যাপ্ত মাল্য ধারণ করত আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার বাসনায় যেন দেবকী-জঠরোদ্ভব গোকুলচন্দ্র আসিতেছেন। ২২-২৩

সায়ংকালে মদ-বিহ্বলিত নয়ন, সুহৃদ্‌গণের মানদাতা বনমালী—ঈষৎ পক্ক বদরের ন্যায় আনন যাহার সেই গজেন্দ্রগতি যদুপতি সুবর্ণ-কুণ্ডল-শোভা দ্বারা মৃদুল গণ্ডমণ্ডলকে শোভিত করিয়া প্রসন্নবদনে ব্রজের ও গোগণের অথবা ব্রজনিবদ্ধ গোগণের অথবা আমাদের চন্দ্রের ন্যায় অনন্ত দিনতাপ প্রশমিত করিয়া নিকটে আসিতেছেন। ২৪-২৫

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের ও গোগণের প্রতি অতিশয় বৎসল, সেইজন্য তাহাদের রক্ষার্থ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন, আসিবার পথে বৃদ্ধগণ কর্ত্তৃক বন্দিত-চরণ হইলেন; কারণ, তাঁহারা ব্রজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না, ইঁহাদের বন্দনার্থ পথে বিলম্ব হয়, তোমার পুত্র এত গুণবান্ যে, বৃদ্ধেরাও তাঁহাকে বন্দনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেও খুরোত্থিত ধূলিপতিত কিন্তু অনুগামী বয়স্যগণ উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা তাহা অপসারিত করিতেছিল, কেবল প্রিয়দত্ত মালার দলভঙ্গভয়ে তাহার ধূলি অপসারিত হইত না, উহাতে ধূলি সকল পরাগের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এইস্থানে দেবকীশব্দে যশোদা বুঝিতে হইবে। যশোদার নিকট অন্য মাতার কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না, এবং "দ্বেনাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকী ইতি" ইহা পুরাণান্তরে কথিত হইয়াছে। চন্দ্রসাদৃশ্যে জঠরের ক্ষুধার সমুদ্রত্বও ব্যঞ্জিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কোন কোন গোপী বলিতে লাগিলেন ২২-২৩

মদ—হর্ষকৃতচিত্তবিকার—তদ্দ্বারা ঈষদ্বিঘূর্ণিত লোচনদ্বয় যাহার এবং সুহৃদ্‌গণের প্রণয়ালিঙ্গন দ্বারা যথোচিত সম্মানদাতা বনমালী পূর্ব্বোক্ত কুন্দ-কুসুম দ্বারা আপাদলম্বী মাল্যশোভী, স্বর্ণকুণ্ডল-শোভায় মৃদুল গণ্ডস্থল মণ্ডিত করিয়া—কুণ্ডলদ্বয় গণ্ডদ্বয়ে সংযুক্ত হওয়ায় এবং মন্দ মন্দ চলন দ্বারা শোভাবিশেষ ব্যঞ্জিত হইয়াছে, যদুপতি গোপপতি, ব্রজের ও গোগণের অথবা আমাদের ন্যায় লোকবিশিষ্ট ব্রজের ও গোগণের অথবা ব্রজবাসীর নয়নের দিনতাপ, চন্দ্রের ন্যায় উপশমিত করিয়া নিকটে আসিতেছেন। চন্দ্র যেমন দিনান্তে উদিত হইয়া দিনের তাপ উপশমন করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও নিকটে উদিত হইয়া দিনের বিরহ-তাপ উপশমিত করেন। ২৪-২৫

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলা নু গায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং গোপিকাযুগলগীতং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ব্রজ-স্ত্রীগণ এইরূপ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া দিবাভাগেও ক্রীড়া করিতেন। সেই সকল ব্রজাঙ্গনারা কৃষ্ণগতজীবন কৃষ্ণগতমন ছিল, অতএব বিরহেও তাহাদের মহা উৎসব ছিল। ২৬

বিবৃতি—গোপীগীতের উপসংহার বর্ণন করিতেছেন। তাহারা দিনের বিরহকালেও নির্বৃতি লাভ করিত। নির্বৃতি লাভের হেতুরূপে দুইটি বিশেষণ, তাহারা তচ্চিত্ত তন্মনস্ক ছিল; ইহা দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণগত জ্ঞানেচ্ছা প্রযত্ন বুঝাইয়াছে, 'মহোদয়াঃ'—সকলের অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট সৎ কর্ম্মসিদ্ধি যাহাদের ইত্যাদি। ২৬

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ। মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্ ॥১॥

রম্ভমাণঃ খরতরং পদা চ বিলিখন্ মহীম্। উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্।

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ংস্তব্ধলোচনঃ ॥২॥

যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্। পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ॥৩॥

নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া। তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ ॥৪॥

পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সন্ত্যজ্য গোকুলম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্ব্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥৫॥

ভগবানপি তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্। মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ ॥৬॥

গোপালৈঃ পশুভির্মন্দত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম। বলদর্পহাহং দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্ ॥৭॥

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্। সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর সেই সময়ে বৃষভাকৃতি অরিষ্ট নামক অসুর, মহা ককুৎ (ঝুঁটি) ও শরীরসম্পন্ন, সে খুরক্ষেপে বিক্ষতা ভূমিকে কম্পিত করিয়া গোষ্ঠে আগমন করিয়াছিল। ১

সে ভয়ঙ্কর বৃষজাতীয় শব্দ করত পদক্ষেপে ধরাতল বিদীর্ণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধ দিকে লাঙ্গুল উদ্যত করিয়া ও শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তটদেশ উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতেছিল। তাহার লোচনদ্বয় বিস্তারিত হইয়াছিল। ২

হে রাজন্! যাহার নিষ্ঠুর নিনাদে গাভী-সকলের ও নারীদিগের ভয়ে অকালে গর্ভস্রাব ও পতিত হইত। ৩

যাহার কুকুদে (ঝুঁটমধ্যে) পর্ব্বতভ্রমে মেঘ-সকল প্রবেশ করে, সেই তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষাকার অরিষ্ট অসুরকে দেখিয়া গোপ ও গোপীগণ ত্রস্ত হইয়াছিলেন। ৪

হে রাজন্! পশুসকল ভীত হওয়ায় গোকুল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সেই গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চীৎকার করিয়া গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিল। ৫

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোকুলকে ভয়বিহ্বল দর্শন করিয়া 'তোমরা ভয় পাইও না' এই অভয় বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বৃষাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ৬

হে মন্দ! হে অসত্তম! পশুরক্ষক গোপগণ সহ পশুদিগকে ত্রাসপ্রাপ্ত করাইয়া লাভ কি? আমি তোমার ন্যায় দুরাত্মা দুষ্টগণের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান রহিয়াছি। ৭

এই কথা বলিয়া করতল দ্বারা বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক সেই অরিষ্টাসুরকে কোপিত করিলেন, পরে সখা শ্রীদামের স্কন্ধে সুবৃত্ত আয়তবাহু প্রসারিত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮

বিবৃতি—দেবগন্ধর্ব্বাদি গীত-নৃত্যবাদ্য পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা অভিনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে ব্রজের পরম মহোৎসব যখন বর্ত্তমান—সেই সময়ে অরিষ্ট নামক অসুর গোষ্ঠে আসিয়াছিল। ১

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে দণ্ডায়মান থাকায় বৃষাসুরের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সখার ও সখ্যভাগ্যের প্রতি অভিনন্দন প্রদর্শন করা হইয়াছে। ৮

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্। উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥৯॥
অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্‌লোচনোঽচ্যুতম্। কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎ তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥১০॥
গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ। প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥১১॥
সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরঃ। আপতৎ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১২॥
তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥১৩॥
অসৃগ্বমন্ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্ ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথ ক্ষয়ং পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥১৪॥
এবং কুকুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ। বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥১৫॥

সেই অরিষ্টও এইরূপে কোপিত হইয়া খুর দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিতে করিতে মহাক্রোধে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। তাহার পুচ্ছ ঊর্দ্ধ দিকে গমন করায় তদ্দ্বারা মেঘসকল ঘূর্ণায়মান হইয়াছিল। ৯

সেই অসুর আপনার দুই শৃঙ্গের অগ্রভাগ ন্যস্ত করিয়াছিল, এবং তাহার রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় স্তব্ধ (অনিমীলিত) হইয়া রহিল। সে কটাক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ইন্দ্রক্ষিপ্ত অশনির ন্যায় দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিল। ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া হস্তী যেমন প্রতিপক্ষ হস্তীর প্রতিকূলতা করে, সেই-রূপ প্রতিকূলতা করিয়া একেবারে অষ্টাদশ পদ অন্তরে তাড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। ১১

হে মহারাজ! সেই অসুর তাড়িত ও পতিত হইয়া তখনই গাত্রোত্থান করিয়া এবং ক্রোধপূর্ণ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর্ম্মযুক্ত সর্ব্বাঙ্গে পুনরায় ধাবমান হইল। ১২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আসিতে দেখিয়া শৃঙ্গদ্বয় ধারণপূর্ব্বক নিগ্রহ করিলেন, এবং পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া আর্দ্র বসনের ন্যায় নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। পরে তাহার বিষাণ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই তাহাকে নিহত করিলেন। সেও অচেতন হইয়া পতিত হইল। ১৩

হে রাজন্! রক্তবমন, মলমূত্র ত্যাগ ও পাদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে প্রচলিতনেত্র সেই অসুর অতি কষ্টকর দশায় উপনীত হইয়াছিল, তার পর শমনসদনে গমন করিল, ইহা অবলোকন করিয়া দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে ভগবান্ হরির স্তব করিতে লাগিলেন। ১৪

হে রাজন্! গোপীদিগের নয়নানন্দকারী শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকারে ককুদ্মী বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বিনষ্ট করিয়া স্বজাতি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন এবং বলদেবের সহিত গোকুলে প্রবেশ করিলেন। ১৫

বিবৃতি—আদি বরাহপুরাণানুসারে জানা যায়, অরিষ্টবধের পর পাদঘাত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন যাহা অরিষ্টের খুরাঘাতে পূর্ব্বে প্রায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহাতে স্নান করিয়া তিনি নিষ্পাপ হয়েন, তিনি স্বতঃ নিষ্পাপ হইলেও লোক সকলকে ঐ তীর্থ-মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন। সেইস্থানে স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করিয়া রাধা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন ও তথায় নিজনামে একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানেও গোবর্দ্ধনের ঈশান কোণে অরিষ্ট ও রাধাকুণ্ড যুগলভাবে বিদ্যমান আছে (তোষণী)। ১৫

অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা। কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ ॥১৬॥
যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ। রামঞ্চ রোহিণীপুত্ত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥১৭॥
নিশম্য তদ্‌ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ। নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥১৮॥
নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ। জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ব্ববন্ধ সহ ভার্য্যয়া ॥১৯॥
প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্। প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ ॥২০॥
ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোশলকাদিকান্। অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্ ॥২১॥
ভো ভো নিশম্যতামেতদ্বীরচাণূরমুষ্টিকৌ। নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥২২॥
রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ। ভবদ্ভ্যামিহ সংপ্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া ॥২৩॥

অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোষ্ঠমধ্যে অরিষ্ট নিহত হইলে পর একদিন দেবর্ষি ভগবান্ নারদ কংসের নিকট বলিলেন। ১৬

হে রাজন্! দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত বলিয়া যে কন্যা প্রসিদ্ধা, সে যশোদার কন্যা, দেবকীর নহে, এবং ব্রজে যশোদানন্দন বলিয়া যে কৃষ্ণ প্রসিদ্ধ, তিনি যশোদার পুত্ত্র নহেন, দেবকীর পুত্ত্র, এবং তত্রস্থ রোহিণী-পুত্ত্র রাম দেবকীর সপ্তম সন্তান, বসুদেব তোমার ভয়ে ভীত হইয়া নিজ মিত্র নন্দের হস্তে ঐ দুই পুত্ত্রকে সমর্পণ করেন। তাহারাই তোমার সেই সকল অনুচরগণকে নিহত করিয়াছে। ১৭

ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ভোজপতি কংস ক্রোধে বিচলিতেন্দ্রিয় হইলেন ও বসুদেবকে বধ করিবার জন্য শাণিত অসি গ্রহণ করিল। ১৮

দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ও বসুদেবের পুত্ত্রদ্বয় নিজের মৃত্যুর কারণ ইহা জানিয়া সপত্নীক বসুদেবকে লোহময় পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়াছিল। ১৯

তার পর দেবর্ষি নারদ চলিয়া গেলে কংস কেশি নামা অসুরকে রাম ও কৃষ্ণকে বধ কর এই বলিয়া তথায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। ২০

তার পর মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোশলক প্রভৃতি অমাত্য ও প্রধান প্রধান হস্তিপকদিগকে আহ্বান করিয়া ভোজরাজ কংস বলিল, হে মহাবীর চাণূর, হে মুষ্টিক! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর, বসুদেবের দুই পুত্ত্র রাম ও কৃষ্ণ নন্দব্রজে রহিয়াছে, তাহাদের হইতে আমার মৃত্যু (নারদ কর্ত্তৃক) নিদর্শিত হইয়াছে। তাহারা এখানে আসিলে তোমরা দুইজনে তাহাদিগকে মল্ললীলা দ্বারা বধ করিবে। ২১ ২৩

বিবৃতি—অরিষ্ট-বধের অনেকদিন পরে নারদ কংসকে জানাইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনগত রাসলীলা বসন্ত-কালের মধ্যভাগে হইয়াছিল, এবং কংসবধ শিবরাত্রি চতুর্দ্দশীতে হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংপ্রতি যাদবগণ অতিদুঃখিত এবং দেবতারা উদ্বিগ্ন সুতরাং অবিলম্বে ভগবানের কংসবধ করা আবশ্যক, সুতরাং কংস যাহাতে কৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করে, সেই জন্য নারদ তথায় উপনীত হইয়া পূতনা হইতে অরিষ্টবধ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কংসকে বলেন। ১৬

নারদ কংসকে বলিয়াছিলেন যে, বসুদেব নিহত হইলে রামকৃষ্ণ পলায়ন করিবে, অতএব উহাকে বধ করিও না। এই বাক্যে কংস, বধকার্য্যে নিরস্ত হইলে তাহাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছিল। ১৯

মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ। পৌরা জানপদাঃ সর্ব্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্ ॥২৪॥
মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্য্যুপনীয়তাম্। দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥২৫॥
আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি। বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢ়ুষে ॥২৬॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোঽক্রূরমুবাচ হ ॥২৭॥
ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ। নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্ণিষু ॥২৮॥
অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্য্যগৌরবসাধনম্। যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগমদ্বিভুঃ ॥২৯॥
গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ। আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্ ॥৩০॥
নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ। তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ ॥৩১॥
ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা। যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥৩২॥
তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্। তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্ ॥৩৩॥
উগ্রসেনঞ্চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্। তদ্ভ্রাতরং দেবকঞ্চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ॥৩৪॥

(তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য) মল্লরঙ্গ-মধ্যে বিবিধ মঞ্চ (উচ্চ স্তম্ভাদি-রচিত স্থান) প্রস্তুত কর, পৌরজানপদগণ (পুরবাসী ও দেশবাসীরা) এই স্বেচ্ছাকৃত মল্লযুদ্ধ দর্শন করুক। ২৪

হে ভদ্র! মহামাত্র! তুমি রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে লইয়া যাও এবং তাহার দ্বারা আমার ঐ দুই শত্রুকে বধ কর এবং চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ হউক, বরদাতা ভূতরাজের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র পশুসকল বলিদান করা হউক। ২৫-২৬

হে রাজন্! অর্থসিদ্ধান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কংস অমাত্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হস্ত নিজহস্তে গ্রহণ করিল এবং বলিতে লাগিল। ২৭

হে দানপতে! অক্রূর! আমার জন্য কিছু মিত্রের কাজ যত্নসহকারে কর, ভোজ ও বৃষ্ণিগণ-মধ্যে তুমি ভিন্ন আদরের পাত্র ও হিতকর মিত্র আমার কেহই নাই। ২৮

হে সৌম্য! এই জন্যই ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বার্থলাভ করেন, সেইরূপ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুরুতর প্রয়োজন সাধন করিতে ইচ্ছা করি। হে সখে! একবার নন্দব্রজে গমন কর, তথায় বসুদেবের দুই পুত্র আছে, তাহাদিগকে এই রথে করিয়া অবিলম্বে আনয়ন কর। ২৯-৩০

হে মিত্র! বিষ্ণুর আশ্রিত দেবগণ দুই বালককে আমার মৃত্যুরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। উপায়নহারি নন্দাদি গোপগণ সহ দুই বালককে আনয়ন কর। ৩১

এখানে আনীত হইলে কালান্তক যমতুল্য হস্তী দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করাইব, যদি হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়, তবে বজ্র সদৃশ মল্লদিগের দ্বারা তাহাদের বিনাশসাধন করাইব। এই দুইজন নিহত হইলে তাহাদের শোকে সন্তপ্ত বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি-ভোজ, দশার্হবংশজাত তাহাদের বান্ধবগণকে বধ করিব, ইহার পর রাজ্যকামুক বৃদ্ধ আমার পিতা উগ্রসেন এবং তাহার ভ্রাতা দেবক ও যাহারা আমার বিদ্বেষ করে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। (ইহারা শোকতপ্ত থাকায় ইহাদিগকে বধ করা দুরূহ হইবে না)। ৩২-৩৪

বিবৃতি—মল্লগণ যেস্থানে মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করে, তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টনরূপে রাজা অমাত্যাদি দর্শকযোগ্যাযোগ্যভেদে নানাপ্রকার মঞ্চ নির্ম্মাণ কর। স্বেচ্ছায় প্রবর্ত্তিত এই মল্লযুদ্ধ পুরবাসিগণ ও দেশবাসিগণ দেখুন। ইহা পৌরবঞ্চনার্থ কথন। ২৪

ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা ॥৩৫॥

জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা। শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ।

তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ॥৩৬॥

এতজ্‌জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ। ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্ ॥৩৭॥

শ্রীঅক্রূর উবাচ।

রাজন্ মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জনম্। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্য্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্ ॥৩৮॥

মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি। যুজ্যতে হ শোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে ॥৩৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ। প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধেঽক্রূরসম্প্রেষণং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

হে মিত্র! তার পর এই শত্রুশূন্য পৃথিবী আমার হইবে (যেহেতুক তুমি আমার হিতকারী অতএব তোমাকেও ইহার ভাগ প্রদান করিব ইতি ভাব)। ৩৫

(কয়েকটি মাত্র শত্রু-বধে পৃথিবী নিষ্কণ্টক কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) জরাসন্ধ আমার গুরু (শ্বশুর), দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা, সাম্বর, নরক, বাণ ইহারাই আমার সহিত সৌহার্দ্দ করিয়াছে, ইহাদের দ্বারা দেবপক্ষীয় রাজগণকে হত্যা করিয়া আমি পৃথিবী ভোগ করিব। ৩৬

হে মিত্র! তুমি এই সমস্ত বিষয় অবগত হইলে, এখন শীঘ্র গমন কর। ধনুর্যজ্ঞ নিরীক্ষণার্থ অথবা যদুপুরীর শোভা দেখাইবার ছল করিয়া রাম-কৃষ্ণ দুই বালককে আনয়ন কর। ৩৭

অক্রূর বলিলেন, হে রাজন্! তুমি যাহা বিচার করিয়া স্থির করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত উপযুক্ত এবং ইহাতে তোমার মরণও নিবারিত হইবে, পরন্তু হে মিত্র! কার্য্যসিদ্ধি বা কার্য্যের অসিদ্ধি উভয়েতেই সমান ভাবে দৈবই ফলসাধন করে। ৩৮

হে রাজন্! দৈব কর্ত্তৃক মনোরথ সকল প্রতিহত হইলেও লোকে তাহা করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে কখন হর্ষে, কখন বা শোকে সংযুক্ত হয়। তথাপি আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। ৩৯

শুকদেব বলিলেন, অক্রূরকে এবং মন্ত্রীদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া কংস বিদায় দিয়াছিল ও সে নিজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং অক্রূরও নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৪০

বিবৃতি—রাম-কৃষ্ণকে অর্ভক বলার তাৎপর্য্য—ভুলাইয়া আনিতে পারিবে, বন্য অথচ বালক—তাহাদের যজ্ঞোৎসব, পুরী-শোভা-দর্শন অত্যন্ত রুচিকর হইবে। ৩৭

অক্রূর প্রসঙ্গে কংস-সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া তাহার সম্মানে দেখাইলেন। পরে বলিলেন যে, ইহাই একান্ত স্থির বলিয়া মনে করিও না; কারণ, কার্য্যসিদ্ধিতে বা তাহার অসিদ্ধিতে একমাত্র দৈবই বলবান্, পুরুষকার অপ্রধান। ৩৮

প্রকারান্তরে নিজভাব গোপন করিয়া কংসের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন। লোকে কার্য্য করিয়া হর্ষ ও শোক লাভ করে। নিবৃত্তিপরের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ পায় না। তথাপি তোমার আদেশ পালন করিব, ইহা ভাবি সূচনা, ইহাতে তোমার অসুরত্বখণ্ডন ও মুক্তিপ্রাপ্তি হইবে, যেহেতুক এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণই ফলদাতা, যেস্থানে তোমার স্বাধীনতা নাই। যদিচ ঈশ্বরই স্বয়ং কর্ত্তা, তাদৃশ ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা, তথাপি তাহার আনুকূল্যরূপে কার্য্য করিব। ৩৯

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ। কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং মহাহয়ো নির্জ্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং কুর্ব্বন্ নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ ॥১॥
তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং তদ্ধ্রেষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদম্।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণীরুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদন্ মৃগেন্দ্রবৎ ॥২॥
স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ।
জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥৩॥
তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥৪॥
স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥৫॥
দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশস্তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো যথাময়ঃ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কংস-প্রেরিত যে কেশী দানব মনের তুল্য বেগবান্ মহা অশ্ব হইয়া খুরক্ষেপে ধরাতল বিদীর্ণ এবং কেশরসঞ্চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘ ও বিমানসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল সঙ্কীর্ণ করিয়া আসিতেছিল এবং যাহার হ্রেষিত রবে (অশ্বজাতীয় শব্দ দ্বারা) অখিল বিশ্ব ত্রাসিত হইতেছিল, সেই অশ্বরূপী কেশী দানবকে হ্রেষারবে নিজ গোকুলের ভয় জন্মাইতে ও পুচ্ছ দ্বারা মেঘ সকল ঘূর্ণিত করিতে এবং সংগ্রামার্থ নিজেকে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে নির্গত হইলেন এবং গর্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় সমীপে আহ্বান করিলেন। সেই কেশীও কৃষ্ণের আহ্বান শুনিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করিল। ১-২

প্রচণ্ড বেগশালী দুর্গ্রহ, (অতএব) দুরতিক্রম সেই কেশী দানব শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া মুখ দ্বারা যেন আকাশকে পান করিতেছে এইরূপ মুখব্যাদান করিয়া অতি ক্রোধে ধাবিত হইয়াছিল, এবং পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা অরবিন্দনেত্র শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই আঘাত বঞ্চনা করিয়া পরে ক্রোধে দুই হাতে কেশীর দুই পাদ গ্রহণ করিয়া এবং ভ্রমণ করাইয়া (ঘুরাইয়া) গরুড় যেমন সাবজ্ঞ ভাবে সর্পকে ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ তাহাকে শত ধনুঃ (চারিশত হস্ত) দূরে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন। ৩-৪

সেই কেশী সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইল এবং ক্রোধে মুখব্যাদান করিয়া অতি দ্রুতবেগে কৃষ্ণের নিকট আসিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণও হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ-মধ্যে বাম বাহু গর্ত্তমধ্যে সর্পের প্রবেশের ন্যায় নির্ভয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ৫

হে রাজন্! অতি তপ্ত লৌহ-স্পৃষ্টের ন্যায় কেশীর মুখব্যাদান-বিবৃত দন্তসকল শ্রীকৃষ্ণ-ভুজস্পর্শে পড়িয়া গেল, মহাত্মা কৃষ্ণের বাহু কেশীর দেহগত হইয়া উপেক্ষিত রোগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ৬

বিবৃতি—শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের উত্তর দিকে যমুনার ঘাটবিশেষ কেশীঘাট নামে প্রসিদ্ধ, বর্ত্তমানে বৃন্দাবনের একটি অংশের পাড়ার (নাম) কেশীঘাট। এই কেশী-বধ হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ২

অতি তপ্ত লৌহ-স্পর্শে দন্ত সকল সত্বরই পতিত হইতে দেখা যায়—সেই জন্য তাদৃশ দৃষ্টান্ত, অতিশীঘ্র হস্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন অদ্ভুতত্ব নাই; কারণ, তিনি অপরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি, প্রাণাদি মার্গ অবরোধ করিয়া হস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল,

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥৭॥
তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্‌ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিরুৎস্ময়ৈঃ প্রসূনবর্ষৈর্দিবিষদ্ভিরীড়িতঃ ॥৮॥
দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ। কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥৯॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর। বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥১০॥
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্। গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥১১॥

হে কৌরব্য! শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধিশীল বাহু দ্বারা অবরুদ্ধ-বায়ু কেশী, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ও বিবৃতনেত্র হইয়া চরণ-ক্ষেপণ ও বিষ্ঠা-বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৭

মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ, পরিপক্ক কর্কটিকা (কাঁকুড়) ফলতুল্য প্রাণহীন কেশীর দেহমধ্য হইতে নিজবাহু আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং অযত্নে শত্রুনাশ করেন, এজন্য তাঁহার অণুমাত্র বিস্ময় হয় নাই, দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। ৮

হে রাজন্! ভাগবতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ, তাহার পর অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন করিয়া নির্জ্জনে বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিয়াছিলেন। ৯

(নারদ আমার রহস্য-কথা শত্রু কংসের নিকট বলিয়াছে এইরূপ শঙ্কা করিবেন না, এই কথা বলিবার জন্যই নারদ কর্তৃক এই সব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে)

হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হে অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ! হে অচিন্ত্যপ্রভাব! হে বিশ্বনিয়ন্তঃ! হে সর্ব্বভূতাবাস! হে অখিলাশ্রয়! হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! হে সর্ব্বশক্তে! কাষ্ঠমধ্যস্থ বহ্নির ন্যায় আপনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে এক অনুস্যূত আত্মা, অতিশয় গূঢ়, গুহাশয়, বুদ্ধিরও আগোচর, সাক্ষী, মহাপুরুষ, আপনি ঈশ্বর। ১০-১১

ইহা কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই, ইহা দেহগত পদ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। ৬

বিবৃতি—উক্তরূপেই উহার মৃত্যু বিহিত ছিল, ইহা হরিবংশে উক্ত হইয়াছে। যথা—নারদবাক্য,—"যস্ত্বয়া পাটিতং দেহং ভুজেনানতপর্ব্বণা। এবোহ মৃত্যুরস্তায় বিহিতো বিশ্বযোনিনা।" ৭

কাঁকুড় পাকিলে সে ফাটিয়া যায়, কেশীর দেহ ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণে ইহার বিশেষ বর্ণন আছে, "দ্বিপাদপুচ্ছপৃষ্ঠার্দ্ধশ্রবণৈকাক্ষিনাসিকে, কেশিনস্তে দ্বিধাভূতে সকলে চ বিরেজতুঃ"। অযত্নে শত্রুবধ করিলেও কৃষ্ণ—আমি এই কার্য্য করিয়াছি এইরূপ গর্ব্ব-রহিত ছিলেন, অথবা তাদৃশ ভীষণ শত্রুবধ করিয়াও তাঁহার হাস্য অপগত হয় নাই, বিষ্ণুপুরাণে যথা "অনায়স্ততনুঃ স্বচ্ছো হসংস্তত্রৈব সংস্থিতঃ।" ইহার পর গোপ ও গোপীগণের অভিনন্দন বর্ণিত হইয়াছে। ৮

নারদ সূচক ছিলেন না, তিনি পরম ভাগবত, সর্ব্বজনসুহৃৎ, যাহাতে কংস জরাসন্ধাদি সঙ্গে করিয়া ব্রজে না আসে তজ্জন্যই এইরূপ আচরণ, এবং কংসেরও মুক্তিকাল উপস্থিত হইয়াছিল, অথবা দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া ইনি দেব অথচ ঋষি, ইনিই গোপালমন্ত্র-সকলের দ্রষ্টা, সুতরাং পরমান্তরঙ্গ, ইহা সূচিত হইয়াছে; অতএব তিনি যখন শ্রেষ্ঠ ভক্ত, সেই কারণে তাঁহার তাদৃশ চেষ্টা, গোপনে সকল কথা নিবেদন করা যুক্ত হইয়াছে। ৯

আপনি ঈশ্বর, ভূভার হরণ ও দৈত্য-সংহার করিবার জন্য অবতীর্ণ, অতএব তদনুরূপ আচরণ দ্বারা বিশ্বকে প্রতিপালন করুন, আপনাতে ভয় বা আশঙ্কাই নাই, যেহেতুক আপনি অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ। যদি বলেন, আমি কিরূপে তোমার বর্ণিত স্বরূপ হইলাম, তদুত্তরে বলা যাইতেছে, আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত যথা—কাষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ বহ্নির ন্যায় আপনি সর্ব্বভূতে আছেন, অথচ কেহ দেখিতে পায় না, এই জন্য গূঢ়, গুহাশয় বুদ্ধিরও আন্তর, সাক্ষী দ্রষ্টা, সকলের অন্তরাত্মত্বে প্রমাণ আপনি ঈশ্বর। ১০-১১

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্। তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বর ॥১২॥
স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাম্। অবতীর্ণো বিনাশায় সেতূনাং রক্ষণায় চ ॥১৩॥
দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ। যস্য হ্রেষিতসন্ত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥১৪॥
চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্। কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে বিভো ॥১৫॥
তস্যানু শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য চ। পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥১৬॥
উদ্বাহং বীরকন্যানাং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণম্। নৃগস্য মোক্ষণং পাপাদ্দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥১৭॥
স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্য্যয়া। মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥১৮॥
পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুর্য্যাশ্চ দীপনম্। দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ ॥১৯॥
যানি চান্যানি বীর্য্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্। কর্ত্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি ॥২০॥
অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য বৈ। অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জ্জুনসারথেঃ ॥২১॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥২২॥

(আমি ঈশ্বর, অপর সকল ঈশিতব্য, ইহাই বা কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে প্রভো! স্বতন্ত্র, সাধনান্তরনিরপেক্ষ হইয়া মায়াশক্তি দ্বারা গুণসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল গুণ দ্বারা সত্যসঙ্কল্প আপনি এই বিশ্বের সৃজন, পালন এবং সংহার করিতেছেন, অতএব আপনি ঈশ্বর। ১২

হে ভগবন্! সেই আপনি রাজরূপে উৎপন্ন দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষসগণের বিনাশ ও সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৩

সৌভাগ্যক্রমে হয়াকৃতি এই দানব অবলীলায় আপনা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, যাহার হ্রেষাশব্দে দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিতেন। ১৪

হে প্রভো! পরশ্ব দিবস চাণূর, মুষ্টিক ও অন্যান্য মল্লগণ, হস্তী ও কংসকে আপনা কর্ত্তৃক নিহত দেখিব। ১৫

হে জগৎপতে! কংসবধের পর, শঙ্খ, কালযবন, মুর ও নরক প্রভৃতি দানবদিগের বধ, পারিজাত-হরণ, ইন্দ্র-পরাজয়, বীরকন্যাদিগের বীর্য্যশুল্কে বিবাহ, দ্বারকায় নৃগরাজের পাপমোচন করিবেন, জাম্ববতী ভার্য্যার সহিত স্যমন্তকগ্রহণ, নিজস্থান হইতে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনিয়া দেওন, পরে পৌণ্ড্রকবধ, তৎপরে কাশীপুরী দাহ, দন্তবক্রবধ, পরে রাজসূয়ে শিশুপালবধ, আরও অন্যান্য বীরত্ব-সূচক কর্ম্ম দ্বারকায় বাস করিবার সময়ে করিবেন। তৎসমুদায়ও দর্শন করিব এবং অবনীতলে কবিগণ তৎসমুদায় গান করিবেন। ১৬-২০

হে প্রভো! তাহার পর কালরূপী ঐ ভারক্ষয়কারী আপনি অর্জ্জুনের সারথি হইলে বহু অক্ষৌহিণী সৈন্যের নিধন দেখিতে পাইব। (এইরূপ বলিয়া ভগবান্‌কে নমস্কার করিতেছেন,) হে ভগবন্! আপনি কেবল জ্ঞানৈকমূর্ত্তি পরমানন্দস্বরূপ, আপনার সম্যক্ স্থিতি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অমোঘ বাঞ্ছিত, নিজ তেজে মায়াগুণপ্রবাহ আপনা হইতে নিত্য নিবৃত্ত হইয়াছে, অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী সুতরাং আপনার শরণ গ্রহণ করি। ২১-২২

বিবৃতি—সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া কারকসাধ্য দেখা যায়, এই জন্য বলা হইয়াছে সত্যসংকল্প, যাহা সংকল্পমাত্র সাধ্য, উহাতে সাধনাপেক্ষা নাই। ১২

অদ্যই অক্রূর আসিবে, কল্য মথুরায় আপনি যাইবেন, পরশ্ব কংসকে বধ করিবেন, এইরূপ বলাও এক প্রকার বিজ্ঞাপনবিশেষ। ১৫

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥২৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ। প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ ॥২৪॥
ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে। পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ ॥২৫॥
একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু। চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চোরপালাপদেশতঃ ॥২৬॥
তত্রাসন্ কতিচিচ্চোরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ। মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ ॥২৭॥
ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেষধৃক্। মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহূন্ ॥২৮॥
গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ। শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥২৯॥
তস্য তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্। গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥৩০॥
স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী। ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্গ্রহণাতুরঃ ॥৩১॥

হে ভগবন্! আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যকে বশ করেন, এবং স্বাশ্রয় অর্থাৎ অন্যের বশ্য নহেন, অতএব নিজাধীন মায়া দ্বারা মহদাদি অথবা যাদবাদি-রূপ অশেষ বিশেষ কল্পনা করেন। ক্রীড়ার্থ মনুষ্য-দেহ অথবা মনুষ্যজাতীয় যুদ্ধ ধারণ করিয়াছেন, অতএব যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে নমস্কার করি। ২৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভাগবতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ এইরূপে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তৎকালে ভগবদ্দর্শনে তাঁহার মহোৎসব হইয়াছিল। ২৪

ব্রজবাসিগণের সুখাবহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধে কেশী-দানবকে বধ করিয়া (তদ্দর্শনে) প্রীত সেই সকল গোপাল-গণের সহিত পশুগণকে পালন করিয়াছিলেন। ২৫

হে মহারাজ! একদা সেই সকল গোপালগণ পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে পশুচারণ করিতে করিতে চোর ও পালক ব্যপদেশে নিলায়ন অর্থাৎ চোর ও বস্তুর তিরোধাপন ক্রীড়া আরম্ভ করিল। ২৬

সেই ক্রীড়ায় কতিপয় পালক চোর এবং কতিপয় বালক পালক আর কতকগুলি মেষের ন্যায় ব্যবহার-কারী হইয়া অকুতাভয়ে ক্রীড়া করিয়াছিল। ২৭

সেই সময় মহামায়াবী ময়পুত্র ব্যোমাসুর গোপাল-বেশ ধারণ করিয়া চৌরবৎ হইয়াছিল ও মেষবদাচরণ-কারী গোপালগণকে লইয়া গিয়াছিল। ২৮

হে মহারাজ! সেই মহাসুর এইরূপে অপহৃত গোপালগণকে লইয়া পর্ব্বতগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া শিলা দ্বারা তাহার দ্বার আবৃত করিয়া দিয়াছিল। তখন ক্রীড়াস্থলে মাত্র চার পাঁচটি বালক অবশিষ্ট ছিল। ২৯

ব্যোমাসুরের ঐ কর্ম্ম অবগত হইয়া সাধুগণের আশ্রয়দাতা ভগবান্ হরি, যে সময়ে সে গোপালদিগকে লইয়া যায়, সেই সময় সিংহ যেমন বৃককে ধারণ করে, তাহার ন্যায় মহাবলে তাহাকে ধারণ করিলেন। ৩০

বলবান্ সেই অসুর তখন গিরীন্দ্রসদৃশ নিজ রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গ্রহণে পীড়িত হইয়াছিল এবং নিজেকে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেও সমর্থ হইল না। ৩১

বিপ্রাপ্তি—নারদোক্ত লীলামধ্যে ইহার উল্লেখ নাই এবং তাঁহার গমনের পরেই ইহা সংঘটিত হইলে একদা বলা অসঙ্গত হয়, সুতরাং বৃষাসুর বধের পর ব্যোম বধ। গোপীগীতেও আছে—বৃষময়াত্মজাৎ ইত্যাদি, ময়াত্মজ—ব্যোমাসুর। ২৬

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে। পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৩২॥
গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ। স্তূয়মানঃ সুরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ব্যোমাসুরবধো নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ অচ্যুত দুই বাহু দ্বারা নিগৃহীত করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া স্বর্গে থাকিয়া অবলোকনকারী দেবগণের সমক্ষে যেরূপে পশুকে মারে অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুহত্যা-বিধান ক্রমে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। ৩২

তার পর ভগবান্ পর্ব্বতগহ্বরের আচ্ছাদন-শিলা অপসারণ করিয়া ও কষ্টকর স্থান হইতে গোপগণকে নিঃসারিত করিয়া আনিলেন, তখন অনুগামী গোপালগণ ও স্বর্গস্থ বৈমানিক দেবগণ কর্ত্তৃক পরিস্তুত হইয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ নিজ গোকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৩৩

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ। উশিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥১॥

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে। ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥২॥

কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ। কিংবাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্ ॥৩॥

মমৈতদ্দুর্ল্লভং মন্য উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্। বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্ম-কীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ ॥৪॥

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্। হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎ তরতি কশ্চন ॥৫॥

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ। যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥৬॥

কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, মহামতি অক্রূরও সেই রাত্রি মধুপুরীতে (মথুরায়) বাস করিয়া প্রাতঃকালে রথারোহণে নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন। ১

সেই মহাভাগ্যবান্ অক্রূর পথে গমন করিতে করিতে পদ্মলোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিয়াছিলেন। ২

আমি এমন কি সৎকর্ম্ম করিয়াছি এবং এমন কি তপস্যা করিয়াছি, অথবা যোগ্য পাত্রে এমন কি সামগ্রীই বা দিয়াছি, যাহার ফলে অদ্য শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইব ? ৩

(নিজের শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের অসম্ভাবনার শঙ্কা করিয়া পুনরায় তাহার সম্ভাবনা করিতেছেন) বিষয়াসক্ত চিত্ত আমার পক্ষে উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ শূদ্রের বেদোচ্চারণ করার ন্যায় দুর্ল্লভ বলিয়া মনে করি। ৪

অথবা ঐরূপ আশঙ্কা কিছু নয়, আমি অতিশয় অধম হইলেও আমার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হইবেই। কারণ, কাল-স্রোতে নীয়মান কোন ব্যক্তি কখন কামনা উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ নদীবেগে যে সকল তৃণাদি অপহৃত হয়, তন্মধ্যে কোন তৃণ কোন স্থানে কদাচিৎ উত্তীর্ণ হয়—সেইরূপ স্বকর্ম্মবশে কাল কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ জীবগণের মধ্যেও কেহ কখন সংসারাব্ধি উত্তীর্ণ হয়। ৫

আজ আমার অমঙ্গল নষ্ট হইয়াছে এবং আমার জন্ম সফল হইয়াছে। যেহেতুক, যোগিগণ-ধ্যেয় ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিব। ৬

কি আশ্চর্য্য ! কংস (অতিশয় খলস্বভাব হইয়াও) অদ্য আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়াছে, কারণ, ঐ কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কৃতাবতার ভগবানের পাদপদ্ম দেখিতে পাইব, যাঁহার নখকান্তি-প্রভাবে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ (অম্বরীষাদি) দুস্তর সংসারান্ধকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ৭

বিবৃতি—নারদ কংসবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিলে তিনি যে সময়ে মধুপুরীতে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে অক্রূর আগমন করেন। রাত্রিতে যাদবগণের সহিত কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় শেষ হইলে কংস অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই অক্রূরাগমন ব্রজবাসিগণের শোকাবহ বলিয়া সাধারণেরও প্রীতিপ্রদ নহে, তথাপি অক্রূরের ভক্তি আস্বাদনযোগ্য বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। ১

অক্রূর নিজের ভজনাদি না থাকায় কৃষ্ণদর্শন অসম্ভব মনে করিয়া পরে অজামিল ও পূতনাদির ন্যায় ভজনাভাবেও দর্শন সম্ভাবিত মনে করিয়া বলিলেন, আমিও উত্তীর্ণ হইতে পারিব, ইহাই অক্রূরের মনের ভাব। ৫

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥৮॥
দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনম্।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ ॥৯॥
অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥১০॥
য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।
স্বমায়য়াত্মন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেম্বভীয়তে ॥১১॥

যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা-শঙ্করাদি দেবগণ, শ্রীলক্ষ্মী দেবী, মুনিগণ ও ভক্তগণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এবং যে চরণ গোপীগণের কুচকুঙ্কুমে অঙ্কিত, অথচ অনুচরগণ সহ গোচারণের জন্য বৃন্দাবনের বনে বিচরিত হয়। ৮

(অপর অভিলাষান্তর করিতেছেন) সুন্দর কপোল ও সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট, ঈষদ্ধাস্যযুক্ত নিরীক্ষণ, অরুণকমল তুল্য লোচনশালী, এবং কুঞ্চিত কেশাবৃত মুকুন্দের মুখারবিন্দ নিশ্চয়ই আমি দেখিতে পাইব, কারণ, মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে। ৯

(ভগবানের সর্ব্বাঙ্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন) পৃথিবীর ভার অপনোদন করিবার নিমিত্ত নিজের ইচ্ছায় মনুষ্যদেহধারী, লাবণ্যের আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অদ্য যদি হয়, তাহা হইলে আমার নয়নদ্বয়ের অবশ্যই সফলতা হইবে। ১০

(যে ব্যক্তি অস্মদাদির ন্যায় কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন, তিনি কিরূপে বিষ্ণু হইবেন? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ বলিতেছেন) যিনি কার্য্য ও কারণের ঈক্ষণমাত্র কর্ত্তা হইয়াও অহঙ্কারশূন্য এবং নিজ তেজঃ দ্বারা যিনি অজ্ঞান (তজ্জন্য) ভেদ (ভজন) ভ্রম নিরাকরণ করেন। তথাপি নিজাধীন মায়া দ্বারা তাহারই আলোচনা দ্বারা প্রাণ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি সহিত আত্মাতে রচিত জীবগণসহ যাঁহাকে বৃন্দাবন-তরুমূলে এবং গোপীগণের গৃহে জানিতে পারা যায়। ১১

বিবৃতি—ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রভৃতির উপাস্য যে চরণ গোপীগণের কুচকুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কিত, গোচারণের জন্য অনুচর সহ বনে বিচরিত হয়, এই গোপীপ্রেমের কথা, দেবর্ষি নারদের মুখে অক্রূর শুনিয়া থাকিবেন, ইহাও তাহাদের প্রেম সুলভ বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন, রতি-কেলির কথা জানিতেন না—তাহা হইলে মনে অন্য ভাব হইত। অথবা অত্যন্তবালক গোবিন্দকে বাৎসল্যভরে গোপীগণ বক্ষে ধারণ করায় এইরূপ কুঙ্কুমাক্ত পদ হইত, অক্রূরের নিকট গোকুলের মহিমা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, ইহাও গোকুলাভিমুখে আগমনকালে তাহারই প্রভাবে বুঝিতে হইবে। ৮

রথ-শব্দে দূরবর্ত্তী মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছিল, উহাদের সহিত কৃষ্ণসারও ছিল—শাকুন তন্ত্রে আছে, "কৃষ্ণৈঃ বিমিশ্রা ন ভবন্তি দুষ্টাঃ" ইতি। ৯

শ্লোকে উক্ত অপি শব্দের সম্ভাবনা মূলে অনুবাদ করা হইয়াছে, যদি দর্শন হয় তবে নয়ন সফল হইবে ইহাই অর্থ, এবং ঐ ফললাভ সাক্ষাৎস্বরূপেই—ব্যবধানে নহে। অথবা উপলম্ভন শব্দে সমীপ-প্রাপ্তি,—যদি সমীপ-প্রাপ্তি ঘটে, তবে অনায়াসেই যে দর্শন হইবে তাহা নহে—পরন্ত নয়ন উন্মীলন মাত্রেই হইবে, যোগাদি সাধন-বাহুল্য দ্বারা দর্শন করিতে হইবে না। ১০

প্রাণাক্ষধী পদে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ। ১১

যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈর্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ ॥১২॥
স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে স্বসেতুপালামরবর্য্য শর্ম্মকৃৎ।
যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্ ॥১৩॥
তন্ত্বদ্য নূনং মহতাং গতিং গুরুং ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্।
রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং দ্রক্ষ্যে মমাসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ ॥১৪॥
অথাবরূঢ়ঃ সপদীশয়ো রথাৎ প্রধানপুংসোশ্চরণং স্বলব্ধয়ে।
ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ বনৌকসঃ ॥১৫॥
অপ্যঙ্‌ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্ ॥১৬॥

অখিল-পাপনাশক অথবা অখিলের পাপনাশক মঙ্গলময়, যাঁহার গুণ, কর্ম্ম, জন্ম সংসৃষ্ট বাক্য সমগ্র জগৎকে জীবিত, শোভিত ও পবিত্র করে, পরন্তু তাঁহার সম্পর্কশূন্য বাক্যসকল শবালঙ্কার বস্ত্র-ভূষণাদিবৎ সাধুগণ মনে করেন। ১২

নিজনির্ম্মিত ধর্ম্ম মর্য্যাদার পালক ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণের মঙ্গল-বিধাতা সেই ভগবান্ সাত্বতকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই ঈশ্বর নিজের যশঃ বিস্তার করত ব্রজে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অশেষ মঙ্গলকর সেই যশঃ দেবগণ গান করেন। ১৩

মহৎ ব্যক্তিগণের গতি ও গুরু, অথচ ভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় কমনীয়, চক্ষুষ্মান্ নয়নানন্দকারী লক্ষ্মীরও অভিলষিত স্থান, শ্রীমূর্ত্তিধারী সেই হরিকে অদ্য আমি নিশ্চয় দর্শন করিব, কারণ, প্রভাত সময় শুভ দর্শন হইয়াছিল। ১৪

নয়নগোচর হইবার পর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই দুই প্রধানপুরুষের যে চরণ যোগিগণও আত্মপ্রাপ্তির জন্য কেবল চিত্ত দ্বারা ধারণ করেন, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রণত হইব, এবং তাহাদের বনবাসী সখাগণকে ও বৃন্দাবনবাসী প্রাণী মাত্রকে নমস্কার করিব। (আমার এই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য, ইহা অক্রুর ভাবিয়াছিলেন) ১৫

আমি চরণতলে পতিত হইলে বোধ হয় সেই বিভু নিজ করকমল আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন। কারণ, কালরূপ ভুজঙ্গের বেগে উদ্বিগ্নচিত্ত, অতএব শরণাগত জীবমাত্রের প্রতি তাঁহার করপদ্ম অভয়দান করিয়া থাকে। (যাহারা মৃত্যুভয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া থাকেন।) ১৬

বিবৃতি—যে ভগবানের কারুণ্যাদি গুণ, লোক-রক্ষাকর কর্ম্ম এবং জন্মকথা অখিল লোকের পাপনাশ করে, এই গুনিব্রার জন্য অধিকার বিচারের আবশ্যকতা নাই। অথচ যে কথামধ্যে ভগবৎ-সম্পর্ক নাই, উহা শবালঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় অশোভন বলিয়া সাধুগণ মনে করেন। ১২

যাদবগণমধ্যে আমিই ভাগ্যবান, কারণ, তাঁহাকে আমি অদ্য দর্শন করিব, ভুবনমধ্যে একমাত্র সুন্দর, লক্ষ্মীরও অভীপ্সিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিব, অতএব আমার মহাভাগ্য বলিতে হইবে, ইতি ভাব। ১৪

সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিকস্তথা বলিশ্চাপ জগত্ত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ ॥১৭॥
ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্ব্বহিশ্চেতস এতদীহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা ॥১৮॥
অপ্যঙ্ঘ্রিমূলেঽবহিতং কৃতাঞ্জলিং মামীক্ষিতা সস্মিতমার্দ্রয়া দৃশা।
সপদ্যপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষো বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক ঊর্জিতাম্ ॥১৯॥
সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং দোর্ভ্যাং বৃহদ্ভ্যাং পরিরপ্স্যতেঽথ মাম্।
আত্মা হি তীর্থীক্রিয়তে তদৈব মে বন্ধশ্চ কর্ম্মাত্মক উচ্ছ্বসিত্যতঃ ॥২০॥
লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং মাং বক্ষ্যতেঽক্রূর ততেত্যুরুশ্রবাঃ।
তদা বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ ॥২১॥

ইন্দ্র ও বলি যে হস্তে দানসঙ্কল্পের জল অর্পণ করিয়া ত্রিজগতের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং সৌগন্ধিক গন্ধী যে করকমল রাসক্রীড়ায় ব্রজরমণীগণের ক্রীড়াজনিত শ্রম স্পর্শ দ্বারা অপনয়ন করিয়াছেন, সেই করকমল আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন কি? এই পূর্ব্বশ্লোক-সহ অন্বয়। ১৭

যদিও কংসের দূতরূপে প্রেরিত হইয়া যাইতেছি, তথাপি বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ অচ্যুত আমার প্রতি শত্রু-বুদ্ধি করিবেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আমার চিত্তের অন্তরে ও বাহিরে যে চেষ্টা, তাঁহার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ নির্ম্মল নিত্যজ্ঞান দ্বারা তাহা জানিতে পারেন, অথবা এই জগতের চেষ্টিত জানেন। ১৮

কৃতাঞ্জলি হইয়া চরণে পতিত হইলে যদি তিনি দয়ার্দ্র দৃষ্টি দ্বারা আমার প্রতি সহাস্য দৃষ্টিপাত করেন, তবে তৎক্ষণাৎ আমার সকল পাপ (কংসের সেবাদিরূপ) বিনষ্ট হইবে, তখন নিষ্পাপ নিঃশঙ্ক হইয়া আমি পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইব। ১৯

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বৃহৎ (আজানুলম্বিত) বাহুদ্বয় দ্বারা সুহৃত্তম এবং জ্ঞাতি অনন্যদৈবত আমাকে আলিঙ্গন করিবেন, তখনই আমার দেহ অতিশয় পবিত্রীকৃত করা হইবে, সেই আলিঙ্গন প্রভাবে এই দেহ হইতে কর্ম্মময় বন্ধন শিথিল হইবে। ২০

তাহার পর অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত আমাকে মহাযশা মুকুন্দ 'হে অক্রূর হে তাত!' বলিয়া যখন সম্ভাষণ করিবেন, তখন আমার জন্ম সফল হইবে, ফলতঃ সেই মহীয়ান্ ভগবান্ কর্তৃক যে জীব সম্মানিত না হয়, তাহার জন্ম বিফল, তাহাকে ধিক্। ২১

বিবৃতি—সমর্হণ শব্দে দান-সংকল্পের জল, ইন্দ্র যখন শত অশ্বমেধ করেন, তখন তাঁহার হস্তে ঐরূপ পূজার দ্রব্য দিয়াছিলেন। বলির মস্তকে ত্রিবিক্রম চরণ ধারণ করায় নিষ্কামত্ব জানা যায়, তাঁহার প্রহ্লাদের ন্যায় অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব দিয়াছিলেন। রাসক্রীড়ায় নৃত্যজনিত শ্রম, অথবা হোরিকা ক্রীড়ার শ্রম করস্পর্শ মাত্রে অপনোদিত করেন। ১৭

আমি কংসের দূত হইয়া যাইতেছি বলিয়া ভগবান্ আমার প্রতি 'এ শত্রুর লোক সুতরাং শত্রু,' এ বুদ্ধি করিবেন না, কারণ, তিনি বিশ্বদ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমার অথবা এই জগতের অন্তর ও বাহিরের অভিপ্রায় তাঁহার নির্ম্মল নিত্যজ্ঞান-বলে জানেন, যেহেতুক তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহার ভাব এই যে, আমি চিত্তের বাহিরে কংসের অনুবর্ত্তন করি, অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের, ইহা তিনি জানেন। ১৮

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো নাচাক্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥২২॥
কিঞ্চাগ্রজো মাবনতং যদূত্তমঃ স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ।
গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং সম্প্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুষু ॥২৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি। রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ ॥২৪॥
পদানি তস্যাখিললোকপালকিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ ॥২৫॥
তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ প্রেম্নোর্দ্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি ॥২৬॥

(সুহৃদ্ জ্ঞাতি প্রভৃতি সম্বন্ধ নিবন্ধন বা আলিঙ্গনাদি ঈশ্বরে কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা করিয়া অক্রূর বলিতেছেন)

যদিও তাঁহার প্রিয়, অপ্রিয়, সুহৃদ্, অসুহৃদ্ এবং হিত, অহিত, অথবা উপেক্ষণীয় কেহ নাই সত্য, তথাপি কল্পবৃক্ষ যেমন যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়া আশ্রয় করে, তাহাকে সেইরূপ ফলদান করেন, সেইরূপ তিনিও ভক্ত যেরূপে ভজনা করে, তাহাকে সেইরূপেই অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২২

যদুত্তম শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ রাম, অবনত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া, আমার অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে লইয়া যাইবেন কি? এবং স্বীয় বন্ধুবর্গের প্রতি কংস কি করিতেছে, হয় ত তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, প্রশ্ন করিবার অগ্রে আমি সৎকার প্রাপ্ত হইব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৩

বিবৃতি—ভগবানের প্রিয় অপ্রিয় দ্বেষ্য উপেক্ষ্য না থাকিলেও, ভক্তি সম্বন্ধ দ্বারা কৃপাদি হয়, এবং কৃপাবশী হইয়া থাকেন, এবং ভক্তের বিদ্বেষী ব্যক্তিও তাঁহার দ্বেষ্য হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপ বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যও পরিহৃত হয়, কল্পবৃক্ষের দেবত্বাংশ থাকায় সে সজ্ঞান সুতরাং বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহার কার্য্যে প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ২২

অক্রূর কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন থাকায় পথ অতিবাহন জানিতে পারেন নাই, তথাপি গোকুলে আসিয়া পৌঁছিলেন। রথে চড়িয়া কৃষ্ণসমীপ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, অল্পপথ হইলেও উক্ত কারণে পথে বিলম্ব হইয়াছিল, রথে গোকুলে যাইতে একদিন সময় লাগে না। ২৪

শুকদেব বলিলেন, শ্বফল্কনন্দন অক্রূর সমস্ত পথ এইরূপ শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে রথযোগে গোকুলে আসিয়া উপনীত হইলেন, সূর্য্যও অস্তগিরি প্রাপ্ত হইলেন। ২৪

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের যে চরণরেণু অখিল লোকপালগণ স্ব স্ব কিরীটে ধারণ করেন, এবং যাহা পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ ও যাহাতে পদ্ম যব অঙ্কুশাদি চিহ্ন দেদীপ্যমান, অক্রূর রথ হইতে সেই চরণ দেখিতে পাইলেন। ২৫

শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দর্শন জন্য আনন্দে অক্রূরের সম্ভ্রম (কর্ত্তব্যতানুসন্ধানাভাব) বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রেমে শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়নদ্বয় অশ্রুজলে আবিল (দর্শনশক্তিশূন্য) হইয়াছিল। তিনি রথ হইতে লম্ফ প্রদানে অবতীর্ণ হইয়া 'অহে ইহা আমার প্রভুর পাদরজ' এই বলিয়া তন্মধ্যে লম্বিত হইয়াছিলেন। ২৬

অক্রূর রথের উপর হইতে সন্ধ্যাকালে গোধূলি-কৃতান্ধকারমধ্যে বহুল গোপগণ-পদাবৃত শ্রীকৃষ্ণপদ কিরূপে দেখিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, ক্ষিতি-কৌতুকানি, উহা পৃথিবীর অলঙ্কাররূপে সুব্যক্ত ছিল, এবং তাহাতে ভক্তগণের দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট হয়। উহাতে কৃষ্ণপদচিহ্ন। তাহার কারণ, ঐ সকল পদচিহ্ন পদ্ম যব অঙ্কুশাদি দ্বারা বিলক্ষণ ছিল। ২৫

দেহং ভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্। সন্দেশাদ্‌যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥২৭॥
দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ। পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥২৮॥
কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ। সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥২৯॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্। শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ ॥৩০॥
উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ। পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ ॥৩১॥
প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী। অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥৩২॥
দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্ব্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া। যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ॥৩৩॥
রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ। পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥৩৪॥

(অক্রূর কি জন্য পদরজোমধ্যে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ, এই শ্লোকে প্রেম-সম্ভ্রমে ফলোদ্দেশ নাই, এই কথা বলা হইয়াছে) হে রাজন্! দেহধারীদিগের দেহধারণের ইহাই ফল যে, দম্ভ, ভয়, শোক পরিত্যাগ করিয়া কংসের সন্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হরির পাদচিহ্ন-দর্শন, তৎকথাপ্রকাশাদি দ্বারা যেরূপ ভাব হইয়াছিল, সেইরূপ ভাব হইলেই দেহধারণ সফল হয়। অন্যথা দেহধারণ বিফল, ইতি ভাব। ২৭

তাহার পর অক্রূর, ব্রজমধ্যে গোদোহনস্থানগত শরৎকালীন পদ্ম তুল্য নয়ন, পীত ও নীল বসন পরিধানকারী রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন। ২৮

তাঁহারা দুইজনেই কিশোর কিন্তু একজন শ্যাম ও অন্যজন শ্বেতবর্ণ। উভয়েই শ্রীর (শোভার) নিকেতন এবং উভয়েরই বৃহদ্বাহু ও সুন্দর বদন, অতএব দুইজনেই পরম সুন্দর ও বালহস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী। ২৯

এবং উভয়েই ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজভূমিকে শোভিত করিতেছেন, এবং উভয়েই মহাত্মা, দয়াপূর্ণ হাস্য ও নয়নযুক্ত। ৩০

অপর, দুইজনেই উদার অথচ রুচিরক্রীড়, দুইজনেই রত্নমালায় অলঙ্কৃত ও বনমালাধারী। পবিত্র-গন্ধানুলেপনে উভয়েরই অঙ্গ অনুলিপ্ত, দুইজনেই স্নাত হইয়া নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়াছেন। ৩১

অপিচ উভয়ে প্রকৃতি ও পুরুষস্বরূপ (তাহার কারণ) দুইজনেই আদ্য, (তাহার কারণ) তাঁহারাই জগতের হেতু, অতএব জগতের পতি, ভূভারহরণের নিমিত্ত মূর্ত্তিভেদে রাম-কৃষ্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। ৩২

মারকত ও রৌপ্য পর্ব্বত সুবর্ণে ব্যাপ্ত হইলে যেরূপ হয়, অবিকল তদ্রূপ, রাম ও কৃষ্ণ নিজ নিজ দেহ-প্রভাব দ্বারা দিক্‌সকলের অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন। ৩৩

স্নেহবিহ্বল সেই অক্রূর, অতি দ্রুত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাম ও কৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ৩৪

বিশ্বনাথ—যেমন এই বিষয়ে অক্রূরের দম্ভ ছিল না, এবং শোক বা ভয়ও ছিল না, সেইরূপ সকল ত্যাগ করিয়া ভগবল্লিঙ্গদর্শনে সাত্ত্বিক ভাবাবিষ্ট হওয়াই পুরুষার্থ। ২৭

অক্রূর গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়াই গোদোহনস্থানে বৎসমধ্যে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, এই কথা বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে আছে। ২৮

রাম-কৃষ্ণ মহাতেজস্বী বলিয়াই অক্রূর দূর হইতে সমস্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পর্ব্বত দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্য সবয়স্কাপেক্ষা তাঁহারা বড় ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। ৩৩

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদ-বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্নৃপ ॥৩৫॥
ভগবাংস্তমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা। পরিরেভেঽভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ ॥৩৬॥
সংকর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ। গৃহীত্বা পাণিনা পাণী অনয়ৎ সানুজো গৃহম্ ॥৩৭॥
পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনম্। প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হণমাহরৎ ॥৩৮॥
নিবেদ্য গাঞ্চাতিথয়ে সংবাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ। অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্বিভুঃ ॥৩৯॥
তস্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্ম্মবিৎ। মুখবাসৈর্গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ ॥৪০॥
পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে। কংসে জীবতি দাশার্হ শৌনপালা ইবাবয়ঃ ॥৪১॥

যোঽবধীৎ স্বস্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্‌খলঃ।
কিন্নু স্বিৎ তৎ প্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে ॥৪২॥

ভগবদ্দর্শন জন্য আনন্দ-বাষ্পে তাঁহার লোচনদ্বয় পর্য্যাকুল হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, এবং এতাদৃশ ঔৎসুক্য জন্মিল যে, "আমি অক্রূর নমস্কার করি" এ কথা বলিতেও তাঁহার শক্তি হইল না। ৩৫

প্রণতবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা (ইনি অক্রূর এই জন্য আসিয়াছেন ইহা) জানিতে পারিয়া (কংস-বধসামর্থ্য যেন ইনি প্রকাশ করিয়া) চক্রাঙ্কিত কর দ্বারা অক্রূরকে স্পর্শ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ৩৬

মহামনা ভক্তবৎসল বলদেবও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন করিয়া ও আপনার হস্ত দ্বারা অক্রূরের অঞ্জলিরূপে একত্রিত হস্তদ্বয় গ্রহণ করিয়া অনুজ-সহ অক্রূরকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। ৩৭

তাহার পর স্বাগত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিয়া বিধিবৎ তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া মধুপর্কের উপযুক্ত দ্রব্য আহরণ করিলেন। ৩৮

পরে অতিথিকে গাভী নিবেদন করিয়া দিয়া ও শ্রান্ত অতিথি অক্রূরের আদর সহকারে পাদসম্বাহন করিয়া বিভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাপুরঃসর বহুগুণযুক্ত পবিত্র অন্ন তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ৩৯

অক্রূর ভোজন করিলে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাম মুখবাস (তাম্বুল) ও গন্ধমাল্য দ্বারা পুনরায় তাঁহার পরম প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন। ৪০

তৎপরে নন্দ সম্মানিত অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দাশার্হ! ক্রূর কংস জীবিত থাকিতে তোমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছ? আমি দেখিতেছি, যে সকল মেষকে শৌন অর্থাৎ পশুঘাতী (কসাই) পালন করে, তোমরা এক্ষণে সেই কসাই-রক্ষিত মেষ তুল্য হইয়াছ। ৪১

যে দুরাত্মা কংস রোরুদ্যমানা স্বীয় ভগিনীর সন্তানসকল নিহত করিয়াছে, যে কেবলমাত্র আপনার প্রাণই পরিতৃপ্ত করিতে ভাল জানে, অতএব যে অতিশয় খল, তোমরা তাহার প্রজা, তাহার নিকট তোমাদের জীবনমাত্রও দুর্লভ, তোমাদের কুশল ক্রিয়ার কি বিচার করিব? ৪২

বিবৃতি—অক্রূর পিতৃব্য হইলেও তিনি প্রণাম করিলে ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি প্রণতবৎসল, গীতায়—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। ৩৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অতিথি অক্রূরের এমনভাবে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী অক্রূর হইয়াছিলেন, নতুবা পাদপ্রক্ষালন, পাদ-সম্বাহনাদি কার্য্য তিনি অনুমোদন করিতে পারিতেন না। অথবা সম্বাহন ইনস্ত। ৩৯

অক্রূর দ্বাদশীর দিন সন্ধ্যায় নন্দগৃহে পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাতঃকালে পারণ না করা ও নিষেধ সত্ত্বেও রাত্রে পারণ করা ভগবদিচ্ছা ও ভগবদন্নপ্রাপ্তি নিবন্ধন হইয়াছিল। ত্রয়োদশীতে মথুরা গমন এবং চতুর্দ্দশীতে কংসবধ হইয়াছিল। ৪০

ইত্থং সূনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ।
অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অক্রূরাগমনং নাম অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্! এই প্রকার মধুর বাক্য অক্রূর ঐরূপ প্রশ্ন দ্বারাই পথ-পরিশ্রম দূর দ্বারা নন্দ কর্ত্তৃক সম্ভাষিত (অভিনন্দিত) করিলেন। ৪৩

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়!

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ। লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥১॥

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥২॥

সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ। সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ। অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ম্ ॥৪॥

কিম্নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে। কংসে মাতুলনাম্ন্যঙ্গ স্বানাং নস্তৎপ্রজাসু চ ॥ ॥

অহো অস্মদভূদ্ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্য্যয়োঃ। যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্ব্বন্ধনং তয়োঃ ॥৬॥

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্। সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! রাম ও কৃষ্ণ দ্বারা অধিক সম্মানিত অক্রূর পর্য্যঙ্কের উপর সুখে (অসঙ্কোচে) উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই অক্রূর পথিমধ্যে যে সকল মনোরথ করিয়াছিলেন, তাহা সকল লাভ করিলেন। ১

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকিতে পারে? তথাপি ভগবৎপরায়ণ জনগণ তাঁহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। ২

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সায়ন্তন ভোজন করিয়া (অক্রূর সমীপে পুনরায় আসিলেন এবং) সুহৃদ্‌গণের প্রতি কংস কিরূপ ব্যবহার করে ও তাহার কি করিতে অভিলাষ, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩

ভগবান্ বলিলেন, হে তাত! হে সৌম্য! সুখে আগমন হইয়াছে ত? তোমার মঙ্গল হউক, সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও বন্ধু সকলে সুখে আরোগ্যে আছে ত? ৪

(আমার এই সকল প্রশ্ন অসঙ্গত, এই কথা বলিতেছেন) যে ব্যক্তি নামে মাত্র মাতুল, সেই কুলের কণ্টকবৃদ্ধিশীল থাকিতে আমাদের আত্মীয় তোমাদের ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের কথা কি জিজ্ঞাসা করিব? ৫

অহো! আমাদের নিমিত্ত পিতা ও মাতার বহু দুঃখ হইয়াছে, আমাদেরই নিমিত্ত নিরপরাধ তাঁহাদের পুত্রমরণ ও আমাদের জন্যই তাঁহাদের বন্ধন হইয়াছে। ('যদ্ধেতোঃ' এই পদের পুনরুক্তি অনুতাপাধিক্য সুচনা করিয়াছে) ৬

হে সৌম্য! অদ্য যে আত্মীয় তোমাদের দর্শন হইল, ইহা আমার ভাগ্য ক্রমে ভালই হইল, ইহা আমিও আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, হে তাত! এক্ষণে কি জন্য তোমার আগমন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা কর। ৭

বিবৃতি—ভক্তগণের মনোরথ সত্য হয়, এই কথা দ্যোতনা করিয়া বলিতেছেন, সুতরাং নন্দ অক্রূরের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া অন্তঃপুরে ভোজনার্থ গমন করিলে, রামকৃষ্ণাদেশে সেবক-পর্য্যর্পিত পর্য্যঙ্কে অসঙ্কোচে অক্রূর উপবিষ্ট হইয়া রামকৃষ্ণ কর্তৃক তাম্বূল, গন্ধ-পুষ্পজলাদি অর্পণ দ্বারা বহু সম্মানিত হইয়াছিলেন ও সর্ব্বপ্রকার মনোরথ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও অভ্যন্তরে গমন করিলে অক্রূর সমস্ত ঘটনার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, তিনি পথে আসিবার সময় যে সব আশা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সকলই লাভ করিয়াছেন। ১

তথাপি এ যাবৎ কাল ঐ নামে মাত্র মাতুল বলিয়াই তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। ৫

যদি মথুরায় কোন আত্মীয়ের দর্শন হয়, তবে তাহার মারণ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, এখানকার মাতা পিতা অত্রত্য

শ্রীশুক উবাচ।

পৃষ্টো ভগবতা সর্ব্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ। বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥৮॥

যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্। যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥৯॥

শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা। প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞা দিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥১০॥

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্ব্বগোরসঃ। উপায়নানি গৃহ্নীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥১১॥

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্। দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব্ব যান্তি জানপদাঃ কিল।

এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ॥১২॥

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্। রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥১৩॥

কাশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপ-শ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ। স্রংসদ্দুকূলবলয়-কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥১৪॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মধুবংশীয় অক্রূর জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্‌কে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। অর্থাৎ কংস যদুদিগের উপর যেরূপ বৈরানুবন্ধ (শত্রুতা) করিতেছিল এবং যেরূপে বসুদেবের বধার্থ উদ্যত হইয়াছিল; যেরূপ ছল করিয়া ধনুর্যজ্ঞার্থ আদেশ করে, যে জন্য (চাণূর মুষ্টিক প্রভৃতি দ্বারা তাহারই সংহারার্থ) আপনি দূত হইয়া প্রেরিত হইয়াছেন, এবং যেরূপে বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হয়, সেই সকল কথা অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া শুনাইলেন। ৮—৯

অক্রূরের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রুবিনাশকারী, রাম ও কৃষ্ণ হাস্য করিয়া পিতা নন্দের নিকট রাজার আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অথবা পিতা নন্দের নিকট হাসিয়া রাজাদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন। ১০

নন্দও গোপদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা সকলে দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গোরস গ্রহণ কর এবং উত্তম উত্তম উপায়ন (উপঢৌকন) সকল লও এবং শকটসকল যোজনা কর। ১১

কল্য আমরা মধুপুরী গমন করিব, রাজাকে গোরস সকল উপঢৌকন দিব, এবং সেই সুমহোৎসব দর্শন করিব, জনপদবাসী সকলেই তথায় যাইতেছে, এই কথা নন্দগোপ ব্রজনগররক্ষাধিকারী দ্বারা সর্ব্বত্র গোকুলে ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১২

হে রাজন্! সেই কৃষ্ণৈকজীবন গোপীগণ রাম ও কৃষ্ণকে মথুরাপুরীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন, এই কথা লোকমুখে শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়াছিলেন। ১৩

(নিত্যসিদ্ধাগণের কথা প্রথম দুই শ্লোকে ও পরের তিন শ্লোকে, সাধনসিদ্ধাগণের ব্যথালিঙ্গক অবস্থার বর্ণনা করা হইতেছে) শ্রবণমাত্র হৃত্তাপ উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্য নিঃশ্বাসে কতকগুলি গোপীর (ভদ্রা প্রভৃতির) মুখশ্রী একেবারে ম্লান হইয়া গেল, এবং শোকাবেগবশে কতিপয় গোপীর (শ্যামলা প্রভৃতির; বস্ত্র ও কেশগ্রন্থি স্খলিত হইয়া গেল। ১৪

মাতাপিতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, সুতরাং ইঁহাদের অনুমতি ভিন্ন যাইতে পারি না। মাতুল ব্যপদেশভাগী কংসের মহাপরাধ সকল থাকিলেও তাহাকে বধ করিবার জন্য তথায় গমন করিতে ও তাহাকেই নিমিত্ত করিতে ইচ্ছা করি। যদি কেহ তথা হইতে প্রিয়জন এখানে আগমন করে, তবে তাহার অনুরোধে অত্রত্য পিতামাতার অনুমতি লাভ করিতে পারি, এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কারণ উদ্ভাবন করিতে পারি এবং এইরূপ হইলেই নীতি-শাস্ত্রসম্মত হয়, অতএব তোমার আগমন-কারণ বর্ণনা কর, উহা শুনিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিব। ৭

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ। নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥১৫॥
স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ। হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬॥
গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্। শোকাপহানি নর্ম্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥১৭॥
চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ। সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥১৮॥
গোপ্য ঊচুঃ।

অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥১৯॥
যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্ ॥২০॥

(চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিচ্ছেদভয়ে জাত অবস্থা-বিশেষ বর্ণনা করিতেছেন) অন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণানুধ্যান বশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অশেষ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইল, অতএব মুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তাহারা নিজ নিজ দেহকেও জানিতে পারিল না। অথবা শ্রীকৃষ্ণের গমনানুধ্যান দ্বারা ইনি কিরূপে যাইবেন, কিরূপে তথায় থাকিবেন এবং আমরাই বা কিরূপে থাকিব, ইত্যাদি রূপ নিরন্তর চিন্তা দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হওয়ায় সাক্ষাতে বর্ত্তমান লোক দেহ দৈহিক সকলই জানিতে পারিলেন না। ১৫

অপর, ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য সহ উচ্চারিত হৃদয়স্পর্শী বিচিত্র পদ-ভূষিত বাক্যসকল স্মরণ করিয়া সম্মোহিত হইয়াছিলেন। অপরা গোপীগণ সুললিত গতি, সুন্দর চেষ্টা, সুস্নিগ্ধ ও সহাস্য অবলোকন, শোকনাশন পরিহাস বাক্য এবং উদার চরিত্র স্মরণ করিয়া সম্মোহিত হইয়াছিলেন। ১৬—১৭

গোপীগণ চিন্তা করিতে করিতে ভীতা ও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতরা হইয়াছিলেন, কৃষ্ণগতচিত্তা অশ্রুপূর্ণ-মুখী গোপীগণ দলে দলে সমবেত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৮

গোপীরা বলিলেন, হে বিধাতঃ! তোমার দয়ার লেশমাত্রও নাই। মৈত্রী (হিতাচরণ) ও প্রণয় (স্নেহ) দ্বারা দেহিগণকে সংযুক্ত করিয়া, তাহারা ভোগ প্রাপ্ত হইতে না হইতেই, তাহাদিগকে বিযুক্ত কর, তুমি অতি মূর্খ, তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক। ১৯

হে বিধাতঃ! তুমি নীল কুঞ্চিত কেশকলাপবৃত (ললাটোপরি ভ্রমর-পংক্তিকবৎ সন্নিবিষ্ট) সুন্দর কপোল ও উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট এবং শোকাপনাদি গূঢ় হাস্য দ্বারা মনোহর শ্রীকৃষ্ণের বদন আমা-দিগকে একবার দর্শন করাইয়া পুনর্ব্বার তাহা অদৃশ্য করিতেছ, অতএব তোমার কৃত কর্ম্ম নিন্দনীয়। ২০

বিবৃতি—শ্রীরাধা প্রভৃতির প্রণয়াতিশয় বাণী এই দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ১৬

সন্ধ্যাকালে ঘোষণা আরম্ভ হইবার পর কৃষ্ণের প্রস্থান পর্য্যন্ত গোপীরা এইরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন। ১৮

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গ বিধান করিয়া দিয়া পুনরায় বিঘটন করাইতেছেন বলিয়া বিধাতার প্রতি আক্রোশ পূর্ব্বক গোপীরা বলিতেছেন, হে বিধাতঃ! তুমি সকলের প্রতি দয়া করিতে পারিলেও কাহারও প্রতি তোমার দয়া নাই। তুমি মৈত্রীবন্ধনে বা প্রণয়বন্ধনে লোক সকলকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের আশার অন্ত না হইতেই তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া থাক, সুতরাং তোমার এই চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক। কারণ, এই সংযোগ ও বিচ্ছেদের কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং অকস্মাৎ আমাদিগকে বিযুক্ত করা তোমার অন্যায়। ১৯

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নশ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥২১॥
ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীংস্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥২২॥
সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্।
যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥২৩॥
তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈর্গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেঽবলা গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥২৪॥

হে বিধাতঃ! তুমি অতি ক্রূর, অক্রূর নাম ধরিয়া এখানে আসিয়াছ। তুমি আমাদিগকে যে চক্ষু দিয়াছিলে, তাহা অজ্ঞের ন্যায় হরণ করিতেছ। যে নয়ন দ্বারা মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের দেহৈকদেশে (নয়ন-মুখাদিতে) তোমার নিখিল সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিতাম, সেই চক্ষুঃ হরণ করিতেছ। ২১

(বিধাতা উদাসীন, তাঁহাকে নিন্দা করিয়া লাভ নাই, পরমাত্মীয় নন্দনন্দনই তাদৃশ, এই কথা গোপীরা বলিতেছেন) নন্দ-নন্দনের সৌহার্দ্দ্য ক্ষণ-ভঙ্গুর, তিনি অস্থির বান্ধব ও নূতনপ্রিয়, সেই জন্য গৃহ স্বজন পতি-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার দাসী হইলেও তৎকৃত হাস্যাদি দ্বারা পরবশ আমাদিগকে তিনি একবার ফিরিয়া দেখিলেন না। ২২

(তৎপরে ঈর্ষ্যাসহকারে বলিতেছেন) হে সখি! অদ্য রজনী সুপ্রভাত হউক, বলিয়া মধুপুররমণীগণ যে আশিষ প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা তাহাদের অদ্য সকলই সত্য হইয়াছে। কারণ, তাহারা অদ্য মধুপুর-প্রবিষ্ট ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-প্রান্তে বর্দ্ধমান মধুর হাস্যরূপমদ্যযুক্ত বদন পান করিল। অথবা নয়নপ্রান্তে প্রকাশিত হাস্য দ্বারা মদ্যস্বরূপ যে মুখ, তাহা পান করিল। ২৩

(তথায় দুই তিন দিন থাকিয়া আমাদের স্নেহা-কৃষ্ট এবং পিত্রাদি দ্বারা পরাবর্ত্তিত হইয়া অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিবেন, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন) হে অবলাগণ! সেই সকল পুর-রমণীগণের মৃদু-মধুর বাক্যে বশীকৃতচিত্ত মুকুন্দ তাহাদের সলজ্জ স্মিত বিভ্রমে ভ্রান্ত হইবেন, অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ যদিও পিত্রাদি-পরতন্ত্র এবং ধীর, তথাপি গ্রাম্য আমাদিগের নিকট কেন আসিবেন? কখনও আসিবেন না। ২৪

বিবৃতি—তুমি দত্তাপহারী বলিয়া অতি ক্রূর, যদি বল অক্রূর হরণ করিতেছে, তাহা নহে; তুমিই অক্রূর নামে আসিয়া হরণ করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করায় আমরা যাহা দ্বারা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যে নয়নে দেখিতাম, তাহা অপহৃত হইতেছে; সুতরাং এ নয়ন থাকা না থাকা সমান হইয়াছে। ইহার এই ভাব যে, ইহারা আমার সমস্ত রচনা-কৌশল জানিতে পারিয়াছে। এই অসহিষ্ণুতায় আমা-দিগকে অন্ধ করিতেছে। আমাদের নয়ন কৃষ্ণমুখ ব্যতীত অন্য পদার্থ দেখিতে চায় না, সুতরাং তাহাকে হরণ করায় আমাদের নয়ন হরণ করা হইয়াছে, অথবা অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রোদন করিতে করিতে অন্ধ হইতে হইবে; তাহাই বলিতেছেন যে, আমাদের নয়ন হরণ করিতেছ, উহা দ্বারা আমরা জগতের সর্ব্বাধিক সুন্দর কৃষ্ণমুখ দেখিতে পাইতাম, তুমি এত ক্রূর যে, তাহাও তোমার সহ্য হইল না। ২১

তিনি যখন আমাদিগকে দেখিলেন না, তখন আমরা তাঁহাকে যাইতে দিব না ইতি ভাব। তিনি গোপরাজ-নন্দন, সুতরাং তাঁহার দেখা উচিত; কিন্তু আমাদিগকে কিছু না বলিয়াই যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহার প্রণয় ক্ষণভঙ্গুর, এবং তাঁহার কৃত পরিত্যাগে আমরা কাতর, কেবল যে আমাদিগকে দেখেন না, তাহা নহে; পরন্তু তিনি নবপ্রিয়, সকল ব্রজজনকে পরিত্যাগ করিয়া অক্রূরের সহিত

অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥২৫॥
মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নামভূদক্রূর ইত্যেতদতীবদারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥২৬॥
অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্ম্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥২৭॥
নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্ ॥২৮॥

(হায়, আমাদের উৎসব অন্যে ভোগ করিবে, এই কথা বলিতেছেন) দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতদিগের দৃষ্টির অদ্য নিশ্চয়ই মহা উৎসব হইবে, কারণ, তাহারা দেবকীনন্দনকে দর্শন করিবে, এবং পথ দিয়া গমন করিবার সময় অন্য যে সকল ব্যক্তি লক্ষ্মীরমণ গুণাকর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবে, তাহাদেরও নয়নোৎসব হইবে। ২৫

(অতঃপর অক্রূরের প্রতি আক্রোশ করিয়া কহিতে লাগিলেন) এই প্রকার অকরুণ ব্যক্তির অক্রূর এই শোভন নাম যেন হয় না, সে অত্যন্ত দারুণ (কঠোরহৃদয়), যে ব্যক্তি এই সুসজ্জিত অবলাজনকে আশ্বাস না দিয়া প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর শ্রীকৃষ্ণকে অতি দূরে লইয়া যাইবে। ২৬

(হায়, আমাদের জীবনে ধিক্, এই কথা বলিতেছেন) কঠোরহৃদয় এই শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্ম্মদ এই গোপগণ শকট লইয়া ত্বরা করিতেছে। বৃদ্ধগণও বারণ করিতেছেন না, হায়, দৈবও আমাদের প্রতিকূল চেষ্টা করিতেছেন। ২৭

(তদনন্তর পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সাহসাবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন) আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করি, কুলবৃদ্ধ বান্ধবগণ আমাদের কি করিবেন? শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ নিমেষার্দ্ধের জন্যও দুস্ত্যজ, দুর্দ্দৈব বশতঃ তাহা হইতে বিয়োজিত হইতে হইবে, তাহাতেই আমাদের চিত্ত দীন হইতেছে; যখন এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইলাম, তখন মৃত্যু হইতেও ভয় করি না। ২৮

আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং নবপ্রিয়, এক্ষণে মধুপুরীবাসিনীর দ্বারা প্রীতিবিধান করিবেন। ২২

বিবৃতি—যে এই অনির্ব্বচনীয় ব্যক্তি আমরা সমক্ষে উপস্থিত থাকিলেও 'পুনর্ব্বার আমি কৃষ্ণকে লইয়া আসিয়া তোমাদের নিকট অর্পণ করিব' এইরূপ বাক্য দ্বারাও আশ্বাস প্রদান না করিয়া যাইতেছে, অতএব অনধিককাল মধ্যে ইহার স্ত্রীবধের পাপ হইবে, অতএব এ ব্যক্তি অতিশয় ক্রূর। ২৬

ইহার ভাবার্থ এই যে, যদি দৈব অনুকূল হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইত, কিম্বা অকস্মাৎ বজ্রপাত অথবা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিত, কৈ, তাহা ত' কিছুই হইতেছে না। ২৭

আমরা কৃষ্ণসমীপে গিয়া শ্রীহস্তধারণাদি দ্বারা তাঁহাকে যাইতে নিবারণ করিব। যদি বল, পিত্রাদির অনুমতি ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কিরূপে কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করিলে? তদুত্তরে বক্তব্য এই—লক্ষ্মীও এইরূপে বরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সত্যকার প্রমাণ আছে। কুলবৃদ্ধবান্ধবগণ—যাঁহারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাঁহারা স্নেহবদ্ধ, পতিপ্রভৃতিরও ধার্ষ্ট্য দর্শনে রহস্য-বৃত্তান্ত জানিবেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের কি করিবেন? ২৮

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্রলোলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥২৯॥
যোঽহ্নঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতোগোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্।
বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষ-নিরীক্ষণেন চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥৩০॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩১॥

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্য্যথ। অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥৩২॥
গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ। আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসংভৃতান্ ॥৩৩॥
গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ। প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥৩৪॥
তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ। সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥৩৫॥

(এই কারণেও অবশ্যই সাহস অবলম্বনীয়, এই কথা বলিতেছেন) হে গোপীগণ! যাঁহার অনুরাগযুক্ত সুললিত হাস্য, মনোহর মধুর রহস্য, সঙ্কেত-বার্ত্তা, লীলাবলোকন এবং সপ্রেম আলিঙ্গন, যাহাতে সেই রাসসভায় আমরা ক্ষণকালের ন্যায় রাত্রি সকল অতীত করিয়াছি। সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কিরূপে এই দুরন্ত বিরহ অতিক্রমণ করিব? ২৯

(তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা বাঁচিতেই পারিব না। এই কথা বলিতেছেন) হে গোপীগণ! ধেনু-খুরোত্থিত ধূলি-ধূসরিত অলক ও মাল্য যাঁহার এবং যিনি দিবাবসানে গোপপরিবৃত ও বলদেব সহ বেণু-নাদ করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশকালে সস্মিত কটাক্ষাবলোকন দ্বারা আমাদের চিত্তহরণ করেন, তাঁহাকে না পাইলে কিরূপে আমরা জীবন ধারণ করিব? ৩০

হে রাজন্! কৃষ্ণাসক্তচিত্তা, অতএব তদ্বিরহ-কাতরা ব্রজস্ত্রীগণ এই প্রকার বারম্বার বলিতে বলিতে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। ৩১

অনন্তর রোদনকারিণী স্ত্রীগণকে অগ্রাহ্য করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলে অক্রূর সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। ৩২

নন্দাদি গোপগণ নানা উপঢৌকন এবং গোরস-পূর্ণ অনেকগুলি কলস লইয়া শকটারোহণে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ৩৩

গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ আনন্দিত হইলেন এবং ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অবস্থিত রহিলেন।৩৪

যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রস্থানকালে সেই সকল ব্রজরমণীকে তাদৃশ সন্তাপিত দেখিয়া "আমি আসিব" এই সপ্রেম বাক্য দূতমুখে জানাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। ৩৫

বিবৃতি—যেমন রাস-ক্রীড়া—সুখে বহু রাত্রিও ক্ষণের ন্যায় হয়, সেইরূপ তাঁহার বিরহ-দুঃখে এক ক্ষণও শত যুগের ন্যায় হয়, অতএব তাঁহার বিরহ সহ্য করা যাইবে না। ২৯

অতএব অদ্য এইস্থানে নিজেরাই মরিব ইতি ভাব।৩০

ভগবানের নিকট হইতে নিজেদের বিজ্ঞপ্তির উত্তর পাইবার আশায় দূর হইতে দেখা যায় এমন উচ্চ স্থানে সাবধানে গোপীগণ দাঁড়াইয়াছিলেন। ৩৪

কেহ কেহ দূতমুখে সন্দেশস্বরূপে 'আমি আসিব নিজে আসিব না' এইরূপ ছলোক্তি ব্যাখ্যা করেন, তাহা অসাধু, 'আয়াস্যে' ইহার পর ইতি শব্দ থাকায় এবং সর্ব্বশেষে না

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণু রথস্য চ। অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥৩৬॥
তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে। বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥৩৭॥
ভগবানপি সংপ্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ। রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্॥ ॥৩৮॥
তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্। বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥৩৯॥
অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি। কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥৪০॥
নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্। তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥৪১॥
তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ। তর্হিস্বিৎ স্যন্দনে নস্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ ॥৪২॥
তত্রাপি চ যথাপূর্ব্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ। ন্যমজ্জদ্দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ ॥৪৩॥

যে পর্য্যন্ত রথের কেতু পতাকা ও রথের ধূলি লক্ষ্য হইল, সেই পর্য্যন্ত কৃষ্ণসহ গতচিত্তা গোপীগণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। ৩৬

গোবিন্দের মথুরা গমন হইতে নিবর্ত্তন বিষয়ে নিরাশা হইয়া সেই গোপীগণ নিবৃত্ত হইলেন, এবং প্রিয়তমের বিবিধ চরিত্র গান করিতে করিতে কথঞ্চিৎ বিগতশোকা দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৩৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রাম অক্রূরের সমভিব্যাহারে বায়ুবৎ বেগশালী রথযোগে পাপনাশিনী কালিন্দীর তীরে উপনীত হইলেন। ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে স্নান করিয়া—অথবা আচমন করিয়া ও পরে মণির ন্যায় নির্ম্মল জল পান করিয়া তরুসমূহ মধ্যে একবার গমন করিলেন, পরে রথে আরোহণ করিলেন। ৩৯

অক্রূর (শত্রুভয়ে ভীত হইয়া) তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া রথের উপর রাখিয়া কালিন্দীর হ্রদে (অনন্ততীর্থে) আগমন পূর্ব্বক বিধিবিধানানুসারে স্নান করিলেন। ৪০

অক্রূর জলে নিমগ্ন হইয়া সনাতন ব্রহ্ম মন্ত্র (গায়ত্রী) জপ করিতে করিতে সেইস্থানে একত্রে সেই রামকৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন। ৪১

বসুদেবের দুই পুত্র রথোপরি আছেন, তাঁহারা এখানে সলিলমধ্যে কেন? তবে কি রথোপরি নাই, এই বলিয়া উঠিলেন এবং দেখিলেন, সেখানেও বৎ দুই ভ্রাতা বসিয়া আছেন, তদনন্তর সলিলাভ্যন্তরে যে দুই ভ্রাতার দর্শন হইল, তাহা কি তবে মিথ্যা? ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার জললগ্ন হইলেন। ৪২-৪৩

থাকায় তাদৃশ অর্থ হইতে পারে না এবং দূতবাক্যে অপমান মাত্র হইলে তাহাদের পরম ক্ষোভ হইত এবং অচির কালমধ্যে কৃষ্ণ আসিবেন উদ্ধবের এই বাক্যও অসঙ্গত হইত। দৌত্যকৈঃ এই বহুবচন দ্বারা গোপন রাখিবার জন্য বহুবার দূত প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা আমি শীঘ্র আসিব তোমরা দুঃখিত হইও না, ইত্যাদি গোপীগণকে কৃষ্ণ জানাইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, এই বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে দন্তবক্র-বধের পর আসিয়াছিলেন, তাহা মূলের বাক্যে ও পাদ্মোত্তর খণ্ডে দেখা যায়। ৩৫

বিশ্বপ্তি—যখন কোনরূপেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা-গমন হইতে গোপীরা নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন নিরাশা হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল এবং দিবারাত্র সমভাবে কৃষ্ণচরিত্র গান করিয়া অতিবাহিত করিল, অর্থাৎ অতিকষ্টে জীবনধারণে সমর্থ হইল, কৃষ্ণকথা গান না করিলে তাহারা বাঁচিত না। প্রিয়তমোক্তিই তাহাদের জীবনধারণের প্রধান সহায় ছিল এবং তাহাতে বিশোকা হইয়াছিল। ৩৭

গোপীদের ন্যায় ভগবানের ও তাহাদের বিচ্ছেদের ন্যায় ভগবানের তাহাদের বিচ্ছেদে পরম দুঃখ হইয়াছিল, বারম্বার দূত প্রেরণা দ্বারা পূর্ব্বেই সূচিত

ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্। সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥৪৪॥
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্। নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥৪৫॥
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্। পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥৪৬॥
চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্। সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্ ॥৪৭॥
প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্। কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরম্ ॥৪৮॥
বৃহৎকটিতটশ্রোণি-করভোরুদ্বয়ান্বিতম্। চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্ ॥৪৯॥
তুঙ্গগুল্ফারুণনখ-ব্রাতদীধিতিভির্বৃতম্। নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥৫০॥
সুমহার্হমণিব্রাত-কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ। কটিসূত্রব্রহ্মসূত্র-হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥৫১॥
ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্। শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥৫২॥

সেই অক্রূর সেইস্থানেই অবনতকন্ধর সিদ্ধ, ভুজঙ্গম ও অসুরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান অনন্তদেবকে পুনর্ব্বার দেখিয়াছিলেন। ৪৪

সহস্রশীর্ষা, সহস্র ফণা-মৌলি, নীলাম্বর, মৃণালধবল, অতএব বহু শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত (অনন্তকে দেখিয়াছিলেন)। ৪৫

সেই অনন্তদেবের ক্রোড়মধ্যে (কুণ্ডলীকৃত-দেহার্দ্ধে) মেঘবৎ শ্যামবর্ণ, পীত কৌষেয় বসন, চতুর্ভুজ, শান্ত, পদ্মপলাশলোচন পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। ৪৬

তাঁহার মনোহর প্রসন্ন বদন, মনোহর অথচ হাস্য ও কটাক্ষ পরম সুন্দর, ভ্রূদ্বয় সুন্দর, নাসিকা উন্নত, কপোল সুন্দর, অধর অরুণ-বর্ণ। ৪৭

তাঁহার ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত অথচ পীবর (মোটা), স্কন্ধদ্বয় উন্নত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবিরাজমানা, কণ্ঠদেশ কম্বু (শঙ্খ) সদৃশ, নাভি নিম্ন, উদর ত্রিবলীবিশিষ্ট এবং অশ্বত্থদল সদৃশ। ৪৮

তাঁহার কটিতটাগ্রদেশ স্থূল ও বিশাল, করভ-সদৃশ উরুদ্বয়, জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় অত্যন্ত মনোহর। ৪৯

এবং তাঁহার উন্নত গুল্ফ (গোড়ালি) ও অরুণ-বর্ণ নখসমূহের কিরণে এবং নব দল তুল্য নবাঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠে পাদপদ্ম শোভমান। ৫০

এবং মহার্হ মণিসমূহে খচিত কিরীট, কটক, অঙ্গদ ও কটিসূত্র, হার, নূপুর ও কুণ্ডলে তিনি বিরাজ করিতেছিলেন, আর তাঁহার করে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছিল এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস (দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী) ও কৌস্তুভ এবং গলদেশে বনমালা বিরাজিত। ৫১-৫২

হইয়াছে, কিন্তু নিজের স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য দ্বারা তাহা গোপন করিয়াছেন; গমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, তাই ভগবান্‌ও তাহাদের দুঃখ দর্শনে অক্ষম হইয়া বায়ুবেগে রথ-চালক দ্বারা যমুনায় উপনীত হইলেন। এই যমুনায় মধ্যাহ্ন সময়ে পৌছিয়াছিলেন, ইহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, এই জন্যই সেই সঙ্গে অপরে যাইতে পারে নাই, নন্দীশ্বর পর্ব্বত সমীপে সেই সময় নন্দের বসতি ছিল, কিন্তু পথে বৃক্ষাদির বাহুল্যে এবং বারম্বার দূত প্রেরণ করিতে অত সময় লাগিয়াছিল, নতুবা তত সময় লাগিতে পারে না। ৩৮

বিবৃতি—চারু শব্দের বারম্বার উক্তি দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, যখন তিনি যে অঙ্গ দেখিয়াছেন, তখন তাহার সৌন্দর্য্যাতিশয় অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত অথচ পীবর (মোটা), স্কন্ধদ্বয় উন্নত, বক্ষঃস্থলে শ্রী বিরাজমানা, কণ্ঠদেশ কম্বু (শঙ্খ) সদৃশ, নাভি নিম্ন, উদর ত্রিবলীবিশিষ্ট এবং অশ্বত্থদল সদৃশ। ৪৮

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ। সুরেশৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৫৩॥
প্রহ্রাদনারদবসু-প্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ। স্তূয়মানং পৃথগ্‌ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥৫৪॥
শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥৫৫॥
বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। হৃষ্যত্তনূরুহো ভাব-পরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥৫৬॥
গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ। প্রণম্য মূর্দ্ধ্নাঽবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধেঽক্রূরপ্রতিযানে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রায়সম্পন্ন নির্ম্মলচিত্ত, সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ, মরীচি অত্রি প্রভৃতি নব সংখ্যক দ্বিজ, প্রজাপতি, প্রহ্লাদ, নারদ উপরিচর বসু প্রভৃতি উত্তম ভাগবতগণ কর্ত্তৃক বিশিষ্ট বাক্য দ্বারা স্তূয়মান তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। ৫৩-৫৪

শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা ও উর্জ্জা এই সকল দেবী ও জীবগণের সংসার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা আর উভয়ের কারণীভূত শক্তি ও মায়া, ইঁহারা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। ৫৫

এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়া অক্রূর অতিশয় প্রীত হইলেন, তাঁহার গাত্র পুলকে পরিপূর্ণ হইল, ভাবে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও নয়ন আর্দ্র হইতে লাগিল। (অতএব আমাদের শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, ইহা জানিয়া) পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রণাম করিলেন, পরে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদ বাক্যে ধীরে ধীরে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৬-৫৭

বিবৃতি—শাস্ত্রে জানা যায়, পার্ষদগণ পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে, সনকাদিরা তৎপশ্চাৎ, ব্রহ্মাদি দেবগণ উর্দ্ধাদি নিজ নিজ দিকে, অথবা দেবের দক্ষিণ ভাগে মরীচি প্রভৃতিরা, বাম ভাগে প্রহ্লাদাদি, সম্মুখে নারদ, ইঁহারা সম্মুখে উর্দ্ধে বিরাজ করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। ৫৩-৫৪

শ্রী, সম্পদ্ যিনি প্রদান করেন, পুষ্টি শরীরের, গীর্ বাক্যের, কান্তি শোভার, কীর্ত্তি যশের, তুষ্টি অন্তঃকরণের, ইলা ভূমির, উর্দ্ধ লীলার, বিদ্যা জ্ঞানের, অবিদ্যা অজ্ঞানের সম্পাদয়িত্রী। কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় ধীরে ধীরে স্তব করিয়াছিলেন। ৫৫-৫৭

ইতি দশম স্কন্ধে উনচত্বারিংশ অধ্যায়

চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীঅক্রূর উবাচ। নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোশাদ্‌ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ ॥১॥
ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদির্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ ॥২॥
নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে হ্যজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
অজোঽনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥৩॥
ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্। সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ ॥৪॥
ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ। যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া ॥৫॥

অক্রূর বলিলেন, হে কৃষ্ণ! অখিল কারণের কারণ, অব্যয়, আদ্যপুরুষ, নারায়ণ আপনাকে নমস্কার করি, যাঁহার নাভিজাত পদ্মকোষ হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন, এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই লোক সৃষ্ট হইয়াছে। ১

হে ভগবন্! তুমি জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মনঃ, ইন্দ্রিয় সকল, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং সকল দেবতা, যাঁহারা জগতের হেতু সেই সকলই শ্রীমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন। ২

(আমার অতিস্তুতি কেন করিতেছ, আমি অন্য হইতে উৎপন্ন এবং পরাধীন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, তোমার ইহা মায়া, পরমার্থ কেহই জানে না) হে ভগবন্! প্রকৃত্যাদি পদার্থ জড় বলিয়া যাঁহারা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হন, তাঁহারা আত্মরূপী তোমার স্বরূপ জানেন না (অজড় দৃষ্টিগোচর হয় না), সেই ব্রহ্মাও প্রকৃতিগুণে আবদ্ধ গুণাতীত অথবা গুণে অনাসক্ত তোমার স্বরূপ জানেন না, সুতরাং অন্য জীব কি প্রকারে জানিবে? অথবা প্রকৃত্যাদি পদার্থ সকল আত্মার স্বরূপ ও তোমার স্বরূপ জানে না, কারণ, তাহারা জড়, জীব প্রকৃত্যাদি সকল পদার্থ ও আত্মাকে জানে, পরন্তু তোমার স্বরূপ জানে না, এই কথাই হংসগুহ্যে আছে। যথা, "দেহোঽসবোঽক্ষানমু ভূতমাত্রানাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ। সর্ব্বং পুমান্ বেদগুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে" ॥ ৩

(যদি কেহই না জানে, তবে যোগাদির ফললাভ কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, সাক্ষাৎ তোমাকে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলেও যে কোন পথে ভজনা করিলেই তোমাকে পাওয়া যায়) হে ভগবন্! হিরণ্যগর্ভাদি সাধু যোগিগণ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের সাক্ষী ও অন্তর্যামী স্বরূপ এবং নিয়ন্তা—আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ৪

কোন ব্যক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডোক্ত সাংখ্যযোগস্বরূপ বিদ্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করেন, এবং বৈতানিক (কর্ম্মযোগী) দ্বিজগণ বজ্রহস্তাদি নানারূপ ও ইন্দ্র বরুণাদি দেবগণ নামে বিস্তীর্ণ যজ্ঞ দ্বারা আপনার উপাসনা করেন। ৫

বিবৃতি—তুমি পিতৃব্য, আমায় স্তব কেন করিতেছ? ইহার উত্তর—আদ্য ও অব্যয় অর্থাৎ তুমি অনাদিনিধন, সুতরাং কে তোমার পিতৃব্য, অনাদি নিধনের কারণ, অখিল কারণ, ব্রহ্মাদির কারণ তুমি নারায়ণ, তোমারই নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত, এবং ব্রহ্মা হইতে এই লোক সৃষ্ট হইয়াছে। ১

ইহার ভাবার্থ এই যে, ঐন্দ্র বারুণ প্রভৃতি সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া প্রকাশিত

একে ত্বাঽখিলকর্ম্মাণি সংন্যস্যোপশমং গতাঃ। জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥৬॥
অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে। যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥৭॥
ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্। বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্ সমুপাসতে ॥৮॥
সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥৯॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥১০॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ। তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ ॥১১॥
তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বধিয়াঞ্চ সাক্ষিণে।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ প্রবর্ত্ততে দেবনৃতির্য্যগাত্মসু ॥১২॥

অপর ব্যক্তিরা (জ্ঞানিগণ) অখিল কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া (কর্ম্মফলে বিতৃষ্ণ হইয়া) উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই জ্ঞানিগণ জ্ঞান-যজ্ঞ (সমাধি) দ্বারা জ্ঞানরূপী আপনারই আরাধনা করেন। ৬

হে ব্রহ্মন্! অন্য যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-সেবাদি দীক্ষায় দীক্ষিত, তাঁহারা আপনার কথিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিভেদে বহুমূর্ত্তি এবং নারায়ণরূপে এক মূর্ত্তি যে আপনি, সেই আপনারই অর্চ্চনা করেন। ৭

অন্য ব্যক্তিরা শিবোক্ত যে মার্গ, যাহা বহু আচার্য্য-ভেদে শৈব পাশুপতাদি বহু প্রকার, তদ্দ্বারা শিবরূপী আপনারই উপাসনা করেন। ৮

হে প্রভো! হে সর্ব্বদেবময়! যাঁহারা অন্য (ক্ষুদ্র) দেবতা ভক্তও যদ্যপি অন্য বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর দেবতা-নিন্দাজনক কলহব্যাকুল চিত্ত, তথাপি সকলেই ঈশ্বর আপনারই পূজা করে। ৯

(সকল প্রকার উপাসনা-পথই আপনাতে পর্য্যবসিত, এই কথা দৃষ্টান্ত সহ বলিতেছেন) যেমন পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ও বর্ষার জলে পরিপূর্ণ নদীসকল সকল দিক্ হইতেই সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ তত্তদ্দেবতামার্গও শেষে আপনাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ১০

হে প্রভো! আপনার শক্তি যে প্রকৃতি, তাহার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই প্রাকৃত এবং সেই সত্ত্বাদি গুণ সকলে প্রবিষ্ট, তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রকৃতি আপনাতে প্রবিষ্ট হয়। অথবা আপনার প্রকৃতির গুণ সকলে ব্রহ্মাদি দেবগণ গ্রথিত, সুতরাং আপনা হইতে অতিরিক্ত নহে, অতএব আপনি সর্ব্বদেবময়। ১১

(আপনার প্রকৃতি এই কথা বলায় ভগবানেরও প্রকৃতি সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত প্রাকৃত হইতে ভগবানের বিশেষ কি, এই আশঙ্কা করিয়া বিশেষ বলিতেছেন) হে প্রভো! অলিপ্ত-বুদ্ধি, সকলের আত্মা, সকলের বুদ্ধির সাক্ষী আপনাকে নমস্কার করি, দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি দেহাত্মাভিমানিগণের অবিদ্যাকৃত এই গুণপ্রবাহ প্রবৃত্ত আছে, অতএব তাহাদের হইতে আপনার মহান্ ভেদ বিদ্যমান। ১২

হয়েন; পরন্তু তাঁহারা সর্ব্বেশ্বর নহেন, কারণ, বহু ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর হইতে পারেন না, অতএব নামভেদে আপনাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণও আছে। ৫

বিবৃতি—এখানে অদ্রিস্থানীয়বেদ ও পর্জ্জন্যস্থানীয় মুনিগণ বুঝিতে হইবে, নদ নদী নালা আঁকা-বাঁকা পথে গমন করিয়া শেষে যেমন সমুদ্রে গিয়া পড়ে, সেইরূপ অন্য দেবতা-মার্গও শেষে আপনাতে প্রবিষ্ট হয়। এই বিষয় মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১০

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্ ॥১৩॥
রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতির্মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্য্যমিষ্যতে ॥১৪॥
ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসোঽপ্যুডুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥১৫॥
যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি। তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥১৬॥
নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ। হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে ॥১৭॥
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে। ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে ॥১৮॥
নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ। বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ ॥১৯॥
নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে। নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥২০॥

হে ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, এই পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য্য নয়ন, আকাশ নাভি, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বর্গ মস্তক, দেবেন্দ্রগণ আপনার বাহু; সমুদ্র, কুক্ষি, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ঔষধি সকল আপনার রোম, মেঘসকল কেশ, পর্ব্বত সকল আপনার অস্থি ও নখ, রাত্রি ও দিন আপনার নিমেষ, প্রজাপতি আপনার মেঢ্র ও বৃষ্টি আপনার বীর্য্যরূপে কল্পিত হয়। ১৩-১৪

(কেবল এই মাত্র নহে, এই সকল প্রপঞ্চ আপনার অবয়বস্বরূপ, তথাপি প্রপঞ্চের বিকার আপনাতে প্রসক্ত হয় না; কারণ, উহা আপনাতে কল্পিত, এই কথাই বলিতেছেন) হে অব্যয়াত্মন্! পুরুষরূপী অথচ মনোবৃত্তি দ্বারা ব্যঙ্গ, অর্থাৎ একমাত্র মনোবৃত্তিগম্য আপনাতে বহু জীবসঙ্কুল, লোকপাল সহ লোক সকল সঞ্চারিত হইতেছে, যেমন জলবাসীরা (সূক্ষ্ম প্রাণী অণুরাশি) জলে এবং মশকগণ উড়ুম্বর ফলের মধ্যে থাকিয়া পরস্পরের বার্ত্তা জানিতে পারে না অথচ তথায় বিচরণ করে, সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকল আপনাতে সঞ্চরণ করিতেছে। ১৫

(হে ভগবন্! আপনার স্বরূপ বোঝা যায় না, এই জন্য সাধুগণ আপনার অবতার-কথামৃতই সেবা করিয়া থাকেন, এই কথা বলা হইতেছে) হে ভগবন্! আপনি ক্রীড়নার্থ যে যে রূপ ধারণ করেন, তাহা দ্বারা শোক মার্জ্জন করিয়া সাধুগণ আনন্দে আপনার যশঃ গান করেন। ১৬

প্রলয়কালীন সমুদ্রচারী কারণ-মৎস্যরূপী আপনাকে নমস্কার করি, মধু-কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের হন্তা হয়শীর্ষরূপী আপনাকে নমস্কার করি। ১৭

হে ভগবন্! মন্দর পর্ব্বতধারী বৃহৎ কূর্ম্মরূপী আপনাকে নমস্কার করি, এবং পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা শূকরমূর্ত্তি আপনাকে নমস্কার করি। ১৮

হে সাধুলোকভয়হারিন্! অদ্ভুত সিংহরূপী আপনাকে নমস্কার, পদ দ্বারা ত্রিভুবনাক্রমণকারী বামনরূপী আপনাকে নমস্কার করি। ১৯

হে ভগবন্! দৃপ্ত ক্ষত্রিয়বনচ্ছেদী ভৃগুপতিরূপধারী আপনাকে নমস্কার করি, এবং রাবণান্তকারী রঘুশ্রেষ্ঠ আপনাকে নমস্কার করি। ২০

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥২১॥
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে। ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥২২॥
ভগবন্ জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া। অহংমমেত্যসদ্‌গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্ম্মবর্ত্মসু ॥২৩॥
অহঞ্চাত্মাত্মজাগারদারার্থ স্বজনাদিষু। ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো ॥২৪॥
অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্য্যয়মতির্হ্যহম্। দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥২৫॥
যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ। অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বৎ ত্বাহং পরাঙ্মুখঃ ॥২৬॥
নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কামকর্ম্মহতং মনঃ। রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ ॥২৭॥

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশমন্যে।
পুংসো ভবেদ্‌যর্হি সংসরণাপবর্গস্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥২৮॥

হে ভগবন্! আপনি বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এবং সাত্বতগণের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। দৈত্য-দানবমোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধরূপী আপনাকে নমস্কার করি, ম্লেচ্ছপ্রায় ক্ষত্রিয় কুলনাশকারী কল্কিরূপী আপনাকে নমস্কার করি। ২১-২২

(এইরূপ স্তব করিয়া অক্রূর বন্ধনমুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন) হে ভগবন্! এই সমস্ত লোক আপনার মায়ায় মোহিত সুতরাং ইহারা আমি আমার এই প্রকার অসৎ দেহাদিতে আগ্রহবান্ হইয়া কর্ম্ম-মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। ২৩

হে প্রভো! আমিও স্বপ্নোপম দেহ গেহ পুত্র কলত্র স্বজন ও ধনাদিতে সত্যবুদ্ধি করিয়া অর্থাৎ ইহারা অসত্য হইলেও ইহারা সত্য এই বুদ্ধি করিয়া ভ্রমণ করিতেছি, সুতরাং ভ্রান্ত সাধারণ জীবাপেক্ষায় আমার কোন বৈশিষ্ট্য নাই, আমি কিরূপে মুক্ত হইব? ২৪

(নিজের মূঢ়তা বিস্তার করিয়া বলিতেছেন) আমি অনিত্য, অনাত্ম ও দুঃখ এই সকল পদার্থে বিপরীত বুদ্ধি করিতেছি। অর্থাৎ অনিত্য কর্ম্মফলে নিত্য বোধ এবং অনাত্ম দেহে আত্মজ্ঞান ও দুঃখরূপ গৃহাদিতে সুখবোধ করিতেছি, অপর সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বেই আমার আরাম বোধ হইতেছে, তাহার কারণ, আমি তমোগুণে আবিষ্ট, অতএব পরম প্রেমাস্পদ আপনাকে জানিতেছি না। ২৫

যেমন অবোধ জন জলোৎপন্ন তৃণ-শৈবালাদিতে আচ্ছন্ন জলকে পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণায় ধাবমান হয়, সেইরূপ আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া সংসারে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ২৬

হে প্রভো! বিষয়বাসনাপরায়ণ আমি, কাম ও কর্ম্ম দ্বারা ক্ষুভিত ও বলবান্ বিষয়সংযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক ইতস্তত আকৃষ্যমাণ মনকে অব-রোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ২৭

হে ভগবন্! অস্বতন্ত্র আমি আপনার চরণে শরণাপন্ন হইলাম। হে ঈশ! হে অন্তর্য্যামিন্! আপনার চরণে শরণও অসজ্জনের দুর্লভ, আমি যে চরণ প্রাপ্ত হইলাম, ইহা আপনার অনুগ্রহ, ইহা আমি মনে করি; হে পদ্মনাভ! যখন জীবের সংসার-মুক্তি হয়, তখনই সাধুসেবা দ্বারা আপনাতে মতি হয়; পরন্তু আপনার কৃপা না হইলে সাধুসেবা অথবা আপনাতে মতি কখনই হয় না, সুতরাং মুক্তি হওয়াও অসম্ভব। ২৮

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে। পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥২৯॥
নমস্তে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধেঽক্রূরস্তুতির্নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

(অক্রূর পাদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন) বিজ্ঞান-মূর্ত্তি, সমস্ত জ্ঞানকারণ, জীবের সুখ-দুঃখপ্রাপক কালাদির নিয়ন্তা, অনন্তশক্তি পূর্ণব্রহ্ম আপনাকে নমস্কার করি। ২৯

হে ভগবন্! আপনি চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব, সর্ব্বভূতের আশ্রয় অর্থাৎ প্রলয়ের আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। ৩০

বিবৃতি—এই শ্লোকে চতুর্ব্ব্যূহের নমস্কার, বাসুদেব সর্ব্বভূতক্ষয় পদে সঙ্কর্ষণ, হৃষীকেশ পদে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের গ্রহণ। ৩০

ইতি দশম স্কন্ধে চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ। ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ ॥১॥
সোঽপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্জ্য সত্বরঃ। কৃত্বা চাবশ্যকং সর্ব্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ ॥২॥
তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাদ্ভুতম্। ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে ॥৩॥

শ্রীঅক্রূর উবাচ।

অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে। ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ ॥৪॥
যত্রাদ্ভুতানি সর্ব্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে। তং ত্বামপশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ॥৫॥
ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ। মথুরামনয়দ্রামং কৃষ্ণঞ্চৈব দিনাত্যয়ে ॥৬॥
মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসংগতাঃ। বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ ॥৭॥
তাবদ্‌ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়োঽগ্রতঃ। পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোঽবতস্থিরে ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে স্তবকারী অক্রূরকে নিজ মূর্ত্তি দেখাইয়া নট যেমন বেশ-পরিবর্ত্তন করে, সেইরূপ নিজ রূপ অপহরণ করিলেন। ১

অক্রূরও ভগবানের মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান অবলোকন করিয়া জল হইতে উঠিলেন, এবং সত্বর আবশ্যক কর্ম্ম সমাপন করিয়া সবিস্ময়ে রথে গমন করিলেন। ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জলে স্থলে বা আকাশে এমন কোনরূপ অদ্ভুত দর্শন করিয়াছ? তোমাকে দেখিয়া সেই রূপই বোধ হইতেছে। ৩

অক্রূর বলিলেন, ভগবন্! ভূমি, আকাশ কিম্বা জলে যত আছে, তাহা সমুদায়ই বিশ্বাত্মা আপনাতে বর্ত্তমান, আপনাকে যখন দর্শন করিলাম তখন অন্য আর কি অ-দৃষ্ট রহিল, সকলই দেখা হইল। ৪

(আমার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তোমাকে বিস্মিত দেখিয়াছি, অতএব কোথায় কি অদ্ভুত দেখিয়াছ বল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,) হে পরমেশ্বর! যে আপনাতে সমস্ত অদ্ভুত বর্ত্তমান, সেই আপনাকে এখানে যদি দর্শন না করি, তাহা হইলে ভূমি আকাশ কিম্বা জলে কি অদ্ভুত দেখিব? কিছুই দৃষ্ট হইবে না। ফলতঃ আপনা ব্যতিরেকে পৃথিব্যাদিতে আর কিছুই অদ্ভুত নাই। ৫

হে মহারাজ! এই কথা বলিয়া গান্দিনীনন্দন অক্রূর রথ চালাইয়া দিলেন, এবং দিবাবসানে রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ৬

গ্রাম্য লোকসকল পথিমধ্যে স্থানে স্থানে আসিয়া একত্র মিলিত হইল এবং বসুদেবনন্দন রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রীত হইল এবং দৃষ্টি পুনর্ব্বার প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইল না,—দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। ৭

ততক্ষণ পর্য্যন্ত নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ অগ্রে পুরোদ্যানে উপনীত হইয়া রাম ও কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ৮

বিবৃতি—দিনাত্যয় পদে শেষ প্রহরে, বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে সায়াহ্নে আছে। শেষ দশ দণ্ড অপরাহ্নের অন্তিম ছয় দণ্ডকে সায়াহ্ন কহে। কারণ, ইহার পর বহুলীলা আছে; তার পর নগর পরিভ্রমণকালে সূর্য্য অস্তমিত হয়। ৬

যাবৎ রাম-কৃষ্ণাদি আগমন করেন, তাবৎ কাল তাঁহারা পথের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, পূর্ব্বে রথের শীঘ্রতা নিবন্ধন গোপগণ পশ্চাতে ছিল, পরে অক্রূরের পক্ষে স্নান ও অদ্ভুত দর্শনে বিলম্ব ঘটিলে তাঁহারা পুরদ্বারে যেখানে বক্র ও সরল পথ মিলিয়াছে, তথায় অপেক্ষা করেন। ৮

তান্ সমেত্যাহ ভগবানক্রূরং জগদীশ্বরঃ। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব ॥৯॥
ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্। বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ ততো দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্ ॥১০॥
শ্রীঅক্রূর উবাচ।

নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥১১॥

আগচ্ছ যাম গেহান্ নঃ সনাথান্ কুর্ব্বধোক্ষজ। সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম ॥১২॥
পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্। যচ্ছৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ ॥১৩॥
অবনিজ্যাঙ্ঘ্রিযুগলমাসীৎ শ্লোক্যোবলির্মহান্। ঐশ্বর্য্যমতুলং লেভে গতিঞ্চৈকান্তিনাস্তু যা ॥১৪॥
আপস্তেঽঙ্ঘ্র্যবনেজন্যস্ত্রীল্লোঁকান্ শুচয়োঽপুনন্। শিরসাধত্ত যাঃ শর্ব্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ ॥১৫॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন, তৎপরে হস্ত দ্বারা অক্রূরের হস্ত গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিনীত ভাবে বলিলেন। ৯

তুমি রথ লইয়া অগ্রে পুরমধ্যে প্রবেশ কর ও নিজগৃহে যাও, আমরা এখানে বিশ্রাম করিয়া, হে তাত! পুরী দর্শন করিব। ১০

অক্রূর বলিলেন, হে প্রভো! আপনাদিগকে এখানে রাখিয়া আমি মথুরায় প্রবেশ করিতে পারিব না। হে নাথ! হে ভক্তবৎসল! আমি ভক্ত, আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। ১১

হে অধোক্ষজ! আসুন, আমাদের গৃহে গমন করি, হে সুহৃত্তম! আপনি অগ্রজ গোপালগণ ও সুহৃদ্গণ সহ আমাদের গৃহে গিয়া আমাদিগকে সনাথ (কৃতার্থ) করুন। ১২

হে ভগবন্! গৃহমেধি আমাদের গৃহ আপনার পদধূলি দ্বারা পবিত্র করুন, আপনার পদধৌত জল গৃহাঙ্গনে থাকিলে তদ্দ্বারা পিতৃলোক, অগ্নি সহ সুরগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। ১৩

হে ভগবন্! আপনার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া বলিরাজ পুণ্যকীর্ত্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। একান্ত ভক্তদিগের প্রাপ্য গতিও লাভ করিয়াছেন। ১৪

হে ভগবন্! আপনার পবিত্র পাদোদ্ভব বারি সকল ত্রিলোককে পবিত্র করিয়াছে, যে বারি শঙ্কর নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, এবং যে বারি স্পর্শে সগরপুত্রগণ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ১৫

-ভগবানের হাস্য দ্বারা ইহা অক্রূরকে বঞ্চনা নহে ইহা বুঝাইয়াছে। ৯

তোমার পুরী-প্রবেশের পর আমরা পুরী দর্শন করিব, আমাদের বিশ্রাম করিতে ও পুরী দর্শনে বিলম্ব হইবে; সুতরাং তোমার সহিত আমাদের গমন অসম্ভব, অসঙ্কোচে পুরীদর্শনও তোমার সহিত সম্ভব হইবে না, ইত্যাদি তাৎপর্য্য ইহার অন্তর্নিহিত। ১০

বর্ত্তমানে আপনার সান্নিধ্যে কংসের ভয় নাই, সুতরাং তাহার নিকট না যাইয়া পূর্ব্বেই গৃহে যাইব, আপনি আমাকে ও আমার বন্ধু স্বজনগণকে সনাথ করুন। আপনার সাক্ষাতে গমনে সনাথত্ব সিদ্ধ হইবে, অথবা আমার গৃহকে সনাথ করুন, আমি দাস, সুতরাং আমার তাহাতে প্রভুত্ব নাই। আপনার গমনেই সনাথত্ব সিদ্ধ হইবে, এবং একাকী আসিতে হইবে না, সকলকে সঙ্গে লইয়া আসুন, অথবা শকট ও বলীবর্দ্দ-রক্ষক গোপালগণ সহ পিতাও আসিবেন। ১২

পিত্রাদির তৃপ্তি দ্বারা গার্হস্থ্যের সুখ কৃতার্থতা হয়। ১৩

শুচি পদ দ্বারা মহাপাতকিস্পর্শে অন্য তীর্থের ন্যায় অশুচিত্ব নিরস্ত হইয়াছে, ত্রিলোককেই কেবল পবিত্র করে না, পরন্তু পবিত্রতম বোধে লোকপালশ্রেষ্ঠ শঙ্কর ও নিজ মস্তকে ঐ বারি ধারণ করেন, সাক্ষাৎ স্পর্শের কথা কি বলিব? যাহারা নিজকৃত পাপে দগ্ধ হইয়াছিল, সেই মহাপরাধিগণের দাহস্থান স্পর্শ মাত্র তাহারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ১৫

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন। যদূত্তমোত্তমঃশ্লোক নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আয়াস্যে ভবতে গেহমহমার্য্যসমন্বিতঃ। যদুচক্রদ্রুহং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎপ্রিয়ম্ ॥১৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা সোঽক্রূরো বিমনা ইব। পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্ম্মাবেদ্য গৃহং যযৌ ॥১৮॥

অথাপরাহ্ণে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ। মথুরাং প্রাবিশদ্গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ ॥১৯॥

দদর্শ তাং স্ফাটিকতুঙ্গগোপুরদ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাটতোরণাম্।
তাম্রারকোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদামুদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ ॥২০॥

সৌবর্ণশৃঙ্গাটকহর্ম্ম্যনিষ্কুটৈঃ শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরুপস্কৃতাম্।
বৈদূর্য্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈর্মুক্তাহরিদ্ভির্বলভীষু বেদিষু ॥২১॥
জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমেষ্বাবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্।
সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাম্ ॥২২॥

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন! হে যদূত্তম! হে উত্তমশ্লোক! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার করি। ১৬

ভগবান্ বলিলেন, আর্য্য বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া আমি তোমার গৃহে পরে যাইব, প্রথমে যাদবগণের বিদ্রোহী কংসকে সংহার করিয়া সুহৃদ্-গণের প্রিয় সাধন করিব। ১৭

ভগবান্ এই কথা বলিলে অক্রূর বিমনস্কের ন্যায় হইয়াই পুরীতে প্রবেশ করিলেন; পরে কংসের নিকট নিজকৃত কর্ম্ম (রামকৃষ্ণানয়ন) জানাইয়াই নিজ গৃহে গমন করিলেন। ১৮

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলদেব সহ পুরী-দর্শন বাসনায় অপরাহ্ণে গোপগণ-পরিবৃত হইয়া মথুরায় প্রবেশ করিলেন। ১৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ফটিকনির্ম্মিত উচ্চ গোপুর ও দ্বারশালিনী, এবং সুবর্ণনির্ম্মিত বৃহৎ কবাট ও তোরণযুক্তা ও তাম্র ও পিত্তল-রচিত ধান্যাগার, অশ্বশালাদি সমন্বিতা পরিখা দ্বারা সুদুর্গম উদ্যান ও রম্যোপবনশোভিতা পুরী দর্শন করিয়াছিলেন। ২০

সুবর্ণময় চতুষ্পথ সুবর্ণনির্ম্মিত হর্ম্ম্য (ধনীদিগের গৃহ) এবং সুশোভন গৃহোচিত আবাসে ও এক জাতীয় শিল্পোপজীবীদিগের উপবেশন স্থান এবং অন্যান্য ভবন দ্বারা সেই পুরী অলঙ্কৃত, তথাকার বলভী (গৃহাগ্রস্থিত বক্র কাষ্ঠাচ্ছাদন), বেদী (গৃহ-সম্মুখস্থিত ইষ্টকরচিত বিশ্রাম-স্থান), গবাক্ষচ্ছিদ্র এবং মণিবদ্ধ ভূমিসকল বৈদূর্য্য, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্তমণি, বিদ্রুম, মুক্তা এবং মরকত মণিতে খচিত ছিল। সেখানকার রাজমার্গ, অন্যান্য পথ, পণ্যবীথি ও চত্বর সকল সংসিক্ত এবং তথায় মাল্য এবং যবাদির অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল বিকীর্ণ ছিল। ২১-২২

বিবৃতি—আপনার গমনে নিশ্চয়ই মহা পুণ্য হইবে। আপনি জগন্নাথ সুতরাং আমার প্রতিও অনুগ্রহ করা ন্যায্য, যাঁহার শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা পুণ্য হয়, তাঁহার দর্শনে আমারও মহা পুণ্য হইয়াছে, আপনি যদুকুলে অবতীর্ণ, সুতরাং তদ্বংশীয় আমি অনুগ্রহযোগ্য, এবং জীব মাত্রের তুমিই গতি, সুতরাং আমি অনুগ্রাহ্য। ১৬

'যাহার পিতামাতা কারাবদ্ধ, সকল আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত, তাহার তোমার গৃহে যাইয়া আতিথ্য সুখ ভোগ করা শোভা পায় না, ইতি ভাব। ইব পদ বাক্যালঙ্কারে, ভগবানের আসিব এই বাক্যেই অক্রূর তুষ্ট হইয়া নিজ গৃহসজ্জায় নিবৃত্ত হয়েন, কংসবধের পর কৃষ্ণের অক্রূর-গৃহে গমনের পূর্ব্বে তাঁহার অন্য কোন কার্য্যের কথা শোনা যায় না। ১৭-১৮

পরিখা পুরীর পার্শ্বদ্বয়ে ছিল, পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে

আপূর্ণকুম্ভৈর্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ প্রসূনদীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ।
সবৃন্তরম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ স্বলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ ॥২৩॥
তাং সম্প্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ বৃতৌ বয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা।
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো হর্ম্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নৃপোৎসুকাঃ ॥২৪॥
কাশ্চিদ্বিপর্য্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা নাঙ্‌ক্ত্বা দ্বিতীয়ন্ত্বপরাশ্চ লোচনম্ ॥২৫॥
অশ্নন্ত্য একাস্তদপাস্য সোৎসবা অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিঃস্বনং প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ ॥২৬॥
মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকৈঃ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্ ॥২৭॥

দধি ও চন্দনসিক্ত পুষ্প ও দীপাবলীযুক্ত সপল্লব সবৃন্ত রম্ভা, গুবাক, যুক্তকণ্ঠে পট্টিযুক্ত ধ্বজ ও তোরণ-মণ্ডিত পূর্ণকুম্ভ দ্বারা সুন্দররূপে অলঙ্কৃত দ্বার ও গৃহ, যে স্থানে তাদৃশ পুরী দর্শন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহদ্বারের উভয় পার্শ্বে তণ্ডুলোপরি পূর্ণ কুম্ভ, তাহার চারিদিকে পুষ্পাবলী কণ্ঠে পট্টি-মুখে আম্রাদি পল্লব, তদুপরি অন্য পাত্রে দীপশ্রেণী, নিকটে দুইটি দুইটি কদলী বৃক্ষ, গুবাক এবং তোরণ ছিল। ২৩

হে রাজন্। বসুদেবনন্দন রাম ও কৃষ্ণ বয়স্য-গণ-পরিবৃত হইয়া রাজপথে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পুরস্ত্রীগণ সত্বর তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিল এবং সাতিশয় উৎসুক হইয়া হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিয়াছিল। ২৪

তাহাদের এতাদৃশ ঔৎসুক্য হইয়াছিল যে, কোন কোন অবলা বসন ও আভরণ বিপরীত ভাবে পরিধান করিয়াই চলিল, অন্যান্য নারী কঙ্কণাদি-যুগল অলঙ্কার পরিবে বলিয়া ও একটা পরিয়া অন্যটা বিস্মৃত হইয়া দৌড়িল, অপর কতিপয় স্ত্রী এক কানে একটি পত্র ও এক পদে একগাছি নূপুর পরিয়াই চলিয়া গেল। আর কতকগুলি এক লোচনে অঞ্জন দিয়া দ্বিতীয় নয়ন অঞ্জনাক্ত না করিয়াই দর্শনার্থ ধাবমান হইল। ২৫

হর্ষভরাক্রান্তা কতকগুলি স্ত্রী ভোজন করিতে করিতে তাহা ত্যাগ করিয়া ও অপর কতকগুলি স্ত্রী সখীগণ দ্বারা তৈলাভ্যঙ্গ করিতেছিল, তাহারা স্নান না করিয়া, এবং কতিপয় রমণী শয্যায় শয়ান ছিল, তাহারা শব্দশ্রবণ মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া এবং যাহারা পুত্রজননী, শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছিল, তাহারা বালককে ফেলিয়া দর্শন করিতে গেল। ২৬

হে রাজন্! মত্ত গজেন্দ্র তুল্য বিক্রমশালী কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণ যে প্রগল্‌ভযুক্ত হাস্য অবলোকন দ্বারা লক্ষ্মীকে আনন্দিত করেন, সেই শরীর দ্বারা ঐ সকল অবলার নয়নানন্দ বিধান পূর্ব্বক মন অপহরণ করিয়াছিলেন। ২৭

যমুনা থাকায় উহা দ্বারাই পরিখার কার্য্য হইত। উদ্যান—ফলপ্রধান বাগান; উপবন—পুষ্পপ্রধান বাগান। ২০।

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ।
আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্ ॥২৮॥
প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ। অভ্যবর্ষ্যন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বলকেশবৌ ॥২৯॥
দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ। তাবানর্চ্চুঃ প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥৩০॥
ঊচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ। যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥৩১॥
রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ। দৃষ্ট্বাযাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ ॥৩২॥
দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ। ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩॥
স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্ব্বতঃ। সাক্ষেপং রুষিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্ম্মদঃ ॥৩৪॥

হে অরিন্দমনকারিন্! বারম্বার কৃষ্ণবিষয়ক কথা শ্রবণে তদ্‌গতচিত্তা এবং কৃষ্ণের নিরীক্ষণ ও হাস্যরূপ সুধাভিষেকে লব্ধমান সেই অবলারা নয়ন উদ্‌ঘাটিত করায় নেত্রপথে মনোমধ্যে লব্ধ আনন্দমূর্ত্তি সেই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত-শরীর হইয়াছিল এবং অনন্ত ব্যথা ত্যাগ করিয়াছিল। ২৮

অনন্তর সেই সকল পুরাঙ্গনা প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিল, প্রীতিবশতঃ তাহাদের মুখকমল প্রফুল্ল হইয়াছিল। ২৯

হে রাজন্! স্থানে স্থানে দ্বিজাতিগণ দধি, অক্ষত, উদকপাত্র সহিত গন্ধ-মাল্য ও উপায়ন দ্রব্য দ্বারা পরম হর্ষে তাঁহাদের পূজা করিলেন। ৩০

পুরস্ত্রীগণ (সাশ্চর্য্যে) বলিল, অহে! গোপাঙ্গনারা কি মহা তপস্যা করিয়াছিল, যাহারা মনুষ্যলোকের নয়নানন্দকারী রাম ও কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করে। ৩১

শ্রীকৃষ্ণ (যাইতে যাইতে) দেখিলেন, কোন এক জন রঙ্গকারক রজককে (যে বসন সকল রঞ্জিত করিত) আসিতে দেখিয়া তাহার নিকট ধৌত ও উত্তম বস্ত্র সকল চাহিয়াছিলেন। ৩২

হে রজক! আমাদের দুই জনের যথাযোগ্য বসন প্রদান কর, তুমি বসন প্রদান করিলে তোমার পরম মঙ্গল হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৩

সুদুর্ম্মদ অথবা সুদুর্ম্মুখ রাজভৃত্য সেই রজক পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ কর্ত্তৃক যাচিত হইবামাত্র রোষে পরিপূর্ণ হইল এবং ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল। ৩৪

বিবৃতি—এই সেই ভগবান্, এই আনন্দে অধীর হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের কংসভীতি ছিল না। ৩০

উক্ত রজক দৈত্যস্বভাব ছিল, এবং উহার সহিত বিক্রেয় বস্ত্রও ছিল, সে কৃষ্ণ-নিকটে যে ইহা রাজার বস্ত্র বলে, তাহা বঞ্চনার্থ। প্রথমে রজক দর্শনও মঙ্গল-সূচক শাস্ত্রে আছে, 'সধৌত বস্ত্রো রজকস্তু ধন্যঃ' ইতি—ধৌত বস্ত্রযুক্ত রজক দর্শন অমঙ্গলসূচক নহে। গদ নামে কৃষ্ণের দুইজন ভ্রাতা ছিলেন, একজন রৌহিণেয়, তিনি তখনও জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। অপর দেবরক্ষিতার গর্ভজাত ও শ্রীকৃষ্ণের পরই ইহার জন্ম হয়, এখানে তাঁহার অভিপ্রায়ে গদাগ্রজ বলা হইয়াছে। হে রজক! আমাদের দেহের অনুরূপ বর্ণ ও পরিমাণবিশিষ্ট বস্ত্র দাও, তোমার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইবে। কিঞ্চিদ্বিলম্বে অধিক মূল্য দিব এবং পুণ্যও হইবে। দুষ্টের প্রতি ঈদৃশ বাক্য নিজের সৌশীল্য দ্যোতক। অপরার্থ এই, তুমি যদি না দাও, তবে তোমার মঙ্গল হইবে না, এবং বর্ত্তমানেও তোমার জীবনে সংশয় অর্থাৎ মরণ নিশ্চিত। ৩২-৩৩

সুদুর্ম্মুখ এইরূপ পাঠান্তর আছে, এই রজক পূর্ব্বজন্মে দুর্ম্মুখ নামেই পরিচিত ছিল এবং সে সীতার কলঙ্ককথা বলার অপরাধে এই জন্মে তাদৃশ দুর্ব্বাক্যকথনশীল রজক হইয়া জন্মিয়াছিল। ৩৪

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ। পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥৩৫॥
যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা। বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ ॥৩৬॥
এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ। রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ ॥৩৭॥
তস্যানুজীবিনঃ সর্ব্বে বাসঃকোশান্ বিসৃজ্য বৈ। দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো মার্গং বাসাংসি জগৃহেঽচ্যুতঃ ॥৩৮॥
বসিত্বাত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা। শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ ॥৩৯॥
ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্ব্বেষমকল্পয়ৎ। বিচিত্রবর্ণৈশ্চৈলেয়ৈরাকল্পৈরনুরূপতঃ ॥৪০॥
নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ। স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্ব্বণীব সিতেতরৌ ॥৪১॥
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ। শ্রিয়ঞ্চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্য্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্ ॥৪২॥
ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ। তৌ দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় ননাম শিরসা ভুবি ॥৪৩॥

অরে দুর্বৃত্ত! তোরা নিত্য গিরি ও বনে বনে ভ্রমণ করিস্, তোরা এইরূপ বসনই ত নিত্য পরিধান করিস্। কি আশ্চর্য্য! রাজদ্রব্য প্রার্থনা করিতেছিস্। ৩৫

হে মূর্খ সকল! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র পলায়ন কর, এবং আর কখনও এরূপ প্রার্থনা করিস না। রাজপুরুষগণ অহঙ্কৃত লোককে বন্ধন, হনন এবং নিস্ব করিয়া থাকেন। ৩৬

হে মহারাজ! রজক এইরূপ আত্মশ্লাঘা ও তিরস্কার করিলে দেবকীনন্দন ভগবান্ কুপিত হইয়া নিজের করাগ্র দ্বারা তখনই রজকের দেহ হইতে তাহার মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। (খড়্গাকৃতি করাগ্র দ্বারা রজকের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন)। ৩৭

সেই রজকের অনুজীবিগণ সকলেই বস্ত্র ও বস্ত্র-পেটক পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ভগবান্ গোবিন্দ বস্ত্রসকল গ্রহণ করিলেন, পরে তিনি ও বলদেব আপনাদের প্রিয় দুই দুইখানি বস্ত্র (উত্তরীয় ও পরিধেয়) পরিধান করিয়া অবশিষ্ট-গুলি গোপগণকে দিলেন ও কতকগুলি বস্ত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। ৩৮-৩৯

তদনন্তর কোন তন্তুবায় প্রীত হইয়া তাঁহাদের দুই ভাইয়ের বিচিত্রবর্ণ বসনময় ভূষণ দ্বারা অনুরূপ বেশ করিয়া দিল। ৪০

বহু প্রকার বেশ দ্বারা রাম ও কৃষ্ণ, উৎসবকালে স্বলঙ্কৃত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি বাল হস্তীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার সারূপ্য এবং ইহলোকে পরমাশ্রী, বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়পটুতা প্রদান করিলেন। ৪২

তাহার পর সুদামা নামক মালাকারের গৃহে গিয়াছিলেন, সে রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণাম করিল। ৪৩

বিবৃতি—তোমরা রাজভয়শূন্য, সুতরাং দুর্বৃত্ত, পাহাড়ে ও জঙ্গলে থাক, এরূপ বস্ত্র কখনও পরিধান কর নাই, তবে কেন রাজভোগ্য দ্রব্য প্রার্থনা কর, প্রার্থনার ফলে তোমাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এই বস্ত্র যখন কখনও পরিধান কর নাই, তখন ইহা দ্বারা তোমাদের দুর্বৃত্ততাই প্রকাশ পাইতেছে। যদিও ভগবানের পরিধানে বহুমূল্য বস্ত্র ছিল, তথাপি আসুরদৃষ্টিতে সে তাহা অন্যরূপ দেখিতেছিল। ৩৫

ভগবান্ দেখিলেন, ধনুর্মখোৎসবে সপরিষদ সুশোভিত হইবার জন্য কংস এই বস্ত্র রজক দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে দিয়া-ছিল, উহা দ্বারা নিজে বয়স্যগণসহ ভূষিত হইয়া উহার উৎসাহ নাশ করা বিধেয়, তাই সকলে ঐ বস্ত্র পরিধান করেন। ৩৯

তয়োরাসনমানীয় পাদ্যঞ্চার্ঘ্যার্হণাদিভিঃ। পূজাং সানু্গয়োশ্চক্রে স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ॥৪৪॥
প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতঞ্চ কুলং প্রভো। পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্ ॥৪৫॥
ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্। অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥৪৬॥
নহি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জ্জগদাত্মনোঃ। সময়োঃ সর্ব্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥৪৭॥
তাবাজ্ঞাপয়তং ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্। পুংসোঽত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে ॥৪৮॥
ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীতমানসঃ। শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালা বিরচিতা দদৌ ॥৪৯॥
তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ। প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্ব্বরদৌ বরান্ ॥৫০॥
সোঽপি বব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি। তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥৫১॥

পরে আসন আনিয়া দিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি বিবিধ উপহারে তাম্বূল অনুলেপন দ্বারা তাঁহাদের এবং অনুচরগণের পূজা করিয়াছিল। ৪৪

তাহার পর সে বলিল, হে প্রভো! আপনাদের দুইজনের আগমনে আমাদের জন্ম সার্থক হইল এবং কুল পবিত্র হইল, আর পিতৃলোক, দেবগণ ও ঋষিগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। ৪৫

আমি নিশ্চয় জানি, আপনারা দুইজনে বিশ্বের পরম কারণ, জগতের মঙ্গল ও উদ্ধারের জন্য এখানে অংশ সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৪৬

হে ভগবন্! যদিও যে ব্যক্তি ভজনা করে, আপনারা তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও আপনাদের বিষম দৃষ্টি নাই; কারণ, আপনারা সর্ব্বভূতে সমান, এবং সকলের সুহৃদ্ ও সর্ব্বজগতের আত্মা। ৪৭

হে প্রভো! আমি আপনাদের ভৃত্য—আপনারা আজ্ঞা করুন কি করিব? আপনাদের নিয়োগেই পুরুষদের পক্ষে পরম অনুগ্রহ। ৪৮

হে রাজেন্দ্র! সুদামা এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিয়া পরে অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রীত মনে উত্তমোত্তম সুগন্ধি-পুষ্পে মালাসকল বিরচন করিয়া প্রদান করিল। ৪৯

অনুচরগণ সহ রাম ও কৃষ্ণ প্রীত হইয়া সেই সকল মাল্যে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইলেন, এবং প্রণত ও শরণাগত সেই মালাকারকে বহু বর প্রদান করিলেন। ৫০

হে রাজন্! সেই সুদামা অখিলাত্মা ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি এবং তদীয় ভক্তজনের সহিত সৌহার্দ্দ্য ও সর্ব্বভূতে পরম দয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। ৫১

বিশ্বস্তুতি—অংশেন, এই মথুরায় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ বৃন্দাবনে পূর্ণ, এখানে অংশে আসিয়াছেন, অথবা অংশভূত গোপযাদবগণ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা অংশে আপনারা জগতের কারণ। ৪৬

স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের আত্মা, অথবা সকল ব্যাপিয়া সুহৃদ্ ও আত্মা, এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি যাহারাই ভজনা করে, তাহাদিগকে আপনি আশ্রয় দেন; সুতরাং আপনাদের বিষম দৃষ্টি নাই। অথবা জগতের আত্মা ও সুহৃদের পক্ষে বৈষম্য সম্ভবই হয় না, অথবা প্রাকৃত সুখ-দুঃখে সম আপনারা। সূর্য্যে অন্ধকারের ন্যায় আপনার চিত্তে বৈষম্য স্পর্শও হইতে পারে না, অথবা আপনারা ঈশ্বর, ভক্তিহীন অধমের গৃহে আপনাদের আগমন সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি নিবন্ধন। ইনি অনুগ্রাহ্য নহেন—এই বিষম দৃষ্টি আপনাদের নাই, যেহেতুক আপনারা জগতের অহেতুক সুহৃদ্; যেই ভজনা করে, তাহাকেই আশ্রয় দেন; উত্তম অধম সকলেই সমান; কারণ, আপনি জগন্নাথ ও দীনবৎসল। ৪৭

এই মালাকার পূর্ব্বেই মালা রচনায় ব্যগ্র ছিল এবং তাহা দ্বারা ভগবানকে অর্চ্চনা করিবে, ইহাই অভিপ্রায় ছিল; সেই জন্য রাজমার্গে ভগবদ্দর্শনে যায় নাই, এক্ষণে পূর্ব্বসিদ্ধ মালা ছিল এবং পরে পূজার সময় রাজযোগ্য মালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। ৪৯

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ঞ্চান্বয়বর্দ্ধিনীম্।
বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পুরপ্রবেশো নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রার্থিত সমুদায় বর প্রদান করিয়া পরে সে প্রার্থনা না করিলেও বলিলেন, হে মালাকার! তোমার বংশে শ্রী সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীলা থাকিবেন এবং তোমার বল, যশঃ, আয়ু ও কান্তি সমুন্নত হইবে; এইরূপ বহু বর দিয়া অগ্রজ-সহ তথা হইতে নির্গত হইলেন। ৫২

ইতি দশম স্কন্ধে একচত্বারিংশ অধ্যায়

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্।
বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ ॥১॥
কা ত্বং বরোর্বেতদুহানুলেপনং কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ।
দেহ্যাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং শ্রেয়স্ততস্তে ন চিরাদ্ভবিষ্যতি ॥২॥

সৈরিন্ধ্র্যুবাচ।

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্ম্মণি।
মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং বিনা যুবাং কোঽন্যতমস্তদর্হতি ॥৩॥
রূপপেশলমাধুর্য্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ। ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্ ॥৪॥
ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা। সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেঽনুরঞ্জিতৌ ॥৫॥
প্রসন্নো ভগবান্ কুব্জাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্। ঋজ্বীং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তাহার পর রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, একটি রমণী যুবতী ও বরাননা কিন্তু আকারে কুব্জা, চন্দনাদি অঙ্গবিলেপনের পাত্র হস্তে করিয়া যাইতেছে, অতএব সুখপ্রদ মাধব হাস্য করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

হে অঙ্গনে! হে বরোরু! তুমি কে? অনুলেপন কাহার? ইহা আমাদিগকে ভাল করিয়া বল। এবং আমাদিগকে এই উত্তম অঙ্গবিলেপন দান কর, তাহাতে অচিরকাল মধ্যে তোমার পরম মঙ্গল হইবে। ২

সৈরিন্ধ্রী বলিল, হে সুন্দর! আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি কংসরাজার অনুলেপন-কার্য্যের শ্রেষ্ঠ দাসী। আমার প্রস্তুত করা এই অঙ্গবিলেপন ভোজপতির অতিশয় প্রিয়, আপনারা দুইজন ব্যতীত ইহার যোগ্য কে হইতে পারে? ৩

পরে তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব, সৌকুমার্য্য, রসিকতা, হাস্য, আলাপ ও অবলোকন দ্বারা বিমোহিতচিত্তা ত্রিবক্রা উভয়কেই ঘন অনুলেপন প্রদান করিয়াছিল। ৪

তাহার পর রাম ও কৃষ্ণ দুইজনেই নিজবর্ণেতর পীতাদি বর্ণে সুশোভন সেই অঙ্গ-বিলেপনে নাভির ঊর্দ্ধভাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উভয়ে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ৫

তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া আপনার দর্শন জন্য যে আপাতত ফল-তাহা দেখাইবার জন্য সেই রুচিরাননা ত্রিবক্রাকে তখনই সরলাঙ্গী করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৬

বিবৃতি—পক্ষান্তরে হে সুন্দর! আমি তোমারই দাসী। যদি উক্তিমধ্যে তব পদ থাকিত, তবে উহা মিথ্যা হইত এবং ভাবাভিব্যক্তি হইত,এই জন্য সুন্দর মাত্র বলা হইয়াছে। একবচন দ্বারা কৃষ্ণ-মাত্রেই তাহার স্পৃহা দ্যোতিত হইয়াছে, নিজভাব গোপনার্থ পরে দ্বিবচন আছে। ত্রিবক্রা—তিনটি বক্র—গ্রীবা বক্ষ ও কটিদেশ যাহার, এই অর্থে ত্রিবক্রা, এবং অনুলেপনকার্য্যেই কংসসম্মতা, অন্য বিষয়ে নহে। ইহা দ্বারা আত্মশুদ্ধি জানান হইয়াছে। ৩

শ্রীকৃষ্ণেরই রূপাদি দ্বারা কুব্জা মুগ্ধা হইয়াছিল এবং উভয়ের যোগ্য চন্দন দিয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে। ৪

পদ্ভ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা। প্রগৃহ্য চিবুকেঽধ্যাত্মমুদনানমদচ্যুতঃ ॥৭॥
সা তদর্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছোণিপয়োধরা। মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা ॥৮॥
ততো রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্। উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া ॥৯॥
এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে। ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥১০॥
এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ। মুখং বীক্ষ্যানু গোপানাং প্রহসংস্তামুবাচ হ ॥১১॥
এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু পুংসামাধিবিকর্শনম্। সাধিতার্থোঽগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্ ॥১২॥
বিসৃজ্য মাধ্ব্যা বাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিক্‌পথৈঃ।
নানোপায়নতাম্বূলস্রগ্‌গন্ধৈঃ সাগ্রজোঽর্চ্চিতঃ ॥১৩॥

ভগবান্ নিজের পদদ্বয় দ্বারা তাহার দুই পদাগ্রের উপর দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের উন্নত দুইটি অঙ্গুলি (মধ্যমা ও তর্জ্জনী) দ্বারা (চিবুক মুখের অধোভাগ) ধারণ করিয়া তাহার দেহ উন্নত করিয়া দিলেন। ৭

হে রাজন্! সেই কুব্জা তৎক্ষণাৎ মুকুন্দস্পর্শে সরল ও সমানাঙ্গী, বৃহৎনিতম্ব ও পয়োধরশালিনী উত্তম প্রমদা হইয়াছিল। ৮

তাহার পর, হে রাজন্! ঐ কুব্জা রূপ-গুণ এবং ঔদার্য্যসম্পন্না হওয়ায় কামাতুরা হইয়াছিল, অতএব সে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় বসনের প্রান্তভাগ আকর্ষণ করিয়া গর্ব্ব বা হাস্যের সহিত বলিতে লাগিল। ৯

হে বীর! আইস, গৃহে যাই, তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত উন্মথিত হইয়াছে, অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১০

রাম ও অনুগামিগণের সমক্ষে যুবতী কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইলে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্য করিতে করিতে বিস্পষ্ট ভাবে বলিলেন। ১১

হে সুভ্রু! আমি কার্য্যসিদ্ধির পর অর্থাৎ কংস বধ দ্বারা সুহৃদ্‌গণের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া পুরুষগণের মনঃপীড়ার উপশমনে তোমার গৃহে আসিব, অকৃতদার প্রবাসী আমাদের তুমিই পরম আশ্রয়স্থান। ১২

হে ভারত! এইরূপ সুমধুর বাক্যে কুব্জাকে স্বস্থানে পাঠাইয়া দিয়া ভগবান্ অগ্রজ বলদেব সহ পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলে বণিক্‌গণ বলদেব-শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল দ্বারা পূজা করিয়াছিল। ১৩

বিবৃতি—বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ ধারণ ও দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চিবুক ধারণ করিয়া তাহার দেহ উন্নত করেন, তাহাতেই সে সরল দেহ হইয়াছিল, তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী কুব্জাত্ব ভোগই প্রারব্ধবশে নির্দ্দিষ্ট ছিল, ইহা অধ্যাত্মপদ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ৭

কেবল যে তাহার বক্রত্ব অপগত হইয়াছিল তাহা নহে, সে উত্তমা রমণী অর্থৎ ভগবৎসঙ্গানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইহার মুখ্য কারণ ভগবৎস্পর্শ, তাহাকে ঋজু করিবার প্রণালী গৌণ কারণ। ৮

হে বীর! সকলে আমার গৃহে আগমন কর। এই রাজ-

বাসস্থানের নিশ্চয়তা না থাকায় তুমি দুষ্প্রাপ্য। আমার এই ধৃষ্টতার কারণও তুমি, কারণ, ঐ রূপ দর্শনে আমি মুগ্ধা হইয়াছি, আমার ইহাতে কোন দোষ নাই; অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমারও আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ১০

এই বাক্য বলার তাৎপর্য্য—রামাদির নিকট উহাকে বঞ্চনা করিতেছি, ইহা ব্যক্ত করার জন্য এবং কুব্জার প্রতি আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত। ১১

পুরী-প্রবেশারম্ভে ব্রাহ্মণেরা অর্চ্চনা করেন, পরে বৈশ্যগণ অর্চ্চনা করেন, ক্ষত্রিয়গণ মধ্যস্থলে ত্রাস করিতেন,

তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্ স্ত্রিয়ঃ। বিস্রস্তবাসঃকবর-বলয়া লেখ্যমূর্ত্তয়ঃ ॥১৪॥
ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ। তস্মিন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাদ্ভুতম্ ॥১৫॥
পুরুষৈর্বহুভির্গুপ্তমর্চ্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ। বার্য্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে ॥১৬॥
করেণ বামেন সলীলমুদ্ধৃতং সজ্যঞ্চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্।
নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্য্যুরুক্রমঃ ॥১৭॥
ধনুষো ভজ্যমানস্য শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ। পূরয়ামাস যং শ্রুত্বা কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ ॥১৮॥
তদ্রক্ষিণঃ সানুচরাঃ কুপিতা আততায়িনঃ। গ্রহীতুকামা আবব্রুর্গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি ॥১৯॥
অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবৌ। ক্রুদ্ধৌ ধন্বন আদায় শকলে তাংশ্চ জঘ্নতুঃ ॥২০॥
বলঞ্চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখাৎ ততঃ। নিষ্ক্রম্য চেরতুর্হৃষ্টৌ নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ ॥২১॥
তয়োস্তদদ্ভুতং বীর্য্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং রূপঞ্চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ ॥২২॥

(বণিক্‌শ্রেণীদিগের বসতিমধ্যেও স্ত্রীগণের কোমলস্বভাব প্রযুক্ত অধিক ভাব হইয়াছিল, এই কথা বলিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে কামোদ্রেক হওয়ায় অবলাগণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। তাহাদের কঙ্কণ, বলয়, বেণী বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং অবশেষে সকলের মূর্ত্তি চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়াছিল। ১৪

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসী লোকদিগকে ধনুর্যজ্ঞ স্থান জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রধনুর ন্যায় এক অদ্ভুত ধনুঃ তথায় রহিয়াছে। ১৫

বহুপুরুষ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত এবং সুন্দর-রূপে অর্চ্চিত সেই ধনু, রক্ষিপুরুষগণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে অবলীলাক্রমে সেই ধনু, দর্শনকারী রক্ষিপুরুষগণের সমক্ষে উঠাইলেন এবং তাহাতে নিমেষ মধ্যে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণ করিতে উহার মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, যেমন মত্ত হস্তী শুঁড় দিয়া অবলীলাক্রমে ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গে, সেইরূপ তিনি ধনুর মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়াছিলেন। ১৭

হে রাজন্! ধনুর্ভঙ্গের শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ ও দশ দিক্ পূর্ণ হইয়াছিল, যে শব্দ শুনিয়া কংস ত্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৮

ধনুর রক্ষিবর্গ কুপিত ও আততায়ী (গৃহীত-শস্ত্র) হইয়া 'ধর ধর মার্ মার' এই বাক্য বলিতে বলিতে ধরিবার মানসে সানুচর শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়াছিল। ১৯

হে রাজন্! সেই সকল রক্ষিবর্গের দুষ্টাভিপ্রায় অবলোকন করিয়া রাম ও কৃষ্ণ কেবল যে ক্রুদ্ধ হইলেন তাহা নহে, পরন্তু দুইজনে ভগ্নধনুর দুই খণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশও করিলেন। ২০

তাহার পর কংসপ্রেরিত সৈন্যদিগকেও নিহত করিয়া যজ্ঞশালার দ্বার হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং পুরসম্পদ দর্শনে হৃষ্টচিত্তে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২১

পুরবাসিজনগণ তাঁহাদের অদ্ভুত পরাক্রম, তেজ, অকুণ্ঠভাব ও সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মনে করিল। ২২

তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোঽস্তমুপেয়িবান্। কৃষ্ণরামৌ বৃতৌ গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ ॥২৩॥
গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্য্যভূবন্।
সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং হিত্বেতরান্ নু ভজতশ্চকমেঽয়নং শ্রীঃ ॥২৪॥
অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ ভুক্ত্বা ক্ষীরোপসেচনম্। ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্ ॥২৫॥
কংসস্তু ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ। বধং নিশম্য গোবিন্দ-রামবিক্রীড়িতং পরম্ ॥২৬॥
দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্ম্মতিঃ। বহূন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দৌত্যকরাণি চ ॥২৭॥
অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি। অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা ॥২৮॥
ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ। স্বর্ণপ্রতীতির্বৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্ ॥২৯॥
স্বপ্নে প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্। যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥৩০॥

স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদের দিবা অবসান হইল, সূর্য্যদেবও অস্তমিত হইলেন। তখন দুইজনে গোপগণে পরিবৃত হইয়া পুরমধ্য হইতে শকটাবমোচন স্থানে আগমন করিলেন। ২৩

হে মহারাজ! কৃষ্ণের ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরা প্রস্থানকালে বিরহকাতরা গোপীগণ যে সকল আশিষ প্রার্থনা করিয়াছিল, 'সুখং প্রভাতা রজনীব' ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিল, সেই সকল আশিষ মধুপুরে পুরুষভূষণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে সকলই সত্য হইয়াছিল। হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দের গাত্র-শোভার সৌভাগ্য কি বর্ণনা করিব, ব্রহ্মাদি দেবগণ লক্ষ্মীকে ভজনা করিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী দেবী শ্রীকৃষ্ণের ঐ গাত্র-লক্ষ্মীকে (অঙ্গশোভাকে) আপনার আশ্রয় বলিয়া কামনা করেন। ২৪

তদনন্তর রাম ও কৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালন করিয়া ক্ষীর-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলেন, এবং কংসের অভিপ্রায় (লোকমুখে) জানিতে পারিয়া সেই রাত্রি তথায় সুখে বাস করিলেন। ২৫

এ দিকে কংস ধনুর্ভঙ্গ এবং রক্ষিপুরুষ ও সেনাদিগের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ইহা কেবল রাম ও কৃষ্ণের ক্রীড়া মাত্র, কোন প্রকার তাহাদের পরাক্রম নহে, এইরূপ মনে করিয়াছিল। ২৬

পরন্তু ঐ দুর্ম্মতি দীর্ঘ প্রজাগর (অনিদ্রা) ও মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া জাগরণে ও স্বপ্নে বহু দুর্লক্ষণ দেখিল, উহার প্রত্যেকটি মৃত্যুদূত সদৃশ। ২৭

সে দেখিল, যেন জলাদিতে তাহার প্রতিবিম্ব রহিয়াছে কিন্তু মস্তক নাই, (এবং নেত্রসমীপে কোন রূপ অঙ্গুল্যাদি না থাকিলেও) অথবা বাস্তবিক দ্বিতীয় চন্দ্রাদি না থাকিলেও সে চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক দুই দুইটি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। ২৮

অপর, সে দেখিল, যেন প্রতিবিম্বে ছিদ্র প্রতীতি হইতেছে এবং কর্ণপুট আচ্ছাদন করিলে অভ্যন্তরে যে ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু বৃক্ষসকল স্বর্ণবর্ণবোধ এবং ধূলি-কর্দ্দমাদিতে পদচিহ্নের অদর্শন প্রতীতি হইতে লাগিল। (এ সকল জাগ্রদবস্থার দুর্লক্ষণ)। অপর, কংস স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, মৃত লোকের সহিত আলিঙ্গন, কখন গর্দ্দভারোহণে গমন, কখন মৃণাল ভক্ষণ হইল, এবং সে একাকী দিগম্বর তৈলাভ্যক্ত হইয়া জবা-পুষ্পের মাল্য ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে। ২৯-৩০

বিবৃতি—ব্রজেশ্বরী শকটমধ্যস্থ অগ্নিধানীর উপরিস্থ ভাণ্ডমধ্যে অর্পিত অন্ন দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া আহার প্রদান করিয়াছিলেন। মথুরায় রজক বধের পর পদ-প্রক্ষালন মাত্র করিয়া এবং স্নান না করিয়া ভোজন করায় কোন দোষ হয় নাই, কারণ, পাপবধে মহা ধর্ম্ম হয়, অথবা বস্ত্রত্যাগ ও পাদধাবন পূর্ব্বেই হইয়াছিল। ২৫

অন্যানি চেত্থম্ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ। পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া ॥৩১॥
ব্যুষ্টায়াং নিশি কৌরব্য সূর্য্যে চাদ্ভ্যঃ সমুত্থিতে। কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥৩২॥
আনর্চ্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তূর্য্যভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে। মঞ্চাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্রগ্ভিঃ পতাকাচৈলতোরণৈঃ ॥৩৩॥
তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ। যথোপজোষং বিবিশূ রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ ॥৩৪॥
কংসঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ। মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থো হৃদয়েন বিদূয়তা ॥৩৫॥
বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ। মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতা দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাসত ॥৩৬॥
চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ। ত আসেদুরুপস্থানং বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ ॥৩৭॥
নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহুতাঃ। নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে মল্লরঙ্গোপবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

হে রাজন্! স্বপ্ন ও জাগরণ কালে এতদ্ব্যতীত এবম্বিধ অন্যান্য অনেক দুর্নিমিত্ত (অরিষ্ট বা মরণ-চিহ্ন) দেখিতে পাওয়ায় কংস মরণভয়ে অতিশয় ভীত হইল, চিন্তায় তাহার নিদ্রালাভ হইল না। ৩১

হে কৌরব্য! রজনী প্রভাত হইলে ও সূর্য্যদেব জল হইতে পুনরায় উত্থিত হইলে কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসবের আদেশ করিল। ৩২

কংস-ভৃত্যগণ মল্ল-ক্রীড়া স্থানে মঙ্গল কলসাদি স্থাপন করিয়া উহা অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তুরী ও ভেরী (বৃহৎ ঢক্কা) বাজিতে লাগিল, এবং রঙ্গ-পার্শ্বস্থ মঞ্চ সকল মাল্য, পতাকা, পট্টবাস ও তোরণে অলঙ্কৃত হইল। ৩৩

পরে সেই সকল মঞ্চে পুর ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দর্শকগণ যথাসুখে উপবেশন করিল, রাজগণও তন্মধ্যে উপবেশন করিলেন। অবশেষে অমাত্যবর্গে পরিবৃত কংস, তত্রস্থ রাজমঞ্চে মণ্ডলেশ্বর-মধ্যস্থ হইয়া উপতপ্ত চিত্তে উপবেশন করিল। ৩৪-৩৫

তাহার পর তূর্য্যসকল বাজিতে থাকিলে ও মল্ল-দিগের উচ্চতাল শব্দ (বাহুমূলে কৃতশব্দ) শ্রুত হইতে থাকিলে মল্লাচার্য্যগণ সহিত মল্লগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল। ৩৬

তাহার পর চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল,—এই সকল মল্লগণ মনোহর বাদ্যে প্রহৃষ্ট হইয়া উঠিল, এবং ক্রমশঃ মল্লরঙ্গে উপস্থিত হইল। ৩৭

নন্দগোপাদি গোপগণ ভোজরাজ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া আপনাদের আনীত উপায়ন নিবেদন করিয়াছিলেন, (এবং রাজার অনুমতি ক্রমে তাঁহারাও) একটি মঞ্চে উপবেশন করিলেন। ৩৮

বিবৃতি—সমুদ্রতীরস্থ জনেরা সূর্য্যকে জল হইতে উঠিতে দেখে, সেই সময়ে মল্লক্রীড়া করা হইয়াছিল। ৩২

কৃষ্ণ ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রাজার নিকট অপরাধী হইয়াছেন, এই শঙ্কায় নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণ তথায় গমন করেন নাই; পরে কংস সাদরে আহ্বান করিলে তাঁহারা তথায় গিয়া রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করেন ও (একটি মঞ্চে প্রবৃত্ত করা, তাঁহারা কৃষ্ণের একান্ত প্রিয় হইলেও স্বচ্ছন্দে কুবলয়াপীড় বধ করিয়া রঙ্গে প্রবেশ করিবেন, এইজন্য তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারা অগ্রে তথায় গিয়াছিলেন। এইজন্য) একমঞ্চে বসিয়াছিলেন, পৃথক্ পৃথক্ বসেন নাই। হে ব্রজরাজ! তুমি আমার মণ্ডলেশ্বর প্রধান গোষ্ঠ হইতে আসিয়া আমার সহিত দেখা কর নাই কেন? তোমার ছেলেরা যে ধনু ভাঙ্গিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাদের দৌরাত্ম্য মনে করিও না, তাদের বল পরীক্ষার্থ উহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা বলবান্ এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে এখানে আহ্বান করা হইয়াছে, তোমরা শীঘ্র এখানে আগমন কর, ভয় করিও না। এইরূপ রাজাজ্ঞায় পুত্রদ্বয়ের অনুপস্থিতিকালে তাহাদের বুঝাইবার জন্য কয়েকজনকে রাখিয়া নন্দ উপানন্দ প্রভৃতি রাজসমীপে গমন করেন এবং দধি ঘৃত স্বর্ণমুদ্রাদি উপায়ন প্রদান করিয়া রাজাদেশে একটি মঞ্চে উপবেশন করেন। ৩৮

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ। মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ ॥১॥
রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্নাগমবস্থিতম্। অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোঽম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ ॥২॥
বদ্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্। উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥৩॥
অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্। নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্ ॥৪॥
এবং নির্ভৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্। চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্ ॥৫॥
করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ। করাদ্বিগলিতঃ সোঽমুং নিহত্যাঙ্ঘ্রিষ্বলীয়ত ॥৬॥
স ক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্। পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে পরন্তপ! তদনন্তর কৃতশৌচ রাম ও কৃষ্ণ মল্লদিগের তাল ও দুন্দুভি-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রঙ্গস্থান দেখিতে গমন করিলেন। ১

রঙ্গদ্বারে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, তথায় কুবলয়াপীড় নামে এক হস্তী অবস্থিত রহিয়াছে, হস্তি-পালক তাহাকে (কৃষ্ণের দিকে) প্রেরণ করিতেছে। ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধোচিত বেশ পরিধান করিয়া (কঞ্চুক পরিত্যাগপূর্ব্বক কটিবেষ্টন বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়-রূপে পরিধান বস্ত্র বাঁধিয়া এবং লম্বিত মালা পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া) এবং স্বভাবকুঞ্চিত দীর্ঘকেশ উত্তরীয় দ্বারা দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া, (দুষ্ট বধে মুখাবরণাদি দ্বারা বিঘ্ন হইতে পারে, তাই আত্মীয় ব্যক্তি কুটিল হইলে তাহার বন্ধন যুক্তিসিদ্ধ, ইহা দেখাইবার জন্যও) মেঘগম্ভীর স্বরে হস্তিপালককে বলিলেন, অরে অম্বষ্ঠ (হে হস্তিপক)! আমাদিগকে যাইবার পথ দে, শীঘ্র পথ হইতে অপসৃত হ, বিলম্ব করিস না; যদি করিস, তবে যমসদনে তোকে হস্তিসহ প্রেরণ করিব। ৩-৪

হে রাজন্! হস্তিপালক এইরূপে নির্ভৎসিত হইয়া অত্যন্ত কুপিত হইল এবং কালান্তক যমোপম সেই হস্তীকে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল। ৫

সেই করীন্দ্র বেগে ধাবমান হইয়া শুণ্ড দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিল, তিনিও কৌশলে শুণ্ড হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া হস্তীর পদ সকলে (যষ্টি দ্বারা) আঘাত করিয়া অদৃশ্য হইলেন। ৬

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ক্রুদ্ধ ঘ্রাণ-দৃষ্টি সেই হস্তী শুণ্ড দ্বারা সেই কৃষ্ণকে স্পর্শ করিল, তিনি বল দ্বারা অবিলম্বেই বিনির্গত হইলেন। ৭

বিবৃতি—কৃতশৌচ—ইহা দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, ধনুর্ভঙ্গ দ্বারা আমরা নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও দুরাত্মা কংস পিতা-মাতাকে মুক্ত করে নাই, পরন্তু আমাদিগকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং মাতুল হইলেও ইহার বধে দোষ নাই, এই অপরাধ পরিহার করিয়াছিলেন, অথবা ইহা মনুষ্যোচিত কার্য্যের অনুকরণ মাত্র, এই জন্যই প্রাতঃকালে বৃদ্ধ গোপগণকে কিছু না বলিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাদের নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া-ছিলেন। ১

বস্তুত মনোনিরোধ দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, সেই মোক্ষ তোকে দিব। অন্তক—মৃত্যু, কাল—মৃত্যুর নিমিত্ত; উভয়ের নিয়ন্তা, সকলের সহিত কুবলয়াপীড়ের উপমা দেওয়া হইয়াছে। ৫

পশুগণ নয়নের অগোচর পদার্থও ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ৭

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্। বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া ॥৮॥
স পর্য্যাবর্ত্তমানেন সব্যদক্ষিণতোঽচ্যুতঃ। বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ ॥৯॥
ততোঽভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহত্য বারণম্। প্রাদ্রবন্ পাতয়াস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে ॥১০॥
স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোত্থিতঃ।
তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্ ॥১১॥
স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ। চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্রুষা ॥১২॥
তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ। নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥১৩॥
পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া। দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ ॥১৪॥
মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ। অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ।
বিরূঢ়স্বেদকণিকা বদনাম্বুরুহো বভৌ ॥১৫॥
বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনার্দ্দনৌ। রঙ্গং বিবিশতু রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥১৬॥

তাহার পর গরুড় যেমন সর্প ধরে, তাহার ন্যায় অবলীলাক্রমে সেই অতিবল কুবলয়াপীড়কে শুণ্ড ধরিয়া পঞ্চবিংশতি ধনু অন্তরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলেন। ৮

বালক যেমন ভ্রাম্যমাণ গোবৎস সহ ভ্রমণ করে, সেইরূপ বাম ও দক্ষিণ দিকে পরিবর্ত্তমান সেই হস্তীর সহিত স্বয়ং ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুচ্ছ ধরিয়াছিলেন, ইহাতে সে তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যখন দক্ষিণে গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বাম দিকে ঘুরাইয়া ভ্রমণ করিলেন আর বাম দিকে গেলে দক্ষিণে ভ্রমণ করাইয়া ঘুরিতেছিলেন। ৯

তাহার পর সম্মুখে আসিয়া হস্ত দ্বারা সেই হস্তীকে আঘাত করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে ধাবিত হওয়ায় পদে পদে স্পৃষ্ট হইয়া তাহাকে পাতিত করিলেন। অর্থাৎ যেরূপে পড়িয়া যায়, তদ্রূপ করিয়া তাহাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিলেন সুতরাং সে পদে পদে স্পৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১০

কিন্তু ঐ হস্তী ক্রীড়া নিমিত্ত দৌড়িতে দৌড়িতে ভূমিতে পড়িয়াও তখনই উত্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণকে পতিত মনে করিয়া ক্রোধে ভূতলে দন্তাঘাত করিল। পরন্তু যখন সে দেখিল, তাহার নিজ বিক্রম প্রতিহত হইয়া গেল, তখন ঐ করীন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রোষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। ১১-১২

হে মহারাজ! তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। ১৩

পরে সিংহের ন্যায় লীলার্থ পতিত সেই হস্তীকে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহার দন্ত উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং তাহারই আঘাতে ঐ হস্তী ও হস্তিপকগণকে বিনাশ করিলেন। ১৪

পরে মৃত হস্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দন্ত হস্তে মল্ল-রঙ্গ-স্থলে প্রবেশ করিলেন (সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বীর-শ্রীতে অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন), শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে গজ-দন্ত বিন্যস্ত ছিল এবং নিজে শোণিত ও মদজল-কণায় সর্ব্বতোভাবে অঙ্কিত হইয়াছিলেন, আর তাঁহার বদনকমলে স্বেদ-বিন্দু উদ্গত হইয়াছিল। ১৫

কতিপয় গোপ-পরিবৃত হইয়া রাম ও কৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠ গজদন্তবয় রূপ আয়ুধ হস্তে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৬

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥১৭॥
হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবপি দুর্জ্জয়ৌ।
কংসো মনস্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ॥১৮॥
তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ।
যথা নটাবুত্তমবেষধারিণৌ মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্॥১৯॥
নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপূরুষৌ জনা মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রকা নৃপ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্॥২০॥

হে ভারত! যে ভগবান্ মল্লদিগের নিকট অশনি, মানবদিগের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, যুবতীগণের মূর্ত্তিমান্ কাম, গোপগণের স্বজন, অসৎ নরপতিদিগের শাসনকর্ত্তা, নিজের পিতা ও মাতার নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বৎ জনগণের পক্ষে বিরাট স্বরূপ, যোগীদিগের পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদিগের দেবতা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেব সহ রঙ্গস্থলের মধ্যগত হইয়া বিবিধ ভাবে প্রকাশমান হইলেন, অর্থাৎ ভগবান্ শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তি, পরন্তু রঙ্গমধ্যস্থ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ১৭

হে রাজন্! কুবলয়াপীড় নিহত—রাম ও কৃষ্ণ অতিশয় দুর্জ্জয়, ইহা দর্শন করিয়া কংস মহা শূর হইলেও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। ১৮

বিচিত্র কেশ-বসন-ভূষণ, মাল্যে বিভূষিত ঐ দুই মহাভুজ রাম ও কৃষ্ণ মনোহর বেশধারী নটের ন্যায় নির্ভয়ে রঙ্গমধ্যগত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের শরীরপ্রভায় দর্শকমাত্রেরই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৯

হে মহারাজ! রঙ্গস্থানে মঞ্চোপরি যে সকল নগরবাসী ও জনপদবাসী লোক ছিল, তাহারা সেই উত্তম পুরুষদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দাতিশয্যে বিকসিত নয়ন ও উৎফুল্লবদন হইয়া নয়ন দ্বারা তাঁহার আনন পান করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। ২০

বিবৃতি—ভগবান্ রসকদম্বমূর্ত্তি, ঐ রস সকল কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, তাহা এই—রূপমল্লগণের নিকট ক্রোধ স্থায়িভাবময় রৌদ্ররস, পুরবাসী নরগণের নিকট বিস্ময় স্থায়িভাবময় অদ্ভুতরস, মান্যাদি ব্যতিরিক্ত স্ত্রীগণের নিকট রতি স্থায়িভাবময় শৃঙ্গাররস, গোপগণের নিকট হাস্যরস, অসৎ রাজন্যগণের নিকটে উৎসাহ স্থায়িভাবময় বীররস, পিতামাতার নিকটে শোক স্থায়িভাবময় করুণরস—ইহাকেই দয়া বলে, কংসের নিকটে ভয় স্থায়িভাবময় ভয়ানক রস, অবিজ্ঞজন সমীপে জুগুপ্সা স্থায়িভাবময় বীভৎসরস, যোগীদিগের নিকট শান্তি স্থায়িভাবময় শান্তরস, বৃষ্ণিগণের নিকটে ভক্তিরস, ইহাই রস-সংগ্রহ, অথবা শান্তরস। ভক্তি, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য ও প্রীতি এই ছয় প্রকার—ইহাই ভাগবত রস, কৌমুদীকারাদি-দর্শিত তত্তদ্ভাবভেদে ছয় প্রকার রস। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে রূপগোস্বামী আলোচনা করিয়াছেন। ১৭

এই স্থানে নয়নে পানধর্ম্ম অরোপিত হইয়া অত্যন্ত তৃষিতত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে ও চমৎকারাতিশয় দ্যোতিত হইয়াছে। ২০

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া। জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥২১॥
ঊচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্। তদ্রূপগুণমাধুর্য্য-প্রাগল্‌ভ্যস্মারিতা ইব ॥২২॥
এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি। অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥২৩॥
এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্। কালমেতং বসন্ গূঢ়ো বরৃধে নন্দবেশ্মনি ॥২৪॥
পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ। অর্জ্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥২৫॥
গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ। কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ ॥২৬॥
সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোঽদ্রিপ্রবরোঽমুনা। বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতঞ্চ গোকুলম্ ॥২৭॥
গোপ্যোঽস্য নিত্যমুদিত হসিতপ্রেক্ষণং মুখম্। পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা ॥২৮॥
বদন্ত্যনেন বংশোঽয়ং যদোঃ সুবহু বিশ্রুতঃ। শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বঞ্চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ ॥২৯॥
অয়ঞ্চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ। প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥৩০॥
জনেষ্বেবং ব্রুবাণেষু তূর্য্যেষু নিনদৎসু চ। কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১॥

তাহারা যেন দুই চক্ষু দ্বারা পান, জিহ্বা দ্বারা লেহন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ এবং বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করতঃ পরস্পর ধনুর্ভঙ্গাদি যাহা যাহা দেখিয়াছিল, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সেই সকল তাহাদের রূপ গুণ মাধুর্য্য ও প্রাগল্‌ভ্য দ্বারা যেন স্মারিত হইয়াই বলিতে লাগিল। ২১-২২

ইঁহারা দুইজনে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ হরির অংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২৩

ইনিই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গোকুলে নীত হইয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নন্দগৃহে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন। ২৪

ইনিই পূতনাকে বিনাশ করেন এবং চক্রবাত রূপ তৃণাবর্ত্ত দানব, যমলার্জ্জুন, ধেনুক, কেশী, শঙ্খচূড় এবং অন্যান্য তদ্রূপ ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, ইনিই দাবানল হইতে গোপালগণ ও গোগণকে রক্ষা করেন এবং ইঁহা হইতেই কালিয়দমন এবং অমরাধিপ ইন্দ্রের গর্ব্ব নষ্ট হয়। ইনিই এক হস্তে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছিলেন, ইনিই বায়ু, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইতে গোকুলের পরিত্রাণ করেন। ২৫-২৭

গোপীগণ ইঁহার হাস্য ও কটাক্ষযুক্ত আনন নিত্য দর্শন করিয়া অনায়াসে পরম হর্ষে বিবিধ সন্তাপ উত্তীর্ণ হয়েন। ২৮

অনেকে বলেন, ইঁহা কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া যদুর বংশ বিখ্যাত হইবে ও শ্রী, কীর্ত্তি ও মহত্ত্ব লাভ করিবে। ২৯

ইঁহার অগ্রজ এই শ্রীমান্ বলভদ্র, ইঁহারও লোচনযুগল কমল তুল্য, ইনি প্রলম্বাসুরকে বধ করেন। বৎস-বকাদি দানবগণও ইঁহা কর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছে। ৩০

হে রাজন্! লোক সকল এইরূপ বলিতে থাকিলে এবং রণতূর্য্যসকল নিনাদিত হইতে থাকিলে চাণূর নামক মল্ল কৃষ্ণ ও রামকে সম্বোধন করিয়া বলিল। ৩১

নিত্য মুদিত হসিত প্রেক্ষণ,—নিত্য হর্ষে প্রসন্ন হাস্য সহ অবলোকন যাহাতে, অথবা মুদিত হৃষ্ট অতএব হাস্যযুক্ত কটাক্ষাদি দ্বারা সুন্দর নয়ন যাহাতে অথবা নিত্য উদিত হাস্যযুক্ত অবলোকন যাহাতে তাদৃশ মুখ নিত্য আনন্দে দর্শন করিয়া অনায়াসে বিবিধ গুরু পতি প্রভৃতি কৃত তর্জ্জন নিন্দা বিরহাদি সন্তাপ উত্তীর্ণ হয়েন। ২৮

বকাসুর বধ, ধেনুক বধ ও বৎসাসুর বধ সম্বন্ধে ইঁহাদের এই বিপরীত উক্তি জনপ্রবাদমূলক বলিয়া অনিশ্চিত। ৩০

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসম্মতৌ। নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞাহূতৌ দিদৃক্ষুণা ॥৩২॥
প্রিয়ং রাজ্ঞঃ প্রকুর্ব্বত্যঃ শ্রেয়ো বিন্দন্তি বৈ প্রজাঃ। মনসা কর্ম্মণা বাচা বিপরীতমতোহন্যথা ॥৩৩॥
নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথা স্ফুটম্। বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ ॥৩৪॥
তস্মাদ্রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ঞ্চ করবাম হে। ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্ব্বভূতময়ো নৃপঃ ॥৩৫॥
তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশকালোচিতং বচঃ। নিযুদ্ধমাত্মনোঽভীষ্টং মন্যমানোঽভিনন্দ্য চ ॥৩৬॥
প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ঞ্চাপি বনেচরাঃ। করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ ॥৩৭॥
বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্। ভবেন্নিযুদ্ধং মাধর্ম্মঃ স্পৃশেন্মল্লসভাসদঃ ॥৩৮॥
চাণূর উবাচ।
ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ। লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ ॥৩৯॥
তস্মাদ্ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োঽত্র বৈ। ময়ি বিক্রম বার্ষ্ণেয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে কুবলয়াপীড়বধো নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

হে নন্দপুত্র! হে রাম! তোমরা দুইজনে বলে লোকসম্মত অর্থাৎ বলবান্ বলিয়া লোকে তোমাদিগকে আদর করে এবং মল্লযুদ্ধে দক্ষ ইহা শুনিয়া দর্শনাভিলাষী রাজা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। ৩২

প্রজাগণ কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা রাজার প্রিয় করিয়াই শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্যথা হইলে বিপরীত (অমঙ্গল) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহাও সুপ্রসিদ্ধ যে, গোপগণ এবং বৎসপালগণ নিত্য আনন্দিত হইয়া বনে বনে মল্লযুদ্ধ দ্বারাই ক্রীড়া করে ও গোচারণ করে (ইহাও নিগূঢ় উপহাস বাক্য)। ৩৩-৩৪

অতএব আইস, তোমরা ও আমরা রাজার প্রিয় কার্য্য করি, এরূপ করিলে সমস্ত প্রাণী আমাদের উপর প্রসন্ন হইবে, কারণ, রাজা সর্ব্বভূতস্বরূপ। ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মল্লযুদ্ধ নিজের অভিপ্রেত মনে করিয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক দেশ কালের উপযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন। আমরাও এই মহারাজ ভোজপতির প্রজা, যদিও আমরা বনচর, তথাচ অবশ্য নরপতির প্রিয় করিব, অতএব এই আদেশ আমাদের প্রতি পরম অনুগ্রহ। ৩৬-৩৭

আমরা বালক, অতএব আমাদের সমান বলশালী মল্লদিগের সহিত যেরূপ বাহুযুদ্ধ হয়, তদ্রূপ করিয়া ক্রীড়া করিতে চাহি, ইহা হইলে মল্লসভাধিকারীদিগকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। ৩৮

চাণূর বলিল, তুমি বালক নহ এবং কিশোরও নহ, তুমি ও বলভদ্র বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তোমাকর্ত্তৃক সহস্র হস্তীর বলধারী কুবলয়াপীড় হস্তী অবলীলাক্রমে নিহত হইয়াছে। ৩৯

অতএব তোমাদের দুইজনকে বলবান্দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে কোন অংশে অধর্ম্ম-সম্ভাবনা নাই। হে বার্ষ্ণেয়! আইস, তুমি আমার সহিত বিক্রম প্রকাশ কর এবং বলভদ্রের সহিত মুষ্টিক পরাক্রম প্রকাশ করুক। ৪০

বিবৃতি—আমরা কি ভোজরাজের প্রজা? না, যেহেতু আমরা বনে থাকি, সুতরাং আমরা রাজা নন্দের প্রিয় করিব, ইহার করিব না, গোপরাজের প্রিয় করায় আমাদের লাভ হইবে। তাহা দ্বারা তাঁহার বশ্যতা প্রতিপালন করিব। হে বালাঃ! অল্প বলশালিগণ, আমরা তুল্যবলশালীদিগের সহিত যুদ্ধ করিব, তোমাদের সহিত করিব না। ৩৭-৩৮

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিচত্বারিংশাধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং চর্চ্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ। আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ ॥১॥
হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্ব্বদ্ধা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ। বিচকর্ষতুরন্যোন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া ॥২॥
অরত্নী দ্বে অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাঞ্চৈব জানুনী। শিরঃ শীর্ষ্ণোরসোরস্তাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥৩॥
পরিভ্রামণবিক্ষেপপরিরম্ভাবপাতনৈঃ। উৎসর্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্ ॥৪॥
উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি। পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ ॥৫॥
তদ্বলাবলবদ্যুদ্ধং সমেতাঃ সর্ব্বযোষিতঃ। ঊচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশঃ ॥৬॥
মহানয়ং বতাধর্ম্ম এষাং রাজসভাসদাম্। যে বলাবলবদ্যুদ্ধং রাজ্ঞোঽন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ ॥৭॥
ক বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ। ক চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, এইরূপ নিশ্চিত সংকল্প ভগবান্ মধুসূদন চাণূরকে এবং রোহিণীনন্দন মুষ্টিককে গ্রহণ করিলেন। আপনাদের দুই হস্তে তাহাদের হস্তদ্বয় এবং আপনাদের দুই পদে তাহাদের দুই পদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া সহসা বিজয়েচ্ছায় পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১-২

অরত্নি (বাহুমধ্য হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ব্যতীত কৃতমুষ্টি হস্ত) দ্বারা তাহাদের অরত্নিদ্বয় এবং দুই পদ দ্বারা তাহাদের পদদ্বয়, দুই জানু দ্বারা তাহাদের দুই জানু (হাটু) মস্তক দ্বারা তাহাদের মস্তকদ্বয় ও বক্ষঃস্থল দ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল ধারণ করিয়া পরস্পর আঘাত করিয়াছিলেন। ৩

পরে পরিভ্রামণ, তাড়ন, বাহুনিপীড়ন, অধঃ-ক্ষেপণ এবং উৎসর্পণ (পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে গমন) ও অপসর্পণ (পশ্চাৎদিকে গমন) এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিলেন। ৪

তাহার পর দুই জনেই পরস্পর জিগীষায় উত্থাপন (পাদদ্বয় ও জানুদ্বয় পিণ্ডাকৃতি করিয়া পতিতের উচ্চাটন), উন্নয়ন (হস্ত দ্বারা তুলিয়া লওয়া), চালন (কণ্ঠাদি লগ্নের নিঃসারণ) এবং স্থাপন (হস্ত-পদাদি সঙ্কুচিত করণ) দ্বারা আপন আপন দেহের অপকার করিয়াছিল। ৫

হে রাজন্! সেই বলবান্ ও দুর্ব্বলের যুদ্ধ অযুক্ত হইতেছে, এই কথা দলবদ্ধ সমবেত সকল রমণীগণ দয়াপরতন্ত্র হইয়া পরস্পর বলিয়াছিলেন। ৬

আহা, কি খেদের বিষয়, এই সভাসদ্গণের মহা অধর্ম্ম হইতেছে। দুই বালকের ও বলবানের যুদ্ধ যদি রাজা দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে স্বয়ং বারণ করিতে হয়, এখানে রাজা আপনি বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন! সভাসদ্রাও তাহার অনুমোদন করিতেছেন। ৭

ঐ দুইজন মল্ল প্রকাণ্ড পর্ব্বততুল্য দেহ, উহাদের সকল অবয়ব বজ্রতুল্য কঠিন, উহারা কোথায়, আর সুকুমারাঙ্গ ও অপ্রাপ্তযৌবন এই দুইটি কিশোরই বা কোথায়? উহাদের সঙ্গে ইহাদের কি যুদ্ধ যোগ্য হয়। ৮

বিবৃতি—ইচ্ছামাত্র চাণূরকে বধ করিতে পারিলেও ভগবান মল্লযুদ্ধ কৌতুকার্থ তাহার নিকটে গিয়াছিলেন। লীলা লোকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ নরলীলায় যুদ্ধ ব্যবসায়সম্পন্ন, তখন তাঁহার জয়েচ্ছা সম্ভব। ১—২

ধর্ম্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ। যত্রাধর্ম্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ ॥৯॥
ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্। অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে ॥১০॥
বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজম্। বীক্ষ্যতাং শ্রমবার্য্যুপ্তং পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ ॥১১॥
কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্। মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্ ॥১২॥

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র-রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১৩॥
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১৪॥

নিশ্চয়ই এই সমাজের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম হইল, যেখানে এরূপ অধর্ম্ম হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, কখনও তথায় থাকিতে নাই। ৯

(অপর অবলাগণ বলিল) যে ব্যক্তি সভায় থাকিয়া কোন কথা না বলে, অর্থাৎ জানিয়াও তূষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি বিপরীত বলে ও অজ্ঞতা প্রযুক্ত আমি কিছুই জানি না বলে, তাহারা সকলেই পাপভাগী হয়, অতএব সভাদোষ স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সভায় প্রবেশ করেন না। ১০

অহো, দেখ দেখ, শত্রুরা চারিদিকে ধাবমান হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের বদনপদ্ম পদ্মকোষে জললগ্নের ন্যায় শ্রমবারিতে ব্যাপ্ত হইল। ১১

(অপর রমণীরা বলিল,) হে সখীবৃন্দ! ব্যাকুলা হইতেছ কেন? তোমরা কি দেখিতেছ না, বলভদ্রের ঈষৎ তাম্রনয়ন প্রযুক্ত মনোজ্ঞ বদন মুষ্টিকের প্রতি সক্রোধ হইয়া হাস্যজন্য আবেগে শোভা পাইতেছেন। ১২

(অপর স্ত্রীগণ বলিলেন) অহো! সেই সকল ব্রজভূমিই ধন্য, যে স্থানে এই পুরাণপুরুষ বনজ বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া মানবদেহে গূঢ় আছেন, গিরিশ ও রমা কর্ত্তৃক পূজিত পাদপদ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও গোপালসহ বেণুধ্বনি পূর্ব্বক বিবিধ ক্রীড়া দ্বারা গমনাগমন করেন। (এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, এ সভাকে ধিক্। কারণ, এখানে ইহারও পরাভব হইতে বসিয়াছে। ১৩

(অহো, কি কষ্ট! আমাদের অল্প পুণ্য, যে হেতু অসময়ে ইঁহাকে দেখিলাম। গোপীগণ বহু পুণ্য-শালিনী এই কথা তিনটি শ্লোকে বলা হইতেছে) গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিল, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের কান্তিসমূহের যে চাক্‌চিক্য তাহার শ্রেষ্ঠাংশ যুক্ত সাম্য বা আধিক্যশূন্য নিত্য নূতন স্বভাবসিদ্ধ (এই রূপ) নয়ন দ্বারা নিত্য পান করেন। যে রূপ অন্যের দুর্ল্লভ, এবং ঐশ্বর্য্য, যশ ও লক্ষ্মীর এক মাত্র স্থান। ১৪

বিশ্বপ্রস্তি—অনন্তরূপের আবির্ভাবেও এই রূপের সাম্য বা আধিক্য, অন্যত্র কোথাও নাই। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন অমৃত পান করে, গোপীরাও সেইরূপ নয়ন দ্বারা পান করে, এই রূপ প্রতিক্ষণ অভিনব এবং লক্ষ্মী প্রভৃতিরও দুর্ল্লভ হইলেও তাঁহার একমাত্র আবাস স্থান ব্রজভূমিকে ধন্য বলায় তদ্বাসীরাও ধন্য ইহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। গোপীরা কি তপস্যা করিয়াছিল তাহা যদি জান, তবে বল, আমরাও সেই তপস্যা করিব ইতি ভাব। তাহারা সতৃষ্ণনয়নে নিরন্তর পান করিলেও ক্ষয় পায় না, এবং তাহাদেরও তৃপ্তি হয় না। সুতরাং কৃষ্ণের রূপ সুধাসমুদ্র, ঐ রূপ লাবণ্যের সার অর্থাৎ পরম সুন্দর কান্তি কজ্জলী চাকচিক্যের সার—শ্রেষ্ঠাংশ যাহাতে তাদৃশ, অনন্ত আবির্ভাবেও এই রূপের সমান বা আধিক্য রূপ দেখা যায় না, এবং এরূপ অনন্যসিদ্ধ—স্বাভাবিক, অতএব গোপীর ন্যায় প্রেম থাকিলে তাহার নিকটই স্ফুরিত হয়, নতুবা হয় না; এই জন্য বলিয়াছেন, দুরাপম্। ১৪

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপপ্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥১৫॥
প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং গোভিঃ সমং কণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥১৬॥
এবং প্রভাষমাণাসু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ। শত্রুং হন্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ ॥১৭॥
সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ। পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্ ॥১৮॥
তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ। যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বলমুষ্টিকৌ ॥১৯॥
ভগবদ্‌গাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ। চাণূরো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ ॥২০॥
স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টীকৃত্য করাবুভৌ। ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত ॥২১॥

অহো, যে সকল ব্রজাঙ্গনা দোহন, অবহনন, দধি-মন্থন, উপলেপন, দোলান্দোলন, বালক-রোদন, জলসেচন ও গৃহমার্জ্জনাদি কালে এই শ্রীকৃষ্ণের গান করে, তাহারা ধন্য, কারণ, ইঁহার প্রতিই তাহাদের চিত্ত অনুরক্ত, তাহার প্রমাণ, তাহারা ঐ সময় অশ্রুকণ্ঠী হয়। ১৫

যে সকল গোপী প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে (গোচারণে) নির্গত ও সায়ংকালে বেণুবাদন পূর্ব্বক গোগণ সহ ব্রজে প্রবেশ করিবার সময় এই শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করিয়া অতি দ্রুত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় ও পথিমধ্যে তাঁহার সহাস্য দয়াযুক্তাবলোকন দর্শন করে, তাহারা প্রচুর পুণ্যশালিনী ও ধন্যা। ১৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীলোকেরা (সভয় হইয়া) পরস্পর এইরূপ বলিতে থাকিলে যোগেশ্বর ভগবান্ হরি, তাহাদের ভয় নিবারণার্থে শত্রু বিনাশ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৭

এদিকে স্ত্রীগণের ঐরূপ সভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণের পিতা মাতা (বসুদেব ও দেবকী) পুত্রদ্বয়ের প্রতি যে স্নেহ—তজ্জন্য শোকে অতিশয় বিহ্বল হইলেন এবং পুত্রদ্বয়ের বল না জানায় অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ১৮

চাণুর ও শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই নিযুদ্ধ-বিধি দ্বারা উভয়ে যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেইরূপ বলদেব ও মুষ্টিকও যুদ্ধ করিলেন। ১৯

তাহার পর ভগবানের অরত্নি জানু প্রভৃতি গাত্র প্রহার—যাহা বজ্রপাতের ন্যায় নিষ্ঠুর, তদ্দ্বারা শিথিল-গাত্র চাণুর গ্লানি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ২০

পরে শ্যেনবৎ বেগশালী চাণুর দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক মহা ক্রোধে ভগবান্ বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ২১

বিবৃতি—দৃষ্টি দ্বারা রূপসুধা পান বর্ণিত হইতেছে, প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গো ও গোপ বলাই সহ বেণু বাজাইয়া যাইবার কালে, এবং সায়ংকালে বেণু বাজাইয়া ব্রজে প্রবেশকালে বেণুরব শ্রবণ করিয়া গোপীগণ অতিক্রত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সহাস্য মুখ ও সদয়াবলোকন দেখিতেন, সুতরাং তাঁহারা প্রচুর পুণ্যশালিনী॥ ১৬

গোপীদের বিরহসূচক নির্গমকালীন দর্শন, আগমনকালীন সম্মেলনসূচক দর্শন হয়, উহা আমাদের সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং আমরা অল্পপুণ্যা। ইতি ভাব। এইরূপ প্রেমকাতরা সভয়া রমণীরা পরস্পর বলিতে থাকিলে যোগেশ্বর—যিনি ইচ্ছামাত্র স্বশক্তি প্রকাশে সমর্থ, সেই ভগবান্ হরি শত্রুবধে বাসনা করিলেন। ১৭

নাচলৎ তৎপ্রহারেণ মালাহত ইব দ্বিপঃ। বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ ॥২২॥
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্। বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ ॥২৩॥
তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্ব্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ। বলভদ্রেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্ ॥২৪॥
প্রবেপিতঃ সরুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দ্দিতঃ। ব্যসুঃ পপাতোর্ব্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ ॥২৫॥
ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ। অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা ॥২৬॥
তর্হ্যেব হি শলঃ কৃষ্ণপদাপহতশীর্ষকঃ। দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ ॥২৭॥
চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে। শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লাঃ সর্ব্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥২৮॥
গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ। বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ ॥২৯॥
জনাঃ প্রজহৃষুঃ সর্ব্বে কর্ম্মণা রামকৃষ্ণয়োঃ। ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধ্বিতি ॥৩০॥
হতেষু মল্লবর্য্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্। ন্যবারয়ৎ স্বতূর্য্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৩১॥

কিন্তু মাল্যাঘাতে মত্ত হস্তী যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ সেই প্রহারে ভগবান্ বিচলিত হইলেন না, বরং বাহুদ্বয় ধরিয়া নিগ্রহ করিলেন ও তাহাকে অনেকবার ঘুরাইয়া ভূমির উপর আছাড় দিয়া ফেলিলেন। ঐ ঘূর্ণন-বেগে তাহার জীবন নিতান্ত পরিক্ষীণ হইল, এবং সে বিগলিতাভরণ-কেশ-মাল্য হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পতিত হইল। ২২-২৩

হে রাজন্! মুষ্টিক দানবও ঐ প্রকার প্রথমতঃ স্বমুষ্টি দ্বারা বলভদ্রকে আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু পরে বলদেব কর্ত্তৃক তলপ্রহার দ্বারা অভিহত হইল। ২৪

এবং পীড়িত ও কম্পিত হইয়া মুখ দিয়া রুধির বমন করিতে করিতে গতাসু হইল, তাহার পরই বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ২৫

হে রাজন্! তাহার পর কূট দানব আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রধান নিযোদ্ধা রাম সাবজ্ঞ ভাবে বাম মুষ্টি দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাকে নিহত করিলেন। ঠিক ঐ সময়েই শ্রীকৃষ্ণের পদাগ্র দ্বারা শলদানব ভগ্নশীর্ষ, এবং তোষল দানব দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া উভয়েই নিপতিত হইল। ২৬-২৭

হে মহারাজ! চাণূর, মুষ্টিক, শল, কূট, তোশলক এই সকল শূর নিহত হইলে অবশিষ্ট মল্লেরা সকলেই প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিল। ২৮

পরে রাম ও কৃষ্ণ, পায়ে রত্ন-নূপুর দিয়া বয়স্য গোপদিগকে আকর্ষণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন ও তূর্য্য বাজিতে থাকিলে তাঁহারা নৃত্যাদি দ্বারা বিহার আরম্ভ করিলেন। রাম ও কৃষ্ণের কার্য্যে কংস ব্যতীত সকল লোক অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল, এবং প্রধান বিপ্রগণ ও সাধুগণ সাধু সাধু বলিয়া পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২৯-৩০

হে রাজন্! প্রধান প্রধান মল্লগণ নিহত ও পলায়নপর হইলে ভোজরাজ কংস তূর্য্য বাদ্য বন্ধ করিয়া দিল এবং এই বাক্য বলিল। ৩১

বিবৃতি—বয়স্য গোপগণ নৃত্য করিতে লজ্জায় অপ্রবৃত্ত হইলে এবং নিজে রঙ্গমঞ্চে না আসিলে বল পূর্ব্বক তাহাদিগকে টানিয়া আনিলেন ও মল্লরীতিতে পরস্পর গ্রহণ করিলেন এবং মল্লদিগের গতি প্রদর্শন করেন, সেই সময়ে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন এবং পায়ে রত্ন নূপুর পরিয়াছিলেন, কারণ, সেই সময়ে প্রতিপক্ষ মল্ল ছিল না, যাহাকে মারিতে হইবে। নূপুর-ধ্বনিতে শরীর নৃত্য করিয়া উঠে এবং উহা নৃত্যপোষক, তাই উহা পরিত্যাগ করেন নাই, গোপগণকে আকর্ষণ নিজেদের কৌতুকার্থ এবং উহা দ্বারা কংসের ক্রোধবর্দ্ধনার্থ বুঝিতে হইবে। ২৯

কংস নিজের তূর্য্য বন্ধ করিলেও দেবতূর্য্য বন্ধ হয়

নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ। ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্ম্মতিম্ ॥৩২॥
বসুদেবস্তু দুর্মেধা হন্যতামাশ্বসত্তমঃ। উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ ॥৩৩॥
এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ। লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুত্তুঙ্গমারুহৎ ॥৩৪॥
তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ। মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসিচর্ম্মণী ॥৩৫॥

তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু শ্যেনং যথা দক্ষিণসব্যমম্বরে।
সমগ্রহীদ্দুর্ব্বিসহোগ্রতেজা যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য ॥৩৬॥
প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ ॥৩৭॥
তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ।
হা হেতিশব্দঃ সুমহাংস্তদাভূদুদীরিতঃ সর্ব্বজনৈর্নরেন্দ্র ॥৩৮॥

দুর্বৃত্ত, বসুদেব-পুত্রদ্বয়কে পুর হইতে বাহির করিয়া দেও, এবং গোপদিগের ধন হরণ কর ও দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন করিয়া রাখ। ৩২

দুর্বুদ্ধি অসত্তম বসুদেবকে শীঘ্র মারিয়া ফেল, উগ্রসেন পিতা হইলেও সে সর্ব্বদা পরপক্ষের অনুরাগী, তাহাকেও অনুচর সহ বিনষ্ট কর। ৩৩

দুরাত্মা কংস এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিতে থাকিলে, অব্যয় শ্রমহীন ভগবান্ অতিশয় কুপিত হইলেন এবং অতি শীঘ্র লম্ফ প্রদানে উচ্চ মঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন। ৩৪

আপনার মৃত্যুরূপী ভগবান্‌কে মঞ্চমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নিন্দিত-মনা অর্থাৎ ভীত কংস সহসা উঠিয়া অসিচর্ম্ম গ্রহণ করিল। ৩৫

হে মহারাজ! খড়্গহস্ত হইয়া কংস আকাশে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ভ্রমণ করিতে থাকিলে, উগ্রতেজা তীব্র বিষধর সর্প-নাশকারী গরুড় যেমন সর্পকে ধারণ করে—সেইরূপ অবিষহ্য উগ্রতেজঃশালী ভগবান্ বলপূর্ব্বক কংসকে ধরিয়া ফেলিলেন। ৩৬

মস্তক-চালনায় মুকুট পড়িয়া গেলে কেশে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কংসকে মঞ্চ হইতে রঙ্গস্থলে ফেলিয়া দিয়া, আত্মতন্ত্র অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাসম্পন্ন বিশ্বম্ভর পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর স্বয়ং নিপতিত হইলেন। ৩৭

ভগবানের কংসোপরি পতনে কংস গতপ্রাণ হইলে সিংহ যেমন মৃত হস্তীকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় ভগবান্ দর্শনকারী জগতের সমক্ষে সেই কংসকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! তদ্দর্শনে যাবতীয় লোক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া, তাহাতে তুমুল কোলাহল হইল। ৩৮

নাই, কারণ, দেবগণের তখন কংসভীতি ছিল না। এই কথা স্পষ্টভাবে বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে আছে। ৩১

বিবৃতি—রাম-কৃষ্ণকে বধ করিতে পারিবে না, ইহা বুঝিয়া ভাগিনেয় অবধ্য, এইজন্যই যেন পুর হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কথা বলিয়াছে এবং মনের ভাব এই, ইহারা বনচর—বনপ্রিয় বলিয়া তথায় যাইতে পারে। নন্দ বসুদেবের সহিত সৌহার্দ্দ করায় ও শত্রু পোষণ করায় তাহাকে বন্ধন করিতে বলিয়াছিল। ৩২

অতি শীঘ্র অন্যের অলক্ষ্যে বেগে মঞ্চে লম্ফ দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করেন। ৩৪

এই কংসবধ ব্যাপারে কেহই কৃষ্ণকে বাধা প্রদান করে নাই। কারণ, উহাতে সকলেই সুখ বোধ করিয়াছিল। হাহা শব্দ এই স্থানে বিস্ময়সূচক। বিস্ময় এই যে, তাদৃশ মহাশূর কংসকে বালক অবজ্ঞায় বধ করিতে পারিল। এই কথা বিষ্ণুপুরাণেও এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ৩৮

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥৩৯॥
তস্যানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ। অভ্যধাবন্নভিক্রুদ্ধা ভ্রাতুর্নির্ব্বেশকারিণঃ ॥৪০॥
তথাতিরভসাংস্তাংস্তু সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ। অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥৪১॥
নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ব্রহ্মেশাদ্যা বিভূতয়ঃ। পুষ্পৈঃ কিরন্তস্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২॥
তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ। তত্রাভীয়ুর্বিনিঘ্নন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ ॥৪৩॥
শয়ানান্ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্গ্য শোচতীঃ। বিলেপুঃ সুস্বরং নার্য্যো বিসৃজন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ ॥৪৪॥
হা নাথ প্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল। ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ ॥৪৫॥
ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ। ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসবমঙ্গলা ॥৪৬॥
অনাগসাং ত্বং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্বণম্।
তেনেমাং ভো দশাং নীতো ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্ ॥৪৭॥

হে রাজন্! কংসাসুর নিত্য উদ্বিগ্নচিত্তে ভোজন, পান, ভ্রমণ, শয়ন ও শ্বাস-প্রশ্বাসকালে সদাই দেখিত, যেন ভগবান্ হরি চক্র ধারণ করিয়া তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান আছেন, অতএব সে দেহ পরিত্যাগানন্তর ঐ দুষ্প্রাপ্য রূপই প্রাপ্ত হইল। ৩৯

তাহার কনিষ্ঠ কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আট-জন ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের আনৃণ্য (বৈরিতার প্রতিশোধ) করিবার বাসনায় রোষান্বিত হইয়া ধাবমান হইল।৪০

কিন্তু ভগবান্ রোহিণীনন্দন তাহাদিগকে তদ্রূপ বেগশালী ও তাদৃশ উদ্যুক্ত দেখিয়া (দেব-প্রেরিত অথবা পরিঘ সদৃশ গজদন্ত) পরিঘাস্ত্র উদ্যত করিয়া সিংহ যেমন (অনায়াসে) পশুদিগকে বধ করে, সেইরূপ তাহাদিগকে নিহত করিলেন। ৪১

হে রাজন্! ঐ সময়ে আকাশে দুন্দুভি সকল বাজিয়াছিল, এবং ভগবদ্বিভূতি ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে করিতে সহর্ষে স্তব করিয়াছিলেন এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল। ৪২

হে মহারাজ! তাহাদের (কংসাদির ভ্রাতার) স্ত্রীগণ পতি-মরণে অত্যন্ত দুঃখিত ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া পুনঃ পুনঃ নিজ মস্তকে আঘাত করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিয়াছিল, এবং তাহারা শোক করিতে করিতে বীরশয্যায় শায়িত পতিগণকে আলিঙ্গন করিয়া মুহুর্মুহু অশ্রুমোচন পুরঃসর উচ্চ কাতর-স্বরে বিলাপ করিয়াছিল। ৪৩-৪৪

হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা ধর্ম্মজ্ঞ! হা করুণ! হা অনাথবৎসল! তুমি নিহত হওয়ায় আমরা গৃহ ও প্রজাসহ নিহত হইলাম। ৪৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি এই পুরীর পতি, সংপ্রতি তোমা কর্ত্তৃক বিরহিতা এই পুরী আমাদের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। ইহার উৎসব ও মঙ্গলাদি ব্যাপার সকলই নিবৃত্ত হইয়া গেল। হে প্রভো! তুমি নিরপরাধ প্রাণিসকলের ভয়ঙ্কর দ্রোহ করিয়াছিলে, তাহাতেই এই দশা প্রাপ্ত হইলে; কারণ, কোন্ ভূতদ্রোহী কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ?৪৬-৪৭

বিবৃতি—কংসের মুক্তি বর্ণিত হইতেছে, যাহা ভাবিয়া লোক মরে, সে সেইভাব প্রাপ্ত হয়, এই কথা গীতায় উক্ত আছে। ইহার দৃষ্টান্ত গুটিপোকা, কালনেমিকেও ভগবান্ বধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তাহার মুক্তি হয় নাই, অথচ এক্ষণে ভগবানের নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশ করায় মুক্তি ঘটিল। ৩৯

সর্ব্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ। গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥৪৮॥
শ্রীশুক উবাচ।
রাজযোষিত আশ্বাস্য ভগবাঁল্লোকভাবনঃ। যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ ॥৪৯॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ। কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাস্পৃশ্য পাদয়োঃ ॥৫০॥
দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে কংসবধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি ও অন্তে তাহাতে লয় হয়। তিনিই সকলের পালক ; অতএব যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সে কখনও সুখ পাইতে পারে না। ৪৮

শুকদেব বলিলেন, রাজন্! তাহার পর ভগবান্, রাজস্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া যাহাকে লৌকিকী সংস্থা—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রাণিগণের সম্বন্ধে বলা হয়, সেই ক্রিয়া করাইলেন। ৪৯

পরে পিতা ও মাতাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া রাম ও কৃষ্ণ তাঁহাদের চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। ৫০

হে রাজন্! বসুদেব ও দেবকী রাম-কৃষ্ণ অভিবাদন করিলে ও ইঁহারা জগদীশ্বর, ইহা জানিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করেন নাই। (পরন্তু বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন)। ৫১

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শনে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত তাঁহাদের মনে পড়িয়াছিল, সেই জন্য উঁহাদিগকে জগদীশ্বর বলিয়া বিশেষরূপে তাঁহারা জানিয়া শঙ্কিত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, তাঁহারা প্রণাম করিয়াছিলেন ও স্তব করিয়াছিলেন এবং সেইস্থানে সুদীর্ঘ স্তুতি আছে। ৫১

ইতি দশম স্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ। মাভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্ ॥১॥
উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ। প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্ ॥২॥
নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি। বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ কচিৎ ॥৩॥
ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে। যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদম্ ॥৪॥

শুকদেব বলিলেন, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পিতা-মাতাকে বিদিতার্থ (ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারা) জানিয়া ঐরূপ ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান না হউক, এই জন্য সর্ব্বজন-মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। ১

(প্রথমে পিতামাতাকে মুক্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন) তদনন্তর সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতা-মাতার নিকট বিনয়াবনত হইয়া ও তাঁহাদিগকে প্রীত করিয়া সাদরে বলিলেন, হে তাত! হে অম্ব! এই প্রকার সাদর সম্বোধন দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত করিয়া বলিলেন। ২

হে তাত! আমাদের নিমিত্ত আপনারা নিত্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, আমরা পুত্র হইলেও আমাদের দুইজনের বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাদি প্রত্যেক অবস্থার জন্য আপনাদের কোন সুখভোগ হয় নাই। ৩

আমরাও ভাগ্যহীন, এজন্য আপনাদের নিকট আমাদের বাস করা সম্ভব হয় নাই। আর পিতৃগৃহস্থিত বালকেরা লালিত হইয়া যে আনন্দানুভব করে, তাহাতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। ৪

—পিতা মাতা সাংসারিক সুখভোগ হইবার পূর্ব্বেই 'আমরা দুই জন ঈশ্বর' ইহা জানিতে পারিয়াছেন অথচ এজ্ঞান আমি প্রসন্ন থাকিলে দুর্ল্লভ নহে, বরং আমার প্রতি পুত্রজ্ঞানে প্রেমসুখভোগ করাই দুর্লভ। অতএব এখন যেন সে জ্ঞান না হয়, এই মনে করিয়া ভগবান্ যে মায়ায় সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ রাখিয়াছেন, সেই মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। ভগবান্ কংসকে মারিয়াছেন, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রথমে রঙ্গভূমিতে কংসের দেহ কিছুদূর আকর্ষণ করেন, তারপর কংস-ভ্রাতৃগণকে হত্যা করেন। তারপর বসুদেব দেবকীকে মুক্ত করেন এবং তথায় পিতামাতাকে বন্দনা করেন এবং তথায় তাঁহাদের সঙ্কোচবাক্য কথন। তারপর কংসের পর্ব্বতপ্রায় দেহ যমুনাতীরে বহন অসম্ভব হইলে ভগবান্ একাই সেই দেহ টানিয়া নিয়াছিলেন, এবং উহাতে একটি পরিখা জন্মে। উহাকে অদ্য পর্য্যন্ত কংস-খাত বা কংস-নদী বলে। তার পর কংস-মন্ত্রিগণের তথায় গমন ও বিলাপ, ইহাই ক্রমে বুঝিতে হইবে। ১

ব্রজবাসীদের বাক্যে গোবর্দ্ধন ধারণকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স সাত বর্ষ ছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং বর্ষক্রম এই স্থানে বিচার করা যাইতেছে। সাত বৎসর হইবার পর অষ্টম বর্ষ প্রবেশ হইলেও তাঁহারা সাত বর্ষ বয়স্ক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তখন সাত বর্ষ দুই মাস দশ দিন অতীত হইয়াছিল। এক বর্ষ পূর্ণ হইলে তৃণাবর্ত্তবধ। তৃতীয় বর্ষারম্ভে দামোদর লীলা। চতুর্থ বর্ষারম্ভে বৎসচারণ, পঞ্চমারম্ভে পৌগণ্ড প্রকাশ হইয়াছিল, পঞ্চম বর্ষের গ্রীষ্মকালে কালিয়-দমন। ষষ্ঠে গোচারণ, সপ্তমারম্ভে কৈশোর, সেই বর্ষেই ধেনুকবধ। সপ্তমের গ্রীষ্মে প্রলম্ববধ, অষ্টমের আশ্বিনে বেণু-গীত, কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধনধারণ, একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত গোকুলে বাস করেন—এই বাক্যানুসারে ইহা নিরূপিত হইতেছে। অষ্টমে কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে গোবিন্দাভিষেক, দ্বাদশীতে বরুণ-লোক-গমন, সেই পূর্ণিমায় ব্রহ্মহ্রদাবগাহন। হেমন্তে বস্ত্রহরণ। গ্রীষ্মে যজ্ঞপত্নীদের নিকট অন্নভিক্ষা। নবম বর্ষের শরৎকালে রাসলীলা, শিবরাত্রিতে অম্বিকাবনে গমন, দোলপূর্ণিমায় শঙ্খচূড়-বধ। দশমে স্বৈরলীলা, একাদশের চৈত্রী পূর্ণিমায় অরিষ্টবধ, দ্বাদশের গৌণ ফাল্গুন-দ্বাদশীতে কেশীবধ, শিবরাত্রির দিন কংসবধ। সুতরাং এইরূপে দ্বাদশ পূর্ণ না হওয়ায় "একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোবসৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে। পরন্তু নবম বর্ষান্তেই পূর্ণ কিশোরতা আসিয়াছিল। ৩

সর্ব্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ। ন তয়োর্যাতি নির্ব্বেশং পিত্রোর্মর্ত্ত্যঃ শতায়ুষা ॥৫॥
যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ। বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি ॥৬॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্। গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্প্যোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ ॥৭॥
তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ। মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চ্চতোঃ ॥৮॥
তৎ ক্ষন্তুমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ। অকুর্ব্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্ ॥৯॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা। মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্ ॥১০॥
সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ। ন কিঞ্চিদূচতু রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ ॥১১॥
এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মাতামহন্তূগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্ ॥১২॥

হে পিতঃ। এই দেহে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাদি অর্থ হইবার সম্ভাবনা, এ দেহ যে পিতা-মাতা হইতে উৎপন্ন ও পালিত হইয়াছে, মনুষ্য শতবর্ষ পরমায়ুঃ পাইয়াও সেই পিতা-মাতার ঋণ শোধ করিতে পারে না। ৫

তন্মধ্যে যে পুত্র সমর্থ হইয়াও দেহ ও ধন দ্বারা পিতামাতার জীবিকা সম্পাদন করে না, লোকান্তরে তাহাকে যমদূতেরা তাহার আপনারই মাংস ভক্ষণ করায়। ৬

এবং যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও মাতা, পিতা, কুলবৃদ্ধ, সাধ্বীভার্য্যা, শিশুসন্তান ও গুরু, বিপ্র, শরণাগতদিগকে পোষণ না করে, সে জীবন সত্ত্বেও মৃততুল্য। ৭

অতএব অসামর্থ্য হেতু কংস হইতে নিত্য উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া আপনাদের অর্চ্চনা না করাতে আমাদের এতদিন নিষ্ফলরূপে অতীত হইয়াছে। ৮

পরন্তু হে তাত! হে অম্ব! আমরা দুইজনেই পরাধীন, দুরাত্মা কংসের জন্য সর্ব্বদা অতিশয় ক্লিষ্ট থাকিতাম, এই কারণে আপনাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, অতএব ক্ষমা করুন। অথবা দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে ক্লিষ্ট আপনাদের এত দিন যে শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করুন। ৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মায়া মনুষ্য বিশ্বাত্মা হরির এই প্রকার মোহনবাক্যে বসুদেব ও দেবকী একেবারে মোহিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ও পরে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। ১০

হে রাজন্! তাঁহারা অশ্রুধারা দ্বারা অভিষেক করিতে করিতে স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ ও মোহিত তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ১১

হে রাজন্! ভগবান্ দেবকীনন্দন এই প্রকারে পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিয়া পরে মাতামহ উগ্রসেনসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে যদুদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। ১২

5—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে পিতামাতার ও নিজেদের অভিলাষ-পূরণ না হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে নিজেদের পরিচর্য্যালোপ নিবন্ধন ধর্ম্মহানিও হইয়াছে, এই কথাই বলিয়াছেন। ৫

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজত্ব কল্পিত মাত্র, যদুর অভিশাপ নিবন্ধন রাজ্য গ্রহণ করেন নাই—ইহা করিতে না করিতে বা অন্যথা করিতে যদিও তাঁহার সামর্থ্য ছিল। তিনি প্রথমে উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া পরে রাজা করেন এবং তাঁহার নিকট গোকুলে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে ইহা স্পষ্ট উক্ত আছে। ১২

আহ চাস্মান্ মহারাজ প্রজাশ্চাজ্ঞপ্তুমর্হসি। যযাতিশাপাদ্‌যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে ॥১৩॥
ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ। বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ ॥১৪॥
সর্ব্বান্ স্বান্ জ্ঞাতিসম্বন্ধান্ দিগ্‌ভ্যঃ কংসভয়াকুলান্।
যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান্ ॥১৫॥
সভাজিতান্ সমানায্য বিদেশাবাসকর্শিতান্। ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সন্তর্প্য বিশ্বকৃৎ ॥১৬॥
কৃষ্ণসঙ্কর্ষণভুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ। গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণরামগতজ্বরাঃ ॥১৭॥
বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দবদনাম্বুজম্। নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণম্ ॥১৮॥

এবং বলিলেন, হে মহারাজ! আমরা আপনার প্রজা অতএব আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে পারেন; আমি রাজা হইয়া আজ্ঞা পালন করিতে পারি না; কারণ, যযাতি শাপ নিবন্ধন যদুদিগের রাজাসনে বসিবার অধিকার নাই (যদ্যপি আপনারাও যাদব, তথাপি আমার আজ্ঞায় আপনার রাজাসনে আরোহণ করিতে কোনই দোষ হইবে না।) ১৩

(আপনার সেরূপ শক্তি নাই, ইহা মনে করিবেন না, আমার অনুগ্রহে সকলই হইবে ইহা বলিতেছেন) হে মহারাজ! আমি ভৃত্য হইয়া আপনার সমীপে থাকিলে দেবগণও অবনত হইয়া আপনাকে বলি (রাজকর) প্রদান করিবেন, ইহাতে অন্য নরপতিদের ত কথাই নাই। ১৪

তদনন্তর বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ হরি, কংসভয়ে যে সকল জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং যদু বৃষ্ণি অন্ধক মধু দাশার্হ কুকুরাদি (বংশবিশেষ) পলায়ন করিয়া বিদেশ-বাসে কৃশ হইতেছিল, তাহাদিগকে নানাদিক্ হইতে আনাইয়া ও অভিনন্দিত ও বিত্ত দ্বারা সন্তর্পিত করিয়া স্ব স্ব গৃহে পুনর্ব্বার বাস করাইয়াছিলেন। ১৫-১৬

হে রাজন্। এই সকল ব্যক্তিরা রাম-কৃষ্ণের বাহুবীর্য্যে পরিরক্ষিত এবং তাহাদের হইতে লব্ধ-মনোরথ হইয়া স্ব-স্বগৃহে রাম-কৃষ্ণ হইতে মনঃসন্তাপ দূর হওয়ায় সর্ব্বার্থ পূর্ণ হইয়া বিহার করিতে লাগিল। অধিকন্তু নিত্য প্রমুদিত এবং দয়া ও ঈষদ্ধাস্য-সমন্বিত, কটাক্ষশোভিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবদন অহরহ অবলোকন করিয়া প্রীত হইতে লাগিল। ১৭-১৮

বিবৃতি—যদ্যপি আপনারা যাদব, তথাপি আপনারা ভোজবংশীয়েরা প্রায়ই রাজা হইয়া আসিয়াছেন এবং আমরা বৃষ্ণিগণ প্রায়ই রাজাসন পাই নাই—সুতরাং আপনাদেরই রাজ্য পাওয়া উচিত। ১৩

যদুদিগের মধ্যে আট প্রকার মুখ্য ভেদ; মূলোক্ত ছয়টিও আদি পদগ্রাহ্য ভোজ ও সাত্বত, তন্মধ্যে ভোজগণ অক্রূর সহ প্রায় সকলেই মথুরায় ছিলেন। কংসবধের পর অতি শীঘ্র যানাদি পাঠাইয়া কংসভয়ে যাহারা মথুরা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে আনাইয়া পুনরায় নিজ নিজ গৃহে বাস করাইয়াছিলেন। তাহাদের গৃহ ও গৃহোপযোগী দ্রব্য সকল ও পরিচ্ছদ বৃত্তি প্রভৃতি দিয়া মহোৎসবে বাস করান হয়। তিনি বিশ্বকর্ত্তা বলিয়া অতি শীঘ্র অসংখ্য যাদবগণকে তথায় বাস করাইতে সমর্থ হয়েন, ইহা দ্বারা ইন্দ্রতুল্য বৈভবও সূচিত হইয়াছে, এবং তথায় রোহিণীকেও ব্রজ হইতে আনাইয়াছিলেন। ১৫-১৬

তাহারা প্রথমে কংসবধে দুশ্চিন্তাশূন্য হয়েন, তারপর পুনর্ব্বার জন্মভূমি মথুরায় বাস করিতে পারিয়া লব্ধমনোরথ হয়েন। তারপর কংসভয়াদি হইতে রাম-কৃষ্ণবাহুরক্ষিত সুতরাং ইহা দ্বারাই লব্ধমনোরথ ও মথুরাবাস পূর্ণকাম হইয়া রাম-কৃষ্ণ সহ ক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা সিদ্ধও কতকটা হইয়াছিলেন তাঁহাদের মিলনে নিরুদ্বিগ্ন ও তাঁহাদের ব্যতীত সর্ব্বত্র তাপ ও মিলনে সুখ হইত। তাঁহারা প্রতিদিন সহাস্য দয়াপূর্ণমুখ দেখিয়া অধিকসুখী হইতেন। ১৭-১৮

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ। পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজসুধাং মুহুঃ ॥১৯॥
অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ। সঙ্কর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিষ্বজ্যেদমূচতুঃ ॥২০॥
পিতর্যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্।
পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি ॥২১॥
স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ। শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্যৈঃ পোষরক্ষণে ॥২২॥
যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্। জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥২৩॥
এবং সান্ত্বয্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ। বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্ ॥২৪॥
ইত্যুক্তস্তৌ পরিষ্বজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ। পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ ॥২৫॥

হে মহারাজ! তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও মুকুন্দ-মুখ পদ্ম-সুধা স্ব-স্ব নয়ন দ্বারা মুহুর্মুহু পান করাতে অতিশয় বল ও তেজঃসম্পন্ন যুবা হইয়াছিল। অর্থাৎ যুবকের ন্যায় শরীরেন্দ্রিয় বলযুক্ত হইয়াছিল।

হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর ভগবান্ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এবং সঙ্কর্ষণ রাম নন্দের নিকটে গমন করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন। ১৯-২০

হে পিতঃ! আপনারা স্নেহ পূর্ব্বক আমা-দিগকে যথেষ্ট লালন-পালন করিয়াছেন, কারণ, নিজের দেহাপেক্ষাও আত্মজের প্রতি মাতাপিতার অধিক প্রীতি হইয়া থাকে। (সুতরাং ইহা আশ্চর্য্য নহে ইতি ভাবঃ)। ২১

(তোমরা বসুদেব দেবকীর পুত্র, আমাদের পুত্র নহ, একথা ত বলা যায় না, ইহাই বলিতেছেন) পোষণ ও রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক যে সকল শিশু পরিত্যক্ত হয়, তাহাদিগকে যাঁহারা স্ব-পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই পিতা তাঁহারাই মাতা। ২২

হে তাত! আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন, আমরাও সুহৃদ্গণের সুখবিধান করিয়া স্নেহদুঃখিত জ্ঞাতি যে আপনারা সেই আপনাদিগকে দেখিতে ব্রজে যাইব। ২৩

হে রাজন্! ভগবান্ অচ্যুত এই প্রকারে ব্রজবাসিজনগণ সহ নন্দকে সান্ত্বনা দান করিয়া বসন-ভূষণ ও কাংস্যাদি পাত্র দিয়া পরমাদরে পূজা করিয়াছিলেন। ভগবানের কথা শুনিয়া নন্দ প্রণয় বশতঃ বিকল হইয়া পড়িলেন, পরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে নয়নদ্বয় পূর্ণ করতঃ গোপালগণ সহ ব্রজে গমন করিলেন। ২৪-২৫

বিবৃতি—আজ কল্য যাইব এইরূপ করিয়া কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া গোকুলে যাওয়া ঠিক হইবে না; কারণ, জরাসন্ধ আসিলে মথুরা রক্ষিত হইবে না এবং ব্রজও সংমর্দ্দিত হইবে, এই ভাবিয়া একদিন নন্দকে ব্রজে পাঠাই-বার জন্য রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই নন্দের নিকট গিয়া বালকের ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; পরে বলিলেন, যিনি পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্, তিনিই দেবকীতনয় ব্রজের কৃষ্ণ মাধুর্য্যময়, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

পিতা বলিয়া যিনি মনে করেন, সেই বসুদেবাদির সুখসম্পাদন করিয়া ও যাদব পাণ্ডবাদি মেলনেচ্ছায় বসুদেবের আমি ঔরস পুত্র বিখ্যাপিত করিয়া দন্তবক্র বধের পরে আসিব। অবশ্য ইহার মধ্যে নিজ বিবাহও আছে। সে সকল কথা বলিলে পাছে নন্দের দুঃখ হয়, সেইজন্য বলেন নাই। সাক্ষাৎ পিতা আপনি—আপনাদের কাছে যাইব। আপাততঃ গেলে ইহাদের সহিত সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা ইহাদের সুখবিধান ঐহিক নন্দাদির অবিচ্ছিন্ন শান্তি, নন্দাদির নিকটে নিত্যাবস্থানই যুক্ত। সেই সুহৃদ্গণসমীপে অবস্থান ঐচ্ছিক। ২৩

ভগবান্—যিনি সকল করিতে সমর্থ। তিনি সপ্রণয় বাক্যে ও তত্তৎ প্রদানে সকলকে সন্তোষ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। কুপ্যপদে কাংস্যনির্ম্মিত পাত্র, আদিপদে উত্তম যানাদি, ব্রজের ইহা অপেক্ষা অধিক সম্পদ্ থাকিলেও, ইহা প্রীতিদান। বসুদেব উগ্রসেনাদিকে তথায় আনাইয়া তদ্দ্বারা পূজা করাইয়াছিলেন, নিজে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। ২৪

পুত্রবিচ্ছেদে মূর্চ্ছা-বিবশ নন্দ ব্রজে গিয়াছিলেন। রাম-কৃষ্ণ বসুদেবগৃহে যাইয়া সুখে কাল কাটাইতে

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ। পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্দ্বিজসংস্কৃতিম্ ॥২৬॥
তেভ্যোঽদাদ্দক্ষিণা গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সম্পূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ ॥২৭॥
যাঃ কৃষ্ণরামজন্মর্ক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ। তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্ম্মতো হৃতাঃ ॥২৮॥
ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ। গর্গাদ্‌যদুকুলাচার্য্যাদ্‌গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ ॥২৯॥
প্রভবৌ সর্ব্ববিদ্যানাং সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ। নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥৩০॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ। কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্ ॥৩১॥
যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্। গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥৩২॥
তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ। প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥৩৩॥

হে রাজন্! তদনন্তর শূরনন্দন বসুদেব পুরোহিত গর্গাচার্য্য এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া পুত্রদ্বয়ের যথাবিধি উপনয়নসংস্কার করাইলেন। ২৬

পরে সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক, ক্ষৌম বসনাবৃতা স্বলঙ্কৃতা সুবর্ণমালিনী গাভী সকল দক্ষিণা দিয়াছিলেন। ২৭

হে রাজন্! রাম-কৃষ্ণের জন্মনক্ষত্রে (জন্মকালে) যে সকল ধেনু মনোদ্বারা প্রদত্ত হয়, দুরাত্মা কংস সে সকল গাভী (বসুদেবের যাবতীয় ধন) বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু মহামতি বসুদেব সেই দানের কথা স্মরণ করিয়া রাজগোষ্ঠ হইতে সে সকল আনয়ন পূর্ব্বক এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিলেন। ২৮

তদনন্তর রাম-কৃষ্ণ যদুকুলাচার্য্য গর্গমুনি হইতে উপনয়নসংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন ও শোভন ব্রতধারী তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। ২৯

তাঁহারা দুইজনে জগতের ঈশ্বর, তাঁহাদের হইতেই সর্ব্ববিদ্যার উদ্ভব হয়, অতএব যদিও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ তথাচ মানবোচিত চেষ্টা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান প্রচ্ছাদন করিয়া অনন্তর গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া কাশীদেশোৎপন্ন অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির সমীপে গমন করিলেন। ৩০-৩১

এবং দুইজনে সকল ইন্দ্রিয়দমন ও গুরুর প্রতি যথাবৎ বৃত্তিধারণ করিয়া অন্য সকলকে (গুরুসমীপে শিষ্যের কিরূপ করিতে হয় তাহা) শিক্ষা দান করতঃ ভক্তিসহকারে দেববৎ গুরুকে সেবা করিতে লাগিলেন। ৩২

হে রাজন্! দ্বিজবর সান্দীপনি গুরু, সেই দুই শিষ্যের শুদ্ধভাবযুক্ত অনুবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ এবং উপনিষৎ সহ সকল বেদ উপদেশ দিলেন। ৩৩

লাগিলেন। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না, এই অর্থ যাঁহারা গ্রহণ করিতে হয় করুন, আমরা এ অর্থ গ্রহণ করি না; কারণ—নন্দ ও কৃষ্ণ পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারেন না। যদি চ কৃষ্ণ পারেন, নন্দ কোন মতেই পারেন না, তিনি তাহা হইলে যাবৎ কৃষ্ণ না আসেন তাবৎ মথুরায় থাকিতেন এবং তাঁহাকে লইয়াই ব্রজে যাইতেন। দশমে কৃষ্ণকে না লইয়া ব্রজে গিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, উহাও প্রেমের লক্ষণ নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, নন্দ ও কৃষ্ণের মধ্যে যে সব কথা হয়, উহার অর্থ অন্যরূপ—নন্দ সহ এক কৃষ্ণ গিয়াছিলেন, এক কৃষ্ণ মথুরায় অবস্থান করেন, কিন্তু তাহা সকলে দেখিতে পায় নাই ইত্যাদি প্রকার বৈষ্ণবসম্মত অর্থ চক্রবর্ত্তী করিয়াছেন। যাঁহারা তাদৃশ অর্থ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেই সুদীর্ঘ টীকা পড়িয়া দেখিবেন, উহা সরস ও মধুর। ২৫

সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা। তথাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্‌বিধাম্ ॥৩৪॥
সর্ব্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ। সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ।
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ ॥৩॥
গুরুদক্ষিণয়াচার্য্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ ॥৩৬॥
দ্বিজস্তয়োস্তং মহিমানমদ্ভুতং সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্।
সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং বালং প্রভাসে বরয়াংবভূব হ ॥৩৭॥
তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ।
বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরৎ তয়োঃ ॥৩৮॥

এবং সরহস্য ধনুর্ব্বেদ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি দর্শনবিদ্যা তর্কবিদ্যা এবং সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ এবং আশ্রয় এই ছয় প্রকার রাজনীতিও শিক্ষা দিলেন। ৩৪

হে নৃপ! সেই অমরশ্রেষ্ঠ স্বয়ং সর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক অতএব একবার কথনমাত্রেই সমুদয় গ্রহণ করিলেন। চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে তাঁহারা চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৫

তাহার পর গুরুদক্ষিণা নিমিত্ত গুরুকে প্রলোভিত করিলেন। ৩৬

হে রাজন্! সান্দীপনি মুনি তাঁহাদের অদ্ভুত মহিমা ও অলৌকিকী বুদ্ধিশক্তি নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীর সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক প্রভাসতীর্থে মহাসাগরে আপনার যে শিশুসন্তান নষ্ট হইয়াছিল, তাহাকে যাহাতে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হন, এই প্রার্থনা করিলেন।৩৭

দুরন্তবিক্রম মহারথ রাম ও কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া রথারোহণ করিলেন এবং প্রভাসে গমন পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া ক্ষণকাল তথায় বসিয়া রহিলেন। সমুদ্র তাহা অবগত হইয়া সত্বর তাঁহাদের নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়াছিলেন। ৩৮

বিবৃতি—সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়নে রাজযোগ্যতা হইলে রাজনীতি অধ্যয়ন করান হইয়াছিল, উহার ক্রম এইরূপ, শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ, উপনিষৎ, বেদ, ধনুর্ব্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি, তর্কবিদ্যা, ইহার পর ছয় প্রকার রাজনীতি। ৩৪

উহা এইরূপ যথা:—১ গীত, ২ বাদ্য, ৩ নৃত্য, ৪ নাট্য, ৫ আলেখ্য, (চিত্রবিদ্যা) ৬ বিশেষকচ্ছেদ্য, (তিলকে নানা বিচ্ছেদ রচনা) ৭ তণ্ডুল কুসুমবলিকার, (তণ্ডুল ও পুষ্প দ্বারা নানাবিধ পূজোপহার রচনা) ৮ পুষ্পাস্তরণ (পুষ্প দ্বারা শয্যা রচনা) ৯ দশন-বসনাঙ্গরাগ, ১০ মণিভূমিকাকর্ম্ম (ময়-নির্ম্মিত পাণ্ডব-সভাবৎ মণিরঙ্গ ভূমিকা ক্রিয়া) ১১ শয়নরচন, ১২ উদকবাদ্য, (জলতরঙ্গ-বাদ্য) ১৩ উদকঘাত, (জলস্তম্ভবিদ্যা) ১৪ চিত্রাযোগ (নানাদ্ভুত দর্শনে উপায়) ১৫ মাল্যগ্রথন বিকল্প, ১৬ কেশশেখরাপীড় যোজনা, ১৭ নেপথ্যযোগ, ১৮ কর্ণপত্রভঙ্গ, ১৯ গন্ধযুক্তি, ২০ ভূষণযোজন, ২১ ইন্দ্রজাল, ২২ কৌচুমারযোগ অর্থাৎ কচুমার নামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নিজেতে নানারূপ প্রকটন, ২৩ হস্তলাঘব, (হাত সাফাই) ২৪ চিত্র শাকা পূপভক্ষ্য বিকার—নানারূপ খাদ্যনির্ম্মাণ, ২৫ পানকরস রাগাসব যোজন, পানীয় দ্রব্যের বর্ণ ও মধুরতা সম্পাদন, ২৬ সূচীবাপকর্ম্ম সূত্রক্রীড়া, ২৭ বীণা ডমরুক বাদ্য, ২৮ প্রহেলিকা (গোপন বাক্যের অর্থজ্ঞান) ২৯ প্রতিমাল্য—সর্ব্ববস্তুর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ, ৩০ দুর্ব্বচোযোগ, যাহা বলা যায় না তাহার কথনের উপায়, ৩১ পুস্তকবাচন, ৩২ নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, ৩৩ কাব্যসমস্যাপূরণ, ৩৪ পট্টিকা বেত্র বাণ বিকল্প, ৩৫ তর্কুকর্ম্ম—টেকো দ্বারা সূতা নির্ম্মাণ, ৩৬ তক্ষণ, (সূত্রধরের কর্ম্ম) ৩৭ বাস্তুবিদ্যা, ৩৮ রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ৩৯ ধাতুবাদ, ৪০ মণিরাগজ্ঞান, ৪১ আকরজ্ঞান, ৪২ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, ৪৩ মেষকুক্কুটশাবকযুদ্ধবিধি, ৪৪ শুকশারিপ্রলাপন, ৪৫ উৎসাদন—মন্ত্রণা দ্বারা পরস্পর বন্ধুতা নষ্ট করা, ৪৬ কেশমার্জ্জন-কৌশল, ৪৭ অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন—অদৃষ্ট অক্ষর ও মুষ্টির মধ্যে কি আছে তাহা বলা, ৪৮ ম্লেচ্ছিত বিকল্প, ম্লেচ্ছাদি নানা ভাষাজ্ঞান, ৪৯ দেশভাষাজ্ঞান, ৫০ পুষ্পশকটিকা

তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্। যোঽসাবিহ ত্বয়া গ্রস্তো বলকো মহতোর্ম্মিণা ॥৩৯॥

শ্রীসমুদ্র উবাচ।

নৈবাহার্ষমহং দেব দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্। অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ ॥৪০॥

(আস্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ।)

জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেঽর্ভকম্ ॥৪১॥

তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ। ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্ ॥৪২॥

গত্বা জনার্দ্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহলায়ুধঃ। শঙ্খনির্হ্রাদমাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ ॥৪৩॥

তয়োঃ সপর্য্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্। উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্ব্বভূতাশয়ালয়ম্।

লীলামনুষ্যয়োর্বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্ ॥৪৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্মনিবন্ধনম্। আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥৪৫॥

ভগবান্ তথায় সমুদ্রকে বলিলেন, তুমি মহাতরঙ্গ দ্বারা যে বালকটিকে গ্রাস করিয়াছ, তিনি আমার গুরুপুত্র, শীঘ্র তাঁহাকে আনিয়া দেও। ৩৯

শুকদেব বলিলেন, এই কথা শুনিয়া সমুদ্র (সত্রাসবচনে) বলিল, হে দেব! আমি তাহাকে হরণ করি নাই। পঞ্চজন নামা মহা অসুর শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া নিত্য আমার জলচারী হইয়া আছে, সেই অসুরই তাহাকে হরণ করিয়া থাকিবে। ভগবান্ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিলেন ; কিন্তু তাহার উদর-মধ্যে বালককে দেখিতে পাইলেন না। ৪০-৪২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাসুরের দেহ হইতে উৎপন্ন শঙ্খ লইয়া রথে আসিলেন (যে রথে পূর্ব্ব হইতে বলদেব অপেক্ষা করিতেছিলেন)। তাহার পর সংযমনী নামে যমের প্রিয় পুরীতে বলদেব সহ গমন করিয়া জনার্দ্দন শঙ্খ বাজাইলেন, প্রজাসংহারক যম শঙ্খ-নিনাদ শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাদের মহতী পূজা করিলেন। তাহার পর অবগত হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণবাসী ভগবান্ হরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন, আপনারা দুইজন সাক্ষাৎ বিষ্ণু, লীলা নিমিত্ত মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি আপনাদের কি করিব আজ্ঞা করুন। ৪৩-৪৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহারাজ! নিজের কর্ম্মানুসারে আমার গুরুপুত্র এখানে আনীত হইয়াছেন, (এক্ষণে) আমার আদেশে তাঁহাকে শীঘ্র আনিয়া দেও। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও আমার গুরুপুত্র নিজকর্ম্মানুসারে এখানে আনীত হইয়াছেন, তথাপি আমার আদেশে তাঁহাকে আনিয়া দিলে তোমার দোষ হইবে না)। ৪৫

নিমিত্তজ্ঞান, ৫১ যন্ত্রমাতৃকা, ৫২ ধারণমাতৃকা, ৫৩ সম্পাট্য, হীরকাদি বৈধীকরণ, ৫৪ মানসী বাক্য-ক্রিয়া, (পরমনঃ-স্থিত অর্থে শ্লোকনির্ম্মাণ) ৫৫ ক্রিয়াবিকল্প, এক একটি কার্য্য বহু প্রকারে নিষ্পন্ন করা, ৫৬ ছলিতকযোগ, (পরস্পর বঞ্চনার উপায়) ৫৭ অভিধান কোষ ছন্দোজ্ঞান, ৫৮ বস্ত্রগোপন, ৫৯ দ্যূতবিশেষ, ৬০ আকর্ষণক্রিয়া, ৬১ বালক্রীড়নক, ৬২ বৈনায়কী, ৬৩ বৈজয়িকী, ৬৪ বৈতালিকা। এই চতুঃষষ্টি প্রকার কলাবিদ্যা চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ৩৫

বিবৃতি—জলমধ্যে কৃষ্ণ একাকী প্রবিষ্ট হইয়া শঙ্খাসুরকে বধ করেন, শঙ্খ ভগবানের নিত্য পার্ষদ, বিপ্রশাপে জলমধ্যে শঙ্খরূপে ছিল। অবন্তিখণ্ডমধ্যে পাওয়া যায়, শঙ্খ গ্রাহরূপী ছিল এবং এই শঙ্খাসুরের নিকটেই যমের পুরী যাইবার মত রথ পাইয়াছিলেন। ৪২

তথেতি তেনোপানীতং গুরুপুত্রং যদূত্তমৌ। দত্ত্বা স্ম গুরবে ভূয়ো বৃণীষ্বেতি তমূচতুঃ ॥৪৬॥
শ্রীগুরুরুবাচ।
সম্যক্ সম্পাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ। কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে ॥৪৭॥
গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্ত্তির্বামস্তু পাবনী। ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥৪৮॥
গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা। আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জ্জন্যনিনদেন বৈ ॥৪৯॥
সমনন্দন্ প্রজাঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা রামজনার্দ্দনৌ। অপশ্যন্ত্যো বহ্বহানি নষ্টলব্ধধনা ইব ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
গুরুপুত্রানয়নং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

(এ কথায় যমরাজ) তাহাই করিতেছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বালককে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, রাম ও কৃষ্ণ সেই গুরুপুত্রকে লইয়া গুরুসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক গুরুকে সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন, আপনি পুনর্ব্বার বর প্রার্থনা করুন। ৪৬

গুরু বলিলেন, বৎস! তোমরা দুইজনে সম্যক্ রূপে গুরুদক্ষিণা দিয়াছ, তোমাদের ন্যায় শিষ্যের যিনি গুরু, তাঁহার কোন্ কামনা থাকিতে পারে? ৪৭

হে বীরদ্বয়! এক্ষণে তোমরা নিজগৃহে ফিরিয়া যাও, তোমাদের পবিত্র কীর্ত্তি হউক। তোমাদের অধীত বেদ যেন ইহকালে ও পরকালে অযাত যাম (কার্য্যকর) হয়। ৪৮

হে তাত! গুরু কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া রাম ও কৃষ্ণ বায়ুতুল্য গতিশীল এবং মেঘবৎ গম্ভীর শব্দযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বপুরে সমাগত হইলেন। ৪৯

প্রজাগণ বহু দিন রাম ও কৃষ্ণের দর্শন পায় নাই, অতএব তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বিনষ্ট ধন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ বোধ করিয়া সকলে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল ৫০

বিবৃতি—বিষ্ণুপুরাণে আছে, বলদেব যুদ্ধে যমকে জয় করিয়া যাতনা স্থান হইতে গুরুপুত্রকে আনয়ন করেন; পরে ঐ বালককে আনিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন এবং উহার সহিত বহু রত্নও দিয়াছিলেন এবং গুরুকে আরও কিছু প্রার্থনা করিতে বলেন। ৪৬

পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাগণ এই আনন্দ করিয়াছিল, হরিবংশে উহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ৫০

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥১॥

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ ॥২॥

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥৩॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বৃষ্ণিগণের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য অতিশয় বুদ্ধিমান উদ্ধব নামে যদুবংশীয় এক ব্যক্তি ছিলেন। ১

ভগবান্ শরণাগতদুঃখহারী হরি, কোন সময়ে প্রিয়তম একান্ত ভক্ত সেই উদ্ধবের হস্ত নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ২

হে সৌম্য উদ্ধব! তুমি ব্রজপুরে গমন কর। পিতা-মাতা নন্দ-যশোদার প্রীতি বিধান কর, আমার সন্দেশ বাক্য দ্বারা গোপীদিগের মদ্বিয়োগজনিত মনঃপীড়া অপনোদন কর। ৩

বিশ্বপ্রবৃত্তি—গোপীদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করা অতি গোপনীয়। সুতরাং নিজের সখা ও মন্ত্রী উদ্ধব দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত বোধে তাঁহাকে বৃন্দাবনে দৌত্য করিতে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধবই যে এই কার্য্যে একমাত্র যোগ্য অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার বিশেষণ সকল দ্বারাই সুব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্‌কে নন্দের সহিত ব্রজে গমন করিতে বসুদেব ও দেবকী নিষেধ করিয়া থাকিবেন; কারণ, নন্দ-যশোদার স্নেহ-বদ্ধ কৃষ্ণ মথুরায় আসিবেন না, এই আশঙ্কা তাঁহাদের হইয়াছিল এবং নন্দও গুরুজনের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার সহিত ব্রজে গমন করেন, ইহা ইচ্ছা করেন নাই। অপর, জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্রজে সম্ভব হইবে না, দুর্গাদিযুক্ত মথুরায় তাহা সম্ভব, ইহাও বুঝিয়াছিলেন। এদিকে কৃষ্ণও বসুদেবাদির অজ্ঞাতসারে উদ্ধবমুখে নিজের অনাগমনকারণ জানাইয়াছিলেন। যদু ও ব্রজগণের মধ্যে কলহাশঙ্কায় নন্দাদিকে মথুরায় আনয়ন করেন নাই এবং উভয় দিকে পিতৃষাদির সামঞ্জস্য রক্ষা করাও অন্যতর কারণ ছিল, এবং নিজ প্রেয়সীগণের আনয়নে অসামঞ্জস্য বুঝিয়াছিলেন, এই সকল কারণেই নন্দ প্রভৃতিরাও ব্রজ হইতে মথুরায় যান নাই এবং সেই সকল উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় মথুরায় ও ব্রজে যুগপৎ প্রকটাবস্থিতিও সম্ভব হয় অপ্রকটাবস্থায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা অবস্থিতি আছেই এবং তাহা "ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ" ইত্যাদি স্থলে প্রতিপাদিত হইবে। অপ্রকটাবস্থায়ও কাহার কাহারও নিকটে ক্বচিৎ স্ফুরণ হইয়াছে, উহা অতিশয় ভাবনার ফল, ভগবান্ নিজের প্রিয় সখা উদ্ধবকে নিজের সমাচার দিতে ও তাঁহাদের সংবাদ লইয়া আসিতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। বৃষ্ণিবংশে বহুসম্মত শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী উদ্ধবকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য, তাঁহার বাক্যে তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। উদ্ধব অতিশয় মেধাবী, বাগ্মী, এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, শ্লেষে উদ্ধব অর্থাৎ উৎসব ১

একান্ত ভক্তের লক্ষণ বৈষ্ণবগণ এই প্রকার বলেন যথা—"বিহায় পিতৃদেবাদীন্ পরিনিষ্ঠাং গতে হরৌ। তদ্গাঢ়-প্রেমভিঃ পূর্ণ একান্তীতি নিগদ্যতে।" ২

আমাদের পিতামাতা—তোমারও তাঁহারা পিতামাতা, আমার বিচ্ছেদে তাঁহারা কাতর আছেন, তুমি তাঁহাদের নিকট আমার কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধান করিবে, তুমি উত্তর বাক্য কৌশল দ্বারা অবশ্যই তাঁহাদের প্রীতিবিধানে সমর্থ হইবে। এমন কি, তোমার দর্শন মাত্রেই তাঁহাদের প্রীতি হইবে। গোপীগণের আমার বিয়োগজনিত যে মনঃপীড়া, তাহা বন্ধনের ন্যায় আছে; তুমি তাহা মুক্ত কর। পরন্তু তাঁহাদের প্রীতি জন্মাইতে তুমি সমর্থ হইবে না। তাহা সন্দেশ মাত্রে বা বাক্যচাতুর্য্যে কিম্বা দুই তিনজনে করিতে পারে না ৩

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥৪॥
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ। স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥৫॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন। প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥৬॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ। আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥৭॥
প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ। ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ ॥৮॥

হে বন্ধো! তাহারা মদ্গতচিত্ত, আমিই তাহাদের প্রাণ, আমার নিমিত্তই তাহারা পতিপুত্রাদি ত্যাগ করিয়াছিল এবং আমি তাহাদের দয়িত-শ্রেষ্ঠ ও আত্মা, তাহারা মনোদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ও তাহার সাধন বিসর্জ্জন করে, আমি তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকি। ৪

বিরহজনিত উৎকণ্ঠা পরবশ সেই সকল গোকুল-রমণীগণ, তাহাদের প্রিয়তম যাবতীয় পদার্থমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম আমি দূরস্থ হওয়ায় অবশ্যই আমাকে স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছে। ৫

মদ্গতজীবন আমার গোপীগণ আমি আসিব এই আমার সন্দেশ বাক্যে এ যাবৎ কাল অতিকষ্টে কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া আছে। ৬

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত হইয়া উদ্ধব প্রভুর সন্দেশবাক্য সাদরে গ্রহণ করিলেন ও রথে আরোহণ করিয়া নন্দগোকুলে গমন করিলেন। ৭

সূর্য্যাস্তগমনকালে, গোষ্ঠে প্রবেশকালীন পশুদিগের খুরোত্থিত ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন রথে আরোহণ করিয়া উদ্ধব নন্দব্রজে উপনীত হইলেন। ৮

বিবৃতি—আমার বিচ্ছেদে তাহাদের মনঃপ্রাণশূন্য প্রায়, সুতরাং তাহাদের প্রীতি হইতে পারে না। তাহারা আমাকে প্রিয় পতি বলিয়া জানে, কিম্বদন্তী অমূলক জানিবে; "অপিবত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহাই প্রতীত হয়, পরন্তু স্বামিপাদের ইহা অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু গোপীরা আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক, সুতরাং তাহাদের মনঃপীড়ায় আমিও মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। ৪

গোপীরা অন্তরনুসন্ধানকালে শোকশূন্য থাকিলেও বাহিরনুসন্ধানকালে পরম ব্যগ্র হইতেন। মমতাস্পদ মাত্রেই প্রিয়, তদপেক্ষায় সহজাস্পদ প্রিয়তর যে আত্মা, গোপীদের তদপেক্ষায়ও আমি প্রিয়তম, সেই আমি দূরে থাকায় তাহা ভাবনা করিয়া তাহারা মূর্চ্ছিত হইতেছে। মোহের প্রতি কারণ বিরহোৎকণ্ঠা। ৫

গোপীদের আত্মা যদি তাহাদের দেহে থাকিত, তবে বিরহতাপে এতদিন দগ্ধ হইয়া যাইত, আমাতে আত্মা থাকাতেই কোনরূপে বাঁচিয়া আছে, ইতি ভাবঃ। গোপীদের দশমী দশা উপস্থিত, ইহাই শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, অতিকষ্টে নির্গতপ্রায় জীবনকে ধারণ করিতেছে, সুতরাং ইহার পর আর কত দিন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। নিজের বাক্যের অন্যথাভাব লক্ষ্য করিয়া লজ্জায় এখানে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কোন প্রকারে এই কথা বলিয়াছেন। সন্দেশৈঃ এই বহুবচন দ্বারা বহুবার এই সন্দেশ বাক্য প্রেরণ বুঝায়। প্রথমোক্ত বাক্যে আমি যাইব এই আশায় জীবন ধারণ, পরে বিলম্ব দর্শনে মূর্চ্ছা। তারপর তদবস্থায় পুনঃ স্মরণে পুনঃ পুনর্মূর্চ্ছা, 'মে বল্লব্যঃ' 'পিত্রোঃ' ইত্যাদি কথ দ্বারা নিজের গোপরূপতা ও গোপাভিমানিতা প্রতীত হয়, সুতরাং পরদারত্ব কল্পনা অন্যায়, যদিও আমি শীঘ্রই যাইব, এই আশ্বাসে তাহারা জীবন ধারণ করিবে; তথাপি হয় ত, কেহ কেহ জীবন ধারণ নাও করিতে পারে এইজন্য তুমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবে। গোকুলে বহু প্রকার প্রেম দেখা যায়, যথা—উৎকণ্ঠাপ্রধান, বিভ্রান্তপ্রধান, ও বিবেকশূন্য। ইহার সকলই শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারজনক। ৬

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ। ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরূধোভারৈঃ স্ববৎসকান্ ॥৯॥
ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ। গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ ॥১০॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ। স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্ ॥১১॥
অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্র-পিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ। ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্ ॥১২॥
সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্। হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥১৩॥
তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্। নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়ৎ ॥১৪॥
ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্। গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছৎ পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥১৫॥
কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ। আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥১৬॥
দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা। সাধূনাং ধর্ম্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা ॥১৭॥
অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্। গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥১৮॥

হে মহারাজ! সেখানে বাসিতা (রজঃস্বলা) গাভীর নিমিত্ত মত্ত গো বৃষ সকল যুদ্ধ করিতেছিল, আর ধেনুগণ স্তনভরে কাতর হইয়া স্ব স্ব বৎসদের প্রতি ধাবিত হইতেছিল, শুভ্র গোবৎস সকল ইতস্ততঃ উৎপতিত হওয়ায় সেই স্থান শোভাযুক্ত হইয়াছিল, এবং গো-দোহন শব্দ সহ ত্যাগ কর আনয়ন কর দেও ইত্যাদি শব্দযুক্ত বেণুধ্বনি রব শ্রুত হইয়াছিল, অপর গোপীগণ রাম ও কৃষ্ণের পবিত্র কীর্ত্তি গান করিতেছিলেন এবং সেই স্থান স্বলঙ্কৃত গোপী ও গোপগণ দ্বারা সুবিরাজিত ছিল। ৯-১১

অগ্নি অর্ক অতিথি গো বিপ্র পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনাযুক্ত গোপদিগের গৃহ সকলে ও ধূপ দীপ মাল্যে মনোরম সেইস্থানে উদ্ধব উপনীত হইলেন। ১২

সেখানকার চারিদিকে পুষ্পিত বন, পক্ষী ও ভ্রমরকুল কর্ত্তৃক অনুনাদিত ছিল, এবং হংসকার-ণ্ডবাকীর্ণ পদ্মসমূহ দ্বারাও সে স্থান সর্ব্বতোভাবে সুশোভিত ছিল। ১৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর সেই উদ্ধবকে সমাগত দেখিয়া প্রীত নন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বাসুদেব-বুদ্ধিতে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ১৪

পরে পরমান্ন দ্বারা ভোজিত ও শয্যায় সুখে শায়িত এবং ভৃত্য দ্বারা পাদসম্বাহনে গতশ্রম উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৫

হে মহাভাগ! আমার সখা শূরনন্দন বসুদেব বন্ধন ও সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে মুক্ত ও সুহৃদ্গণে ও সন্তানগণে পরিবৃত হইয়া কুশলে আছেন ত? ১৬

ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা কংস নিজপাপে অনুজ-গণসহ নিহত হইয়াছে, যে পাপাত্মা সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল সাধুগণকে বিদ্বেষ করিত। ১৭

অহে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদিগকে এবং তাঁহার মাতাকে স্মরণ করেন, আর সুহৃদ্, সখা, গোপ, তিনিই যাহার নাথ সেই ব্রজ, গাভী, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধন এ সকল কি স্মরণ করেন? ১৮

বিবৃতি—যদিও বৈষ্ণবগণের বিধিনিষেধাধীনতা নাই, তথাপি তাঁহারা লীলার্থ কর্ম্ম করেন। গোপগণ বৈশ্য জাতীয় এইজন্য দ্বিজ। এইজন্যই নামকরণ কালে 'কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং' বলা হইয়াছে এবং 'বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেৎ' 'বার্ত্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশং' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গোপগণের বৈশ্যত্ব, দ্বিজত্ব ও উপনয়নসংস্কার ছিল ইহা বুঝাইয়াছে, মূলে বৈদিকাচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ১২

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্। তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥১৯॥
দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ। দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥২০॥
স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্। হসিতং ভাবিতঞ্চাঙ্গ সর্ব্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্। আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্ ॥২২॥
মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ। সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা ॥২৩॥
কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা। অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥২৪॥
তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্। বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্গিরিম্ ॥২৫॥
প্রলম্বো ধেনুকোঽরিষ্টস্তৃণাবর্ত্তো বকাদয়ঃ। দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া ॥২৬॥

হে উদ্ধব! গোবিন্দ কি একবার মাত্র স্বজনগণকে দর্শন করিতে আসিবেন? আহা, সেই সুন্দর নাসিকাযুক্ত সহাস্য বদন কবে দেখিতে পাইব? ১৯

(শ্রীকৃষ্ণ-কৃত উপকার স্মরণে অনুপম আনন্দ অনুভব করিয়া উহা বলিতেছেন), অহো! সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দাবানল, প্রবল বাতবর্ষ, বৃষ, সর্প এবং অন্যান্য দুরতিক্রমণীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ২০

অহো। উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল বীর্য্য-দাবাগ্নি মোক্ষণাদি সলীলাপাঙ্গে দর্শন, হাস্য, মধুর বাক্য স্মরণে আমাদের সকল ক্রিয়া শিথিল হয়। ২১

(কেবল যে ক্রিয়া শিথিল হয় এমত নহে, ধীরে ধীরে সব কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় ইহা বলিতেছেন) আমরা যখন মুকুন্দ-পদভূষিত নদী, পর্ব্বত, বনোদ্দেশ ও ক্রীড়াস্থান নিরীক্ষণ করি, তখন আমাদের মন তৎস্বরূপতা লাভ করে (সুতরাং আমরা কি করিব?) ২২

মহামুনি গর্গের গম্ভীর বাক্যানুসারে আমাদের মনে হয়, রাম ও কৃষ্ণ দুইজনে শ্রেষ্ঠ দেবতা, দেবগণের মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত এখানে (মর্ত্ত্য-লোকে) আসিয়াছেন। ২৩

(কেবল তাহার বাক্য নহে ব্যবহারও তদ্রূপ) দশ সহস্র মত্ত হস্তীর বলশালী কংসকে এবং প্রখ্যাত দুই মল্লকে এবং গজপতি কুবলয়াপীড়কে সিংহ যেমন পশুবধ করে, তাঁহারা অবলীলাক্রমে বধ করিয়াছেন।২৪

গজরাজ যেমন অবলীলাক্রমে যষ্টিকে ভঙ্গ করে, সেইরূপ তালত্রয় (সপ্তবিংশতি বিতস্তি) পরিমাণ সুকঠিন ধনুঃ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এক হস্তে প্রকাণ্ড পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রলম্ব ধেনুক অরিষ্ট তৃণাবর্ত্ত বক প্রভৃতি সুরাসুরবিজয়ী দৈত্যগণকে যিনি অবলীলাক্রমে বধ করিয়াছেন। ২৫-২৬

বিশ্বস্তি—হে উদ্ধব! কৃষ্ণ কি একবারের জন্যও এখানে আসিবেন? তুমি তাঁহার মনের অভিপ্রায় জান,এখানে আসিয়া নিশ্চলভাবে বাস করিতে বলি না, একটিবার মাত্র তাঁহাকে দেখিতে চাই। এই সকল তাঁহার স্বজন তাঁহার অদর্শনে দুই তিন দিনে হয় ত মরিয়া যাইবে, তাহাদের দেখিতে একবারের জন্যও কি গোবিন্দ আসিবেন? তাঁহার এই গৃহদ্রব্য নিয়া তিনি যথায় ইচ্ছা গমন করুন। সেই কোটিচন্দ্রবিনিন্দিত অতি সুন্দর বদন, সেই নিরুপম নাসা, সেই অমৃতমধুর হাস্য, সেই সরোজ দল সদৃশ দীর্ঘ আয়ত নয়ন এই অন্তকালে একবার দেখিয়া মরিতে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে ইতি ভাব। ১৯

অন্তরে ব্যগ্র থাকায় বাহিরে প্রযত্নশূন্য হইয়া থাকি। কার্য্যাদিতে অন্যচিত্ত হইয়া দুদণ্ড যে সুস্থ থাকিব, তাহারও উপায় নাই। ২১

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ। অত্যুৎকণ্ঠোঽভবৎ তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ ॥২৭॥

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ। শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥২৮॥

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ। বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥২৯॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী ॥৩০॥

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥৩১॥

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধম্।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥৩২॥

তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ নারায়ণে কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তো নিতরাং মহাত্মনঃ কিংবাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যম্ ॥৩৩॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণানুরক্তচিত্ত নন্দ এই প্রকার বারবার স্মরণ করিয়া প্রেমাবেশে বিবশ অতএব অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠ হইয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। পুত্রের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণে যশোদারও অশ্রুপাত হইতে লাগিল, এবং স্নেহবশতঃ তাঁহার স্তনদ্বয় পরিপ্লুত হইতে লাগিল। ২৭-২৮

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার এই প্রকার গাঢ় অনুরাগ অবলোকন করিয়া উদ্ধব সানন্দে নন্দকে বলিলেন। ২৯

হে নন্দ! তোমরা দুইজন দেহধারীদিগের মধ্যে পরম শ্লাঘ্যতম, যেহেতু অখিলগুরু নারায়ণে এতাদৃশী ভক্তি করিয়াছ। ৩০

হে গোপরাজ! রাম ও কৃষ্ণ এই দুইজন বিশ্বের বীজ ও যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, (পুরুষ ও প্রকৃতিই বীজ ও যোনি বলিয়া প্রসিদ্ধ এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি, এবং তাঁহারা দুইজনে ভূত সকলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভূতোপহিত বিবিধ ভেদের তথা জীবের নিয়ন্তা, কারণ, তাঁহারা পুরাণপুরুষ অর্থাৎ অনাদি। ৩১

যে কোন জীব প্রাণবিয়োগকালে (মরণসময়ে) ক্ষণকালের জন্য যাঁহাতে বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ মন সমাবেশিত করিয়া কর্ম্মবাসনাচ্ছেদন পূর্ব্বক শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অতএব ব্রহ্মময়-স্বরূপ জ্ঞানবান্ হইয়া তৎপদ লাভ করে। ৩২

অখিলের আত্মা ও কারণ এবং কারণবশে মনুষ্যমূর্ত্তি, পরিপূর্ণ স্বরূপ সেই ভগবান্ নারায়ণে তোমরা দুইজনে—পরমভক্তি করিতেছ, অতএব তোমাদের নিজকর্ত্তব্যের আর কি অবশিষ্ট আছে? (কিছুই না, সকলই পরিপূর্ণ, কেবল তোমাদের সন্তোষকর কার্য্য করা—তাহাই অবশিষ্ট আছে। ৩৩

বিবৃতি—প্রথমে বর্ণন দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন। হে মানদ! তোমরা দুইজনই শ্রীকৃষ্ণাবতারলীলার তৎপরিকররূপে অবতীর্ণ মহাভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি ব্যক্তিরা এইরূপ ছিলেন বলিয়া চিরকাল লোকে তোমাদের কথা কীর্ত্তন করিবে। অখিল গুরু নারায়ণ তোমাদের ঈদৃশী পুত্রভাবময়ী, অতএব কৃষ্ণকে বশীভূত করিবার উৎকৃষ্ট মোহনাস্ত্ররূপা বুদ্ধি করিয়াছ। ৩০

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ। প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৩৪॥
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্। যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥৩৫॥
মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে। অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥৩৬॥
নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োঽস্ত্যমানিনঃ। নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥৩৭॥
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ। নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥৩৮॥
ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু। ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে ॥৩৯॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্। ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥৪০॥

হে গোপরাজ! ভগবান্ যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ অচিরকালমধ্যে পুনরায় ব্রজে আসিবেন এবং তাঁহার পিতামাতা তোমাদের প্রিয়বিধান করিবেন। ৩৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বযাদবগণের প্রতিকূল (শত্রু) কংসকে বধ করিয়া তোমাদের নিকট আগমনপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছিলেন (যাত যূয়ং ব্রজং ইত্যাদি), তাহা তিনি সত্য করিবেন। ৩৫

হে মহাভাগ! তোমরা খেদ করিও না, এখনই অথবা সমীপে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন বহ্নি থাকে, সেইরূপ তিনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়-মধ্যে বিদ্যমান আছেন। (অর্থাৎ যেমন মন্থন না করিলে কাষ্ঠমধ্যস্থ বহ্নিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ ভক্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ৩৬

তিনি সর্ব্বত্র সমান ও অমানী; সুতরাং তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, অতএব উত্তম অধম অথবা সমানও কেহ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার মাতা পিতা ভার্য্যা পুত্র ইত্যাদি অথবা আত্মীয় অনাত্মীয়, কিম্বা দেহ জন্ম কিছুই নাই। ৩৭-৩৮

অপর, তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই পরন্তু তিনি ঐ-রূপ জন্মকর্ম্মাদিহীন হইয়াও ক্রীড়ার্থ সাধুজনের পালন করিবার উদ্দেশ্যে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস যোনিতে অথবা দেবাদি, মৎস্যাদি ও নৃসিংহাদি যোনিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ৩৯

(যদি বল জন্মাদিরহিত পুরুষের ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তর এই) তিনি নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ভজনা করেন, এবং ক্রীড়াতীত হইয়াও ক্রীড়া করিবার জন্য ঐ সকল গুণ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিয়া থাকেন। ৪০

বিবৃতি—বর্ত্তমানকাল নির্দ্দেশ করায় আসিতেছেন ইহা বুঝায়, এবং ইহা তিনি আমাদিগের সহিত শপথ করিয়াছেন। ৩৫

অথবা প্রাণিগণের হৃদয়মধ্যে পরমাত্মরূপে জ্যোতির ন্যায় এবং কাষ্ঠমধ্যে অগ্নিরূপ জ্যোতির ন্যায় অপ্রকট হইয়া তোমাদের নিকটে তিনি আছেন। তিনি সর্ব্বদা তোমা-দিগকে দেখেন, তোমরা মনোদ্বারা তাঁহাকে দেখিয়া থাক, চক্ষুর দ্বারাও শীঘ্র দেখিতে পাইবে; ইহা তাৎপর্য্যার্থ। ৩৬

জীবসকলের যেমন প্রিয়াদি জননাস্ত চতুর্দ্দশভাব হয়, সেইরূপ তাঁহার হয় না। শ্রীকৃষ্ণের উপকারাদি দ্বারা কেহ অতিশয় অথবা একাংশে প্রিয় হয় না, সেইরূপ অপকারাদি দ্বারা অপ্রিয়ও হয় না, এবং সৌন্দর্য্য পাণ্ডিত্যাদি গুণদৃষ্টি নিবন্ধন উত্তম প্রশংসার্হ, অথবা কুরূপতা কুবুদ্ধিত্ব নিবন্ধন অধম-নিন্দনীয় কেহ হয়েন না। তাদৃশ গুণ দোষদৃষ্টি না থাকায় তিনি সর্ব্বত্র সমান, এবং তত্তদভিমানশূন্য, অতএব এতাদৃশ বিকারবুদ্ধি তাঁহাতে সম্ভব হয় না। ৩৭-৩৮

ভগবান্ এইরূপ হইলেও সাধুত্বনিবন্ধন প্রিয়াদি ও সাধুদ্রোহিত্ব নিবন্ধন অপ্রিয়াদি আছে এই কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহা সজ্জাতি, ইহা অসজ্জাতি ইত্যাদি আদর ও অনাদর অনুসন্ধান না করিয়াই সেই সেই যোনিতে সাধুগণের রক্ষার্থ তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইচ্ছামাত্রে এ সকল সম্ভব হইলেও লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং এই ন্যায়ানুসারে ক্রীড়ার জন্যই তাদৃশ তাদৃশ যোনিতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাঁহাতে কোন প্রকার লেপ না থাকিলেও সাধু তাঁহার প্রিয় ও তাহাকে তিনি ভালবাসেন, "সাধবো হৃদয়ং মম" ইহা তাঁহারই উক্তি। তোমাদের প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তোমাদের সন্তোষসাধনার্থ অচিরাৎ তিনি আসিবেন। ৩৯

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে। চিত্তে কর্ত্তরি তত্রাত্মা কর্ত্তেবাহং ধিয়া স্মৃতঃ ॥৪১॥
যুবয়োরেবনৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ। সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ ॥৪২॥
দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥৪৩॥
এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥৪৪॥
তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজূ রজ্জুর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডলত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ ॥৪৫॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥৪৬॥
ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে নন্দদ্বারি ব্রজৌকসঃ। দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্ ॥৪৭॥

যেমন কুম্ভকারের চক্র ভ্রমণ করিতে থাকিলে উহাতে দৃষ্টি সম্বদ্ধ থাকায় মানব ভূমিও ঘুরিতেছে মনে করে, সেইরূপ চিত্ত কর্ত্তা হইলেও তাহাতে অহংবুদ্ধির অধ্যাসনিবন্ধন, আত্মাই যেন কর্ত্তা এইরূপ প্রতীয়মান হয়। সেই ঈশ্বরও সৃষ্ট্যাদি আবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ৪১

হে ব্রজরাজ! সেই ভগবান্ হরি কেবল তোমাদের দুইজনেরই আত্মজ নহেন, তিনি সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতা, মাতা, এবং তিনিই ঈশ্বর। ৪২

অধিকন্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, স্থাবর, জঙ্গম, বড় ছোট যে কিছু দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে তাহা কিছুই যথার্থত নির্ব্বচনার্হ বস্তু নহে, তিনিই ঐ সকল বস্তু, তিনিই পরমাত্মাস্বরূপ। ৪৩

হে রাজন্! নন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধবের কথোপকথনে সেই রজনী অতিবাহিত হইয়াছিল। নিশাবসানে গোপীগণ শয়ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন এবং দেহল্যাদি মার্জন করিয়া দধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৪

সেই সকল গোপী দীপালোকে উদ্দীপিত অথবা দীপ হইতে অধিক উজ্জ্বল (কাঞ্চী প্রভৃতিতে অবস্থিত) মণিসকল দ্বারা অধিক শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রজ্জুর আকর্ষণে ব্যাপৃত ভুজসকলে নিবদ্ধ কঙ্কণশ্রেণী যাঁহাদের, এবং যাঁহাদের নিতম্ব, স্তন-হার চঞ্চল হইয়াছিল, আর কপোলদেশ কর্ণকুণ্ডলে উদ্ভাসিত এবং যাঁহাদের আনন অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে রঞ্জিত ছিল, তাঁহারা অধিক শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৫

পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রপানকারিণী ব্রজাঙ্গনাগণের গানশব্দ দধিমন্থন শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছিল। যে শব্দে দিক্ সকলের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। ৪৬

ভগবান্ সূর্য্যদেব উদিত হইলে, ব্রজবাসীরা ব্রজদ্বারে একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত রথ দেখিয়া এই রথখানি কাহার? ইহা বলিয়াছিলেন। ৪৭

বিবৃতি—ভ্রাম্যমাণ কোন যন্ত্রাদিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে যেমন তাহার নিকট পৃথিবীই ভ্রাম্যমাণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চিত্তে যখন অহংবুদ্ধির অধ্যাস হয়, তখন আত্মাই বলিয়া প্রতীত হয়েন, অথবা তোমাদেরই ইনি আত্মজ, সকল আত্মজ নহে, যেহেতুক তিনি সকলের আত্মা, পিতা (জনয়িতা), মাতা (ধারয়িতা), ঈশ্বর (কর্ম্মফলদাতা)। ৪১-৪২

অক্রূর আগতঃ কিংবা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ। যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণ কমললোচনঃ ॥৪৮॥
কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্ত্তুঃ প্রীতস্য নিষ্কৃতিম্। ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে উদ্ধবযানং নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬॥

(সক্রোধে তাঁহারা বলিলেন) যে ব্যক্তি কংসের প্রয়োজন সাধন করিয়াছে এবং যে কমললোচন কৃষ্ণকে এখান হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছে, সেই অক্রূর আসিয়াছে কি ? ৪৮

(কংসবধের পর অক্রূর পুনর্ব্বার কেন আসিল ? এই আশঙ্কা করিয়া তাহার কার্য্য সম্ভাবনা করিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাওয়ায় প্রীত অথবা প্রেতস্য এই পাঠে মৃত কংসের নিষ্কৃতি, ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য কি আমাদের দ্বারা সাধন করিবে, অর্থাৎ আমাদের মাংস দ্বারা মৃত প্রভু কংসের পিণ্ডদান করিবে কি ? হে রাজন্! ব্রজস্ত্রীগণ এইরূপ যখন বলিতেছিলেন, সেই সময় উদ্ধব কৃতাহ্নিক হইয়া তথায় আগত হইলেন ।৪৯

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনম্।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥১॥
সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীচ্যদর্শনঃ কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ।
ইতি স্ম সর্ব্বাঃ পরিববুরুৎসুকাস্তমুত্তমঃশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ ॥২॥
তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ।
রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥৩॥
জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্। ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৪॥
অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে। স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥৫॥
অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্। পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্‌পদৈঃ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, ব্রজরমণীগণ, আজানুলম্বিত-বাহু, নবীন পদ্মতুল্য নয়ন, পীতাম্বর, পদ্মমালী, সুন্দর মুখারবিন্দ সেই উদ্ধবকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কাহার সন্তান, কে ইনি, অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষণযুক্ত, এইরূপ বলিতে বলিতে সোৎসুকা সেই সকল ব্রজরমণী, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত উদ্ধবকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। ১-২

তাহার পর সেই উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় বার্ত্তাবহ জানিয়া আসনে উপবিষ্ট উদ্ধবের নিকট বিনয়ে অবনতা ব্রজাঙ্গনাগণ সলজ্জ হাস্যাবলোকন ও সুমিষ্ট বাক্যে সুসংকৃত উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩

ব্রজসমীপে আগত, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবক তোমাকে আমরা জানি, পিতা মাতার প্রিয় করিবার বাসনায় তোমার প্রভু তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ৪

এতদ্ব্যতীত এই গোব্রজে তাঁহার কিছুই স্মরণীয় আছে বলিয়া দেখা যায় না, অহো! বন্ধুগণের প্রতি স্নেহানুবন্ধ মুনিগণের ও দুস্ত্যজ্য। ৫

অন্য লোকের প্রতি যে মৈত্রী হয়, উহা অর্থকৃত অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তু পাইবার জন্য সুতরাং স্বাভাবিক নহে। যাবৎকাল কার্য্য থাকে অর্থাৎ প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, তাবৎকাল সেই মৈত্রীর অনুকরণ মাত্র (আমাদের সহিত কোন বন্ধুতা নাই, সুতরাং মিলনও অস্থির); (তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত) যেমন স্ত্রীগণের প্রতি পুরুষদের মৈত্রী ও কুসুমসমূহের সহিত ভ্রমরগণের প্রণয়। (এই অস্থিরতায় তাহাদের কোন দোষ নাই, কিন্তু ভ্রমরগণের লৌল্য নিবন্ধন দোষ)। ৬

বিবৃতি—তোমাকে যখন কৃষ্ণের সেবক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, তখন প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। তোমার আগমনের কারণ—নিজে প্রভু প্রেরণ করিয়াছেন। নিজে না আসিয়া তোমাকে প্রেরণ দ্বারা তাঁহার এ স্থানের প্রতি আর সে আদর নাই। এ প্রেরণ কেবল লৌকিকতা মাত্র, তুমি যে আসিয়াছ সে কেবল প্রভুর আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত। প্রয়োজন একটি মাত্র তাহাও জানি, উহা পিতামাতার প্রিয়সাধন। তথাপি নিজের প্রেমে নয় ইতি ভাব। ৪

তবে যে পিতামাতাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার স্নেহের গুণ, তাঁহার গুণ নহে। মুনিগণও অতিকষ্টে বন্ধু-বান্ধবগণের কথা বিস্মৃত হয়েন, সহসা তাঁহারাও পারেন না। ৫

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্যং নৃপতিং প্রজাঃ। অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥৭॥
খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্। দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥৮॥
ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ। কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥৯॥
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ। তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥১০॥
কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্। প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥১১॥
গোপ্যুবাচ।

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥১২॥

(মিথুনতা সম্বন্ধ যদি ধর্ম্মপ্রধান হয়, আর যদি কেবল গ্রাম্যধর্ম্মময় হয়, তবে উহা অস্থির হয় এই কথা উদাহরণচ্ছলে বলা হইতেছে) গণিকারা নির্ধন পুরুষকে, প্রজাগণ পালনাসমর্থ রাজাকে, অধীত-বিদ্য ব্যক্তিরা আচার্য্যকে, এবং ঋত্বিকেরা (পুরোহিতেরা) দত্তদক্ষিণ যজমানকে পরিত্যাগ করেন। বিহগগণ ফলশূন্য বৃক্ষকে, অতিথিগণ ভোজনান্তে গৃহস্থের গৃহকে, মৃগগণ দগ্ধীভূত অরণ্যকে ত্যাগ করে, আর উপপতিগণ উপভোগান্তে অতৃপ্তা রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ৭-৮

হে রাজন্! গোপীদিগের বাক্য, কায় ও মন গোবিন্দে বিনিবেশিত ছিল, কৃষ্ণ-দূত উদ্ধব ব্রজে আসিলে তাঁহারা লোক-ব্যবহার বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসকল কীর্ত্তন এবং তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কালের যে সমস্ত ব্যাপার তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া নির্লজ্জ ভাবে রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯-১০

কোন গোপী একটি ভ্রমরকে দেখিয়া অথবা ভ্রমরচ্ছলে প্রিয়তম-প্রেরিত সেই উদ্ধবকে দেখিয়া প্রিয়সঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত ইহাকে দূত পাঠাইয়াছেন এই কল্পনা করিয়া এইরূপ বলিলেন। ১১

সেই গোপী বলিলেন, হে মধুপ! হে ধূর্ত্তবন্ধো! আমার চরণ স্পর্শ করিও না, অর্থাৎ নমস্কার দ্বারা আমাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিও না। আমাদের সপত্নীর কুচ দ্বারা বিমর্দ্দিত যে শ্রীকৃষ্ণের বনমালা—সেই কুঙ্কুমরঞ্জিত মালার সংস্পর্শে পীত-পরাগরঞ্জিত শ্মশ্রু হইয়াছে, মধুপতি সেই সকল মানিনীদিগকেই প্রসন্ন করুন (আমাকে প্রসন্ন করিয়া কি হইবে ?), তুমি যাহার এইরূপ দূত সেই কৃষ্ণ যদু-সভায় উপহাসাস্পদ হইবেন। ১২

বিশ্বনাথ—দৃষ্টান্তস্থলে পুরুষে নিন্দনীয় জারপদ ও সেই-রূপ স্ত্রীগণে পুংশ্চলীপদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের বলার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা জন্মাবধি তাহাতে অনুরাগ করিয়া আসিয়াছি। আর তিনি আমাদিগকে উপভোগান্তে পরিত্যাগ করিয়া জারতুল্য হইয়াছেন। ধন, পালন, অধ্যয়ন, পূজা, উপজীবন, ভোজন, আশ্রয়ণ ও রতি এই আটটি লোকদের অপেক্ষিত বিষয়, ভদ্র ও অভদ্র সকলই উপাধি মাত্র সুতরাং ইহা স্নেহ-নির্ব্বাহক নহে। ৭-৮

মহাভাববিশেষের ভ্রমসদৃশ কোন অবস্থার নাম দিব্যো-ন্মাদ, উদ্ঘূর্ণ চিত্রজল্প প্রভৃতি উহার অনেক ভেদ আছে। এই রসগ্রন্থানুসারে তাহাদের মধ্যে কাহারও দিব্যোন্মাদ-ময় চিত্রজল্প বলিবার জন্য বলিতেছেন, কাচিদিতি, কোনও পরম প্রেয়সী, তিনিই সেই শ্রীরাধা। তিনি পীত পরাগ-রঞ্জিতশ্মশ্রু কোনও একটি ভ্রমরকে দেখিয়া তাহাকে দূত কল্পনা করিয়া ভঙ্গীময় বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। মহাবিরহদুঃখেও প্রিয়সঙ্গমধ্যানে প্রিয়স্ফুর্ত্তি হওয়ায় তাহার মান হইয়াছিল, যে ভ্রমরকে দূত কল্পনা করিয়া সে প্রিয়তমের অন্য নায়িকাসঙ্গও কল্পনা করিতে পারে ১১

অসঙ্গতিপ্রায় কৃষ্ণপ্রেরিত বার্ত্তাবহ দর্শনে মহাভাবা-মৃত-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে গূঢ় অসূয়া মান ঈর্ষা গর্ব্ব

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥১৩॥
কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥১৪॥

(কেন তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছ, তিনি তোমাদের কি অপকার করিয়াছেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) তোমার ন্যায় দুর্ম্মনস্ক ব্যক্তি সুমনঃ (পুষ্পকে) যেমন ত্যাগ করে, সেইরূপ মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে স্বীয় মোহিনী অধরসুধা একবার মাত্র পান করাইয়া সদ্যঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পদ্মা তাহার পাদপদ্ম কেন পরিপরিচর্য্যা করেন, বোধ হয়, উত্তমঃশ্লোকের মিথ্যাকথায় তাঁহার চিত্ত অপহৃত হইয়া থাকিবে। (আমরা লক্ষ্মীর ন্যায় অজ্ঞা নহি) ১৩

(ভ্রমরজাতির স্বভাবসিদ্ধ হুঙ্কারকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান মনে করিয়া বলিতেছেন) হে ষট্পদ! গৃহহীন যাদবগণের পতি পুরাতন (যিনি আমাদের বহু অনুভূত সেই) শ্রীকৃষ্ণের গান (প্রশংসা) গৃহ-হীন আমাদের অগ্রে কেন করিতেছ? অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের এক্ষণে যাহারা সখী (ক্রীড়াসঙ্গিনী), তাহাদের অগ্রে গিয়া গান কর। সেই কৃষ্ণ যাহাদের কামপীড়া উপশম করিয়া দিয়াছেন, তাহারা তোমার অভীষ্ট প্রদান করিবে। ১৪

অনাদর উপহাসাদি মিশ্রিত শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদময় চিত্র-জল্প সকলের বোধগম্য হয় না। শ্লেষবাক্যে বলিতেছেন, হে মধুপ! ভৃঙ্গপক্ষে মধুপতে! পক্ষে মদ্যপ! হে ধূর্ত্ত-বন্ধো! অথবা তুমি মধুপ তিনি মধুপতি এই সমসাম্য নিবন্ধন অথবা মদ্যপ ও কিতবের প্রায়ই কর্ম্মসাম্য নিবন্ধন সখ্য হয়, সেইজন্য তুমি তাহার বন্ধু। অথবা তোমাদের বর্ণসাম্য নিবন্ধন সখ্য, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, কারণ, মদ্যপস্পর্শে চরণের অপবিত্রতা হইবে; যদি নমস্কারের ইচ্ছা থাকে, তবে দূরে সরিয়া নমস্কার কর। আমার সপত্নীর কুচদ্বয়ে স্থিত যে মালা কৃষ্ণবক্ষসঙ্ঘর্ষে অথবা কৃষ্ণবক্ষস্থিত যে মালা সপত্নীর কুচদ্বয়ের সংঘর্ষে বিলুলিত—বিমর্দ্দিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধি কুঙ্কুমযুক্ত শ্মশ্রু দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি আমাকে প্রসন্ন করিতে আসিয়াছ, অথচ কুঙ্কুমযুক্ত শ্মশ্রু প্রক্ষালন না করিয়াই আসিয়াছ, ইহাও মদ্যপের ন্যায় বিবেকরাহিত্যের পরিচায়ক। ইহা দেখিলে মান বৃদ্ধি পায় বৈ কমে না। হে মদ্যপালক! মথুরায় গিয়া তুমি মদ্য রক্ষা কর ও পান কর, নিজ প্রভুকে মদ্য প্রদান কর, ঐ কর্ম্মই তোমার যোগ্য, দৌত্য করা তোমার সাজে না, কারণ, তুমি নির্বুদ্ধি। মধুপতি—যিনি পূর্ব্বে গোপজাতি ছিলেন এক্ষণে ভাগ্যবশে ক্ষত্রিয় হইয়াছেন, তিনি এক্ষণে ক্ষত্রিয়া মানিনীগণের মান-ভঞ্জন করুন। আমাদের ন্যায় নিকৃষ্টা গোপী দ্বারা তাঁহার কি প্রয়োজন? তুমি যাঁহার এই প্রকার (নির্বুদ্ধি) দূত, তিনি যদুসভায় উপহাস্য হইবেন। বহুস্ত্রীগণের ধর্ম্মলোপ করায় এবং সেই কথা প্রকাশ পাওয়ায় ক্রুদ্ধ যাদবগণ তাঁহার বিড়ম্বনা করিবে। অথবা তুমি যাঁহার এইরূপ দূত, তাঁহার যাদবসভায় বিড়ম্বন হইবে। গোপ তাহাদের নারী উপভোগ করিতেছে বলিয়া দেশে বিদেশে নিন্দা হইবে। তোমাদের মধুপতিও একটি মদ্যপ, নতুবা এমন দূত পাঠাইবেন কেন। এই শ্লোকে অসূয়া ঈর্ষ্যা মদ অবধীরণা অকৌশল প্রকাশ হওয়ায় ইহার নাম প্রজল্প, যথা—"উজ্জ্বলনীলমণৌ" অসূয়েৰ্ষ্যা মদযুজা যোঽবধারণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে। ১২

বিবৃতি—এত সন্তাপেও আমরা মরি নাই, তাহার কারণ, যাহাতে না মরি অথচ কষ্ট পাই, এইজন্য অধরামৃত একটি বার মাত্র পান করাইয়া কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, নতুবা তিনি বহুবার অধরামৃত পান করাইতেন, এবং বলপূর্ব্বক—আমাদের স্বেচ্ছায় নহে, পরে সেই সুধায় বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় আমরা লোকদ্বয় হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। তাঁহার প্রীতি ও অপ্রীতি দুই-ই বিচিত্র, বিষ্ণু যেমন দেবগণকে সুধা পান করাইয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণও আমাদিগকে অধর-সুধা পান করাইয়া ভ্রমর যেমন মালতী কুসুমকে ত্যাগ করে, সেইরূপ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। পান করান ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথক্। দেবপক্ষে হে অধর! হে নিকৃষ্ট! সুমনসঃ পদে দেবগণ, এই ত্যাগে তাঁহারই দোষ, আমাদের কোন দোষ নিবন্ধন নহে। যেমন ভ্রমর পুষ্পকে ত্যাগ করে, তাহাতে পুষ্পের কোন দোষ নাই, সেইরূপ সুমনস্কা আমাদিগকে ভ্রমরবৎ চঞ্চল স্বসুখার্থী তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মী যে তাঁহার পাদপদ্ম পরিচর্য্যা করেন, তাহার কারণ, স্তাবক লোকদিগের মিথ্যাস্তুতিবাক্যে তাঁহার

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্ব্বয়ং কা অপিচ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥১৫॥
বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈরনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিংনু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥১৬॥

(তোমাকে বারংবার স্মরণ করিয়া কামপীড়িত কৃষ্ণ আমাকে তোমার প্রসন্নতা সম্পাদনার্থ পাঠাইয়াছেন, ভ্রমরের এইরূপ উত্তর পরিকল্পনা করিয়া তাহার উত্তরে রাধা বলিতেছেন,) হে ভ্রমর! (তুমি ওরূপ বলিও না) স্বর্গ,মর্ত্ত্য ও পাতালে কোন্ রমণী শ্রীকৃষ্ণের দুষ্প্রাপ্য? (কেহই নহে) হে কপট! অথবা কপট-মধুর হাস্য সহ ভ্রূভঙ্গ মাত্রেই যাহারা (সকল রমণীগণ) তাঁহার প্রাপ্য হয়, অর্থাৎ যিনি কপটহাস্য ও কটাক্ষে সকল রমণীকে বশীভূত করেন এবং স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার চরণ-রেণুর উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট আমরা কে? অর্থাৎ আমরা নগণ্য, যদিও এইরূপ, তথাপি দীনজনের প্রতি অনুকম্পা করেন, তাঁহাকেই উত্তমঃশ্লোক বলে। (তুমিও এই কথাই তাঁহাকে বলিও)। ১৫

(অনন্তর সেই ভ্রমরকে সৌগন্ধ লোভে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী বোধে বলিতেছেন) হে ভ্রমর! তোমার মস্তকে অর্পিত আমার পদ পরিত্যাগ কর। শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষা করিয়া প্রিয়োক্তি রচনা দ্বারা প্রার্থনাচতুর তোমার সকলই আমি জানি, (সুতরাং কৃষ্ণের ন্যায় তুমিও অবিশ্বাস্য) তাঁহার জন্য যাহারা পতি পুত্র গৃহাদি ও ধর্ম্মসাধ্য পরলোক ত্যাগ করিয়াছে, যে অকৃতজ্ঞ তাহাদিগকে ত্যাগ করে, তাহার সহিত আর সন্ধি করিবার কি আছে? ১৬

চিত্ত বিমুগ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবা করেন, সুতরাং লক্ষ্মী অবিদগ্ধা, আমরা বিচক্ষণা। এই স্থলে পরিজল্প হইয়াছে হে ষট্‌পদ! তুমি মূর্খ, সেইজন্য এই গোপীদের সভামধ্যে কৃষ্ণের গুণগান করিতেছ। ব্রজবাসীরা দুঃখিত, তাহাদের অগ্রে বারংবার কেন গান করিতেছ, এই গানে নূতনত্ব কিছুই নাই। কংসপ্রতাপে যে যাদবেরা চিরদিন গৃহহীন ছিল, তাহাদের প্রভুর গুণ কি শুনিব, তিনি আমাদের বহু পরিচিত, অথচ তাঁহারই জন্য আমরা গৃহহীন সুতরাং এখানে একমুষ্টি ভিক্ষা পাইবারও আশা নাই, নিজের পুরাতন বস্ত্রাদিও তোমার ন্যায় অজ্ঞকে দিব না। পশুগণ চতুষ্পদ, তুমি ষট্‌পদ সুতরাং সার্দ্ধ পশু। কোথায় কি গান করিতে হয় তাহা জান না, সুতরাং কিরূপে ভিক্ষা পাইবে? তোমার উপর আমরা রাগ করি না, তবে তোমায় এই গানযোগ্য স্থানের উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের এক্ষণে যাহারা ক্রীড়াসঙ্গিনী, এবং কৃষ্ণ যাহাদের কামপীড়া উপশম করিয়াছেন, তাহাদের অগ্রে যাইয়া তাঁহার বিষয়ে গান কর, তাহারাই তোমার অভীষ্ট প্রদান করিবে। এই শ্লোকে মাৎসর্য্য কৌটিল্য ধার্ষ্ট্য প্রদর্শন পুরঃসর সকটাক্ষোপহাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ১৩-১৪

বিবৃতি—যেখানে লক্ষ্মী পাদরেণুর জন্য লালায়িত, সেখানে আভীরকন্যাগণের ত কথাই নাই। অথচ যাহারা দীনহীন, তাহারাই তাঁহাকে উত্তমঃশ্লোক বলে, আমরা দীন নহি, ইহা আক্ষেপ। ১৫

অন্যে না জানিতে পারে, কিন্তু আমি জানি। ধূর্ত্ত-স্বভাব কৃষ্ণের নিকট শিক্ষা করিয়া আসিয়াছ, কারণ, তাঁহারই ন্যায় প্রিয়োক্তিরচনা এবং তাদৃশ প্রার্থনা দ্বারা ইহা বুঝা যায়, তুমি আমার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিও না, আমার চরণ ছাড়িয়া যাও। তোমার ও তোমার কৃষ্ণের স্বভাব সকলই আমি জানি। তিনি অকৃতজ্ঞ অথবা আমরা যে তাঁহার জন্য ইহলোক পরলোক সকলই ত্যাগ করিয়াছি, তাহাও তিনি মনে করেন না এবং সেইজন্য তদর্থে ত্যক্তসর্ব্বস্বা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সহিত আর সন্ধি করিবার কি আছে? অথবা যিনি স্বার্থের জন্য আমা-দিগকে পতিপুত্র-বিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার পর তৎসমীপে গেলে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিলনের আশা নাই, সুতরাং সন্ধি কিরূপে হইবে? ১৬

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধাঙ্ক্ষবদ্‌যস্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥১৭॥
যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌ সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥১৮॥

(শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমি ভীত হইয়াছি, এই কথা বলিতেছেন) হে মধুকর! তিনি ব্যাধের সদৃশ কঠোর-হৃদয়, অতএব ব্যাধের ন্যায় (রামাবতারে) কপীন্দ্র বালিকে বিদ্ধ করেন, অথবা ব্যাধের ন্যায় মাংসভক্ষণার্থ নহে, অতএব অতি কঠিন ইনি ব্যাধবৎ বালিকে বিদ্ধ করেন, এবং স্ত্রীজিত (সীতাপরতন্ত্র) ইনি কামপরবশা সুর্পণখাকে বিরূপ করেন (অর্থাৎ তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করেন) অপিচ বামনাবতারে বলিরাজকে তাঁহার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া কাকের ন্যায় তাঁহাকে যিনি বন্ধন করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই কৃষ্ণবর্ণের সহিত সখ্যে প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহার কথারূপ বিষয় দুস্ত্যজ্য। ১৭

(আমরা জানি তাঁহার কথা ত্রিবর্গরূপ লতার মূল উৎপাটিত করে, তথাপি উহা ত্যাগ করিতে পারি না, কি করিব? এই কথাই বলিতেছেন) যাঁহার অনুকূল চরিত্ররূপ যে লীলা—যাহা কর্ণে অমৃতস্বরূপ, তাহার কণিকা মাত্র একবার পান (সেবন) করিয়া তাহা দ্বারা যাহাদের রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা বিনষ্টসদৃশ, বহু বহু তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ দীন গৃহকুটুম্বগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভোগহীন বিহঙ্গবৎ ভিক্ষুচর্য্যা অর্থাৎ প্রাণবৃত্তি মাত্র নির্ব্বাহ করিতেছে, অতএব সর্ব্বতোভাবেই উহা পরিত্যাগ করা উচিত, কিন্তু আমরা তাহা করিতে সমর্থ হইতেছি না, কি করিব? ১৮

বিবৃতি—কেবল তাঁহার কার্য্য দেখিয়া ভয় করিতেছি এজন্য নহে, পরন্তু তাঁহার শ্যামবর্ণেও ভয় পাই; কারণ—বামন ও রামাতারেও তাঁহার এইরূপ কার্য্য দেখা যায়। ব্যাধ যেমন নির্দ্দয়, তেমন সে গুপ্তভাবে থাকিয়া প্রহার করে। সেই শ্যামবর্ণ রামও গোপনে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্যাধের ন্যায় বালিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, বানরের মাংস কেহ খায় না বলিয়া ব্যাধেরাও বানর হত্যা করে না, অথচ রাম তাহা করিয়াছিলেন। সে কথা যাউক, একটি রূপমুগ্ধা কামবিবশা রমণীকে বিরূপ করিয়াছিলেন। অথচ তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন না, পরন্তু স্ত্রৈণই ছিলেন তাহারও পূর্ব্বজন্মে কৃষ্ণবর্ণ বামন ব্রাহ্মণ হইয়াও—পরম ধার্ম্মিক সর্ব্বস্বদাতা বলির পূজোপহার গ্রহণ করিয়া কাকবৎ তাঁহাকে বন্ধন করেন, তাঁহাকে দানফলের পরিবর্ত্তে বন্ধন পূর্ব্বক পাতালে পাঠাইয়াছিলেন। কাক যেমন স্ত্রীগণের হস্ত হইতে বলি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করে—ঘিরিয়া ধরে, ইনি সেই কাকচরিত্র সেই জন্মে অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাক স্বজাতীয়গণকে আহ্বান করিয়া বলিপ্রদাতাকে ব্যতিব্যস্ত করে, ইনিও সেইরূপ। সেই অসিতবর্ণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধই ভাল নহে, সুতরাং তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। যদি বল, নিন্দা কেন করিতেছ? তাহার উত্তর এই যে, তাঁহার কথারূপ বিষয় সর্ব্বত্যাগী মুনিরাও ত্যাগ করিতে পারেন না, ইহাও তাঁহার একটি দুরন্ত মোহনস্বভাব। পরনিন্দা করিতে নাই, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহার কথা স্মরণ রোষাবেশ জন্য অপরিহার্য্য। ১৭

কর্ণে অমৃতায়মান যাঁহার লীলাকথার ক্ষুদ্রতম অংশ সেবনেও মানবগণ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন হইয়া বিনষ্টপ্রায় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দীন গৃহকুটুম্বাদি পরিত্যাগ করিয়া ভোগহীন বিহঙ্গের ন্যায় ভিক্ষুচর্য্যাবলম্বন করে, তাঁহার কথা কথা আর কি বলিব। সেই কথার এমনই মোহিনী শক্তি যে, আমরা তাহা কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ১৮

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা ॥১৯॥
প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥২০॥
অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু ॥২১॥

(এখন এরূপ বলিতেছ কেন? পূর্ব্বে তাঁহার সহিত গোপনে বিহারকালে কেন বল নাই? ভ্রমরের এইরূপ উক্তি কল্পনা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন) হে উপমন্ত্রিন্! হে দূত! এ কথা থাক্, অজ্ঞ, কৃষ্ণসারবধূ হরিণীগণ যেমন ব্যাধের কৃত্রিম গীত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া শর দ্বারা আহত হয় ও নিজ ক্ষত দর্শন করে, সেইরূপ সেই কঠিনের বাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করায় আমরাও বহুবার নখস্পর্শে যে তীব্র কামপীড়া, তাহা দর্শন করিয়াছি, সুতরাং এ কথা ত্যাগ করিয়া অন্য কথা বল। ১৯

(ভ্রমর যেন গমন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, ইহা মনে করিয়া বলিলেন) হে প্রিয়সখ! প্রিয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছ কি? হে দূত! তুমি আমার মাননীয় অতএব কি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর, তাহা প্রার্থনা কর। যে কৃষ্ণ কখনও মিথুনভাব পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাঁহার নিকট আমাদিগকে কেন লইয়া যাইবে? হে সৌম্য! সর্ব্বদার জন্য বধূ লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থলে তাঁহার সহিত আছেন। ২০

(হায় হায় আমি কি প্রলাপবাক্য বলিতেছি, যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা ত কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই, এই ভাবিয়া সরলভাবে গাম্ভীর্য্য ও দীনতার সহিত বলিতেছেন) হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ (গুরুকুল হইতে আসিয়া) এক্ষণে কি মধুপুরীতে আছেন? তিনি কি পিতৃগৃহ ও গোপদিগকে স্মরণ করেন? আমরা তাঁহার কিঙ্করী ছিলাম, তিনি কি আমাদের কথা কখনও বলেন? তিনি কবে আসিয়া অগুরুবৎ সুগন্ধহস্ত আমাদের মস্তকে বিন্যস্ত করিবেন? ২১

বিবৃতি—এ কথা থাকুক, যদি প্রমাণ হয় তবে সেই সময়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিও। আমরাও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি, অনেকে তল্লীলা শ্রবণে দুঃখ পাইয়াছে, তাহা জানিয়াও কপটের বাক্যে আমরা মহাদুঃখ অনুভব করিতেছি, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে! এই কথাই বলিতেছেন। হরিণীগণ যেমন ব্যাধের কপট সঙ্গীতকে সত্য মনে করিয়া শরবিদ্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ কপট বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নখস্পর্শে তীব্র কামপীড়া অনুভব করিয়াছি, তাহারা অজ্ঞ আর আমরাও অজ্ঞ, সুতরাং দুঃখভোগ অনিবার্য্য। তাহারাও কৃষ্ণবধূ, আমরাও কৃষ্ণবধূ, সুতরাং তাহাদের প্রতি ব্যাধ যেমন দুঃখদাতা, আমাদের প্রতিও সেইরূপ তোমার বন্ধু দুঃখদাতা, হে ভণ্ড বিদ্যাপণ্ডিত! অন্য কথা বল। উপহাস ত্যাগ কর। ১৯

ভ্রমর স্বভাববশে নিকটে আসিলে সে চলিয়া গিয়া আবার আসিয়াছে, অথবা সত্যই প্রদেশান্তরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে অথবা অন্য ভ্রমরকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিতেছেন। হে প্রিয়সখ! হে অভিরুচিত মিত্র! তুমি প্রিয়তম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছ, সুতরাং তুমি আমার পূজ্য অতএব যাহা তোমার অভীষ্ট তাহা প্রার্থনা কর। যদি মধুপুরীতে আমাদিগকে লইয়া যাইতে চাও, তবে তাহা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, কৃষ্ণ সর্ব্বদা স্ত্রীসহচর, প্রত্যক্ষত লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষে সর্ব্বদা বিরাজ করেন, এমতাবস্থায় অন্য রমণী তথায় গেলেও স্থান পাইবে না, সেখানকার রমণীরাই তাহার প্রতিবন্ধক হইবে। ২০

আর্য্য (শ্বশুর গুরুজন পূজ্যব্যক্তি) নন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বাস্তব পতি, অন্য লৌকিকমাত্র, বাল্যকাল হইতে আমাদের অন্যত্র ভাব হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ অনেক দিন গোপীরা প্রাপ্ত হয়েন নাই; কারণ, কৃষ্ণ তখন গুরুকুলে বাস করিতেছিলেন। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে

শ্রীশুক উবাচ।

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ। সান্ত্বয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত ॥২২॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ। বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ ॥২৩॥

দানব্রততপোহোম-জপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥২৪॥

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা। ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্ল্লভা ॥২৫॥

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাহবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ॥২৬॥

সর্ব্বাত্মভাবোহধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে। বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥২৭॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, মহারাজ! উদ্ধব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদর্শনে সাভিলাষা সেই সকল গোপীগণকে প্রিয়সমাচার দ্বারা সান্ত্বনা করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ২২

উদ্ধব বলিলেন, অহো! তোমরা লোকপূজিতা ও তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ, যেহেতুক তোমাদের অন্তঃকরণ ভগবান্ বাসুদেবে অর্পিত হইয়াছে। ২৩

হে অবলাগণ! দান, ব্রত, তপস্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য শ্রেয়সাধন বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। ২৪

তোমরা ভাগ্যক্রমে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে মুনিদেরও দুর্ল্লভ অতি শ্রেষ্ঠা মহা প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছ। ২৫

তোমাদের পরম ভাগ্য এই যে, পতি, পুত্র, দেহ, গেহ এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামক পরম পুরুষকে বরণ করিয়াছ। ২৬

হে মহাভাগাগণ! ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমরা একান্ত ভক্তি ধারণ করিয়াছ। যাহা হৌক, তোমাদের এই বিরহ আমার প্রতিও মহা অনুগ্রহ করিয়াছে (যেহেতুক ভগবৎ-প্রেমসুখ দেখিতে পাইলাম)। ২৭

ব্যগ্রভাবে উহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ কথা ব্রজরাজও জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং ইঁহারাও শুনিতে পায়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণও গায়ত্রীলাভের পর পুরশ্চরণার্থ গোপনে বাস করিতেছিলেন বলিয়াই সংবাদ প্রেরণ করেন নাই। এ গোপনের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি, শত্রুগণের আক্রমণভয় ও ব্রজবাসীদের মহাদুঃখ হইবার শঙ্কা। সেই মধুপুরীবাসী, ব্রজের জীবন কৃষ্ণ জন্মভূমি পিতৃগৃহ স্মরণ করেন কি? গেহ পদের উত্তর বহুবচন থাকায় ব্রজরাজ পুত্রের সুখার্থ বহু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞাতি উপানন্দাদি, এবং শ্রীদাম প্রভৃতি গোপগণকে তিনি স্মরণ করেন কি? এবং তাঁহার সেবাপরায়ণা কিঙ্করীগণের কথা কখন বলেন কি? এবং কবে অগুরু হইতেও সুগন্ধ তাঁহার হস্ত আমাদের মস্তকে প্রদান করিবেন? তোষণীকার এই স্থানে কৃষ্ণের আশ্বাসবাণী "ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা কচিৎ" ইহার অর্থও কৃষ্ণ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় যে নিত্য বিরাজ করেন তাহা বহু প্রমাণ ও বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সিদ্ধান্তজিজ্ঞাসুগণ উহা দর্শন করিবেন। দিব্যোন্মাদ মহাভাববর উহার দশ প্রকার ভেদ রাধার উক্তিতে দেখান হইয়াছে। ২১

বিস্বৃতি—অন্য লোকের মনও ভগবানে অর্পিত দেখা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ কোথাও কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ২৩

গোপীদের মহাভাবাত্মিকা ভক্তি নিত্যসিদ্ধ। পূর্ব্বে লোকসমাজে এই ভক্তি ছিল না, অতঃপর তোমাদের রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করিয়াই রাগানুগা ভক্তি লোকে প্রচারিত হইবে। গোপীদের ভক্তি দর্শনে ও শ্রবণে লোকসমাজে প্রচারিত হইবে। ২৫

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ। যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তু রহস্করঃ ॥২৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ। যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জ্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥২৯॥
আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে। আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥৩০॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোহগুণান্বয়ঃ। সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে ॥৩১॥

এক্ষণে তোমাদের অতিশয় সুখাবহ প্রিয়তমের সন্দেশ শ্রবণ কর, আমি এই সন্দেশ লইয়াই এখানে আসিয়াছি। হে সাধ্বীগণ! তোমাদের ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় সকল কার্য্যই আমি করিয়া থাকি। ২৮

হে অবলাগণ! ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার সহিত তোমাদের বিয়োগ কখনই নাই। যে হেতু আমি সর্ব্বাত্মা অর্থাৎ সকলের উপাদান-কারণ; যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মহী এই পঞ্চ মহাভূত ভূতসকলে আশ্রয়স্বরূপে অনুগত, সেইরূপ আমিও মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কার্য্য ও গুণরূপ কারণের আশ্রয়স্বরূপে অনুগত। ২৯

আমি আমার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণস্বরূপ নিজের দ্বারা নিজেতে নিজেকে সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকি। ৩০

পরন্তু আত্মা শুদ্ধ, যেহেতু গুণ সকলে অন্বিত হয় না, তাহার কারণ, তিনি গুণ হইতে পৃথক্, যেহেতু স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, মায়াকার্য্য সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরণরূপ মনোবৃত্তি দ্বারাই তিনি বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞরূপে প্রতীয়মান হয়েন, স্বতঃ তদ্রূপে প্রতীয়মান হয়েন না। ৩১

বিবৃতি—তুমি কি আমাদের প্রশংসা বাক্য বলিয়াই আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছ অথবা দুঃখোপশমকারী প্রিয়তমের কোন সন্দেশ আছে তাহা বল, এইরূপ প্রশ্ন কল্পনা করিয়াই উদ্ধব এই শ্লোক বলিয়াছেন। ২৮

আকাশাদি ভূতপঞ্চক যেমন বায়ু আদি ভূতে উপাদানভাবে অনুগ, আমিও সেইরূপ সর্ব্ববস্তুতে আছি। অথবা কার্য্যরূপ ভূতে কারণরূপ ভূত যে ভাবে বর্ত্তমান, আমিও সেইরূপ। তোমাদের মন প্রভৃতি ধৈর্য্যাদি গুণসকলের আশ্রয়। অথবা বায়ু অগ্নি প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্য সকলে যেমন আকাশাদি অপ্রকটভাবে বর্ত্তমান, আমিও সেইরূপ আত্মাশ্রয় শ্যামসুন্দর বেণুবিলাসিরূপে বর্ত্তমান আছি। প্রেমরীতিময় অর্থ এইরূপ—তোমাদের সহিত আমার সর্ব্ব আত্মার সহিত বিয়োগ হইবে না, পরন্তু একমাত্র দেহের সহিত বিরহ। আত্মা শব্দে দেহ জীব মন ও বুদ্ধি বুঝায়। আমার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি তোমাদের নিকট রহিয়াছে, কেবল এক দেহই মথুরায় আনা হইয়াছে তোমাদেরও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি আমার নিকটই আছে, কেবল দেহ ব্রজে রহিয়াছে। আমি প্রেমাধীন, স্বতন্ত্র নহি, প্রেমিকদের পরস্পর দেহ-বিচ্ছেদের নামই বিপ্রলম্ভ, সেই বিপ্রলম্ভাবলম্বনে প্রেম এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব আমি উৎকণ্ঠিত হইলেও নিজ দেহ ব্রজে আনিতে পারিতেছি না। একদিন সেই প্রেমই বিপ্রলম্ভের চরম সীমায় উপনীত হইয়া আমাদের পরস্পর সংযোগসাধন করিয়া দিবে, তখনই এই দেহ ব্রজে গমন করিবে, তোমাদের বিরহ অপগত হইবে। ২৯

কারণত্ব ও সর্ব্বানুগতত্ব নিবন্ধন ভেদ হয়, এইজন্য বলিয়াছেন, "আত্মার নিত্য পদার্থের আবার সৃষ্টি কিরূপে হয়।" তাহার উত্তরে বলিতেছেন, "ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা।" নির্ব্বিকারের কিরূপে তদ্রূপতা সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, "আত্মমায়ানুভাবেন" ইতি। একটি বস্তু উপাদান ও অন্তর্য্যামী হইতে পারে না। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান, কিন্তু অন্তর্য্যামী নহে। মতান্তরে, অচেতন পরমাণুর উপাদানত্ব থাকিলেও চেতন ঈশ্বরই তাহার নিয়ামক। এইজন্য বলিয়াছেন, "আত্মন্যেবেতি"। আত্মা অধিষ্ঠান, আত্মা নিমিত্ত ও আত্মাই উপাদান-কারণ, আত্মা এক, তাহার যুগপৎ অধিষ্ঠানাদিরূপতা কিরূপে হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, আত্মমায়ানুভাবেনেতি। ৩০

এতাবৎকাল তোমাকে ঘনশ্যাম বর্ণ পরিমিত সর্ব্বাঙ্গ পরমাশ্চর্য্যকর রূপবান্ বলিয়াই জানি। সংপ্রতি অচিন্ত্য শক্তিময় সকলের উপাদান অন্তর্য্যামী ও

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥৩২॥

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাঙ্খ্যং মনীষিণাম্। ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥৩৩॥

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥৩৪॥

যেমন নিদ্রোত্থিত পুরুষ মিথ্যা স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করে, সেইরূপ লোকে যে মনের দ্বারা মিথ্যাভূত শব্দাদি বিষয় ধ্যান করে, তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হয়, অনলস হইয়া সেই মনের নিরোধ করিবে। অথবা নিদ্রোত্থিত মানব যেমন মিথ্যাভূত স্বপ্নের ধ্যান করে, সেইরূপ যে মনোদ্বারা মিথ্যাভূত শব্দাদি বিষয় ধ্যান করে, সেই মন ও ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিবে, সাবধান হইয়া প্রতিপন্ন—লব্ধজ্ঞান হয়। ৩২

এই মনোনিরোধই বেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য (আত্মানাত্মবিবেক) সন্ন্যাস, তপস্যা (স্বধর্ম্ম) ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, মনীষিগণের নিকট এই সকলের ফল অর্থাৎ বেদাদি সমস্তই মনোনিরোধ তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হয়, যেমন নদীসকল সাগরে পর্য্যবসিত হয়। ৩৩

হে সুন্দরীগণ! আমি তোমাদের প্রিয় হইয়াও যে দৃষ্টির বাহিরে রহিয়াছি, ইহা কেবল আমার ধ্যান করিবে এবং তদ্দ্বারা মনের সন্নিকর্ষ হইবে, ইহাই মাত্র তাহার প্রয়োজন। ৩৪

ব্যাপক বলিয়া শুনিতেছি; সুতরাং তোমার সহিত আমাদের বিয়োগের সম্ভাবনাও নাই, ইহাই উপদেশ করিতেছ। কিন্তু উহা কাহারও দৃশ্য নহে, সুতরাং অরূপ বলিয়া অবগত বস্তুতে তদ্রূপতা তোমারই মাত্র গম্য, আমরা কিন্তু আমাদের পরিচ্ছিন্ন দেহরূপই অনুভব করি। তাহা হইলে কোনরূপে তোমার সহিত আমাদের মিলন অনুভব করিয়াছি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, "আত্মা জ্ঞানময়ঃ" ইত্যাদি। ৩১

বিবৃতি—শাস্ত্র মনোনিরোধের জ্ঞাপক, যোগাদি মনোনিরোধের সাধন, সত্য বিবিধ কার্য্যে বিত্তশাঠ্যাদি বর্জ্জন, যোগ ও সাংখ্য সকল আশ্রমীরই সামান্যধর্ম্ম ত্যাগাদি, ক্রমশঃ যতি বানপ্রস্থ গৃহী ও ব্রহ্মচারীর। অথবা ত্যাগ—দান গৃহিধর্ম্ম। সত্য—সমদর্শন যতিধর্ম্ম। অথবা এই সকলই সামান্য ধর্ম্ম। ৩৩

হে উদ্ধব! এই সংবাদে তুমি আমাদিগকে দ্বিগুণ জ্বালাইতেছ। সুতরাং সংবাদপ্রেরক দেশকালপাত্রানভিজ্ঞ তাহাকে কি বলিব আর বিবেচনাহীন তোমাকেই বা কি দোষ দিব! এই ব্রহ্মজ্ঞান এই ব্রজভূমিতে কে ক্রয় করিবে। যাহা লইয়া তুমি এত দূরে আসিয়াছ, যাহারা এ জন্মাবধি এতদিন শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যামৃত পান করিয়াছে, তাহারা সংপ্রতি কি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিম্বরস পান করিবে? মহাদুর্ভিক্ষে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি ঘাস খাইবে না। হে মহামূর্খ! শোন, এই ব্রহ্মজ্ঞান সংসার-রোগের ঔষধ, মহামুনি চিকিৎসকগণের হৃদয়-পর্ণশালায় থাকুক। ইহা কি সান্দীপনি মুনির নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং তোমাকে তাহা শিখাইয়া প্রেমজ্বালা শান্তির নিমিত্ত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাঠাইয়াছেন? তবে তুমি তথায় গিয়া এই ঔষধ তাঁহাকেই পান করাও, তাহা দ্বারা অস্মদ্বিষয়ক প্রেমরোগের জ্বালা নিবর্ত্তিত করুন। আমাদের প্রেমানলের জ্বালা শতজন্ম পর্য্যন্ত থাকুক, আমরা এ ঔষধ স্পর্শও করিব না। তুমি কি জান না যে, যে জলরাশি দাবানল নির্ব্বাণ করে, সে বজ্রানল শান্ত করিতে পারে না? তবে এই সংবাদমধ্যে যেটুকু আমাদের অনুকূল বিষয় আছে, উহা কি তাঁহার অভিপ্রেত অথবা ঘুণাক্ষরন্যায়ে হইয়াছে? এইজন্য উহাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এইরূপ কথা গোপীগণ বলিতে থাকিলে উদ্ধব বলিল, শ্রবণ করুন, এই বলিয়া কৃষ্ণবাক্য বলিতে লাগিল। তোমাদের প্রিয়দর্শন হইলেও বর্ত্তমানে আমি যে তোমাদের দৃষ্টির দূরে রহিয়াছি, উহা আমার ধ্যান করিবে এতদর্থ, এবং ঐ অনুধ্যান মনঃসন্নিকর্ষার্থ। দৃষ্টির বাহিরে থাকিলে মনঃসন্নিকর্ষ হয়, আবার, দৃষ্টির নিকট থাকিলে মনের দূরবর্ত্তী হয়—ইহার মধ্যে মানসিক মিলনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উহাই তোমাদেরও অভীপ্সিত হউক, ইতি ভাব। ৩৪

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে। স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষগোচরে ॥৩৫॥
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥৩৬॥
যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া ॥৩৭॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ। তা ঊচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ ॥৩৮॥
গোপ্য ঊচুঃ।

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঽঘকৃৎ।
দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধসর্ব্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা ॥৩৯॥

কচ্চিদ্গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি পুরযোষিতাম্। প্রীতিং নঃ স্নিগ্ধসব্রীড়-হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ ॥৪০॥

কারণ, দূরবর্ত্তী প্রিয়তমের প্রতি যেমন মন আবিষ্ট হয়, নিকটবর্ত্তী নয়নগোচর প্রিয়তমের প্রতি স্ত্রীগণের মন তেমন নিবিষ্ট হয় না। অতএব তোমরা মনকে অশেষ বিষয়বৃত্তি হইতে নিরুদ্ধ করিয়া আমাতে (কৃষ্ণে) নিবিষ্ট কর ও নিরন্তর স্মরণ কর, অচিরকালমধ্যেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩৫-৩৬

হে কল্যাণীগণ! যে সময় আমি রাত্রিকালে রাসক্রীড়া করি, সে সময় যে সকল অবলা স্ব স্ব ভর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় আমার সহিত রাস-ক্রীড়ায় বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারা আমার (বিক্রমাদি) চিন্তা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৭

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ব্রজাঙ্গনাগণ প্রিয়তমের এই প্রকার আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং তদীয় সন্দেশ দ্বারা স্মৃতি অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা উদ্ধবকে বলিলেন। ৩৮

গোপীগণ বলিলেন, ভাগ্যবশে অথবা ইহাই মঙ্গল যে, যাদবগণের দ্বেষ্টা ও শত্রু কংস অনুচর-গণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, ভাগ্যক্রমে নিজ নিজ অভীষ্টলাভে সন্তুষ্ট আত্মীয়গণ সহ শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে কুশলে আছেন। ৩৯

(অন্য গোপীরা বলিলেন) হে সৌম্য! গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি যে প্রীতি করিতেন, তাহা কি এক্ষণে পুরযোষিদ্গণের প্রতি করিতেছেন? তিনি কি সেই সকল অঙ্গনার স্নিগ্ধ ও সলজ্জ হাস্য সহ উদার নিরীক্ষণ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন? ৪০

বিবৃতি—হে উদ্ধব! এই সন্দেশও তোমার কোটরায় থাকুক। সংপ্রতি কৃষ্ণ যে সকল রমণীকে উপভোগ করিতেছেন, কালে তাহাদের সহিত বিচ্ছেদ হইলে তখন তাহাদের নিকট লইয়া যাইও। ব্রজবাসীরা উহা গ্রহণ করিবে না। কারণ, পূর্ব্বে যখন কৃষ্ণ দৃষ্টিপথে ছিলেন, তখন নিমেষ ব্যবধানও শত যুগ মনে হইত এবং তৎকালীন মনঃসন্নিকর্ষ ইহাদের জানা আছে। ইহার উত্তরে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের বাক্যময়ীত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। হে অবলা-গণ! যে মন গৃহ অপত্যাদি বিষয় ও অশেষ স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই মন আমাতে নিবিষ্ট কর ও নিরন্তর আমাকে অনুসরণ করিলে অচিরেই আমাকে পাইবে। ৩৬

গদ দেবরক্ষিতার প্রথম পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ। এই গদাগ্রজ বলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-সম্পর্ক প্রবল এবং গোকুল-সম্বন্ধ দুর্ব্বল বুঝাইয়াছে, এবং নিজেদের প্রতি স্নেহ-শৈথিল্য ও পুরস্ত্রীগণের প্রতি তাহার আধিক্য ব্যঞ্জিতও হইয়াছে। যে কৃষ্ণ আমাদের স্নিগ্ধ-মধুর হাস্য সহ সলজ্জ নিরীক্ষণ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেন, তিনি এক্ষণে সহসা-বলোকনাদি দ্বারা পুররমণীগণকে অর্চ্চনা করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যাঁহাকে পূজা করিতাম, তিনি এক্ষণে অন্যের পূজক হইয়াছেন। আমাদেরই পরম দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, ইতি ভাব। ৪০

কথং রতিবিশেষজ্ঞং প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাম্। নানুবধ্যেত তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ ॥৪১॥
অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ। গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈরকথান্তরে ॥৪২॥
তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভির্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যামস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥৪৩॥
অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা। সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥৪৪॥
কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ। নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্ব্বসুহৃদ্‌বৃতঃ ॥৪৫॥

অন্য গোপীরা বলিলেন, রতিবিশেষজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ পুররমণীগণের প্রিয় এবং তাহাদের বাক্য ও বিলাসাদি দ্বারা পূজিত সুতরাং তাহাদের প্রতি কেন আসক্ত হইবেন না? ৪১

(অপর গোপীরা বলিলেন, আমাদের ঐ সব চিন্তায় ফল কি, কোন সময়ে আমাদিগকে স্মরণ করেন কি? এই কথা বলিতেছেন) হে সাধো! গোবিন্দ পুরস্ত্রীগণের সভামধ্যে স্বচ্ছন্দ কথা-প্রস্তাবে কখন কি গ্রাম্যা (অপণ্ডিতা) আমাদিগকে স্মরণ করেন? ৪২

অন্য বিদগ্ধ গোপীগণ বলিলেন, হে উদ্ধব! কুমুদ, কুন্দ ও চন্দ্রে রমণীয় বৃন্দাবনমধ্যে যাহাতে চরণ-নূপুর শব্দায়মান হইয়াছিল, সেই রাসসভায় প্রিয়তমা আমাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে যে রাত্রিতে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সকল রাত্রি কি তিনি স্মরণ করেন? সে সময়ে আমরা তাঁহার মনোজ্ঞ কথাসকলের স্তব করিয়াছিলাম অথবা তিনি আমাদের স্তব করিতে মনোহর কথা বলিয়াছিলেন, অথবা দেবীগণ যাঁহার মনোহর কথার স্তব করেন। ৪৩

হে সাধুবর! ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা নিদাঘ-তপ্ত বনকে উজ্জীবিত করেন, সেইরূপ, কৃষ্ণনিমিত্ত শোকসন্তপ্তা আমাদিগকে গাত্রস্পর্শাদি দ্বারা উজ্জীবিত করিতে করিতে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কি এখানে আসিবেন? ৪৪

(অপর গোপীরা বলিলেন) সখি! (শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে অনন্যগতিক ছিলেন) শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে নিঃশত্রু ও প্রাপ্তরাজ্য, অধুনা নরেন্দ্রকন্যা বিবাহ করিয়া প্রীত ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত আছেন। ঐরূপ মহৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি এখানে কেন আসিবেন? ৪৫

বিবৃতি—অয়ি মুগ্ধাগণ, কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, সক্রোধে ইহাই অপর গোপীরা বলিতেছেন। আমরা গ্রাম্য রমণী অজ্ঞা, এইজন্য তাদৃশ অনুকূল বাক্য ও বিলাস জানি না, এই কারণে তাহাদিগকে পাইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানিও। ৪১

লোক-সমাজে অতি নিকৃষ্ট হইলেও এবং সম্ভোগান্তে পরিত্যক্তা হইলেও গুণাংশ বা দোষাংশ স্মরণ করিয়া আমাদিগকে তিনি স্মরণ করেন কি? পুরস্ত্রী-সভায় গান হাস্য প্রভৃতি কথামধ্যে, হে পুরস্ত্রীগণ, তোমরা যেমন গান করিতে পার, এইরূপ আমার গোষ্ঠে গোপীরাও কিছু কিছু জানে অথবা তাহারা গ্রাম্য বলিয়া জানে না, এইরূপ আমাদের কথা তিনি কি উল্লেখ করেন? ৪২

বৃন্দাবনের যমুনোপবন যে সময় শারদ-জ্যোৎস্নায় পরিপ্লাবিত, কুন্দকুমুদাদি কুসুমরাশি বিকসিত, সকল দিক্ শুভ্র উজ্জ্বল, সেই সময়ে রাস হয়, তথায় আমরা নূপুর পায়ে নৃত্য করি, আমরাই ছিলাম তখন প্রিয়তমা, তাঁহার মধুর বাক্যের কত প্রশংসা আমরা করিতাম, তিনিও আমাদের কথার স্তব করিতেন, সেই সকল রজনীর কথা তিনি স্মরণ করেন কি? আমাদের মনে হয়, আমাদের ন্যায় কৃষ্ণ-সেবা জানে এমন একজনও মথুরায় নাই। সেইজন্য গোকুলচন্দ্রের আনন্দ নাই মনে করিয়া আমরা দুঃখে মরি। যদি তাঁহার অভিমত কেহ বা কাহারা তথায় থাকেন এবং তাহাদের সহিত রাস নৃত্য বেণু গীত-বিনোদে আছেন শুনি, তবে তাঁহার বিরহেও আমরা সুখে থাকিতে পারি। ৪৩

অপর গোপীরা (ইহারা বিদগ্ধা) বলিলেন, সখিগণ! তোমরা কৃষ্ণের কিসে সুখ তাহা জান না, আমার নিকট

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ। শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥৪৬॥
পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা। তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥৪৭॥
ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদম্। অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে কচিৎ ॥৪৮॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে। সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো ॥৪৯॥
পুনঃপুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত। শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শক্নুমঃ ॥৫০॥
গত্যা ললিতয়োদার-হাসলীলাবলোকনৈঃ। মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরাম হে ॥৫১॥
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন। মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ ॥৫২॥
শ্রীশুক উবাচ।
ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ। উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্ ॥৫৩॥

অন্য গোপীরা পরমার্থ বাক্য বলিলেন, পরম ধীর আপ্তকামপরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীপতির বনচরী অস্মদাদিতে অথবা অন্য কোন রাজকন্যাতে কি প্রয়োজনসিদ্ধ হইতে পারে? কিছুই হইতে পারে না। ৪৬

(শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গতি ঘটিবার নহে, সেই সঙ্গতিই আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে, অতএব নৈরাশ্য শ্রেয়ঃ হইলেও তাহা দুষ্কর এই কথা বলিতেছেন) স্বৈরিণী (স্বাধীনা বেশ্যা) পিঙ্গলাও বলিয়াছে, নৈরাশ্যই পরম সুখ—যদিও তাহা আমরা জানি, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের আশা দুস্ত্যজ্য। ৪৭

(লোভী লোভের বস্তু পাউক বা নাই পাউক কিন্তু সে বিষয়ে ঔৎসুক্য ত্যাগ করিতে পারে না এই কথাই বলিতেছেন) উত্তমঃশ্লোক ভগবানের রহস্যবার্ত্তা পরিত্যাগ করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? ইচ্ছা না করিলেও শ্রী তাঁহার অঙ্গ হইতে কখন পরিচ্যুত হয়েন না। ৪৮

(কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইতে পারিলে দুঃখ হয় না এ কথা সত্য, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে না এই কথা বলিতেছেন) নদী পর্ব্বত বনপ্রদেশ, যাহা বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়াছিল, এবং গাভী সকল, এই বেণুরব, আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ নন্দ-নন্দনকে স্মরণ করাইয়া দেয়. শ্রীনিকেতনে তদীয় পদচিহ্ন সর্ব্বত্র থাকায় তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারি না। ৪৯-৫০

হে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের মনোহর গতি, উদার হাস্য, লীলাবলোকন এবং মধুর বচনে আমাদের বুদ্ধি হৃত হইয়াছে, কি প্রকারে উহা বিস্মৃত হইব? হে কৃষ্ণ! হে ব্রজনাথ! হে আর্ত্তিনাশন! দুঃখ-সাগরে মগ্ন এই গোকুলকে উদ্ধার কর।৫১-৫২

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তাহার পর কৃষ্ণ-সন্দেশে পরিত্যক্ত কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখা সেই সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে অধোক্ষজ আত্মা জানিয়া উদ্ধবের পূজা করিলেন। ৫৩

শোন, এখানে গোচারণক্লেশ। সেখানে তিনি রাজা। এখানে গোপজাতীয়া—তাহাও পরকীয়া স্ত্রী, সেখানে স্বীয়া রাজকন্যা, সুতরাং তাঁহার তথায় কি সুখ ভাবিয়া দেখ। ৪৫

বিস্তৃতি—পূর্ণস্বরূপের জন্য কোন কন্যাই বিবাহার্থ আহরণীয় নহে, এই কথা উদ্ধবের প্রতি নিগূঢ় তত্ত্বরূপে সূচিত হইয়াছে। ৪৬

পিঙ্গলার পুরুষান্তরে আশা ছিল, এইজন্যই সে সেই আশা ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। ৪৭

গোপীরা কৃষ্ণ-সন্দেশে বিগত-বিরহ-সন্তাপা হইয়াছিল, সন্দেশমাত্রে কিরূপে বিগতবিরহতাপা হইল, ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, আত্মার জ্ঞান সন্দিষ্ট হইয়াছে, সেই আত্মাই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ, ইহা জানিয়া তাহাদের বিরহতাপ দূর হইয়াছিল। ৫৩

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ। কৃষ্ণলীলাকথা গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥৫৪॥
যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ। ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া ॥৫৫॥
সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্। কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥৫৬॥
দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্। উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ ॥৫৭॥

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥৫৮॥
কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥৫৯॥

হে রাজন্। উদ্ধব, গোপীদিগের মনঃসন্তাপ অপনোদন করতঃ কয়েক মাস সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিনি কৃষ্ণ-লীলা-কথা গান করিয়া গোকুলবাসী জনগণকে অনুক্ষণ আনন্দিত করিয়াছিলেন। ৫৪

সেই উদ্ধব যত দিন নন্দব্রজে বাস করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকথা দ্বারা ব্রজবাসিগণের সেই সকল দিন ক্ষণকালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। ৫৫

আর সেই হরিদাস উদ্ধব, নদী বন পর্ব্বত, গহ্বর ও পুষ্পিত বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিয়া, ব্রজবাসীদিগকে কৃষ্ণকথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি ক্রীড়া করিয়াছিলেন। উদ্ধব গোপীদের কৃষ্ণাবেশে মনের এই প্রকার বৈক্লব্য দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে নমস্কার করিবেন বলিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৫৬-৫৭

এই সকল গোপবধূরাই পৃথিবীতে সফল জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কারণ, ইঁহারা অখিলের আত্মা ভগবান্ গোবিন্দে পরম প্রেমবতী। যে রূঢ় ভাব (প্রেম) সংসারভীরু মুমুক্ষু এবং মুক্ত মুনিগণ বাঞ্ছা করেন এবং আমরাও (ভক্তেরাও) বাঞ্ছা করিয়া থাকি, যাহার অনন্তের কথায় অনুরাগ আছে, তাহার ব্রাহ্মণের যে তিনটি জন্ম যথা শৌক্র সাবিত্র এবং যাজ্ঞিক সেই সকল জন্ম দ্বারা প্রয়োজন কি? অথবা অনন্তের কথানুরক্তের ব্রহ্ম জন্মে—চতুর্মুখজন্মে কি প্রয়োজন? ৫৮

(ঈশ্বরের অনুগ্রহই মহত্ত্বের প্রতি কারণ, জাতি আচার বা জ্ঞান ঈশ্বরানুগ্রহের প্রতি কারণ নহে। পরন্তু কেবল ভজনই কারণ এই কথা বলিতেছেন) এই সকল গোপী (জাতিতে নিন্দিত), বনচরী (বন-ভ্রমণশীলা) এবং ব্যভিচার-দূষিতা (আচারেও নিন্দিতা), ইহারাই বা কোথায়? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে পরম প্রেমই বা কোথায়? (এই দুইয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না) (বিষম পদার্থদ্বয়ের একত্র সংঘটনপ্রকার দেখাইতেছেন) ঈশ্বর, ভজনশীল অজ্ঞ ব্যক্তিরও পরম মঙ্গল বিধান করেন, যেমন অগদরাজ অমৃত না জানিয়া সেবিত হইলেও সেবকের সর্ব্বব্যাধি নাশ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব স্বাদবিশেষ জন্মায় সেইরূপ। ৫৯

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ-কথায় অনুরাগ হইলে তাহার ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মা হইবার কোন প্রয়োজন হয় না, সে সেই অনুরাগবলেই কৃতার্থ হয়, আর যাহার কৃষ্ণ-কথায় রস নাই অর্থাৎ অনুরাগ নাই, সে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রহ্মা হইলেও তদ্দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; কারণ, কৃষ্ণ-কথায় রাগাভাবই সকল বৈফল্য-প্রতিপাদক। ৫৮

স্ত্রীগণের ত্রৈবিধ্য নিবন্ধন ব্যভিচারও ত্রিবিধ, পতি ও উপপতিকে যে রমণ করে, সে এক প্রকার, এই ব্যভিচার লোক ও শাস্ত্রনিন্দিত। পতিকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র উপপতিতেই রত থাকা অপর ব্যভিচার, ইহাও লোকশাস্ত্রে নিন্দিত, আর নিজ পতিকে ত্যাগ করিয়া ভগবানে উপপতি জ্ঞানে দেখা; ইহা অনভিজ্ঞ লোকনিন্দিত হইলেও

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজবল্লবীনাম্ ॥৬০॥
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥৬১॥
যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥৬২॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥৬৩॥
শ্রীশুক উবাচ।
অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ। গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥৬৪॥

(গোপীগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক এই কথা বলিতেছেন) ভগবানের অঙ্গে সদা একান্ত রতা লক্ষ্মীর প্রতিও এ অনুগ্রহ হয় নাই। পদ্মগন্ধা ও পদ্মবর্ণা দীপ্তিমতী স্বর্লোক-বাসিনী অপ্সরাগণের প্রতিও হয় নাই, অন্য ত দূরের কথা। রাসোৎসবে ভুজদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গিতকণ্ঠা লব্ধমনোরথা ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল। ৬০

(গোপীদের ন্যায় মহাভাব পূর্ব্বশ্লোকে উদ্ধব প্রার্থনা করিয়াছিলেন, উহা বিচার পূর্ব্বক করা হয় নাই, এক্ষণে বিচার পূর্ব্বক বলিতেছেন) আমি এই সকল গোপীদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা প্রভৃতি ওষধিগণের মধ্যে যেন কোন একটি হই। যেহেতুক এই গোপীরা দুস্ত্যজ আত্মীয়-স্বজন এবং সদাচাররীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি সকলের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবী আশ্রয় করিয়াছিলেন। ৬১

লক্ষ্মী দেবী যাঁহার অর্চ্চনা করেন, এবং পূর্ণকাম যোগেশ্বর, ব্রহ্মাদিরও চিরপূজিত। রাসসভায় স্ব স্ব স্তনোপরি বিন্যস্ত সেই ভগবৎ-পদারবিন্দ আলিঙ্গন করিয়া যে গোপীগণ স্ব স্ব সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ পদ সাক্ষাৎ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়েন নাই) ৬২

আমি নন্দব্রজস্থ স্ত্রীগণের পাদরেণু বারংবার বন্দনা করি। যাহাদের হরিকথা-গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে। ৬৩

শুকদেব বলিলেন, উদ্ধব গোপীদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া এবং যশোদা নন্দ ও অন্য গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া মথুরায় যাইবার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৬৪

অভিজ্ঞ লোকপূজিত ও শাস্ত্রপূজিত, যদিও শেষোক্ত ব্যভিচার প্রকৃত ব্যভিচার নহে, তথাপি ব্যভিচার-সাধর্ম্ম্যে ঐরূপ বলা হইয়াছে। ৫৯

বিবৃতি—যেমন সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ, বানর-বালক সহ ভোজন, দধিচৌর্য্য, পরস্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি লোকনিন্দিত কার্য্য করিয়াও এতৎ কার্য্য দ্বারাই জগতে স্তুত, সেইরূপ গোপীরা জগতে আচারাদি দ্বারা নিন্দিত হইলেও লক্ষ্মী হইতেও পরম সৌভাগ্য লাভে সমর্থা হইয়াছিলেন, এই কথাই বলা হইতেছে। ৬০

আমি যদি বৃন্দাবনের কোন তৃণ-গুল্মলতার মধ্যে জন্ম-লাভ করি, তবে শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে ব্যাকুলভাবে গমনকালে এই গোপীদের চরণধূলি লাভে সমর্থ হইতে পারি, নতুবা বর্ত্তমানে কোটিবার দীনভাবে প্রার্থনা করিলেও ইহারা আমার মস্তকে চরণ রক্ষা করিবেন না। সুতরাং যখন গোপীদের চরণরেণু লাভে সমর্থ হইব, তখনই আমার জীবন ধন্য হইবে। ৬১

ইহার তাৎপর্য্য,—এই সকল ভাগবতগণমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধিয়াই পরম শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে লীলাপরিকরগণ অন্তরঙ্গ,

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ। নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ ॥৬৫॥
মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ। বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৬৬॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া। মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥৬৭॥
এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ। উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥৬৮॥
কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্। বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে উদ্ধবপ্রতিযানে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

উদ্ধব রথারোহণার্থ ব্রজদ্বারে নির্গত হইয়া অবস্থান করিলে, নন্দাদি গোপগণ নানাবিধ উপায়ন হস্তে লইয়া অনুরাগে অশ্রুপরিপূর্ণ নেত্র হইয়া বলিয়াছিলেন। ৬৫

আমাদের মনোবৃত্তি সকল কৃষ্ণপাদপদ্মকে আশ্রয় করুক এবং আমাদের বাণী সকল কৃষ্ণনাম বলুক আর দেহ কৃষ্ণপ্রণামাদি কার্য্যে রত হউক। ৬৬

ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা স্ব স্ব কর্ম্মবশে যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি, আমাদের মঙ্গলাচরণ ও দান দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক। ৬৭

হে রাজন্! কৃষ্ণভক্তি বশতঃ গোপগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে সম্মানিত হইয়া উদ্ধব পুনরায় কৃষ্ণ-পালিতা মথুরায় আগমন করিলেন। ৬৮

পরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ব্রজবাসীদিগের ঐকান্তিকী ভক্তির কথা নিবেদন পূর্ব্বক তাহাদের প্রদত্ত উপায়ন সকল বসুদেব, বলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকে সমর্পণ করিলেন। ৬৯

তন্মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, তাঁহার এইরূপ স্পৃহা এবং দীনতা দেখা যায়; পরন্তু পট্টমহিষীগণ সম্বন্ধে এরূপ দেখা যায় না, সুতরাং গোপীদের চরণারবিন্দ সকলেরই অনুসরণীয়, তন্মধ্যেও শ্রীরাধার চরণই অনুসরণীয়। ৬৩

বিবৃতি—কৃষ্ণ আমার পুত্র না হইয়া ঈশ্বর হইলেও ইহা নন্দের অন্তরের দুঃখব্যঞ্জক কথা, আমাদের অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মবলে ও দানাদি দ্বারা কৃষ্ণে রতি হউক এই বাক্য বিয়োগময় পিতার বাৎসল্যেও সম্ভব হইতে পারে। ৬৭

প্রথমে অন্তঃপুরস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার নিকট বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া, যথাবসরে সকল বলিয়াছিলেন, তারপর অবসরক্রমে বসুদেবাদির নিকট যথাযোগ্য সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত উপায়ন সকল তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। ৬৯

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ। সৈরন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ ॥১॥

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্। মুক্তাদামপতাকাভিবিতানশয়নাসনৈঃ।

ধূপৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্ ॥২॥

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাসনাৎ সদ্যঃ সমুত্থায় হি জাতসম্ভ্রমা।

যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ ॥৩॥

তথোদ্ধবঃ সাধুতয়াভিপূজিতো ন্যষীদদুর্ব্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্।

কৃষ্ণোঽপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং বিবেশ লোকাচরিতান্যনুব্রতঃ ॥৪॥

সা মজ্জনালেপদুকূলভূষণস্রগ্‌গন্ধতাম্বূলসুধাসবাদিভিঃ।

প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং সব্রীড়লীলোৎস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥৫॥

আহূয় কান্তাং নবসঙ্গমহ্রিয়া বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে।

প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য বাময়া রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে ব্রজের সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবার পর, সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শন শ্রীকৃষ্ণ কামতপ্তা সৈরিন্ধ্রীর (কুব্জার) প্রিয় করিবার ইচ্ছায় তাহার গৃহে গিয়াছিলেন। ১

সেই গৃহ মহামূল্য গৃহোপকরণে সুসজ্জিত এবং কামোদ্দীপক অর্থাৎ যদবলোকনে কামের উদ্দীপন হয় এমত অশ্লীল চিত্রপটাদিতে ভূষিত, আর মুক্তা-মালা, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা, আসন ও সুরভি ধূপ, দীপ এবং মাল্যগন্ধে মণ্ডিত ছিল। ২

শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে আসিতে দেখিয়া সেই সৈরিন্ধ্রী সসম্ভ্রমে তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইল এবং সখীগণের সহিত কৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া আসনাদি দ্বারা যথোচিত ভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিল। ৩

• এবং সেই কুব্জা কর্ত্তৃক সেইরূপ ভাবে উদ্ধবও পূজিত হইয়াছিলেন। উদ্ধব আসন স্পর্শ করিয়া ভূমিতেই উপবেশন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও লোকাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া শীঘ্র মহামূল্যশয্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৪

সেই সৈরিন্ধ্রী (শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় প্রবিষ্ট হইলে) স্নান, অনুলেপন, বসন, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল, অমৃত তুল্য মদ্য প্রভৃতি দ্বারা প্রসাধিত হইয়া অর্থাৎ নিজের দেহকে শ্রীকৃষ্ণের উপভোগযোগ্য করিয়া সলজ্জ ও সলীল হাস্যবিলাস ও কটাক্ষ-সমন্বিতা সে কৃষ্ণসমীপে অভিসার করিয়াছিল। ৫

হে রাজন্! নব সঙ্গম-লজ্জায় বিশঙ্কিতা সেই কান্তাকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার কঙ্কণালঙ্কৃত দুই কর ধারণ করিলেন এবং শয্যায় উপবেশন করাইয়া সেই বামার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ঐ কুব্জার অনুলেপন অর্পণ মাত্র ক্ষুদ্র পুণ্য ছিল (সেই পুণ্যেরই এই মাহাত্ম্য)। ৬

বিবৃতি—স্বার্থাভিলাষবিশেষ দ্বারা কুব্জা দগ্ধ হইতেছিল, তাহার প্রিয় করিবার ইচ্ছায়, কুব্জা আমার প্রীতির নিমিত্ত অঙ্গরাগ দিয়াছিল, সেই জন্য আমিও ইহার প্রীতিবিশেষ সম্পাদন করিয়া অঋণী হইব, এইরূপ বিচার করিয়া কৃষ্ণ কুব্জার গৃহে গিয়াছিলেন। ১

কামোপায়ঃ—কামোদ্দীপক অশ্লীল ছবি সকল এবং ঔষধিবিশেষ। ২

সানঙ্গতপ্তকুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণোর্জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্ত্যা।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্ত্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্ ॥৭॥
সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্। অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥৮॥
আহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া। রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ॥৯॥
তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ। সহোদ্ধবেন সর্ব্বেশঃ স্বধামাগমদৃদ্ধিমৎ ॥১০॥
দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥১১॥
অক্রূরভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ। কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রূরপ্রিয়কাম্যয়া ॥১২॥
স তান্ নরবরশ্রেষ্ঠানারাদ্বীক্ষ্য সবান্ধবান্। প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ॥১৩॥
ননাম কৃষ্ণং রামঞ্চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ। পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥১৪॥

সেই কুব্জা অনন্তের চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিয়া আপনার কামসন্তপ্ত স্তনদ্বয়, বক্ষঃস্থল ও নয়নদ্বয়ের পীড়া নিবারণ করত দুই স্তনের মধ্যগত আনন্দমূর্ত্তি কান্তকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘ কালীন সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিল। ৭

হে রাজন্! সেই কুব্জা দুষ্প্রাপ্য মুক্তিদাতা ঈশ্বর সেই কৃষ্ণকে অঙ্গরাগ অর্পণ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া দুর্ভগা এইরূপ প্রার্থনা করিল। গোপাঙ্গনাদের ন্যায় কৃষ্ণনিষ্ঠা না হইয়া কাম প্রার্থনা করায় সে দুর্ভাগা ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮

(সে বলিল) হে প্রিয়তম! এখানে কিছুদিন আমার সহিত বাস কর এবং আমার সহিত ক্রীড়া কর। হে পদ্মনয়ন! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে কোন মতেই পারিব না। ৯

(এইরূপে প্রার্থিত হইয়া) মানদ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কাম বর এবং অলঙ্কারাদি দান দ্বারা তাহার সম্মান করিয়া উদ্ধবের সহিত স্বীয় সমৃদ্ধিযুক্ত পুরীতে গমন করিলেন। ১০

হে রাজন্! সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর দুরারাধ্য ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করে, সে (ঐ তুচ্ছ সুখ প্রার্থনা করায়) কুবুদ্ধি। ১১

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কিছু কার্য্য করাইবার ইচ্ছায় এবং অক্রূরের প্রিয়কামনায় বলভদ্র ও উদ্ধবের সহিত অক্রূরগৃহে গমন করিলেন। ১২

অক্রূর সেই সকল নরশ্রেষ্ঠ আত্মবান্ধবগণকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া পরমহর্ষে প্রত্যুত্থান ও প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করিয়া রাম ও কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও অক্রূরকে অভিবাদন করিয়াছিলেন, এবং রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

বিবৃতি—মহা শিষ্টশিরোমণি উদ্ধবের সহিত গমন লোকনিন্দা পরিহারার্থ। মাথুরহরিবংশে এইরূপ একটি কথা আছে যে, পূর্ব্বজন্মে সৈরিন্ধ্রী এক রাজকন্যা ছিল, সে নারদমুখে ভগবানের গুণগান শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। পরে রাজা নারদের নিকট কন্যার যোগ্য বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নারদ ঐ কন্যাকেই তাহার অভিপ্রেত বর কে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন; তখন ঐ কন্যা সর্ব্বোত্তম ভগবান্‌কেই নিজ পতি বলিলে নারদ উহা অসম্ভব বলেন, পরে আকাশবাণী হয় যে, পরজন্মে তুমি কুব্জা হইবে এবং যাঁহার স্পর্শে কুব্জা হইতে সুন্দরী হইবে, তিনিই তোমার বর হইবেন। এইরূপ আকাশবাণী ঐ কন্যা কঠোর তপস্যা করিলে পর হইয়াছিল এবং ঐ রাজকন্যা কংসের বৈশ্যমন্ত্রিগৃহে জন্মগ্রহণ করে এবং কংসপ্রার্থনায় সে কংসের গন্ধলেপনকার্য্যে নিযুক্তা হয়। ১০

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ন্ শিরসা নৃপ। অর্হণেনাম্বরৈর্দিব্যৈর্গন্ধস্রগ্‌ভূষণোত্তমৈঃ ॥১৫॥
অর্চ্চিত্বা শিরসানম্য পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্। প্রশ্রয়াবনতোঽক্রূরঃ কৃষ্ণরামাবভাষত ॥১৬॥

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্ ॥১৭॥
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্ ॥১৮॥

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্বশক্তিভিঃ। ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুতপ্রত্যক্ষগোচরম্ ॥১৯॥

যথাহি ভূতেষু চরাচরেষু মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনিষ্বাত্মাত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি ॥২০॥
সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ।
ন বধ্যসে তদ্‌গুণকর্ম্মভির্বা জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ ॥২১॥

হে রাজন্! অক্রূর তাঁহাদের পদপ্রক্ষালিত জল স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া দিব্য বসন, দিব্য ভূষণ, দিব্য গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি উপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন, পরে রাম ও কৃষ্ণের চরণদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন। ১৫-১৬

ভাগ্য ক্রমে পাপাত্মা কংস অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে, আপনাদের এই কুল ভাগ্যক্রমে আপনারা দুইজনে মহৎ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ও (বিচিত্র বৈভব দ্বারা) বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ১৭

আপনারা দুইজনে জগন্ময়, যেহেতু দুইজনেই জগতের প্রকৃতি ও পুরুষ স্বরূপ, অতএব আপনাদের দুইজন ব্যতীত কারণ অথবা কার্য্য কিছুই নাই। ১৮

হে পরমেশ্বর! নিজশক্তি রজোগুণ প্রভৃতি দ্বারা আপনা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই বিশ্ব, অনুপ্রবেশ করিয়াই যেন আপনি আছেন, এবং শ্রুত ও প্রত্যক্ষ গোচর যেরূপে হয় সেই রূপে আপনিই বহুপ্রকার হইয়া প্রতীয়মান আছেন। ১৯

(একের বহুরূপে প্রতীতি হয় ইহা দৃষ্টান্ত সহ বলিতেছেন, যথাহীতি) যেমন স্থাবর জঙ্গম ও নিজেরই রূপান্তর দ্বারা অভিব্যক্ত স্থানসকলরূপ ভূতমধ্যে মহী প্রভৃতি কারণসমূহ নানা রূপে প্রকাশ পায়, তেমনি আপনি নিরবচ্ছিন্ন আত্মতন্ত্র হইয়াও আপনার কারণভূত ভৌতিক সকলে বহু প্রকারে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। ২০

হে ভগবন্! আপনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও সংহার করেন এবং পালন করেন, কিন্তু আপনি ঐ সকল গুণ অথবা কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়েন না! অপর, আপনি জ্ঞানাত্মা, ইহাতে আপনার বন্ধ হেতু অবিদ্যাই বা কোথায়? অর্থাৎ আপনার অবিদ্যা জন্য বন্ধ নাই। ২১

বিবৃতি—নিজেরই রূপান্তরে অভিব্যক্ত চরাচর মাঝে যেমন পৃথিব্যাদি কারণ নানারূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ স্বকারণভূত ভৌতিকমধ্যে জীব ও নর মৃগাদি শরীরে বাল যুব বৃদ্ধাবস্থা ভেদে নানারূপ প্রতীত হয়েন, ইহার ব্যবচ্ছেদার্থ আত্মতন্ত্রপদ দেওয়া হইয়াছে। ২০

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥২২॥
ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায় যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ।
বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভিস্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি ॥২৩॥
স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।
অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশরাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্ ॥২৪॥
অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা যঃ সর্ব্বদেবপিতৃভূতনৃদেবমূর্ত্তিঃ।
যৎপাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি স ত্বং জগদ্গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ ॥২৫॥
কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥২৬॥

(আপনার বন্ধ আশঙ্কা ত হইতেই পারে না, বাস্তবিক পক্ষে জীবাত্মারও বন্ধ নাই, এই কথাই বলা হইতেছে) হে ভগবন্! দেহাদি রূপ উপাধি নিরূপিত না হওয়ায় আত্মার জন্ম এবং জন্মমূলক ভেদ স্বরূপতঃ নাই; যেহেতুক অবিদ্যা নাই, সেই জন্য বন্ধ ও মোক্ষও নাই, (উদুখলে বন্ধ ও যমুনা-হ্রদে মুক্ত দেখিবার কারণ) আমাদের অবিবেক বশতঃ অভিপ্রায়ানুসারে আপনার বন্ধ ও মোক্ষ কল্পিত হয়। ২২

(আপনার অবতার ও তচ্চরিত্র অবিদ্যাকল্পিত শুক্তিরজতবৎ মিথ্যা নহে, উহা আপনার লীলা; এই কথা দুই শ্লোকে বলা হইতেছে) হে ভগবন্! আপনি বলিয়াছেন যে, জগতের হিতের জন্য যখন পুরাতন বেদপথ পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক বাধিত হয়, তখন আপনি সত্ত্বগুণ ধারণ করেন। ২৩

সেই আপনি অসুরাংশোৎপন্ন রাজাদিগের শত শত অক্ষৌহিণী সেনা বধ দ্বারা পৃথিবীর ভারাপনোদন নিমিত্ত ও বংশের যশঃ বিস্তার করতঃ নিজ অংশ বলভদ্রসহ এই বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২৪

(আপনার আগমনে আমরা কৃতার্থ হইলাম, এই কথা তিনটি শ্লোকে বলা হইয়াছে) হে ঈশ! আমাদের এই সকল গৃহের অদ্য মহাভাগ্য প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ এ সকল তপোবন অপেক্ষাও পুণ্যতম হইয়াছে, যেহেতু যিনি সর্ব্বদেবপিতৃভূত নৃদেবমূর্ত্তি অর্থাৎ পঞ্চযজ্ঞ ও দেবতামূর্ত্তি, এবং যাঁহার পাদধৌত জল সুরতরঙ্গিণী ত্রিজগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই জগদ্গুরু আপনি এই সকল গৃহে প্রবেশ করিলেন। ২৫

হে প্রভো! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃদ্ এবং কৃতজ্ঞ, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনা ভিন্ন অন্যের শরণাগত হইবে? কেহই হইবে না। আপনি ভজনাকারী সুহৃজ্জনের প্রতি সর্ব্বকাম—এমন কি, নিজেকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, অথচ ইহাতে আপনার উপচয় অথবা অপচয় নাই। ২৬

বিস্বৃতি—অবিদ্যোপাধিক জীবাত্মারও যখন বাস্তবিক বন্ধ নাই, তখন আপনারও কোন কথাই নাই এই কথাই দেহাদ্যুপাধেঃ ইত্যাদি দ্বারা বলা হইয়াছে। যদি আমার বন্ধ না থাকে, তবে মুক্তিও নাই। এই আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছেন, আপনার বন্ধ ও মোক্ষ কিছুই নাই পরন্তু অভিপ্রায়ানুসারে উহা কল্পিত হয় মাত্র। উদুখলে বন্ধন ও যমুনাহ্রদে মুক্তস্বরূপ দর্শন হওয়ায় এই কথা বলিয়াছেন। ভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন, যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অর্থাৎ যখন পাষণ্ডগণ পুরাতন বেদমার্গ ধ্বংস করে, সেই সময় ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। সেই অবতার সত্ত্বগুণে হয়। ২২-২৩

এই সব কারণে আমার গৃহে আপনার আগমন আশ্চর্য্যজনক নহে। ২৬

দিষ্ট্যা জনার্দ্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুতকলত্রধনাপ্তগেহদেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্ ॥২৭॥
ইত্যর্চ্চিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ। অক্রূরং সস্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব ॥২৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা।
বয়স্তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥২৯॥
ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ। শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥৩০॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৩১॥
স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়ান্ শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া।
জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্ব গজসাহ্বয়ম্ ॥৩২॥
পিতর্য্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ। আনীতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম ॥৩৩॥
তেষু রাজাম্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ। সমো ন বর্ত্ততে নূনং দুষ্পুত্রবশগোঽন্ধদৃক্ ॥৩৪॥

হে জনার্দ্দন! আমাদের পরমভাগ্য, কারণ, যোগেশ্বর সুরাধিপতিরাও যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না, সেই আপনি আমাদের ন্যায় অবিবেকীদিগের প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদের পুত্র-কলত্র ধন-জন এবং দেহ-গেহাদিরূপ মোহশৃঙ্খল যাহা আপনার মায়া—উহা ছেদন করুন। ২৭

ভক্ত অক্রূর কর্ত্তৃক এইরূপ অর্চ্চিত ও স্তুত হইয়া ভগবান্ হরি, মধুর বাক্যে অক্রূরকে যেন মুগ্ধ করিয়াই সহাস্যে বলিলেন। ২৮

ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাদের গুরু, পিতৃব্য এবং শ্লাঘ্য বন্ধু, আমরা তোমাদের পুত্র, অতএব নিত্যরক্ষণীয় পোষ্য এবং অনুকম্পনীয়। ২৯

হে মহাত্মন্! নিজ মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে আপনাদের ন্যায় পূর্ব্বতন মহাভাগ পুরুষের সেবা করা কর্ত্তব্য। দেবতারা স্বার্থপর, সাধুগণ তাদৃশ নহেন। (সাধুরাই দেবতা সুতরাং তাঁহাদেরই সেবা করা উচিত।) ৩০

(তবে কি মৃত্তিকা ও শিলাময় দেবতারা দেবতা নহেন? না, এই কথা বলিতেছেন) জলময় তীর্থ সকল তীর্থ নহে ও মৃৎশিলাময় দেবতাও দেবতা নহে ইহা নহে, তাঁহারা তীর্থ ও দেবতা, পরন্তু তাঁহাদের সেবা করিলে দীর্ঘকালে তাহারা পবিত্র করেন, আর সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩১

সেই তুমি আমাদের সুহৃদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব পাণ্ডবদিগের কল্যাণকামনায় তাঁহারা কেমন আছেন তাহা জানিবার নিমিত্ত হস্তিনাপুরে গমন কর। ৩২

পিতার (পাণ্ডুর) মৃত্যুর পর শিশু পাণ্ডবগণ মাতার সহিত অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, শুনিয়াছি, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলে তাঁহারা তথায় বাস করিতেছেন। ৩৩

দুষ্ট পুত্রের বশীভূত অন্ধ অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সেই সকল ভ্রাতৃপুত্রগণের প্রতি সমব্যবহার করেন না। ৩৪

বিবৃতি—সাধুগণের সহিত তীর্থ ও দেবমূর্ত্তির মহা প্রভেদ; কারণ, দীর্ঘকাল সেবা করিলে তীর্থ ও দেবতা মূর্ত্তির সেবাকারিগণকে পবিত্র করেন আর সাধুরা দর্শন মাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩১

গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা। বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ ॥৩৫॥
ইত্যক্রূরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

তুমি যাও, তাহার ব্যবহার ভাল কি মন্দ জানিয়া আইস, তগ্রে সকল বিষয় অবগত হই, পরে সেই প্রকার বিধান করিব—যাহাতে সুহৃদ্গণের কল্যাণ হয়। ৩৫

হে রাজন্! ভগবান্ ঈশ্বর হরি অক্রূরের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া পরে বলভদ্র ও উদ্ধব সহ নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৩৬

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

স গত্বা হস্তিনপুরং পৌরবেন্দ্রযশোঽঙ্কিতম্। দদর্শ তত্রাম্বিকেয়ং সভীষ্মং বিদুরং পৃথাম্ ॥১॥
সহপুত্রঞ্চ বাহ্লীকং ভারদ্বাজং সগৌতমম্। কর্ণং সুযোধনং দ্রৌণিং পাণ্ডবান্ সুহৃদোঽপরান্ ॥২॥
যথাবদুপসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্দিনীসুতঃ। সম্পৃষ্টস্তৈঃ সুহৃদ্বার্ত্তাং স্বয়ঞ্চাপৃচ্ছদব্যয়ম্ ॥৩॥
উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞো বৃত্তবিবিৎসয়া। দুষ্প্রজস্যাল্পসারস্য খলচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ ॥৪॥
তেজ ওজো বলং বীর্য্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদ্‌গুণান্। প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহদ্ভিশ্চিকীর্ষিতম্ ॥৫॥
কৃতঞ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্যদ্গরদানাদ্যপেশলম্। আচখ্যৌ সর্ব্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ ॥৬॥
পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রূরমুপসৃত্য তম্। উবাচ জন্মনিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রুকলেক্ষণা ॥৭॥
অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে। ভগিন্যো ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ সখ্য এব চ ॥৮॥
ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ। পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥৯॥
সপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকাণাং হরিণীমিব। সান্ত্বয়িষ্যতি মাং বাক্যৈঃ পিতৃহীনাংশ্চ বালকান্ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পৌরবেন্দ্রগণের যশোঽলঙ্কৃত অর্থাৎ তৎকৃত দেবতায়তন ও ব্রাহ্মণাবাস-ভূষিত হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সেই অক্রূর ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, কুন্তী, সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণকে দেখিয়াছিলেন। ১-২

গান্দিনীনন্দন অক্রূর যথানিয়মে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলে, তাঁহারা সুহৃদ্‌গণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

পরে রাজার ব্যবহার বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত হস্তিনাপুরে কতিপয় মাস বাস করিয়াছিলেন। রাজার পুত্রগণ অসৎ এবং তিনিও মন্দবুদ্ধি ছিলেন এবং খলগণের ইচ্ছানুসারেই সকল কার্য্য করিতেন। ৪

দুর্য্যোধনাদি রাজপুত্রগণ পৃথাতনয় যুধিষ্ঠিরাদির প্রভাব, শস্ত্রনৈপুণ্য ও বল-বীর্য্য এবং বিনয়াদি সদ্‌গুণ ও প্রজাগণের অনুরাগ সহ্য করিতে না পারিয়া যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ৫

এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি বিষদানাদি যে যে অন্যায্য ব্যবহার করিয়াছিল, কুন্তী এবং বিদুর সেই সকলই অক্রূরের নিকট বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন। ৬

হে মহারাজ! কুন্তী ভ্রাতা অক্রূরকে দেখিতে পাইয়া জন্মস্থানের কথা স্মরণ হওয়ায় রোদন করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন। ৭

হে সৌম্য! আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ, ভগিনী সকল, ভ্রাতৃপুত্রেরা, কুলস্ত্রীগণ এবং সখী সকল কখনও আমাদিগকে স্মরণ করেন? ৮

আমার ভ্রাতৃপুত্র শরণাগতপালক, ভক্তবৎসল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার পিতৃষ্বসৃনন্দনগণকে স্মরণ করেন? এবং কমললোচন রামও কি কখন পৈতৃষ্বসেয়দিগকে মনে করিয়া থাকেন? ৯

হে ভ্রাতঃ! বৃকগণমধ্যে হরিণীর ন্যায় আমি শত্রুমধ্যে নিরন্তর শোক করিয়া কালযাপন করিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ কি আসিয়া আমাকে এবং পিতৃহীন বালকদিগকে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা দিবেন? ১০

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন। প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ॥১১॥
নান্যৎ তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্। বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ॥১২॥
নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা ॥১৩॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যনুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণঞ্চ জগদীশ্বরম্। প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী ॥১৪॥
সমদুঃখসুখোঽক্রূরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ। সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ॥১৫॥
যাস্যন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্। অবদৎ সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্ ॥১৬॥
অক্রূর উবাচ।
ভো ভো বৈচিত্রবীর্য্য ত্বং কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন। ভ্রাতর্য্যুপরতে পাণ্ডাবধুনাসনমাস্থিতঃ ॥১৭॥
ধর্ম্মেণ পালয়ন্নুর্ব্বীং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্। বর্ত্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্ত্তিমবাপ্স্যসি ॥১৮॥
অন্যথা ত্বাচরল্লোঁকে গর্হিতো যাস্যসে তমঃ। তস্মাৎ সমত্বে বর্ত্তস্ব পাণ্ডবেষ্বাত্মজেষু চ ॥১৯॥

হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বপালক! হে বিশ্বান্তর্য্যামিন্! হে প্রভো! আমি শিশুগণ সহ মহা ক্লেশ পাইতেছি, হে গোবিন্দ! শরণাগতা আমাকে রক্ষা কর। ১১

হে প্রভো। যাহারা মৃত্যু ও সংসার হইতে ভয় পায়, সেই মানবগণের পক্ষে ঈশ্বর যে তুমি, সেই তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য আশ্রয় বা রক্ষক দেখি না। ১২

হে কৃষ্ণ! আপনি ধর্ম্মাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, জীবের সখা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং জ্ঞানাত্মা, আমি আপনাকে নমস্কার করি এবং আপনার শরণাগতা হইলাম। ১৩

হে রাজন্! তোমাদের প্রপিতামহী কুন্তী এই প্রকারে স্বজন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে অনুস্মরণ করিয়া দুঃখিতা হইয়াছিলেন ও রোদন করিয়াছিলেন। ১৪

মহাযশস্বী অক্রূর এবং বিদুর কুন্তীর দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতেন, তাঁহার রোদন শ্রবণে কাতর হইয়া তাঁহার পুত্রগণের উৎপত্তির কারণ বর্ণনা দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৫

তদনন্তর রামকৃষ্ণাদি বন্ধুগণ সৌহার্দ্দবশতঃ যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, অক্রূর যাইবার কালে বিষম পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমনপূর্ব্বক সুহৃদ্গণের মধ্যে সে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬

অক্রূর বলিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্যনন্দন! হে কুরুবংশ-কীর্ত্তিবর্দ্ধন! তোমার ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে পর তুমি এক্ষণে রাজাসনে অবস্থান করিতেছ। ১৭

ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীপালন ও সুশীলতার দ্বারা প্রজারঞ্জন কর এবং জ্ঞাতিদিগের প্রতি সমভাবে বর্ত্তমান হও, তাহা হইলে কল্যাণ ও কীর্ত্তি লাভ করিবে। ১৮

যদি অন্যথা আচরণ কর, তাহা হইলে লোক-সমাজে নিন্দিত হইয়া ইহকালেই নরক অর্থাৎ মহা-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে; অতএব আপনার পুত্রগণের প্রতি ও পাণ্ডুর তনয়গণের প্রতি সমানরূপে বর্ত্তমান থাকে। ১৯

বিবৃতি—হে প্রভো! আমি শিশুপুত্রগণ সহ বিষম শত্রুসঙ্কটে পড়িয়াছি, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে ও আমার শিশু পুত্রগণকে আসিয়া রক্ষা কর। ১১

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ সহ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ ॥২০॥
একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥২১॥
অধর্ম্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ। সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ ॥২২॥
পুষ্ণাতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্। তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ ॥২৩॥
স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ। অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্ম্মবিমুখস্তমঃ ॥২৪॥
তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্। বীক্ষ্যায়ম্যাত্মনাত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো ॥২৫॥
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্। তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্তঃ প্রাপ্য যথামৃতম্ ॥২৬॥
তথাপি সূনৃতা সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে। পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥২৭॥
ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্। ভূমের্ভারাবতারায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥২৮॥

হে রাজন্! এ সংসারে কোন ব্যক্তির কাহারও সহিত নিত্য অবস্থান হয় না, আপনার দেহের সহিতই চিরবাস্থিতি হয় না, পুত্রকলত্রাদির সহিত নিত্য অবস্থিতির সম্ভাবনা কি? ২০

জীব একাকীই উৎপন্ন হয় এবং একাকীই বিলয় প্রাপ্ত হয়, একাকীই সুকৃত ভোগ করে ও একাকীই দুষ্কৃত ভোগ করে, (সুখ-দুঃখে কাহারও সাহিত্য নাই)। ২১

জলবাসী জীবের জীবনস্বরূপ জলের ন্যায় অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তির অধর্ম্মোপার্জ্জিত বিত্ত আমরা পোষ্যবর্গ এই ছলে অন্য ব্যক্তিরা অপহরণ করে। (অতএব পুত্রদিগকেই শত্রুরূপ জ্ঞান করিবে)। ২২

যে মূঢ় ব্যক্তি 'ইহারা আমার' এই বুদ্ধিতে যাহা-দিগকে পোষণ করে, সেই প্রাণ বিত্ত ও পুত্রাদিরা সেই অপ্রাপ্তভোগ মূর্খ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ২৩

সেই ব্যক্তি স্বার্থানভিজ্ঞ, ঐ সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনি পাপমাত্রকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করে ও নরকে প্রবিষ্ট হয়, স্বধর্ম্মবিমুখ হওয়ায় তাহার মনোরথও পূর্ণ হয় না। ২৪

অতএব হে রাজন্! এই লোককে স্বপ্ন, মায়া অথবা মনোরথ তুল্য অবলোকন করিয়া ও নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সমান হও—শান্ত হও। ২৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে দানপতে! অক্রূর! তুমি যে প্রকার কল্যাণকর বাক্য বলিতেছ, এই বাক্য শুনিয়া ইহাতে পরিতৃপ্ত অর্থাৎ ইহার আর প্রয়োজন নাই এইরূপ বুদ্ধি হইতে পারিতেছি না, যেরূপ মানব অমৃত পাইলে তাহাতে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি হয় না—সেইরূপ। ২৬

হে সৌম্য! তথাপি আমার অস্থির হৃদয় পুত্রানুরাগবশে বিষম হইয়াছে, তাহাতে তোমার এই সুনৃতা বাণী স্থান পাইতেছে না, যেমন স্ফটিক শিলামধ্যে স্ফুরিতা সৌদামিনী সহসা বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিলীন হইয়া যাইতেছে। ২৭

যদি বল, জানিয়াও এরূপ মোহ কেন হয়? উত্তর—যিনি ভূভারহরণ নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বর; তাঁহার বিধান কে অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে? ২৮

যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহারতন্ত্র সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥২৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ। সুহৃদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ ॥৩০॥
শশংস রামকৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্রবিচেষ্টিতম্। পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

যাঁহার নিজ মায়াপথ তর্কের অবিষয়, সেই মায়া দ্বারা যিনি এই বিশ্ব সৃজন করিয়া উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ও গুণ বিভাগ করেন (শাস্ত ঘোর মূঢ়রূপে বিভক্ত করেন), যাঁহার লীলা-সিদ্ধান্ত দুর্ব্বোধ্য, এবং যাঁহা হইতে সংসার-চক্রের গতি হয়, সেই পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ২৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই যাদব ঐ সকল বাক্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুহৃদ্গণের অনুজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার যদুপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। ৩০

হে রাজন্! তাহার পর অক্রূর রাম ও কৃষ্ণের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার-কথা বলিয়াছিলেন, যাহা জানিবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩১

ইতি দশম স্কন্ধে একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ। মৃতে ভর্ত্তরি দুঃখার্ত্তে ঈয়তুঃ স্ম পিতুর্গৃহান্ ॥১॥

পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে। বেদয়াঞ্চক্রতুঃ সর্ব্বমাত্মবৈধব্যকারণম্ ॥২॥

স তদপ্রিয়মাকর্ণ্য শোকামর্ষযুতো নৃপ। অযাদবীং মহীং কর্ত্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্ ॥৩॥

অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ। যদুরাজধানীং মথুরাং ন্যরুণৎ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৪॥

নিরীক্ষ্য তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্। স্বপুরং তেন সংরুদ্ধং স্বজনঞ্চ ভয়াকুলম্ ॥৫॥

চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণমানুষঃ। তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্ ॥৬॥

হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ভুবি ভারং সমাহিতম্। মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্ব্বভূভুজাম্ ॥৭॥

অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ।

মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্ত্তা বলোদ্যমম্ ॥৮॥

এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভারহরণায় মে। সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অস্তি ও প্রাপ্তিনামে কংসের দুই মহিষী ছিল। তাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর পিতৃগৃহে গমন করিল। ১

দুঃখিত কংস-মহিষীরা নিজের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের নিকটে নিজেদের বৈধব্যের কারণ সকল জানাইয়াছিল। ২

সেই জরাসন্ধ সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইল, এবং রোষবশে পৃথিবী যাদবশূন্য করিবার নিমিত্ত পরম উদ্যম করিয়াছিল। পরে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীতে পরিবৃত হইয়া যাদবগণের রাজধানী মথুরানগরীকে সকল দিক্ হইতে অবরুদ্ধ করিল। ৩-৪

শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় জরাসন্ধের সৈন্য ও সেই সৈন্য দ্বারা নিজপুরী অবরুদ্ধ, এবং সেই অবরোধ জন্য আত্মীয়-স্বজন ভয়বিহ্বল হইয়াছে দর্শন করিয়া—কারণ মানুষ অর্থাৎ ভূভারহরণ কারণে মানুষ-বিগ্রহ ভগবান্ হরি, সেই দেশ কালের অনুকূল নিজের অবতার-প্রয়োজন বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। ৫-৬

(প্রথমে এই চিন্তা করিলেন) মগধরাজ কর্ত্তৃক সমানীত, তাহার বশীভূত রাজগণের সৈন্য সকল—যাহারা পৃথিবীর ভার, তাহাদিগকে বধ করিব,—যাহা পদাতি অশ্ব রথ ও হস্তিসকলের দ্বারা বহু অক্ষৌহিণীরূপে সংখ্যাত হইয়াছে; পরন্তু মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করিব না। না মারিলে সে পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিবে। (তাহা হইলেই পৃথিবীর ভারস্বরূপ যাহারা, তাহাদিগকে একস্থানে পাইতে পারিব)। ৭-৮

এই নিমিত্তই ত আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, ফলতঃ ভূমির ভার হরণ এবং সাধুদিগের পরিরক্ষণ ও অসাধুজনের বিনাশ করিবার নিমিত্তই আমার অবতার গ্রহণ। ৯

১০৯৩৫০। অশ্ব ৬৫৬১০। হস্তি ও রথের সংখ্যা ২১৮৭০। হরিবংশে এই অবরোধের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কে কোন্ দ্বার অবরোধ করে, তাহাও বলা হইয়াছে। ৪

উভয়ই মারিব, এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন, জয়ই করিব এইরূপ চিন্তার হেতু তিনি কারণ-মানুষ। ৬

অন্যোঽপি ধর্ম্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংভ্রিয়তে ময়া। বিরামায়াপ্যধর্ম্মস্য কালে প্রভবতঃ কচিৎ ॥১০॥
এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্য্যবর্চ্চসৌ। রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ ১১॥
আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া। দৃষ্ট্বা তানি হৃষীকেশঃ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ ॥১২॥
পশ্যার্য্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো। এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ ॥১৩॥
যানমাস্থায় জহ্যেতদ্ব্যসনাৎ স্বান্ সমুদ্ধর। এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধুনামীশ শর্ম্মকৃৎ।
ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু ॥১৪॥
এবং সংমন্ত্র্য দাশার্হৌ দংশিতৌ রথিনৌ পুরাৎ। নির্জগ্মতুঃ স্বায়ুধাঢ্যৌ বলেনাল্পীয়সা বৃতৌ ॥১৫॥
শঙ্খং দধ্মৌ বিনির্গত্য হরির্দারুকসারথিঃ। ততোঽভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ ॥১৬॥
তাবাহ মাগধো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম। ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া।
গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্ ॥১৭॥
তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধ্যস্ব ধৈর্য্যমুদ্বহ। হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্যাহি মাং জহি ॥১৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্। ন গৃহ্ণীমো বচো রাজন্ আতুরস্য মুমূর্ষতঃ ॥১৯॥

ধর্ম্মরক্ষার্থ এবং কদাচিৎ কোন সময়ে যদি অধর্ম্ম উত্থিত হয়, তাহার নিবারণার্থ আমি অন্য দেহও আশ্রয় করিয়া থাকি। ১০

ভগবান্ গোবিন্দ যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আকাশ হইতে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দুইখানি রথ সারথি ও ধ্বজ-পতাকাদি সহ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দিব্য পুরাণ অর্থাৎ অলৌকিক অস্ত্র-শস্ত্র যদৃচ্ছাক্রমে ঐ রথে ছিল। সেই সকল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, রামকে বলিলেন। ১১-১২

হে আর্য্য! দেখুন, আপনি যাহাদের নাথ, সেই যদুগণের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রভো! এই আপনার রথ এবং প্রিয়তম অস্ত্র-শস্ত্র সকল আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩

আপনি এই রথে আরোহণ করিয়া শত্রুসৈন্য বিনাশ করুন, এবং বিপদ হইতে জ্ঞাতিগণকে উদ্ধার করুন। হে ঈশ! এই নিমিত্তই সাধুদিগের মঙ্গলকর আমাদের জন্ম। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য পৃথিবীর ভার—উহা দূর করুন। ১৪

এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া রাম ও কৃষ্ণ বদ্ধকবচ ও শোভনাস্ত্রযুক্ত হইয়া ও অল্প পরিমাণ সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া পুর হইতে রথে নির্গত হইলেন। দারুক-সারথি ভগবান্ হরি পুর হইতে নির্গত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন শত্রুসৈন্যগণের হৃদয়ে ত্রাস ও কম্প উপস্থিত হইল। ১৫-১৬

মগধাধিপতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিল, হে পুরুষাধম কৃষ্ণ! তুমি বালক, তোমার সহিত লজ্জায় যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। হে মন্দ! হে বন্ধুঘাতিন্! তুমি সর্ব্বদা গুপ্ত হইয়া থাক, তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব না। ১৭

হে রাম! তোমার যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে যুদ্ধ কর; কিন্তু ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমার বাণে বিচ্ছিন্ন দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাও, অথবা আমাকে বধ কর। ১৮

ভগবান্ বলিলেন, শূরগণ আত্মশ্লাঘা করে না। নিজেদের পৌরুষই দেখাইয়া থাকে। হে রাজন্! তুমি আতুর, মুমূর্ষু হইয়া যাহা বলিয়াছ, তোমার সেই কথা আমরা গ্রহণ করি না। ১৯

শ্রীশুক উবাচ।

জরাসুতস্তাবভিসৃত্য মাধবৌ মহাবলৌঘেন বলীয়সাবৃণোৎ।
সসৈন্যযানধ্বজবাজিসারথী সূর্য্যানলৌ বায়ুরিবাভ্ররেণুভিঃ ॥২০॥
সুপর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ রথাবলক্ষয়ন্ত্যো হরিরাময়োর্ম্মৃধে।
স্ত্রিয়ঃ পুরাট্টালকহর্ম্ম্যগোপুরং সমাশ্রিতাঃ সংমুমুহুঃ শুচার্দ্দিতাঃ ॥২১॥
হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ শিলীমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতম্।
স্বসৈন্যমালোক্য সুরাসুরার্চ্চিতং ব্যস্ফূর্জ্জয়চ্ছার্ঙ্গশরাসনোত্তমম্ ॥২২॥
গৃহ্ণন্নিষঙ্গাদথ সন্দধচ্ছরান্ বিকৃষ্য মুঞ্চন্ শিতবাণপূগান্।
নিঘ্নন্ রথান্ কুঞ্জরবাজিপত্তীন্ নিরন্তরং যদ্বদলাতচক্রম্ ॥২৩॥
নির্ভিন্নকুম্ভাঃ করিণো নিপেতুরনেকশোঽশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ।
রথা হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ পদাতয়শ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ ॥২৪॥
সংছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনামঙ্গপ্রসূতঃ শতশোঽসৃগাপগাঃ।
ভুজাহয়ঃ পূরুষশীর্ষকচ্ছপা হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ ॥২৫॥

শুকদেব বলিলেন, জরাসন্ধ, যেমন বায়ু ও মেঘ দ্বারা সূর্য্যকে এবং ধুলি দ্বারা অগ্নিকে আবরণ করে, সেইরূপ বলশালী মহাসৈন্য দ্বারা রাম-কৃষ্ণকে সৈন্য রথ ধ্বজ অশ্ব সারথি সহ আবৃত করিয়াছিল। ২০

স্ত্রীগণ রণস্থলে রাম ও কৃষ্ণের সুপর্ণ ও তালধ্বজ-চিহ্নিত রথদ্বয়, দুর্গের উপরিস্থ উচ্চ গৃহ, হর্ম্ম্য ও গোপুরের উপরে উঠিয়াও দেখিতে না পাইয়া তাহারা শোকে মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। ২১

শত্রুসেনারূপ মেঘসমূহের অত্যুল্বণ বাণবর্ষণে স্বীয় সৈন্যগণকে অতিশয় পীড়িত দর্শন করিয়া ভগবান্ হরি সুরাসুর কর্ত্তৃক অর্চ্চিত অত্যুত্তম শার্ঙ্গ-শরাসন উজ্জৃম্ভিত করিলেন অর্থাৎ ধনুতে জ্যা আরোপ পূর্ব্বক টঙ্কার দিয়াছিলেন। ২২

তদনন্তর তূণ হইতে নিরন্তর বাণগ্রহণ ও সন্ধান করিলেন। তাহার পর গুণ আকর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত শাণিত শর মোচন করিতে করিতে তদ্দ্বারা হস্তী রথ অশ্ব পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার ধনু অলাতচক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ২৩

হে রাজন্! তখন বিপক্ষের করি-সকল নির্ভিন্ন-কুম্ভ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনেকানেক অশ্ব শরাঘাতে ছিন্ন-কন্ধর হইল, রথসকলের ধ্বজ, সারথি ও রথিগণ নিহত হইয়া গেল! আর পদাতি সকল ছিন্নবাহু ও ছিন্নগ্রীব হইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিল। ২৪

হে রাজন্! ঐ যুদ্ধে যে সকল নর, গজ, অশ্ব ছিন্ন হইল, তাহাদের অঙ্গ হইতে শত শত শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। সেই নদীসকলে হস্ত সকল সর্প, মনুষ্যমস্তক কচ্ছপ, নিহত হস্তিগণই দ্বীপ (চড়া), মৃত অশ্বগণ গ্রাহ (কুম্ভীর)। ২৫

বিবৃতি—জরা নাম্নী রাক্ষসী উহার দেহদ্বয়কে একত্রিত করায় উহাকে জরাসুত বলা হইয়াছে এবং তজ্জন্যই সে মহা বলবান্। ২০

স্ত্রীগণের চিত্ত অতি কোমল, তাহা স্নেহে আর্দ্র; সুতরাং মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। ২১

জলন্ত কাষ্ঠ-চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করাকে অলাতচক্র বলে। ২৩

করোরুমীনা নরকেশশৈবলা ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসঙ্কুলাঃ।
অচ্ছূরিকাবর্ত্তভয়ানকা মহামণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ ॥২৬॥
প্রবর্ত্তিতা ভীরুভয়াবহা মৃধে মনস্বিনাং হর্ষকরী পরস্পরম্।
বিনিঘ্নতারীন্ মুষলেন দুর্ম্মদান্ সঙ্কর্ষণেনাপরিমেয়তেজসা ॥২৭॥
বলং তদঙ্গার্ণবদুর্গভৈরবং দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতম্।
ক্ষয়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্ত্রয়োর্বিক্রীড়িতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্ ॥২৮॥
স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ সমীহতেঽনন্তগুণঃ স্বলীলয়া।
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে ॥২৯॥
জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্। হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা ॥৩০॥
বধ্যমানং হতারাতিং পাশৈর্বারুণমানুষৈঃ। বারয়ামাস গোবিন্দস্তেন কার্য্যচিকীর্ষয়া ॥৩১॥
স মুক্তো লোকনাথাভ্যাং ব্রীড়িতো বীরসম্মতঃ। তপসে কৃতসঙ্কল্পো বারিতঃ পথি রাজভিঃ ॥৩২॥
বাক্যৈঃ পবিত্রার্থপদৈর্নয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি। স্বকর্ম্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং যদুভিস্তে পরাভবঃ ॥৩৩॥

কর এবং উরু সকল মীন, মনুষ্যকেশই শৈবাল, ধনু সকল তরঙ্গ, আয়ুধসমূহ গুল্ম, চর্ম্ম সকলই ভয়ানক আবর্ত্ত, উত্তমোত্তম মণি সকলই প্রস্তরখণ্ড, এবং আভরণ সকলই (সেই নদী সকলের) বালুকা।২৬

এইরূপে ভীরু জনগণের ভয়াবহ ও মনস্বিগণের হর্ষকরী শোণিত নদীসকল উভয় পক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অপরিমেয় বলশালী বলভদ্র মুষল দ্বারা বহু দুর্ম্মদ শত্রুকে বিনাশ করিয়া সমুদ্রের ন্যায় দুর্গম ও ভয়ঙ্কর সেই সমস্ত সৈন্য, যাহারা বিক্রমে অগাধ এবং দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে ও মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ছিল, উহা ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! জগদীশ্বর রাম ও কৃষ্ণের উহা কেবল ক্রীড়া মাত্র। ২৭-২৮

হে রাজন্! যাঁহার অনন্তগুণ, যিনি লীলাক্রমে ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন,—তাঁহার বিপক্ষ-পক্ষ নিগ্রহ করা যদিও বিচিত্র নহে, তথাপি তিনি মানবের অনুকরণ করিয়াছিলেন, অতএব ঐ ব্যাপার বর্ণন করিতেছি। মহাবল রাম, বিরথ হতসৈন্য অতএব প্রাণমাত্রাবশেষিত জরাসন্ধকে সিংহ যেমন সিংহকে গ্রহণ করে, সেইরূপ মহাবলে ধরিয়া ফেলিলেন। ২৯-৩০

রাম শত্রু সকল বধ করিয়া বারুণ ও মানুষ পাশ দ্বারা জরাসন্ধকে বদ্ধ করিলে ও তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে ভগবান্ গোবিন্দ তাহার (জরাসন্ধের) দ্বারা কার্য্য করিবার ইচ্ছায় অর্থাৎ ভূভাররূপ সৈন্যসংগ্রহার্থ বারণ করিয়াছিলেন। ৩১

হে রাজন্! লোকনাথ রাম ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া বীরসম্মত জরাসন্ধ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছিল ও তৎক্ষণাৎ তপস্যার জন্য কৃতসংকল্প হইল, পরন্তু পথিমধ্যে রাজগণ দেখিতে পাইয়া বাধা দিয়াছিল।৩২

ধর্ম্মোপদেশপর পদবহুলবাক্যে নীতি প্রদর্শনে লৌকিক যুক্তি দেখাইয়া বলিল, যদুগণের নিকট আপনার এই পরাভব আপনার কর্ম্মবন্ধনের জন্য হইয়াছে। (ইহাতে লজ্জা কি?) ৩৩

বিবৃতি—ক্ষত্রিয়ের বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্য হইলে তপস্যা প্রশস্ত, যুদ্ধাদিই মুখ্য ধর্ম্ম, ত্যাগ অনুচিত, এবং যুদ্ধে কখনও জয় কখনও পরাভব হইয়া থাকে, তাহাতে নির্ব্বেদ ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য ইত্যাদি নীতিশাস্ত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ললাটের লিখন অন্যথা হয় না; সুতরাং ক্ষুদ্র যাদবগণের নিকট আপনার পরাভব হইয়াছে ইত্যাদি। ৩৩

হতেষু সর্ব্বানীকেষু নৃপো বার্হদ্রথস্তদা। উপেক্ষিতো ভগবতা মগধান্ দুর্ম্মনা যযৌ ॥৩৪॥
মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলো নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ। বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈস্ত্রিদশৈরনুমোদিতঃ ॥৩৫॥
মাথুরৈরুপসঙ্গম্য বিজ্বরৈর্মুদিতাত্মভিঃ। উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥৩৬॥
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্য্যাণ্যনেকশঃ। বীণাবেণুমৃদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ ॥৩৭॥
সিক্তমার্গাং হৃষ্টজনাং পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্। নির্ঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্ধতোরণাম্ ॥৩৮॥
নিচীয়মানো নারীভির্মাল্যদধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ। নিরীক্ষ্যমাণঃ সস্নেহং প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ ॥৩৯॥
আয়োধনগতং বিত্তমনন্তং বীরভূষণম্। যদুরাজায় তৎ সর্ব্বমাহৃতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ ॥৪০॥
এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ। যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥৪১॥
অক্ষিণ্বংস্তদ্বলং সর্ব্বং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণতেজসা। হতেষু স্বেষ্বনীকেষু ত্যক্তোঽগাদরিভির্নৃপঃ ॥৪২॥
অষ্টাদশমসংগ্রামে আগামিনি তদন্তরা। নারদপ্রেষিতো বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৪৩॥

বৃহদ্রথনন্দন জরাসন্ধ সকল সৈন্য নিহত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুর্ম্মনস্কভাবে মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। ৩৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে শত্রু-সেনারূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষতবলে স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন—দেবতারা তাঁহার উপর পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ৩৫

মথুরাবাসী জনগণ, তদীয় কার্য্যে বিজ্বর (নির্ভর) ও আনন্দিতচিত্ত হইল, অতএব প্রত্যুদ্গমন করিয়া সূত মাগধ ও বন্দিগণ সহ তাঁহার বিজয় গান আরম্ভ করিল। ৩৬

শ্রীকৃষ্ণের পুরীপ্রবেশকালে শঙ্খ দুন্দুভি ভেরী তূরী বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি অনেক বাদ্য বাদিত হইয়াছিল। ৩৭

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ নিমিত্ত পুরীর পথ সকল জল দ্বারা অভিষিক্ত এবং স্থানে স্থানে পতাকা উড্ডীন হইল ও উৎসবার্থ সকল দিকে তোরণ নিবদ্ধ হইয়াছিল, আর সর্ব্বত্র বেদধ্বনি শুনা যাইতে-ছিল, সুতরাং সে পুরীর সকলেই আহ্লাদিত ছিল। ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ পুরে প্রবেশ করিলে নারীগণ মাল্য দধি অক্ষত ও অঙ্কুর সকল বিকীর্ণ করিল এবং তাহারা প্রীতি বশতঃ উৎফুল্ল হইয়া সস্নেহে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ৩৯

রণস্থলে যে সকল বীরগণের ভূষণাদি বিত্ত পড়িয়াছিল, তাহা প্রভু আহরণ করিয়া আনিলেন, এবং সেই সকল বিত্ত যদুরাজকে প্রদান করিলেন। ৪০

এইরূপে সপ্তদশবার সেই পরিমিত অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত মাগধরাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণপালিত যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ৪১

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবে বৃষ্ণিগণ তাহার সমুদায় বলই ক্ষয় করেন, হে রাজন্! সেই সকল অনীকিনী নিহত হইলে রাজা জরাসন্ধ শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গমন করিল। অথবা অরি বৃষ্ণিগণ কর্ত্তৃক সেই সৈন্য নিহত হইলে ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জরাসন্ধ গমন করিয়া-ছিল। ৪২

তদনন্তর অষ্টাদশবার সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা হইলে নারদ-প্রেরিত কালযবন বীর অকস্মাৎ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ৪৩

রুরোধ মথুরামেত্য তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ। নৃলোকে চাপ্রতিদ্বন্দ্বো বৃষ্ণীন্ শ্রুত্বাত্মসম্মিতান্॥৪৪॥
তং দৃষ্ট্বাচিন্তয়ৎ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্। অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যুভয়তো মহৎ॥৪৫॥
যবনোঽয়ং নিরুন্ধেঽস্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ। মাগধোঽপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বো বাগমিষ্যতি॥৪৬॥
আবয়োর্যুধ্যতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ। বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথবা নেষ্যতে স্বপুরং বলী॥৪৭॥
তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্। তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে॥৪৮॥
ইতি সংমন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্। অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ॥৪৯॥
দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্। রথ্যাচত্বরবীথীভির্যথাবাস্তু বিনির্মিতম্॥৫০॥
সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্। হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফাটিকাট্টালগোপুরৈঃ॥৫১॥
রাজতারকূটৈঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুম্ভৈরলঙ্কৃতৈঃ। রত্নকূটৈর্গৃহৈর্হৈমৈর্মহামারকতস্থলৈঃ॥৫২॥

মনুষ্যলোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কালযবন, বৃষ্ণিগণকে—আত্মতুল্য বীর শ্রবণ করিয়া তিন কোটি ম্লেচ্ছ-সৈন্য দ্বারা মথুরাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। ৪৪

তাহাকে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ সহ চিন্তা করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! যবন ও জরাসন্ধ উভয় হইতেই যাদবগণের মহৎ কষ্ট উপস্থিত হইল। ৪৫

এই মহাবল যবন অদ্য আসিয়া আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিল, জরাসন্ধও অদ্যই হউক, কল্যই হউক অথবা পরশ্বই হউক আসিবে। ৪৬

আমরা দুইজনে ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি জরাসন্ধ আইসে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আমাদের বন্ধুগণকে বিনাশ করিবে, অথবা বলবান্ সেই রাজা ইহাদিগকে নিজপুরীতে লইয়া যাইবে। ৪৭

অতএব অদ্য দ্বিপদগণের দুর্গম এক দুর্গ বিধান করিব, তথায় জ্ঞাতিদিগকে রাখিয়া যবনকে সংহার করিব। ৪৮

ভগবান্ এই প্রকার চিন্তা করিয়া সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় নগর নির্ম্মাণ করিলেন। ৪৯

যে স্থানে বিশ্বকর্ম্মার সমস্ত বিজ্ঞান এবং সমুদায় ক্রিয়া-কৌশল দৃষ্ট হইতে লাগিল, ফলতঃ সেই নগরে গৃহনির্ম্মাণ অতিক্রম না করিয়া রাজমার্গ এবং চত্বরাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইল। ৫০

বিচিত্র উপবনে সুশোভিত এবং হেমময় চূড়াশালী স্ফটিক অট্টালিকা ও গোপুর সকলে সুসজ্জিত হইল। ৫১

অপর, তথাকার অশ্বশালা অন্নশালা প্রভৃতি রজত ও পিত্তল প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত হইল, সেই সকল সুবর্ণকলসে অলঙ্কৃত হইল; অপর, তথাকার গৃহসকল সুবর্ণময় হইল, সেই সকলের শিখর পদ্মরাগময় এবং গৃহতল সকল মহা মারকতময়। ৫২

বিবৃতি—বাস্তবপক্ষে সমুদ্রাভ্যন্তরস্থ দ্বাদশ যোজনাত্মক দ্বারকা হইতে মথুরা বিস্তীর্ণ ছিল, তাহাতে ক্রমবর্দ্ধমান যাদবগণের স্থানসঙ্কুলনও হইত, তথাপি ভগবানের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, যাদবসাহায্যে ভূভারহরণলীলা আরব্ধ হইয়াছে। নিত্যবর্দ্ধমান যাদবগণের সহিত গোপদের সঙ্কীর্ণতা সম্ভব, উহা যুক্ত নহে, এবং দুষ্টোপদ্রবশঙ্কাও রহিয়াছে. এইজন্য দূরে যওয়াই সঙ্গত। রথ্যা, রাজপথ, বীথী—উপমার্গ, পশ্চিমে ও উত্তরে অঙ্গন, তন্মধ্যে কোষ্ঠ, তাহার অভ্যন্তরে সুবর্ণভবন, তদুপরি স্ফটিকাট্টালিকা, তদুপরি স্বর্ণকুম্ভ, এইরূপ বহুভূমিযুক্ত গৃহ সকলের নিকটেই রাজপথ উপপথ চত্বরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৪৮-৫০

বাস্তোষ্পতীনাঞ্চ গৃহৈর্বলভীবিশ্চ নির্ম্মিতম্। চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহৈোল্লসৎ ॥৫৩॥
সুধর্ম্মাং পারিজাতঞ্চ মহেন্দ্রঃ প্রাহিণোদ্ধরেঃ। যত্র চাবস্থিতো মর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে ॥৫৪॥
শ্যামৈককর্ণান্ বরুণো হয়ান্ শুক্লান্ মনোজবান্।
অষ্টৌনিধিপতিঃ কোশান্ লোকপালোনিজোদয়ান্ ॥৫৫॥
যদ্‌যদ্ ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে। সর্ব্বং প্রত্যর্পয়ামাসুর্হরৌ ভূমিগতে নৃপ ॥৫৬॥
তত্র যোগপ্রভাবেণ নীত্বা সর্ব্বজনং হরিঃ। প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্ত্রিতঃ।
নির্জগাম পুরদ্বারাৎ পদ্মমালী নিরায়ুধঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দুর্গনিবেশনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

অপিচ বাস্তোষ্পতি প্রভৃতি দেবতাদিগের গৃহ চন্দ্রশালিকাদি দ্বারা নির্ম্মিত ও চাতুর্বর্ণ্য লোকে পরিপূর্ণ হইল। অধিকন্তু তথায় বহু রাজগৃহ শোভা পাইতে লাগিল। ৫৩

হে রাজন্! সেই নগরে হরির নিমিত্ত, মহেন্দ্র সুধর্ম্মা নামক দেবসভা ও পারিজাত বৃক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতএব সেই স্থানে অবস্থিত হইয়াও মনুষ্য সকলের ক্ষুৎপিপাসাদি মর্ত্ত্যধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ৫৪

আর সেই নগরে বরুণের শ্যামবর্ণ এককর্ণ-বিশিষ্ট, মনোজব শ্বেত অশ্বসকল এবং কুবেরের অষ্টনিধি এবং লোকপালগণ নিজ নিজ প্রসিদ্ধ বিভূতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৫৫

হে রাজন্! অন্যান্য সিদ্ধগণকে স্ব স্ব অধিকার-সিদ্ধ রাখিবার জন্য ভগবান্ যে যে আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, হরি ভূতলে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারাও সেই সকল প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ৫৬

ভগবান্ হরি, নিজ যোগপ্রভাবে অর্থাৎ যেরূপ কৌশলে কালযবনও জানিতে না পারে এবং লোকেরাও অবগত না হয়, সেইরূপে সেই নবনির্ম্মিত দুর্গে আত্মীয়জনগণকে লইয়া গেলেন, পরে বলভদ্র সহ মথুরায় আসিয়া আপনি এখানে থাকিয়া প্রজা পালন করুন, আমি যবনকে বিনষ্ট করিয়া আসি এই পরামর্শ করিয়া পুরদ্বার হইতে নির্গত হইলেন। হে রাজন্! সে সময়ে তাঁহার গলায় পদ্মমালা মাত্র অবলম্বন ছিল, হস্তে কোন প্রকার আয়ুধ ছিল না। ৫৭

বিবৃতি—পাদ্মোত্তরখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যোগমায়াপ্রভাবে সুপ্ত মথুরাবাসিগণ দ্বারকায় নীত হইয়াছিল, তাহারা নিদ্রাভঙ্গে সেই পুরী দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। ইত্যাদি। ৫৭

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্। দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥১॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্। পৃথুদীর্ঘচতুর্ব্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥২॥
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎস্বকপোলং শুচিস্মিতম্। মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥৩॥
বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ। চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥৪॥
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি। নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽনেন নিরায়ুধঃ ॥৫॥
ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবন্তং পরাঙ্মুখম্। অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্ ॥৬॥
হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে। নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্ ॥৭॥

পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্।
ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ ॥৮॥
এবং ক্ষিপ্তোঽপি ভগবান্ প্রাবিশদ্গিরিকন্দরম্।
সোঽপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ উদয়শালী নিশাকরতুল্য দর্শনীয়তম, তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ, পরিধানে পীত-কৌশেয় বসন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, গলদেশ কৌস্তুভ, কন্ধর উন্নত, তাঁহার বিশাল চারি বাহু ও দীর্ঘ লোচন নবীন কমল তুল্য। ১-২

আর তাঁহার বদন নিত্য প্রমুদিত, শ্রীমৎ সুন্দর কপোলে শোভিত এবং বিশদহাস্যে মনোহর হইয়াছিল, আর তাহাতে মকরাকৃতি কুন্তল শোভা পাইতেছিল। ৩

শ্রীকৃষ্ণকে পুর হইতে নির্গত হইতে দেখিবামাত্র দেবর্ষি নারদ যে সকল লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এই পুরুষ বাসুদেবই, অন্য কেহ হইতে পারেন না, যেহেতু ইঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও ইঁহার চারি হস্ত এবং পদ্মনেত্র, আর ইনি অতি সুন্দর ও মনোজ্ঞ বনমালাধারী, এইরূপ অনুমান করিয়া যখন ইনি নিরায়ুধ হইয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন, তখন আমিও নিরস্ত্র হইয়া এখন ইঁহার সহিত সমর করিব, কালযবন এইরূপ স্থির করিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া ধাবমান সেই হরিকে ধরিবার বাসনায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। হে নৃপ! ভগবান্ যোগীদিগেরও দুরাপ, তাঁহাকে সহজে প্রাপ্ত হইবে ইহার সম্ভাবনা কোথায়? ৪-৬

ভগবান্ প্রতি পদে পদে নিজেকে হস্ত প্রাপ্তের ন্যায় দেখাইতে দেখাইতে ঐ যবনেশ্বরকে দূরবর্ত্তী গিরিগহ্বরে লইয়া গেলেন। ৭

যদুকুলে জাত তোমার পক্ষে পলায়ন করা অনুচিত, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া যবন কৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিল কিন্তু তাহার তখনও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইল না। কিন্তু ভগবান্ অধিক্ষিপ্ত হইয়াও (দণ্ডায়মান হইলেন না) গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, তদনন্তর যবনও সেই গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল, এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অন্য এক মনুষ্যকে তথায় শয়ান দেখিতে পাইল। ৮-৯

নম্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ। ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ ॥১০॥
স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে। দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥১১॥
স তাবৎ তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত। দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥১২॥
শ্রীরাজোবাচ।

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্ কস্য কিংবীর্য্য এব চ।
কস্মাদ্গুহাং গতঃ শিশ্যে কিং তেজো যবনার্দ্দনঃ ॥১৩॥

শ্রীশুক উবাচ।
স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্। মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥১৪॥
স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে। অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্ ॥১৫॥
লব্ধ্বা গুহং তে স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্। রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ভবান্ নঃ পরিপালনাৎ ॥১৬॥

নরলোকে পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব্বে উজ্ঝিতাঃ ॥১৭॥

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োঽমাত্যমন্ত্রিণঃ। প্রজাশ্চ তুল্যকালীনা নাধুনা সন্তি কালিতাঃ ॥১৮॥

(এই ব্যক্তিই বাসুদেব) "এ ব্যক্তি আমাকে এতদূরে আনিয়া এখানে সাধুর ন্যায় শয়ন করিয়া আছে" এইরূপ অনুমান করিয়াও সেই মূঢ় কালযবন শয়ান সেই পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া পদ দ্বারা প্রহার করিয়াছিল। ১০

হে রাজন্! সেই ব্যক্তি চিরকালাবধি সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, পদাঘাতে উত্থিত হইয়া আশু নয়নদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহাতে নিজপার্শ্বে যবনকে দেখিতে পাইলেন। ১১

হে ভারত! নিদ্রোত্থিত রুষ্ট সেই পুরুষের দৃষ্টিপাত মাত্র কালযবন নিজ দেহজ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইল এবং ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত হইল। ১২

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি যবনকে ভস্মীভূত করিলেন তিনি কে? কাহার পুত্র? তাঁহার কীদৃশ প্রভাব, বীর্য্য কিরূপ এবং কেনই বা গিরিগহ্বরে গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন? ১৩

শুকদেব বলিলেন, তিনি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মান্ধাতার পুত্র, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাঁহার নাম মুচুকুন্দ। ১৪

অসুরগণ হইতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক আত্মরক্ষার্থ প্রার্থিত হইয়া সেই মুচুকুন্দ দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫

তাহার পর দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গরক্ষক সেনাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া মুচুকুন্দকে বলিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাদের পরিরক্ষণরূপ কষ্ট হইতে বিরত হউন। ১৬

মনুষ্যলোক ও নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পরিপালন করায় হে বীর! আপনার সকল প্রকার কামোপভোগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৭

আপনার পুত্রগণ, মহিষী সকল, জ্ঞাতিবর্গ, অমাত্যগণ, মন্ত্রিগণ ও আপনার সময়ের প্রজা সকল কালবশে মৃত। অধুনা তাহারা কেহই নাই। ১৮

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ। প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্ ॥১৯॥
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥২০॥
এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ। (নিদ্রামেব ততো বব্রে স রাজাশ্রমকর্ষিতঃ।
যঃ কশ্চিন্মম নিদ্রায়া ভঙ্গং কুর্য্যাৎ সুরোত্তমাঃ। স হি ভস্মীভবেদাশু তথোক্তশ্চ সুরৈস্তদা।
স্বাপং যাতং যস্তু মধ্যে বোধয়েৎ ত্বামচেতনঃ। স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ ॥)
অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া ॥২১॥
যবনে ভস্মসান্নীতে ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ। আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে ॥২২॥
তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্। শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥২৩॥
চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া। চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥২৪॥
প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্। অপীব্যবয়সং মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমম্ ॥২৫॥
পর্য্যপৃচ্ছন্মহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ। শঙ্কিতঃ শনকৈ রাজা দুর্দ্ধর্ষমিব তেজসা ॥২৬॥
শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ।
কো ভবানিহ সংপ্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে। পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে ॥২৭॥

অব্যয়, কালরূপী ঈশ্বরই সকল বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্, পশুপালক যেমন পশুদিগকে চালনা করে, সেইরূপ তিনি ক্রীড়া করতঃ সকল প্রজাকে সঙ্কলন করেন। ১৯

অদ্য আপনার মঙ্গল হউক, আপনি মুক্তি ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করুন। (আমাদের মুক্তিদানে সামর্থ্য নাই) এক অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি দিতে পারেন।২০

হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত হইয়া সেই মহাযশা মুচুকুন্দ, দেবগণকে বন্দনা করিয়া (শ্রমক্লিষ্ট সেই রাজা নিদ্রাই প্রার্থনা করিলেন। হে দেবগণ! যে কোন ব্যক্তি আমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে, দেবগণ তাহাই হইবে বলিয়াছিলেন। যে তোমার নিদ্রামধ্যে অজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রবুদ্ধ করিবে, সে তোমার দৃষ্টিমাত্রে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে) পরে গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবদত্ত নিদ্রাবশে সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। ২১

যবন ভস্মীভূত হইলে সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাবুদ্ধি মুচুকুন্দকে আত্মরূপ দেখাইয়াছিলেন।২২

হে মহারাজ! নীরদ শ্যামবর্ণ, পীত কৌশেয় বসন, শ্রীবৎসবক্ষা উজ্জ্বল কৌস্তুভভূষিত, চতুর্ব্বাহু, বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত মনোহর প্রসন্ন বদন, বিদ্যোতিত মকর-কুণ্ডলশোভী মনুষ্যলোকের দর্শনীয়তম, অনুরাগযুক্ত, হাস্য ও নয়নযুক্ত, নব যৌবনরূপ মত্ত মৃগেন্দ্রবৎ উদারবিক্রম সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ও তদীয় তেজে অভিভূত হইয়া মহাবুদ্ধি মুচুকুন্দ রাজা প্রথমে শঙ্কিত হইলেন, যথা—ইনি তেজো দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ না কি? পরে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৩-২৬

মুচুকুন্দ বলিলেন, কে আপনি এই অরণ্যে দুষ্প্রবেশ স্থান গিরিগুহায় প্রচুর কণ্টকাকীর্ণ স্থানে পদ্ম-পলাশ তুল্য কোমল পদে একাকী বিচরণ করিতেছেন? ২৭

বিবৃতি—এই গুহা মথুরার নিকটে নির্জ্জন স্থানে ছিল, নির্জ্জন স্থানে নিদ্রা যাওয়াই উচিত বলিয়া নিদ্রাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারাও তাহাই অনুমোদন করিয়াছিলেন। মুচুকুন্দের শয়ন-গুহা মথুরার দক্ষিণ সীমায় ধবলপুর গিরিমধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ। মথুরা-পরিক্রমা প্রসঙ্গে যে গুহা দেখান হয়, উহা তদনুকরণ মাত্র, যশোদালয়ের ন্যায় বুঝিতে হইবে। ২১

নন্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ। ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ ॥১০॥
স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে। দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥১১॥
স তাবৎ তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত। দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥১২॥
শ্রীরাজোবাচ।

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্ কস্য কিংবীর্য্য এব চ।
কস্মাদ্‌গুহাং গতঃ শিশ্যে কিং তেজো যবনার্দ্দনঃ ॥১৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্। মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥১৪॥
স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে। অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্ ॥১৫॥
লব্ধ্বা গুহং তে স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্। রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ভবান্ নঃ পরিপালনাৎ ॥১৬॥

নরলোকে পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব্ব উজ্‌ঝিতাঃ ॥১৭॥

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োঽমাত্যমন্ত্রিণঃ। প্রজাশ্চ তুল্যকালীনা নাধুনা সন্তি কালিতাঃ ॥১৮॥

(এই ব্যক্তিই বাসুদেব) "এ ব্যক্তি আমাকে এতদূরে আনিয়া এখানে সাধুর ন্যায় শয়ন করিয়া আছে" এইরূপ অনুমান করিয়াও সেই মূঢ় কাল-যবন শয়ান সেই পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া পদ দ্বারা প্রহার করিয়াছিল। ১০

হে রাজন্! সেই ব্যক্তি চিরকালাবধি সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, পদাঘাতে উত্থিত হইয়া আশু নয়নদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহাতে নিজপার্শ্বে যবনকে দেখিতে পাইলেন। ১১

হে ভারত! নিদ্রোত্থিত রুষ্ট সেই পুরুষের দৃষ্টিপাত মাত্র কালযবন নিজ দেহজ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইল এবং ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত হইল। ১২

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি যবনকে ভস্মীভূত করিলেন তিনি কে? কাহার পুত্র? তাঁহার কীদৃশ প্রভাব, বীর্য্য কিরূপ এবং কেনই বা গিরিগহ্বরে গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন? ১৩

শুকদেব বলিলেন, তিনি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মান্ধাতার পুত্র, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাঁহার নাম মুচুকুন্দ। ১৪

অসুরগণ হইতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক আত্মরক্ষার্থ প্রার্থিত হইয়া সেই মুচুকুন্দ দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫

তাহার পর দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গরক্ষক সেনাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া মুচুকুন্দকে বলিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাদের পরিরক্ষণরূপ কষ্ট হইতে বিরত হউন। ১৬

মনুষ্যলোক ও নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পরিপালন করায় হে বীর! আপনার সকল প্রকার কামোপভোগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৭

আপনার পুত্রগণ, মহিষী সকল, জ্ঞাতিবর্গ, অমাত্যগণ, মন্ত্রিগণ ও আপনার সময়ের প্রজা সকল কালবশে মৃত। অধুনা তাহারা কেহই নাই। ১৮

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ। প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্ ॥১৯॥
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥২০॥
এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ। (নিদ্রামেব ততো বব্রে স রাজাশ্রমকর্ষিতঃ।
যঃ কশ্চিন্মম নিদ্রায়া ভঙ্গং কুর্য্যাৎ সুরোত্তমাঃ। স হি ভস্মীভবেদাশু তথোক্তশ্চ সুরৈস্তদা।
স্বাপং যাতং যস্তু মধ্যে বোধয়েৎ ত্বামচেতনঃ। স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ ॥)
অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া ॥২১॥
যবনে ভস্মসাম্মীতে ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ। আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে ॥২২॥
তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্। শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥২৩॥
চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া। চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥২৪॥
প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্। অপীব্যবয়সং মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমম্ ॥২৫॥
পর্য্যপৃচ্ছন্মহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ। শঙ্কিতঃ শনকৈ রাজা দুর্দ্ধর্ষমিব তেজসা ॥২৬॥
শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ।
কো ভবানিহ সংপ্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে। পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে ॥২৭॥

অব্যয়, কালরূপী ঈশ্বরই সকল বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্, পশুপালক যেমন পশুদিগকে চালনা করে, সেইরূপ তিনি ক্রীড়া করতঃ সকল প্রজাকে সঙ্কলন করেন। ১৯

অদ্য আপনার মঙ্গল হউক, আপনি মুক্তি ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করুন। (আমাদের মুক্তিদানে সামর্থ্য নাই) এক অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি দিতে পারেন।২০

হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত হইয়া সেই মহাযশা মুচুকুন্দ, দেবগণকে বন্দনা করিয়া (শ্রমক্লিষ্ট সেই রাজা নিদ্রাই প্রার্থনা করিলেন। হে দেবগণ! যে কোন ব্যক্তি আমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে, দেবগণ তাহাই হইবে বলিয়াছিলেন। যে তোমার নিদ্রামধ্যে অজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রবুদ্ধ করিবে, সে তোমার দৃষ্টিমাত্রে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে) পরে গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবদত্ত নিদ্রাবশে সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। ২১

যবন ভস্মীভূত হইলে সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাবুদ্ধি মুচুকুন্দকে আত্মরূপ দেখাইয়াছিলেন।২২

হে মহারাজ! নীরদ শ্যামবর্ণ, পীত কৌশেয় বসন, শ্রীবৎসবক্ষা উজ্জ্বল কৌস্তুভভূষিত, চতুর্ব্বাহু, বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত মনোহর প্রসন্ন বদন, বিদ্যোতিত মকর-কুণ্ডলশোভী মনুষ্যলোকের দর্শনীয়তম, অনুরাগযুক্ত, হাস্য ও নয়নযুক্ত, নব যৌবনরূপ মত্ত মৃগেন্দ্রবৎ উদারবিক্রম সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ও তদীয় তেজে অভিভূত হইয়া মহাবুদ্ধি মুচুকুন্দ রাজা প্রথমে শঙ্কিত হইলেন, যথা—ইনি তেজো দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ না কি? পরে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৩-২৬

মুচুকুন্দ বলিলেন, কে আপনি এই অরণ্যে দুষ্প্রবেশ স্থান গিরিগুহায় প্রচুর কণ্টকাকীর্ণ স্থানে পদ্ম-পলাশ তুল্য কোমল পদে একাকী বিচরণ করিতেছেন? ২৭

বিজ্ঞপ্তি—এই গুহা মথুরার নিকটে নির্জ্জন স্থানে ছিল, নির্জ্জন স্থানে নিদ্রা যাওয়াই উচিত বলিয়া নিদ্রাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারাও তাহাই অনুমোদন করিয়াছিলেন। মুচুকুন্দের শয়ন-গুহা মথুরার দক্ষিণ সীমায় ধবলপুর গিরিমধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ। মথুরা-পরিক্রমা প্রসঙ্গে যে গুহা দেখান হয়, উহা তদনুকরণ মাত্র, যশোদালয়ের ন্যায় বুঝিতে হইবে। ২১

কিংস্বিৎ তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ।
সূর্য্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালোঽপরোঽপি বা ॥২৮॥
মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম্। যদ্বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা ॥২৯॥
শুশ্রূষতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব। স্বজন্ম কর্ম্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে ॥৩০॥
বয়ন্তু পুরুষব্যাঘ্র ঐক্ষ্বাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ। মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্মজঃ প্রভো ॥৩১॥
চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহতেন্দ্রিয়ঃ। শয়েঽস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুত্থাপিতোঽধুনা ॥৩২॥
সোঽপি ভস্মীকৃতো নূনমাত্মীয়েনৈব পাপ্মনা। অনন্তরং ভবান্ শ্রীমাঁল্লক্ষিতোঽমিত্রশাতনঃ ॥৩৩॥
তেজসা তেঽবিষহ্যেণ ভূয়ি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ। হতৌজসো মহাভাগ মাননীয়োঽসি দেহিনাম্ ॥৩৪॥
এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ। প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া ॥৩৫॥
শ্রীভগবানুবাচ।
জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াঽপি হি ॥৩৬॥
ক্বচিদ্রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ। গুণকর্ম্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ ॥৩৭॥

আপনি কে? আপনি কি তেজস্বীদিগের তেজ অথবা ভগবান্ বিভাবসু, কিম্বা সূর্য্য চন্দ্র মহেন্দ্র, অথবা অপর কোনও লোকপাল? ২৮

(তদপেক্ষায় ঊর্দ্ধে বিবেচনা করিয়া বলিতেছেন) তিনজন শ্রেষ্ঠ দেবদেবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া আমি আপনাকে মনে করি। যেহেতুক প্রদীপ যেমন স্বীয় প্রভা দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করে—তেমনি আপনি স্বীয় প্রভা দ্বারা এই গুহার অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন। হে নরপুঙ্গব! আপনার যথার্থ বিবরণ শ্রবণ করিতে আমাদের অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনি আপনার জন্ম কর্ম্ম ও গোত্র বলুন। ২৯-৩০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ক্ষত্রিয়বন্ধু (নীচক্ষত্রিয়) ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভব, মুচুকুন্দ নামে খ্যাত, আমি যৌবনাশ্ব-(মান্ধাতা) পুত্র। ৩১

বহুকাল জাগরণে শ্রান্ত অতএব নিদ্রায় অবশেন্দ্রিয় হইয়া এই নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিয়া ছিলাম। এখনই কোন ব্যক্তি আমাকে উঠাইয়াছে। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সে ব্যক্তিও নিজ পাপে ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার পরেই শ্রীমান্ অমিত্রশাসন আপনি দৃষ্ট হইয়াছেন। আপনার তেজঃ অসহ্য, ঐ তেজোদ্বারা আমার বল বিক্রম নষ্ট হইয়াছে, এই কারণে অনেক জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। হে মহাভাগ! আপনি দেহীদিগের মাননীয়। ৩২-৩৪

হে রাজন্! মুচুকুন্দ নরপতি কর্ত্তৃক এই প্রকার সম্ভাষিত হইয়া ভূতভাবন ভগবান্ হাস্য করিতে করিতে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন। ৩৫

ভগবান্ বলিলেন, হে রাজন্! আমার জন্ম কর্ম্ম ও নাম সহস্র সহস্র আছে। সে সকল অনন্ত, এজন্য আমিও সংখ্যা করিতে পারি না। ৩৬

হে রাজন্! কোন ব্যক্তি যদি পৃথিবীর ধূলিকণা সকল গণনা করিতে সমর্থ হয়, তথাপি আমার জন্ম ও কর্ম্ম, বহু জন্মেও সংখ্যা করিতে সমর্থ হইবে না। ৩৭

বিবৃতি—সংপিণ্ডীকৃত নিখিল তেজ আপনি নহেন; কারণ, তদপেক্ষায় অল্প প্রমাণ আপনাকে দেখাইতেছে। তেজঃ শব্দে প্রভাব ও দীপ্তি বুঝায়। কোন পুস্তকে তেজ স্থানে মূর্ত্তি পাঠ আছে, তেজঃ শব্দ মূর্ত্তিবাচী নহে। তদপেক্ষায় স্বপ্ন মূর্ত্তি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি মহেন্দ্রের কথা পর পর সন্দেহ করিয়াছেন। ২৮

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্ম্মাণি মে নৃপ। অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥৩৮॥
তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম। বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
ভূমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ ॥৩৯॥
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ। বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেবসুতং হি মাম্ ॥৪০॥
কালনেমির্হতঃ কংসঃ প্রলম্বাদ্যাশ্চ সদ্দ্বিষঃ। অয়ঞ্চ যবনো দগ্ধো রাজংস্তে তিগ্মচক্ষুষা ॥৪১॥
সোঽহং তবানুগ্রহার্থং গুহামেতামুপাগতঃ। প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্ব্বং ত্বয়াহং ভক্তবৎসলঃ ॥৪২॥
বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্নভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্ ॥৪৩॥

শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ। জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্ ॥৪৪॥

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ।
বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশমায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥৪৫॥

ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়সিদ্ধ আমার যে সকল জন্ম ও কর্ম্ম আছে, মহর্ষিগণও তাহার সংখ্যা করিতে গিয়া অন্ত পান নাই। তথাপি এই সময়ের জন্ম কর্ম্ম সকল বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ধর্ম্মরক্ষা এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদিগের বধের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যদুকুলে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হই। আমি বসুদেবের পুত্র, এই কারণে লোকে আমাকে বাসুদেব বলিয়া থাকে। ৩৮-৪০

আমা কর্ত্তৃক কালনেমির অবতার কংস নিহত হইয়াছে, প্রলম্বাদি যে সকল দানবগণ সর্ব্বদা সাধুদিগের বিদ্বেষ করিত, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়াছি। হে রাজন্! এই যবন তোমার তীব্র নয়ন দ্বারা আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। সেই বিষ্ণুই আমি। তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এই গুহামধ্যে আসিয়াছি। পূর্ব্বজন্মে তুমি বহু বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমি ভক্তবৎসল—এই জন্য আসিয়াছি। ৪১-৪২

হে রাজর্ষে! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিব। কারণ, আমার শরণাগত হইয়া কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বার শোক করিতে পারে না। ৪১

শুকদেব বলিলেন, মুচুকুন্দকে ভগবান্ এই প্রকার বলিলে মুচুকুন্দ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভগবান্কে প্রণাম করিয়া বৃদ্ধ গর্গবাক্য স্মরণে ভগবান্কে দেবদেব নারায়ণ জানিয়া বলিতে লাগিলেন। ৪৪

মুচুকুন্দ বলিলেন, (ভক্তিই কেবল দুর্লভ, কামোপভোগ অতি তুচ্ছ, উহা প্রার্থনার যোগ্য নহে; এই আশয়ে অভক্তদিগের সংসার হয়, ইহা আটটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন) হে ঈশ! স্ত্রী ও পুরুষ এই দ্বিবিধ জনই আপনার মায়ায় মুগ্ধ, অতএব অনর্থদর্শী; সুতরাং আপনাকে ভজনা করে না, তাহারা সুখের আশায় দুঃখের আকর গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া পড়ে, অতএব উহারা বঞ্চিত। ৪৫

লব্ধ্বা জনো দুর্লভমত্র মানুষং কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতির্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥৪৬॥
মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূম্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া ॥৪৭॥
কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈর্গাং পর্য্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্ম্মদঃ ॥৪৮॥
প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥৪৯॥
পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্ মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে কলেবরো বিট্কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ ॥৫০॥
নির্জ্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহো বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ পূরুষ ঈশ নীয়তে ॥৫১॥

(কামসুখ শূকরাদি যোনিতেও সম্ভব হয়, ভগবদ্ভজন মানুষ ব্যতিরেকে কেহ করিতে পারে না, অতএব মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যাহারা ভগবানের ভজনা না করে, তাহারা অতি মূঢ়, এই কথা বলা হইতেছে) হে অনঘ! যে ব্যক্তি এই কর্ম্মভূমিতে দুর্লভ অবিকলাঙ্গ মনুষ্যদেহ কোনক্রমে অযত্নে লাভ করিয়া আপনার পাদপদ্ম ভজনা না করে, কেবল অসৎ বিষয়সুখেই স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাকে, যেমন তৃণলুব্ধ পশু অন্ধকূপে পতিত হয়, তাহার ন্যায় সেও গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হয়। ৪৬

(অন্যের ন্যায় আমারও এই রীতি ঘটিয়াছে এই কথা বলিতেছেন) হে অজিত! রাজা এবং রাজৈশ্বর্য্যে বর্দ্ধিত মদ, শরীরে আত্মজ্ঞানী সুত স্ত্রী ধন ভূমি প্রভৃতিতে আসক্ত আমার এতকাল দুরন্ত চিন্তায় নিষ্ফলে অতিবাহিত হইয়াছে। ৪৭

হে প্রভো! এই পরিদৃশ্যমান দেহ—যাহা ঘট বা কুড্য (কুঁড়েঘর) তুল্য, সেই দেহে আমি নরদেব এইরূপ অভিমানী হইয়া হস্তী অশ্ব রথ সেনা ও সেনাপতি দ্বারা পরিবৃত আমি পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছি, আপনাকে গণনাও করি নাই। হে ভগবন্! যেহেতু আমি সুদুর্ম্মদ হইয়াছি, সুতরাং আমার কাল বিফলে গিয়াছে! ৪৮

ইতিকর্ত্তব্যতার চিন্তায় অনবহিত বর্দ্ধিত লোভ, বিষয়ে সোৎসুখ ও বিষয় প্রাপ্ত হইলেও পুনঃপ্রাপ্ত্যর্থ তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তিকে, অপ্রমত্ত অন্তক আপনি ক্ষুধায় লেলিহানজিহ্ব সর্প যেমন ইন্দুরকে অভিভব করে, সেইরূপ সহসা অভিভব করেন। ৪৯

অপিচ, যে দেহ পূর্ব্বে নরদেব এই সংজ্ঞা পাইয়া সুবর্ণমণ্ডিত রথ অথবা মতঙ্গজ-বাহনে ভ্রমণ করে, তাহাই আপনার দুরত্যয় কাল কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া পরে বিষ্ঠা অথবা কৃমি কিম্বা ভস্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ ঐ দেহ মৃত্যুর পর কুকুর শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা হয়, তাহারা ভক্ষণ না করিলে কৃমি, আর দগ্ধ হইলে ভস্ম মাত্র হইয়া থাকে। ৫০

(কাল-কর্ত্তৃক অভিভূত হইবার পূর্ব্বেও দিগ্বিজয়ী রাজারও পারতন্ত্র্য থাকে ইহাই বলিতেছেন) হে ঈশ! যে ব্যক্তি দিক্‌চক্র জয় করিয়া সংগ্রামশূন্য এবং সমান রাজগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হয়েন, তিনিও রমণীগণের মিথুনীভাবসুখ পরম গৃহেতে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ নীত হয়েন। ৫১

করোতি কর্ম্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়াদদৎ।
পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে ॥৫২॥
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥৫৩॥
মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া।
যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্য্যয়া বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ ॥৫৪॥
ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥৫৫॥
তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্ব্বতো রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥৫৬॥
চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈরবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্ অভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥৫৭॥

যাহার বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণা অতিশয় প্রবল, সে কোন সময়েই সুখভোগ করিতে পায় না, সে পুনর্ব্বার স্বর্গের রাজা হইব এই আশায় উপস্থিত ভোগ হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং সেই ভোগ করিবার আশায় অধঃ-শয়ন ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি তপস্যায় সুনিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করে ও বিবিধ দান করিয়া থাকে। ৫২

হে অচ্যুত! সংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীবের যখন ভবাপবর্গ অর্থাৎ সংসারান্ত হয়, ঠিক সেই সময়ে সাধুসমাগম (সাধুসঙ্গ) হইয়া থাকে, এবং যে সময়ে সাধুসঙ্গ হয়, সে সময় সাধুগণের পরম গতি এবং পরাবরেশ্বর আপনাতে রতি জন্মে, আপনাতে রতি হইলেই জীব মুক্ত হয়। ৫৩

হে ঈশ! সৎসঙ্গের পূর্ব্বে আমার যে যদৃচ্ছা-ক্রমে রাজ্যাদি সহ বিচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা আপনি আমার প্রতি মহা অনুগ্রহ করিয়াছেন। হে প্রভো! তপস্যার্থ বনে প্রবেশেচ্ছু বিবেকী অখণ্ড ভূপতি-গণ এইরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ৫৪

হে প্রভো! আপনার পদসেবা নিরভিলাষ অকিঞ্চন জনেরা প্রার্থনা করেন, সেই পদসেবা ভিন্ন অন্য কিছুই আমি কামনা করি না, হে হরি! অপবর্গদাতা আপনার আরাধনা করিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তি নিজের বন্ধন যাহাতে হয়, তাদৃশ বর প্রার্থনা করে না। ৫৫

অতএব হে ঈশ! গুণত্রয়সম্বন্ধ যে সকল ঐশ্বর্য্যাদি, শত্রুমারণাদি ও ধর্ম্মাদিরূপ অশেষ কামনা—তাহা সর্ব্বপ্রকার বিসর্জ্জন করিয়া, অদ্বয়, নির্গুণ, নিরঞ্জন, জ্ঞানময় ঈশ্বর অতএব অক্ষয় যে আপনি, সেই আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৫৬

হে প্রভো! আমি চিরকাল দুঃখপীড়িত, পুণ্যভোগক্ষয়ে পশ্চাত্তাপ দ্বারা পরিতপ্ত, অতৃপ্ত ছয়টি শত্রুযুক্ত, অতএব কোনও রূপে অলব্ধ শান্তি আমি, হে শরণদ! আপনার পাদপদ্ম—যাহা অশোক, অভয় ও অমৃত তাহা প্রাপ্ত হইলাম, হে পরাত্মন্! হে ঈশ! আমি আপন্ন (আপৎপ্রাপ্ত), আমাকে রক্ষা করুন। ৫৭

নির্গুণ—প্রাকৃতগুণ হইতে বিলক্ষণ স্বরূপশক্ত্যাদি গুণ যাঁহার, | নিশ্চিত রঞ্জক, নির্গুণ যিনি নিঃশেষ রূপে উত্তরোত্তর

শ্রীভগবানুবাচ।

সার্ব্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জ্জিতা। বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ ॥৫৮॥
প্রলোভিতো বরৈর্যৎ ত্বমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ। ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৫৯॥
যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥৬০॥
বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ। অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী ॥৬১॥
ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ। সমাহিতস্তৎ তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ ॥৬২॥
জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ। ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্ ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে মুচুকুন্দস্তুতির্নাম একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে সার্ব্বভৌম! মহারাজ! তোমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল এবং অতি মহৎ, যেহেতু আমি তোমাকে বর দ্বারা প্রলুব্ধ করিলেও তোমার বুদ্ধি কাম দ্বারা বিহত হয় নাই। ৫৮

হে রাজন্! তোমাকে যে বর দ্বারা প্রলোভিত করিয়াছিলাম, উহা তোমার অপ্রমাদ—অর্থাৎ অন্যচিত্ত না হওয়ার জন্য, উহা জানিবে। যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহাদের বুদ্ধি কামনা দ্বারা আসক্ত হয় না, অর্থাৎ যতরূপ কাম্য আছে, তাহাতে আসক্ত হয় না। ৫৯

হে রাজন্! যে সকল অভক্ত ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করেন, তাঁহাদের বাসনাক্ষয় না হওয়াতে কখন কখন ঐ মন বিষয়াভিমুখ হইতে দেখা যায়। ৬০

হে রাজন্! তুমি আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া যথেচ্ছভাবে সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন কর, তোমার এইরূপ অবিনশ্বর ভক্তি নিত্য আমার প্রতি থাকুক। ৬১

হে রাজন্! তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মৃগয়াদি দ্বারা বহুতর প্রাণিবধ করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে আশ্রয় করিয়া সমাহিত চিত্তে তপস্যা করিয়া সেই পাপ ক্ষয় কর। ৬২

হে রাজন্! তুমি জন্মান্তরে সর্ব্বভূতের সুহৃত্তম ব্রাহ্মণ হইয়া কেবল আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৬৩

ভক্তি বিস্তার দ্বারা বর্দ্ধিত করেন। অদ্বয়—প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য, জ্ঞপ্তিমাত্র, ব্রহ্মবস্তু যাঁহার অংশমাত্র, সেই সচ্চিদানন্দ অনন্তশক্তি পুরুষাকার আপনার শরণাগত হইলাম। ৫৬

বিবৃতি—ব্রাহ্মণেরা অহিংসক সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, সেই লাভ করিয়া কেবল নিষ্পরিগ্রহ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৬৩

ইতি দশম স্কন্ধে একপঞ্চাশ অধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ। তং পরিক্রম্য সন্নম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ॥১॥
সবীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্ মর্ত্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্। মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥২॥
তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ। সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্গান্ধমাদনম্ ॥৩॥
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্। সর্ব্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তস্তপসারাধয়দ্ধরিম্ ॥৪॥
ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং যবনবেষ্টিতাম্। হত্বা ম্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্ ॥৫॥
নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুতচোদিতৈঃ। আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ ॥৬॥
বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ। মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ দুদ্রুবতুর্দ্রুতম্ ॥৭॥
বিহায় বিত্তং প্রচুরমভীতৌ ভীরুভীতবৎ। পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেলতুর্বহুযোজনম্ ॥ ॥
পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী। অন্বধাবদ্রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ ॥৯॥
প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্। প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুগৃহীত হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব মুচুকুন্দ, শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গিরিগুহা হইতে নির্গত হইলেন। ১

মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও লতা প্রভৃতিকে খর্ব্বাকার দেখিয়া তাঁহার মনে হইল কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তিনি উত্তরদিকে গমন করিলেন। ২

এবং তপস্যায় শ্রদ্ধান্বিত, ধীর, নিঃসঙ্গ ও মুক্তসংশয় হইয়া ও শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসমাধান করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। ৩

সেখানে নরনারায়ণের আলয় বদরিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া শীতোষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও শান্তচিত্ত হইয়া তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা আরম্ভ করিলেন। ৪

এদিকে কালযবন নিহত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পুনর্ব্বার আসিয়া ম্লেচ্ছগণকে বধ করিলেন এবং তাহাদের ধন দ্বারকায় লইয়া চলিলেন। ৫

হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত গো ও মনুষ্য দ্বারা ধন সকল নীত হইতে থাকিলে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক জরাসন্ধ স্বয়ং তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ৬

রাম ও কৃষ্ণ শত্রুসৈন্যের বেগোদ্রেক অবলোকন করিয়া মনুষ্যোচিত চেষ্টা গ্রহণ পূর্ব্বক, হে রাজন্! তাঁহারা দ্রুতগতিতে ধাবমান হইলেন। ৭

হে রাজন্! যদিও রাম ও কৃষ্ণ অভীত, তথাপি অতি ভীত হইয়া তাঁহারা প্রচুর ধন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পদ্মপলাশ তুল্য চরণদ্বয় দ্বারা বহু যোজন দূরবর্ত্তী দেশে পলায়ন করিলেন। ৮

ঈশ্বর রাম-কৃষ্ণের প্রমাণ ইয়ত্তানভিজ্ঞ বলবান্ মগধরাজ রাম-কৃষ্ণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রথ ও সেনা সহ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ৯

হে ভারত! রাম ও কৃষ্ণ অধিকদূর দৌড়িয়া যাওয়াতে শ্রান্ত হইয়া প্রবর্ষণ নামক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। হে মহারাজ! সেই পর্ব্বতে ভগবান্ ইন্দ্র নিত্য প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ করেন, এ কারণে তাহার নাম প্রবর্ষণ। ১০

গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপ। দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্ ॥১১॥
তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ। দশৈকযোজনোত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি ॥১২॥
অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূত্তমৌ। স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ ॥১৩॥
সোঽপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বলকেশবৌ। বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্ মাগধো যযৌ ॥১৪॥

আনর্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রেবতীং সুতাম্।
ব্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্বলায়েতি পুরোদিতম্ ॥১৫॥

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ। বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ংবরে ॥১৬॥
প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্। পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব ॥১৭॥

শ্রীরাজোবাচ।

ভগবন্ ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্। রাক্ষসেন বিধানেন উপযেম ইতি শ্রুতম্ ॥১৮॥
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। যথা মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ ॥১৯॥

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণবন্ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥২০॥

জরাসন্ধ রাম-কৃষ্ণকে ঐ পর্ব্বতে নিলীন হইতে দেখিল, অথচ তাঁহাদের নিলয়স্থান জানিতে পারিল না; অতএব চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করত প্রচুর কাষ্ঠ দ্বারা সেই গিরি দগ্ধ করিল। ১১

যদুপ্রবর রাম ও কৃষ্ণ দুইজনেই সেই পর্ব্বতের দহ্যমান প্রান্তদেশ হইতে বেগে উৎপতিত হইয়া একাদশ যোজন উচ্চ হইতে নীচে ভূতলে পতিত হইলেন। তদনন্তর রিপু ও তাঁহার অনুচরগণের অলক্ষিত হইয়া সমুদ্র-পরিখায় বেষ্টিত স্বীয় পুরীতে পুনরায় গমন করিলেন। হে নৃপ! মগধরাজও রাম-কৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছেন এইরূপ মিথ্যা মনে করিয়া আপনার সুবৃহৎ সৈন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক মগধের দিকে নিবৃত্ত হইয়াছিল। ১২—১৪

হে রাজন্! পূর্ব্বে (নবমস্কন্ধে) বলিয়াছি যে, আনর্ত্ত প্রদেশাধিপতি শ্রীমান্ রৈবত, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ-কন্যা রেবতীকে বলভদ্রকে সম্প্রদান করেন। ১৫

. হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ গোবিন্দও লক্ষ্মীর অংশ ভীষ্মক-রাজকন্যা রুক্মিণীকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করেন। ১৬

গরুড় যেমন দেবগণকে প্রমথিত করিয়া সুধা হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি শিশুপালপক্ষীয় শাল্ব প্রভৃতি রাজগণকে সর্ব্বলোকের সমক্ষে জয় করিয়া বৈদর্ভীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মকতনয়া রুচিরাননা রুক্মিণীকে রাক্ষসবিধানানুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮

প্রভো! এক্ষণে অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ বিশেষরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, যেরূপভাবে মগধরাজ ও শাল্ব প্রভৃতিকে জয় করিয়া কন্যা হরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ১৯

হে ব্রহ্মন্! শ্রুতসারবিৎ (অর্থাৎ যে শুনিতে জানে) কোন্ ব্যক্তি মহাফলপ্রদ শ্রুতিসুখকর লোকের পাপনাশন এবং নিত্যনূতন কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়? কেহই হয় না। ২০

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্। তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা ॥২১॥
রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ। রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষাং স্বসা সতী ॥২২॥
সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্য্যগুণশ্রিয়ঃ। গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিম্ ॥২৩॥
তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্যরূপশীলগুণাশ্রয়াম্। কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্য্যাং সমুদ্বোঢ়ুং মনো দধে ॥২৪॥
বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ। ততো নিবার্য্য কৃষ্ণদ্বিড়্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥২৫॥
তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্মনা ভৃশম্। বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্দ্রুতম্ ॥২৬॥
দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ। অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে ॥২৭॥
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ। উপবেশ্যার্হয়াঞ্চক্রে যথাত্মানং দিবৌকসঃ ॥২৮॥
তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ। পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত ॥২৯॥
কচ্চিদ্দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ। বর্ত্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সন্তুষ্টমনসঃ সদা ॥৩০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিদর্ভদেশের অধিপতি ভীষ্মক নামে একজন মহারাজ ছিলেন, তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও একটি সুন্দরাননা কন্যা ছিল। ২১

জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রুক্মী, তদনন্তর রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ, রুক্মমালী, ইহাদের ভগিনীর নাম রুক্মিণী, তিনি রূপে ও গুণে উত্তম। ২২

সেই রুক্মিণী গৃহাগত লোকদিগের প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ ও শ্রীর প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে নিজের সদৃশ পতি মনে করিয়াছিলেন। ২৩

শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধি, শরীরলক্ষণ, ঔদার্য্য, রূপ, শীল ও গুণশালিনী সেই রুক্মিণীকে নিজের সদৃশী ভার্য্যা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। ২৪

হে রাজন্! কৃষ্ণবিদ্বেষ্টা রুক্মী, বান্ধবগণ ভগিনীকে কৃষ্ণহস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া চেদিরাজ শিশুপালকে বর স্থির করিল। ২৫

হে রাজন্! সুনীল কটাক্ষ অথবা অসিতে শ্রীকৃষ্ণে (ভবম্বানি) অপাঙ্গ যাঁহার সেই রুক্মিণী ঐ বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত দুর্মনা হইলেন, এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নার্থ কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিলেন। ২৬

সেই ব্রাহ্মণ দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারপালগণ তাঁহাকে পুরীমধ্যে প্রবেশ করাইলে তিনি প্রবিষ্ট হইয়া কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট আদি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। ২৭

হে রাজন্। ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে নিজের আসনে উপবেশন করাইয়া দেবগণ যেমন আপনাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পূজা করেন, তদ্রূপ অর্চ্চনা করিলেন। ২৮

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলে সাধুজনের গতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে গিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার চরণ ধীরে ধীরে মর্দ্দন করত অব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৯

হে দ্বিজবর! আপনার বৃদ্ধসম্মত ধর্ম্মগতি কৃচ্ছ্রে বর্ত্তমান আছে ত? অর্থাৎ বৃদ্ধসম্মত ধর্ম্ম পালন করিতে আপনার কোন কষ্ট হয় না ত? আপনি ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট আছেন? । ৩০

সন্তুষ্টো যর্হি বর্ত্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ। অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্ম্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্ ॥৩১॥
অসন্তুষ্টোঽসকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ। অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ ॥৩২॥
বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্। নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাসকৃৎ ॥৩৩॥
কচ্চিদ্বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ। সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৩৪॥
যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্য্যেহ যদিচ্ছয়া। সর্ব্বং নো ব্রূহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্য্যং করবাম তে ॥৩৫॥
এবং সংপৃষ্টসংপ্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা। লীলাগৃহীতদেহেন তস্মৈ সর্ব্বমবর্ণয়ৎ ॥৩৬॥
শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥৩৭॥

ব্রাহ্মণ যদি নিজধর্ম্মে অহীয়মান (স্থির) থাকিয়া যথালব্ধদ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তাঁহার ঐ ধর্ম্মই অখিল কামনা পূরণ করে। ৩১

কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ সুরেশ্বর হইয়া নিখিল লোক প্রাপ্ত হইলেও সন্তোষবিরহে অপ্রাপ্তবৎ ক্লেশ পান, আর সন্তুষ্ট জন নিষ্কিঞ্চন হইয়াও সে সর্ব্বাঙ্গে তাপহীন হইয়া সুখে শয়ন করে। ৩২

যে ব্রাহ্মণেরা স্বতঃপ্রাপ্ত লাভে অথবা আত্মলাভে সন্তুষ্ট,স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সর্ব্বভূতে সুহৃৎ, নিরহঙ্কার এবং শান্ত তাঁহাদিগকে মস্তক দ্বারা বারম্বার নমস্কার করি। ৩৩

হে ব্রাহ্মণ! তোমাদের কুশল ত? যে রাজার অধিকৃত দেশমধ্যে পাল্যমান সুখে থাকে, সে আমার প্রিয়। তুমি যে কার্য্যের জন্য যে স্থান হইতে এই দুর্গম সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এখানে আসিয়াছ, যদি গোপনীয় না হয়, তবে সমুদায় আমার নিকটে ব্যক্ত কর, আর আমাকে তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে? তাহা বল। ৩৪-৩৫

ব্রাহ্মণ এইরূপে লীলাগৃহীত মানবদেহবিশিষ্ট পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট রুক্মিণী দান বিষয়ে তদীয় বন্ধুগণের অভিপ্রায় এবং রুক্মীর ব্যবহার এই সমুদায়ই বর্ণন করিলেন। ৩৬

(রুক্মিণী নির্জ্জনে স্বয়ং যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন) ব্রাহ্মণ প্রেমচিহ্নস্বরূপ সেই পত্রখানি শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীরুক্মিণী বলিলেন, হে অচ্যুত! হে ভুবনসুন্দর! যাঁহারা তোমার গুণকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের কর্ণবিবর দ্বারা প্রবিষ্ট তোমার গুণকথা অঙ্গের সকল তাপ হরণ করে, আর যাহারা চক্ষুষ্মান, তোমার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করে, তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের সকলার্থ লাভ হয়; আমি ঐ গুণ ও রূপের কথা শুনিয়াছি, তাই আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া তোমার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ৩৭

বিবৃতি—সন্তোষই সুখের কারণ; ধন জন থাকিয়াও যাহার সন্তোষ নাই, সে সর্ব্বদা অসুখী, এবং অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও যাহার সন্তোষ আছে, সে সুখে নিদ্রা যায়, তাহার কোন কষ্ট নাই। ৩২

তোমাদের উপর কোন উপদ্রব ত নাই? এবং রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হও ত? ৩৪

কোন কুলকন্যা নিজের বিবাহের কথা এরূপ নির্লজ্জ হইয়া বলে না, পরন্তু সর্ব্বপ্রথমেই এই নির্লজ্জতার কারণ রুক্মিণী বলিয়াছেন, হে ভুবনসুন্দর! তোমার গুণ অনন্ত, যে ভাগ্যবান্ তাহা শ্রবণ করে, তাহার কর্ণরন্ধ্রপথে সেই গুণকথা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার নিখিল সন্তাপ দূর করে, এবং যে ঐ ত্রৈলোক্যমোহন রূপ দেখে,

কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপবিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভিরামম্ ॥৩৮॥
তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়াং মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্‌গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥৩৯॥
পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্রগুর্ব্বর্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং গৃহ্নাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥৪০॥
শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্ম্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্ ॥৪১॥

হে মুকুন্দ! হে নরশ্রেষ্ঠ! কুল, শীল, রূপ, বয়স, ধনসম্পত্তি ও প্রভাব দ্বারা উপমারহিত এবং নরলোকের মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কোন্ কুলবতী গুণোদারা ধীমতী কন্যা বিবাহসময়ে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করে? (অতএব আমার দোষ নাই)। ৩৮

হে বিভো! সেই হেতু আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং আমার আত্মা তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি; অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীত্বে স্বীকার কর। হে অম্বুজাক্ষ! তুমি বীর, তোমার বস্তু যে আমি, আমাকে শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাও, চেদিরাজ যেন স্পর্শ না করে, সিংহের ভোগ্যবিষয় যেন শৃগালে হরণ না করে। ৩৯

আমি যদি পূর্ব্বজন্মে পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপাদি দান অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কিম্বা সুবর্ণাদি দান অথবা নিয়মব্রতাদি কিম্বা দেব বিপ্র গুরু প্রভৃতির অর্চ্চনা দ্বারা নিয়ত ভগবান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ-পুত্র প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি যেন না করে। ৪০

(যদি বল, তোমার বন্ধুবর্গ শিশুপালকে অর্পণ করিতে স্থির করিয়াছে, এক্ষণে আমি কি করিব? এই আশঙ্কার নিরাকরণ পূর্ব্বক বলিতেছেন) হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি প্রথমে গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্ব্বক পরে সেনাপতিতে পরিবৃত হইয়া চৈদ্য ও মগধরাজের বলসমুদায় নির্দ্দহন করিয়া হঠাৎ বীর্য্যশুল্কা আমাকে রাক্ষস-বিধানানুসারে বিবাহ কর। ৪১

তাহার নয়ন সার্থক হয়; আমি তোমার যে গুণ ও রূপের কথা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার লজ্জা ও ভয় দুই-ই অপগত হইয়াছে, তাই নিজে তোমাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি; অথবা রামাবতারে আমি সীতা ছিলাম। তথায় অগ্নিশুদ্ধি ও নির্ব্বাসন দিলেও নির্লজ্জচিত্ত তোমাতেই আসক্ত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে ১ মাংশে ৯ম অধ্যায়ে আছে, রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। ৩৭

বিবৃতি—দীনভাবে রুক্মিণী নির্লজ্জতা দোষের খণ্ডন পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরুষমাত্রেই লুব্ধস্বভাব, কোন্ স্ত্রীজাতি তোমাকে পতিত্বে বরণ না করিবে! তাহাতে যে কন্যা সৎকুলজা ধীরা, সেও অবশ্যই বরণ করিবে। যাহারা কুলরূপ বয়সাদির অভিমানে বরণ না করে, সে মহতীই হয় না। কুল—সদ্বংশে অবতীর্ণত্ব, শীল—দয়ালুতা বদান্যতাদি, বয়স—নিত্য নব যৌবনশোভা হইতে জাত। আমি তোমাকে প্রথমেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং এই দেহও তোমাকে দেওয়া হইয়াছে, পত্র দেওয়া কেবল তোমার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ জানিবার জন্য। তুমি স্বীকার করিলে এই দেহ পালন করিব, নতুবা জ্বালাইয়া দিব, পরন্তু অন্য কাহাকেও দিব না; এমন কি, ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেও—না। এই আত্মদান আমার নিষ্কাম নহে, এই কথাই বলিতেছেন, তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ কর, আসিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যদি চেদিরাজ আসিয়া আমার দেহ স্পর্শ করে, তবে তোমার অপ্রতিষ্ঠা হইবে, সিংহের ভাগ শৃগাল গ্রহণ করায় সিংহের যেমন অকীর্ত্তি, সেইরূপ। ৩৮-৩৯

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্ ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।
পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবিযাত্রা যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥৪২॥
যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥৪৩॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব ময়াহৃতাঃ। বিমৃশ্য কর্ত্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
রুক্মিণ্যুদ্বাহে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

যদি বল, তুমি অন্তঃপুরাভ্যন্তরচারিণী, তোমার বন্ধুগণকে নিহত না করিয়া তোমাকে কি প্রকারে বিবাহ করিব? আমি তাহার উপায় বলিতেছি। বিবাহ-পূর্ব্বদিনে মহতী কুলদেবযাত্রা হইয়া থাকে, সে যাত্রায় নববধূ পুরীর বাহিরে অম্বিকার মন্দিরে গমন করে। (অতএব অম্বিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি সহজ)। ৪২

হে অম্বুজাক্ষ! উমাপতির ন্যায় মহদ্ব্যক্তিরা নিজের তমোনাশের নিমিত্ত যে তোমার পাদপঙ্কজ-রজেতে স্নান করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই তোমার প্রসাদ লাভ করিতে যদি আমি না পারি, তবে উপ-বাসাদি নিয়ম দ্বারা ক্ষীণ এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে শত জন্মেও তোমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিব। ৪৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে যদুদেব! এই সকল গুহ্য সমাচার আমি আনিয়াছি, বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনন্তর তাহাই করিবেন। ৪৪

বিবৃতি—রজঃস্নপন পদে গঙ্গাশিব, যেমন গঙ্গাধর হইয়া নিজের পবিত্রতা সাধন করিয়াছেন, সেইরূপ মহদ্ব্যক্তি-রাও করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা পাদপ্রক্ষালনোদক। শিব পরম বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলেও সতীকে বিবাহ করেন, সেইরূপ আপনারও আমাকে বিবাহ করা উচিত। আপনি দুর্লভ হইলেও শত জন্মের চেষ্টায়ও পাইতে পারিব। ৪৩

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ। প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি। বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ ॥২॥

তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্ মৃধে। মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোঽগ্নিশিখামিব ॥৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

উদ্বাহর্ক্ষঞ্চ বিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ। রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্ ॥৪॥

স চাশ্বৈঃ শৈব্যসুগ্রীব-মেঘপুষ্পবলাহকৈঃ। যুক্তং রথমুপানীয় তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥৫॥

আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ। আনর্ত্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ ॥৬॥

রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ। শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন্ কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ ॥৭॥

পুরং সংমৃষ্টসংসিক্ত-মার্গরথ্যাচতুষ্পথম্। চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৮॥

স্রগ্‌গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ। জুষ্টং স্ত্রীপুরুষৈঃ শ্রীমদ্‌গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৈদর্ভীর সমাচার শ্রবণ করিয়া নিজহস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তধারণ পূর্ব্বিক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! রুক্মিণীর ন্যায় আমার চিত্তও তদ্‌গত হওয়ায় রাত্রিতে নিদ্রালাভ করিতে পারি না, আমার প্রতি রুক্মীর বিদ্বেষ থাকায় আমার বিবাহ তৎকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি। ২

অতএব রাজন্যগণমধ্যে অতি হীন রাজন্যগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মৎপরায়ণা অনিন্দিতাঙ্গী সেই রুক্মিণীকে, কাষ্ঠ হইতে মন্থনে জাত অগ্নিশিখার ন্যায় আনয়ন করিব। ৩

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন বিবাহের নক্ষত্র জানিয়া "দারুক! শীঘ্র রথ যোজনা কর" এই কথা সারথিকে বলিলেন। ৪

পরে দারুক শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক এই অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ আনয়ন করিয়া, প্রাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তথায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রথে আরোহণ করিয়া এবং সেই ব্রাহ্মণকেও ঐ রথে উঠাইয়া লইয়া দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা আনর্ত্ত হইতে এক রাত্রে বিদর্ভনগরে গিয়া উপনীত হইলেন। ৫-৬

এখানে কুণ্ডিনপতি রাজা ভীষ্মক অভিপ্রায় না থাকিলেও পুত্রস্নেহে বশীভূত হইয়া শিশুপালকে স্বীয় কন্যা রুক্মিণীকে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন করাইলেন। ৭

পুরমধ্যস্থ সাধারণ পথ পণ্যবীথিকা ও চতুষ্পথ সকল সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক সংসিক্ত হইয়াছে এবং চিত্র ও পতাকাবিশিষ্ট ধ্বজ এবং তোরণ দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। ৮

স্রক্, চন্দন, মাল্যাভরণাদিবিশিষ্ট নির্ম্মলাম্বরবিভূষিত স্ত্রীপুরুষসেবিত, এবং অগুরুধূপে সুরভীকৃত শ্রীসম্পন্ন গৃহসকল যুক্ত। ৯

বিবৃতি—বহুবার পরাজিত হইয়াও নির্লজ্জ বলিয়া পুনরাক্রমণ যাহারা ইচ্ছা করে, সেই জরাসন্ধ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া রাজন্যাপসদ বলা হইয়াছে। ৩

এই অশ্বচতুষ্টয়ের লক্ষণ পদ্মপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে, "শৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। মেঘপুষ্পস্তু মেঘাভঃ পাণ্ডুরোহি বলাহকঃ"। ৬

পিতৄন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্নৃপ। ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্ ॥১০॥
সুস্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্। আহতাংশুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥১১॥
চক্রুঃ সামর্গযজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ। পুরোহিতোঽথর্ব্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে ॥১২॥
হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্। প্রাদাদ্ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাংবরঃ ॥১৩॥
এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ। কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্ব্বমভ্যুদয়োচিতম্ ॥১৪॥
মদচ্যুদ্ভির্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈর্হেমমালিভিঃ। পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ ॥১৫॥
তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ। নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে ॥১৬॥
তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ। আজগ্মুশ্চৈদ্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥১৭॥
কৃষ্ণরামদ্বিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্। যদ্যাগত্য হরেৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বৃতঃ ॥১৮॥
যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ। আজগ্মুর্ভূভুজঃ সর্ব্বে সমগ্রবলবাহনাঃ ॥১৯॥
শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্। কৃষ্ণঞ্চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ ॥২০॥
বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ। ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥২১॥

অনন্তর রাজা ভীষ্মক যথাবিধি পিতৃদেব ও বিপ্রগণকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিয়া ও অন্যান্য সকলকে যথানুরূপ ভোজন করাইয়া মঙ্গল বাচন করাইতে লাগিলেন। ১০

মুখপ্রক্ষালনাদি দ্বারা সহজশোভাসম্পন্ন দন্তশালিনী, সুস্নাতা এবং বিবাহসূত্র দ্বারা কৃতমঙ্গলা কন্যাকে নূতন (তৎক্ষণাৎ যন্ত্রমুক্ত) বস্ত্রযুগল ও উত্তমোত্তম ভূষণ দ্বারা বিভুষিত করিলেন। ১১

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সাম ঋক্ যজু মন্ত্র দ্বারা কন্যার রক্ষা বিধান করিলেন, অথর্ব্ববেদবেত্তা পুরোহিত গ্রহশান্তির নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন। ১২

সুবর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গুড়মিশ্রিত তিল ও ধেনুসকল, বিধিবিধানজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। ১৩

এদিকে চেদিরাজ দমঘোষও ঐ রূপ স্বীয় পুত্রের অভ্যুদয়োচিত সমুদায় কর্ম্ম মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করাইলেন। ১৪

অনন্তর মদস্রাবী গজসমূহ ও হেমমালাঙ্কিত রথ সকলে এবং অশ্ব পদাতিক সৈন্যসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া কুণ্ডিনপুরে রাজা দমঘোষ গমন করিলেন। ১৫

বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক, দমঘোষের নিকট গমন করিয়া ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিমিত্ত নির্ম্মিত অন্য পুরীতে তাঁহাকে প্রবেশ করাইলেন। শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি চৈদ্যপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজারা সেই পুরীমধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৬-১৭

শিশুপালকে কন্যা সংপ্রদান করিবার সময় "যদি বলদেব প্রভৃতি যদুগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কন্যা হরণ করেন" এই আশঙ্কা করিয়া ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব নিশ্চয় করিয়া সমগ্র বলবাহনান্বিত রাম-কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলদেব বিপক্ষীয় সৈন্যগণের উদ্যোগ ও কন্যাহরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ আশঙ্কায় ভ্রাতৃস্নেহপরতন্ত্র হইয়া হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক প্রভৃতি সুমহদ্দলবলসহ কুণ্ডিনপুরে অতি সত্বর আগমন করিলেন। ১৮-২১

ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাঙ্ক্ষন্ত্যাগমনং হরেঃ। প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ৎ তদা ॥২২॥

অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেঽল্পরাধসঃ। নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্।

সোঽপি নাবর্ত্ততেঽদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ ॥২৩॥

অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্। মৎপাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ ॥২৪॥

দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ। দেবী বা বিমুখী গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী ॥২৫॥

এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা। ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে ॥২৬॥

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ। বাম ঊরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ ॥২৭॥

অথ কৃষ্ণবিনির্দ্দিষ্টঃ স এব দ্বিজসত্তমঃ। অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ ॥২৮॥

সা তং প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী। আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা ॥২৯॥

বরারোহা (শ্রেষ্ঠ নিতম্বিনী) ভীষ্মকনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রেরিত ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২২

অহো! একটি মাত্র রাত্রির ব্যবধান দ্বারা বিবাহ অন্তরিত আছে অর্থাৎ এক রাত্রির পর বিবাহ-দিন উপস্থিত হইবে, আমি অল্পভাগ্য, এখনও যে অরবিন্দ-লোচন হরি আসিলেন না ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আর আমার প্রেরিত বার্ত্তাবহ সেই ব্রাহ্মণও এখন পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। ২৩

অনিন্দিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আগমনে কৃতোদ্যম হইয়াও আমার জুগুপ্সিত ধার্ষ্ট্যাদি মনে করিয়া নিশ্চয় আমার পাণিগ্রহণ করিতে তিনি আসিবেন না, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণও আসিতেছেন না। ২৪

আমি দুর্ভাগা, আমার প্রতি বিধাতা অনুকূল নহেন। দেবী গৌরী কিম্বা রুদ্রাণী গিরিজা সতী আমার প্রতি বিমুখী হইয়া থাকিবেন। ২৫

গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃতচিন্তা রুক্মিণী এই প্রকার চিন্তা করিয়া এখনও গোবিন্দাগমনের সময় হয় নাই—এইরূপ জ্ঞানে কিঞ্চিৎ সুস্থা হইয়া অশ্রু-কলাকুল নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ২৬

হে রাজন্! বধূ রুক্মিণী যখন এইরূপে গোবিন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন অভিলষিত সিদ্ধিসূচক রুক্মিণীর বাম ঊরু ও বাম ভুজ এবং বাম নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। ২৭

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক (আমি আসিয়াছি এই কথা গিয়া বল) এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া সেই ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরচারিণী রাজকন্যাকে দর্শন করিলেন। ২৮

প্রহৃষ্ট বদন ও অচঞ্চল গতিবিশিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া লক্ষণাভিজ্ঞা সেই রুক্মিণী ঈষদ্ধাস্য-যুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অথবা অব্যগ্রা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৯

বিবৃতি—হরিবংশমতে রুক্মিণীর স্বয়ম্বর শ্রবণে কৃষ্ণ মথুরা হইতে ফিরিয়া কুণ্ডিনে গমন করেন, তথায় ইন্দ্র-প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণের রাজরাজাভিষেক হয়, তারপর জরা-সন্ধাদি রাজগণ চলিয়া যায় এই জন্য বিলম্ব হয়, সঙ্গে থাকায় ব্রাহ্মণেরও বিলম্ব হইয়াছিল। আমার দুর্ভাগ্যনিবন্ধন অস্মৎ কুলদেবী বিমুখী হইয়াছেন এই জন্য ব্রহ্মা ও মহেশ্বর অনুকূল নহেন। গৌরী অষ্টবর্ষা ক্রীড়ারতা, তিনি পরদুঃখানভিজ্ঞা এই মনে করিয়া রুদ্রাণী বলেন; পরে দেখিলেন, যাঁহার স্বামী সকলকে রোদন করান, তিনি আমাকে রোদন করাইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি। গিরিজা পর্ব্বতনন্দিনী দয়াহীনা। সতী, ইনি পতির জন্যে স্ত্রীগণের যেভাব তাহা জানেন, এই জন্য পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ২৪-২৫

তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্। উক্তঞ্চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি ॥৩০॥
তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা। ন পশ্যন্তী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা ॥৩১॥
প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ। অভ্যয়াৎ তূর্য্যঘোষেণ রামকৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ ॥৩২॥
মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ। উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ ॥৩৩॥
তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপাকল্প্য মহামতিঃ। সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা ॥৩৪॥
এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ। যথাবলং যথাবিত্তং সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ ॥৩৫॥
কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ। আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্ ॥৩৬॥
অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা। অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ ॥৩৭॥

রুক্মিণীর নিকটে সেই ব্রাহ্মণ 'শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন' ইহা জানাইয়াছিল, এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য বাক্য বলিয়াছেন, তাহাও বর্ণন করিল। ৩০

বৈদর্ভী শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন ইহা সম্যক্রূপে জানিতে পারিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে ব্রাহ্মণকে দিবার মত কিছু দেখিতে না পাইয়া অর্থাৎ এই কার্য্যে সর্ব্বস্বার্পণও অযোগ্য সুতরাং সেই কার্য্যের উপযুক্ত প্রিয় দ্রব্য না দেখিয়া কেবল নমস্কার করিয়াছিলেন। ৩১

পরে ভীষ্মক, স্বীয় দুহিতার বিবাহ দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া রাম-কৃষ্ণ উভয়ে সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া তূর্য্যধ্বনি দ্বারা সম্মান করতঃ আগমন করিলেন, এবং মধুপর্ক ও নির্ম্মল বস্ত্র সকল ও অন্যান্য উপহার আনিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন। ৩২-৩৩

পরে তাঁহাদের নিমিত্ত অতিশয় শোভান্বিত একপুরী ভক্তি সহকারে অর্পণ করিয়া সসৈন্য সানুগ রাম-কৃষ্ণের যথানুরূপ আতিথ্য বিধান করিলেন। ৩৪

এইরূপে সমাগত রাজাদিগের মধ্যে যাহার যেমন ধৈর্য্য, যে প্রকার বয়স, যে প্রকার বল এবং যে প্রকার চিত্ত, তদনুসারে অভিলষিত বস্তু সকল দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন। ৩৫

বিদর্ভপুরবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া আগমনপূর্ব্বক নেত্রাঞ্জলিপুটে তাঁহার মুখপঙ্কজ পান করিতে লাগিল। ৩৬

এই রুক্মিণীই ইঁহার ভার্য্যা হইবার যোগ্যা—অন্য নহে, আর এই অনিন্দ্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই রুক্মিণীর সমুচিত পতি। ৩৭

বিবৃতি—রুক্মিণীদেবী মনে করিলেন যে, আমি শ্রী, যাহারা আমাকে প্রণাম করে, তাহারা সমস্ত সম্পদ লাভ করে। অতএব আমি যদি আবার ইঁহাকে প্রণাম করি, তাহা হইলে ইনি সমস্ত সম্পদের অধীশ্বর হইবেন। এই বোধে কেবল মাত্র প্রণাম করিলেন। ৩১

এ বিষয়ে মহামতি ভীষ্মকের অভিপ্রায় এই যে, বিবাহযোগ্যা কন্যা-পরিণয় নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, অতএব বরযোগ্য বিধি দ্বারা বরণ কর্ত্তব্য বিবেচনায় তাঁহার পূজা বিধান করিলেন। ৩২-৩৩

কৃষ্ণমুখ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া যে সৌন্দর্য্য-মাধ্বীক পড়িতেছিল, ইহাই পুরবাসীরা আস্বাদন করিয়াছিল। পেয় ও তাহার আধারের অভেদ বিবক্ষা দ্বারা পেয়-প্রাচুর্য্য বুঝাইয়াছে, নেত্রের অঞ্জলিরূপতা দ্বারা পানের অবিচ্ছেদ্য ও আতিশয্য ধ্বনিত হইয়াছে। অহো! সেই পদ্ম কি অপূর্ব্ব! ৩৬

এই শ্লোকে এব-কারের ছয় প্রকারে অন্বয়, যথা অস্যৈব নাপরস্য, রুক্মিণ্যেব নাপরা, অর্হত্যেব ন তু নার্হতি, অসাবেব নাপরঃ, ভৈষ্ম্যা এব নাপরস্যাঃ। সম্যগেব উচিত নত্বীষদ-প্যনুচিতঃ। বক্তৃবাহুল্য নিবন্ধন বাক্যভেদ হওয়ায় দোষ হয় নাই। ৩৭

কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ। অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ ॥৩৮॥
এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ। কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ভটৈগু প্তাম্বিকালয়ম্ ॥৩৯॥
পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্। সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥৪০॥
যতবাঙ্মাতৃভিঃ সার্দ্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা। গুপ্তা রাজভটৈঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তূর্য্যভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে ॥৪১॥
নানোপহারবলিভির্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ। স্রগ্‌গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৪২॥
গায়ন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ। পরিবার্য্য বধূং জগ্মুঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥৪৩॥
আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বুজা। উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্ ॥৪৪॥
তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ। ভবানীং বন্দয়াঞ্চক্রুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্ ॥৪৫॥
নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্। ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্ ॥৪৬॥
অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্বাসঃস্রঙ্মাল্যভূষণৈঃ। নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্ ॥৪৭॥
বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ। লবণাপূপতাম্বূলকণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥৪৮॥

আমাদের যাহা কিছু পুণ্য আছে, তাহা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিলোককর্ত্তা অনুগ্রহ করুন—যেন অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ বৈদর্ভীর পাণিগ্রহণ করেন। ৩৮

পুরবাসী লোক সকল প্রেমকলায় আবদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিল এবং রুক্মিণীও রক্ষি-পুরুষগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অম্বিকালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৯

সেই রুক্মিণী সম্যক্ কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে বাগ্‌যতা হইয়া মাতৃগণের সহিত সখীগণে পরিবৃতা ও বর্ম্মপরিহিত উদ্যতাস্ত্র বলবান্ রাজসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভবানীর পাদপল্লব দর্শন করিতে পদব্রজেই গমন করিলেন। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, তূরী ও ভেরী প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। ৪০—৪১

সহস্র সহস্র বীরাঙ্গনা নানাবিধ পূজোপহার লইয়া এবং দ্বিজপত্নীরা স্রগ্‌ গন্ধ বস্ত্র আভরণে সুসজ্জিত হইয়া, এবং গায়কগণ গান করিতে করিতে, স্তুতিপাঠকগণ স্তব করিতে করিতে, বাদ্য ও বাদকগণ বাজাইতে বাজাইতে এবং সূত ও মাগধবন্দিগণ বধূকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। ৪২-৪৩

অনন্তর রুক্মিণী দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া কর-চরণাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া শুচি ও শান্তচিত্ত হইয়া অম্বিকার নিকটে গমন করিতে প্রবেশ করিলেন। ৪৪

বিধিজ্ঞা প্রাচীনা ব্রাহ্মণরমণীরা সেই বালা রুক্মিণীকে ভবের সহিত ভবপত্নী ভবানীর বন্দনা করাইয়াছিলেন। ৪৫

প্রণামমন্ত্র যথা :—হে অম্বিকে! স্বীয় সন্তানগণের সহিত তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন, আপনি উহা অনুমোদন করুন। ৪৬

জল, চন্দন, তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য, আভরণ দ্বারা ও নানা উপহার বলি, প্রদীপাবলি দ্বারা ও লবণ, পুষ্প, তাম্বূল, যজ্ঞসূত্র, ফল ও ইক্ষু দ্বারা পূজা করিলেন, পরে পতিমতী বিপ্রস্ত্রী সকলও সেই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা পৃথক্‌রূপে পূজা করিলেন। ৪৭-৪৮

তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাং প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ।
তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাঞ্চ জগৃহে বধূঃ ॥৪৯॥
মুনিব্রতমথ ত্যক্ত্বা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ।
প্রগৃহ্য পাণিনা ভৃত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা ॥৫০॥
তাং দেবমায়ামিব ধীরমোহিনীং সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্ ॥৫১॥
শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধরদ্যুতিশোণায়মানদ্বিজকুন্দকুড্মলাম্।
পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং সিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা ॥৫২॥
বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ।
যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাসব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উজ্‌ঝিতাস্ত্রাঃ ॥৫৩॥
পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাম্।
সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা ॥৫৪॥
উৎসার্য্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতঞ্চ।
তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্ ॥৫৫॥

পরে সেই সকল বিপ্রস্ত্রীরা তাঁহাকে নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং রুক্মিণী বিপ্রপত্নীদিগকে ও দেবীকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ৪৯

অনন্তর রুক্মিণী মৌনব্রত ত্যাগ করিয়া রত্নাঙ্গুরীয়ক উপশোভিত-পল্লব দ্বারা সখীগণের হস্ত ধারণ করিয়া অম্বিকাগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ৫০

দেবমায়ার ন্যায় ধীর ব্যক্তিরও মোহকারিণী, সুন্দর মধ্যদেশবিশিষ্ট কুন্তলমণ্ডিতমুখী, অজাতরজস্কা ও নিতম্বদেশে সমর্পিত মেখলাশালিনী, ব্যঞ্জিত স্তনী, কুন্তল হইতে শঙ্কিতনয়না শোভনহাস্যযুক্তা ও বিম্বফল সদৃশ অধর-শোভা দ্বারা রক্তিমবর্ণ কুন্দলতিকা সদৃশ দন্তপঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট ও কলহংসগামিনী ও শিঞ্জিত নূপুরশোভিত পদদ্বয় দ্বারা গমনশীলা সেই রুক্মিণীকে দেখিয়া সমাগত যশস্বী বীর পুরুষ সকল তৎকৃত কামপীড়ায় পীড়িত হইয়া মোহিত হইতে লাগিল। ৫১-৫২

যাত্রাচ্ছলে হস্তি-অশ্ব-রথস্থ রাজগণকে ও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের লাবণ্য অর্পণ করিতেছিলেন যে রুক্মিণী এবং যাঁহাকে দেখিয়া রাজারা নিজ নিজ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা উদার হাস্য ও সলজ্জ অবলোকন দ্বারা অপহৃতচিত্ত অতএব বিমূঢ় রাজগণ ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন।। ৫৩

সেই রুক্মিণী ধীরে ধীরে চরণকমলদ্বয় চালন করত ভগবানের আগমন দেখিতে আরম্ভ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা নয়নোপরি পতিত অলকা সকল উত্তোলন করিয়া সলজ্জ নয়নে সমাগত নৃপগণকে ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। ৫৪

সেই রাজকন্যা রুক্মিণী রথে উঠিবার উপক্রম করিলে শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে পরাভব করিয়া সকল শত্রুর সমক্ষে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করাইয়া রুক্মিণীকে হরণ করিলেন। ৫৫

রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ।
ততো যযৌ রামপুরোগমৈঃ শনৈঃ শৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ ॥৫৬॥
তং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং পরে জরাসন্ধমুখা ন সেহিরে।
অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বনাং গোপৈর্হৃতং কেশরিণাং মৃগৈরিব ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রুক্মিণীহরণং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩॥

পরে শৃগালগণমধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী সিংহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অভিমানী জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলে স্বীয় পরাভব ও যশঃক্ষয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না এবং খেদ করিতে লাগিলেন, আহা, ধনুর্দ্ধারী সিংহসদৃশ আমাদের যশঃ গোপগণ হরণ করিল, অতএব আমাদিগকে ধিক্। ৫৬-৫৭

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সর্ব্বে সুসংরব্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ। স্বৈঃ স্বৈর্বলৈঃ পরিক্রান্তা অন্বীয়ুর্ধৃতকার্ম্মুকাঃ ॥১॥
তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ। তস্থুস্তৎসম্মুখা রাজন্ বিস্ফূর্জ্য স্বধনূংষি তে ॥২॥
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থেঽস্ত্রকোবিদাঃ। মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা ॥৩॥
পত্যুর্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা। সব্রীড়মৈক্ষৎ তদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা ॥৪॥
প্রহস্য ভগবানাহ মাস্ম ভৈর্বামলোচনে। বিনঙ্ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতৎ তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্ ॥৫॥
তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ। অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজান্ রথান্ ॥৬॥
পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি। সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্ণীষাণি চ কোটিশঃ ॥৭॥
হস্তাঃ সাসিগদেষ্বাসাঃ করভা ঊরবোঽঙ্ঘ্রয়ঃ। অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্র-খরমর্ত্ত্যশিরাংসি চ ॥৮॥
হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জ্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ। রাজানো বিমুখা জগ্মুর্জ্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ ॥৯॥
শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্। নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন্ ॥১০॥
ভো ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল দৌর্ম্মনস্যমিদং ত্যজ। ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ॥১১॥

শুকদেব বলিলেন, এইরূপে নিজেদের ধিকার প্রদান করিয়া, ক্রুদ্ধ ধনুর্দ্ধারী রাজগণ বর্ম্মবদ্ধ ও স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যথাযোগ্য বাহনে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল। ১

হে রাজন্! যাদবপক্ষীয় সেনাপতিগণ, শত্রু-গণকে আসিতে দেখিয়া স্ব স্ব ধনুকে টঙ্কারধ্বনি করত তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ২

যেমন মেঘসকল পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ অশ্বপৃষ্ঠ, গজস্কন্ধ ও রথের উপর হইতে অস্ত্র-কুশল বিপক্ষেরা শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ৩

সুমধ্যমা রুক্মিণী স্বীয় পতির সৈন্যগণকে শরবৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন দর্শন করিয়া ভীতিব্যাকুল নেত্রে অথচ সলজ্জ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিতে লাগিলেন। ৪

তখন ভগবান্ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে বাম-লোচনে! ভয় করিও না, এক্ষণেই তোমার পক্ষীয় সৈন্যগণ শত্রু-সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে। ৫

সেই শত্রুগণের বিক্রম গদ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বীরগণ সহ্য করিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ নারাচ সকলের দ্বারা বিপক্ষীয় অশ্ব গজ ও রথ সকল ধ্বংস ও চূর্ণ করিতে লাগিলেন। ৬

রথারোহী অশ্বারোহী সৈন্যগণের কোটি কোটি কিরীট-কুণ্ডল ও উষ্ণীষযুক্ত মস্তক সকল ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। ৭

অসি গদা বাণ সহিত হস্ত সকল, প্রকোষ্ঠ সকল, উরুদেশ সকল, পাদ সকল, আর অনবরত হস্তি-উষ্ট্র-খর ও মনুষ্যদিগের মস্তক সকল পতিত হইয়াছিল, জয়াকাঙ্ক্ষী বৃষ্ণিপক্ষীয় সৈন্য কর্ত্তৃক বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণ হন্যমান হইলে জরাসন্ধ প্রমুখ রাজগণ বিমুখ হইয়া গমন করিয়াছিল। ৮-৯

এবং হৃতদারের ন্যায় আর্ত্ত, নষ্টপ্রভ, উৎসাহ-শূন্য ও শুষ্কবদন শিশুপালের নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিল। ১০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দৌর্ম্মনস্য (উদ্বেগ) ত্যাগ কর, হে রাজন্! দেহীদিগের মধ্যে প্রিয় ও অপ্রিয়ের স্থিরতা দেখা যায় না। ১১

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া। এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ ॥১২॥
শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ। ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্য একমহং পরম্ ॥১৩॥
তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি কর্হিচিৎ। কালেন দৈবযুক্তেন জানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ ॥১৪॥
অধুনাপি বয়ং সর্ব্বে বীরযূথপযূথপাঃ। পরাজিতাঃ ফল্গুতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥১৫॥
রিপবো জিগ্যুরধুনা কাল আত্মানুসারিণি। তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ॥১৬॥
এবং প্রবোধিতো মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাৎ সানুগঃ পুরম্।
হতশেষাঃ পুনস্তেঽপি যযুঃ স্বং স্বং পুরং নৃপাঃ ॥১৭॥
রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিড়সহন্ স্বসুঃ। পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী ॥১৮॥
রুক্ম্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্। প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দংশিতঃ সশরাসনঃ ॥১৯॥
অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য চ যবীয়সীম্। কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ ॥২০॥
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ। চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ ॥২১॥
অদ্যাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্মতেঃ। নেষ্যে বীর্য্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা ॥২২॥

যেমন কুহকের (নর্ত্তয়িতার) ইচ্ছানুসারে কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা নৃত্য করে, সেইরূপ এই সকল লোক ঈশ্বরপরতন্ত্র হইয়া সুখ-দুঃখ সকলই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সুখভোগে বা দুঃখভোগে মানবের কোন স্বাধীনতা নাই। ১২

আমিও শ্রীকৃষ্ণনিকটে সপ্তদশবার পরাজিত হইয়া ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা শেষে একবার মাত্র জয়লাভ করিয়াছি। ১৩

তথাপি আমি কখন শোক বা হর্ষপ্রকাশ করি না, হে রাজন্। দৈবযুক্ত কালের বশে এই জগৎ সংক্ষুভিত হয়। ১৪

বর্ত্তমান সময়েও আমরা সকলে বীরযূথপ-যূথপ হইয়াও কৃষ্ণপালিত অল্পসংখ্যক যদুগণের নিকট পরাজিত হইলাম। ১৫

হে রাজন্! সংপ্রতি যদুগণ অনুকূল কাল পাইয়া আমাদিগকে জয় করিয়াছে। আবার আমারও যখন কাল অনুকূল হইবে, তখন উহাদিগকে জয় করিব। ১৬

মিত্র-রাজগণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া শিশুপাল অনুগগণ সহ স্বীয় পুরে গমন করিয়াছিল, এবং হতাবশিষ্ট সেই সকল রাজগণও নিজ নিজ পুরে গমন করিয়াছিল। ১৭

বলী কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী—ভগিনীর রাক্ষসোদ্বাহ সহ্য করিতে না পারিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ১৮

অসহিষ্ণু রুক্মী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সকল রাজারা শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে শরাসনে বাণ সন্ধান পূর্ব্বক কৃতোদ্যোগ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। ১৯

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, কৃষ্ণকে সংগ্রামে বধ না করিয়া এবং কনিষ্ঠা ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার না করিয়া কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিব না। ২০

এই কথা বলিয়া, সত্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক সারথিকে বলিল, সারথে! যে দিকে কৃষ্ণ গিয়াছে, সেইদিকে অশ্বচালনা কর। তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে। ২১

যে গোপাল আমার ভগিনীকে হঠাৎ বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে, আমি অদ্য সেই দুর্বুদ্ধি গোপালদের দর্প নষ্ট করিব। ২২

বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ। রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহ্বয়ৎ ॥২৩॥
ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ। আহ চাত্র ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন ॥২৪॥
কুত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ। হরিষ্যেঽদ্য মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ ॥২৫॥

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্।
স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা ষড়্ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্ ॥২৬॥
অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ।
স চান্যদ্ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥২৭॥

তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ। পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ ॥২৮॥
পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্ম্মাসী শক্তিতোমরৌ। যদ্‌যদায়ুধমাদত্ত তৎসর্ব্বং সোঽচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥২৯॥
ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণির্জিঘাংসয়া। কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥৩০॥
তস্য চাপততঃ খড়্গং তিলশশ্চর্ম্ম চেষুভিঃ। ছিত্ত্বাসিমাদদে তিগ্মং রুক্মিণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥৩১॥
দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্‌যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা। পতিত্বা পাদয়োর্ভর্ত্তুরুবাচ করুণং সতী ॥৩২॥

ঈশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) প্রমাণ অর্থাৎ ইনি এত বড় এই ইয়ত্তানভিজ্ঞ কুমতি রুক্মী আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে এক রথে দাঁড়াও দাঁড়াও বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল। ২৩

পরে সুদৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া তিন বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, তুমি যদুদিগের কুল-দূষণ, ক্ষণকাল স্থির হও। ২৪

যজ্ঞীয় হবির্হরণকারী কাকের ন্যায় আমার ভগিনীকে অপহরণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? হে মন্দ! মায়াবী কূটযোদ্ধা, তোমার মদমত্ততা দূর করিব। ২৫

যে পর্য্যন্ত আমার বাণে নিহত হইয়া শয়ন না কর, তাহার মধ্যে এই বালিকাকে পরিত্যাগ কর। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া ছয় বাণে রুক্মীর ধনুশ্ছেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ২৬

অষ্ট বাণে রথবাহক চারিটি অশ্বকে, দুই বাণে সারথিকে, তিন বাণে ধ্বজ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। রুক্মীও অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া পাঁচ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়াছিল। ২৭

সেই সকল বাণ দ্বারা তাড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মীর ধনুঃ ছেদন করিয়াছিলেন। রুক্মী পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণ করিলে ভগবান্ অচ্যুত তাহাও ছেদন করিয়াছিলেন। ২৮

রুক্মী, পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম্ম, অসি শক্তি, তোমর, যাহা যাহা গ্রহণ করিল, সেই সকলই শ্রীকৃষ্ণ ছেদন করিলেন। ২৯

তাহার পর রুক্মী, শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় খড়্গহস্তে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, পতঙ্গ যেমন বহ্নিতে ঝম্প দেয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দিকে ক্রুদ্ধ হইয়া দৌড়াইয়াছিল। ৩০

রুক্মী আসিতে লাগিলে ভগবান্ বাণ দ্বারা তাহার চর্ম্ম ও অসি তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন, এবং তাহার পর তীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিয়া রুক্মীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। ৩১

ভ্রাতৃবধের উদ্যোগ দর্শনে রুক্মিণী ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তখন সতী রুক্মিণী স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৩২

যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে। হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ॥৩৩॥
শ্রীশুক উবাচ।

ত্বয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া।
কাতর্য্যবিস্রংসিতহেমমালয়া গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্ত্তত ॥৩৪॥
চৈলেন বদ্ধ্বা তমসাধুকারিণং সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ।
তাবন্মমর্দ্দুঃ পরসৈন্যমদ্ভুতং যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ ॥৩৫॥

কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্। তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥৩৬॥

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্। বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ॥৩৭॥
নৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া। সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃস্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥৩৮॥
বন্ধুর্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্বধমর্হতি। ত্যাজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥৩৯॥
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ। ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতরস্ততঃ ॥৪০॥

হে যোগেশ্বর! হে অপ্রমেয়! হে কল্যাণ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে মহাভুজ! আপনি আমার ভ্রাতাকে বধ করিবেন না। ৩৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তখন ভয়ে কম্পিতকলেবরা, শোকে শুষ্কমুখী, এবং অবরুদ্ধ-কণ্ঠী, কাতরতাপ্রযুক্ত স্খলিত হেমমালাধারিণী রুক্মিণী কর্ত্তৃক গৃহীতপাদপদ্ম, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিবধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ৩৪

এবং বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সেই অন্যায়কারী রুক্মীকে বন্ধন করিয়া তাহার শ্মশ্রু-কেশ বপন করতঃ তাহাকে বিরূপ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে যদুবীরগণ গজ সকল যেমন নলিনীবন দলন করে, সেইরূপ উদ্ধত শত্রু-সৈন্যগণকে বিমর্দ্দন করিয়াছিলেন। ৩৫

যাদববীরগণ কৃষ্ণের নিকট আসিয়া সেইস্থানে রুক্মীকে তদবস্থায় দেখিয়াছিলেন। ভগবান্ বিভু সঙ্কর্ষণ, রুক্মীকে তদবস্থায় মৃতপ্রায় দেখিয়া সকরুণ হৃদয়ে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৩৬

হে কৃষ্ণ! তুমি যে সুহৃদের কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছ, ইহা আমাদিগের অতি নিন্দিত কার্য্য করা হইয়াছে, কারণ, সুহৃদের বিরূপকরণকেই বধ বলা যায়। ৩৭

(পরে রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত বলিলেন) হে সাধ্বি! ভ্রাতার বৈরূপ্য চিন্তা করিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ করিও না। কারণ, সুখ-দুঃখের দাতা অন্য ব্যক্তি নহে, যেহেতু পুরুষ স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে। ৩৮

(পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) বন্ধু ব্যক্তি বধের যোগ্য দোষ করিলেও বন্ধুর নিকট হইতে বধ প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, নিজের দোষের দ্বারা যে হত হইয়াছে, তাহাকে কি পুনর্ব্বার বধ করা উচিত? ৩৯

(পুনর্ব্বার রুক্মিণীকে বলিলেন) ক্ষত্রিয়দের এই ধর্ম্ম প্রজাপতি ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে ধর্ম্মে ভ্রাতাও ভ্রাতাকে বধ করিতে পারে। অতএব ইহা অতি দারুণ ধর্ম্ম, তাহাতে আমাদিগের দোষ কি? ৪০

রাজ্যস্য ভূমের্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো মানস্য তেজসঃ। মানিনোঽন্যস্য বা হেতোঃ শ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি ॥৪১॥
তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতেষু দুর্হৃদাম্। যন্মন্যসে সদাভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ ॥৪২॥
আত্মমোহো নৃণামেষ কল্প্যতে দেবমায়য়া। সুহৃদ্দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্ ॥৪৩॥
এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ ॥৪৪॥
দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ। আত্মন্যবিদ্যয়া কৢপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥৪৫॥
নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি। তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্রূপাভ্যাং যথারবেঃ ॥৪৬॥
জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ। কলানামিব নৈবেন্দোর্ম্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব ॥৪৭॥
যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ। অনুভুঙ্ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্ ॥৪৮॥

(পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) রাজ্য কি ধন কি সৌভাগ্য কি বিত্ত কি ভূমি কি মান—এই সকলের জন্য কিম্বা অন্য বিষয়ের জন্য সৌভাগ্যমদান্ধ মানি-ব্যক্তি বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় বটে, কিন্তু আমাদের তদ্রূপ হওয়া উচিত নহে। (পুনর্ব্বার রুক্মিণীকে বলিলেন) তুমি অজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বভূতের অহিতকারী ভ্রাতৃগণের মঙ্গল যে সর্ব্বদা ইচ্ছা কর, ইহা তোমার অতি অসমীচীনা বুদ্ধি ও তোমার সুহৃদ্গণের অমঙ্গলজনক। ৪১-৪২

দেহাত্মবাদী মানবগণের ইনি সুহৃৎ, ইনি শত্রু ও ইনি উদাসীন এইরূপ এই আত্মমোহ দেবমায়া দ্বারা কল্পিত হয়। পরমার্থতঃ সমুদায় দেহিমাত্রের এক বিশুদ্ধ আত্মা, মূঢ়গণ তাহাকে নানারূপে গ্রহণ করে, যেমন জলে চন্দ্র সূর্য্য ও ঘটাদিতে আকাশকে নানা করিয়া দেখে। ৪৩-৪৪

(দেহ জীবাত্মাও নহে এই কথা বলিতেছেন,—যাহাকে সুহৃদবুদ্ধিতে পালন করা যায় ও শত্রুবুদ্ধিতে বধ করা হয়) সেই এই দেহ উৎপত্তি-বিনাশশীল, আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ত্রিতয়াত্মক, জীবে অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হয়, অতএব রাগদ্বেষাদির বিষয়ীভূত হইয়া দেহাকে সংসারবান্ করে। ৪৫

হে সতি! এই অসৎ দেহ ও আত্মা ভিন্ন দেহের সহিত আত্মার সংযোগ বা বিয়োগ নাই। কারণ, দেহ অসৎ, আত্মা সৎ, দেহ যে প্রকাশিত হয়, আত্মাই তাহার কারণ,—যেমন আকাশস্থ রবি প্রকাশিত-চক্ষুঃ ও চক্ষুঃ-প্রকাশ্য রূপের সহিত সংযোগ লেপ হয় না, (রবিস্থানীয় পরমাত্মা, দৃক্স্থানীয় জীব, রূপস্থানীয় দেহ বুঝিতে হইবে)। ৪৬

(দেহসম্বন্ধ না থাকায় আত্মার জন্মাদিও নাই। এই কথা বলিবার জন্য দেহধর্ম্ম বলিতেছেন) জন্মাদি ছয় প্রকার বিকারদেহের, আত্মার কখন ঐ বিকার নহে, যেমন চন্দ্রকলা মাত্রেরই হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রের নহে, অথচ কলানাশেই অমাবস্যাকে ইন্দুক্ষয় বলিয়া স্বীকার করে, তদ্রূপ মূঢ়েরা দেহনাশেই আত্মার নাশ বলিয়া ব্যবহার করে। ৪৭

(আত্মার দেহসম্বন্ধ না থাকিলে কিরূপে ভোক্তৃ-ভোগ্য ভোগ প্রতীতি হয় এই আশঙ্কা করিয়া স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন) যেমন স্বপ্নেতে বিষয় না থাকিলেও শয়ান ব্যক্তি ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ উপলব্ধি করে, মূঢ় ব্যক্তি তদ্রূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। ৪৮

বিবৃতি—দেহোপাধি নিবন্ধন আত্মা শুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়েন না। ৪৫

দেহ প্রকাশ্য, প্রকাশক আত্মা; ইহাদের সংযোগ-বিয়োগ নাই, কারণ, প্রকাশক-প্রকাশ্য লিপ্ত কোথায়ও হয়েন না, যেমন চক্ষু ও রূপের প্রকাশক সূর্য্য, তিনি প্রকাশ্য চক্ষু ও রূপের গুণ দোষ দ্বারা লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ, রবি হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া চক্ষু ও রূপের পরস্পরে প্রসিদ্ধি, যেমন দেহ, আত্মার মধ্যেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ৪৬

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্। তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥৪৯॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা। বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে ॥৫০॥
প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টে দ্বিড়্‌ভির্হতবলপ্রভঃ। স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ ॥৫১॥
(চক্রে ভোজকটং নাম বিহাসায় মহৎপুরম্।) অহত্বা দুর্ম্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যুহ্য যবীয়সীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্রুষা ॥৫২॥
ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জ্জিত্য ভূমিপান্। পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ ॥৫৩॥
তদা মহোৎসবো নৄণাং যদুপুর্য্যাং গৃহে গৃহে। অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ ॥৫৪॥
নরা নার্য্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ। পারিবর্হমুপাজহ্রুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥৫৫॥
সা বৃষ্ণিপুর্য্যুত্তভিতেন্দ্রকেতুভির্বিচিত্রমাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ।
বভৌ প্রতিদ্বার্য্যপক৯প্তমঙ্গলৈরাপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ ॥৫৬॥

অতএব হে প্রসন্নহৃদয়ে! এই অজ্ঞানজনিত দেহশোষণ ও মনোবিমোহন শোককে এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দূরীভূত করিয়া তুমি সুস্থ হও। ৪৯

শুকদেব বলিলেন, তন্বী রুক্মিণী ভগবান্ রাম কর্ত্তৃক এইরূপ প্রতিবোধিতা হইয়া বৈমনস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে বুদ্ধি দ্বারা সমাহিত করিলেন। ৫০

অনন্তর। প্রাণমাত্র অবশিষ্ট, হতপ্রভ ও হতবল রুক্মী শত্রু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিজের বিরূপকরণ ব্যাপার স্মরণ পূর্ব্বক মিথ্যা মনোরথ করতঃ আপনার বাসের জন্য ভোজকট নামে এক মহৎপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ৫১

দুর্ম্মতি কৃষ্ণকে বধ না করিয়া ও কনিষ্ঠা ভগিনী রুক্মিণীর উদ্ধার না করিয়া কুণ্ডিননগরে আর প্রবেশ করিব না এই বলিয়া রুক্মী সেই ভোজকটেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া বাস করিয়াছিল। ৫২

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে রাজগণকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মকতনয়া রুক্মিণীকে নিজপুরে আনয়ন করিয়া বিধি-বিধান অনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৫৩

সেই সময়ে যাদবপুরীতে কৃষ্ণের প্রতি অনন্য-ভাবাপন্ন সকলের গৃহে গৃহে মহা মহোৎসব হইয়াছিল। ৫৪

সমার্জ্জিত মণিকুণ্ডলধারি-নর-নারীগণ হৃষ্টচিত্তে বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত বর ও বধূর নিমিত্ত দেয় উপহার আহরণ করিতে লাগিল। ৫৫

তখন সেই বৃষ্ণিপুরী, উত্তোলিত ধ্বজবিশেষ, বিচিত্র মাল্য-বস্ত্রশোভিত রত্নতোরণ, প্রতি দ্বারে কল্পিত লাজ-অঙ্কুর-পুষ্প-প্রবালাদি মাঙ্গল্যদ্রব্য, পূর্ণকুম্ভ ও ধূপ দীপ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। ৫৬

বিবৃতি—রুক্মিণী নিজেই মহা চিচ্ছক্তিরূপিণী, সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানযুক্তা, তদংশ সম্বন্ধেই সঙ্কর্ষণাদির তত্ত্বজ্ঞান, এক্ষেত্রে এইরূপ উপদেশ করা প্রতিদানরূপ ইহা বুঝাইবার জন্যই প্রতিশব্দ বলে দেওয়া হইয়াছে। ৫০

দ্বারকায় সকল যাদবগণই কৃষ্ণকে আপন বলিয়া জানিতেন, কেহই পর মনে করিতেন না; সুতরাং কৃষ্ণের বিবাহে সকলের গৃহেই মহা উৎসব হইয়াছিল। ৫৪

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্। গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা ॥৫৭॥
কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়-বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ। মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥৫৮॥
রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ। রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ ॥৫৯॥
দ্বারকায়ামভূদ্রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্। রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহোৎসবে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

আর আহূত প্রিয়তম রাজগণের হস্তিসকলের মদক্ষরণে রাজমার্গ সিক্ত হইল, এবং দ্বারদেশে উচ্চতর কদলীবৃক্ষ ও গুবাকবৃক্ষ শোভা পাইতে লাগিল। সমাগত বন্ধুবর্গের মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কেকয়, বিদর্ভ, যদু এবং কুন্তিবংশীয় রাজারা সকলে ঔৎসুক্য নিবন্ধন তথায় একত্রিত হইয়া পরস্পর আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৫৭-৫৮

ইতস্ততঃ গীয়মান রুক্মিণী-হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজগণ ও রাজকন্যাগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৫৯

হে রাজন্! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণীর সহিত শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণের মিলন দর্শন করিয়া দ্বারকায় পুরবাসিগণের মহা আমোদ হইতে লাগিল। ৬০

বিবৃতি—কুরুগণমধ্যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, সৃঞ্জয়, দ্রুপদাদি, কৈকেয়, সন্তর্দনাদি, বিদর্ভ, ভীষ্মক, ক্রথ কৈশিকাদি, নন্দ যশোদা প্রভৃতি বিবাহে আসিয়াছিলেন, এ কথা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বিস্তৃতভাবে আছে। ৫৮

ইতি দশম স্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা। দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত ॥১॥
স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ। প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোঽনবমঃ পিতুঃ ॥২॥
তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দ্দশম্। সবিদিত্বাত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্‌গৃহম্ ॥৩॥
তং নির্জ্জগার বলবান্ মীনঃ সোঽপ্যপরৈঃ সহ। বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ ॥৪॥
তং শম্বরায় কৈবর্ত্তা উপাজহ্রুরুপায়নম্। সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ স্বধিতিনাদ্ভুতম্ ॥৫॥
দৃষ্ট্বা তদুদরে বালং মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্। নারদোঽকথয়ৎ সর্ব্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ।
বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্ ॥৬॥
সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী। পত্যুর্নির্দগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী ॥৭॥
নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূদৌদনসাধনে। কামদেবং শিশুং বুদ্ধ্বা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, পূর্ব্বে হরকোপানলে বাসুদেবাংশ কাম দগ্ধ হইয়াছিলেন, দেহলাভের জন্য পুনর্ব্বার সেই বাসুদেবকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। ১

সেই কামদেব শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যসম্ভূত হইয়া রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন ও প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে পিতা হইতে অন্যূন ছিলেন। ২

কামরূপী শম্বরাসুর তাঁহাকে ছয় দিনের দিন অপহরণ করিয়া ও তাঁহাকে নিজের শত্রু জানিয়া সমুদ্রমধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া নিজপুরে গিয়াছিল। ৩

প্রদ্যুম্ন সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইলে এক বলবান্ মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল, পরে সেই বৃহৎ মৎস্য অপর মৎস্যগণের সহিত জালে আবৃত হইয়া মৎস্যজীবিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ৪

কৈবর্ত্তগণ সেই বৃহৎ মৎস্যটি শম্বরাসুরের নিকট উপঢৌকন দিয়াছিল, শম্বরের পাচকগণ মৎস্যকে রন্ধনশালায় লইয়া গিয়া অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল এবং ঐ মৎস্যের উদরে অদ্ভুত বালক দেখিয়া ঐ বালককে মায়াবতীর নিকট দিয়াছিল, দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিয়া শঙ্কিতচিত্তা মায়াবতীর নিকট বালকের শ্রীকৃষ্ণ হইতে রুক্মিণীর গর্ভে উৎপত্তি ও তাহার মৎস্যোদরে প্রবেশ এবং এই বালকই তোমার ভর্ত্তা কামদেব ইত্যাদি তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। ৫-৬

তিনিই কামদেবের পতিব্রতা পত্নী রতি, তিনি দগ্ধদেহ পতির দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ৭

এবং তিনি শম্বরাসুর কর্ত্তৃক অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার জন্য পাচিকারূপে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। তিনি নারদবাক্যে সেই শিশুকে কামদেব জানিয়া ঐ বালকের প্রতি স্নেহ করিতে লাগিলেন। ৮

বিবৃতি—বিষ্ণুপুরাণে আছে, "ষষ্ঠেঽহ্নি জাতমাত্রন্তু প্রদ্যুম্নং সূতিকাগৃহাৎ, মমৈষ হন্তেতি মুনে হৃতবান্ কালশম্বরঃ"। হরিবংশ পাঠে জানা যায়, ভগবান্ ইহা সমস্ত জানিতেন এবং শাম্বরী মায়া লাভ করিয়া প্রদ্যুম্নই তাহাকে বধ করিবে বলিয়া তিনি কিছু করেন নাই। ৩

কামদেব শিব কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইলে রতি শিবের আরাধনা করেন, শম্বরও সেই স্থানে শিবের আরাধনা করিত, সে রতিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই প্রার্থনা করে। শিব রতিকে বর দেন যে, তুমি শম্বরগৃহে অবস্থান কর, সেই স্থানেই তোমার স্বামিলাভ হইবে। রতি শম্বরের পাচিকা হইয়া তদ্‌গৃহে তাহাকে মায়া দ্বারা বঞ্চনা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, এই কথা মৎস্যপুরাণে, হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ৮

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণী রূঢ়যৌবনঃ। জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাঞ্চ বিভ্রমম্ ॥৯॥

সা তং পতিং পদ্মদলায়তেক্ষণং প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্।
সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবেক্ষতী প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গসৌরতৈঃ ॥১০॥

তামাহ ভগবান্ কার্ষ্ণির্মাতস্তে মতিরন্যথা। মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্ত্তসে কামিনী যথা ॥১১॥

রতিরুবাচ।

ভবান্ নারায়ণসুতঃ শম্বরেণ হৃতো গৃহাৎ। অহং তেঽধিকৃতা পত্নী রতিঃ কামো ভবান্ প্রভো ॥১২॥

এষ ত্বা নির্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছম্বরোঽসুরঃ। মৎস্যোঽগ্রসীৎ তদুদরাদিতঃ প্রাপ্তো ভবান্ প্রভো ॥১৩॥

তমিমং জহি দুর্দ্ধর্ষং দুর্জ্জয়ং শত্রুমাত্মনঃ। মায়াশতবিদং ত্বঞ্চ মায়াভির্মোহনাদিভিঃ ॥১৪॥

পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতপ্রজা। পুত্রস্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা ॥১৫॥

প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে। মায়াবতী মহামায়াং সর্ব্বমায়াবিনাশিনীম্ ॥১৬॥

স চ সম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ। অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্ ॥১৭॥

সোঽধিক্ষিপ্তো দুর্বচোভিঃ পদাহত ইবোরগঃ। নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্ষাৎ তাম্রলোচনঃ ॥১৮॥

পরে অল্পকালমধ্যে কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন যৌবনারূঢ় হইয়া অবলোকনকারিণী নারীদিগের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। ৯

হে রাজন্! তখন সেই মায়াবতী রতি, পদ্মপলাশলোচন, আজানুলম্বিত বাহু, নরলোকসুন্দর সেই পতিকে সুরতোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গিসহকারে প্রীতিপূর্ব্বক লজ্জার সহিত হাস্যযুক্ত উৎক্ষিপ্ত ভ্রূ দ্বারা দর্শন করত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ১০

তদ্দর্শনে ভগবান্ কামদেব প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে বলিলেন, হে মাতঃ! এক্ষণে তোমার অন্তঃকরণের অন্যথাভাব অবলোকন করিতেছি, এখন মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া কামিনী যেমন ভাববিধান করে, তুমি তদ্রূপ ভাবে বর্ত্তমান হইয়াছ। রতি বলিলেন, আপনি নারায়ণের পুত্র, শম্বরাসুর আপনাকে গৃহ হইতে অপহরণ করিয়াছিল, হে প্রভো! আমি আপনার অধিকৃতা পত্নী রতি, আপনি কামদেব। ১১-১২

এই শম্বর দৈত্য, আপনি দশদিনের না হইতেই আপনাকে অপহরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, আপনাকে মৎস্যে গ্রাস করে, হে প্রভো! সেই মৎস্যের উদর হইতে এখানে আপনাকে পাইয়াছি। ১৩

দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয় ও শত শত মায়াভিজ্ঞ সেই শত্রুকে মোহনাদি মায়া দ্বারা বধ করুন। ১৪

মৃতপুত্র আপনার মাতা কুররীর ন্যায় এবং বিবৎসা গাভীর ন্যায় পুত্রস্নেহে আকুলা অথবা দীনা ও আতুরা হইয়া সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন। এই কথা মায়াবতী বলিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মহামায়াবিদ্যা প্রদান করিলেন। ১৫-১৬

অনন্তর প্রদ্যুম্ন শম্বরের নিকটে উপনীত হইয়া অসহ্য আক্ষেপ বাক্য দ্বারা তাহাকে তিরস্কার করিয়া ক্রোধ জন্মাইয়া দিয়া যুদ্ধের জন্য তাহাকে আহ্বান করিলেন। ১৭

সেই শম্বর দৈত্য দুর্ব্বাক্যে অধিক্ষিপ্ত হইয়া পদাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে তাম্রনয়ন হইয়া গদা হস্তে নির্গত হইল। ১৮

বিবৃতি—প্রদ্যুম্ন সকলই জানিতেন, এই বাক্যের প্রকৃতার্থ এইরূপ, কৃষ্ণনন্দন সেই মায়াবতীকে বলিলেন, অতঃপর তোমার বুদ্ধি যেন অন্যপ্রকার না হয়, এখন হইতে মাতৃভাব ত্যাগ করিয়া কামিনীর ন্যায় আচরণ কর। ১১

গদামাবিধ্য তরসা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে। প্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্ ॥১৯॥

তামাপতন্তীং ভগবান্ প্রদ্যুম্নো গদয়া গদাম্।
অপাস্য শত্রবে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোৎ স্বগদাং নৃপঃ ॥২০॥

স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতাম্। মুমুচেঽস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ষ্ণৌ বৈহায়সোঽসুরঃ ॥২১॥

বাধ্যমানোঽস্ত্রবর্ষেণ রৌক্মিণেয়ো মহারথঃ। সত্ত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং সর্ব্বমায়োপমর্দ্দিনীম্ ॥২২॥

ততো গৌহ্যকগান্ধর্ব্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ।
প্রাযুঙ্‌ক্ত শতশো দৈত্যঃ কার্ষ্ণির্ব্যধময়ৎস তাঃ ॥২৩॥

নিশাতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্। শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রোজসাহরৎ ॥২৪॥

আকীর্য্যমাণো দিবিজৈঃ স্তুবদ্ভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ। ভার্য্যয়াম্বরচারিণ্যা পুরং নীতো বিহায়সা ॥২৫॥

অন্তঃপুরবরং রাজন্ ললনাশতসঙ্কুলম্। বিবেশ পত্ন্যা গগনাদ্বিদ্যুতেব বলাহকঃ ॥২৬॥

তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্। প্রলম্ববাহুং তাম্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্ ॥২৭॥

স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং নীলবক্রালকালিভিঃ।
কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ ॥২৮॥

অবধার্য্য শনৈরীষদ্বৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ। উপজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সস্ত্রীরত্নং সুবিস্মিতাঃ ॥২৯॥

এবং গদা ঘুরাইয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি বেগে নিক্ষেপ করিয়া বজ্রপাত শব্দ সদৃশ এক ভীষণ শব্দ করিয়াছিল। ১৯

ভগবান্ প্রদ্যুম্নও স্বীয় গদা দ্বারা সম্মুখে আগত সেই গদাকে দূরীভূত করিয়া ক্রোধে সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুর প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ২০

তখন শম্বরাসুর ময়দানব-প্রদর্শিত দৈতেয়ী মায়া আশ্রয় করিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণপুত্রের উপর শিলাবর্ষণ করিয়াছিল। ২১

তখন রুক্মিণী-পুত্র মহারথ প্রদ্যুম্নও প্রচুর শিলা বর্ষণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সর্ব্বমায়া-বিনাশিনী সত্ত্বগুণ-ময়ী মহামায়া বিদ্যা প্রয়োগ করিলেন। ২২

অনন্তর দৈত্য শম্বর, গুহ্যক গন্ধর্ব্ব পিশাচ উরগ ও রাক্ষস সম্বন্ধীয় শত শত মায়া প্রয়োগ করিতে লাগিল এবং প্রদ্যুম্নও সে সমুদায়কে বিনাশ করিলেন। ২৩

এবং শাণিত কৃপাণ উত্তোলন করিয়া কিরীটকুণ্ডল যুক্ত ও তাম্রবর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট শম্বরাসুরের মস্তক বলপূর্ব্বক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুতি সহকারে কুসুমবৃষ্টি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আকাশচারিণী ভার্য্যা কর্ত্তৃক স্বীয় পুরীতে নীত হইয়াছিলেন। ২৪—২৫

হে রাজন্! বিদ্যুতের সহিত মেঘের ন্যায়, পত্নীর সহিত প্রদ্যুম্ন, শত শত ললনাসকুল সেই শ্রেষ্ঠ অন্তঃপুরে আকাশ হইতে নামিয়া প্রবেশ করিলেন। ২৬

অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণ, জলদশ্যামবর্ণ, পীত কৌশেয় বসন, প্রলম্ব বাহু, রক্তবর্ণনেত্র, শোভন হাস্য-যুক্ত রুচিরানন, নীলবর্ণ অলকে অলঙ্কৃত মুখপদ্ম তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবোধে লজ্জায় এদিকে সেদিকে লুকায়িত হইয়াছিলেন। ২৭—২৮

পরে স্ত্রীগণ ঈষদ্ বৈলক্ষণ্য দ্বারা ক্রমশঃ ইনি শ্রীকৃষ্ণ নহেন ইহা অবধারণ করিয়া প্রমুদিতান্তঃকরণে স্ত্রীরত্ন দর্শনে সুবিস্মিতা হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। ২৯

অথ তত্রাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী বল্গুভাষিণী। অস্মরৎ স্বসুতং নষ্টং স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥৩০॥
কো ন্বয়ং নরবৈদূর্য্যঃ কস্য বা কমলেক্ষণঃ। ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লব্ধা ত্বনেন বা ॥৩১॥
মম চাপ্যাত্মজো নষ্টো নীতো যঃ সূতিকাগৃহাৎ। এতত্তুল্যবয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ ॥৩২॥
কথন্ত্বনেন সম্প্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ। আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ ॥৩৩॥

স এব বা ভবেন্নূনং যো মে গর্ভে ধৃতোঽর্ভকঃ।
অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজঃ ॥৩৪॥

এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্ভ্যাং দেবকীসুতঃ। দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমঃশ্লোক আগমৎ ॥৩৫॥
বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবাংস্তূষ্ণীমাস জনার্দ্দনঃ। নারদোঽকথয়ৎ সর্ব্বং শম্বরাহরণাদিকম্ ॥৩৬॥

তচ্ছ্রুত্বা মহদাশ্চর্য্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ।
অভ্যনন্দন্ বহূনব্দান্ নষ্টং মৃতমিবাগতম্ ॥৩৭॥

দেবকী বসুদেবশ্চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ। দম্পতী তৌ পরিষ্বজ্য রুক্মিণী চ যযুর্মুদম্ ॥৩৮॥

নষ্টং প্রদ্যুম্নমায়াতমাকর্ণ্য দ্বারকৌকসঃ।
অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্ট্যেতি হাব্রুবন্ ॥৩৯॥

অনন্তর অসিতাপাঙ্গী মধুরভাষিণী বৈদর্ভী পুত্র-স্নেহে ক্ষীর-ক্ষরিত পয়োধারা হইয়া বিনষ্ট স্বীয় পুত্রকে স্মরণ করিয়াছিলেন। ৩০

এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এমন শ্রেষ্ঠ কে? এই কমললোচন কাহার সন্তান! কেই বা ইহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছে? আর ইনিই বা কে? যাহাকে এই পুরুষ লাভ করিয়াছে? ৩১

আমারও একটি পুত্র নষ্ট হইয়াছে, যে সুতিকা-গার হইতে অপহৃত হইয়াছিল। সে যদি কোন স্থলে জীবিত থাকে, তবে ইহার তুল্য বয়স হইয়া থাকিবে। ৩২

এই ব্যক্তিই বা আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, হাস্য, অবলোকনাদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য কি প্রকারে প্রাপ্ত হইল? ৩৩

আমি যে বালককে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, নিশ্চয় বোধ হইতেছে সেই বা এই হইবে, যেহেতু ইহার প্রতি অধিক প্রীতি প্রযুক্ত আমার বাম বাহু স্ফুরিত হইতেছে। ৩৪

বৈদর্ভী এইরূপ যখন মীমাংসা করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে দেবকী ও বসুদেব সহ ভগবান্ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে আগমন করিলেন। ৩৫

তখন ভগবান্ জনার্দ্দন সকল বিষয় জানিয়াও তূষ্ণীম্ভূত ছিলেন। কিন্তু নারদ শম্বরাসুর কর্তৃক হরণাদি সমুদয় বিষয় বর্ণন করিলেন। ৩৬

এই মহদাশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণে কৃষ্ণান্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ মৃতের ন্যায় বহুবৎসর পর্য্যন্ত হৃত হইয়া পুনরাগত প্রদ্যুম্নকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। ৩৭

পরে দেবকী, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও স্ত্রীগণ এবং রুক্মিণী সেই দম্পতীকে আলিঙ্গন করিয়া পরম হর্ষলাভ করিলেন। ৩৮

বিনষ্ট প্রদ্যুম্ন পুনরাগমন করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসিগণ বলিতে লাগিল, অহো, এই বালক মৃতপ্রায় অমুদ্দিষ্ট হইয়া পুনরাগমন করিয়াছে। ৩৯

যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবাস্তন্মাতরো যদভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ ।
চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে কামে স্মরেঽক্ষবিষয়ে কিমুতান্যনার্য্যঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
প্রদ্যুম্নোৎপত্তিনিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ও যাঁহার স্মরণমাত্রে চিত্তে ক্ষোভ জন্মে, সেই কামদেব দৃষ্টির গোচর হইলে শ্রীকৃষ্ণের সমানরূপতা প্রযুক্ত নিজপতি ভাবনায় তাঁহার মাতৃগণও রূঢ়ভাব হইয়া নির্জ্জনে যে প্রদ্যুম্নকে দর্শন করিতেন, ইহা যখন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তখন অন্য রমণীদের কথা আর কি বলিব। ৪০

বিশ্বস্তি। কৃষ্ণভ্রমে তৎপত্নীগণ নির্জ্জনে প্রদ্যুম্নের নিকটে গমন করিতেন মাত্র। প্রদ্যুম্নের ভ্রম না থাকায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। তিনি যে পর্য্যন্ত মায়াবতীর পরিচয় পান নাই, তাবৎ পর্য্যন্ত মাতৃবোধে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার অর্থ এই যে, কৃষ্ণবিরহকালে বিমাতৃগণ কৃষ্ণদর্শনাশায় প্রদ্যুম্নকে গোপনে দর্শন করিতেন মাত্র। পুত্রে কান্তভাব সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য, সুতরাং তাহা বর্ণনীয় হইতে পারে না। ৪০

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিল্বিষঃ। স্যমন্তকেন মণিনা স্বয়মুদ্যম্য দত্তবান্‌ ॥১॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্‌ ব্রহ্মন্‌ কৃষ্ণস্য কিল্বিষম্‌। স্যমন্তকঃ কুতস্তস্য কস্মাদ্দত্তা সুতা হরেঃ ॥২॥

শ্রীশুক উবাচ।

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্য্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা। প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্‌ ॥৩॥

স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ। প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজন্‌ তেজসা নোপলক্ষিতঃ ॥৪॥

তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ। দীব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্য্যশঙ্কিতাঃ ॥৫॥

নারায়ণ নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর। দামোদরারবিন্দাক্ষ গোবিন্দ যদুনন্দন ॥৬॥

এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জ্জগৎপতে। মুষ্ণন্‌ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষূংষি তিগ্মগুঃ ॥৭॥

নন্বন্বিচ্ছন্তি তে মার্গং ত্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ। জ্ঞাত্বাদ্য গূঢ়ং যদুষু দ্রষ্টুং ত্বাং যাত্যজঃ প্রভো ॥৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ। প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্‌ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, কৃতাপরাধ সত্রাজিৎ অপরাধ শাস্তির জন্য স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া স্যমন্তক মণির সহিত স্বীয়তনয়াকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১

পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল এবং স্যমন্তকমণি কিরূপে সে পাইয়াছিল, এবং কি নিমিত্তই বা শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক সহ নিজ কন্যা প্রদান করিয়াছিল? তাহা বলুন। ২

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্‌ সূর্য্যদেব স্বীয় ভক্ত সত্রাজিতের পরম সুহৃৎ ছিলেন, তিনি সত্রাজিতের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতচিত্তে সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিয়াছিলেন। ৩

হে রাজন! একদা সত্রাজিৎ সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশশালী ও তেজোদ্বারা অনুপলক্ষিত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৪

দ্বারকাবাসী লোকসকল তাঁহাকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া মণির তেজে লুপ্তদৃষ্টি হইয়াছিল, পরে সূর্য্যদেব আসিতেছেন এই আশঙ্কায় অক্ষক্রীড়া-পরায়ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলিয়াছিল। ৫

হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার, হে শঙ্খচক্র-গদাধর! হে দামোদর! হে পদ্মপলাশলোচন! হে গোবিন্দ! হে যদুনন্দন! হে জগৎপতে! আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই তীক্ষ্ণরশ্মি ভগবান্‌ সূর্য্যদেব কিরণসমূহ দ্বারা মনুষ্যগণের দৃষ্টিসকল প্রতিহত করিয়া আসিতেছেন। ৬-৭

হে প্রভো! ত্রিলোকী মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবগণও আপনার পদবী অন্বেষণ করেন, যদুকুলে গূঢ় ভাবে অবস্থিত আপনাকে জানিতে পারিয়া দেখিবার জন্য সূর্য্যদেব আগমন করিতেছেন। ৮

শুকদেব বলিলেন, অজ্ঞদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এ সূর্য্যদেব নহেন, স্যমন্তক মণি প্রকাশ দ্বারা জাজ্বল্যমান সত্রাজিৎ আগমন করিতেছেন। ৯

সত্রাজিৎ স্বগৃহং শ্রীমৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্। প্রবিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্ন্যবেশয়ৎ ॥১০॥
দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স স্বজতি প্রভো। দুর্ভিক্ষমার্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ।
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চ্চিতো মণিঃ ॥১১॥
স যাচিতো মণিং কাপি যদুরাজায় শৌরিণা। নৈবার্থ কামুকঃ প্রাদাদ্যাচ্ঞাভঙ্গমতর্কয়ন্ ॥১২॥
তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্। প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্বনে ॥১৩॥
প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী। গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা ॥১৪॥
সোঽপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে। অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্য্যতপ্যত ॥১৫॥
প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ। ভ্রাতা মমেতি তচ্ছ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ ॥১৬॥
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি। মার্ষ্টুং প্রসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ ॥১৭॥
হতং প্রসেনমশ্বঞ্চ বীক্ষ্য কেশরিণা বনে। তঞ্চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জ্জনাঃ ॥১৮॥
ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাবৃতম্। একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ ॥১৯॥

পরে সত্রাজিৎ অনুলিপ্ত মঙ্গলময় অতএব সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিয়া দেবপূজাগৃহে সেই মণিটিকে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সংস্থাপিত করাইলেন। ১০

হে রাজন্! সেই মণিটি প্রতিদিন আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রদান করিত, যে স্থানে সেই মণিটি অর্চ্চিত হইয়া অবস্থান করিত, তথায় দুর্ভিক্ষ, মারী (অকালমৃত্যু), অমঙ্গল, সর্প, আধি-ব্যাধি ও মায়াবিগণ থাকিত না। ১১

পূর্ব্বে একদিন যদুরাজের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অর্থকামুক সত্রাজিৎ প্রার্থনাভঙ্গ বিষয়ে যে দোষ হইতে পারে, তাহা বিচার না করিয়াই মণি প্রদান করেন নাই। ১২

একদিন সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন সেই মহাদ্যুতি মণিটি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছিল। ১৩

তথায় এক সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গিরি-গুহায় প্রবেশ করিল, পরে জাম্ববান্ সেই গুহামধ্যে সিংহকে নিহত করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা স্বীয় কুমারের ক্রীড়া দ্রব্য করিয়া দিয়াছিল। এদিকে সত্রাজিৎ ভ্রাতাকে দেখিতে না পাইয়া পরিতপ্ত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল। ১৪-১৫

আমার ভ্রাতা প্রসেন কণ্ঠে মণি ধারণ করিয়া বনে গমন করিয়াছিল। খুব সম্ভব শ্রীকৃষ্ণ মণিলোভে তাহাকে নিহত করিয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ জনসকল কর্ণাকর্ণি করিয়াছিল। ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম্পরায় তাহা শ্রবণ করিয়া নিজেতে লিপ্ত দুর্যশঃ মার্জ্জন করিতে নগরস্থ জনগণের সহিত প্রসেনের অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন। ১৭

বনমধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে কেশরী কর্ত্তৃক নিহত অশ্বের সহিত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সকলে পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রসেনহত্যাকারী সিংহকে জাম্বমান কর্ত্তৃক নিহত দেখিলেন। অনন্তর ভগবান্ সমভিব্যাহারী প্রজাগণকে বিলের বাহিরে স্থাপন করিয়া নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ঋক্ষরাজের ভয়ানক গুহামধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। ১৮-১৯

বিবৃতি—চারি ধানে একগুঞ্জা, পাঁচ গুঞ্জায় এক পণ, আট পণে এক ধারণ, আট ধারণে এক কর্ষ, চারি কর্ষে এক পল, শত পলে এক তুলা, বিংশতি তুলায় এক ভার হয়। ১১

তত্র দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্। হর্ত্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে ॥২০॥
তমপূর্ব্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ। তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ ॥২১॥
স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ। পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ ॥২২॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ। আয়ুধাশ্মদ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব ॥২৩॥
আসীৎ তদষ্টাবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ। বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্ ॥২৪॥
কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ। ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীববিস্মিতঃ ॥২৫॥
জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্। বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥২৬॥
ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ। কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥২৭॥
যস্যেষদুৎকলিতরোষকটাক্ষমোক্ষৈর্বর্ত্মাদিশৎ ক্ষুভিতনক্রতিমিঙ্গিলোঽব্ধিঃ।
সেতুঃ কৃতঃ স্বযশ উজ্জ্বলিতা চ লঙ্কা রক্ষঃশিরাংসি ভুবি পেতুরিষুক্ষতানি ॥২৮॥
ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ। ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥২৯॥
অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্। কৃপয়া পরয়া ভক্তং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥৩০॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বিলমধ্যে বালকের ক্রীড়নকরূপে অবস্থিত মণিশ্রেষ্ঠ স্যমন্তক মণিকে দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিবার জন্য স্থিরনিশ্চয় করিয়া সেই বালকের নিকট অবস্থান করিলেন। ২০

বালকের ধাত্রী সেই অপূর্ব্ব নরবিগ্রহ দর্শন করিয়া ভীরুস্বভাব বশত ক্রন্দন করিয়া উঠিল, উহা শ্রবণ করিয়া বলিশ্রেষ্ঠ জাম্বমান্ ক্রোধান্ধ হইয়া আগমন করিলেন এবং ক্রোধের জন্য তাহাকে অনুভব করিতে না পারিয়া প্রাকৃত পুরুষ জ্ঞানে আপনার অভীষ্ট দেবতা ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২১-২২

এবং মাংসাভিলাষী শ্যেনপক্ষিদ্বয়ের ন্যায় অস্ত্র প্রস্তর হস্ত দ্বারা বিজিগীষু উভয়ের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল।২৩

এইরূপে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় নিষ্ঠুর পরস্পর মুষ্টির আঘাত সহকৃত ঘোরতর যুদ্ধ অষ্টাবিংশতি দিবস অহর্নিশ অবিশ্রান্ত হইতে লাগিল। ২৪

পরে জাম্বমান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় মুষ্টির আঘাতে বিশ্লথ অঙ্গবন্ধন ক্ষীণবল ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে ভগবান্‌কে বলিল। ২৫

আমি জানিলাম, তুমি সকল প্রাণীর প্রাণ, বল, হৃদয় ও দেহ, তুমি পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণু এবং প্রভবিষ্ণু ও অধীশ্বর। ২৬

তুমি বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তাগণেরও স্রষ্টা। সৃষ্ট বস্তুমধ্যে যাহা সৎ তাহাই তুমি এবং জঙ্গমপদার্থমধ্যে তুমি কাল ও ঈশ্বর। সমুদায় আত্মার তুমিই পরমাত্মা।২৭

পূর্ব্বে যাঁহার ঈষৎ সঞ্জাত রোষসহকৃত কটাক্ষবিক্ষেপে নক্র তিমিঙ্গিল সহ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র (নিজের উপর দিয়া যাইবার জন্য) পথ প্রদান করিয়াছিল; তাহার পর সমুদ্রে সেতুবন্ধন করা হয় এবং আপনার যশে লঙ্কা উজ্জ্বলিত হইল এবং আপনার বাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাক্ষসগণের মস্তক সকল ভূতলে পতিত হইয়াছিল। (আপনি সেই রঘুনাথ ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি) ২৮

হে মহারাজ! ভগবান্ অরবিন্দনয়ন দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ অনুভূতবিজ্ঞান ঋক্ষরাজকে নিজের মঙ্গলময় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া পরম কৃপা সহকারে মেঘগম্ভীর স্বরে সেই ভক্তকে বলিয়াছিলেন। ২৯-৩০

মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্। মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা ॥৩১॥
ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা। অর্হণার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥৩২॥
অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ। প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ ॥৩৩॥
নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ। সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতম্ ॥৩৪॥
সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ। উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥৩৫॥
তেষান্তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ। প্রাদুর্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ ॥৩৬॥
উপলভ্য হৃষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্। সহপত্ন্যা মণিগ্রীবং সর্ব্বে জাতমহোৎসবাঃ ॥৩৭॥
সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ। প্রাপ্তিঞ্চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৩৮॥
স চাতিব্রীড়িতো রত্নং গৃহীত্বাবাঙ্মুখস্ততঃ। অনুতপ্যমানো ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা ॥৩৯॥
সোঽনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ। কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্বাচ্যুতঃ কথম্ ॥৪০॥

হে ঋক্ষপতে! স্যমন্তকমণির নিমিত্ত আমরা অনেকে এই গহ্বরদ্বারে আসিয়াছিলাম। পরে তাহাদিগের মধ্যে কেবল মাত্র আমিই মণি দ্বারা নিজের মিথ্যা প্রবাদ মার্জ্জন করিবার অভিলাষে এই বিলমধ্যে প্রবেশ করি। ৩১

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই প্রকার শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ হৃষ্টচিত্তে পূজার নিমিত্ত স্যমন্তকমণির সহিত স্বীয় দুহিতা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিয়াছিল। ৩২

ওদিকে বিলপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমন দেখিতে না পাইয়া বিলদ্বারস্থ জনসকল দ্বাদশ দিবস তথায় প্রতীক্ষা করিয়াছিল। পরে দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় পুরীতে প্রস্থান করিল। তথায় দেবকী দেবী, রুক্মিণী, বসুদেব, সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধব সকলে শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বতগুহা হইতে অনির্গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। ৩৩-৩৪

সেই সকল দ্বারকাবাসী প্রজারা সত্রাজিৎকে অভিশাপ দিতে দিতে দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার আশায় চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়াছিল। ৩৫

তাহাদের উপাসনায় দেবী প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, অচিরকালমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে। সেই আশীর্ব্বাদের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধার্থ হইয়া সস্ত্রীক সকলকে আনন্দিত করত তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৩৬

মৃত বন্ধুর পুনরাগমনের ন্যায় পত্নীর সহিত আগত মণিকণ্ঠ হৃষীকেশকে লাভ করিয়া সকলে মহা মহোৎসব করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজসন্নিধানে সভামধ্যে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিয়া যেরূপে মণি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সকলের সমক্ষে বর্ণন করিয়া সত্রাজিৎকে মণি প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৭-৩৮

পরে সত্রাজিৎ অতি লজ্জিত হইয়া অধোমুখে মণিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় অপরাধ জন্য অনুতাপ করিতে করিতে আপনার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৩৯

সেই সত্রাজিৎ নিজের কৃত অপরাধের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলবদ্বিগ্রহ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি আমার এই অপরাধ কিরূপে মার্জ্জনা করিব এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বা কিরূপে প্রসন্ন হইবেন। ৪০

কিং কৃত্বা সাধু মহ্যং স্যান্ন শপেদ্বা জনো যথা। অদীর্ঘদর্শনং ক্ষুদ্রং মূঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্ ॥৪১॥
দাস্যে দুহিতরং তস্মৈ স্ত্রীরত্নং রত্নমেব চ। উপায়োঽয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা ॥৪২॥
এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্। মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥৪৩॥
তাং সত্যভামাং ভগবানুপযেমে যথাবিধি। বহুভির্যাচিতাং শীল রূপৌদার্য্যগুণান্বিতাম্ ॥৪৪॥
ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ। তবাস্তাং দেবভক্তস্য বয়ঞ্চ ফলভাগিনঃ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

কি প্রকারেই বা আমার মঙ্গল হইবে? আর কি করিলেই বা লোকে আমাকে অবিচারক, ক্ষুদ্র, মূঢ়মতি ও লোভী বলিয়া তিরস্কার না করিবে? ৪১

স্ত্রীরত্নভূতা আমার কন্যা সত্যভামা ও মণি-রত্ন স্যমন্তক শ্রীকৃষ্ণকে দান করিব, এই উপায়ই সমীচীন। ইহাতেই আমার অপরাধের শান্তি হইবে, অন্যথা কোন শান্তির উপায় নাই। সত্রাজিৎ মনে মনে এই প্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া শুভলক্ষণা স্বীয় সুতা সত্যভামা এবং স্যমন্তকমণি স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন। ৪২-৪৩

অনেকের প্রার্থিতা শীল রূপ ঔদার্য্য ও গুণ-সম্পন্না সেই সত্যভামাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি বিবাহ করিলেন। সত্রাজিৎকে কহিলেন, হে নৃপ! আমরা তোমার মণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি সূর্য্যভক্ত, এ মণিটি তোমারই থাকুক। কিন্তু আমরা ফলভাগী অর্থাৎ অপুত্রত্ব হেতু তোমার ধন পরে আমাদিগেরই লভ্য হইবে। ৪৪-৪৫

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

বিজ্ঞাতার্থোঽপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্। কুন্তীঞ্চ কুল্যকরণে সহরামো যযৌ কুরূন্ ॥১॥
ভীষ্মং কৃপং সবিদুরং গান্ধারীং দ্রোণমেব চ। তুল্যদুঃখৌ চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ ॥২॥
লব্ধ্বৈতদন্তরং রাজন্ শতধন্বানমূচতুঃ। অক্রূরকৃতবর্ম্মাণৌ মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥৩॥
যোঽস্মভ্যং সম্প্রতিশ্রুত্য কন্যারত্নং বিগর্হ্য নঃ। কৃষ্ণায়াদান্ন সত্রাজিৎ কস্মাদ্‌ভ্রাতরমন্বিয়াৎ ॥৪॥
এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ। শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥৫॥
স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ। হত্বা পশূন্ সৌনিকবন্মণিমাদায় জগ্মিবান্ ॥৬॥
সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষ্য শুচার্পিতা। ব্যলপৎ তাত তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী ॥৭॥
তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহ্বয়ম্। কৃষ্ণায় বিদিতার্থায় তপ্তাচখ্যৌ পিতুর্বধম্ ॥৮॥
তদাকর্ণ্যেশ্বরৌ রাজন্ননুসৃত্য নৃলোকতাম্। অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষৌ বিলেপতুঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ সকল বৃত্তান্ত অবগত থাকিলেও (কুন্তী পুত্রগণ সহ সুরঙ্গপথে নির্গত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন ইহা জানিয়াও) কুন্তী ও পাণ্ডবগণ জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া কুলোচিত ব্যবহার করণার্থ বলদেবের সহিত কুরুদিগের নিকটে গিয়াছিলেন। ১

তথায় উপস্থিত হইয়া ভীষ্ম, কৃপ, গান্ধারী, বিদুর ও দ্রোণাচার্য্যের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের তুল্য দুঃখে দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট বলিয়া খেদ করিয়াছিলেন। ২

হে রাজন্! অবকাশ লাভ করিয়া, কৃতবর্ম্মা ও অক্রূর শতধন্বাকে বলিলেন, সত্রাজিতের নিকট হইতে স্যমন্তকমণিটি কেন গ্রহণ করিতেছ না? ৩

যে সত্রাজিৎ আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদিগকে না দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কন্যারত্ন দান করিল, সেই সত্রাজিৎ কেন তাহার ভ্রাতার অনুগমন করিবে না? অসত্তম পাপাত্মা ক্ষীণায়ুঃ শতধন্বা অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার বাক্যে ভিন্নমতি অর্থাৎ নষ্টবুদ্ধি হইয়া মণি-লোভে নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করিয়াছিল। ৪-৫

তদ্দর্শনে তৎপুরস্থ স্ত্রীগণ অনাথার ন্যায় চীৎকার করিতে থাকিলে সেই অবসরে শতধন্বা পশুহননকারী সৌনিকের (কসাইর) ন্যায় বধানন্তর মণি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। ৬

এদিকে সত্যভামা পিতাকে হত দেখিয়া শোকে মুহ্যমানা হইয়া হা হতাঽস্মি, হা তাত! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৭

পরে মৃত পিতাকে তৈলদ্রোণীতে নিক্ষেপ করিয়া হাস্তিনাপুরে গমন করিলেন। (তথায় গিয়া) বিদিতার্থ কৃষ্ণের নিকট পিতৃনিধনে পরিতপ্তা সত্যভামা পিতার মরণবৃত্তান্ত বলিলেন। সেই কথা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ মনুষ্যদের ব্যবহারের অনুসরণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে আহা আমাদের কি কষ্ট বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। ৮-৯

বিবৃতি—ভগবদ্‌ভক্তপ্রবর অক্রূরের এই উক্তি গোকুলজনের প্রতি ক্রোধনিবন্ধন, অথবা ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মার সঙ্গে থাকার দোষে ঘটিয়াছিল। অপরে মনে করেন, ভগবানের মিথ্যা প্রবাদ রটনাকারী সত্রাজিৎকে দণ্ডিত করার অভিপ্রায়েই মহাভাগবত অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ৪-৫

আগত্য ভগবাংস্তস্মাৎ সভার্য্যঃ সাগ্রজঃ পুরম্। শতধন্বানমারেভে হন্তুং হর্ত্তুং মণিং ততঃ ॥১০॥
সোঽপি কৃষ্ণোদ্যমং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীপ্সয়া। সাহায্যে কৃতবর্ম্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ ॥১১॥
নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্য্যাং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ। কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্বৃজিনমাচরন্ ॥১২॥
কংসঃ সহানুগোঽপীতো যদ্দ্বেষাৎ ত্যাজিতঃ শ্রিয়া। জরাসন্ধঃ সপ্তদশ সংযুগান্ বিরথো গতঃ ॥১৩॥
প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রূরং পাষ্ণিগ্রাহমযাচত। সোঽপ্যাহ কো বিরুধ্যেত বিদ্বানীশ্বরয়োর্বলম্ ॥১৪॥
য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ। চেষ্টাং বিশ্বসৃজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া ॥১৫॥
যঃ সপ্তহায়নঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা। দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীন্ধ্রমিবার্ভকঃ ॥১৬॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াদ্ভুতকর্ম্মণে। অনন্তায়াদিভূতায় কূটস্থায়াত্মনে নমঃ ॥১৭॥
প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্। তস্মিন্ ন্যস্যাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ ॥১৮॥
গরুড়ধ্বজমারুহ্য রথং রামজনার্দ্দনৌ। অন্বয়াতাং মহাবেগৈরশ্বৈ রাজন্ গুরুদ্রুহম্ ॥১৯॥
মিথিলায়ামুপবনে বিসৃজ্য পতিতং হয়ম্। পদ্ভ্যামধাবৎ সন্ত্রস্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যন্বদ্রবদ্রুষা ॥২০॥

সেইস্থান (হস্তিনা) হইতে ভগবান্ ভার্য্যা ও অগ্রজসহ স্বীয় পুরী দ্বারকায় আগমন করিয়া স্যমন্তকমণি আহরণের জন্য শতধন্বাকে একাকী বধ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ১০

সেই শতধন্বা কৃষ্ণের উদ্যোগের কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে প্রাণরক্ষার্থ কৃতবর্ম্মার নিকটে গিয়া সাহায্য যাচ্ঞা করিল। তাহাতে কৃতবর্ম্মা বলিল। ১১

আমি রাম ও কৃষ্ণ এই ঈশ্বরদ্বয়ের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিব না, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকট অপরাধ করিয়া কুশলে থাকিতে পারে ? ১২

কংস অনুজের সহিত যাঁহার দ্বেষ বশতঃ সকল সম্পত্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল, এবং জরাসন্ধ যাহা হইতে সপ্তদশ বার যুদ্ধে বিরথ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ১৩

শতধন্বা এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্রূরের নিকট গিয়া সহায়তা প্রার্থনা করিল। তখন অক্রূরও বলিলেন, কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরদ্বয়ের বলের বিরোধী হইবে। ১৪

যিনি অবলীলাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন, এবং যাঁহার চেষ্টা, তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টাগণ জানিতে পারেন না, যিনি সপ্তমবর্ষ বয়সে পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া অবলীলাক্রমে বালকের কন্দুক ধারণের ন্যায় একহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, সেই আদিভূত 'অনন্ত' কূটস্থ পরমাত্মাকে নমস্কার করি। ১৫—১৭

শতধন্বা অক্রূর কর্ত্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইয়া সেই স্যমন্তকমণি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া শত যোজনগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ১৮

হে রাজন্! রাম ও জনার্দ্দন গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগগামী অশ্বের দ্বারা গুরুবধকারী শতধন্বার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। ১৯

শতধন্বা মিথিলার উপবনে পতিত অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রস্ত হৃদয়ে পাদচারে পলায়ন করিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রোষপরতন্ত্র হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ২০

বিবৃতি—কৃতবর্ম্মা সেনাপতি বলিয়া প্রাণরক্ষার্থ তাহারই নিকট প্রথমে প্রার্থনা করিয়াছিল এবং অক্রূর কৃষ্ণভক্ত বলিয়া তাহার সাহায্য বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ১১

পদাতের্ভগবাংস্তস্য পদাতিস্তিগ্মনেমিনা। চক্রেণ শির উৎকৃত্য বাসসোর্ব্যচিনোন্মণিম্ ॥২১॥
অলব্ধমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকম্। বৃথা হতঃ শতধনুর্মণিস্তত্র ন বিদ্যতে ॥২২॥
তত আহ বলো নূনং স মণিঃ শতধন্বনা। কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে ন্যস্তস্তমন্বেষ পুরং ব্রজ ॥২৩॥
অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রিয়তমং মম। ইত্যুক্ত্বা মিথিলাং রাজন্ বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥২৪॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ। অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং সমর্হণৈঃ ॥২৫॥
উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ। মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা।
ততোঽশিক্ষদ্‌গদাং কালে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ॥২৬॥
কেশবো দ্বারকামেত্য নিধনং শতধন্বনঃ। অপ্রাপ্তিঞ্চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্বিভুঃ ॥২৭॥
ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ। সাকং সুহৃদ্ভির্ভগবান্ যা যাঃ স্যুঃ সাম্পরায়িকীঃ ॥২৮॥
অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্বধম্। ব্যূষতুর্ভয়বিত্রস্তৌ দ্বারকায়াঃ প্রযোজকৌ ॥২৯॥

পাদচারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ ধার চক্র দ্বারা পলায়মান পদাতি শতধন্বার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার বস্ত্রমধ্যে মণি অন্বেষণ করিয়াছিলেন। ২১

এবং তথায় মণি প্রাপ্ত না হইয়া কৃষ্ণ অগ্রজ সমীপে আসিয়া বলিলেন, বৃথা শতধন্বাকে বধ করিলাম, তাহার নিকটে মণি নাই। ২২

তখন বলদেব বলিলেন, শতধন্বা ঐ মণি কোন ব্যক্তির নিকট নিশ্চয় রাখিয়াছে, তুমি তাহার অন্বেষণ কর ও পুরীতে গমন কর। ২৩

আমার প্রিয় সুহৃদ্ বিদেহরাজকে আমি এক্ষণে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে মহারাজ! এই কথা বলিয়া যদুনন্দন বলদেব মিথিলাপুরীতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ২৪

মিথিলাধিপতি তাঁহাকে (রামকে) দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পূজার যোগ্য উত্তম পূজাদ্রব্য দ্বারা বলদেবকে পূজা করিয়াছিলেন। ২৫

কিন্তু বলদেব সেই মিথিলায় কয়েকমাস যাবৎ প্রীতিযুক্ত ও মহাত্মা জনক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন রামের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ২৬

এদিকে প্রিয়তমা সত্যভামার প্রিয়কারী প্রভু কেশব দ্বারকায় আগমন করিয়া শতধন্বার বধ ও মণির অপ্রাপ্তি সমাচার সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন। ২৭

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সুহৃদ্‌গণসমভিব্যাহারে নিহত বন্ধুর (সত্রাজিতের) যে যে পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য, তাহা সমুদায় সম্পন্ন করাইলেন। ২৮

(মণিহরণ ব্যাপারের) প্রযোজক অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বার বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভয়বিত্রস্ত হইয়া দ্বারকা হইতে কোন স্থানে পলাইয়া গিয়া বাস করিয়াছিল। ২৯

বিবৃতি—সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন ভগবান্ জানিতেন যে, মণি অক্রূরের নিকট আছে, তথাপি রামকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত ঐরূপ করিয়াছিলেন। রাম দূর হইতে সকলই দেখিতেছিলেন, শতধন্বা অত্যন্তাপরাধী বলিয়া প্রথমে তাহাকেই বধ করেন। অক্রূর ভক্ত বলিয়া তাহার কথা বলেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে অক্রূর মণি পাইবার যোগ্য ছিলেন। ভগবদভিপ্রায় এই ছিল যে, অক্রূর মণি লইয়া পলায়ন করুক, পরে বিচার করা যাইবে। আপাততঃ এই বৃত্তান্ত জানিলে বলদেব এবং অন্যে অক্রূরকে দুঃখ দিতে পারেন, তাহাতে সকল দিকে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। ২১

অক্রূরে প্রোষিতেঽরিষ্টান্যাসন্ বৈ দ্বারকৌকসাম্।
শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দৈবিকভৌতিকাঃ ॥৩০॥
ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্। মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্ ॥৩১॥
দেবেঽবর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় বৈ। স্বসুতাং গান্দিনীং প্রাদাত্ততোঽবর্ষৎস্ম কাশিষু ॥৩২॥
তৎসুতস্তৎপ্রভাবোঽসাবক্রূরো যত্র যত্র হ।
দেবোঽভিবর্ষতে তত্র নোপতাপা ন মারিকাঃ ॥৩৩॥
ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা নৈতাবদিহ কারণম্। ইতি মত্বা সমানায্য প্রাহাক্রূরং জনার্দ্দনঃ ॥৩৪॥
পূজয়িত্বাভিভাষ্যৈনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ। বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ হ ॥৩৫॥
নমু দানপতে ন্যস্তস্ত্বয্যাস্তে শতধন্বনা। স্যমন্তকো মণিঃ শ্রীমান্ বিদিতঃ পূর্ব্বমেব নঃ ॥৩৬॥
সত্রাজিতোঽনপত্যত্বাদ্‌গৃহ্ণীয়ুর্দুহিতুঃ সুতাঃ। দায়ং নিনীয়াপঃ পিণ্ডান্ বিমুচ্যর্ণঞ্চ শেষিতম্ ॥৩৭॥

অক্রূর দ্বারকা হইতে প্রবাসে গিয়া বাস করিলে দ্বারকাবাসিগণের আধিদৈবিক আধিভৌতিক শারীরিক ও মানসিক তাপরূপ অরিষ্ট সকল মুহু-র্মুহুঃ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৩০

হে রাজন্! কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া এইরূপ অক্রূরের বিয়োগকেই অরিষ্টের কারণ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু মুনিগণের আবাস-ভূমি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিবাসস্থানে অরিষ্ট দর্শন কি সম্ভব হইতে পারে? ৩১

এক সময় কাশীতে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সময় তথায় শ্বফল্ক আগমন করিলে ইন্দ্র বর্ষণ করেন, তখন কাশীরাজ নিজ কন্যা গান্দিনীকে শ্বফল্ক-করে অর্পণ করেন, অনন্তর ঐ প্রদেশে সুবৃষ্টি হইয়াছিল। ৩২

তাহার প্রভাবে তৎপুত্র অক্রূর যেখানে যেখানে গমন করেন, তথায় তথায় দেবতা বৃষ্টি করেন এবং সেই সেই স্থানে উপতাপ বা মারীভয় প্রভৃতি থাকে না। ৩৩

বৃদ্ধদিগের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন, ইহাই এই ব্যাপারের পর্য্যাপ্ত কারণ নহে। তখন অক্রূরকে আনাইয়া জনার্দ্দন বলিলেন। ৩৪

অক্রূরকে সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া ও নানাবিধ প্রিয় কথা বলিয়া অখিল চিত্তাভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। ৩৫

হে দানপতে! শতধন্বা কর্ত্তৃক তোমাতে ন্যস্ত স্যমন্তক মণি—তোমার নিকট আছে ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি। ৩৬

সত্রাজিতের পুত্র না থাকায় তাহার দৌহিত্রগণ সত্রাজিতের জলপিণ্ড প্রদান করিয়া ঋণ-বিমুক্ত হইলে অবশিষ্ট দায় (ধন) গ্রহণ করিবেন। ৩৭

বিবৃতি—অক্রূর মণি লইয়া কাশীতে গমন করেন ও তথায় সুবর্ণ-বেদিতে অনেক যজ্ঞ করেন। এই সময় লোকেরা বলাবলি করিতেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই অক্রূরকে তথায় 'প্রেরণ করিয়াছেন। তখন ঐ সকল কথা শ্রবণে সত্যভামা প্রভৃতিও কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করিতে-ছিলেন না, সেই জন্য লোকসংগ্রহার্থ অক্রূরকে আনয়ন করিয়া ভগবান্ সভা মধ্যে অক্রূরকে মণিহরণ জন্য আক্ষেপ বাক্য বলিয়াছিলেন, ভগবানের এই মত গোপন করিয়া কেহ কেহ অক্রূরের আনয়নে অন্য কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মত দূষিত করিবার জন্য যথাশ্রুত ব্যাপার বলা হইয়াছে। ৩০

অক্রূর মাতামহ সম্বন্ধেই কাশীতে আসিয়াছিলেন। ৩৩

অক্রূরকে পরমাদরে সকল যাদবগণ সমাহ্বান দ্বারা আনাইয়াছিলেন। ৩৪

তথাপি দুর্দ্ধরস্ত্বন্যৈস্ত্বয্যাস্তাং সুব্রতে মণিঃ। কিন্তু মামগ্রজঃ সম্যঙ্ন প্রত্যেতি মণিং প্রতি ॥৩৮॥
দর্শয়স্ব মহাভাগ বন্ধূনাং শান্তিমাবহ। অব্যুচ্ছিন্না মখাস্তেহদ্য বর্ত্তন্তে রুক্মবেদয়ঃ ॥৩৯॥
এবং সামভিরালব্ধঃ শ্বফল্কতনয়ো মণিম্। আদায় বাসসাচ্ছন্নং দদৌ সূর্য্যসমপ্রভম্ ॥৪০॥
স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ। বিমৃজ্য মণিনা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ ॥৪১॥
যস্ত্বেতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলঞ্চ।
আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্বা দুষ্কীর্ত্তিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

তাহা হইলেও ঐ মণি অন্যের ধারণ করা কষ্টকর অর্থাৎ উহা ধারণের অযোগ্য। সুতরাং এক্ষণে ঐ মণি তোমার নিকটেই থাকুক। কিন্তু আমার অগ্রজ বলদেব ঐ মণির বিষয়ে আমাকে সম্যক্ বিশ্বাস করিতেছেন না অর্থাৎ আমার নিকট মণি নাই এ কথা তিনি মানিতে চাহেন না। অতএব হে মহাভাগ! একবার ঐ মণিটিকে দেখাইয়া বন্ধুদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর। বর্ত্তমান সময়ে আপনার অনবরত যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে, ঐ যজ্ঞে সুবর্ণের বেদি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং মণি নাই, এ কথা বলিলে উহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। ৩৮-৩৯

শ্বফল্কতনয় অক্রূর এইরূপ সামবাক্য দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া, সূর্য্যসমপ্রভ, বস্ত্রাচ্ছিদিত স্যমন্তক মণি আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৪০

বিভু শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণি জ্ঞাতি-কুটুম্বগণকে দেখাইয়া তদ্দারা নিজের উপর আরোপিত মিথ্যাপবাদ দূরীভূত করিয়া পুনরায় অক্রূরকে ঐ মণি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ৪১

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর এই বীর্য্যসমন্বিত পাপহর মঙ্গলবর্দ্ধক উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ কিম্বা অনুস্মরণ করেন, তিনি দুষ্কীর্ত্তি বা দুরিত হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৪২

বিবৃতি—যদুকুলের হিতের জন্য ভগবান্ ঐরূপ করিয়াছেন, ইহা না করিলে নিজেদের মধ্যে কলহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। অথবা ভগবান্ মণি গ্রহণে সমর্থ হইয়াও যে ফিরাইয়া দিলেন, তাহা দ্বারা সাধুগণের এইরূপ কর্ত্তব্য এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে অক্রূর ঐ মণি নিজকণ্ঠে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন, এই কথা হরিবংশে বর্ণিত আছে। ৪১

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

একদা পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রতীতান্ পুরুষোত্তমঃ। ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ শ্রীমান্ যুযুধানাদিভির্বৃতঃ ॥১॥
দৃষ্ট্বা তমাগতং পার্থা মুকুন্দমখিলেশ্বরম্। উত্তস্থুর্যুগপদ্বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্ ॥২॥
পরিষ্বজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ। সানুরাগস্মিতং বক্ত্রং বীক্ষ্য তস্য মুদং যযুঃ ॥৩॥
যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্। ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমাভ্যাং চাভিবন্দিতঃ ॥৪॥
পরমাসন আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা। নবোঢ়া ব্রীড়িতা কিঞ্চিচ্ছনৈরেত্যাভ্যবন্দত ॥৫॥
তথৈব সাত্যকিঃ পার্থৈঃ পূজিতশ্চাভিবন্দিতঃ। নিষসাদাসনেঽন্যে চ পূজিতাঃ পর্যুপাসত ॥৬॥
পৃথাং সমাগত্য কৃতাভিবাদনস্তয়াতিহার্দার্দ্রদৃশাভিরম্ভিতঃ।
আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহস্নুষাং পিতৃষ্বসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ ॥৭॥
তমাহ প্রেমবৈক্লব্য-রুদ্ধকণ্ঠাশ্রুলোচনা। স্মরন্তী তান্ বহূন্ ক্লেশান্ ক্লেশাপায়াত্মদর্শনম্ ॥৮॥
তদৈব কুশলং নোঽভূৎ সনাথাস্তে কৃতা বয়ম্। জ্ঞাতীন্ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ ভ্রাতা মে প্রেষিতস্ত্বয়া ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! একদা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াও পুনর্দৃষ্ট পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। ১

পৃথানন্দনগণ সেই অখিলেশ্বর মুকুন্দকে সমাগত দর্শন করিয়া প্রাণের আগমনে ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় সকলেই একদা গাত্রোত্থান করিলেন। পরে বীরগণ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত তাঁহার গাত্রস্পর্শে বিধুতপাপ হইয়া তাঁহার অনুরাগযুক্ত সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন। ২-৩

অনন্তর যুধিষ্ঠির ও ভীমের পাদাভিবন্দন করিয়া ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া ও নকুল সহদেব কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইয়াছিলেন। ৪

উত্তম আসনে কৃষ্ণ উপবিষ্ট হইলে নবোঢ়া অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া কৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন। পরে সাত্যকিও সেইরূপ পার্থগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও অভিনন্দিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অন্য সকলেও উপযুক্তরূপে পূজিত হইয়াছিল। ৫-৬

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষ্বসা পৃথার নিকট গমন করিয়া অভিবাদন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক করুণাপূর্ণ সজল নয়নে অভিলক্ষিত হইয়া পুত্রবধূর সহিত তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকেও স্বীয় বান্ধবগণের কুশল সংবাদ শ্রবণ করাইলেন। ৭

প্রেমবিকলতায় অবরুদ্ধ-কণ্ঠী সাশ্রুলোচনা পৃথা সেই সকল ক্লেশের কথা স্মরণ করত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! ক্লেশের অবসান হইলেই আত্মদর্শন হইয়া থাকে। ৮

হে কৃষ্ণ! তখনই আমাদের মঙ্গল হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে সনাথ করিয়াছ,—যখন তুমি আমাদিগকে বন্ধুজন বলিয়া স্মরণ করত আমার ভ্রাতা অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছিলে। ৯

বিবৃতি—দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে অকস্মাদাগত শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবগণ সহ মিলন হইয়াছিল, তৎসংলগ্ন অপর অন্তঃপুরে কুন্তী থাকিতেন। ৬

ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ। তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদিস্থিতঃ ॥১০॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর। যোগেশ্বরাণাং দুর্দ্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্ ॥১১॥

ইতি বৈ বার্ষিকান্ মাসান্ রাজ্ঞা সোঽভ্যর্থিতঃ সুখম্। জনয়ন্ নয়নানন্দমিন্দ্রপ্রস্থৌকসাং বিভুঃ ॥১২॥

একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্। গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ ॥১৩॥

সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্ত্তুং বিপিনং মহৎ। বহুব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা ॥১৪॥

তত্রাবিধ্যচ্ছরৈর্ব্যাঘ্রান্ শূকরান্ মহিষান্ রুরূন্। শরভান্ গবয়ান্ খড়্গান্ হরিণান্ শশশল্লকান্ ॥১৫॥

তান্ নিন্যুঃ কিঙ্করা রাজ্ঞে মেধ্যান্ পর্ব্বণ্যুপাগতে।
তৃট্‌পরীতঃ পরিশ্রান্তো বীভৎসুর্যমুনামগাৎ ॥১৬॥

তত্রোপস্পৃশ্য বিশদং পীত্বা বারি মহারথৌ। কৃষ্ণৌ দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাম্ ॥১৭॥

তামাসাদ্য বরারোহাং সুদ্বিজাং রুচিরাননাম্। পপ্রচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্গুনঃ প্রমদোত্তমাম্ ॥১৮॥

কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি।
মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্ব্বং কথয় শোভনে ॥১৯॥

তুমি জগতের সুহৃদ্, তোমার স্ব পর ভ্রান্তি নাই বটে, তথাপি যে ব্যক্তি তোমাকে নিয়ত স্মরণ করে, তুমি তাহার হৃদিস্থিত ক্লেশ নষ্ট করিয়া থাক। ১০

বলিলেন, হে অধীশ্বর! আমরা যে কি মঙ্গলাচরণ করিয়াছি, তাহা আমি জানি না, যেহেতু যোগেশ্বরদিগের দুর্দ্দর্শ তুমি, বিষয়াসক্তচিত্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছ। ১১

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রপ্রস্থবাসিগণের নয়নানন্দজনক হইয়া বর্ষার চারি মাস তথায় সুখে বাস করিয়াছিলেন। ১২

একদা শত্রুহন্তা বিজয়, বানর-ধ্বজরথে আরোহণ করিয়া এবং গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় শায়কপূর্ণ তূণদ্বয় লইয়া, বর্ম্মপরিহিত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহু-ব্যালসমাকীর্ণ মহাবিপিনে বিহার করিতে গিয়াছিলেন। ১৩·১৪

তথায় গিয়া ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরু, শরভ, গবয়, খড়্গী, হরিণ এবং শল্লক সকল শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৫

পর্ব্বকাল উপাগত হইলে কিঙ্করগণ সেই সকল মেধ্য পশু সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে লইয়া গিয়া অর্পণ করিয়াছিল। তৃষ্ণার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত অর্জ্জুন যমুনায় গিয়াছিলেন। ১৬

মহারথ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই যমুনায় আচমন করিয়া ও যমুনার নির্ম্মল জল পান করিয়া চারুদর্শনা এক কন্যাকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন। ১৭

তখন অর্জ্জুন, সখা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সুদতী রুচিরাননা বরারোহা ঐ প্রমদোত্তমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮

হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার পুত্রী? কোথা হইতে কি করিতে আসিয়াছ? তুমি পতি ইচ্ছা করিতেছ এবং তুমি কন্যা বলিয়া আমার মনে হইতেছে। ১৯

বিবৃতি—সুশ্রোণি! —হে পরম সুন্দরি! শোভনে! পরম গুণবতী! ইত্যাদি অর্থ বুঝিতে হইবে। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর ভালরূপে প্রদান কর। ১৯

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ।

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী। বিষ্ণুং বরেণ্যং বরেদং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥২০॥
নান্যং পতিং বৃণে বীর তমৃতে শ্রীনিকেতনম্। তুষ্যতাং মে স ভগবান্ মুকুন্দোঽনাথসংশ্রয়ঃ ॥২১॥
কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে। নির্ম্মিতে ভবনে পিত্রা যাবদচ্যুতদর্শনম্ ॥২২॥
তথাবদদ্গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোঽপি তাম্। রথমারোপ্য তদ্বিদ্বান্ ধর্ম্মরাজমুপাগমৎ ॥২৩॥
যদৈব কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমাদ্ভুতম্। কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্ম্মণা ॥২৪॥
ভগবাংস্তত্র নিবসন্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া। অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুমর্জ্জুনস্যাস সারথিঃ ॥২৫॥
সোঽগ্নিস্তুষ্টো ধনুরদাদ্ধয়ান্ শ্বেতান্ রথং নৃপ। অর্জ্জুনায়াক্ষয়ৌ তূণৌ বর্ম্ম চাভেদ্যমস্ত্রিভিঃ ॥২৬॥
ময়শ্চ মোচিতো বহ্নেঃ সভাং সখ্য উপাহরৎ। যস্মিন্ দুর্য্যোধনস্যাসীজ্জলস্থলদৃশিভ্রমঃ ॥২৭॥
স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্ভিশ্চানুমোদিতঃ। আযযৌ দ্বারকাং ভূয়ঃ সাত্যকিপ্রমুখৈর্বৃতঃ ॥২৮॥

কালিন্দী বলিলেন, আমি দেবদেব সূর্য্যের দুহিতা। বরণীয় বরপ্রদ বিষ্ণুকে পতি ইচ্ছা করিয়া পরম তপস্যা করিতেছি। ২০

হে বীর! শ্রীনিবাস ব্যতিরেকে আমি অন্য পতি বরণ করিব না। অনাথের আশ্রয় সেই ভগবান্ মুকুন্দই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন। ২১

আমার নাম কালিন্দী, আমার পিতা যমুনা-জল-মধ্যে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শন না পাইব, তাবৎ তথায় বাস করিব। ২২

গুড়াকেশ—জিতনিদ্র অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সেই সকল কথা সেইরূপে বলিয়াছিলেন। ভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই উহা জানিতেন, পরে সেই কন্যাকে রথে তুলিয়া লইয়া ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ২৩

পৃথা-তনয়গণ কর্ত্তৃক যখন ভগবান্ বিজ্ঞাপিত হয়েন, সেই সময়েই—বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা তাঁহাদের নিমিত্ত এক অদ্ভুত বিচিত্র নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ২৪

ভগবান্ আত্মীয়গণের প্রিয় করিবার জন্য তথায় বাস করিবার সময় খাণ্ডব নামক ইন্দ্রের বন অগ্নিকে দিবার জন্য অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন। ২৫

হে রাজন্! তখন সেই অগ্নি তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে ধনু, শ্বেত অশ্ব, বানর-ধ্বজ, দুইটি অক্ষয় তূণীর, এবং অস্ত্র দ্বারা অভেদ্য বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। ২৬

সেই খাণ্ডবদাহক বহ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করেন, তন্নিমিত্ত সে সখা অর্জ্জুনকে একটি সভা নির্ম্মাণ করিয়া উপহার প্রদান করে। যে সভায় দুর্য্যোধনের জল ও স্থলে দৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল অথবা জলে স্থলবৎ দৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল। ২৭

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া ও সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ-পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। ২৮

বিবৃতি—হে বীর! অন্যকামাকে তুমিও ইচ্ছা করিবে না। তিনি অনাথ-নাথ অতএব আমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন, আমি অনন্যকামা, একমাত্র তাঁহা হইতেই মনোব্যথা দূর হইবে। যমুনার দুইটি মূর্ত্তি,—একটি ভগবৎপ্রেয়সী, অপরা সাগর-পত্নী ইনি। দ্বারকায় থাকিয়াও বলদেব কর্ত্তৃক আকৃষ্যমানা হইয়া তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, এই কথা পরে বলিবেন। আমি কালিন্দী, যমুনা জলমধ্যে বাস করি। অর্থাৎ আমার নাম ও ঐ জলের নাম এক, উহা আমার প্রভাবময়। ২১-২২

মহাভারতে আদিপর্ব্বে খাণ্ডববনদাহপ্রসঙ্গে এই অস্ত্রদান ও শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র দানের কথা আছে, এখানে তাহা বলা হয় নাই। ২৬

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যর্ত্ত্বৃক্ষ ঊর্জ্জিতে। বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরমমঙ্গলঃ ॥২৯॥
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্য্যোধনবশানুগৌ। স্বয়ংবরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্ ॥৩০॥
রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃস্বসুঃ। প্রসহ্য হৃতবান্ কৃষ্ণো রাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্ ॥৩১॥
নগ্নজিন্নাম কৌশল্য আসীদ্রাজাতিধার্ম্মিকঃ। তস্য সত্যাভবৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ ॥৩২॥
ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢ়ুমজিত্বা সপ্ত গোবৃষান্। তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্দ্ধর্ষান্ বীরগন্ধাসহান্ খলান্ ॥৩৩॥
তাং শ্রুত্বা বৃষজিল্লভ্যাং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। জগাম কৌশল্যপুরং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥৩৪॥
স কোশলপতিঃ প্রীতঃ প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ। অর্হণেনাপি গুরুণা পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ ॥৩৫॥
বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্।
ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোঽমলাঃ করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতৈঃ ॥৩৬॥

পরে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া আত্মীয়গণের পরম আনন্দ বিস্তার করত পুণ্য ঋতুতে ও শুভনক্ষত্রে কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৯

দুর্য্যোধনের বশীভূত অবন্তি দেশের রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা স্বীয় ভগিনী মিত্রবিন্দাকে, স্বয়ম্বরে কৃষ্ণকে মাল্যার্পণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। হে রাজন্! পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পিতৃস্বসা রাজাধিদেবীর তনয়া সেই মিত্রবিন্দাকে সকল রাজন্যবৃন্দের সমক্ষ হইতে সহসা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন। ৩০-৩১

হে রাজন্! অযোধ্যাপতি নগ্নজিৎ নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। হে রাজন্! তাঁহার নাগ্নজিতী সত্যা নামে কন্যা হইয়াছিল। ৩২

(ঐ কন্যা-বিবাহ বিষয়ে রাজা স্থির করিয়াছিলেন, যে আমার এই সাতটি বৃষকে দমিত করিবে, সেই সত্যাকে বিবাহ করিবে) তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সুদুর্দ্ধর্ষ বীরগন্ধ-অসহিষ্ণু ও খল এরূপ সাতটি গোবৃষকে জয় না করিয়া কোন রাজাই তাহাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ৩৩

সাত্বতপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যে বৃষগণকে জয় করিবে সেই কন্যা লাভ করিবে এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যাপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। ৩৪

সেই কোশলরাজ নগ্নজিৎ প্রীতি সহকারে গাত্রোত্থান করিয়া আসনাদি ও মহার্হ পূজা দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াছিলেন এবং তিনি পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ৩৫

নরেন্দ্রকন্যা সত্যা স্বীয় অভিমত বর রমাপতিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে ভাববিশেষ দ্বারা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যদি আমি ব্রত ধারণ করিয়া থাকি, তবে ইনি আমার পতি হউন, এই সত্য আশীর্ব্বাদ বহ্নিদেব করুন। ৩৬

বিবৃতি—যদুবংশে পিতৃস্বসার কন্যা বিবাহ করার রীতি আছে, ঐ দেশে মাতুল-কন্যাকেও বিবাহ করার প্রথা আছে; এই বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও দেশাচারপ্রাপ্ত। এই মিত্রবিন্দার অপর নাম শৈব্যা, উহা শিবি দেশোদ্ভবা বলিয়া কুরুক্ষেত্রমিলনে দ্রৌপদীপ্রশ্নে শৈব্যে সম্বোধন আছে, স্বামী উহার অর্থ মিত্রবিন্দে এইরূপ করিয়াছেন। ৩১

কোশলরাজ কৃষ্ণকে কন্যাদান করিবার জন্যই ঐরূপ পণ করিয়াছিলেন। যখন কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন প্রীত হইয়া লৌকিক রীত্যনুসারে আসনাদি দ্বারা ও পূজার দ্রব্য দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করেন। পূজ্য জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। ৩৫

ক্ষত্রিয়ের বিবাহে প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি উপস্থিত থাকেন, এই জন্য বহ্নির নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে গমন করিলে চন্দ্রশালা গবাক্ষ হইতে তাঁহাকে দেখিয়া সত্যা এইরূপ মনে মনে বলিয়াছিলেন। ৩৬

অর্চ্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে। আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ ॥৩৭॥
যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্ত্তি শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ।
লীলাতনুঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়েশঃ কালে দধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ ॥৩৮॥

শ্রীশুক উবাচ।
তমাহ ভগবান্ হৃষ্টঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ। মেঘগম্ভীরয়া বাচা সস্মিতং কুরুনন্দন ॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।
নরেন্দ্র যাচ্ঞা কবিভির্বিগর্হিতা রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্ম্মবর্ত্তিনঃ।
তথাপি যাচে তব সৌহৃদেচ্ছয়া কন্যাং ত্বদীয়াং নহি শুল্কদা বয়ম্ ॥৪০॥

রাজোবাচ।
কোঽন্যস্তেঽভ্যধিকো নাথ কন্যাবর ইহেপ্সিতঃ। গুণৈকধাম্নো যস্যাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী ॥৪১॥
কিন্ত্বস্মাভিঃ কৃতঃ পূর্ব্বং সময়ঃ সাত্বতর্ষভ। পুংসাং বীর্য্যপরীক্ষার্থং কন্যাবরপরীপ্সয়া ॥৪২॥
সপ্তৈতে গোবৃষা বীর দুর্দ্দান্তা দুরবগ্রহাঃ। এতৈর্ভগ্নাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ ॥৪৩॥
যদিমে নিগৃহীতাঃ স্যুস্ত্বয়ৈব যদুনন্দন। বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃ পতে ॥৪৪॥

পরে নগ্নজিৎ পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন. হে নারায়ণ! হে জগৎপতে! আপনি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, আমি অতি ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি, আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব? ৩৭

লক্ষ্মী ব্রহ্মা মহেশ্বর ইঁহারা লোকপালগণের সহিত যাঁহার পাদপদ্মের রেণুকণা মস্তকে ধারণ করেন এবং যিনি স্বকৃত জগতের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যথাকালে লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি কিসে সন্তুষ্ট হইবেন। ৩৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে মেঘগম্ভীর বাক্যে সহাস্য বদনে বলিলেন। ৩৯

ভগবান্ বলিলেন, হে নরেন্দ্র! স্বধর্ম্মবর্ত্তী রাজন্যগণের যাচ্ঞাকে পণ্ডিতগণ অতি গর্হিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইলেও তোমার সৌহার্দ্দ লাভের আশায় তোমার কন্যাকে আমি যাচ্ঞা করিতেছি। আমরা কোন দিন কন্যার শুল্ক প্রদান করি না। ৪০

রাজা বলিলেন, হে নাথ! সর্ব্বগুণের একমাত্র আশ্রয় তোমা হইতে অন্য কে শ্রেষ্ঠ কন্যার অভীষ্ট বর হইতে পারে? যাঁহার অঙ্গে নিরন্তর অবিনশ্বরা লক্ষ্মী বাস করিতেছেন। ৪১

হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! কন্যার অভীপ্সিত বর পাইবার জন্য, পুরুষের বীর্য্য-পরীক্ষার্থ পূর্ব্বে আমরা একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ৪২

হে বীর! এই যে সাতটি গোবৃষ, ইহারা অতি দুর্দ্দান্ত ও অনায়ত্ত, অনেকানেক রাজপুত্রগণ ইহাদের দ্বারা ভিন্নগাত্র ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। ৪৩

হে যদুনন্দন! হে শ্রীপতে! যদি এই সকল গোবৃষ আপনা দ্বারা নিগৃহীত হয়, তবে আপনি আমার দুহিতার অভিমত বর অবশ্যই হইবেন। ৪৪

বিবৃতি—এই পণচ্ছলে আপনার বিরোধিগণের শাস্তিবিধানই আমরা করিয়াছি। হে বীর! এই সম্বোধন দ্বারা আপনার কার্য্যে ইহারা নিগৃহীত হইবে ইতি ভাব। ৪৩

আপনিই ইহাদিগকে নিগৃহীত করিতে পারিবেন। সুতরাং এই প্রবন্ধ দ্বারা আপনিই অভিমত বর ইহা পূর্ব্বে অবধান করা হইয়াছে, সেইজন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা ও অভিলাষ পূরণের জন্য আপনাকে ইহা করিতে হইবে। ৪৪

এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধা পরিকরং প্রভুঃ। আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ন্যগৃহ্লাল্লীলয়ৈব তান্ ॥৪৫॥
বদ্ধা তান্ দামভিঃ শৌরির্ভগ্নদর্পান্ হতৌজসঃ। ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্ বালো দারুময়ান্ যথা ॥৪৬॥
ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ।
তাং প্রত্যগৃহ্লাদ্ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ ॥৪৭॥
রাজপত্ন্যশ্চ দুহিতুঃ কৃষ্ণং লব্ধ্বা প্রিয়ং পতিম্। লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ ॥৪৮॥
শঙ্খভের্য্যানকা নেদুর্গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ। নরা নার্য্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাসঃস্রগলঙ্কৃতাঃ ॥৪৯॥
দশধেনুসহস্রাণি পারিবর্হমদাদ্বিভুঃ। যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং নিষ্কগ্রীবসুবাসসাম্ ॥৫০॥
নব নাগসহস্রাণি নাগাচ্ছতগুণান্ রথান্। রথাচ্ছতগুণানশ্বানশ্বাচ্ছতগুণান্ নরান্ ॥৫১॥
দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ। স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ো যাপয়ামাস কোশলঃ ॥৫২॥
শ্রুত্বৈতদ্রুরুধুর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্। ভগ্নবীর্য্যাঃ সুদুর্ম্মর্ষা যদুভির্গোবৃষৈঃ পুরা ॥৫৩॥
তানস্যতঃ শরব্রাতান্ বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জ্জুনঃ। গাণ্ডীবী কালয়ামাস সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥৫৪॥
পারিবর্হমুপাগৃহ্য দ্বারকামেত্য সত্যয়া। রেমে যদূনামৃষভো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥৫৫॥

প্রভু শৌরি শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ও নিজেকে সপ্ত অংশে বিভক্ত করিয়া অবলীলাক্রমে সেই গো-বৃষকে ধারণ করিলেন এবং তাহাদিগকে রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের বলদর্প চূর্ণ করিলেন। পরে যেমন লীলাবদ্ধ দারুময় বৃষকে বালকেরা আকর্ষণ করে, তদ্রূপ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৪৫-৪৬

অনন্তর রাজা নগ্নজিৎ প্রীত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা দান করিলেন, প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সদৃশী ভার্য্যাকে যথাবিধি গ্রহণ করিলেন। রাজপত্নীগণ নিজকন্যার শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রিয় পতিলাভে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং মহোৎসব হইয়াছিল। ৪৭-৪৮

তখন শঙ্খ ভেরী ও আনকাদি বাদিত হইতে লাগিল এবং বস্ত্র-মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নর ও নারীগণ প্রমুদিত হৃদয়ে গীত-বাদ্য, দ্বিজাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। ৪৯

নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে দশ হাজার ধেনু, স্বর্ণহার ও শোভন বস্ত্রভূষিত তিন সহস্র দাসী যৌতুকস্বরূপ দিয়াছিলেন। ৫০

এবং নয় হাজার হস্তী, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটি অশ্ব, এবং নয় পদ্ম ভৃত্য প্রদান পূর্ব্বক মহা সৈন্যপরিবৃত সেই বর ও বধূকে রথে তুলিয়া দিয়া কোশলরাজ স্নেহবিকল হৃদয়ে বিদায় দিয়াছিলেন। ৫১-৫২

শ্রীকৃষ্ণ সত্যাকে লইয়া গমন করিতেছেন ইহা শুনিয়া যে সকল রাজারা যদুগণ ও সপ্ত গো বৃষ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে ভগ্নবীর্য্য হইয়াছিল, তাহারা ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া পথে অবরোধ করিয়াছিল। তখন বন্ধুপ্রিয়কারী গাণ্ডীবী অর্জ্জুন আসিয়া সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে নষ্ট করে, তদ্রূপ তাহাদের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। ৫৩-৫৪

যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দেবকীনন্দন, যৌতুকলব্ধ দ্রব্যজাত লইয়া সত্যার সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ৫৫

বিবৃতি—সপ্তভাগে বিভক্ত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি একাকী বহুযোষিৎ সম্ভোগ করিবার যোগ্য এবং সত্যার প্রতি অন্যাপত্য বিধানার্থ এইরূপ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ৪৩

শ্রুতকীর্ত্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃষ্বসুঃ। কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দ্দনাদিভিঃ ॥৫৬॥
সুতাঞ্চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্। স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব ॥৫৭॥
অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ। ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেঽষ্টমহিষ্যুদ্বাহো নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

পরে শ্রীকৃষ্ণ সন্তর্দ্দনাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদ কৈকেয় দেশীয় স্বীয় পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্য ভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৫৬

এবং সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মদ্রাধিপতি বৃহৎসেনের কন্যা লক্ষ্মণাকে, গরুড় যেমন সুধা হরণ করিয়াছিল ইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বরে তাহাকে একাকী হরণ রেন। ৫৭

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অন্য সহস্র সহস্র ভার্য্যা, ভৌমকে নিহত করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে চারুদর্শনা রমণীগণকে আহরণ করিয়াছিলেন।৫৮

বিবৃতি—মদ্ররাজ বৃহৎসেন, নিজের কন্যা লক্ষ্মণার বিবাহে মৎস্যচক্রাদি রচনা করিয়াছিলেন, তখন দুষ্ট রাজারা বলে যে, কন্যার ইহা অভিপ্রেত নহে, তাহার স্বয়ম্বর করা হউক। তখন স্বয়ম্বর করা হইলে লক্ষ্মণা কৃষ্ণকে মাল্য দান করেন, ইহা কুরুক্ষেত্রপ্রসঙ্গে বলা হইবে। ৫৭

শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা অষ্ট মহিষীর নাম, রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, [illegible]ত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা, কালিন্দী ও মিত্রবিন্দা। ৫৮

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

যথা হতো ভগবতা ভৌমো যেন চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ। নিরুদ্ধা এতদাচক্ষ্ব বিক্রমং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইন্দ্রেণ হৃতছত্রেণ হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা। হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্।

সভার্য্যো গরুড়ারূঢ়ঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ ॥২॥

গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈর্জলাগ্ন্যনিলদুর্গমম্। মুরপাশাযুতৈর্ঘোরৈর্দৃঢ়ৈঃ সর্ব্বত আবৃতম্ ॥৩॥

গদয়া নির্বিভেদাদ্রীন্ শস্ত্রদুর্গাণি সায়কৈঃ। চক্রেণাগ্নিং জলং বায়ুং মুরপাশাংস্তথাসিনা ॥৪॥

শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্বিনাম্। প্রাকারং গদয়া গুর্ব্ব্যা নির্বিভেদ গদাধরঃ ॥৫॥

পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা যুগান্তাশনিভীষণম্। মুরঃ শয়ান উত্তস্থৌ দৈত্যঃ পঞ্চশিরা জলাৎ ॥৬॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য সুদুর্নিরীক্ষণো যুগান্তসূর্য্যানলরোচিরুল্বণঃ।

গ্রসংস্ত্রিলোকীমিব পঞ্চভির্মুখৈরভ্যদ্রবৎ তার্ক্ষ্যসুতং যথোরগঃ ॥৭॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে ভৌম নরকাসুর সেই সকল রমণীকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল, সেই ভৌম নরকাসুরকে ভগবান্ যে কারণে ও যে প্রকারে বধ করেন, শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের সেই বিক্রম আপনি বর্ণন করুন। ১

শুকদেব বলিলেন, ভূমিপুত্র নরক, ইন্দ্রমাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় ও বরুণের ছত্র ও অমরাদ্রি (মণি পর্ব্বত) হরণ করায় ইন্দ্র ভৌম নরকাসুরের এই সব কার্য্যের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়াছিলেন, উহা অবগত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভার্য্যার সহিত গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছিলেন। ২

সেই পুরী গিরিদুর্গ, অস্ত্রদুর্গ, জলদুর্গ, অগ্নিদুর্গ ও বায়ুদুর্গ দ্বারা দুর্গম ছিল এবং ঘোরতর দৃঢ়, মুর-দানবের অনেক পাশে আবৃত ও পর্ব্বত দ্বারা পরিবৃত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ গদা দ্বারা গিরিদুর্গ, চক্র দ্বারা অগ্নিদুর্গ, খড়গ দ্বারা জলদুর্গ, বায়ু ও মুরপাশ দুর্গকে ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ৩·৪

পরে গদাধর মনস্বীদিগের হৃৎকম্পজনক পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রাচীরে সংস্থাপিত যন্ত্র সকল এবং গুরুতর গদাঘাতে প্রাচীর সকল ভেদ করিয়া ফেলিলেন। ৫

প্রলয়কালীন বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীষণ পাঞ্চজন্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পঞ্চশীর্ষ শয়ান মুর দৈত্য জল হইতে উত্থিত হইয়াছিল। ৬

যুগান্তকালীন সূর্য্য বা বহ্নির ন্যায় ভীষণ দুর্নিরীক্ষ ত্রিশূল উদ্যত করিয়া পঞ্চমুখে যেন ত্রিলোককে গ্রাস করিতে করিতেই সর্প যেমন গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। ৭

বিশ্বব্রতি—ভগবান্ সত্যভামার গৃহে ছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র আসিয়া তথায় নরকাসুরের কথা বলেন, তৎশ্রবণে কৌতুকপরবশা সত্যভামার প্রার্থনায় তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। অথবা ইতিহাসে আছে যে, ভগবান্ পৃথিবীকে বর দিয়াছিলেন যে, তোমার অনুমতিক্রমে তোমার পুত্রকে বধ করিব। সত্যভামা পৃথিবীর অংশ, এইজন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গমন করেন। অথবা নারদ একটি পারিজাত পুষ্প আনিয়া রুক্মিণীকে দিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে সত্যভামা কুপিত হইলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, প্রিয়ে! তুমি কোপ করিও না, আমি তোমাকে একটি পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া দিব। এই সমুদয় কারণে শ্রীকৃষ্ণ ভার্য্যার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে নিরস্য বক্ত্রৈর্ব্যনদৎ স পঞ্চভিঃ।
স রোদসী সর্ব্বদিশোঽম্বরং মহান্ আপূরয়ন্নণ্ডকটাহমাবৃণোৎ ॥৮॥
তদাপতদ্বৈ ত্রিশিখং গরুত্মতে হরিঃ শরাভ্যামভিনৎ ত্রিধৌজসা।
মুখেষু তঞ্চাপি শরৈরতাড়য়ৎ তস্মৈ গদাং সোঽপি রুষা ব্যমুঞ্চত ॥৯॥
তামাপতন্তীং গদয়া গদাং মৃধে গদাগ্রজো নির্বিভিদে সহস্রধা।
উদ্যম্য বাহূনভিধাবতোঽজিতঃ শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া ॥১০॥
ব্যসুঃ পপাতাম্ভসি কৃত্তশীর্ষো নিকৃত্তশৃঙ্গোঽদ্রিরিবেন্দ্রতেজসা।
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ সমুদ্যতাঃ ॥১১॥
তাম্রোঽন্তরিক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসুর্বসুর্নভস্বানরুণশ্চ সপ্তমঃ।
পীঠং পুরস্কৃত্য চমূপতিং মৃধে ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্ ধৃতায়ুধাঃ ॥১২॥
প্রাযুঞ্জতাসাদ্য শরানসীন্ গদাঃ শক্ত্যৃষ্টিশূলান্যজিতে রুষোল্বণাঃ।
তচ্ছস্ত্রকূটং ভগবান্ স্বমার্গণৈরমোঘবীর্য্যস্তিলশশ্চকর্ত্ত হ ॥১৩॥
তান্ পীঠমুখ্যাননয়দ্যমক্ষয়ং নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রি বর্ম্মণঃ; স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈস্তথা
নিরস্তান্ নরকো ধরাসুতঃ নিরীক্ষ্য দুর্ম্মর্ষণ আস্রবন্মদৈর্গজৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরক্রমৎ ॥১৪॥

মুর দৈত্য ত্রিশূল উত্তোলন করত বেগে গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চমুখে এক শব্দ করিয়া উঠিল, সেই মহান্ শব্দ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও সমুদায় দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া অণ্ডকটাহ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছিল। ৮

ভগবান্ হরি গরুড়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত ত্রিশূলকে দুই শরে তিন খণ্ড করিয়াছিলেন এবং মুরের পঞ্চ মুখে বাণ প্রহার করিয়াছিলেন, মুরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৯

সেই গদা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আসিতে থাকিলে গদাগ্রজ নিজ গদা দ্বারা ঐ গদাকে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং বাহু উদ্যত করিয়া অতি ধাবিত মুর দানবের মস্তক-সকল চক্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ভগবান্ অজিত শ্রীকৃষ্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। ১০

ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ খণ্ডিত হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ ছিন্নশীর্ষ মুরদৈত্য বিগতপ্রাণ হইয়া জলমধ্যে পতিত হইয়াছিল। তখন তাহার সপ্তপুত্র পিতার বধে শোকার্ত্ত হইয়া ক্রোধে শত্রু-নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হইল। ১১

তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু বসু, নভস্বান এবং সপ্তম বরুণ, ইহারা ভৌম নরকাসুর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পীঠনামক সেনাপতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছিল। ১২

ক্রোধে পরিপূর্ণ তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার প্রতি বাণ অসি গদা শক্তি ঋষ্টি শূল প্রভৃতি অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিয়াছিল, অমোঘবীর্য্য ভগবান্ নিজ বাণ দ্বারা সেইসকল অস্ত্র তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। ১৩

এবং পীঠ প্রমুখ সেই মুর-পুত্রগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ধরানন্দন নরকাসুর নিজ সেনাপতিগণকে অযুত বাণ ও চক্র দ্বারা নিরস্ত, ছিন্নশীর্ষ, ছিন্নভুজ, অংশপদ ও ছিন্নবক্ষ অবলোকন করিয়া অসহিষ্ণু হইয়াছিল এবং সমুদ্রজাত মদস্রাবী গজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। ১৪

দৃষ্ট্বা সভার্য্যং গরুড়োপরিস্থিতং সূর্য্যোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্‌ঘনং যথা।
কৃষ্ণং স তস্মৈ ব্যসৃজচ্ছতঘ্নীং যোধাশ্চ সর্ব্বে যুগপৎ স্ম বিব্যধুঃ ॥১৫॥
তদ্ভৌমসৈন্যং ভগবান্ গদাগ্রজো বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং চকার তর্হ্যেব হতাশ্বকুঞ্জরম্ ॥১৬॥
যানি যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ। হরিস্তান্যচ্ছিনৎ তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ।
উহ্যমানঃ সুপর্ণেন পক্ষাভ্যাং নিঘ্নতা গজান্ ॥১৭॥
গরুত্মতা হন্যমানাস্তুণ্ডপক্ষনখৈর্গজাঃ। পুরমেবাবিশন্নার্ত্তা নরকো যুধ্যযুধ্যত ॥১৮॥
দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনার্দ্দিতং স্বকম্। তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্রপ্রতিহতো যতঃ ॥১৯॥
নাকম্পত তয়া বিদ্ধো মালাহত ইব দ্বিপঃ ॥২০॥
শূলং ভৌমোঽচ্যুতং হন্তুমাদদে বিতথোদ্যমঃ। তদ্বিসর্গাৎ পূর্ব্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ।
অপাহরদ্‌গজস্থস্য চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ॥২১॥
সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলম্।
হা হেতি সাধ্বিত্যৃষয়ঃ সুরেশ্বরা মাল্যৈর্মুকুন্দং বিকিরন্ত ঈড়িরে ॥২২॥

সূর্য্যের উপরিভাগে বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের ন্যায়, ভার্য্যার সহিত গরুড়ের উপরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শতঘ্নী শক্তি নিক্ষেপ করিল এবং যোদ্ধারা সকলে একদা শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ১৫

গদাগ্রজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র পত্রবিশিষ্ট শাণিত শর দ্বারা সেই ভৌমসৈন্যগণের বাহু, উরু, কন্ধর ও শরীর কর্ত্তন করিলেন ও অশ্ব ও কুঞ্জরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ১৬

হে কুরূদ্বহ! যোদ্ধৃগণ যে সকল অস্ত্র ও শস্ত্র ভগবানের উপর প্রয়োগ করিয়াছিল, পক্ষ দ্বারা গজনিধনকারী গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া হরি সেই সকল অস্ত্র ও শস্ত্রের প্রত্যেকটিকে তিন তিন তীক্ষ্ণ বাণে ছেদন করিয়াছিলেন। ১৭

গরুড়ের তুণ্ড পক্ষ ও নখ দ্বারা আহত গজসকল পীড়িত হইয়া পুরমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল। একমাত্র নরকাসুর যুদ্ধস্থলে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৮

ভৌম নরক, গরুড় কর্ত্তৃক অর্দ্দিত ও বিদ্রাবিত নিজ সৈন্যকে অবলোকন করিয়া যে গরুড় হইতে বজ্র প্রতিহত হইয়াছিল, তাহাকে শক্তি প্রহার করিয়াছিল, অথবা যে শক্তি দ্বারা বজ্র প্রতিহত হইয়াছিল, সেই শক্তি গরুড়ের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ১৯

পুষ্পমালা দ্বারা আহত হস্তীর ন্যায় গরুড় সেই শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না; তখন ভৌম শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত বৃথোদ্যমপরায়ণ হইয়া শূল গ্রহণ করিয়াছিল। ২০

সেই শূল নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা গজোপরি অবস্থিত নরকের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২১

কুণ্ডল ও মনোহর কিরীট-বিভূষিত সমুজ্জ্বল সেই মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, তখন ঋষিগণ হাহাকার পূর্ব্বক অর্থাৎ মহা পাপিষ্ঠ হত হইল এই বলিয়া সাধুবাদ করিলেন, এবং দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্পমাল্য বৃষ্টি করত স্তব করিতে লাগিলেন। ২২

ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে প্রতপ্তজাম্বূনদরত্নভাস্বরে।
সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্ ॥২৩॥
অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চ্চিতম্। প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্ ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥২৪॥
ভূমিরুবাচ।
নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর। ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥২৫॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে। নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥২৬॥
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে। পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ ॥২৭॥
অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। পরাবরাত্মন্ ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥২৮॥
ত্বং বৈ সিসৃক্ষু রজ উৎকটং প্রভো তমোনিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃতঃ।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ ॥২৯॥
অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥৩০॥

অনন্তর নরকমাতা পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রতপ্ত জাম্বুনদের ন্যায় উজ্জ্বল অদিতির সেই কুণ্ডলদ্বয় বৈজয়ন্তী ও বনমালার সহিত বারুণ ছত্র ও মেরুপর্ব্বতের অংশবিশেষ মহামণি (পর্ব্বত) শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। ২৩

এবং হে রাজন্! প্রণতা প্রাঞ্জলি পৃথিবী দেবী, দেবশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা অর্চ্চিত বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপ্রবণ বুদ্ধিতে স্তব করিয়াছিলেম। ২৪

পৃথিবী বলিলেন, হে দেবদেবেশ! তোমাকে নমস্কার করি, হে শঙ্খচক্রগদাধর! ভক্তজনের ইচ্ছানুরূপ গৃহীতদেহ পরমাত্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। ২৫

হে ভগবন্! আপনি পদ্মনাভ, পদ্মমালী, পদ্মনেত্র ও পদ্মপাদ, আপনাকে নমস্কার করি। ২৬

হে প্রভো! নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বকার্য্যের পূর্ব্বে অবস্থিত, জগৎকারণের কারণ তোমাকে নমস্কার করি। ২৭

তুমি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত) অথচ সকলের জনয়িতা, তুমি অনন্তশক্তি ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার করি। ২৮

বিশ্বোৎপত্তি প্রভৃতির কারণ গুণত্রয়, উহারাও প্রকৃতির, প্রকৃতির ক্ষোভক পুরুষ সুতরাং ঈশ্বরের কিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয়? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন) হে প্রভো! তুমি যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা কর, তখন উৎকর্ষ অর্থাৎ উদ্রিক্ত রজোগুণ ধারণ কর, এবং সংহারের জন্য উদ্রিক্ত তমোগুণ ও পালনের জন্য উদ্রিক্ত সত্ত্বগুণ ধারণ করিয়া থাক। অতএব তুমিই কাল, তুমিই প্রকৃতি, এবং তুমিই পরম পুরুষ! অথচ সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম দ্বারা তুমি অসংবৃত অব্যাপ্ত। ২৯

আমি, জল, জ্যোতি, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্র, দেবতা, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব, এই চরাচরাত্মক জগৎ, অদ্বিতীয় তোমাতে হে ভগবন্! ভ্রম মাত্র। ৩০

বিবৃতি—এই মন্ত্রে ভগবান্ পূর্ব্বে কুন্তীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেইজন্য পৃথিবীও নমস্কার করিতেছেন। পদ্মনাভ জগৎকারণকে বুঝায়, পদ্মমালা ভগবানের কীর্ত্তিময়ী। ২৬

সুতরাং এই সকল ভ্রম বলিয়া তুচ্ছ, ইহারা তোমার কোপের বিষয় হইতে পারে না, পরন্তু কৃপাপাত্র। ৩০

তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং ভীতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরোপসাদিতঃ।
তৎপালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং শিরস্যমুষ্যাখিলকল্মষাপহম্ ॥৩১॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি ভূম্যার্থিতো বাগ্ভির্ভগবান্ ভক্তিনম্রয়া। দত্ত্বাভয়ং ভৌমগৃহং প্রাবিশৎ সকলর্দ্ধিমৎ ॥৩২॥
তত্র রাজন্যকন্যানাং ষট্সহস্রাধিকাযুতম্। ভৌমাহৃতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ ॥৩৩॥
তং প্রবিষ্টং স্ত্রিয়ো বীক্ষ্য নরবর্য্যং বিমোহিতাঃ। মনসা বব্রিরেঽভীষ্টং পতিং দৈবোপসাদিতম্॥৩৪॥
ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্। ইতি সর্ব্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং দধুঃ ॥৩৫॥
তাঃ প্রাহিণোদ্দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোঽম্বরাঃ। নরযানৈর্মহাকোশান্ রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ ॥৩৬॥
ঐরাবতকুলেভাংশ্চ চতুর্দ্দন্তাংস্তরস্বিনঃ। পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেষয়ামাস কেশবঃ ॥৩৭॥
গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাদিত্যৈ চ কুণ্ডলে। পূজিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ মহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ ॥৩৮॥
চোদিতো ভার্য্যয়োৎপাট্যপারিজাতং গরুত্মতি। আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জ্জিত্যোপানয়ৎপুরম্ ॥৩৯॥
স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ। অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্গন্ধাসবলম্পটাঃ ॥৪০॥

অতএব হে ব্রহ্মন্! হে প্রপন্নার্ত্তিহর! আমার পুত্র যে নরক, তাহার পুত্র এই ভগদত্ত ভীত হইয়া তোমার পাদপদ্মে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে প্রতিপালন কর, এবং ইহার মস্তকে অখিল পাপনাশক তোমার হস্তকমল অর্পণ কর। ৩১

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিনম্রা পৃথিবী কর্ত্তৃক এই প্রকার বাক্য দ্বারা পূজিত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সকল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন সেই ভৌম নরকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৩২

ভগবান্ হরি তথায় বিক্রম প্রকাশ দ্বারা রাজাদিগের নিকট হইতে ভৌম কর্ত্তৃক আহৃত, দেব, সিদ্ধ, অসুর রাজগণের শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যা দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীগণ ও সেই পুরীপ্রবিষ্ট নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, এবং দৈববশে আগত তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন। ৩৩-৩৪

ইনি আমার পতি হউন এবং বিধাতা তাহা অনুমোদন করুন এই কথা সকলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ নরযান দ্বারা সুমৃষ্ট নির্ম্মল বসন পরিধানকারিণী সেই স্ত্রীগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং মহাকোষ রথ, অশ্ব, প্রচুর ধন ও ছয় হাজার ঐরাবতকুলোৎপন্ন চতুর্দ্দন্ত বেগবান্ হস্তিগণ এবং চতুষষ্টিসংখ্য শ্বেতবর্ণ হস্তীও দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩৫—৩৭

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবেন্দ্রভবনে গমন করিয়া অদিতিকে কুণ্ডল দুইটি প্রদান করিয়া ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক প্রিয়ার সহিত পূজিত হইয়াছিলেন, এবং ভার্য্যা সত্যভামার প্রেরণায় পারিজাত তরু উৎপাটিত করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া দ্বারকাপুরে আনয়ন করেন। পরে সত্যভামার গৃহোদ্যানে শোভার নিমিত্ত তন্মধ্যে স্থাপন করেন, তখন তাহার গন্ধে লোলুপ হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রমরগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৩৮-৪০

বিবৃতি—নরকাহৃত কন্যাগণ ধন রত্ন হস্তী অশ্ব এই সকল দ্বারকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, বারুণছত্র ও মণিপর্ব্বত গরুড়ের পৃষ্ঠে লইয়া স্বর্গে গমন করেন, এই কথা হরিবংশে বর্ণিত আছে। ৩৭

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহান্ অহো সুরাণাঞ্চ তমো ধিগাঢ্যতাম্ ॥৪১॥
অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ। যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ॥৪২॥
গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ক্যকৃৎ নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো যথেতরো গার্হকমৈধিকাংশ্চরন্ ॥৪৩॥
ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগহাসাবলোকনবসঙ্গমজল্পলজ্জাঃ ॥৪৪॥
প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্য্যৈর্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পারিজাতহরণনরকবধো নাম একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

যে ইন্দ্র প্রণত হইয়া কিরীটকোটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ করত শ্রীকৃষ্ণকে অর্থসাধন বিষয়ে (নরকাসুরের নিকট হইতে অদিতির কুণ্ডল আনয়ন বিষয়ে) যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া ইঁহার সহিত ঐ মহাবিগ্রহ করিলেন, অতএব দেবতাদিগেরও ঐশ্বর্য্যমদমত্ততায় ধিক্। ৪১

অনন্তর একই মুহূর্ত্তে স্ত্রীগণ-সমসংখ্যক রূপ ধারণ করিয়া নানাগৃহে অবস্থিত সেই সকল স্ত্রীগণকে অব্যয় ভগবান্ যথাবিধি একসময়ে তাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪২

নিজানন্দে পরিপূর্ণ ভগবান্, সেই স্ত্রীগণের সাম্যাতিশয়রহিত গৃহসকলে একভাবে নিরন্তর অবস্থিত হইয়া রমাগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। যেমন সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহকর্ম্ম করে তাহার ন্যায়। ৪৩

ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁহার অবস্থানও জানিতে পারেন না, সেই সকল স্ত্রীগণ সেই রমাপতিকে এই প্রকারে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া সহজচিত্তে অনুরাগের সহিত হাস্য অবলোকন, নবসঙ্গম ও জল্পনাবিষয়ে লজ্জিত হইয়া অবিশ্রান্ত ভজনা করিতে লাগিলেন। ৪৪

শত শত দাসীগণ থাকিতেও সেই সকল কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ, শ্রীকৃষ্ণ আসিবামাত্র গাত্রোত্থান, আদর, আসনদান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বুলার্পণ, পাদসম্বাহন, ব্যজন, গন্ধ, মাল্য, কেশসংস্কার, স্নান ও উপহার প্রদান দ্বারা বিভুর দাস্য বিধান করিতে লাগিলেন। ৪৫

বিশ্বব্রতি—ধনিকতা বহু অনর্থের আকর, কৃষ্ণের নিকট বহুপকৃত ইন্দ্রও যে তাঁহার সহিত বিগ্রহ করেন, ইহার কারণ একমাত্র ঐশ্বর্য্যমদমত্ততা। ৪১

একমূর্ত্তিরই প্রকাশভেদ বুঝিতে হইবে, বিগ্রহভেদ নহে, পরে কথিত হইবে। 'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্, গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ।' তিনি অচিন্ত্যশক্তি বলিয়াই ইহা সম্ভব। ৪২

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে আছে, ভগবানের ষোড়শকলারূপিণী ষোড়শ স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারাই ষোড়শ সহস্র। ৪৩

ইতি দশম স্কন্ধে একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

ষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্গুরুম্। পতিং পর্য্যচরদ্ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ ॥১॥

যস্ত্বেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ। স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুষ্বজঃ ॥২॥

তস্মিন্নন্তর্গৃহে ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা। বিরাজিতে বিতানেন দীপৈর্মণিময়ৈরপি ॥৩॥

মল্লিকাদামভিঃ পুষ্পৈর্দ্বিরেফকুলনাদিতে। জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈশ্চ গোভিশ্চন্দ্রমসোঽমলৈঃ ॥৪॥

পারিজাতবনামোদবায়ুনোদ্যানশালিনা। ধূপৈরগুরুজৈ রাজন্ জালরন্ধ্র বিনির্গতৈঃ ॥৫॥

পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্য্যঙ্কে কশিপূত্তমে। উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্ ॥৬॥

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ। তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম্ ॥৭॥

সোপাচ্যুতং কণয়তী মণিনূপুরাভ্যাং রেজেঽঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা।
বস্ত্রান্তগূঢ়কুচকুঙ্কুমশোণহারভাসা নিতম্বধৃতয়া চ পরার্দ্ধ্যকাঞ্চ্যা ॥৮॥

তাং রূপিণীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠবক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, একদা জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শয্যায় সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, রুক্মিণী দেবী সখীগণের সহিত ব্যজন দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। যে অজ ঈশ্বর অবলীলাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, তিনি স্বকৃত মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১-২

(প্রথমে তিন শ্লোকে মন্দির-বর্ণনা যথা) সেই অতি প্রসিদ্ধ অন্তঃপুর-গৃহে (রুক্মিণী-মন্দিরে)—যাহা মুক্তাদাম-বিলম্বিত বিতান দ্বারা বিরাজিত এবং মণিময় দীপমালা সুশোভিত ছিল। ৩

এবং মল্লিকা পুষ্পদামে ভ্রমরগণ নিনাদ করিতেছিল, জাল-রন্ধ্র দ্বারা প্রবিষ্ট চন্দ্রের অরুণ কিরণে ও পারিজাতবনামোদে আমোদিত উদ্যানসঞ্চরণশীল বায়ুহিল্লোলে এবং জাল-রন্ধ্র দ্বারা নির্গত অগুরুধূপে অতিশয় মনোহর—এইরূপ শোভাবিশিষ্ট অন্তঃপুরমধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি অতিশুভ্র দুগ্ধফেনসদৃশ শয্যায় সুখে শয়ান জগৎপতিকে রুক্মিণী দেবী সেবা করিতেছিলেন। ৪-৬

এবং সখীর কর হইতে রত্নদণ্ডবিশিষ্ট বালব্যজন (চামর) গ্রহণ করিয়া রুক্মিণী দেবী তদ্দ্বারা বীজন করত জগদীশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। ৭

সেই রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পাদদ্বয়ে মণিময় নূপুর শব্দ করিতেছিল, এবং তাঁহার হস্তাগ্রে বলয়, অঙ্গুরীয়ক ও বালব্যজন ছিল, বস্ত্রান্তরালে গূঢ় কুচ-কুঙ্কুমসংসর্গে রক্তবর্ণ সুবর্ণহারদীপ্তি দ্বারা এবং নিতম্বদেশে ধৃত অমূল্য কাঞ্চী দ্বারাও তিনি অতিশয় শোভান্বিতা হইয়াছিলেন। ৮

যিনি লীলাগৃহীত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মীর রূপ হইতেও অধিক রূপশালিনী অথবা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী রুক্মিণীকে অনন্যগতি হইলেও তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি সহকারে বলিয়াছিলেন, রুক্মিণীর অলক, কুণ্ডল, নিষ্ক ও কণ্ঠস্থ হারের শোভায় উল্লসিত বদনে অমৃতময় হাস্য ছিল

বিশ্বব্রুতি—এই ভগবান্ ও রুক্মিণী দেবীর প্রেম-কলহ অনিরুদ্ধের বিবাহানন্তর হইলেও মহিষী-বিলাস প্রসঙ্গে রসবিশেষ লাভের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ১

রুক্মিণীর অলক সকল, কুণ্ডলদ্বয়, পদক দ্বারা অলঙ্কৃতকণ্ঠ—এই সকল দ্বারা চতুর্দ্দিকে শোভিত বদনে ঈষৎ হাস্যসুধা বিরাজ করিতেছিল, তিনি ধীরা সুতরাং ভগবানের বক্ষ্যমাণ

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ। মহানুভাবৈঃ শ্রীমন্তী রূপৌদার্য্যবলোর্জ্জিতৈঃ ॥১০॥
তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মর দুর্ম্মদান্।
দত্তা ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো বব্রেঽসমান্ ॥১১॥
রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্। বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্ ॥১২॥
অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্। আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ ॥১৩॥
নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ। তস্মাৎ প্রায়েণ নহ্যঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥১৪॥
যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ। তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ॥১৫॥
বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া। বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা ॥১৬॥
অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্। যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে ॥১৭॥

ভগবান্ বলিলেন, হে রাজপুত্রি! লোকপাল-সদৃশ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মহানুভাবরূপ ঔদার্য্য-বল-বিশিষ্ট ভূপালগণ তোমাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ১০

গৃহে আগত প্রার্থী কামোন্মত্ত শিশুপালাদি ভূপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক তাহাদের হস্তে দিবার জন্য সঙ্কল্পিতা হইয়াও কেন তুমি তোমার বা শিশুপালাদির অসমান আমাদিগকে বরণ করিয়াছিলে? ১১

হে সুভ্রু! আমরা বলবান্ জরাসন্ধ প্রভৃতি হইতে ভীত হইয়া সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছি, তথাপি বলশালী ঐ রাজগণের সহিত তোমার হরণাদি ব্যাপারে আমরা দ্বেষ করিয়াছি এবং আমরা প্রায়শঃ রাজাসন ত্যাগ করিয়াছি। ১২

(স্ত্রীমাত্রেই আমাকে আশ্রয় করা অন্যায় এই কথা বলিতেছেন) হে সুভ্রু! যে পুরুষের ধর্ম্মাচরণ আদি জানা যায় না, আস্তিক বা নাস্তিক, প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত ইত্যাদি সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না এবং যে পুরুষ স্ত্রীপরতন্ত্র নহে, তাহাকে আশ্রয় করিলে প্রায়ই স্ত্রীগণকে অবসন্ন হইতে হয়। ১৩

আমরা অকিঞ্চন সুতরাং সর্ব্বদাই নিষ্কিঞ্চন লোকদিগেরই প্রিয়, অতএব হে সুমধ্যমে! আঢ্য ব্যক্তিরা প্রায় আমাকে ভজনা করে না ১৪

যাহাদের পরস্পরের চিত্ত অনুরূপ এবং জন্ম ঐশ্বর্য্য আকৃতি আয় ব্যয় সমান, তাহাদিগের পরস্পর মৈত্রী বা বিবাহ প্রশস্ত, উত্তম ও অধমের মৈত্রী বা বিবাহ প্রশস্ত নহে। ১৫

হে বৈদর্ভি! এই সকল বিষয় না জানিয়া অদূর-দর্শিনী তুমি ভিক্ষুকগণের শ্লাঘ্য গুণহীন আমাদিগকে বৃথা বরণ করিয়াছ। অর্থাৎ আমাদের পরস্পর বিত্ত ঐশ্বর্য্য আকৃতি বংশমর্য্যাদা অনুরূপ নহে; তুমি তাহা না জানিয়া কয়েকজন ভিক্ষুকের প্রশংসাবাক্যে আমাকে বরণ করিয়া ভাল কার্য্য কর নাই। ১৬

অতএব এখনও তুমি আপনার অনুরূপ কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে ভজনা কর, যাহাতে তুমি ইহকালে ও পরকালে সুখলাভ করিতে পারিবে। ১৭

পরিহাসের অযোগ্যা। ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে নবমাধ্যায়ে আছে, বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করো-ত্যেষাত্মনস্তনুং ইত্যাদি। রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি, এই পরিহাস যে অযোগ্য হইয়াছিল, একথা ভগবান্‌ই অগ্রে বলিবেন অতদর্হামিত্যাদি। ৯

বিশ্বপ্তি—সর্ব্বগুণযুক্তা হইলেও রুক্মিণীর বুদ্ধি অতিশয় মন্দ, এই কথাই প্রথমে একাদশ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। ১০

প্রায়শঃ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, রাজরাজেন্দ্রাভিষেকে ক্ষণকালের জন্য রাজাসন স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উগ্র-সেনাদিরা বলপূর্ব্বকই উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২

চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধ-দন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ। মম দ্বিষন্তি বামোরু রুক্মী চাপি তবাগ্রজঃ ॥১৮॥
তেষাং বীর্য্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে। আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোপহরতাসতান্ ॥১৯॥
উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ। আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ ॥২০॥
শ্রীশুক উবাচ।
এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব। মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ ॥২১॥

ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাত্মনঃ প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্ব্বমপ্রিয়ম্।
আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথুশ্চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ ॥২২॥
পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ॥২৩॥
তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধের্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্ রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥২৪॥

হে বামোরু! চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্তবক্র প্রভৃতি রাজারা এবং তোমার অগ্রজ রুক্মী ইহারা সকলেই আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে। ১৮

হে ভদ্রে! বীর্য্যমদান্ধ সেই সকল বীরদিগের দর্পহরণের জন্য সেই অসাধুগণের তেজ অপহরণকারী আমা কর্ত্তৃক তুমি আনীতা হইয়াছ। ১৯

আমরা স্ত্রী পুত্র ও অর্থের প্রতি কামনা রাখি না এবং দেহ ও গেহে উদাসীন, প্রদীপের ন্যায় সাক্ষিমাত্র অতএব অপ্রিয়, আত্মলাভে পূর্ণ হইয়া আছি। ২০

শুকদেব বলিলেন, সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকা নিবন্ধন—রুক্মিণী নিজেকেই কৃষ্ণের প্রিয়পাত্রী মনে করিতেন। ভগবান্ কৃষ্ণ এই সকল কথা বলিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়া পরে বিরত হইলেন। ২১

রুক্মিণী দেবী, নিজের প্রিয়তম ত্রিলোকেশ্বরগণের অধীশ্বরের মুখে এই অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে ভীতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃৎকম্প হইয়াছিল। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন ও দুরন্ত চিন্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২২

তখন রুক্মিণী দেবী, নখ দ্বারা অরুণবর্ণ শ্রীবিশিষ্ট সুকোমল পদ দ্বারা ভূমি খুঁড়িতে খুঁড়িতে এবং অঞ্জন-যুক্ত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ অশ্রু দ্বারা কুঙ্কুমাক্ত স্তনদ্বয়কে অভিষিক্ত করত, অধোমুখী ও অতি দুঃখে রুদ্ধ-বাক্যা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ২৩

অতিশয় দুঃখ, ভয় ও শোকে রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় স্খলিত হইল ও ব্যজন পতিত হইল এবং অল্পবুদ্ধি বশত রুক্মিণীর বিমুগ্ধ শরীরও কেশরাশিকে বিকীর্ণ করিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় পতিত হইল। ২৪

বিশ্বব্রত্তি—উদাসীন—অনাসক্ত, ঔদাসীন্য স্ত্রীগণের অত্যন্ত দুঃসহ, যাঁহারা আত্মলাভ করেন, তাঁহারা পূর্ণ, তাঁহাদের কোন বস্তুর প্রতি এমন কি দেহাদির প্রতিও আসক্তি থাকে না। ২০

রুক্মিণী অনুকূলা দক্ষিণা নায়িকা বলিয়াই কৃষ্ণের তাদৃশ অপ্রিয় বাক্যে মানিনী না হইয়া দুঃখিতা ও চিন্তিতা হইয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মাদি লোকপালের অধীশ্বর, তাঁহার মুখে এইরূপ পরুষবাক্য বিশেষতঃ রুক্মিণীর ন্যায় স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অযোগ্য; কারণ, ইনি সকল প্রেয়সীগণের মধ্যে মুখ্যা, এই সকল কারণেই তিনি কম্পিতহৃদয়া, রোদনপরায়ণা ও চিন্তাযুক্তা হইয়াছিলেন। ২২

কৃষ্ণ স্বভাবতই মহা কৌতুকপরায়ণ, পুত্র পৌত্র হওয়ার পরে কোনরূপেই রুক্মিণীকে ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না, এ কথা রুক্মিণী কেন বিচার করেন নাই, উত্তর—তিনি পরম সরলা দক্ষিণা নায়িকা, কৃষ্ণবাক্যে হতবুদ্ধি হওয়ায় বিচার করিতে পারেন নাই। ২৪

তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্। হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত ॥২৫॥
পর্য্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ। কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্তং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা ॥২৬॥
প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা।
আশ্লিষ্য বাহুনা রাজন্ অনন্যবিষয়াং সতীম্ ॥২৭॥
সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ। হাস্যপ্রৌঢ়িভ্রমচ্চিত্তামদর্হাং সতাংগতিঃ ॥২৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।
মা মা বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্। ত্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে ॥২৯॥
মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্। কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রূকুটীতটম্ ॥৩০॥
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্। যন্নর্ম্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি ॥৩১॥

ভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়তমা রুক্মিণীর সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেমবন্ধন দেখিয়া, পরিহাসের গাম্ভীর্য্য বিষয়ে অনভিজ্ঞা রুক্মিণীর প্রতি করুণাপরতন্ত্র হইয়া অনুকম্পা করিয়াছিলেন। ২৫

তখন চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ, অতি শীঘ্র পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া ও প্রিয়তমাকে উঠাইয়া কেশ বন্ধন করিয়া দিয়া পদ্মহস্তে তাঁহার বদন মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। ২৬

হে রাজন্! তখন শ্রীকৃষ্ণ, অশ্রুশোভিতা রুক্মিণীর নয়নদ্বয় এবং শোকাশ্রু দ্বারা উপহত (সিক্ত) স্তনদ্বয় মার্জ্জন করিয়া অনন্যবিষয়া (আত্মৈকাশ্রয়া) পাতিব্রত্যাদি সদ্গুণশালিনী রুক্মিণীকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ২৭

সাধুদিগের আশ্রয়, সামবাক্য প্রয়োগে অভিজ্ঞ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, কৃপা করিয়া কৃপণা (নিজের উপেক্ষা মনে করিয়া দুঃখদীনচিত্তা) হাস্য গাম্ভীর্য্যে ভ্রান্তচিত্তা ও তাদৃশ পরিহাসের অযোগ্যা, কৃপাপাত্রী রুক্মিণীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। ২৮

ভগবান্ বলিলেন, হে বৈদর্ভি! আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না, হে সুন্দরি! তুমি যে মৎপরায়ণা, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে জানি। তোমার বাক্য অর্থাৎ তুমি আমাকে কি বলিবে তাহা জানিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে আমি এরূপ আচরণ করিয়াছি। ২৯

প্রণয়-কোপে কম্পিতাধরবিশিষ্ট তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমি ঐরূপ আচরণ করিয়াছি। ৩০

(কলহেতে কি কৌতুক হয় অথবা কি সুখ আছে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) হে ভীরু! হে ভামিনি! গৃহেতে প্রিয়ার সহিত নর্ম্মক্রীড়াতে গৃহস্থগণের যে প্রহরাত্মক কাল অতিবাহিত হয়, ইহা একটি পরম লাভ। ৩১

বিবৃতি—বামা নায়িকার ন্যায় হাস্যপরিহাসানভিজ্ঞা রুক্মিণী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিই দয়ালু, রুক্মিণীর প্রতি যে অনুকম্পা করিবেন, তাহার ত কথাই নাই। ২৫

উত্থাপন, আলিঙ্গন, কেশবন্ধন, ও বদন মার্জ্জনাদির জন্য সেই সময়ে ভগবান্ চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন। ২৬

রুক্মিণীকে খেদ প্রাপ্ত করান ও সান্ত্বনা দেওয়ায় শুকদেব যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই বলিয়াছিলেন, প্রভু যখন যাহা করেন, তখন তাহাতেই তিনি সমর্থ। ২৮

সমস্ত বিশেষণগুলিই বাক্যের ও মুখের বুঝিতে হইবে ৩০

রুক্মিণী কৃষ্ণের অতিবল্লভা সুতরাং তাঁহার সহিত কৌতুক করা উপযুক্ত হইয়াছে। হে ভীরু! তুমি ভয়ময় দক্ষিণ-প্রেমস্বভাবা বলিয়াই শঙ্কিতা হইয়াছ, বিচার করিলে শঙ্কা করিতে না ইতি ভাব। ভগবানের এই অভিপ্রায় ছিল যে, এই রুক্মিণী সরলা প্রেমবতী ও পরম গাম্ভীর্য্যবতী, সুতরাং ইহার নিকট আমার অভীষ্ট প্রিয়ার কোপবিলাস, প্রেমনির্ব্বন্ধপ্রকাশক সবিকার কণ্ঠোক্তি

শ্রীশুক উবাচ।

সৈবং ভগবতা রাজন্ বৈদর্ভী পরিসান্ত্বিতা। জ্ঞাত্বা তৎপরিহাসোক্তিং প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ ॥৩২॥

বভাষ ঋষভং পুংসাং বীক্ষন্তী ভগবন্মুখম্। সব্রীড়হাসরুচির-স্নিগ্ধাপাঙ্গেন ভারত ॥৩৩॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ।

নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ যদ্বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ।
ক স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ কাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ॥৩৪॥
সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা।
নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং ত্বৎসেবকৈর্নৃপপদং বিধুতং তমোঽন্ধম্॥৩৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এইরূপে বৈদর্ভী ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়া এবং তাঁহার পরিহাসোক্তি জানিতে পারিয়া প্রিয়তম আমাকে ত্যাগ করিবেন না এইরূপ ভয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩২

হে ভারত! —তখন রুক্মিণী দেবী সলজ্জ এবং সহাস্য মনোহর অপাঙ্গ দ্বারা ভগবন্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠকে বলিলেন। ৩৩

(শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে নিজের ষোলটি দোষ বলিয়াছেন, যথা অসমত্ব, ভয়, দুর্গাশ্রয়, অরাজত্ব, অবিজ্ঞত্ব, অলৌকিক চেষ্টা, অবসন্নতা, নিষ্কিঞ্চনত্ব, নিষ্কিঞ্চনের প্রীতি, আঢ্যদিগের অনাদর, অনৌচিত্য, নির্গুণত্ব, ভিক্ষুকগণ কর্ত্তৃক শ্লাঘা, ঔদাসীন্য এবং অকামত্ব। আর রুক্মিণীর অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা এবং রাজগণের বহু গুণ যাহা বলিয়াছিলেন, রুক্মিণী উহার খণ্ডন করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষপর রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন) হে পদ্মলোচন! আপনি বলিয়াছেন যে, বিভু ভগবান্ আপনার আমি অসদৃশী, উহা সত্য; কেন না, নিজ নিজ মহিমায় অভিরত ত্রিগুণাধীশ্বর ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা আপনি কোথায়? আর—অজ্ঞজনেরা যাঁহার পাদপদ্মের আশ্রয় লয়, সেই গুণ প্রকৃতি ত্রিগুণস্বভাবা প্রাকৃতী, অথবা গুণময়ী প্রকৃতি আমিই বা কোথায়? (এই দুইটির কোনরূপেই সাদৃশ্য হইতে পারে না)। ৩৪

(রাজগণ হইতে ভীত হইয়া সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছি এই ভগবদুক্তির উত্তর দিতেছেন) হে উরুক্রম! আপনি চৈতন্যঘন আত্মা, আপনি যে গুণগ্রাম হইতে ভীত হইয়া সমুদ্র তুল্য, অগাধ অন্তহৃদয়ে নিশ্চলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাও সত্য। আর আপনি যে বলিয়াছেন, বলবানের সহিত দ্বেষ করিয়াছি, উহাও সত্য; কেন না, বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণের সহিত আপনি সর্ব্বদা যুদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ সেই সকলে আপনার অপ্রতীতি। অপর যে বলিয়াছেন, আমরা প্রায় নৃপাসন পরিত্যাগ করিয়াছি, উহাও সত্য, যেহেতু আপনার সেবকেরাও গাঢ় তমঃস্বরূপ নৃপাসন ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার কথা আর কি আছে? ৩৫

বিশেষ কিছুই পরিষ্কাররূপে লাভ করিতে পারি নাই। সেই জন্য যাহাতে ইঁহার ক্রোধ হয় এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ বাক্য বলেন, আমি নিশ্চয়ই পরিহাস দ্বারা তাহা করিতে চেষ্টা করিব। যখন ভ্রাতার বৈরূপ্যকরণে ক্রোধ হইল না, তখন কোন কার্য্যেই ক্রোধ হইবে না, পরন্তু আমার নয়ত সঙ্গলাভজনিত ইঁহার যে দর্প, তাহা দূর করিলে কোপ হইতে পারে। যখন তাহাতেও কার্য্য হইল না, তখন নিজ বিশ্লেষ সম্ভাবনার বাক্য বলিলেন, তাহাতে কোপ না হইয়া বিপরীত হইল। তখন ভগবান্ নিজ পরিহাসকথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। ৩১

বিবৃতি—তুমিও অধীশ্বরী, স্ত্রী, লোকে তোমার আরাধনা করে, তবে সমান কেন হইবে না? এই আশঙ্কায়

ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং বর্ত্মাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্বিভাব্যম্।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্ ॥৩৬॥
নিষ্কিঞ্চনো ননু ভবান্ ন যতোঽস্তি কিঞ্চিদ্‌যস্মৈ বলিং বলিভুজোঽপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ।
ন ত্বা বিদন্ত্যসুতৃপোঽন্তকমাঢ্যতান্ধ্যাঃ প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেঽপি তুভ্যম্ ॥৩৭॥
ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্।
তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন ॥৩৮॥
ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥৩৯॥

(আর যে সকল পুরুষের বর্ত্ম অস্পষ্ট এবং আচার লোকাতীত, তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিলে স্ত্রীগণের ক্লেশ পাইতে হয় এই ভগবদুক্তির উত্তর দিতেছেন) হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মের মকরন্দসেবী মুনিগণের বর্ত্ম অপরিস্ফুট। তাহা নরাকার পশুদিগের দুর্বিভাব্য। অতএব আপনার মার্গের কথা আর কি বলিব। হে ভূমন্! যে সকল ব্যক্তি আপনার সেবা করেন,তাঁহাদিগের চেষ্টিত যখন অলৌকিকের ন্যায়, তখন আপনি ঈশ্বর, আপনার চেষ্টিত যে অলৌকিক হইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি ? ৩৬

(আমরা নিষ্কিঞ্চন ও নিষ্কিঞ্চন জনের প্রিয়, অতএব আঢ্য লোকেরা আমাকে ভজনা করে না, ভগবদুক্ত এই দোষত্রয়ের উত্তরে বলিতেছেন) হে প্রভো! আপনি দরিদ্ররূপ নিষ্কিঞ্চন নহেন। যাহা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নাই, সেই নিষ্কিঞ্চন আপনি, দরিদ্রই নিষ্কিঞ্চন বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও আপনার সম্বন্ধে তাহা ঘটে না; কারণ, অন্য হইতে যাঁহারা পূজা লাভ করেন, সেই পূজ্য ব্রহ্মাদিরাও যাঁহাকে বলি পূজা দিয়া থাকেন, তিনি কিরূপে দরিদ্র হইবেন! ধনমদান্ধ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা আত্মপ্রাণ-পোষণপর, তাহারা অন্তকরূপী আপনাকে জানিতে পারে না। বলিভুক্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে আপনি, আঢ্যমদান্ধ ব্যক্তিরা অথবা বলিভোজীরাও আপনাকে জানে না। ৩৭

(যয়োরাত্মসমং বিত্তং ইত্যাদি দ্বারা যে অনৌচিত্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার পরিহার করিয়া বলিতেছেন) হে প্রভো! আপনি সকল পুরুষার্থময়। ফলাত্মা—পরমানন্দস্বরূপ। সুমতি লোক সকল যাঁহাকে বাঞ্ছা করিয়া অর্থাৎ যাঁহাকে পাইবার আশায় সমুদায় পরিত্যাগ করেন, হে বিভো! আপনার সেব্য-সেবকলক্ষণ যে সম্বন্ধ, তাহা তাঁহাদিগেরই সমুচিত। পরন্তু পরস্পরে অভিরত সুখ-দুঃখাত্মা স্ত্রী ও পুরুষের তাহা সমুচিত নহে। ৩৮

(ভিক্ষুগণ মিথ্যা স্তব করিয়াছে এই ভগবদুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে) হে প্রভো! ন্যস্তদণ্ড (যাঁহারা সর্ব্বভূতে অভয়দান করিয়াছেন) মুনিগণ কর্ত্তৃক আপনার অনুভাব কথিত হইয়াছে এবং আপনি জগতের আত্মা ও আত্মপ্রদ, এ নিমিত্ত আপনার ভ্রূবিক্ষেপে উদীরিত যে কাল, তাহার বেগে বিধ্বস্ত মঙ্গল ব্রহ্মাদি স্বর্গপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি; অন্যের কথা আর কি বলিব। ৩৯

উত্তরে বলিয়াছেন, অজ্ঞ জনেরাই আমার পাদপদ্মে আশ্রয় লয়। আমি জড়, আপনি চেতন, আমি গুণস্বরূপা বলিয়া সর্ব্বনিকৃষ্ট পদে বর্ত্তমানা, আপনি তিনগুণের অথবা ব্রহ্মাদি তিন দেবের অধীশ্বর অতি উৎকৃষ্ট পদে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ৩৪

বিবৃতি—সম্যগ্‌ভাবে ঘোড়ার ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় যাহারা

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ যস্তু ভূপান্ বিদ্রাব্য শার্ঙ্গনিনদেন জহর্থ মাং ত্বম্।
সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশূন্ স্বভাগং তেভ্যো ভয়াদ্যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ ॥৪০॥
যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গবৈণ্যজায়ন্তনাহুষগয়াদয় ঐকপত্যম্।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমম্বুজাক্ষ সীদন্তি তেঽনুপদবীং ত ইহ স্থিতাঃ কিম্ ॥৪১॥
কান্যং শ্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধমাঘ্রায় সন্মুখরিতং জনতাপবর্গম্।
লক্ষ্ম্যালয়ন্ত্ববিগণয্য গুণালয়স্য মর্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ ॥৪২॥
তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশমাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥৪৩॥

(নিজের অজ্ঞান পরিহার করিয়া অন্য পুরুষ-গুণ বর্ণন জন্য সঞ্জাত কোপে শ্রীকৃষ্ণেরই অজ্ঞতা উপপাদন পূর্ব্বক বলিতেছেন) হে গদাগ্রজ ! হে ঈশ ! সিংহ যেমন অন্য পশুকে দূরীভূত করিয়া বলি অর্থাৎ খাদ্য হরণ করে, তদ্রূপ শার্ঙ্গধনু-র্নিনাদ দ্বারা জরাসন্ধাদি রাজগণকে দূর করিয়া স্বীয় বলি (ভাগ) আমাকে হরণ করিয়াছেন। ভয়েতে আমি সমুদ্রের শরণপন্ন, আপনার এই বাক্য মন্দ, উহা সঙ্গত হয় না। ৪০

(আমাকে ভজিলে অবসন্ন হয়, এই ভগবদুক্তির উত্তরে বলিতেছেন) হে অম্বুজাক্ষ ! নৃপশিখামণি-স্বরূপ অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজগণ যে আপনার ভজনাকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর একাধিপত্য ত্যাগ করিয়া আপনার পদবী আশ্রয় করিতে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? না, তাঁহারা অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪১

(আপনার অনুরূপ অন্য কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর এই ভগবদুক্তির প্রতিবাদকল্পে বলিতেছেন) হে প্রভো ! গুণালয় আপনার নিখিল জনের মোক্ষদায়ক, লক্ষ্মীর আলয়স্বরূপ ও সাধুগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত পাদপদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও তাহা গণনা না করিয়া স্বার্থদৃষ্টিসম্পন্না কোন্ মরণধর্ম্মশালিনী নারী, সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত পুরুষকে আশ্রয় করিবে ? অতএব জগতের অধীশ্বর, ইহকাল ও পরকালে কামপূরণকারী অনুরূপ (ভজন-যোগ্য) আপনাকে ভজনা করিয়াছি, যে ব্যক্তি আপনাকে ভজনা করে, আপনি তাহার সংসারতাপ দূর করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন, অতএব দেবতির্য্যগাদি নানা পথে ভ্রাম্যমান হইয়াও আমি আপনার পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি। ৪২-৪৩

নিষ্কিঞ্চন, ভগবান্ তাহাদের প্রিয় নহেন, তাহারা ভগবানের প্রিয় নহে ; যাহাদের বিষয়ভোগকালেও আসক্তি নাই, তাহারাই নিষ্কিঞ্চন, তাহাদিকেই ভগবান্ ভালবাসেন। ৩৭

যাহারা দেহ দৈহিক বিত্তাদির অপেক্ষা না রাখিয়া এমন কি লোকদ্বয়াপেক্ষা ও মোক্ষাপেক্ষা পর্য্যন্ত না রাখিয়া সকল ত্যাগ করে, তাহারাই প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন, আপনিই তাহাদের প্রিয়তম, সুতরাং যুক্তিযুক্ত। আর যাহারা গৃহরত মিথুনভাবাপন্ন স্ত্রী ও পুরুষ, দুঃখের প্রতীকার সুখ চায়, তাহাদের সুখ ও দুঃখই সমুচিত ইতি ভাব। ৩৮

বিবৃতি—অন্য রমণী অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে করুক, কিন্তু আপনার পাদপদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও তাহা গণনা না করিয়া কে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, পাদপদ্মের ঘ্রাণ পাইলে অন্যের আশ্রয় লওয়াই অসম্ভব। পাদপদ্ম ভক্তি-ভাবের দ্যোতক, গুণগ্রাম শুনিয়া এইরূপ অর্থ, উহা কীদৃশ, সাধুগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত এই সকল বিশেষণ দ্বারা মুক্ত মুমুক্ষু বিষয়িগণ সেব্য বুঝাইয়াছে, যাহারা অর্থদৃষ্টি, তাহারা মূর্খ। ৪২

বিষ্ণু যখন যে অবতার গ্রহণ করেন, লক্ষ্মীও তাঁহার

তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্বশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্‌যুষ্মৎ কথা মৃড়বিরিঞ্চসভাসু গীতা ॥৪৪॥
ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্‌।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥৪৫॥
অস্ত্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ আত্মন্‌ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ।
যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা ॥৪৬॥
নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন। অম্বায়া ইব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥৪৭॥

(বহুগুণবিশিষ্ট অন্য রাজগণকে বরণ করিতে যে ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন, তদুত্তরে বলিতেছেন) হে অচ্যুত! হে শত্রুদমন! হর ও বিরিঞ্চি সভাতে গীয়মান আপনার কথা যে রমণীয় কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় নাই, আপনার কথিত এবং স্ত্রীগণের গৃহে গর্দ্দভ গো কুকুর বিড়াল ও ভৃত্য তুল্য সেই রাজারা সেই অভাগিনীর পতি হইবার যোগ্য। ৪৪

হে ভগবন্‌! যে রমণী আপনার পাদপদ্ম-মকরন্দের ঘ্রাণ লাভ করে নাই, সেই বিমূঢ়া ইনি আমার কান্ত এই বুদ্ধিশালিনী হইয়া বাহিরে চর্ম্ম-শ্মশ্রু, নখ ও কেশ দ্বারা আচ্ছন্ন এবং অভ্যন্তরে মাংস অস্থি রক্ত কৃমি বিষ্ঠা কফ পিত্ত বায়ুপূর্ণ জীবন্ত শবকে ভজনা করে। ৪৫

(আমরা উদাসীন, এই ভগবদুক্তির উত্তরে বলিতেছেন) হে অম্বুজাক্ষ! যদিও আপনি নিরপেক্ষ আত্মরত, এবং আমাতে অনতিরিক্ত দৃষ্টি অর্থাৎ কোন বিশেষ দৃষ্টি নাই, তথাপি আমার আপনার চরণে অনুরাগ হউক। যদি বলেন ইহাতে তোমার কি লাভ ? তদুত্তরে বলিতেছেন, যে সময়ে এই বিশ্বের বৃদ্ধির নিমিত্ত রজোগুণের অতি মাত্রা (উৎকর্ষ) গ্রহণ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই সময়েই আমার প্রতি পরম অনু-কম্পা দর্শিত হইবে। ৪৬

(ভগবদুক্তি সকলের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া প্রসন্নচিত্তা রুক্মিণী বলিতেছেন) হে মধুসূদন! আত্মার অনুরূপ ইত্যাদি আপনার বাক্য মিথ্যা বলিয়া আমি মনে করি না। যেহেতুক লোকে কন্যারই কোন ব্যক্তিতে রতি হয়, যেমন কাশীরাজার অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা এই তিন কন্যার মধ্যে অম্বা নাম্নী কন্যারই শাল্বরাজের প্রতি রতি হইয়াছিল, সেইরূপ প্রায়শঃ কন্যারই হইয়া থাকে। ৪৭

অনুরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এ কথা বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের নবমাধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী, বিষ্ণো-র্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্‌। ইত্যাদি। ৪৩

বিশ্বব্রুতি—যাহারা ভগবৎ কথা একবার শুনিয়াছে, তাহারা কখনই অন্য ব্যক্তিকে পতিরূপে পাইতে চায় না, যাহার ভাগ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ হয় নাই, সেই দুর্ভাগ্য-শালিনীর ভাগেই গর্দ্দভ অর্থাৎ কেবল ভারবাহী, অথবা খরী যখন পদ দ্বারা রিরংসু খরকে প্রহার করে, তখনও তাহার অনুগমন করে তৎসদৃশ, গো বলীবর্দ্দ নিত্য কর্ষণভার-বহনাদি ব্যাপারে ক্লিষ্ট অথবা ভারবাহক, কুকুর নিত্য অবজ্ঞাত পরপিণ্ডোপজীবী, বিড়াল অতি দীন, অথবা উচ্ছিষ্ট-ভোজী ভৃত্য কিঙ্কর ইহাদের ন্যায় যাহারা স্ত্রীগণের গৃহে সর্ব্বদা আবদ্ধ, তাহারা উহার পতি হয়। আপনার বিদ্বেষে সেই রাজগণ মৃতপ্রায় ইতি ভাব। হে ভগবন্‌! আপনি আত্মতৃপ্ত পূর্ণ,সর্ব্বজনে সমদৃষ্টি সুতরাং আমাকে বিশেষ দৃষ্টিতে না দেখিলেও আমি এই প্রার্থনা করি যে, আমার যেন ঐ আপনার পাদপদ্মে অনুরাগ থাকে,বিশ্বসৃষ্টির সময়ে আপনাকে রজোগুণের আধিক্য স্বীকার করিতে হয়, সেই সময় আমাকে দেখিলেই আমি আপনার পরম দয়া অনুভব করিব। ৪৪-৪৬

বৃ্ঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ ॥৪৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।
সাধ্বি তচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি প্রলম্ভিতা। ময়োদিতং যদন্বাথ সর্ব্বং তৎ সত্যমেব হি ॥৪৯॥
যান্ যান্ কাময়সে কামান্ ময্যকামায় ভামিনি। সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি নিত্যদা ॥৫০॥
উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যঞ্চ তেঽনঘে। যদ্বাক্যৈশ্চাল্যমানায়া ন ধীর্ময্যপকর্ষিতা ॥৫১॥
যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া। কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥৫২॥
মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং মাত্রাত্মকত্বাৎ নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥৫৩॥
দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্য্যসকৃন্ময়ি ত্বয়া কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ।
সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো হ্যসুম্ভরায়া নিকৃতিং জুষঃ স্ত্রিয়াঃ ॥৫৪॥

পুংশ্চলী বিবাহিত হইলেও তাহার মন প্রতি নিয়ত নূতন নূতনকেই চায়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি অসতীকে পোষণ করিবেন না, যদি তাহাকে পোষণ করেন, তবে ইহলোক ও পরলোক এই উভয় চ্যুত হয়েন। ৪৮

ভগবান্ বলিলেন, হে সাধ্বি! এই সকল কথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষায়ই আমি তোমাকে ঐরূপ উপহাস করিয়াছি, আমার কথিত বাক্যের তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, সে সকলই সত্য। ৪৯

হে ভামিনি! তুমি আমার নিকট কামনিবৃত্তির জন্য যে যে কাম্য বিষয় প্রার্থনা করিতেছ, হে কল্যাণি! একান্ত ভক্তা তোমার সেই সকলই নিত্য সিদ্ধ আছে। ৫০

হে অনঘে! আমি তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যকে তিরস্কার করিয়াছি, নানা প্রকার বাক্যে তোমাকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমাতে তোমার যে বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা দূরীভূত করিতে পারি নাই অর্থাৎ ঐ বুদ্ধি অন্য বিষয়ে হয় নাই। ৫১

(একান্ত ভক্তিকে অভিনন্দন করিয়া সেই ভক্তিকেই দৃঢ় করিবার জন্য সকাম ভক্তগণকে নিন্দা করিতেছেন) যে সকল কামনাপরতন্ত্র মানব দম্পত্যুচিত উপভোগ সুখের নিমিত্ত ব্রত কি তপস্যা দ্বারা আমার ভজনা করে, তাহারা আমার মায়ায় মোহিত; নতুবা শিক্ষাদাতার নিকট বিষয়োপভোগ কেন কামনা করিবে? ৫২

(তাহারা যে মায়ায় মোহিত, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন) হে মানিনি! অপবর্গ ও সম্পদ যাহাতে সেই আমাকে প্রসন্ন করিয়া যাহারা কেবল সম্পদই বাঞ্ছা করে, সেই সম্পদের অধীশ্বরও আমিই, যে সকল বিষয় নরকেও অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট যোনিতেও সম্ভব হয়, অথচ বিষয়াত্মকতা নিবন্ধন সেই নিরয় সুখলভ্য, অতএব তাহারা মন্দভাগ্য। ৫৩

হে গৃহেশ্বরি! তুমি আমাতে নিষ্কাম অনুবৃত্তি করিয়াছ, ইহা মঙ্গল। ঐরূপ অনুবৃত্তি খলস্বভাবের পক্ষে সুদুষ্কর, এবং যে রমণীর দুরভিপ্রায় থাকে এবং নিজের পোষণপরা যে এবং যে বঞ্চনপরায়ণা, তাহার পক্ষেও তাদৃশ অনুবৃত্তি সুদুষ্কর। ৫৪

ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িনীং গৃহিণীং গৃহেষু পশ্যামি মানিনি যয়া স্ববিবাহকালে।
প্রাপ্তান্ নৃপান্ ন বিগণয্য রহোহরো মে প্রস্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রুতসৎকথস্য ॥৫৫॥
ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধি নির্জিতস্য প্রোদ্বাহপর্ব্বণি চ তদ্বধমক্ষগোষ্ঠ্যাম্।
দুঃখং সমুত্থমসহোঽস্মদযোগভীত্যা নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতাস্তে ॥৫৬॥
দূতস্ত্বয়াত্মলভনে সুবিবিক্তমন্ত্রঃ প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূন্যমেতৎ।
মত্বা জিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং তিষ্ঠেত তৎ ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ ॥৫৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ। স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ ॥৫৮॥
তথান্যাসামপি বিভুর্গৃহেষু গৃহবানিব। আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মান্ লোকগুরুর্হরিঃ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে কৃষ্ণরুক্মিণীসংবাদো নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০॥

(নিষ্কাম ভক্ত বহু আছে যাহারা প্রেম-সহকারেই আমার অনুবর্ত্তন করে কিন্তু তোমার মত আর কাহাকেও দেখি নাই, এই কথা তিন শ্লোকে বলিতেছেন) হে মানিনি! তোমার মত প্রণয়িনী অথচ গৃহিণী কোন গৃহে আমি দেখি না, যে তুমি নিজ বিবাহকালে সমাগত প্রার্থী রাজগণকে গণনা না করিয়া যাহার সম্বন্ধে সৎকথা শুনিয়াছিলে, সেই আমার নিকট গুপ্ত সন্দেশহর ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে। ৫৫

যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতার বৈরূপ্যকরণ, এবং অনিরুদ্ধের বিবাহে অক্ষক্রীড়ার সভায় সেই ভ্রাতার বধ, সেই সময়ে ও কালান্তরে সমুত্থিত দুঃখ আমার সহিত বিচ্ছেদ হইবার ভয়ে তুমি সহ্য করিয়াছ, এবং কখনও কিছুই বল নাই। সেই সকল কারণে আমাদিগকে জয় করিয়াছ। ৫৬

হে দেবি! আমাকে পাইবার নিমিত্ত অতি গুপ্তমন্ত্রযুক্ত ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলে, আমার যাইতে বিলম্ব হওয়ায় এই জগৎ শূন্য মনে করিয়া অন্যের অযোগ্য এই দেহত্যাগ করিব এই কথা বলিয়া দূতকে পাঠাইয়াছিলে, অথবা আমার তথায় যাইতে একটু বিলম্ব হওয়ায় তুমি তোমার এই দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে। তোমার কৃত কার্য্য তোমাতেই থাকুক, আমরা কেবল তোমাকে অভিনন্দন করি। ৫৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন, আত্মরত ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার সুরতনর্ম্মগোষ্ঠী দ্বারা নরলোকের অনুকরণ করত রমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৫৮

অন্যান্য মহিষীগণের গৃহেও গৃহীর ন্যায় গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লোকগুরু বিভু হরি বিরাজ করিয়াছিলেন। ৫৯

বিবৃতি—এই শ্লোকে পাশক ক্রীড়াকালীন বলদেব কর্ত্তৃক রুক্মিবধের কথা উল্লিখিত হওয়ায় কৃষ্ণের পরিহাস অনিরুদ্ধের বিবাহের পর হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। ৫৬

গৃহস্থদিগের কি করা উচিত, তাহা নিজে অনুষ্ঠান করিয়া লোক সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৫৯

ইতি দশম স্কন্ধে ষষ্টিতম অধ্যায়

একষষ্টিতম অধ্যায়

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্ত্রান্ দশ দশাবলাঃ। অজীজনন্ননবমান্ পিতুঃ সর্ব্বাত্মসম্পদা ॥১॥
গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্ত্র্যোঽচ্যুতং স্থিতম্। প্রেষ্ঠং ন্যমংসত স্বং স্বং ন তত্তত্ত্ববিদঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২॥

চার্ব্বব্জকোশবদনায়তবাহুনেত্রসপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ।
সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ ॥৩॥
স্ময়াবলোকলবদর্শিতভাবহারিভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥৪॥
ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগহাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্ ॥৫॥
প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচতাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্য্যৈর্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল স্ত্রীগণ প্রত্যেকে দশ দশটি পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মানুরূপ অবয়বসম্পন্ন হইলেন। ১

শ্রীকৃষ্ণের বনিতা রাজপুত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় গৃহে নিয়ত অবস্থিত দর্শন করিয়া নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্রী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। যেহেতু তাঁহারা তাঁহার তত্ত্ব অবগত ছিলেন না অর্থাৎ তিনি যে আত্মারাম, ইহা জানিতেন না। ২

পরিপূর্ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর পদ্মকোষ সদৃশ বদন ও আয়ত বাহু, নেত্র এবং প্রেমহাস্য সহ সরস অবলোকন আর মনোহর বাক্য দ্বারা মুগ্ধ হইয়া বনিতাগণ স্ব স্ব বিভ্রম দ্বারা তাঁহার মনকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ৩

ষোড়শ সহস্র পত্নীগণের ঈষদ্ধাস্যযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা সূচিত যে অভিপ্রায়, তদ্দ্বারা মনোহর ভ্রূমণ্ডল প্রস্থাপিত সুরত সম্বন্ধি রহস্য যুক্তিতে প্রগলভ যে অনঙ্গবাণ তাহা দ্বারা এবং কামশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অন্য কোন উপায় দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থ হয়েন নাই। ৪

ব্রহ্মাদি দেবতারাও যাঁহার পদবী জানেন না, সেই রমাপতিকে ঐ সকল স্ত্রীগণ পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে আসক্তি না থাকায় হৃষ্টচিত্তে অনুরাগের সহিত অবলোকন ও নবসঙ্গমবিষয়ে ঔৎসুক্য প্রভৃতি বিভ্রম সহকারে ভজনা করিয়াছিলেন। ৫

শত শত দাসীগণ থাকিতেও সেই সকল স্ত্রীগণ অভ্যর্থনা, আসন প্রদান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল, বিশ্রামার্থ ব্যজন, গন্ধ, মাল্য, কেশসংস্কার, শয্যা, স্নান ও উপহার ইত্যাদি দ্বারা প্রভুর দাস্য বিধান করিতেন। ৬

বিবৃতি—এক শ্রীকৃষ্ণের তত সংখ্যক স্ত্রীতে তত পুত্র জন্মান অসম্ভবাশঙ্কা নিরাকরণ ও তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাসক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণকে প্রত্যেক স্ত্রীই দেখিত, কাহারও গৃহ হইতে তিনি অন্য নায়িকাগৃহে গমন করেন না, সুতরাং তাহারা প্রত্যেকেই মনে করিত, কৃষ্ণ আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, তিনি যে সর্ব্বগৃহেই ঐরূপ বিরাজ করিতেন, তাহা তাহারা জানিত না, এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসজ মোহে তাহাদের অন্য অনুসন্ধানও ছিল না। ২

ষোড়শ সহস্র প্রেয়সীগণ মধুর হাস্যকটাক্ষবিক্ষেপ, ভ্রূসঙ্কেতাদি কামবিকারসূচক চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মানসিক বিকার জন্মাইতে পারেন নাই, কারণ, তিনি আত্মারাম ছিলেন। ৪

তাসাং যা দশপুত্রাণাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং পুরোদিতাঃ। অষ্টৌ মহিষ্যস্তৎপুত্রান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ গৃণামি তে ॥৭॥
চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্য্যবান্। সুচারুশ্চারুগুপ্তশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ॥৮॥
চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চারুশ্চ দশমো হরেঃ। প্রদ্যুম্নপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যাং নাবমাঃ পিতুঃ ॥৯॥
ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা। চন্দ্রভানুর্বৃহদ্ভানুরতিভানুস্তথাষ্টমঃ ॥১০॥
শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ। সাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ ॥১১॥
বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতু। জাম্ববত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসম্মতাঃ ॥১২॥
বীরশ্চন্দ্রোঽশ্বসেনশ্চ চিত্রগুর্ব্বেগবান্ বৃষঃ। আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতীসুতাঃ ॥১৩॥
শ্রুতঃ কবির্বৃষো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ। শান্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ কালিন্দ্যাঃ সোমকোঽবরঃ ॥১৪॥
প্রঘোষো গাত্রবান্ সিংহো বলঃ প্রবল ঊর্দ্ধগঃ। মাদ্র্যাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোঽপরাজিতঃ ॥১৫॥
বৃকো হর্ষোঽনিলো গৃধ্রো বর্দ্ধনোন্মাদ এব চ। মহাংশঃ পাবনো বহ্নির্মিত্রবিন্দাত্মজাঃ ক্ষুধিঃ ॥১৬॥
সংগ্রামজিদ্বৃহৎসেনঃ শূরপ্রহরণোঽরিজিৎ। জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সত্যকঃ ॥১৭॥
দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ। প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽভূদ্ রুক্মবত্যাং মহাবলঃ।
পুত্র্যাস্তু রুক্মিণো রাজন্ নাম্না ভোজকটে পুরে ॥১৮॥

যাঁহাদিগের গর্ভে দশ দশটি পুত্র উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল স্ত্রীগণের মধ্যে আটটি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী, অতএব সেই আটটির সন্তান যে প্রদ্যুম্নাদি, তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। ৭

রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু এই দশ সন্তান উৎপন্ন হয়েন, ইঁহারা সর্ব্বাংশেই পিতৃতুল্য। ৮-৯

সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু এই দশটি জন্মগ্রহণ করেন। জাম্ববতীগর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিণ ও ক্রতু এই দশটি জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা সকলে পিতৃতুল্য। ১০-১২

নাগ্নজিতী সত্যার গর্ভে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি এই দশটি পুত্র উৎপন্ন হয়েন, ইঁহারা সকলেই শ্রীসম্পন্ন ছিলেন। কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত, কবি, বৃষ, সুবাহু, ভদ্র, একল, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক এই দশটি উৎপন্ন হয়েন, ইঁহারা সকলেই বলবান্। ১৩-১৪

মাদ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মণার গর্ভে প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৫

মিত্রবৃন্দার গর্ভে বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, উন্মাদ, মহাংস, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি এই দশটি পুত্র উৎপন্ন হয়েন। ভদ্রার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, উদয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্যক এই দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৬-১৭

এতদ্ভিন্ন রোহিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের দীপ্তিমান ও তাম্রগুপ্ত প্রভৃতি অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়। ভোজকট নামক পুরীতে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে মহাবল অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮

বিবৃতি—সাম্বপুরানাদিতে সাম্বের অপরাধ নারদ কল্পিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ, ভগবান্ লোকশিক্ষার অভিপ্রায়ে নারদ দ্বারা ঐরূপ প্রেরণ করেন, মুষলাদি ও তাহারই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। ১১

এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো নৃপ। মাতরঃ কৃষ্ণজাতানাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥১৯॥
শ্রীরাজোবাচ।
কথং রুক্ম্যরিপুত্রায় প্রাদাদ্দুহিতরং যুধি। কৃষ্ণেন পরিভূতস্তং হন্তুং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে।
এতদাখ্যাহি মে বিদ্বন্ দ্বিষোর্বৈবাহিকং মিথঃ ॥২০॥
অনাগতমতীতঞ্চ বর্ত্তমানমতীন্দ্রিয়ম্। বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥২১॥
শ্রীশুক উবাচ।
বৃতঃ স্বয়ংবরে সাক্ষাদনঙ্গোঽঙ্গযুতস্তয়া। রাজ্ঞঃ সমেতান্ নির্জ্জিত্য জহারৈকরথো যুধি ॥২২॥
যদ্যপ্যনুস্মরন্ বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ। ব্যতরদ্ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্ব্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্ ॥২৩॥
রুক্মিণ্যাস্তনয়াং রাজন্ কৃতবর্ম্মসুতো বলী। উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল ॥২৪॥
দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌত্রীং রুক্ম্যদদাদ্ধরেঃ। রোচনাং বদ্ধবৈরোঽপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
জানন্নধর্ম্মং তদ্‌যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ ॥২৫॥
তস্মিন্নভ্যুদয়ে রাজন্ রুক্মিণী রামকেশবৌ। পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ ॥২৬॥
তস্মিন্ নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ। দৃপ্তাস্তে রুক্মিণং প্রোচুর্বলমক্ষৈর্বিনির্জয় ॥২৭॥

হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র সকল ও অন্যান্য পুত্র হইতে কোটি কোটি পৌত্র উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণজাত সন্তানগণের মাতার সংখ্যা ষোড়শ সহস্র ছিল। ১৯

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! রুক্মী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও তাঁহাকে বধ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, অতএব সেই রুক্মী শত্রুর পুত্র প্রদ্যুম্নকে কি নিমিত্ত স্বীয় কন্যা রুক্মবতী দান করিল? হে বিদ্বন্! প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উভয়ের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইল, ইহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। ২০

আপনি যোগী, যোগী ব্যক্তিরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর দূরস্থ এবং ব্যবহিত এ সমুদায়ই প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান। ২১

শুকদেব বলিলেন, রুক্মী যদিও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সহিত বিরোধ স্মরণ করিয়াও স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীর প্রীতির নিমিত্ত ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নকে স্বীয় সুতা রুক্মবতীকে দান করিয়াছিল, সাক্ষাৎ অনঙ্গ অঙ্গযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, রুক্মবতী স্বয়ংবরে তাঁহাকেই বরণ করেন। প্রদ্যুম্ন তখন সমাগত রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন। ২২-২৩

(শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের সকলেরই এক একটি কন্যা হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ বলিতেছেন) রুক্মিণীর তনয়া বিশালনয়না চারুমতী নাম্নী কন্যাকে কৃতবর্ম্মার পুত্র বলী বিবাহ করেন। ২৪

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বদ্ধ বৈরভাব থাকিলেও রুক্মী স্বীয় ভগিনীর প্রীতিসম্পাদনার্থ নিজের দৌহিত্র অনিরুদ্ধের নিকট পৌত্রী রোচনাকে দান করেন। এই সকল সম্বন্ধ অধর্ম্মজনক জানিয়াও কেবল স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইয়াই ইহা স্বীকার করেন। ২৫

হে রাজন্! এই বিবাহোপলক্ষে রুক্মিণী, রাম, কৃষ্ণ এবং শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজকটপুরে গমন করিয়াছিলেন। ২৬

সেই বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি দৃপ্ত রাজগণ রুক্মীকে বলিলেন, হে রাজন্! তুমি এই সময়ে অক্ষক্রীড়া দ্বারা বলদেবকে জয় কর। ২৭

অনক্ষজ্ঞো হ্যয়ং রাজন্নপি তদ্ব্যসনং মহৎ। ইত্যুক্তো বলমাহূয় তেনাক্ষৈ রুক্ম্যদীব্যত ॥২৮॥
শতং সহস্রমযুতং রামস্তত্রাদদে পণম্। তং তু রুক্ম্যজয়ৎ তত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্বলম্।
দন্তান্ সন্দর্শয়ন্নুচ্চৈর্নামৃষ্যৎ তদ্ধলায়ুধঃ ॥২৯॥
ততো লক্ষং রুক্ম্যগৃহ্ণাদ্‌গ্লহং তত্রাজয়দ্বলঃ। জিতবানহমিত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ ॥৩০॥
মন্যুনা ক্ষুভিতঃ শ্রীমান্ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি। জাত্যারুণাক্ষোঽতিরুষা ন্যর্ব্বুদং গ্লহমাদদে ॥৩১॥
তঞ্চাপি জিতবান্ রামো ধর্ম্মেণ চ্ছলমাশ্রিতঃ।
রুক্মী জিতং ময়াত্রেমে বদন্তু প্রাশ্নিকা ইতি ॥৩২॥
তদাব্রবীন্নভোবাণী বলেনৈব জিতো গ্লহঃ। ধর্ম্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃষা ॥৩৩॥
তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ। সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ বভাষে কালচোদিতঃ ॥৩৪॥
নৈবাক্ষকোবিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ। অক্ষৈর্দীব্যন্তি রাজানো বাণৈশ্চ ন ভবাদৃশাঃ ॥৩৫॥
রুক্মিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহাসিতঃ। ক্রুদ্ধঃ পরিঘমুদ্যম্য জঘ্নে তং নৃমণসংসদি ॥৩৬॥
কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে। দন্তানপাতয়ৎ ক্রুদ্ধো যোঽহসদ্বিবৃতৈর্দ্বিজৈঃ ॥৩৭॥

ইনি অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ সুতরাং পরাজিত হইয়া অবমানিত হইবেন, এইরূপ কথিত হইলে রুক্মী বলদেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৮

বলদেব সেই ক্রীড়ায় শত সহস্র অযুত পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া খেলিতে লাগিলেন, এবং রুক্মীও প্রতি-বারেই তাঁহাকে পরাজিত করিলেন, ইহা দেখিয়া কলিঙ্গরাজ উপহাসচ্ছলে দন্ত বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, হলায়ুধ তাহা সহ্য করিলেন না। ২৯

অনন্তর রুক্মী একলক্ষ পণ রাখিয়া খেলিল, কিন্তু এবার বলদেব জয়ী হইলেন। তখন রুক্মী কপটতা আশ্রয় করিয়া "আমি জয়লাভ করিয়াছি" ইহা বলিয়াছিল। ৩০

তখন শ্রীমান্ বলদেব পর্ব্বদিনে সমুদ্রের ন্যায় ক্রোধে ক্ষুব্ধচিত্ত এবং স্বভাবসিদ্ধ রক্তবর্ণ নয়ন হইয়া দশ কোটি পণ রাখিয়া খেলিতে লাগিলেন। ৩১

এবারেও রাম ধর্ম্মত রুক্মীকে জয় করিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার কপটতা অবলম্বন করিয়া আমি জয়ী হইয়াছি, এই সকল পার্শ্ববর্ত্তী সাক্ষীরা বলুন ইহা বলিয়াছিল। তখন দৈববাণী হইল যে, ধর্ম্মতঃ বলদেব কর্ত্তৃক রুক্মী পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু রুক্মী যে বলিতেছে আমি জয়ী হইয়াছি, ইহা মিথ্যা। তখন বিদর্ভরাজ-নন্দন রুক্মী সেই দৈববাণীকে অনাদর করিয়া দুষ্টরাজগণের পরামর্শে কাল-প্রেরিত হইয়া বলদেবকে পরিহাস করিতে করিতে বলিয়াছিল, তোমরা বনচর গোপাল, তোমরা অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, রাজারাই অক্ষ ও বাণ দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, ভবাদৃশ ব্যক্তিরা তাহার কি জানিবে? ৩২-৩৫

এইরূপে রুক্মী কর্ত্তৃক অধিক্ষিপ্ত ও অন্যান্য রাজগণ কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া বলদেব ক্রোধে পরিঘ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া সেই মঙ্গল সভামধ্যে সকলের সমক্ষে রুক্মীকে বধ করিলেন এবং বেগে দশ পদ গমন করিয়া কলিঙ্গরাজকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার দন্ত সকল পাতিত করিলেন, যে কলিঙ্গরাজ দন্ত বাহির করিয়া বলদেবকে উপহাস করিয়াছিল। ৩৬-৩৭

অন্যে নির্ভিন্নবাহূরুশিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ। রাজানো দুদ্রুবুর্ভীতা বলেন পরিঘার্দ্দিতাঃ ৩৮॥
নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা। রুক্মিণীবলয়ো রাজন্ স্নেহভঙ্গভয়াদ্ধরিঃ ॥৩৯॥
ততোঽনিরুদ্ধং সহ সূর্য্যয়া বরং রথং সমারোপ্য যযুঃ কুশস্থলীম্।
রামাদয়ো ভোজকটাদ্দশার্হাঃ সিদ্ধাখিলার্থা মধুসূদনাশ্রয়াঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেঽনিরুদ্ধবিবাহে রুক্মিবধো নাম একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

পরে অন্যান্য রাজারা সকলে বলদেবের পরিঘাস্ত্র দ্বারা পীড়িত এবং বাহু উরু মস্তক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রক্তাক্ত-কলেবরে ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। ৩৮

হে রাজন্! এইরূপে স্বীয় শ্যালক রুক্মী, রুক্মিণীসমক্ষে বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইলে রুক্মিণী ও বলদেবের স্নেহভঙ্গভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলদেব প্রভৃতি দশার্হগণ, অভ্যুদয় ও শত্রুবিনাশরূপ নিখিল মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় নবোঢ়া ভার্য্যা সহ অনিরুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করাইয়া ভোজকট হইতে কুশস্থলীতে গমন করিলেন। ৩৯-৪০

ইতি দশমস্কন্ধে একষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

বাণস্য তনয়ামুষামুপযেমে যদূত্তমঃ। তত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্মহৎ।
এতৎ সর্ব্বং মহাযোগিন্ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ। (যেন বামনরূপায় হরয়েঽদায়ি মেদেনী।
তস্যৌরসঃ সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা॥ মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ॥
শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকোরৎ পুরা। তস্য শম্ভোঃ প্রসাদেন কিঙ্করা ইব তেঽমরাঃ॥)
সহস্রবাহুর্বাদ্যেন তাণ্ডবেঽতোষয়ন্মৃড়ম্ ॥২॥

ভগবান্ সর্ব্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ। বরেণ চ্ছন্দয়ামাস স তং বব্রে পুরাধিপম্ ॥৩॥
স একদাহ গিরিশং পার্শ্বস্থং বীর্য্যদুর্ম্মদঃ। কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎপদাম্বুজম্ ॥৪॥
নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্। পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্ ॥৫॥
দোঃসহস্রং ত্বয়া দত্তং পরং ভারায় মেঽভবৎ। ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে ত্বদৃতে সমম্ ॥৬॥
কণ্ডূত্যা নিভৃতৈর্দোর্ভির্যুযুৎসুর্দিগ্গজানহম্। আদ্যায়াং চূর্ণয়ন্নদ্রীন্ ভীতাস্তেঽপি প্রদুদ্রুবুঃ ॥৭॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কেতুস্তে ভজ্যতে যদা। ত্বদ্দর্পঘ্নং ভবেন্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে ॥৮॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাযোগিন্! যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ বাণের তনয়া ঊষাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে হরি ও শঙ্করের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এই সকল বিষয় আমাকে বলুন। ১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা বলিরাজের একশত পুত্র, (যে বলি বামনরূপী হরিকে এই পৃথিবী দান করিয়াছিলেন, তাঁহারই ঔরস-পুত্র বাণ। সে অত্যন্ত শিবভক্ত এবং মান্য, বদান্য, ধীমান্, সত্যবাদী এবং দৃঢ়ব্রত ছিল। শোণিতপুর নামক মনোরম স্থানে তাহার রাজ্য ছিল এবং মহাদেবের অনুগ্রহে দেবতারা তাহার ভৃত্যবৎ অবস্থিত ছিলেন) বাণ তাহাদিগের সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও সহস্র বাহুযুক্ত ছিল, সে তাণ্ডব নৃত্যে মহাদেবকে বাদ্যে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। ২

ভগবান্ সর্ব্বভূতেশ্বর শরণ্য ভক্তবৎসল তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন এবং সেই বাণ ত্রিপুরাধিপতির নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল। ৩

একদা বলদুর্ম্মদ বাণ সূর্য্য সদৃশ প্রকাশবিশিষ্ট কিরীট দ্বারা পার্শ্বস্থ মহাদেবের পাদপদ্ম স্পর্শ করত তাঁহাকে বলিয়াছিল। ৪

হে মহাদেব! লোকসকলের গুরু, ঈশ্বর, অপূর্ণকাম পুরুষগণের কামপূরক কল্পতরু আপনাকে আমি নমস্কার করি। ৫

হে ভগবন্! আপনি আমাকে সহস্র বাহু প্রদান করিয়াছেন, তাহা কেবল আমার ভারের নিমিত্ত হইয়াছে। কারণ, ত্রিলোকীর মধ্যে আপনাকে ব্যতীত আমার প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পাই না। ৬

হে আদ্য! কণ্ডূতি পরিপূর্ণ বাহু সকল দ্বারা দিগ্গজ সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পর্ব্বত সকলকে চূর্ণ করিতে থাকিলে দিগ্গজগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। ৭

সেই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, রে মূঢ়! যখন তোমার ঐ ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইবে, তখন আমার সদৃশ কোন ব্যক্তির সহিত তোমার দর্পহারী সংগ্রাম হইবে। ৮

ইত্যুক্তঃ কুমতির্হৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশন্নৃপ। প্রতীক্ষন্ গিরিশাদেশং স্ববীর্য্যনশনং কুধীঃ ॥৯॥
তস্যোষা নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুম্নিনা রতিম্। কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা ॥১০॥
সা তত্র তমপশ্যন্তী ক্বাসি কান্তেতি বাদিনী। সখীনাং মধ্য উত্তস্থৌ বিহ্বলা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥১১॥
বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা। সখ্যপৃচ্ছৎ সখীমূষাং কৌতূহলসমন্বিতা ॥১২॥
কং ত্বং মৃগয়সে সুভ্রূ কীদৃশস্তে মনোরথঃ। হস্তগ্রাহং ন তেঽদ্যাপি রাজপুত্র্যুপলক্ষয়ে ॥১৩॥
ঊষোবাচ।
দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ। পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥১৪॥
তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু। ক্বাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে ॥১৫॥
চিত্রলেখোবাচ।
ব্যসনং তেঽপকর্ষামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে। তমানেষ্যে বরং যস্তে মনোহর্ত্তা তমাদিশ ॥১৬॥
ইত্যুক্ত্বা দেবগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণপন্নগান্। দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ ॥১৭॥

হে রাজন্! কুমতি বাণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া স্বীয় বীর্য্যনাশের প্রতি মহাদেবের আদেশ প্রতীক্ষা করত হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রবেশ করিল। ৯

সেই বাণ রাজার উষানাম্নী দুহিতা—স্বপ্নযোগে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধের সহিত রতিলাভ করিয়াছিলেন। ১০

সেই উষা স্বপ্নভঙ্গে সেই কান্তকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় আর্ত্তা হইয়াছিলেন এবং হে কান্ত! তুমি কোথায় আছ এই বলিয়া সখীগণমধ্যে অতিশয় লজ্জিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১১

বাণরাজার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড, চিত্রলেখানাম্নী তাহার কন্যা উষার সখী ছিলেন। তিনি সখী উষাকে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২

হে সুভ্রূ! তুমি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, এবং তোমার কীদৃশ মনোরথ? হে রাজপুত্রি! অদ্য পর্য্যন্ত তোমার বিবাহ হয় নাই, সুতরাং পাণিগ্রহণকর্ত্তা ভর্ত্তাকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই। ১৩

উষা বলিলেন, হে সখি! শ্যামবর্ণ, কমললোচন, পীতবাস, বৃহদ্বাহু, স্ত্রীগণের হৃদয়ঙ্গম এক নরকে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাঁহাকেই আমি কান্তরূপে প্রার্থনা করি। স্বপ্নকালে আমাকে অধরসুধা পান করাইয়া পরে দুঃখার্ণবে মগ্ন করিয়া কোথায় গমন করিলেন। ১৪-১৫

চিত্রলেখা বলিল, হে সখি! আমি তোমার দুঃখ অপনোদন করিব। যিনি তোমার মন হরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বল, ত্রিলোকী মধ্যে থাকিলেই আমি তাঁহাকে আনয়ন করিব। ১৬

ইহা বলিয়া চিত্রলেখা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ এবং মনুষ্যদিগের আকৃতি চিত্রপটে চিত্রিত করিল। ১৭

বিবৃতি—বিষ্ণুপুরাণে আছে, শিবের আদেশ শ্রবণে বাণ স্বগৃহে আসিয়া ধ্বজভঙ্গ দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিল। হরিবংশে বাণ-কুম্ভাণ্ডসংবাদ অধিক আছে। ৯

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, উষা হর-পার্ব্বতীর ক্রীড়া দর্শনে পতিলাভের জন্য উৎসুক হয়; তখন পার্ব্বতী বলেন; অচিরকালমধ্যে তোমার পতিলাভ হইবে। তখন উষা জিজ্ঞাসা করে, কবে কে স্বামী হইবে? গৌরী বলেন, বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে রাত্রিকালে যাহার সহিত স্বপ্নে মিলন হইবে, সেই তোমার পতি হইবে ইত্যাদি। ১০

মনুজেষু চ সা বৃষ্ণীন্ শূরমানকদুন্দুভিম্। ব্যলিখদ্রামকৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য লজ্জিতা ॥১৮॥
অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্যোষাবাঙ্মুখী হ্রিয়া। সোঽসাবসাবিতি প্রাহ স্ময়মানা মহীপতে ॥১৯॥
চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী।
যযৌ বিহায়সা রাজন্ দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥২০॥
তত্র সুপ্তং সুপর্য্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা। গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৈ প্রিয়মদর্শয়ৎ ॥২১॥
সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা।
দুষ্প্রেক্ষ্যে স্বগৃহে পুম্ভী রেমে প্রাদ্যুম্নিনা সমম্ ॥২২॥
পরার্দ্ধ্যবাসঃস্রগ্‌গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ। পানভোজনভক্ষ্যৈশ্চ বাক্যৈঃ শুশ্রূষণার্চ্চিতঃ ॥২৩॥
গূঢ়ঃ কন্যাপুরে শশ্বৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া। নাহর্গণান্ স বুবুধে ঊষয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৪॥
তাং তথা যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাম্। হেতুভির্লক্ষয়াঞ্চক্রুরাপ্রীতাং দুরবচ্ছদৈঃ ॥২৫॥
ভটা আবেদয়াঞ্চক্রু রাজংস্তে দুহিতুর্বয়ম্। বিচেষ্টিতং লক্ষয়ামঃ কন্যায়াঃ কুলদূষণম্ ॥২৬॥
অনপায়িভিরস্মাভির্গুপ্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো। কন্যায়া দূষণং পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষ্যায়া ন বিদ্মহে ॥২৭॥
ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ। ত্বরিতঃ কন্যকাগারং প্রাপ্তোঽদ্রাক্ষীদ্যদূদ্বহম্ ॥২৮॥

সেই চিত্রলেখা মনুষ্যমধ্যে বৃষ্ণিবংশ, শূর, বসুদেব, রাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নের প্রতিকৃতি লিখিল, কিন্তু প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া ঊষা লজ্জিতা হইলেন। হে মহীপতে! পরে চিত্রিত অনিরুদ্ধকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনা ঊষা 'সেই এই' ইহা বলিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। হে রাজন্! তখন যোগিনী চিত্রলেখা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া কৃষ্ণপালিতা দ্বারকায় আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। ১৮-২০

যোগবলে চিত্রলেখা তথায় গমন করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে গ্রহণ করিয়া শোণিতপুরে প্রিয়সখী ঊষাকে দেখাইয়াছিলেন। সেই ঊষা সেই সুন্দর বরকে অবলোকন করিয়া আনন্দে প্রফুল্লবদনা হইয়াছিলেন এবং পুরুষের দুষ্প্রেক্ষ্য নিজ গৃহে রাখিয়া অনিরুদ্ধের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ২১ ২২

তখন অনিরুদ্ধ প্রবৃদ্ধস্নেহা সেই ঊষা কর্ত্তৃক অপহৃতেন্দ্রিয় হইয়া বহুমূল্য বস্ত্র মালা গন্ধ ধূপ দীপ আসনাদি ও পান-ভোজন এবং মধুর বাক্য ও শুশ্রূষা দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সেই কন্যাগৃহে নিরন্তর গূঢ়ভাবে থাকায় কতদিন গত হইল, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ২৩-২৪

কিয়দ্দিন পরে অন্তঃপুররক্ষিগণ যদুবীর অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক তাদৃশরূপে ভুজ্যমানা অতএব হতব্রতা অতি হৃষ্টা ঊষাকে গোপন করিতে অসমর্থ হেতুসকল দ্বারা সম্ভুক্তা বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল। ২৫

পরে ভটগণ রাজার নিকটে গিয়া আবেদন করিল, হে রাজন্! আপনার কন্যার কুলদূষণকর বিরুদ্ধাচরণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ২৬

হে প্রভো! আমরা কোথায়ও যাই না অথবা অনবহিত না হইয়া কন্যার রক্ষাকরী সেই পুরুষগণের দুষ্প্রেক্ষ্য কন্যার নিজ গৃহমধ্যে যে কিরূপে দোষ জন্মিল, তাহা বুঝিতে পারি না। ২৭

তাহার পর বাণরাজ দুহিতার দূষণাবহ ব্যবহার শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে সত্বর কন্যার গৃহে গমন করিয়া তথায় যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন। ২৮

বিবৃতি—চিত্রলেখার স্বতঃসিদ্ধ ঐ যোগবিদ্যা ছিল, অথবা হরিবংশোক্ত্যনুসারে নারদের নিকট হইতে ঐ বিদ্যা লাভ করে। ২০

কামাত্মজং তং ভুবনৈকসুন্দরং শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণম্।
বৃহদ্ভুজং কুণ্ডলকুন্তলত্বিষা স্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্ ॥২৯॥
দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়াভিনৃম্ণয়া তদঙ্গসঙ্গস্তনকুঙ্কুমস্রজম্।
বাহ্বোর্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥৩০॥
স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভির্ভটৈরনীকৈরবলোক্য মাধবঃ।
উদ্যম্য মৌর্ব্বং পরিঘং ব্যবস্থিতো যথান্তকো দণ্ডধরো জিঘাংসয়া ॥৩১॥
জিঘৃক্ষয়া তান্ পরিতঃ প্রসর্পতঃ শুনো যথা শূকরযূথপোঽহনৎ।
তে হন্যমানা ভবনাদ্বিনির্গতা নির্ভিন্নমূর্দ্ধোরুভুজাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥৩২॥
তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী ঘ্নন্তং স্বসৈন্যং কুপিতো ববন্ধ হ।
ঊষা ভৃশং শোকবিষাদবিহ্বলা বদ্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষ্যরোদীৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেঽনিরুদ্ধবন্ধো নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

সেই কামদেবের পুত্র, ত্রিভুবনে একমাত্র সুন্দর, শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, পদ্মনেত্র, বৃহদ্বাহু, কুন্তল ও কুণ্ডল-দীপ্তিতে এবং সহাস্য অবলোকনেতে শোভিত বদন, (তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এই পূর্ব্বের সহিত অন্বয়)।২৯

অনিরুদ্ধ তখন সর্ব্বমঙ্গলসম্পন্না প্রিয়ার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন, প্রিয়ার অঙ্গসংসর্গে তাঁহার কুচকুঙ্কুম অনিরুদ্ধের গলদেশস্থ মধুমল্লিকার মালায় সংলগ্ন হইয়াছিল, এবং তখন উভয়ে সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইহা দেখিয়া বাণরাজ অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ৩০

তখন অনিরুদ্ধ, আততায়ী বহু সৈন্যে পরিবৃত বাণকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লৌহবিশেষ-নির্ম্মিত একটি পরিঘ উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে দণ্ডধর যমের ন্যায় তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ৩১

সেই সকল সৈন্যগণ অনিরুদ্ধকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় চারিদিক্ হইতে অগ্রসর হইলে শূকরযূথপতি যেমন কুক্কুরগণকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহারা প্রহৃত ও ভগ্নমস্তক ভগ্নোরু-বাহু হইয়া ঊষার গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল। ৩২

এমত সময়ে বলিনন্দন বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্যঘাতী অনিরুদ্ধকে নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। তখন ঊষা স্বীয় প্রিয়ের বন্ধনব্যাপার শ্রবণ করিয়া শোকে অবসন্না হইলেন এবং অশ্রুকলাকুল লোচনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৩

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অপশ্যতাঞ্চানিরুদ্ধং তদ্বন্ধূনাঞ্চ ভারত। চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্ ॥১॥
নারদাৎ তদুপাকর্ণ্য বার্ত্তাং বদ্ধস্য কর্ম্ম চ। প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ॥২॥
প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোঽথ সারণঃ। নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রামকৃষ্ণানুবর্ত্তিনঃ ॥৩॥
অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভিঃ সমেতা সর্ব্বতো দিশম্। রুরুধুর্বাণনগরং সমন্তাৎ সাত্বতর্ষভাঃ ॥৪॥
ভজ্যমানপুরোদ্যান প্রাকারাট্টালগোপুরম্। প্রেক্ষ্যমাণো রুষাবিষ্টস্তুল্যসৈন্যোঽভিনির্যযৌ ॥৫॥
বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতঃ প্রমথৈর্বৃতঃ। আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥৬॥
আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্। কৃষ্ণশঙ্করয়ো রাজন্ প্রদ্যুম্নগুহয়োরপি ॥৭॥
কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ। সাম্বস্য বাণপুত্রেণ বাণেন সহ সাত্যকেঃ ॥৮॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা বিমানৈর্দ্রষ্টুমাগমন্ ॥৯॥
শঙ্করানুচরান্ শৌরির্ভূতপ্রমথগুহ্যকান্। ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্ ॥১০॥
প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।
দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ ॥১১॥

শুকদেব বলিলেন, হে ভারত! অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার জন্য অনুশোচনাপর তাঁহার বন্ধুগণের বর্ষার চারি মাস অতীত হইয়াছিল।১

অনন্তর নারদমুখে অনিরুদ্ধের বন্ধনবার্ত্তা ও তাহার কার্য্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণাশ্রিত বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে গমন করিলেন। ২

প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, গদ, শাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি এবং রাম-কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী লোক সকল, এবং সাত্বতপ্রধান যোদ্ধৃগণ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সহিত সর্ব্বদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বাণ নগরের চারিদিকে গিয়া অবরোধ করিলেন। ৩-৪

গৃহ, উদ্যান, প্রাচীর, অট্টালিকা ও গোপুর ভগ্ন হইতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট বাণ তৎপরিমিত অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া নির্গত হইয়াছিল। ৫

এদিকে ভগবান্ রুদ্র নন্দিবৃষভে আরোহণ করিয়া পুত্র কার্ত্তিকেয় সহিত ও প্রমথগণপরিবৃত হইয়া বাণাসুরের সাহায্যার্থ রাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৬

হে রাজন্! অদ্ভুত লোমহর্ষজনক সুতুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করের, প্রদ্যুম্নের সহিত কার্ত্তিকেয়ের, কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত বলদেবের, শাম্বের সহিত বাণপুত্রের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ হইয়াছিল। ৭-৮

সুরাধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও যক্ষগণ বিমানে চড়িয়া যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন। ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শার্ঙ্গধনুচ্যুত তীক্ষ্ণাগ্র বাণ দ্বারা শঙ্করের অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যকগণ, ডাকিনী, রাক্ষস, বেতাল, বিনায়ক, ভূতমাতৃ, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মারাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন। ১০-১১

বিবৃতি—হরিবংশে ছয়মাস অতীতের কথা আছে, বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে বর্ষার চারিমাস অতীত হইয়াছিল।১

পৃথগ্বিধানি প্রাযুঙ্‌ক্ত পিণাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে। প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ ॥১২॥
ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্ব্বতম্। আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ ॥১৩॥
মোহয়িত্বা তু গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্। বাণস্য পৃতনাং শৌরির্জঘানাসিগদেষুভিঃ ॥১৪॥
স্কন্দঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈরর্দ্দ্যমানঃ সমন্ততঃ। অসৃগ্বিমুঞ্চন্ গাত্রেভ্যঃ শিখিনাপাক্রমদ্রণাৎ ॥১৫॥
কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ পেততুর্ম্মুষলার্দ্দিতৌ। দুদ্রুবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্ব্বতঃ ॥১৬॥
বিশীর্য্যমাণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বাণোঽত্যমর্ষিতঃ। কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ সংখ্যে রথী হিত্বৈব সাত্যকিম্ ॥১৭॥
ধনূংষ্যাকৃষ্য যুগপদ্বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ। একৈকস্মিন্ শরৌ দ্বৌ দ্বৌ সন্দধে রণদুর্ম্মদঃ ॥১৮॥
তানি চিচ্ছেদ ভগবান্ ধনূংষি যুগপদ্ধরিঃ। সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ ॥১৯॥
তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরুহা। পুরোঽবতস্থে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া ॥২০॥
ততস্তির্য্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ গদাগ্রজঃ। বাণশ্চ তাবদ্বিরথশ্ছিন্নধন্বাবিশৎ পুরম্ ॥২১॥
বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ। অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ ॥২২॥

পিণাকী শঙ্কর পৃথক্ পৃথক্ দিব্যাস্ত্র সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিস্মিত না হইয়া প্রত্যস্ত্র দ্বারা সেই দিব্যাস্ত্র সকল প্রশমিত করিয়াছিলেন। ১২

ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিষেধকল্পে ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যের নিবারণার্থ পর্ব্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিরোধকল্পে বারুণাস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্রের নিবারণার্থ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অনন্তর জৃম্ভণাস্ত্র দ্বারা বিজৃম্ভিত মহাদেবকে বিমোহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অসি গদা ও বাণ দ্বারা বাণরাজার সৈন্যগণকে বধ করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

এদিকে কার্ত্তিকেয় প্রদ্যুম্নবাণে পীড়িত হইয়া সর্ব্বগাত্র হইতে রক্ত বিমোচন করিতে করিতে ময়ূরে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৫

কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ উভয়ে মুষলাঘাতে ব্যথিত হইয়া পতিত হইল, তখন তাহাদের সৈন্যগণ হতনাথ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল। ১৬

রথী বাণ স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন ও পালায়নপর দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এবং নিজের প্রতিযোদ্ধা সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং একসঙ্গে পঞ্চশত বাণ আকর্ণণ করিয়া এক এক ধনুতে দুই দুই বাণ রণদুর্ম্মদ বাণরাজ যোজনা করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল ধনু এককালে ছেদন করিলেন এবং সারথি, রথ ও অশ্ব সকলকে বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, এই সময়ে বাণমাতা কোটরা নগ্না ও মুক্তকেশী হইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৭-২০

তখন গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ নগ্না স্ত্রীকে না দেখিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইয়া রহিলে ছিন্নধনু ভগ্নরথ বাণরাজ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। ২১

ভূতগণ পলায়ন করিলে, ত্রিশিরা ও ত্রিপাদবিশিষ্ট মাহেশ্বর জ্বর দশ দিক্ যেন দগ্ধ করত দাশার্হ শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। ২২

বিবৃতি—হরিবংশে আছে, কোট্টরী পার্ব্বতীর মূর্ত্তিবিশেষ, বাণ পরাজিত হইলে শিবের আদেশে নগ্নমূর্ত্তিতে কৃষ্ণসম্মুখে প্রাদুর্ভূতা হয়েন, এবং এইরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া অন্তর্হিতা হয়েন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, কোট্টরী মন্ত্রময়ী দৈত্যকুলদেবতা। কোটবী এইরূপ পাঠও আছে। ২১

অথ নারায়ণো দেবস্তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরম্। মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জ্বরাবুভৌ ॥২৩॥
মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দ্দিতঃ। অলব্ধ্বাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ।
শরণার্থী হৃষীকেশং তুষ্টাব প্রয়তাঞ্জলিঃ ॥২৪॥

জ্বর উবাচ।

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্ব্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্ ॥২৫॥
কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥২৬॥
নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈর্দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ বিভর্ষি।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্ত্তমানান্ জন্মৈতৎ তে ভারহারায় ভূমেঃ ॥২৭॥

অনন্তর নারায়ণ শৈব জ্বরকে দেখিয়া অপর জ্বরকে সৃষ্টি করেন। তখন মাহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বর উভয়ে পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিল। ২৩

মাহেশ্বর জ্বর অমুচ্চ রব করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, পরে বৈষ্ণব জ্বর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া এবং অন্যত্র কোথায়ও অভয়লাভে অসমর্থ হইয়া মাহেশ্বর জ্বর ভীত হইয়াছিল এবং শরণার্থী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষীকেশের স্তব করিয়াছিল। ২৪

(মাহেশ্বর জ্বর নিজেকে মহা শক্তিমান মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে, পরে নিজেই পরিতপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে পরমেশ্বর মানিয়া স্তব করে) মাহেশ্বর জ্বর বলিল, হে ভগবন্! তুমি অনন্তশক্তি পরমেশ্বর, আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সকলের আত্মা, কেবল জ্ঞান মাত্র, তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু, বেদ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং প্রশান্তস্বরূপ। (যাবৎ সবিশেষ বস্তুতে আমাদের প্রভুত্ব, আপনি সর্ব্ববিশেষাতীত বলিয়া আপনার উপর কাহারও প্রভুত্ব নাই, আপনিই প্রভু এই কথা বিস্তার পূর্ব্বক স্তব করিতেছে) কাল, দৈব, কর্ম্ম, জীব, স্বভাব, ভূতসূক্ষ্ম, প্রকৃতি, প্রাণ, আত্মা, একাদশ ইন্দ্রিয়, দেহ, বিকার, হে বিভো, এ সমুদায় তোমার মায়ামাত্র, কিন্তু তুমি সে মায়াবর্জ্জিত, অতএব মায়া নিষেধের অবধিভূত তোমাকে ভজনা করি। ২৫ ২৬

হে ভগবন্! তুমি লীলাগৃহীত মৎস্য কূর্ম্মাদি নানা ভাব দ্বারা দেবতা সাধু ও লোকমর্য্যাদা পালন করিতেছ, এবং হিংসাপরায়ণ উন্মার্গগামী দৈত্য সকলকে বধ করিতেছ, যেহেতু ভূমির ভারহরণের জন্যই তোমার এই জন্ম হইয়াছে। ২৭

বিবৃতি—দুর্ব্বাসা যেমন সুদর্শনের ভয়ে ত্রিলোক ভ্রমণ করেন ও কোথাও আশ্রয় না পাইয়া পরে অম্বরীষের শরণাগত হয়েন, সেইরূপ মাহেশ্বর জ্বরও ভীত হইয়া যত স্থানে গিয়াছিল, কোথাও স্থান না পাইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়। ২৪

আত্মা শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ এবং চেতয়িতা, চৈতন্য নিবন্ধনই জড় প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব তাহারই তাদৃশ শক্তি ও নিয়ামকত্ব, জীবচৈতন্যের স্বাধিষ্ঠানগত তাদৃশ শক্তিমত্ত্ব পরমাত্মার সর্ব্বগত, অতএব বায়ু প্রভৃতি মহাভূত প্রবৃত্তিও তাহা হইতে হয়, সেই পরমাত্মা বেদবোধ্য এবং প্রশান্ত অর্থাৎ সুখস্বরূপ। ২৫

কাল—ক্ষোভক, কর্ম্মনিমিত্ত, কর্ম্মই ফলাভিমুখে অভিব্যক্ত হইলে তাহার নাম দৈব, স্বভাব তৎসংস্কার, সংস্কারবান্ জীব ইত্যাদি সকলের সংঘাত মিলনে দেহ, সেই মায়ার নিষেধ যাহাতে, সেই তোমাকে ভজনা করি। ২৬

নিজেচ্ছায় শিষ্টপালন দুষ্টদমনের নিমিত্ত তোমার অবতার, তুমি কাহারও পুত্র নহ, হিংসাদি তোমার মায়াতীত মহাগুণ। ২৭

তপ্তোঽহং তে তেজসা দুঃসহেন শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ।
তাবৎ তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ ॥২৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽস্মি ব্যেতু তে মজ্জ্বরাদ্ভয়ম্। যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য ত্বন্ন ভবেদ্ভয়ম্ ॥২৯॥

ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ। বাণস্তু রথমারূঢ়ঃ প্রাগাদ্‌যোৎস্যন্ জনার্দ্দনম্ ॥৩০॥

ততো বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরোঽসুরঃ। মুমোচ পরমক্রুদ্ধো বাণাংশ্চক্রায়ুধে নৃপ ॥৩১॥

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা। চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ ॥৩২॥

বাহুষু ছিদ্যমানেষু বাণস্য ভগবান্ ভবঃ। ভক্তানুকম্প্যুপব্রজ্য চক্রায়ুধমভাষত ॥৩৩॥

শ্রীরুদ্র উবাচ।

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে। যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥৩৪॥

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্ব্বী।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ ॥৩৫॥
রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্ম্মঃ স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ ॥৩৬॥

অতি উদ্রিক্ত শান্ত অথচ উগ্র দুঃসহ জ্বররূপ তোমার তেজ দ্বারা আমি সন্তপ্ত হইয়াছি, যতদিন পর্য্যন্ত আশানুবদ্ধ হইয়া দেহিগণ তোমার চরণসেবা না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের এইরূপ তাপ ভোগ হয়। ২৮

ভগবান্ বলিলেন, হে ত্রিশির জ্বর! তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইলাম, মৎসৃষ্ট জ্বর হইতে তোমার ভয় নাই, অদ্য হইতে যে ব্যক্তি আমাদিগের এই সংবাদ স্মরণ করিবে, তাহার তোমা হইতে ভয় হইবে না। ২৯

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মাহেশ্বর জ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল, এদিকে বাণাসুর, জনার্দ্দনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রথে আরোহণ করিয়া তথায় আগমন করিল। ৩০

হে রাজন্! তাহার পর বাণরাজ বাহুসহস্র দ্বারা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে চক্রায়ুধের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ পুনঃ পুনঃ নানাস্ত্র প্রক্ষেপকারী সেই বাণের সহস্র বাহু ক্ষুরধার তুল্য চক্র দ্বারা বৃক্ষশাখার ন্যায় ছেদন করিলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাণাসুরের বাহু সকল ছিন্ন হইলে ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভব (ভক্তরক্ষার জন্য রুদ্রদেব স্তব করিতেছেন) সম্মুখে গমন করিয়া চক্রায়ুধ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৩১-৩৩

ভগবান্ রুদ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম, তুমি বাঙ্‌ময় বেদমধ্যে গূঢ় ভাবে অবস্থিত আছ, শুদ্ধচিত্ত মুনিগণ তোমাকে কেবল আকাশের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন। ৩৪

হে ভগবন্! আকাশ তোমার নাভি, অগ্নি তোমার মুখ, জল তোমার শুক্র, স্বর্গ তোমার মস্তক, দিক্‌সকল তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী তোমার পাদ, চন্দ্র তোমার মন, সূর্য্য তোমার নয়ন, আমি তোমার আত্মা, সমুদ্র তোমার জঠর, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তোমার বাহু, ওষধি সকল তোমার রোম, মেঘসমূহ তোমার কেশ, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, প্রজাপতি তোমার মেঢ্র, ধর্ম্ম তোমার হৃদয়, এই প্রকার বিরাট পুরুষরূপে লোকে তোমাকে কল্পনা করে। ৩৫-৩৬

বিবৃতি—এই বাণাসুর তোমাকে জানিতে না পারিয়া যুদ্ধ করিতেছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, তুমি বাক্যময় বেদমধ্যে গূঢ়ভাবে আছ, অতএব বাক্যের অগোচর, তবে স্বতঃপ্রকাশ তোমাকে আকাশের ন্যায়

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্ ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥৩৭॥
ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়স্তুর্য্যঃ স্বদৃগ্ হেতুরহেতুরীশঃ।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং স্বমায়য়া সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ ॥৩৮॥
যথৈব সূর্য্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়া ছায়াঞ্চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্বমাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্ ॥৩৯॥
যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে ॥৪০॥
দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ। যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যোহ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥৪১॥
যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্। বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্ ॥৪২॥
অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বম্ ॥৪৩॥

হে অকুণ্ঠ ধীমন্, হে অপ্রচ্যুতস্বরূপ! তোমার এই অবতার, ধর্ম্মের রক্ষা ও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত, আমরা লোকপাল সকল তোমা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া সপ্ত ভুবনকে পালন করিতেছি। ৩৭

(ব্রহ্মের সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ না থাকায় বিভাব্য বিভাবনীয় কিরূপে সম্ভব হয় তাহা বলিতেছেন) তুমি এক সজাতীয় ভেদরহিত আদি পুরুষ, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপ, অদ্বিতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত, নিজে কারণহীন হইয়াও সকলের হেতু, ঈশ্বর, সকল বিষয় প্রকাশের নিমিত্ত স্বীয় মায়া দ্বারা সমুদয় বিকারস্বরূপে প্রতীয়মান হও। ৩৮

হে ভূমন্! যেমন সূর্য্য মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াও সেই মেঘকে ও মেঘান্তরিত ঘটাদিকে প্রকাশ করে, সেইরূপ তুমি অহঙ্কারাদি গুণে আবৃত হইয়াও সত্ত্বাদি গুণসকল ও গুণোপহিত জীবগণকে প্রকাশ করিয়া থাক, যে হেতু তুমি আত্মপ্রদীপ। ৩৯

যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া জীব সকল পুত্র দার ও গৃহাদিতে আসক্তি নিবন্ধন দুঃখসাগরে দেবাদি যোনিতে উন্মজ্জিত হয়, কখন বা স্থাবরাদি যোনিতে নিমগ্ন হয়। ৪০

(জীবেশ্বর ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়া ইদানীং ভগবদ্‌ভজনহীনের নিন্দা করিতেছেন) হে দেব! তোমার প্রদত্ত এই নরদেহ লাভ করিয়া যে অজিতেন্দ্রিয় তোমার পাদপদ্মের সমাদর অর্থাৎ পূজা করে না, সেই আত্মবঞ্চক অনুশোচনার পাত্র। ৪১

যে মনুষ্য, অপ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ পুত্রাদি-প্রীতি বশতঃ প্রিয় ঈশ্বর পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভোজন করে। ৪২

আমি, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ এবং বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সর্ব্ব প্রযত্নে প্রিয়তম ঈশ্বর পরমাত্মা তোমার শরণাপন্ন হই। ৪৩

মুনিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। আকাশ দৃষ্টান্ত নির্লিপ্তাংশে বুঝিতে হইবে। ৩৪

বিশ্বব্রস্তি—তোমার কোন কারণ না থাকায় এবং তুমি সকলের কারণ অতএব মুখ্য ঈশ্বরতা তোমারই। সকলের সকল গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অন্তর্য্যামী প্রতীত হইতেছ। ৩৮

অতএব সকলের সাক্ষিস্বরূপ তোমার সংসার নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৯

যখন নিখিল জীবই তোমার মায়ায় মুগ্ধ, তখন বাণ মোহিত হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? ৪০

তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতুং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ॥৪৪॥
অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্ত্তী ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব।
সম্পাদ্যতাং তদ্ভবতঃ প্রসাদো যথাহি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ ॥৪৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যদাত্থ ভগবংস্ত্বম্নঃ করবাম প্রিয়ং তব। ভবতো যদ্ব্যবসিতং তন্মে সাধ্বনুমোদিতম্ ॥৪৬॥
অবধ্যোঽয়ং মমাপ্যেষ বৈরোচনিসুতোঽসুরঃ। প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ ॥৪৭॥
দর্পোপশমনায়াস্য প্রবৃক্ণা বাহবো ময়া। সূদিতঞ্চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভুবঃ ॥৪৮॥
চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ। পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ ॥৪৯॥
ইতি লব্ধ্বাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ। প্রাদ্যুম্নিং রথমারোপ্য সবধ্বা সমুপানয়ৎ ॥৫০॥
অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং সুবাসঃসমলঙ্কৃতম্। সপত্নীকং পুরস্কৃত্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ ॥৫১॥

হে দেব! জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু, সম স্বভাব অতএব শান্তস্বরূপ, সুহৃৎ, আত্মা, ঈশ্বর, সমানাসমান জাতীয়রহিত, জগতের ও জীবের অধিষ্ঠানস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ তোমাকে সংসারমুক্তির নিমিত্ত আমরা ভজনা করি। ৪৪

হে দেব! এই বাণ আমার অনুবর্ত্তী প্রিয়ভক্ত, ইহাকে আমি অভয় প্রদান করিয়াছি; অতএব যেমন তুমি দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ ইহার প্রতি প্রসন্ন হও। ৪৫

ভগবান্ বলিলেন, হে ভগবন্! যাহা তুমি আমাকে বলিলে আমি তোমার সেই প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিব, তোমার যাহা কিছু অনুষ্ঠিত, সে সমুদয় আমার সাধুরূপে অনুমোদিত। ৪৬

বিরোচনপুত্র বলি আমার ভক্ত, অতএব তাহার পুত্র এই বাণাসুর আমারও অবধ্য এবং প্রহ্লাদকে আমি বর দিয়াছিলাম যে, তোমার বংশ আমার অবধ্য হইবে। ৪৭

কেবল ইহার দর্পোপশমনের জন্য আমি ইহার বাহু সকল ছেদন করিয়াছি এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ যে সৈন্য ছিল, তাহা আমি ধ্বংস করিয়াছি। ৪৮

এখনও ইহার চারি ভুজ অবশিষ্ট আছে, তদ্বিশিষ্ট হইয়াই এ অজরামর হইবে, তোমার পার্ষদমধ্যে এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে এবং কাহা হইতেও ইহার ভয় থাকিবে না। ৪৯

অসুর বাণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া ঊষা বধূর সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া সেই স্থানে আনয়ন করিলেন। ৫০

অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত সুবাসা, স্বলঙ্কৃত সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রুদ্রদেবের অনুমোদনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছিলেন। ৫১

বিশ্বনাথ-বৃত্তি—বাণাসুরের বাহুদর্প চূর্ণ করা রুদ্রের অনুমোদিত ছিল। অথবা বাণাসুরের সহিত প্রীতিবন্ধন হইলে রুদ্রদেবের অনুমতি লইয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন ৫১

স্বরাজধানীং সমলঙ্কৃতাং ধ্বজৈঃ সতোরণৈরুক্ষিতমার্গচত্বরাম্।
বিবেশ শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈরভ্যুদ্যতঃ পৌরসুহৃদ্দ্বিজাতিভিঃ ॥৫২॥
য এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্। সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বাণাসুরসংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ো নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

পরে সেই শ্রীকৃষ্ণ মনোহর ধ্বজ সকল দ্বারা যাহার পথ সকল ও চত্বর সকল বিভূষিতা সেই রাজধানী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন, তখন পৌরগণ সুহৃদ্বর্গ ও দ্বিজাতি সকল শঙ্খ আনকদুন্দুভি শব্দে তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়াছিল। যে ব্যক্তি এই কৃষ্ণের বিজয় এবং শঙ্করের সহিত এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্মরণ করেন, তাঁহার আর কখনও পরাজয় হয় না। ৫২-৫৩

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

একদোপবনং রাজন্ জগ্মুর্যদুকুমারকাঃ। বিহর্ত্তুং সাম্বপ্রদ্যুম্নচারুভানুগদাদয়ঃ ॥১॥
ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিম্বন্তঃ পিপাসিতাঃ। জলং নিরুদকে কূপে দদৃশুঃ সত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥২॥
কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ। তস্য চোদ্ধরণে যত্নং চক্রুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ ॥৩॥
চর্ম্মজৈস্তান্তবৈঃ পাশৈর্বদ্ধা পতিতমর্ভকাঃ। নাশক্নুবন্ সমুদ্ধর্ত্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুৎসুকাঃ ॥৪॥
তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ সলীলয়া ॥৫॥

স উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টো বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্।
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ স্বর্গ্যদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ ॥৬॥
পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তন্নিদানং জনেষু বিখ্যাপয়িতুং মুকুন্দঃ।
কস্ত্বং মহাভাগ বরেণ্যরূপো দেবোত্তমং ত্বাং গণয়ামি নূনম্ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! একদা সাম্ব প্রদ্যুম্ন চারু ভানু ও গদ প্রভৃতি যদুকুমারগণ বিহারার্থ উপবনে গমন করিয়াছিলেন। ১

তাঁহারা সেই উপবনে দীর্ঘকাল ক্রীড়া করিয়া পিপাসিত হইয়াছিলেন এবং জল অন্বেষণ করিতে করিতে একটি জলশূন্য কূপমধ্যে একটি অদ্ভুত জীবকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ২

তথায় তাঁহারা পর্ব্বত সদৃশ সেই কৃকলাসকে দেখিয়া বিস্মিতচিত্ত হইয়াছিলেন এবং দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। ৩

বালকেরা চর্ম্মময় রজ্জু ও সূত্রময় রজ্জুতে বদ্ধ করিয়াও তাহাকে উত্তোলন করিতে শক্ত হইলেন না, পরে তাঁহারা উৎসুকচিত্তে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন। ৪

ভগবান্ বিশ্বভাবন অরবিন্দাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া ও তাহাকে দেখিয়া বাম কর দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। ৫

তখন উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শ মাত্র তৎক্ষণাৎ কৃকলাস স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় মনোহর বর্ণ ও অদ্ভুত অলঙ্কার বস্ত্র ও মাল্যধারী দেবরূপ ধারণ করিয়াছিল। ৬

ঐ সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃকলাসের বৃত্তান্ত অবগত থাকিলেও সর্ব্বজন সমীপে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে কৃকলাস রূপ প্রাপ্তির নিদান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে মহাভাগ! বরেণ্যরূপধারী তুমি কে? আমি নিশ্চিত রূপে তোমাকে দেবতা বলিয়া গণনা করি। ৭

বিবৃতি—সেই উপবনমধ্যে মহাকার জীব বহুকাল হইতে থাকায় তাহার প্রসিদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, সেই সময়ে যে দর্শন ঘটে, ইহা তাদৃশ লীলেচ্ছা নিবন্ধন। অথবা এই উদ্যানমধ্যস্থ কূপ অতি পুরাতন বলিয়া লতাদি দ্বারায় আবৃত্ত থাকায় কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, সেই দিন জলান্বেষণ করায় দেখিতে পায়। ২

দশামিমাং বা কতমেন কর্ম্মণা সম্প্রাপিতোঽস্যতদর্হঃ সুভদ্র।
আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো যন্মন্যসে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্ ॥৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনানন্তমূর্ত্তিনা। মাধবং প্রণিপত্যাহ কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥৯॥

নৃগ উবাচ।

নৃগো নাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষ্বাকুতনয়ঃ প্রভো। দানিষ্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্ ॥১০॥

কিংনু তেঽবিদিতং নাথ সর্ব্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ। কালেনাব্যাহতদৃশো বক্ষ্যেঽথাপি তবাজ্ঞয়া ॥১১॥

যাবত্যঃ সিকতা ভূমের্যাবত্যো দিবি তারকাঃ। যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদং স্ম গাঃ ॥১২॥

পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপগুণোপপন্নাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ।
ন্যায়ার্জ্জিতা রূপ্যখুরাঃ সবৎসা দুকূলমালাভরণা দদাবহম্ ॥১৩॥

হে সুভদ্র! কিরূপ কর্ম্ম দ্বারা তুমি ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে? যাহা তোমার পক্ষে অযোগ্য, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, যদি তুমি তাহা আমাদের নিকট বলিবার যোগ্য মনে কর, তবে নিজের পরিচয় বল। শুকদেব বলিলেন, এইরূপে আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নৃগরাজা সূর্য্য সদৃশ জ্যোতির্বিশিষ্ট কিরীট দ্বারা মাধবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। নৃগরাজা বলিলেন, হে প্রভো! আমি ইক্ষ্বাকুতনয় নৃগ নামক রাজা। বোধ হয় দাতৃগণের নামকীর্ত্তন প্রসঙ্গে আমার নাম অবশ্য আপনার কর্ণস্পর্শ করিয়া থাকিবে। ৮-১০

হে নাথ! সর্ব্বভূতের আত্মার সাক্ষিস্বরূপ তোমার কি অবিদিত আছে? কাল দ্বারাও তোমার দৃষ্টি অব্যাহত, তথাপি তোমার আজ্ঞাক্রমে আমি বলিব শ্রবণ কর। পৃথিবীতে যত বালুকা আছে, আকাশে যত তারকা আছে এবং যত সংখ্যক বর্ষাধারা পতিত হয়, তামি তত সংখ্যক গোদান করিয়াছি।১১-১২

পয়স্বিনী, শীলরূপগুণযুক্তা, হেমশৃঙ্গী, রৌপ্য-খুরা, সবৎসা, বস্ত্র-মাল্যালঙ্কৃতা এইরূপ ন্যায়ার্জ্জিতা তরুণী কপিলা গো-সকল আমি দান করিয়াছিলাম।১৩

বিবৃতি—যাদবগণ এই অদ্ভুত কথা লোকপরম্পরায় জ্ঞাত হইয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বহু যত্নে প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং ভগবান্ সকলকে বিনয় শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তাদৃশ প্রশ্ন করেন।৮

আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নে তাহার আনন্দস্ফুরণ হইয়াছিল এবং সে বিস্মিত হইয়াছিল, প্রথমে দেবরূপ লাভে তাহার গর্ব্বভাব আসিয়াছিল। সে ভগবানকে জানিতে পারে নাই, পরে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহার ভগবদ্বিজ্ঞান হয় এবং সে ভগবান্‌কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল। ৯

শ্রাদ্ধদেবের পুত্র ইক্ষাকুর ভ্রাতা এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন,। ইনি তদন্য নৃগ নামক রাজা, ইহা দ্বারা নিজের দেবত্ব পরিহার করা হইয়াছে। অতি বিনয় সহকারে নৃগ বলিলেন, হয়ত আমার নামটা আপনার কর্ণস্পর্শ করিয়া থাকিবে। নিজের দৃষ্টান্ত কথা গোপ্য হইলেও এখানে তাহার বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঈদৃশ ব্যক্তিরও স্বল্প পাপে এইরূপ গতি হয় ইহা জানাইবার জন্য। ১০

এই সকল বিবরণের উদ্দেশ্য অসংখ্যতা জ্ঞাপন মাত্র। এবং শব্দ প্রসিদ্ধার্থে; সুতরাং এই সুপ্রসিদ্ধ বিষয়ে অসম্ভাবনার লেশমাত্র নাই। ১২

এই শ্লোকে গভীর সদ্‌গুণ সকল ও বস্ত্রাভরণাদি বহুমূল্য দ্রব্য দানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। শীল—সুস্বভাব, প্রভুর বশ্যতাদি; শরীরপুষ্ট্যাদি সৌন্দর্য্য, গুণ—সর্ব্বদা বহুলোৎকৃষ্ট-ক্ষীরত্বাদি। কপিলা দশ প্রকার বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে। সুবর্ণ কপিলা পূর্ব্বা দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা, তৃতীয়া চৈব রক্তাক্ষী চতুর্থী গূঢ়পিঙ্গলা, পঞ্চমী বহুবর্ণা স্যাৎ, ষষ্ঠি স্যাৎ শ্বেতপিঙ্গলা, সপ্তমী শ্বেতপিঙ্গাক্ষী, অষ্টমী কৃষ্ণপিঙ্গলা, নবমী পাটলা জ্ঞেয়া দশমী পুচ্ছপিঙ্গলা, ইত্যাদি। ইহারা সকলে প্রদত্ত হইলে দাতাকে উদ্ধার করে। ১৩

স্বলঙ্কৃতেভ্যো গুণশীলবদ্ভ্যঃ সীদৎকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ।
তপঃশ্রুতব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ প্রাদাং যুবভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ ॥১৪॥
গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ কন্যাঃ সদাসীস্তিলরূপ্যশয্যাঃ।
বাসাংসি রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথানিষ্টঞ্চ যজ্ঞৈশ্চরিতঞ্চ পূর্ত্তম্ ॥১৫॥
কস্যচিদ্দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে। সংপৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে ॥১৬॥
তাং নীয়মানাং তৎস্বামী দৃষ্ট্বোবাচ মমেতি তম্।
মমেতি প্রতিগ্রাহ্যাহ নৃগো মে দত্তবানিতি ॥১৭॥
বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ। ভবান্ দাতাপহর্ত্তেতি তচ্ছ্রুত্বা মেঽভবদ্ভ্রমঃ ॥১৮॥
অনুনীতাবুভৌ বিপ্রৌ ধর্ম্মকৃচ্ছ্রগতেন বৈ। গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যাম্যেষা প্রদীয়তাম্ ॥১৯॥
ভবন্তাবনুগৃহ্নীতং কিঙ্করস্যবিজানতঃ। সমুদ্ধরতং মাং কৃচ্ছ্রাৎ পতন্তং নিরয়েঽশুচৌ ॥২০॥
নাহং প্রতীচ্ছে বৈ রাজন্নিত্যুক্ত্বা স্বাম্যপাক্রমৎ। নান্যদগবামপ্যযুতমিচ্ছামীত্যপরো যযৌ ॥২১॥

(পাত্রের সদ্‌গুণ বলিতেছেন) নানালঙ্কার-বিশিষ্ট গুণশীলসম্পন্ন, দুঃস্থকুটুম্বী, সদাচারসম্পন্ন, তপস্যা ও শ্রৌতকর্ম্ম সহকৃত বেদাধ্যয়ন দ্বারা উদার-স্বভাব, চরিতব্রত, এবং যুবা, এরূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সকলকে আমি দান করিয়াছি। ১৪

গো, ভূ, হিরণ্য, আয়তন, অশ্ব, হস্তী, দাসী সহিত কন্যা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তিল, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, রথ, এ সকল দান করিয়াছি, এবং বাপী কূপ তড়াগাদি প্রস্তুত করিয়াছি। ১৫

(এইরূপ ভাবে বর্ত্তমান আমার কিছু সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল এই কথা বলিতেছেন) কোন একজন (প্রতিগ্রহনিবৃত্ত) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের একটি গাভী ভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধনের সহিত মিলিত হইয়াছিল, আমি তাহা না জানিয়া ঐ গাভীটিকে একজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণ তাহাকে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ঐ গাভীর স্বামী ব্রাহ্মণ গাভীকে দেখিয়া বলিলেন, এ গাভী আমার। প্রতিগ্রহকর্ত্তা ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজা নৃগ আমাকে এই গাভী দিয়াছেন, অতএব এ গো আমার। ১৬ ১৭

সেই উভয় ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে স্বার্থসাধনার্থ আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি দাতা এবং আপনি অপহর্ত্তা। ঐ কথা শুনিয়া আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম। ১৮

এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইলে আমি উভয় ব্রাহ্মণকে অনুনয় অর্থাৎ প্রার্থনা করিলাম। এই গোটি আমাকে দিন, আমি ইহার পরিবর্ত্তে অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ গো দান করিব। আপনারা এই অবিজ্ঞাত কিঙ্করকে উভয়েই অনুগ্রহ করুন, এবং অশুচি নরকে পতনপর আমাকে ধর্ম্মসঙ্কটে উদ্ধার করুন। তখন গোর স্বামী "আমি রাজার প্রতিগ্রহ করি না" বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং গ্রহীতাও 'অন্য অযুত গোও আমি ইচ্ছা করি না' বলিয়া গমন করিলেন। ১৮-২১

বিবৃতি—কনককুণ্ডলাদির দ্বারা অলঙ্কৃত। গুণ—দৈহিক সল্লক্ষণাদি, শীল—সারল্য বিনয়াদি অভ্যন্তরবর্ত্তি গুণ। উদ্যোগপর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চব্রতং দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হি তিতিক্ষানসূয়া,যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য। উক্তপ্রকার সত্যব্রতপরায়ণ, ইত্যাদি। আয়তন,—গৃহাদি, পরিচ্ছদ,—ছত্র-চামরাদি। ১৪ ১৫

স্বার্থসাধক,—স্বকীয়াভিমান-সাধক। প্রতিগ্রহীতা বলিলেন, আপনি দাতা, এবং গো-স্বামী বলিলেন, আপনি অপহর্ত্তা।১৮

এতস্মিন্নন্তরে যামৈদূ তৈর্নীতো যমক্ষয়ম্। যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব জগৎপতে ॥২২॥
পূর্ব্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষে উতাহো নৃপতে শুভম্। নান্তং দানস্য ধর্ম্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ ॥২৩॥
পূর্ব্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ। তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো ॥২৪॥
ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব। স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ ॥২৫॥

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যস নান্ধবুদ্ধেঃ স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥২৬॥

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম। নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ॥২৭॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং প্রভো। যত্র ক্বাপি সতশ্চেতো ভূয়ান্মে ত্বৎপদাস্পদম্ ॥২৮॥
নমস্তে সর্ব্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥২৯॥

ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা স্বমৌলিনা।
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্ ॥৩০॥

ইহার কিছুকাল পরেই আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে যমদূতেরা আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল। হে দেব! হে জগৎপতে! শ্রবণ করুন, তখন যম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২২

হে নৃপতে! তুমি পূর্ব্বে অশুভ ভোগ করিবে, কি সুখ ভোগ করিবে? আমি তোমার দান-ধর্ম্মাদি-সাধ্য উজ্জ্বল স্বর্গাদি লোকের অন্ত দেখিতেছি না।২৩

আমি বলিলাম, হে দেব! আমি পূর্ব্বে অশুভ-লোক ভোগ করিব। তখন যম বলিলেন, "তবে পতিত হও" হে প্রভো! তৎক্ষণাৎ নিজেকে কৃকলাস দর্শন করিলাম। হে কেশব! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, ভবৎসন্দর্শনার্থী এই দাসের অদ্যাপি এই স্মৃতিভ্রংশ হয় নাই। ২৪-২৫

হে বিভো! যে তুমি বেদরূপ নয়ন দ্বারা যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মল হৃদয়প্রদেশে বিভাবিত হও, সেই তুমি কিরূপে আমার নয়নগোচর হইয়াছ। হে অধোক্ষজ! যাহার সংসারবন্ধন মোচন হইবে, তাহারই তুমি দৃশ্য হইয়া থাক। এই জন্য কৃকলাসভব প্রবল দুঃখে অন্ধ আমার নিকটে সংসার মুক্তির জন্য দৃশ্য হইয়াছে। ২৬

(ভগবদ্দর্শনপ্রভাবে জাতভক্তি নৃগরাজ ভগবৎকৃপার প্রশংসা করিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নামকীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছেন) হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে কৃষ্ণ! হে বিভো! দেবগতিপ্রাপ্ত আমাকে অনুমতি করুন, আমি যে কোন স্থানেই থাকি না কেন, আমার চিত্ত যেন আপনার পদে স্থান পায়। সর্ব্ব পদার্থের আদিকারণ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্ম, আপনি অনন্তশক্তি। আপনি যোগপতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার।২৭-২৯

ইহা বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নৃগরাজ তাঁহার পাদদ্বয় নিজ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া ভগবানের অনুজ্ঞা ক্রমে সকলের সমক্ষে শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৩০

বিবৃতি—যাহার সংসারমুক্তি ঘটে, তুমি তাহারই দৃশ্য হইয়া থাক, পরন্তু স্বর্গগতিপ্রাপ্ত আমার যে দৃশ্য হইবে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। ২৬

ব্রহ্ম বলার তাৎপর্য্য এই যে, আপনি কর্ত্তা হইলেও অবিকার, ইহা অনন্ত মায়াশক্তি থাকাতেই সম্ভব হয়। আপনি বাসুদেব অর্থাৎ সর্ব্বভূতের আশ্রয়, যোগপতি অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সকলের ফলদাতা। ২৯

কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ। ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্ম্মাত্মা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্ ॥৩১॥
দুর্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি। তেজীয়সোঽপি কিমুত রাজ্ঞামীশ্বরমানিনাম্ ॥৩২॥
নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্য প্রতিক্রিয়া।
ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাস্য প্রতিবিধির্ভুবি॥৩৩॥
হিনস্তি বিষমত্তারং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি। কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ ॥৩৪॥
ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপূরুষম্। প্রসহ্য তু বলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥৩৫॥
রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে। নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ ॥৩৬॥
গৃহ্ণন্তি যাবতঃ পাংশূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ। বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্ ॥৩৭॥
রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোঽব্দান্ নিরঙ্কুশাঃ। কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ ॥৩৮॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥৩৯॥

তখন ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মণ্যদেব দেবকীনন্দন কৃষ্ণ রাজন্যগণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পরিজনবর্গকে বলিয়াছিলেন। ৩১

অগ্নি সদৃশ অতি তেজস্বী হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি অতি অল্প মাত্রও ব্রহ্মস্ব ভোজন করে, তাহাও তাহার পক্ষে দুর্জ্জর হয়, যাহারা প্রভুত্বাভিমানী ক্ষত্রিয়, তাহাদের কথা আর কি বলিব। ৩২

আমি হলাহলকে বিষ বলিয়া মনে করি না, কারণ, তাহারও প্রতিক্রিয়া আছে, পরন্তু ব্রহ্মস্বই প্রকৃত বিষ বলিয়া কথিত হয়, কারণ, মর্ত্ত্যলোকে তাহার প্রতিবিধান নাই। ৩৩

বিষ ভক্ষণকারীরই প্রাণ নষ্ট করে, অগ্নিও জল দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ অরণিজ বহ্নি মূলের সহিত সকল কুলকে দগ্ধ করে। ৩৪

যথা বিধান ক্রমে অনুজ্ঞাত ব্রহ্মস্ব ভোজন করিলে তিন পুরুষ অর্থাৎ পুত্র পৌত্র ও নিজেকে নাশ করে, আর হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভোজন করিলে পূর্ব্বের দশ পুরুষ ও নিজাপেক্ষায় পরের দশ পুরুষকে নাশ করে। ৩৫

যে সকল রাজা বা রাজপুত্রেরা যাহারা ব্রহ্মস্ব ইচ্ছা করে, তাহারাই নরক অভিলাষ করে, তাহারা অতিশয় মূর্খ, কারণ, তাহারা আত্মপতন দেখে না। ৩৬

বহু পরিবারবিশিষ্ট আতিথ্যাদিপরায়ণ হৃত-বৃত্তি ব্রাহ্মণগণের রোদনের অশ্রুবিন্দু সকলে যতগুলি ধূলিকণা সিক্ত হয়, ব্রহ্মস্বহারী রাজাই হউক অথবা রাজ-বংশীয়ই হউক, তত সংখ্যক বৎসর কাল কুম্ভীপাক নরকে স্বতন্ত্র ভাবে পতিত হয়। ৩৭-৩৮

স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ব্যক্তি ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া থাকে। ৩৯

বিশ্বব্রত্তি—ব্রহ্মস্ব বিষ হইতেও ঘোরতর ; কেন না, বিষ যে খায় সেই মরে, আর বহ্নিও জলের দ্বারা প্রশান্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মস্ব ভোজন করিলে তাহার কুলকে সমূলে বিনষ্ট করে। বিষও বরং ভক্ষণ করিবে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব ভক্ষণ করিবে না। ৩৪

মূলে দুরনুজ্ঞাত শব্দের যথাবদননুজ্ঞাত অর্থ স্বামীর, পরন্তু চক্রবর্ত্তী বলেন, উহার অর্থ এইরূপ—কোন ব্রহ্মস্ব বন্ধু স্বজনে গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া তিনি যে তাহা উপেক্ষা পূর্ব্বক অনুমোদন করেন, তবে তাহার নাম দুরনুজ্ঞাত অর্থাৎ যথাবিধি অননুজ্ঞাত। ৩৫

ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্‌যদ্গৃদ্ধ্বাল্পায়ুষো নরাঃ। পরাজিতাশ্চ্যুতা রাজ্যাদ্ভবন্ত্যুদ্বেজিনোঽহয়ঃ ॥৪০॥
বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥৪১॥
যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ। তথা নমত যূয়ঞ্চ যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্ ॥৪২॥
ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্ত্তারং পাতয়ত্যধঃ। অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব ॥৪৩॥
এবং বিশ্রাব্য ভগবান্ মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ। পাবনঃ সর্ব্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে নৃগোপাখ্যানং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

আমার যেন কখনও ব্রাহ্মণের ধন হয় না অর্থাৎ ব্রাহ্মণধনে স্পৃহা হয় না, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজগণ অল্পায়ুঃ, পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়েন, এবং সাধারণের উদ্বেগ জন্মান বলিয়া পরজন্মে সর্প হইয়া থাকেন। ৪০

যাহারা আমার আত্মীয়স্বজন, তাহারা কখনও ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলেও তাহার সহিত কলহ করিও না, সেই ব্রাহ্মণ যদি তোমাদিগকে প্রহার করেন কিংবা শাপ প্রদান করেন, তথাপি তাঁহাকে নিত্য নমস্কার করিবে। ৪১

যেমন আমি সমাহিত হইয়া নিত্যকাল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া থাকি, সেইরূপ তোমরাও ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবে, যে ব্যক্তি আমার এই বাক্যের অন্যথাচরণ করিবে, সে দণ্ডভাগী হইবে। ৪২

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ-ধন অপহরণ করিলে অপহর্ত্তাকে নরকে যাইতে হয়, যেমন নৃগরাজ না জানিয়া ব্রাহ্মণের গো অপহরণ করায় তাহাকে নরকে যাইতে হইয়াছিল। ৪৩

সর্ব্বলোকপাবন ভগবান্ মুকুন্দ দ্বারকাবাসী প্রজাগণকে এই প্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করাইয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন। ৪৪

ইতি দশম স্কন্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ। সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥১॥
পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চ। রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥২॥
চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সানুজো জগদীশ্বরঃ। ইত্যারোপ্যাঙ্কমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥৩॥
গোপবৃদ্ধাংশ্চ বিধিবদ্‌যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতঃ। যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ ॥৪॥
সমুপেত্যাথ গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ। বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্য্যুপাগতাঃ ॥৫॥
পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেষু প্রেমগদ্গদয়া গিরা। কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ ॥৬॥
কচ্চিন্নো বান্ধবা রাম সর্ব্বে কুশলমাসতে। কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম যূয়ং দারসুতান্বিতাঃ ॥৭॥

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপো দিষ্ট্যা মুক্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ।
নিহত্য নির্জিত্য রিপূন্ দিষ্ট্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ বলভদ্র সুহৃদ্‌গণকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে রথে আরোহণ করিয়া নন্দগোকুলে গমন করিয়াছিলেন। ১

বলদেব তথায় উপস্থিত হইলে চিরোৎকণ্ঠিত গোপগণ এবং মাতৃবয়স্যা গোপীগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া রাম, নন্দ ও যশোদাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। ২

হে দাশার্হ! তুমি জগদীশ্বর, অনুজের সহিত তুমি আমাদিগকে চিরকাল প্রতিপালন করিবা, ইহা বলিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নন্দ ও যশোদা নয়নজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৩

পরে বলদেব গোপ-বৃদ্ধগণকে বিধিবৎ অভিবাদন করিলেন ও বয়ঃকনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইলেন, এবং যাহার যেমন বয়স, যাহার সহিত যেমন সখ্যভাব, যাহার সহিত যেমন সম্বন্ধ, তদনুসারে তাহাদের নিকটে গমন করিয়া গোপালগণকে হাস্য ও হস্তগ্রহণাদি দ্বারা সমাদর করিলেন, এবং তিনি বিশ্রামান্তে সুখে উপবেশন করিলে গোপগণ সমীপে আসিয়া যাদবগণের কুশল প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহারা পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য নিখিল বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছিল। পরে বলদেব কর্ত্তৃক প্রেমগদ্‌গদ বাক্যে নিজেদের কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাম! আমাদের বান্ধব সকল কুশলে আছেন ত? হে রাম! তোমরা স্ত্রী-পুত্রান্বিত হইয়া আমাদিগকে কি স্মরণ কর? ৪-৭

বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, তোমরা পাপিষ্ঠ কংসকে নিহত করিয়াছ। সুহৃজ্জনকে মুক্ত করিয়াছ, রিপুসকলকে জয় ও নিহত করিয়া দুর্গ আশ্রয় করিয়াছি। ৮

বিবৃতি—বসুদেব হইতে নন্দের শুদ্ধ পিতৃত্বাদিময় স্নেহ স্মরণে তদ্দর্শনে বলদেবের উৎকণ্ঠা হইয়াছিল। এতদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ সহ গমন করিব এই আশায় এবং তাঁহার বাক্যানুসারেই গমন করেন নাই, এক্ষণে কৃষ্ণানুমোদনক্রমেই গমন করিলেন। বসুদেবকে না জানাইয়া যাওয়ার জন্যই একাকী গমন করেন। ১

গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ। কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ ॥৯॥
কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধূন্ পিতরং মাতরঞ্চ সঃ। অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি।
অপি বা স্মরতেঽস্মাকমনুসেবাং মহাভুজঃ ॥১০॥
মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄরপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো ॥১১॥
তা নঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সঞ্ছিন্নসৌহৃদঃ। কথং নু তাদৃশং স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিতম্ ॥১২॥
কথং নু গৃহ্ণন্ত্যনবস্থিতাত্মনো বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরঃ স্ত্রিয়ঃ।
গৃহ্ণন্তি বৈ চিত্রকথস্য সুন্দরস্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ ॥১৩॥
কিং নস্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ।
যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ ॥১৪॥

পরে রাম সন্দর্শনে আদরবতী কৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরস্ত্রী-জনবল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছেন ত? তিনি পিতামাতা ও বন্ধুবর্গকে স্মরণ করেন ত? তিনি একবারের জন্যও তাঁহার মাতাকে দেখিতে আসিবেন ত? সেই মহাভুজ আমাদিগের সেই সেবা কি স্মরণ করেন? ৯-১০

হে প্রভো! হে দাশার্হ! যাঁহার নিমিত্ত আমরা দুস্ত্যজ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র, ভগিনী এবং স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তিনি সেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সৌহৃদ্যবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীগণ :কেনই বা তাদৃশ বাক্যে বিশ্বাস করিবে না? ১১-১২

(আমরা বন্য স্ত্রী, বুদ্ধিহীনা, তাহারা নাগরী বুদ্ধিমতী হইয়া কিরূপে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল এই কথাই বলিতেছেন) সেই অনবস্থিত-চিত্ত ও কৃতঘ্নের বাক্য অভিজ্ঞা পুরস্ত্রীগণ কেনই বা গ্রহণ করিল? তাহারা সুন্দর হাস্যাবলোকন দ্বারা জনিত কামভাবাতুরা তাঁহার বিচিত্র বাক্য হয়ত গ্রহণ করিয়া থাকিবে। (অপরা গোপী বলিলেন) হে গোপীগণ! তাঁহার কথায় আর আমাদের কি হইবে, এক্ষণে অপর কথা বল। আমাদের ব্যতিরেকে যদি তিনি কালক্ষেপণ করিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহাকে ছাড়া কালাতিপাত করিতে পারিব। ১৩-১৪

বিবৃতি—বলদেব যদি এরূপ বলেন, হে কল্যাণীগণ! যিনি এই প্রকার পীড়াপ্রদ, তাঁহাতে কেন এরূপ সৌহৃদ্য করিয়াছিলে, এই উক্তির সমাধানে তাহারা বলিল, স্ত্রীগণ তাদৃশ বাক্য কেনই বা বিশ্বাস করিবে না। ১২

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ একদল গোপীরা বলেন, উত্তরার্দ্ধ অপর দলের গোপীরা বলিয়াছিলেন। অস্থিরচিত্ত সৌহার্দ্দ্য-ভঙ্গকারী শ্রীকৃষ্ণের কথায় আমরা বন্য অনভিজ্ঞা রমণীরা না বুঝিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু যাহারা নগরবাসিনী চতুরা বুদ্ধিমতী, তাহারা ভুলিল কিরূপে? ইহার সমাধানে অপরারা বলিল, শ্রীকৃষ্ণের সহাস্য কটাক্ষাবলোকনে কামার্ত্তা হইয়াই তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকিবে; তাঁহার বাক্য বলার এমনই বিচিত্র রীতি, যাহাতে সকল লোক বিশ্বাস করে। অত্যন্ত শোকোদ্রেক হওয়ায় তাহারা পরস্পর বলিয়াছিল, তাঁহার কথা বলিবার প্রয়োজন নাই পরন্তু উহাতে দুঃখই হইবে। তাঁহার কথায় যখন দুঃখ হয়, তখন অন্য কথা বল। গোপীরা অন্যকথার আচ্ছাদনের দ্বারা কৃষ্ণবিরহশোক আচ্ছাদিত করিতে চাহিয়াছিল, এবং এইরূপে শোকোত্তীর্ণ হইবে মনে করিয়াছিল। তদ্ব্যতিরেকে আমাদের কাল কাটিবে না, ইহা মনে করিও না; কারণ, আমাদের ব্যতিরেকে তাঁহার যদি কাল কাটে, আমাদেরই বা কাটিবে না কেন? কারণ, তদ্বিরহে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ মরে নাই! অথবা আমাদের সুখেই দিন যাইবে, ইহা অতি গভীর শোকোচ্ছ্বাস। ১৩-১৪

ইতি প্রহসিতং শৌরের্জ্জল্পিতং চারুবীক্ষিতম্।
গতিং প্রেমপরিষ্বঙ্গং স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৫॥
সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ। সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ ॥১৬॥
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ। রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥১৭॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা। যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্ব্বৃতঃ ॥১৮॥
বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ। পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥১৯॥
তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ। আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥২০॥
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্ব্বনিতাশোভিমণ্ডলে। রেমে করেণুযূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥২১॥
নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা। গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥২২॥
উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ। বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ ॥২৩॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, বাক্য, মনোহর দৃষ্টিপাত, গতি, প্রেম ও আলিঙ্গনাদি স্মরণ করিয়া স্ত্রীগণ রোদন করিতে লাগিলেন। ১৫

অনন্তর নানাবিধ অনুনয়-কোবিদ (পণ্ডিত) ভগবান্ সঙ্কর্ষণ হৃদয়গ্রাহী কৃষ্ণ-সন্দেশ দ্বারা সেই গোপীগণকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। রাম রাত্রিকালে গোপীদিগের সহিত রমণ করতঃ চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। ১৬-১৭

পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত ও কুমুদগন্ধযুক্ত বায়ু-সেবিত যমুনার উপবনে স্ত্রীগণ-পরিবৃত রাম বিহার করিয়াছিলেন। ১৮

এই সময়ে বরুণদেব কর্তৃক প্রেরিতা বারুণীদেবী বৃক্ষকোটর হইতে পতিত হইয়া সুগন্ধ দ্বারা সেই বনকে আমোদিত করিয়াছিল। ১৯

বায়ু কর্তৃক আহৃত সেই মধুধারার গন্ধ বলদেব আঘ্রাণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া ললনাগণের সহিত উহা পান করিয়াছিলেন। বনিতাগণ-শোভিত মণ্ডলমধ্যে গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক গীয়মান হইয়া করেণু যূথপতি ঐরাবত হস্তীর ন্যায় রাম ক্রীড়া করেন। ২০-২১

তখন দুন্দুভি সকল বাজিয়াছিল ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ রামের বলবীর্য্যের কথা বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। ২২

তখন বনিতাগণ হলায়ুধের চরিত্র গান করিতে লাগিলেন, এবং বলদেবও মত্ত ও মদ-বিহ্বল লোচন হইয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৩

বিবৃতি—বলদেব যদিও নানাবিধ সান্ত্বনোপায়ে সুপণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাহাদের একমাত্র হৃদয়গ্রাহি কৃষ্ণ-কথার দ্বারাই সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। সেই সকল কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনীদিগকে বলদেব এইভাবে আশ্বাস দিয়াছিলেন। প্রথমে সশ্রুনয়নে অবলোকন অনুতাপাদি বর্ণনা, পরে কৃষ্ণকে লইয়া আমি আসিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা, তোমাদের কথা শুনিলে সে অত্যন্ত দুঃখ পাইবে, এইরূপে বিভীষিকা প্রদর্শন প্রভৃতি। ১৬

কৃষ্ণগমন সময়ে অনুৎপন্না ও অতি বালিকা গোপীদের সহিতই রাম রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ১৭

রামবিহারক্ষেত্র রামঘট্ট নমে প্রসিদ্ধ, ইহা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া ক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত ছিল। ১৮

মদিরাবিধাত্রী বরুণকন্যা সুধার সহিত ইনি উৎপন্ন হয়েন। বৃন্দাবনের কদম্ববৃক্ষকোঠর হইতে পতিত হইয়া নিজ গন্ধে সেই বন আমোদিত করিয়াছিলেন। ১৯

অথ্যেককুণ্ডলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া। বিভ্রৎ স্মিতমুখাম্ভোজং স্বেদপ্রালেয়ভূষিতম্ ॥২৪॥
স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ। নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ।
অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ ॥২৫॥
পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়াহূতা। নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্ ॥২৬॥
এবং নির্ভর্ৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্। উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ ॥২৭॥
রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥২৮॥
পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্। মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥২৯॥
ততো ব্যমুঞ্চদ্‌যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ। বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্ ॥৩০॥
কামং বিহৃত্য সলিলাদুত্তীর্ণায়াসিতাম্বরে। ভূষণানি মহার্হাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং স্রজম্ ॥৩১॥
বসিত্বা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্। রেজে স্বলঙ্কৃতো লিপ্তো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥৩২॥
অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনা কৃষ্টবর্ত্মনা। বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি ॥৩৩॥

বৈজয়ন্তী মালা ও এককুণ্ডলধারী, হিমকণার ন্যায় স্বেদবিন্দুভূষিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম ধারণ করিয়া মদোন্মত্ত বলদেব জলক্রীড়ার নিমিত্ত যমুনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। পরে "আমি মত্ত হইয়াছি বলিয়া যমুনা আমার বাক্য অনাদর করিয়া আসিল না।" ইহা ভাবিয়া কুপিত বলদেব হলাগ্র দ্বার যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ২৪-২৫

পরে বলদেব বলিলেন, হে পাপে! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তথাপি তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আসিতেছ না, তুমি কামচারিণী, অতএব আমি এই লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তোমাকে শতধা বিভক্ত করিয়া লইয়া যাইব। ২৬

হে নৃপ! এইরূপে নির্ভর্ৎসিতা হইয়া যমুনা ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে বলদেবের পদদ্বয়ে পতিত হইয়া যদুনন্দনকে বলিতে লাগিল। ২৭

হে রাম! হে রাম! হে মহাবাহো! আমি তোমার বিক্রম জানি না, হে জগৎপতে, তোমার শেষ নামক মূর্ত্তির একাংশে এই জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ২৮

হে ভগবন্! আমি তোমার পরম ভাব জানি না। হে বিশ্বাত্মন্! হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার শরণাগত, আমাকে পরিত্যাগ কর। ২৯

অনন্তর ভগবান্ বলদেব, এইরূপ প্রার্থিত হইয়া যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন, করেণুগণ সহ গজরাজের ন্যায় স্ত্রীগণের সহিত জলে অবগাহন করিলেন। ৩০

এবং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিহার করিয়া জল হইতে উত্তীর্ণ হইলে লক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে সমুদ্রজাত নীলবর্ণ বস্ত্রদ্বয়, মহার্ঘ্য ভূষণ ও সুন্দর মালা প্রদান করিলেন। ৩১

বলদেবও নীল বসন পরিধান করিয়া ও কাঞ্চনা মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া অলঙ্কারে ভূষিত ও চন্দনে লিপ্ত মহেন্দ্র বারণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩২

হে রাজন্! অদ্যাপি অনন্তবীর্য্য বলদেবের বীর্য্য সূচনা করিয়াই যেন যমুনা বলদেবাকৃষ্ট পথে বর্ত্তমানা আছেন, ইহা দেখা যায়। ৩৩

এবং সর্ব্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে।
রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্য্যৈর্ব্রজযোষিতাম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে বলদেববিজয়ে যমুনাকর্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

এইরূপে ব্রজযোষিদ্‌গণের মাধুর্য্য দ্বারা আক্ষিপ্তচিত্ত বলদেবের ব্রজে বিহারকালীন সমুদায় নিশা এক রাত্রির ন্যায় গত হইয়াছিল। ৩৪

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নন্দব্রজং গতে রামে করূষাধিপতির্নৃপ। বাসুদেবোঽহমিত্যজ্ঞো দূতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ ॥১॥

ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ। ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতম্ ॥২॥

দূতঞ্চ প্রাহিণোন্মন্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্তবর্ত্মনে। দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপো বালকৃতোঽবুধঃ ॥৩॥

দূতস্তু দ্বারকামেত্য সভায়ামাস্থিতং প্রভুম্। কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ ॥৪॥

বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ। ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥৫॥

যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্বিভর্ষি সাত্বত।
ত্যক্ত্বৈহি মাং ত্বং শরণং নো চেদ্দেহি মমাহবম্ ॥৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ। উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে নৃপ! বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে কিয়ৎকাল পরে করূষ দেশের অধিপতি অজ্ঞানান্ধ রাজা 'আমিই বাসুদেব' ইহা স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিল। ১

অজ্ঞলোকেরা, তুমিই জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ ইহা বলিয়া তাহাকে স্তব করিয়াছিল এবং তাহাতে সে-ও আপনাকে অচ্যুত বলিয়া মনে করিত। ২

ক্রীড়া-কৌতুককালে বালক কর্তৃক নৃপত্বপ্রাপ্ত বালকের ন্যায় অজ্ঞান মন্দমতি পৌণ্ড্রক দ্বারকায় অব্যক্তগতি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। ৩

দূতও দ্বারকায় উপনীত হইয়া সভামণ্ডপে উপবিষ্ট কমলপত্রাক্ষ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পৌণ্ড্রক রাজার কথিত বিষয় নিবেদন করিয়াছিল। ৪

হে কৃষ্ণ! প্রাণিবর্গের অনুকম্পার নিমিত্ত আমি একমাত্র বাসুদেব অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর কেহ বাসুদেব নাই, অতএব তুমি মিথ্যা বাসুদেব নাম পরিত্যাগ কর। ৫

হে সাত্বত! তুমি মূঢ়ত্ব প্রযুক্ত আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর। ৬

শুকদেব বলিলেন, তখন অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের ঐ প্রেরিত আত্মশ্লাঘা শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনাদি সভাসদ্‌গণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন। ৭

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ একাকী আছেন জানিয়াই এই কৌতুককর দূত প্রেরণ করিতে সাহস করিয়াছিল। যদি রাম দ্বারকায় থাকিতেন, তবে তাঁহার দুর্নিবার ক্রোধে এই কৌতুক সম্ভব হইতে পারিত না। ১

তুমি বাসুদেবের পুত্র বলিয়া অর্থহীন কেবল যৌগিক বাসুদেব নাম ত্যাগ কর, কারণ, সর্ব্বভূতনিবাসরূপ বাসুদেব তুমি নহ। যদি তুমি নিজের আত্মীয়গণ ও সৈন্তগণের প্রতি অনুকম্পা করিতে চাও, তবে বাসুদেব নাম ত্যাগ কর। নতুবা আমার সহিত যুদ্ধে উহারা বিনষ্ট হইবে। অথবা সাধারণ প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ তুমি নিজের বাসুদেব নাম ত্যাগ কর, নতুবা আমাদের যুদ্ধে তাহাদের পীড়া হইবে। ৫

বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্ব শ্লোকে করূষরাজ বলিয়াছে, আমি প্রাণিগণের অনুকম্পার্থ অবতীর্ণ হই নাই। কারণ, আমি অতি তুচ্ছ ব্যক্তি, একমাত্র তুমিই বাসুদেব; অতএব আমার এই মিথ্যা বাসুদেব নাম পরিত্যাগ করাও। ৬

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাসকথামনু। উৎস্রক্ষ্যে মূঢ় চিহ্নানি যৈস্ত্বমেবং বিকত্থসে ॥৮॥
মুখং তদপিধায়াজ্ঞ কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ। শয়িষ্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম্ ॥৯॥
ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্ব্বমাহরৎ। কৃষ্ণোঽপি রথমাস্থায় কাশীমুপজগাম হ ॥১০॥

পৌণ্ড্রকোঽপি তদুদ্যোগমুপলভ্য মহারথঃ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্ দ্রুতম্ ॥১১॥
তস্য কাশিপতির্মিত্রং পার্ষ্ণিগ্রাহোঽন্বয়ান্নৃপ।
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ ॥১২॥

শঙ্খার্য্যসিগদাশার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্। বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥১৩॥
কৌশেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্। অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥১৪॥
দৃষ্ট্বা তমাত্মনস্তুল্যং বেষং কৃত্রিমমাস্থিতম্। যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভৃশং হরিঃ ॥১৫॥

শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈর্বাণৈঃ প্রাহরন্নরয়ো হরিম্ ॥১৬॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস-কথার পর দূতকে বলিলেন, হে মূঢ়! আমি তোমার উপর ঐ সকল সুদর্শনাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিব এবং তুমি যাহাদের সহিত ঐরূপ আত্মশ্লাঘা কর, তাহাদের উপরও ত্যাগ করিব। অথবা যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন সুদর্শনাদি ধারণ করিয়া তুমি আত্মশ্লাঘা কর, উহা আমি পরিত্যাগ করাইব। ৮

হে অজ্ঞ! যখন তুমি হত হইয়া ও মুখ আচ্ছাদন করিয়া কঙ্ক গৃধ্র ও বট প্রভৃতি পক্ষিগণ দ্বারা আবৃত হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিবে, তখন তুমি কুক্কুরগণের শরণ (আশ্রয়) হইবে। ৯

পরে দূত স্বায় স্বামীর প্রতি এই আক্ষেপবাক্য শ্রবণ করিয়া পৌণ্ড্রের নিকটে আসিয়া সমুদায় নিবেদন করিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথে আরোহণ করিয়া কাশী সমীপে গমন করিলেন। ১০

(মহারথ পৌণ্ড্রকও তৎকালে মিত্র কাশীরাজ-পুরে বাস করিতেছিল) মহারথ পৌণ্ড্রকও শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ জানিতে পারিয়া দুই অক্ষৌহিণী সেনা সহ সত্বর পুরী হইতে নির্গত হইয়াছিল। ১১

হে নৃপ! কাশীপতি পৌণ্ড্রকের মিত্র, তিনি তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রাহ পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তিন অক্ষৌহিণী সেনার সহিত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ চক্র গদা অসি ও শার্ঙ্গ ও শ্রীবৎসাদি উপলক্ষিত ও কৌস্তুভমণিধারী এবং বনমালা-বিভূষিত পৌণ্ড্রককে দেখিতে পাইলেন। ১২-১৩

পীতবর্ণ কৌশেয় বসনদ্বয় পরিহিত, গরুড়ধ্বজ, অমূল্য মূল্যাভরণ-বিভূষিত, উজ্জ্বল মকরকুণ্ডলে সুশোভিত, অতএব রঙ্গস্থলে গত নটের ন্যায় কৃত্রিম রূপে অবস্থিত স্বীয় সদৃশ বেশধারী পৌণ্ড্রককে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় হাস্য করিয়াছিলেন। ১৪-১৫

পরে শত্রুগণ শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, পট্টিশ ও বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিয়াছিল। ১৬

বিবৃতি—পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ও মহাদেবের বরে চতুর্ভুজ ছিল, ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে আছে। ১৩

কৃষ্ণস্তু তৎপৌণ্ড্রককাশিরাজয়োর্বলং গজস্যন্দনবাজিপত্তিমৎ।
গদাসিচক্রেষুভিরার্দ্দয়স্তৃশং যথা যুগান্তে হুতভুক্ পৃথক্ প্রজাঃ ॥১৭॥
আয়োধনং তদ্রথবাজিকুঞ্জরদ্বিপৎখরোষ্ট্রৈররিণাবখণ্ডিতৈঃ।
বভৌ চিতং মোদবহং মনস্বিনামাক্রীড়নং ভূতপতেরিবোল্বণম্ ॥১৮॥
অথাহ পৌণ্ড্রকং শৌরির্ভো ভো পৌণ্ড্রক যদ্ভবান্।
দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসৃজামি তে ॥১৯॥
ত্যাজয়িষ্যেঽভিধানং মে যৎ ত্বয়াজ্ঞ মৃষা ধৃতম্।
ব্রজামি শরণং তেঽদ্য যদি নেচ্ছামি সংযুগম্ ॥২০॥
ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্বিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকম্।
শিরোঽবৃশ্চদ্রথাঙ্গেন বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ ॥২১॥
তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ।
ন্যপাতয়ৎ কাশিপুর্য্যাং পদ্মকোশমিবানিলঃ ॥২২॥
এবং মৎসরিণং হত্বা পৌণ্ড্রকং সসখং হরিঃ। দ্বারকামাবিশৎ সিদ্ধৈর্গীয়মানকথামৃতঃ ॥২৩॥
স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ। বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ ॥২৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রলয়কালের অগ্নি যেমন পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রজাগণের পীড়াদায়ক হয়, সেইরূপ গদা অসি চক্র ও বাণ দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের বলসমুদায়কে হস্তী অশ্ব রথ পত্তি সহিত অতিশয় পীড়া দিয়াছিলেন। ১৭

তখন শ্রীকৃষ্ণের চক্র দ্বারা অবখণ্ডিত রথ, অশ্ব, কুঞ্জর, মনুষ্য, খর, উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অতএব মনস্বীদিগের প্রমোদজনক সেই রণস্থল রুদ্রদেবের ভয়াবহ ক্রীড়াভূমির ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। ১৮

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বলিলেন, হে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি সেই সকল চিহ্নস্বরূপ অস্ত্র এক্ষণে তোমার প্রতি ত্যাগ করিব। ১৯

এবং তুমিই মিথ্যা করিয়া যে আমার নাম ধারণ করিয়াছ, অদ্য তোমাকে তাহা পরিত্যাগ করাইব। আর যদি তোমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা না করি, তবে অদ্য তোমার শরণাপন্ন হইব। এইরূপ আক্ষেপ বাক্য বলিয়া এবং শাণিত বাণ দ্বারা পৌণ্ড্রককে বিরথ করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদন করেন, সেইরূপ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। ২০-২১

সেইরূপ কাশীরাজের শরীর হইতে মস্তক উৎকর্ত্তন করিয়া, বায়ু যেমন পদ্মকোষ ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন। ২২

এইরূপে সখার সহিত পৌণ্ড্রককে নিহত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক এই অমর কথা গীয়মান হইলে দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৩

সেই পৌণ্ড্রক সর্ব্বদাই ভগবদ্ধ্যান দ্বারা অখিলবন্ধন শিথিল করিয়াছিল, এবং সে সর্ব্বদাই ভগবানের রূপ ধারণ করিত, অতএব হে রাজন্! সে মরণের পরেও সারূপ্য লাভ করিয়াছিল। ২৪

বিবৃতি—তাদৃশ ভাবনা দ্বারা পেশস্কারি হৃত কীটের ন্যায় পৌণ্ড্রক কৃষ্ণসারূপ্য লাভ করিয়াছিল। ২৪

শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুণ্ডলম্। কিমিদং কস্য বা বক্ত্রমিতি সংশিশ্যিরে জনাঃ ॥২৫॥
রাজ্ঞঃ কাশিপতের্জ্ঞাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ।
পৌরাশ্চ হা হতা রাজন্ নাথ নাথেতি প্রারুদন্ ॥২৬॥
সুদক্ষিণস্তস্য সুতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পিতুঃ। নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ ॥২৭॥
ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্। সুদক্ষিণোঽর্চ্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা ॥২৮॥
প্রীতোঽবিমুক্তো ভগবাংস্তস্মৈ বরমদাত্তবঃ। পিতৃহন্তৃবধোপায়ং স বব্রে বরমীপ্সিতম্ ॥২৯॥
দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মণৈঃ সমমৃত্বিজম্। অভিচারবিধানেন স চাগ্নিঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ॥৩০॥
সাধয়িষ্যতি সঙ্কল্পমব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিতঃ। ইত্যাদিষ্টস্তথা চক্রে কৃষ্ণায়াভিচরন্ ব্রতী ॥৩১॥
ততোঽগ্নিরুত্থিতঃ কুণ্ডান্মূর্ত্তিমানতিভীষণঃ। তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুরঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ ॥৩২॥
দংষ্ট্রোগ্রভ্রূকুটীদণ্ডকঠোরাস্যঃ স্বজিহ্বয়া। আলিহন্ সৃক্কণী নগ্নো বিধুন্বংস্ত্রিশিখং জ্বলৎ ॥৩৩॥
পদ্ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্নবনীতলম্। সোঽভ্যধাবদ্বৃতো ভূতৈর্দ্বারকাং প্রদহন্ দিশঃ ॥৩৪॥

এদিকে কাশীপুরস্থিত রাজদ্বারে সকুণ্ডল মস্তক দেখিয়া সকল লোক এ কি, কাহার মস্তক এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। ২৫

হে রাজন্! পরে রাজমহিষীগণ ও রাজার পুত্র, বান্ধব এবং পৌরজনেরা কাশীপতির মস্তক জানিতে পারিয়া আমরা হত হইলাম, হা নাথ! হা নাথ! এই শব্দ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ২৬

তখন কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার ঔর্দ্ধ-দেহিক কার্য্য সমাপন করিয়া "পিতৃহন্তাকে নিধন করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইব" নিজে নিজে এই অভিসন্ধি করিয়া উপাধ্যায়ের সহিত একত্রে পরম সমাধি দ্বারা মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছিল। ২৭-২৮

পরে অবিমুক্ত ভগবান্ ভব প্রীত হইয়া তাহাকে বর দিয়াছিলেন, সেই সুদক্ষিণ পিতৃহন্তার বধের উপায় স্বরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা করিল। ২৯

(ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন) "তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত ঋত্বিকের ন্যায় নিয়োগকারী দক্ষিণাগ্নির অভিচার বিধানে পরিচর্য্যা কর, তাহা হইলে অব্রহ্মণ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সেই অগ্নি প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া তোমার সঙ্কল্প সাধন করিবে," ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক কাশীরাজ-নন্দন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া নিয়ম ব্রত ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিচার (মারণযাগ) করিয়াছিলেন। ৩০-৩১

তদনন্তর অতি ভীষণাকার তপ্ত তাম্রের ন্যায় শিখা-শ্মশ্রুধারী অঙ্গারোদ্গারকারী লোচনবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান অগ্নি সেই কুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন। ৩২

দংষ্ট্রা ও ভয়ানক ভ্রূকুটী দ্বারা কঠোর বদন ও জিহ্বা দ্বারা সৃক্কণি লেহনপরায়ণ, নগ্ন, জ্বলিত সেই বহ্নি ত্রিশূল এবং তালপ্রমাণ পদদ্বয় দ্বারা ভূতলকে কম্পিত করিতে করিতে ভূতগণে পরিবৃত হইয়া দিক্ সকল দাহ করত দৌড়িয়া আসিতে-ছিল। ৩৩-৩৪

বিবৃতি—কাশীর ও তাহার অধীশ্বর উভয়ের নাম অবিমুক্ত। শ্রীরুদ্রদেবও তাহাকে ছল করিয়া বর দিয়াছিলেন, এবং কাশীরাজপুত্রের বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইয়াছিলেন, সেই জন্য সে বধের উপায় বর চাহিয়াছিল, বধ প্রার্থনা করে নাই। ২৯

তমাভিচারদহনমায়ান্তং দ্বারকৌকসঃ। বিলোক্য তত্রসুঃ সর্ব্বে বনদাহে মৃগা যথা ॥৩৫॥

অক্ষৈঃ সভায়াং ক্রীড়ন্তং ভগবন্তং ভয়াতুরাঃ।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বহ্নেঃ প্রদহতঃ পুরম্ ॥৩৬॥

শ্রুত্বা তজ্জনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বা স্বানাঞ্চ সাধ্বসম্।
শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টেত্যবিতাস্ম্যহম্ ॥৩৭॥

সর্ব্বস্যান্তর্বহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভুঃ। বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বস্থং চক্রমাদিশৎ ॥৩৮॥

তৎ সূর্য্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং জাজ্বল্যমানং প্রলয়ানলপ্রভম্।
স্বতেজসা খং ককুভোঽথ রোদসী চক্রং মুকুন্দাস্ত্রমথাগ্নিমার্দ্দয়ৎ ॥৩৯॥

কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাঙ্গপাণেরস্ত্রৌজসা স নৃপ ভগ্নমুখো নিবৃত্তঃ।
বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং সর্ত্বিগ্‌জনং সমদহৎ স্বকৃতোঽভিচারঃ ॥৪০॥

চক্রঞ্চ বিষ্ণোস্তদনু প্রবিষ্টং বারাণসীং সাট্টসভালয়াপণাম্।
সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং সকোশহস্ত্যশ্বরথান্নশালিনীম্ ॥৪১॥

দগ্ধ্বা বারাণসীং সর্ব্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্। ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৪২॥

দ্বারকাবাসী লোক সকল সেই আভিচারিক অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া দাবদাহে মৃগযূথের স্থায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। ৩৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে সভামণ্ডপে বসিয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন, পুরবাসী সকল ভয়ে "হে ত্রিলোকেশ! পুরদাহকারী অগ্নি হইতে রক্ষা কর" এই বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। ৩৬

তখন শরণাগতবৎসল শ্রীকৃষ্ণ পৌরজনগণের ভয়ার্ত্তিজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া ও নিজের আশ্রিতজনের শঙ্কা অবলোকন করত হাস্য করিয়া বলিলেন, ভয় করিও না, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। ৩৭

পরে ভগবান্—যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরের ও বাহিরের সাক্ষী, বিভু শ্রীকৃষ্ণ, ঐ অগ্নিকে মাহেশ্বরী-কৃত্যা বলিয়া জানিয়া তাহার প্রতিঘাতের নিমিত্ত পার্শ্বস্থ সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। ৩৮

অনন্তর কোটি সূর্য্যপ্রভ, প্রলয়ানল তুল্য জাজ্বল্যমান মুকুন্দের অস্ত্র সেই সুদর্শন চক্র স্বীয় তেজোদ্বারা আকাশ, দিক্, স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রকাশিত করিয়া অগ্নিকে পীড়িত করিয়াছিল। ৩৯

হে নৃপ! চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রতেজে প্রতিহত হইয়া স্বকৃত অভিচাররূপ ঐ আভিচারিক অগ্নি ভগ্নমুখ (পলায়নপর) হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল এবং বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঋত্বিগ্‌গণের সহিত সুদক্ষিণকে দাহ করিয়াছিল। ৪০

এবং বিষ্ণুর চক্র সুদর্শনও তৎপশ্চাৎ বারাণসীতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মঞ্চ, সভালয়, বিপণি, গোপুর, অট্টালিকা এবং কোষ্ঠসকুল কোষ হস্তি অশ্ব রথ ও অন্নশালিনী সমুদায় বারাণসী পুরীকে দগ্ধ করিয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৪১·৪২

য এনং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্য উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্।
সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পৌণ্ড্রকাদিবধো নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

যে মানব এই উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম-বার্ত্তা শ্রবণ করান, ও যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে ইহা শ্রবণ করেন, সে সকল ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৪৩

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ। অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদন্যৎ কৃতবান্ প্রভুঃ ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

নরকস্য সখা কশ্চিদ্দ্বিবিদো নাম বানরঃ। সুগ্রীবসচিবঃ সোঽথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্য্যবান্ ॥২॥

সখ্যুঃ সোঽপচিতিং কুর্ব্বন্ বানরো রাষ্ট্রবিপ্লবম্। পুরগ্রামাকরান্ ঘোষানদহদ্বহ্নিমুৎসৃজন্ ॥৩॥

ক্বচিৎ স শৈলানুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ। আনর্ত্তান্ সুতরামেব যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ ॥৪॥

ক্বচিৎ সমুদ্রমধ্যস্থো দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তজ্জলম্। দেশান্ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকূলে ন্যমজ্জয়ৎ ॥৫॥

আশ্রমানৃষিমুখ্যানাং কৃত্বা ভগ্নবনস্পতীন্। অদূষয়চ্ছকৃন্মূত্রৈরগ্নীন্ বৈতানিকান্ খলঃ ॥৬॥

পুরুষান্ যোষিতো দৃপ্তঃ ক্ষ্মাভৃদ্দ্রোণীগুহাসু সঃ।
নিক্ষিপ্য চাপ্যধাচ্ছৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্ ॥৭॥

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্ব্বন্ দূষয়ংশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ। শ্রুত্বা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ ॥৮॥

তত্রাপশ্যদ্‌যদুপতিং রামং পুষ্করমালিনম্। সুদর্শনীয়সর্ব্বাঙ্গং ললনাযূথমধ্যগম্ ॥৯॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রভু বলরাম অন্য যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, অনন্ত অপ্রমেয়াত্মা অদ্ভুতকর্ম্মা রামের সেই সকল আচরিত আমি পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

শুকদেব বলিলেন, দ্বিবিদ নামে কোন এক বানর নরকের সখা ছিল, সেই দ্বিবিদ বীর্য্যবান্ ও মৈন্দ বানরের ভ্রাতা ও সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিল। ২

সেই বানর আপনার সখা নরকাসুরের বৈর নির্য্যাতনমানসে রাষ্ট্রবিপ্লব করিবার ইচ্ছায় পুর গ্রাম আকর ও আভীর পল্লীতে অগ্নি প্রদান করিয়া দাহ করিয়াছিল। ৩

এবং কখন কখন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা যেখানে তাহার মিত্রঘাতী হরি অবস্থিতি করেন, সেই আনর্ত্ত দেশের নগর সকল চূর্ণ করিয়াছিল। ৪

দশ সহস্র হস্তীর বলসম্পন্ন সেই বানর কখন কখন সমুদ্রমধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক বাহু দ্বারা তাহার জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বেলাকূলে বর্ত্তমান দেশ সকল প্লাবিত করিয়াছিল। ৫

সেই খলস্বভাব বানর, প্রধান প্রধান ঋষিদিগের অপ্রমেয় বৃক্ষসকল ভগ্ন করিয়া আহবণীয় অগ্নিসকল বিষ্ঠা-মূত্রাদির দ্বারা দূষিত করিয়াছিল। ৬

যেমন ভ্রমর অন্যান্য কীট সকলকে স্বীয় গর্ত্তে পূরিয়া আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ বলদৃপ্ত বানর পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় মানবগণকে ধরিয়া পর্ব্বত-গুহায় নিক্ষেপ করিয়া শৈলখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করিত। ৭

এইরূপ ভাবে দেশ সকল উৎপ্লাবিত ও কুলস্ত্রীগণকে দূষিত করিয়া দূর হইতে সুললিত গীত শ্রবণ করিয়া সে রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল। ৮

সেই রৈবতক গিরিতে পদ্মমালী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ললনাকুলের মধ্যস্থিত যদুপতি রামকে দেখিয়াছিল। ৯

বিশ্বপ্রাপ্তি—রামের যমুনাকর্ষণের পর দ্বিবিধ বধাদি না বলিয়া মধ্যে পৌণ্ড্রক বধ বর্ণন করার তাৎপর্য্য এই যে, উহা যমুনাকর্ষণের পর দ্বিবিধ বধের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ১

গায়ন্তং বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনম্। বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥১০॥
দুষ্টঃ শাখামৃগঃ শাখামারূঢ়ঃ কম্পয়ন্ দ্রুমান্।
চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্ ॥১১॥
তস্য ধার্ষ্ট্যং কপের্বীক্ষ্য তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ। হাস্যপ্রিয়া বিজহসুর্বলদেবপরিগ্রহাঃ ॥১২॥
তা হেলয়ামাস কপির্ভ্রূক্ষেপৈঃ সম্মুখাদিভিঃ।
দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষতঃ ॥১৩॥
তং গ্রাব্ণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ।
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলশং কপিঃ ॥১৪॥
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্ত্তস্তং কোপয়ন্ হসন্। নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংস্যাস্ফালয়দ্বলম্।
কদর্থীকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ ॥১৫॥
তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্ট্বা দেশাংশ্চ তদুপদ্রুতান্। ক্রুদ্ধো মুষলমাদত্ত হলঞ্চারিজিঘাংসয়া ॥১৬॥
দ্বিবিদোঽপি মহাবীর্য্যঃ শালমুদ্যম্য পাণিনা। অভ্যেত্য তরসা তেন বলং মূর্দ্ধন্যতাড়য়ৎ ॥১৭॥
তন্তু সঙ্কর্ষণো মূর্দ্ধ্নি পতন্তমচলো যথা। প্রতিজগ্রাহ বলবান্ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্ ॥১৮॥

তখন বলদেব মদমত্ত হস্তীর ন্যায় স্বীয় শরীর-জ্যোতিতে বিভূষিত এবং বারুণী মদিরা পানে বিহ্বল-নেত্র হইয়া গান করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুষ্ট বানর বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া বৃক্ষকে কম্পিত করত নিজেকে দেখাইবার জন্য কিল্ কিল্ শব্দ করিয়াছিল। ১০-১১

স্বভাব-চপলা অথচ হাস্যপ্রিয়া বলদেব-পরি-গৃহীতা তরুণীগণ সেই বানরের প্রাগল্ভ্য দর্শনে হাস্য করিতে লাগিল। ১২

সেই বানর বলদেবকে অনাদর করিয়া তাঁহারই সম্মুখে ভ্রূক্ষেপ ও মুখভঙ্গী দ্বারা বারম্বার অবজ্ঞা করিয়াছিল এবং সেই সকল রমণীগণকে নিজের নিম্নাঙ্গ দেখাইয়াছিল। ১৩

বীরশ্রেষ্ঠ বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রস্তর-খণ্ড প্রহার করিলেন, সেই বানর নিক্ষিপ্ত পাষাণ-খণ্ড হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক মদিরা-কলস গ্রহণ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়া হাস্যাদি দ্বারা বলদেবের কোপ জন্মাইয়া উপহাস করিতে লাগিল এবং ধৃষ্ট ঐ বানর মদ্য-কলস ভাঙ্গিয়া ও বনিতাগণের বস্ত্র সকল আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল এবং অন্যান্য কদর্য্য ব্যবহার দ্বারা মদোদ্ধত বানর বলদেবের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল। ১৪-১৫

বলদেব তাহার তাদৃশ অবিনয় ও তৎকর্ত্তৃক দেশকে উপদ্রুত দেখিয়া ক্রোধে শত্রুবিনাশার্থ মুষল ও হল উভয় ধারণ করিলেন। ১৬

বলবান্ দ্বিবিদও এক হস্তে একটা শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বলদেবের মস্তকে প্রহার করিল। ১৭

ভগবান্ সঙ্কর্ষণ মস্তকোপরি পতিত সেই শাল বৃক্ষ প্রহার পর্ব্বতের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সুনন্দ মুষল দ্বারা দ্বিবিদকে আঘাত করিলেন। ১৮

বিশ্বদ্বৃত্তি—ঐভাবে প্রহার গ্রহণ করায় বলদেবের পক্ষে উহা অকিঞ্চিৎকর বুঝিতে হইবে। এইরূপে বহুবার ক্ষমা করার কারণ শ্রীরামচন্দ্রের বহু সেবা দ্বিবিদ করিয়াছিল, ইহা স্মরণ করিয়াই এতক্ষণ দ্বিবিদকে নিহত করেন নাই। ১৮

মুষলাহতমস্তিষ্কো বিরেজে রক্তধারয়া। গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্ ॥১৯॥
পুনরন্যং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা নিষ্পত্রমোজসা। তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধস্তং বলঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥২০॥
ততোঽন্যেন রুষা জঘ্নে তঞ্চাপি শতধাচ্ছিনৎ ॥২১॥
এবং যুধ্যন্ ভগবতা ভগ্নে ভগ্নে পুনঃপুনঃ। আকৃষ্য সর্ব্বতো বৃক্ষান্ নির্ব্বৃক্ষমকরোদ্বনম্ ॥২২॥
ততোঽমুঞ্চচ্ছিলাবর্ষং বলস্যোপর্য্যমর্ষিতঃ। তৎ সর্ব্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুষলায়ুধঃ ॥২৩॥
স বাহূ তালসঙ্কাশৌ মুষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ। আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্যরূরুজৎ ॥২৪॥
যাদবেন্দ্রোঽপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্ত্বা মুষললাঙ্গলে।
জত্রাবভ্যর্দ্দয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্রুধিরং বমন্ ॥২৫॥
চকম্পে তেন পততা সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ। পর্ব্বতঃ কুরুশার্দ্দূল বায়ুনা নৌরিবাম্ভসি ॥২৬॥
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চাম্বরে। সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্ ॥২৭॥
এবং নিহত্য দ্বিবিদং জগদ্ব্যতিকরাবহম্। সংস্তূয়মানো ভগবান্ জনৈঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বিবিদবধো নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

যেমন গৈরিকরাগে পর্ব্বত শোভা পায়, সেই রূপ মুষল দ্বারা মস্তিষ্কে আহত হইয়া রক্তধারাতে দ্বিবিদ শোভিত হইল এবং মুষল প্রহারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পুনর্ব্বার অন্য শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক আকর্ষণবেগে তাহাকে নিষ্পত্র করিয়া তদ্দ্বারা বলদেবের প্রতি আঘাত করিল, বলদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর দ্বিবিদ অন্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলে বলদেব তাহাকেও শত খণ্ড করিলেন। ১৯-২১

এইরূপে ভগবান্ রামের সহিত যুদ্ধকালে এক একটি বৃক্ষ ভগ্ন হইলে অপর বৃক্ষ বানর গ্রহণ করিতে-ছিল, এইরূপে সেই বনকে বৃক্ষশূন্য করিয়াছিল। ২২

পরে বানর রোষাবিষ্ট হইয়া বলদেবের উপরে শিলাবর্ষণ করিয়াছিল, ভগবান্ মুষলায়ুধ রাম, অবলীলাক্রমে সেই শিলাসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ২৩

পরে কপীশ্বর তালবৃক্ষ সদৃশ বাহুদ্বয় দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বেগে রোহিণীনন্দনের নিকটে আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে তাড়না করিল। ২৪

যাদবেন্দ্র বলদেবও মুষল ও লাঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে বানরের জত্রুদেশে অর্থাৎ কণ্ঠ ও বাহুমূলে দুই বাহু দ্বারা প্রহার করিলেন, তখন বানর রুধির বমন করিতে করিতে পতিত হইল। ২৫

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যেমন নদীতে নৌকাসকল বায়ুবেগে কম্পিত হয়, সেইরূপ তাহার পতনবেগে জলযুক্ত বিবর ও বনস্পতি সহ পর্ব্বত কম্পিত হইয়াছিল। ২৬

তখন স্বর্গ হইতে দেব সিদ্ধ মুনীন্দ্রগণ জয়শব্দ, নমঃ শব্দ ও সাধু শব্দ করিতে লাগিলেন। ২৭

ভগবান্ সঙ্কর্ষণ এইরূপে জগদুপদ্রবকারী দ্বিবিদকে বধ করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বজনগণ সহ স্বীয় পুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৮

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

দুর্য্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ। স্বয়ংবরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥১॥

কৌরবাঃ কুপিতা ঊচুর্দুর্ব্বিনীতোঽয়মর্ভকঃ। কদর্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্বলাৎ ॥২॥

বধ্নীতেমং দুর্বিনীতং কিং করিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতাং দত্তাং নো ভুঞ্জতে মহীম্ ॥৩॥

নিগৃহীতং সুতং শ্রুত্বা যদ্যেষ্যন্তীহ বৃষ্ণয়ঃ। ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ ॥৪॥

ইতি কর্ণঃ শলো ভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ। সাম্বমারেভিরে বদ্ধুং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ ॥৫॥

দৃষ্ট্বানুধাবতঃ সাম্বো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহারথঃ। প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ ॥৬॥

তং তে জিঘৃক্ষবঃ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণঃ।
আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ সমাকিরন্ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সংগ্রামজেতা জাম্ববতীনন্দন সাম্ব স্বয়ম্বর সভা হইতে দুর্য্যোধন-তনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়াছিলেন। ১

(তদ্দর্শনে) কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিল, এই বালক অত্যন্ত দুর্বিনীত; কারণ, আমাদিগকে অনাদর করিয়া অকামা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। ২

এই দুর্বিনীত বালককে বন্ধন কর, বৃষ্ণিগণ কি করিবে? তাহারা আমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী এবং আমাদিগের প্রদত্ত কিঞ্চিৎ রাজ্য ভোগ করে, তাহারা স্বয়ং রাজা নহে। ৩

বালক নিগৃহীত হইলে যদি তাহা শুনিয়া বৃষ্ণিগণ এখানে আগমন করে, তাহা হইলে প্রাণায়াম দ্বারা দমিত ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় তাহারাও ভগ্নদর্প হইয়া শম (শান্তি) লাভ করিবে, অর্থাৎ আমাদের বশীভূত হইবে। ৪

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ অনুমোদিত হইয়া কর্ণ শল্য ভূরি যজ্ঞকেতু দুর্য্যোধন এই কয় জনে সাম্বকে বন্ধন করিতে গমন করিলেন। ৫

মহাবল সাম্ব ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণকে পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া মনোহর ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সিংহের ন্যায় একাকীই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ৬

তখন কর্ণ প্রভৃতি সেই ধনুর্দ্ধারী বীরগণ সাম্বকে ধরিবার ইচ্ছায় উচ্চৈঃস্বরে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া সাম্বের নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বাণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। ৭

বিবৃতি—হরিবংশে কথিত আছে, প্রদ্যুম্ন যে মাসে সম্বর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েন, সেই মাসেই সাম্ব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রদ্যুম্নের প্রায় সমবয়স্ক সুতরাং ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা উচিত হইলেও বলদেববিক্রম প্রসঙ্গে এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শিবের আরাধনা করিয়া এই সাম্বকে লাভ করেন, ইহা দানধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে। ১

সাম্বকে বন্ধন করিতে বলা ও বধ না করার কারণ—সাম্ব যখন কন্যাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখন তাহার অন্যত্র বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাম্বই জামাতা হইবে, এইজন্য বধ না করা; বন্ধনের প্রতি কারণ—দুর্বিনীততা, ইহা না করিলে সাধারণে আমাদের পরাভব ঘোষণা করিবে। ৩

সোঽপবিদ্ধঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যদুনন্দনঃ। নামৃষ্যৎ তদচিন্ত্যার্ভঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥৮॥

বিস্ফূর্জ্য রুচিরং চাপং সর্ব্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ।
কর্ণাদীন্ ষড়্রথান্ বীরস্তাবদ্ভির্যুগপৎ পৃথক্ ॥৯॥

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্। রথিনশ্চ মহেষ্বাসাংস্তস্য তৎ তেঽভ্যপূজয়ন্ ॥১০॥

তন্তু তে বিরথং চক্রুশ্চত্বারশ্চতুরো হয়ান্। একস্তু সারথিং জঘ্নে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনম্ ॥১১॥

তং বদ্ধা বিরথীকৃত্য কৃচ্ছ্রেণ কুরবো যুধি। কুমারং স্বস্য কন্যাঞ্চ স্বপুরং জয়িনোঽবিশন্ ॥১২॥

তচ্ছ্রুত্বা নারদোক্তেন রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ। কুরূন্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুরুগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ ॥১৩॥

সান্ত্বয়িত্বা তু তান্ রামঃ সন্নদ্ধান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্।
নৈচ্ছৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলিং কলিমলাপহঃ ॥১৪॥

জগাম হাস্তিনপুরং রথেনাদিত্যবর্চ্চসা। ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ ॥১৫॥

গত্বা গজাহ্বয়ং রামো বাহ্যোপবনমাস্থিতঃ। উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং বুভুৎসয়া ॥১৬॥

সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রং ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ বাহ্লিকম্।
দুর্য্যোধনঞ্চ বিধিবদ্রামমাগতমব্রবীৎ ॥১৭॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যদুনন্দন সাম্ব কুরুবীরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া—অচিন্ত্য শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অথবা অচিন্ত্য বালক, ক্ষুদ্র মৃগ দ্বারা তাড়িত সিংহের ন্যায় তাহা সহ্য করিলেন না। ৮

বীরবর সাম্ব সেই মনোহর ধনুকে গাঢ় আকর্ষণ করিয়া কর্ণাদি ছয়জন মহারথ বীরকে ৩৬ সংখ্যক বাণ দ্বারা একদা ও পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ৯

চারি চারি বাণ দ্বারা চারি চারি অশ্ব ও এক এক বাণ দ্বারা সারথি সকলকে বিদ্ধ করিলেন, তখন সেই ছয়জন ধনুর্দ্ধারী মহারথী সাম্বের সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং চারিজনে সাম্বের চারি অশ্বকে, একজন সারথিকে, অপর একজন তাঁহার ধনুককে ছেদন করিলেন। ১০-১১

কুরুগণ এই প্রকার যুদ্ধে জয়ী হইয়া বহুকষ্টে সেই বিরথীকৃত বালককে বন্ধন করিয়া দুর্য্যোধন-কন্যাসহ স্বীয়পুরে লইয়া গেলেন। ১২

হে রাজন্! নারদমুখে উহা শ্রবণ করিয়া সঞ্জাত ক্রোধ বৃষ্ণিগণ উগ্রসেন কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া কুরুদিগের প্রতি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৩

কলির কলহাদি দোষাপহ, বলদেব তাহা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধোদ্যুক্ত বৃষ্ণিগণকে সান্ত্বনা করিলেন। তিনি কুরু ও বৃষ্ণিগণের কলহ ইচ্ছা করিলেন না। ১৪

তিনি ব্রাহ্মণগণ ও কুলবৃদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া গ্রহগণ দ্বারা পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল রথে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। ১৫

বলদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া পুরীর বাহিরে এক উপবনে অবস্থান করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃকরণের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত তথায় উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। ১৬

উদ্ধব অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধনকে যথাবিধি বন্দনা করিয়া বলদেবের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। ১৭

বিবৃতি—যুধিষ্ঠিরাদির অনুক্তি দ্বারা বুঝিতে হইবে, তাঁহারা তখন ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতেছিলেন। ১৭

তেঽতিপ্রীতাস্তমাকর্ণ্য প্রাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্। তমর্চ্চয়িত্বাভিযযুঃ সর্ব্বে মঙ্গলপাণয়ঃ ॥১৮॥
তং সঙ্গম্য যথান্যায়ং গামর্ঘ্যঞ্চ ন্যবেদয়ন্। তেষাং যে তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণেমুঃ শিরসা বলম্ ॥১৯॥
বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা শিবমনাময়ম্। পরস্পরমথো রামো বভাষেঽবিক্লবং বচঃ ॥২০॥
উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেশো যদ্ব আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ। তদব্যগ্রধিয়ঃ শ্রুত্বা কুরুধ্বমবিলম্বিতম্ ॥২১॥
যদ্যূয়ং বহবস্ত্বেকং জিত্বাধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকম্। অবধ্নীতাথ তন্মৃষ্যে বন্ধূনামৈক্যকাম্যয়া ॥২২॥
বীর্য্যশৌর্য্যবলোন্নদ্ধমাত্মশক্তিসমং বচঃ। কুরবো বলদেবস্য নিশম্যোচুঃ প্রকোপিতাঃ ॥২৩॥
অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া। আরুরুক্ষত্যুপানদ্বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্ ॥২৪॥
এতে যৌনেন সংবদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ। বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ ॥২৫॥
চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্। কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জন্ত্যস্মদপেক্ষয়া ॥২৬॥
অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈর্দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা আজ্ঞাপয়ন্ত্যদ্য গতত্রপা বত ॥২৭॥

তখন তাঁহারা সকলেই সুহৃত্তম রাম আসিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, এবং উদ্ধবকে সম্মান করিয়া সকলেই উপায়ন হস্তে করিয়া রামের নিকট গমন করিলেন। ১৮

পরে যথাবিধি বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে গো ও অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহার প্রভাব জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ১৯

পরে পরস্পর বন্ধুবান্ধবগণের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ ও জিজ্ঞাসা করিয়া রাম, পরে নির্ভয় ভাবে বলিলেন।২০

ক্ষিতিপতিগণের অধীশ্বর প্রভু উগ্রসেন তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করেন,তোমরা অব্যগ্রভাবে তাহা শ্রবণ করিয়া তদুক্তকার্য্য অবিলম্বে সম্পাদন কর।২১

(উগ্রসেনের বাক্য এইরূপ) তোমরা বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া একজন বালককে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় করিয়া যে বন্ধন করিয়াছ, বন্ধুগণের সহিত ঐক্য রক্ষার্থ তাহা সহ্য করিয়াছি। (এক্ষণে সেই পুত্রকে আনিয়া সমর্পণ কর)। ২২

প্রভাব, উৎসাহ, বলসমন্বিত ও স্বীয় সামর্থ্যযুক্ত বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুগণ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৩

অহো মহদাশ্চর্য্য! দুরত্যয় কালের গতিক্রমে উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা) মুকুট-ভূষিত শিরোদেশে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ হীন হইয়াও আমাদের প্রতি আজ্ঞা করে। ২৪

এই সকল বৃষ্ণিগণ আমাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং আমাদের সহিত এক শয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন করিতে পায়,আমাদের প্রদত্ত রাজাসন লাভ করিয়া আমাদের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৫

আমরা উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করায় এক্ষণে ইহারা চামর ব্যজন শঙ্খ শ্বেতছত্র কিরীট ও রাজাসন ভোগ করিতেছে। ২৬

সর্পদিগকে অমৃত প্রদানের ন্যায় দাতৃগণের প্রতিকূল যাদবগণের এই রাজচিহ্ন দান ব্যর্থ ও দাতার প্রতিকূল হইয়াছে। যে যদুবংশীয়গণ আমাদিগের প্রসাদ লাভ করিয়া জীবিত থাকে, এক্ষণে লজ্জাশূন্য হইয়া তাহারা আমাদের প্রতি আজ্ঞা করিতেছে। ২৭

বিবৃতি—পৃথার ও রোহিণীর বিবাহ দ্বারা যৌন সম্বন্ধ পরস্পর হইয়াছিল এবং যযাতি পুরুকে সকল সাম্রাজ্য দান করায় যদুর রাজ্যে অধিকার ছিল না, এক্ষণে পৌরবগণ উহা অনুমোদন করায় যাদবগণ রাজা হইতে পারিয়াছেন।২৫

কথমিন্দ্রোঽপি কুরুভির্ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুনাদিভিঃ। অদত্তমবরুন্ধীত সিংহগ্রস্তমিবোরণঃ ॥২৮॥
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাস্তে ভরতর্ষভ। আশ্রাব্য রামং দুর্বাচ্যমসভ্যাঃ পুরমাবিশন্ ॥২৯॥
দৃষ্ট্বা কুরূণাং দৌঃশীল্যং শ্রুত্বাবাচ্যানি চাচ্যুতঃ।
অবোচৎ কোপসংরব্ধো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ ॥৩০॥
নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥৩১॥
অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণঞ্চ কুপিতং শনৈঃ। সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥৩২॥
ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ।
তং মামবজ্ঞায় মুহুর্দুর্ভাষান্ মানিনোঽব্রুবন্ ॥৩৩॥
নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ। শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্ত্তিনঃ ॥৩৪॥
সুধর্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোঽমরাঙ্‌ঘ্রিপঃ। আনীয় ভুজ্যতে সোঽসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ ॥৩৫॥
যস্য পাদযুগং সাক্ষাচ্ছ্রীরুপাস্তেঽখিলেশ্বরী। স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদান্ ॥৩৬॥
যস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈর্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥৩৭॥

সিংহের গ্রাস মেষ যেমন গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুন প্রমুখ কৌরবগণ কর্ত্তৃক অদত্ত বস্তু দেবরাজ ইন্দ্রও কিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন? ২৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! জন্ম ও বন্ধু হইতে প্রাপ্ত সৌভাগ্যমদদর্পিত সেই অসভ্য ভরতবংশীয়গণ রামকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করাইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৯

পরে বলদেব কুরুগণের দুঃশীলতা দর্শন ও অবাচ্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষণীয় হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ইহা নিশ্চয় যে, অসাধুগণ নানা মদে উন্মত্ত হইয়া শান্তি ইচ্ছা করে না, উহাদের শান্তি বিধান করিতে হইলে দুষ্ট পশুদিগের প্রতি লগুড়ের ন্যায় দণ্ডবিধানই শান্তির একমাত্র উপায়। ৩০-৩১

অহো, সুসংক্রুদ্ধ যাদবগণকে এবং ক্রমশঃ কুপিত কৃষ্ণকে সান্ত্বনা করিয়া আমি ইহাদের শান্তি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছি। ৩২

সেই ইহারা মন্দবুদ্ধি, কলহপ্রিয়, অভিমানী ও খলস্বভাব, যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বারম্বার অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। ৩৩

ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন, ভোজ বৃষ্ণি অন্ধকদিগের অধীশ্বর সেই উগ্রসেন ইহাদের প্রতি আজ্ঞা দিতে অসমর্থ। ৩৪

যিনি সুধর্ম্মা সভায় উপবেশন করেন, অমর-বৃক্ষ পারিজাতকে আনয়ন করিয়া যিনি উপভোগ করেন, তিনি ইহাদের সহিত উপবেশন করিবার যোগ্য নহেন! ৩৫

অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পাদদ্বয় সেবা করেন, সেই শ্রীপতি রাজপরিচ্ছদের যোগ্য হইলেন না! ৩৬

লোকপাল সকল ও যোগিগণের তীর্থস্বরূপ অথবা সর্ব্বজনসেবিত গঙ্গার উৎপত্তিক্ষেত্র যাঁহার পাদরজঃ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা শিব আমি (বলরাম) লক্ষ্মীদেবী যাঁহার অংশ মাত্র এবং যাঁহার পাদরজঃ চিরকাল বহন করি, তাঁহার রাজাসন কোথায়? কুত্রাপি নাই, অথবা তাঁহার পক্ষে রাজাসন অতি নিকৃষ্ট। ৩৭

ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল। উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ন্তু কুরবঃ শিরঃ ॥৩৮॥
অহো ঐশ্বর্য্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্।
অসংবদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা ॥৩৯॥
অদ্য নিষ্কৌরবাং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ। গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগত্ত্রয়ম্ ॥৪০॥
লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য্য গজাহ্বয়ম্। বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ ॥৪১॥
জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ। আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরবা জাতসম্ভ্রমাঃ ॥৪২॥
তমেব শরণং জগ্মুঃ সকুটুম্বা জিজীবিষবঃ। সলক্ষ্মণং পুরস্কৃত্য সাম্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্ ॥৪৩॥
রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে। মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যতিক্রমম্ ॥৪৪॥
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ।
লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি ॥৪৫॥
ত্বমেব মূর্দ্ধ্নীদমনন্তলীলয়া ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্দ্ধন্।
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ ॥৪৬॥

বৃষ্ণি-বংশীয়েরা কৌরবদিগের দত্ত ভূখণ্ড ভোগ করেন? এবং আমরা উপানহ আর কৌরবেরা মস্তকস্বরূপ? ৩৮

মদ্যপানাদি দ্বারা মত্ত ব্যক্তিদের ন্যায় ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত অভিমানীদিগের অসম্বদ্ধ অতি রুক্ষ বাক্য কোন্ স্বয়ং দণ্ডকর্ত্তা সহ্য করিতে পারে? ৩৯

অদ্য আমি পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিব, এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বলদেব যেন ত্রিজগৎ দগ্ধ করিবার নিমিত্ত লাঙ্গল গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ৪০

ক্রুদ্ধ বলদেব (নগরের দক্ষিণ প্রাচীরমূলে নিখাত) লাঙ্গলাগ্র দ্বারা হস্তিনা নগর উৎপাটিত করিয়া গঙ্গায় নিমগ্ন করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৪১

বলদেব কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ ঐ নগর বাত্যাহত জলযানের (নৌকার) ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইবার উপক্রম হইলে কৌরবগণ ভীত হইয়াছিল। ৪২

ঐ সময়ে কৌরবগণ বাঁচিতে ইচ্ছুক হইয়া সকলে একত্রিত হইয়া লক্ষ্মণার সহিত সাম্বকে অগ্রে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভু বলদেবেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ৪৩

(এবং এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন) হে রাম! হে রাম! হে অখিলাধার! আমরা তোমার প্রভাব জানি না, হে অধীশ্বর! আমরা অতিশয় মূঢ় ও কুবুদ্ধি, আমাদিগকে ক্ষমা কর। ৪৪

তুমি স্বয়ং নিরাশ্রয় হইয়া এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র হেতু। হে ঈশ! শাস্ত্রে কথিত আছে, তোমার ক্রীড়াকালে এই সকল লোক তোমার ক্রীড়াদ্রব্যস্বরূপে উৎপন্ন হয়। ৪৫

হে সহস্রমূর্দ্ধন্! হে অনন্ত! তুমিই অবলীলাক্রমে এই ভূমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাক এবং অদ্বিতীয় তুমি অন্তকালে এই বিশ্বকে আত্মাতে লয় করিয়া শেষ শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। ৪৬

বিশ্বনাথ—ইহা ভীতিপ্রদর্শন মাত্র; কারণ, ঐ পুরীমধ্যে সাম্বও ছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করা বলদেবের কর্ত্তব্যই ছিল ॥৪২

কোপস্তেঽখিলশিক্ষার্থং ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ।
বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ ॥৪৭॥
নমস্তে সর্ব্বভূতাত্মন্ সর্ব্বশক্তিধরাব্যয়। বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥৪৮॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং প্রপন্নৈঃ সংবিগ্নৈর্বেপমানায়নৈর্বলঃ। প্রসাদিতঃ সুপ্রসন্নো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥৪৯॥
দুর্য্যোধনঃ পারিবর্হং কুঞ্জরান্ ষষ্টিহায়নান্। দদৌ চ দ্বাদশশতান্যযুতানি তুরঙ্গমান্ ॥৫০॥
রথানাং ষট্সহস্রাণি রৌক্মাণাং সূর্য্যবর্চ্চসাম্। দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ ॥৫১॥
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্ব্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ। সসুতঃ সস্নুষঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতাঃ ॥ ২॥
ততঃ প্রবিষ্টঃ স্বপুরং হলায়ুধঃ সমেত্য বন্ধূননুরক্তচেতসঃ।
শশংস সর্ব্বং যদুপুঙ্গবানাং মধ্যে সভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্ ॥৫৩॥
অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্রামবিক্রমম্। সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
হাস্তিনপুরকর্ষণরূপসঙ্কর্ষণবিজয়ো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

(আমাদের প্রতি এই কোপ তোমার উচিতই হইয়াছে এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! স্থিতি ও পালন নিমিত্তক অথবা হে স্থিতিপালনতৎপর! তোমার এই কোপ লোকশিক্ষার নিমিত্ত, ইহা দ্বেষ বা মাৎসর্য্য প্রযুক্ত নহে। ৪৭

হে সর্ব্বভূতাত্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন! হে অব্যয়! হে বিশ্বকর্ম্মন্! আমরা তোমার শরণাগত, তোমাকে নমস্কার করি।৪৮

শুকদেব বলিলেন, এইরূপে উদ্বিগ্ন বেপমান এবং শরণাপন্ন কৌরবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত বলদেব পুনর্ব্বার প্রসন্ন হইলেন এবং ভয় নাই বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন। ৪৯

তখন দুহিতৃবৎসল দুর্য্যোধন তাঁহাকে ষষ্টি বৎসর বয়স্ক দ্বাদশ শত সংখ্যক হস্তী, দশ হাজার অশ্ব, সূর্য্যসম তেজঃশালী স্বর্ণময় ছয় শত রথ, নিষ্ককণ্ঠী সহস্র দাসী—উপায়ন স্বরূপ প্রদান করিলেন।৫০-৫১

তখন সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বলদেব তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অনুমোদিত হইয়া বধূ ও পুত্রের সহিত নিজ পুরীতে প্রস্থান করিলেন। ৫২

অনন্তর হলায়ুধ স্বীয় পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন, পরে অনুরক্তচিত্ত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরে যাদব বীরগণের সভামধ্যে কৌরবগণের দুর্ব্যবহার সমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। ৫৩

হে রাজন্! অদ্যাপি তোমাদের সেই হস্তিনা নগর বলদেবের বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। একাল পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে পুরীর দক্ষিণ ভাগ সমুন্নত দেখা যায়। ৫৪

বিবৃতি—এই প্রকারে বলদেব ও তত্রত্য লোকেরা প্রীত হইলে আমার কন্যার অনাদর যাহাতে না হয় ইহা বিবেচনা করিয়া দুর্য্যোধন এই সকল দিয়াছিল। ৫০

এই হস্তিনানগর জনমেজয় হইতে পঞ্চম পুরুষ নিচক্ষুর সময়ে গর্ভে লীন হয়—তখন হইতে কুরুরাজধানী কৌশাম্বীতে পরিবর্ত্তিত হয়। উহা এলাহাবাদের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন, রাজসাহীর অন্তর্গত কুসুম্বাই কৌশাম্বী। ৫৪

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহঞ্চ যোষিতাম্। কৃষ্ণেনৈকেন বহ্বীনাং তদ্দিদৃক্ষুঃ স্ম নারদঃ ॥১॥

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥২॥

ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ। পুষ্পিতোপবনারামদ্বিজালিকুলনাদিতাম্ ॥৩॥

উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজকহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ। ছুরিতেষু সরঃসূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ ॥৪॥

প্রাসাদলক্ষৈর্নবভির্জুষ্টাং স্ফাটিকরাজতৈঃ। মহামরকতপ্রখ্যৈঃ স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ ॥৫॥

বিভক্তরথ্যাপথচত্বরাপণৈঃ শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ।
সংসিক্তমার্গাঙ্গণবীথিদেহলীং পতৎপতাকধ্বজবারিতাতপাম্ ॥৬॥

তস্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চ্চিতং সর্ব্বধিষ্ণ্যপৈঃ। হরেঃ স্বকৌশলং যত্র ত্বষ্ট্রা কাৎস্ন্যেন দর্শিতম্ ॥৭॥

তত্র ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্। বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ ॥৮॥

বিষ্টব্ধং বিদ্রুমস্তম্ভৈর্বৈদূর্য্যফলকোত্তমৈঃ। ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈর্জগত্যা চাহতত্বিষা ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নরকাসুর বধের পর তাহার সংগৃহীত স্ত্রীগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন ইহা শুনিয়া তাহা দেখিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ১

এক শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরে এক সময়ে ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে যে অবস্থান করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য। ২

ইহা ভাবিয়া উৎসুক চিত্তে নারদ তদ্দর্শনার্থ যে দ্বারকায় ফলপুষ্পভারাবনত আরাম উপবনে পক্ষিসকল সুখে গান করিতেছে, সেই দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন এবং বিকসিত ইন্দীবর, কহ্লার, কুমুদ ও উৎপলে পরিব্যাপ্ত সরোবরসকলে সারস ও হংসগণ উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতেছিল। ৩-৪

এবং স্ফটিক ও রজতনির্ম্মিত লক্ষ লক্ষ নূতন প্রাসাদ গৃহ সকল শোভা পাইতেছিল, সেই সকল গৃহ মহামারকতের ন্যায় চাকচিক্যশালী ও স্বর্ণরত্নাদিময় পরিচ্ছদবিশিষ্ট। ৫

সেই পুরী, বিভক্ত রাজপথ, পথ, (চতুষ্পথ) চত্বর, আপণশালা, সভা ও দেবালয়ে সুশোভিত, আর, জলসিক্ত মার্গ আপণ বীথিতে মনোরম এবং বায়ুবেগে বিচলিত ধ্বজপতাকায় আতপ নিবারিত হওয়ায় অতি সুদৃশ্য হইয়াছে। ৬

অনন্তর নারদ সেই নগরীমধ্যে সকল লোকপালপূজিত, শোভাসম্পন্ন ষোড়শ সহস্র গৃহে সমলঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার পত্নীদের ভবনমধ্যে এক মহৎ পুরীতে প্রবেশ করিলেন, যে পুরীতে বিশ্বকর্ম্মা হরির নিখিল কৌশল দেখাইয়াছেন। ৭-৮

সেই পুরী প্রবালস্তম্ভে শোভিত, বৈদূর্য্যমণিফলকে আচ্ছাদিত, ইন্দ্রনীলমণিময় কুড্যে অলঙ্কৃত হইয়াছে, কখনই তাহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না। ৯

বিবৃতি—সৌভরি প্রভৃতির ন্যায় নারদের কায়ব্যূহ শক্তি ছিল, সুতরাং ইহা কায়ব্যূহ হইলে তাঁহার বিস্ময় জন্মিত না। সুতরাং তত্তদ্ গৃহে পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। ২

বীথি—গৃহসংলগ্ন চত্বর, দেহলী—গৃহদ্বার-বেদিকা। ৬

ইহা সর্ব্বজেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা রুক্মিণীর ভবন, নারদ প্রথমে সেই পুরমধ্যে গমন করেন। হরির শিক্ষা অনুসারে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার কৌশল তথায় প্রদর্শন করিয়াছেন। ৮

বিতানৈর্নির্ম্মিতৈস্ত্বষ্ট্রা মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ। দান্তৈরাসনপর্য্যঙ্কৈর্ম্মণ্যুত্তমপরিস্কৃতৈঃ ॥১০॥
দাসীভির্নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিরলঙ্কৃতম্। পুম্ভিঃ সকঞ্চুকোষ্ণীষ-সুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ ॥১১॥
রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভির্নিরস্তধ্বান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনোঽঙ্গ।
নৃত্যন্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈর্নির্যান্তমীক্ষ্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ ॥১২॥
তস্মিন্ সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষদাসীসহস্রযুতয়ানুসবং গৃহিণ্যা।
বিপ্রো দদর্শ চমরব্যজনেন রুক্মদণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা ॥১৩॥
তং সন্নিরীক্ষ্য ভগবান্ সহসোত্থিতঃ শ্রীপর্য্যঙ্কতঃ সকলধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীটজুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে ॥১৪॥
তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্দ্ধ্না বিভ্রজ্জগদ্গুরুতমোঽপি সতাং পতির্হি।
ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্গুণনামযুক্তং তস্যৈব যচ্চরণশৌচমশেষতীর্থম্ ॥১৫॥
সম্পূজ্য দেবঋষিবর্য্যমৃষিঃ পুরাণো নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
বাণ্যাভিভাষ্যমিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং প্রাহ প্রভো ভগবতে করবাম হে কিম্ ॥১৬॥

সেই পুরী বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত মুক্তাদামবিলম্বিত বিতান দ্বারা, এবং উৎকৃষ্ট মণিতে পরিস্কৃত দন্তনির্ম্মিত আসন ও পর্য্যঙ্ক দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং শুভ্র বস্ত্রধারিণী নিষ্ককণ্ঠী দাসীগণ দ্বারা এবং কঞ্চুক উষ্ণীষ বস্ত্র মণিকুণ্ডলভূষিত পুরুষ দ্বারা সুশোভিত। ১০-১১

হে মহারাজ। সেই ভবনে রত্নপ্রদীপসমূহের আলোকে অন্ধকার নষ্ট হয়, এবং প্রধূপিত অগুরু ধূমকে গবাক্ষপথে নির্গত হইতে দেখিয়া উহাতে মেঘ-বুদ্ধিসম্পন্ন ময়ূরগণ বিচিত্র বলভীর উপরে উপবেশন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করত নৃত্য করিতেছে। ১২

সেই গৃহে সমান বয়স, সমান গুণ, সমান রূপ, সমান বেশ এইরূপ সহস্র সহস্র দাসীতে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গৃহিণী রুক্মিণী স্বর্ণদণ্ডবিশিষ্ট চামর দ্বারা সর্ব্বদা সাত্বত-পতিকে ব্যজন করিতেছেন। ইহা নারদ তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন। ১৩

তখন সকল ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখিয়া সহসা পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং কিরীটসেবিত মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদযুগলে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় আসনে উপবেশন করাইলেন। ১৪

যাঁহার চরণ-ধৌতজলে গঙ্গা তীর্থ হইয়াছেন, তিনি গুণযুক্ত স্বীয় ব্রহ্মণ্যদেব নাম রক্ষার্থ স্বয়ং জগদ্গুরু হইয়াও সাধুদিগের একমাত্র আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ নারদের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। ১৫

পরে পুরাণ ঋষি নরসখ নারায়ণ যথাবিধানক্রমে দেবর্ষিকে পূজা করিয়া পরিমিত অথচ অমৃতবর্ষী বাক্য দ্বারা তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আপনার কি কার্য্য আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে? ১৬

বিশ্বস্তি—নরসখ নারায়ণ ঋষি, দেবর্ষির গুরু, তবে তিনি নারদের পূজা কিরূপে করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান্ ক্ষত্রিয় লীলাবতারে ক্ষত্রিয়গণের অবশ্যপূজ্য ব্রাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন। অথবা স্বয়ং ভগবান্ হইলেও তিনি নরলীলাকারী বলিয়া ব্রাহ্মণের পূজা করেন, এবং প্রার্থনা মধ্যে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ দ্বারা গৌরবাতিশয় দ্যোতিত হইয়াছে। ১৬

শ্রীনারদ উবাচ।

নৈবাদ্ভুতং ত্বয়ি বিভোঽখিললোকনাথে মৈত্রী জনেষু সকলেষু দমঃ খলানাম্।
নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎস্থিতিরক্ষণাভ্যাং স্বৈরাবতার উরুগায় বিদাম সুষ্ঠু ॥১৭॥
দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥১৮॥

ততোঽন্যদাবিশদ্গেহং কৃষ্ণপত্ন্যাঃ স নারদঃ। যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ যোগমায়াবিবিৎসয়া ॥১৯॥
দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ। পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥২০॥
পৃষ্টশ্চাবিদুষেবাসৌ কদায়াতো ভবানিতি। ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণৈরস্মদাদিভিঃ ॥২১॥
তথাপি ব্রূহি নো ব্রহ্মন্ জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু। স তু বিস্মিত উত্থায় তুষ্ণীমন্যদগাদ্গৃহম্ ॥২২॥

তত্রাপ্যচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতান্ শিশূন্।
ততোঽন্যস্মিন্ গৃহেঽপশ্যন্মজ্জনায় কৃতোদ্যমম্ ॥২৩॥

জুহ্বন্তঞ্চ বিতানাগ্নীন্ যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ ভোজয়ন্তং দ্বিজান্ ক্বাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্ ॥২৪॥

নারদ বলিলেন, হে বিভো! অখিল লোকনাথ আপনাতে কিছুই অদ্ভুত নহে, আপনি সর্ব্বজনে মৈত্রী ব্যবহার, খলের দণ্ড বিধান করেন, আপনি জগতের স্থিতি ও রক্ষা দ্বারা জগতের জীবের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত স্বীয় ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, হে গীতকার্ত্তে! আমরা ইহা সম্যক্‌রূপে জানি। ১৭

ভক্তজনসকলের মুক্তির কারণ আপনার পাদযুগল দর্শন করিলাম, অপরিমিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, সংসারকূপে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের আলম্বনস্বরূপ সেই চরণযুগল ধ্যান করত বিচরণ করিব, যাহাতে তদ্বিষয়ে আমার স্মৃতি থাকে—আমার প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ করুন ॥ ১৮

হে রাজন্! অনন্তর নারদ, যোগেশ্বরের যোগমায়া জানিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের অন্য পত্নীর গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ১৯

তথায় গিয়া দেখিলেন, ভগবান্ প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন, এবং নারদ তথায় উপস্থিত হইবামাত্র প্রত্যুত্থান ও আসন প্রদানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করিয়াছিলেন। ২০

এবং যেন কিছুই জানেন না এইরূপভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখন আসিয়াছেন? আপনারা পূর্ণ, আর আমরা অপূর্ণ, অতএব আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব?। ২১

হে ব্রহ্মন্! তথাপি আপনি বলুন, আপনার আদেশ দ্বারা আমার এই জন্ম সফল করুন, সেই নারদ তখন বিস্মিত হইয়া তথা হইতে উঠিয়া—কিছু না বলিয়াই অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। ২২

তথায় গিয়া নারদ দেখিলেন, ভগবান্ গোবিন্দ শিশু সন্তানগণকে লালন করিতেছেন, তথা হইতে অন্য গৃহে যাইয়া দেখিলেন, ভগবান্ স্নান করিবার উপক্রম করিতেছেন। ২৩

কোনও গৃহে আহবনীয় অগ্নি অগ্নিহোত্রানুসারে হোম করিতেছিলেন, কোনও গৃহে পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা যজন করিতেছিলেন। ২৪

কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্‌যতম্। একত্র চাসিচর্ম্মভ্যাং চরন্তমসিবর্ত্মসু ॥২৫॥
অশ্বৈর্গজৈ রথৈঃ কাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্। কচিচ্ছয়ানং পর্য্যঙ্কে স্তূয়মানঞ্চ বন্দিভিঃ ॥২৬॥
মন্ত্রয়ন্তঞ্চ কস্মিংশ্চিৎ মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ। জলক্রীড়ারতং কাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্ ॥২৭॥
কুত্রচিদ্‌দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। ইতিহাসপুরাণানি শৃণ্বন্তং মঙ্গলানি চ ॥২৮॥
হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে। কাপি ধর্ম্মং সেবমানমর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ ॥২৯॥
ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্। শুশ্রূষন্তং গুরূন্ কাপি কামৈর্ভোগৈঃ সপর্য্যয়া ॥৩০॥
কুর্ব্বন্তং বিগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিঞ্চান্যত্র কেশবম্। কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবম্ ॥৩১॥
পুত্রাণাং দুহিতৄণাঞ্চ কালে বিধ্যুপযাপনম্। দারৈর্ববরৈস্তৎসদৃশৈঃ কল্পয়ন্তং বিভূতিভিঃ ॥৩২॥
প্রস্থাপনোপানয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্। বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিস্মিয়ে ॥৩৩॥
যজন্তং সকলান্ দেবান্ কাপি ক্রতুভিরূর্জ্জিতৈঃ। পূর্ত্তয়ন্তং কচিদ্ধর্ম্মং কূপারামমঠাদিভিঃ ॥৩৪॥
চরন্তং মৃগয়াং কাপি হয়মারুহ্য সৈন্ধবম্। ঘ্নন্তং তত্র পশূন্ মেধ্যান্ পরীতং যদুপুঙ্গবৈঃ ॥৩৫॥
অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিস্বন্তঃপুরগৃহাদিষু। কচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া ॥৩৬॥

কোথাও সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন, কোথাও মৌনভাবে গায়ত্রী জপ করিতেছেন, এক স্থানে অসি চর্ম্ম লইয়া খড়্‌গ-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। ২৫

কোথাও বা অশ্বে বা হস্তীতে, কোথায়ও বা রথে গদাগ্রজ বিচরণ করিতেছেন। কোথাও বা তিনি পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন, বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতেছে। ২৬

কোথাও বা উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণা করিতেছেন। কোথাও বা বারবনিতাগণে পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন। ২৭

কোথাও বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে স্বলঙ্কৃত গাভী দান করিতেছেন, কোন স্থানে বা ইতিহাস পুরাণ ও মঙ্গলজনক শান্তিসূক্তাদি অথবা পুণ্যগীত শ্রবণ করিতেছেন; কোন স্থানে হাস্য-কথা দ্বারা প্রিয়ার সহিত কালযাপন করিতেছেন, কোন স্থানে ধর্ম্ম-কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন, কোথাও বা অর্থ ও কাম সাধন করিতেছেন। ২৮-২৯

কোন স্থানে প্রকৃতির পরবর্ত্তী এক আত্মা পুরুষকে ধ্যান করিতেছেন, কোন স্থানে কাম-ভোগ ও পরিচর্য্যা দ্বারা গুরুগণের শুশ্রূষা করিতেছেন। কোন স্থানে কাহারও সহিত কলহ করিতেছেন, কোথাও বা কাহার সহিত সন্ধি করিতেছেন। কোথাও বা বলদেবের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া সাধুদিগের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। ৩০-৩১

কোথাও বা যথাকালে পুত্র ও কন্যাগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত ধন দ্বারা উপযুক্ত কন্যা ও পাত্র ঘটনা করিতেছেন। কোথাও বা কন্যা-পুত্রগণের শ্বশুরগৃহে প্রেরণ ও স্বীয় গৃহে আনয়নরূপ মহোৎসব দেখিয়া যাহাতে লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়, তদ্রূপ কল্পনা করিতেছেন। ৩২-৩৩

কোথাও বা মহাযজ্ঞ দ্বারা নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেবগণকে যজন করিতেছেন, কোন স্থানে যাদব-গণের সহিত সিন্ধু-সম্ভূত ঘোটকে আরোহণ করিয়া মৃগয়ায় বিচরণ করত পবিত্র পশু সকলকে বধ করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কোনও স্থানে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া অন্তঃ-পুরস্থা রমণীদিগের অভিপ্রায় জানিবার জন্য বিচরণ করিতেছেন। ৩৪-৩৬

অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব। যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্ ॥৩৭॥
বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দর্শা অপি মায়িনাম্। যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া ॥৩৮॥

অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাপ্লুতান্।
পর্য্যটামি তবোদ্গায়ন্ লীলা ভুবনপাবনীঃ ॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥৪০॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্ম্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্।
তমেব সর্ব্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ ॥৪১॥

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্। মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ ॥৪২॥

ইত্যর্থকামধর্ম্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনা।
সম্যক্ সভাজিতঃ প্রীতস্তমেবানুস্মরন্ যযৌ ॥৪৩॥

এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্ত্তমানো নারায়ণোহখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ।
রেমেহঙ্গ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং সব্রীড়সৌহৃদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ ॥৪৪॥

অনন্তর নারদ, মানুষী রতিপ্রাপ্ত অর্থাৎ মনুষ্যোচিত ক্রীড়াবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাব অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিলেন। ৩৭

হে যোগেশ্বরাত্মন্! যোগীদিগের দুর্দ্দর্শ অথচ তোমার পাদপদ্ম সেবা দ্বারা প্রতীত তোমার যোগমায়ার প্রভাব অদ্য জানিতে পারিলাম। ৩৮

হে দেব! আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি আপনার যশো দ্বারা ব্যাপ্ত লোক সকলে চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্রকারিণী আপনার লীলাগান করত পর্য্যটন করিব। ৩৯

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মের বক্তা, অনুষ্ঠাতা ও অনুমোদিতা, সুতরাং লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত এইরূপে অবস্থান করিতেছি। অতএব হে পুত্র! তুমি এতদ্দর্শনে মোহপ্রাপ্ত হইও না। ৪০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবর্ষি নারদ এইরূপে গৃহস্থদিগের পবিত্রতা-সম্পাদক সদ্ধর্ম্ম সকল আচরণকারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে সকল গৃহে অবস্থিত দর্শন করিয়াছিলেন। ৪১

অনন্তবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাব বারম্বার দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদ কৌতূহলযুক্ত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৪২

ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে অভিনন্দিত হইয়া প্রীত নারদ তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। ৪৩

হে রাজন্! মনুষ্য পদবীর অনুবর্ত্তনপরায়ণ, অখিল মঙ্গলের জন্য এইরূপ গৃহীত নানামূর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণ, ষোড়শ সহস্র বরাঙ্গনাগণের সলজ্জ সৌহার্দ্দযুক্ত অবলোকন ও হাস্য দ্বারা সেবিত হইয়া বিহার করিয়াছিলেন। ৪৪

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণগার্হস্থ্যদর্শনং নাম একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

ভগবান্ বিশ্ববিলয় স্থিতি ও উদ্ভবের হেতু-স্বরূপ হরি, এই মর্ত্ত্যলোকে যে সকল অসাধারণ কর্ম্ম করিয়াছেন, হে রাজন্! যে ব্যক্তি উহা গান করে কিম্বা শ্রবণ করে অথবা অনুমোদন করে, তাহার মোক্ষমার্গে ভগবানের প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে। ৪৫

ইতি দশম স্কন্ধে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

সপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুক্কুটান্ কূজতোঽশপন্। গৃহীতকণ্ঠ্যঃ পতিভির্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ ॥১॥

বয়াংস্যরোরুবন্ কৃষ্ণং বোধয়ন্তীব বন্দিনঃ। গায়ৎস্বলিষ্বনিদ্রাণি মন্দারবনবায়ুভিঃ ॥২॥

মুহূর্ত্তং তস্য বৈদর্ভী নামৃষ্যদতিশোভনম্। পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা ॥৩॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় বার্য্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ। দধ্যৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্ ॥৪॥

একং স্বয়ংজ্যোতিরনন্যমব্যয়ং স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্।
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ স্বশক্তিভির্লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্ ॥৫॥

অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথাবিধি ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী।
চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্যতঃ ॥৬॥

উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাত্মনঃ কলাঃ। দেবানৃষীন্ পিতৄন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রানভ্যর্চ্চ্য চাত্মবান্ ॥৭॥

ধেনূনাং রুক্মশৃঙ্গাণাং সাধ্বীনাং মৌক্তিকস্রজাম্। পয়স্বিনীনাং গৃষ্টীনাং সবৎসানাং সুবাসসাম্ ॥৮॥

দদৌ রূপ্যখুরাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ। অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো বদ্বং বদ্বং দিনে দিনে ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, উষাকাল আসন্ন হইলে পতি কর্ত্তৃক গৃহীতকণ্ঠী মাধব-প্রিয়াগণ বিরহ-কাতর হইয়া শব্দকারী কুক্কুটগণকে নিন্দা করিয়াছিলেন। ১

মন্দারবন-বায়ুর সহিত অলিকুল গান করিতে থাকিলে অনিদ্র পক্ষিসকল বন্দিগণ যেমন কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া স্তুতি পাঠ করে, সেইরূপ অতিশয় শব্দ করিয়াছিল। ২

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয়ের অভ্যন্তরগতা বৈদর্ভী (রুক্মিণী) আলিঙ্গন-বিচ্ছেদ হইবে বলিয়া সেই অতিশোভন মুহূর্ত্তকেও সহিতে পারিতেন না। ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া, বারিস্পর্শ পূর্ব্বক প্রসন্নান্তঃকরণে তমোগুণের পরবর্ত্তী আত্মাকে ধ্যান করিতেন। ৪

অখণ্ড, নিরুপাধি, স্বয়ংজ্যোতিঃ, অব্যয়, আত্মসংস্থা দ্বারা যাহা হইতে অবিদ্যা নিত্য নিরাকৃত হইয়াছে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু স্বশক্তি দ্বারা যাহার সত্য ও আনন্দ লক্ষিত হয়, সেই ব্রহ্মাখ্য পদার্থকে তিনি ধ্যান করিতেন। ৫

সাধুত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অনন্তর নির্ম্মল জলে যথাবিধি স্নান করিয়া ও বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়া-কলাপ করিতেন, পরে বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বাগ্যত (মৌন) হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেন। ৬

সূর্য্য উদিত হইলে জিতেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যোপস্থান করিয়া ও নিজের অংশভূত দেবতা ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ ও বৃদ্ধব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিয়া স্বর্ণশৃঙ্গী সুশীলা মৌক্তিক-মাল্যধারিণী প্রভূত দুগ্ধবতী সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা সবস্ত্রা রৌপ্যখুরান্বিতা চতুর্দ্দশ লক্ষ ধেনু প্রতিদিন অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন ৭ ৯

বিবৃতি—আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ সুতরাং তাহা তমোগুণের পর ভিন্ন, অর্থাৎ তমোগুণসম্বন্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ ধ্যান করিতেন। ৪

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যেয় ব্রহ্মপদার্থের নিরূপণ করা হইয়াছে, যথা—ব্রহ্ম এক অখণ্ড, স্বয়ংজ্যোতিঃ, উহা অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না; অতএব উহাকে স্বপ্রকাশ বলে, অনন্ত-নিরুপাধি অব্যয় নিত্য, নিজের অবস্থান দ্বারাই অবিদ্যাকে তিরোহিত করেন, এবং এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশের হেতু নিজশক্তি দ্বারা যাঁহার সত্তা ও আনন্দ লক্ষিত হয়, সেই ব্রহ্মকে ধ্যান করিতেন। ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থভেদে দ্বিবিধ লক্ষণ, ইহার প্রথমার্দ্ধ স্বরূপলক্ষণ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ তটস্থলক্ষণ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ কাশ্যপী, এইজন্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্র করিতেন। বদ্ব পদে একশত সাতটাকে একসঙ্গে বাড়িয়া তাহার চতুর্দ্দশকে লক্ষ বলে। ৫-৯

গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধ-গুরূন্ ভূতানি সর্ব্বশঃ। নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতীর্মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ ॥১০॥
আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্। বাসোভির্ভূষণৈঃ স্বীয়ৈর্দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ ॥১১॥
অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ। কামাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং পৌরান্তঃপুরচারিণাম্।
প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষ্য প্রত্যনন্দত ॥১২॥
সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্ স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ।
সুহৃদঃ প্রকৃতীর্দারানুপাযুঙ্‌ক্ত ততঃ স্বয়ম্ ॥১৩॥
তাবৎ সূত উপানীয় স্যন্দনং পরমাদ্ভুতম্। সুগ্রীবাদ্যৈর্হয়ৈর্যুক্তং প্রণম্যাবস্থিতোঽগ্রতঃ ॥১৪॥
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেস্তমথারুহৎ। সাত্যক্যুদ্ধবসংযুক্তঃ পূর্ব্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ ॥১৫॥
ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ। কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্ মনঃ ॥১৬॥
সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং সর্ব্বৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ। প্রাবিশদ্‌যন্নিবিষ্টানাং ন সন্ত্যঙ্গ ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥১৭॥
তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভুর্বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ ॥১৮॥
তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্ নানাহাস্যরসৈর্বিভুম্। উপতস্থুর্নটাচার্য্যা নর্ত্তক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্ ॥১৯॥

তাহার পর নিজের বিভূতি গো ব্রাহ্মণ দেবতা বৃদ্ধ গুরুজন ও সর্ব্বভূতকে নমস্কার করিয়া কপিলাদি মঙ্গল পদার্থকে স্পর্শ করিতেন। ১০

পরে নরলোকের বিভূষণ নিজেকে পীতাম্বর কৌস্তুভ রত্ন, দিব্যমাল্য, দিব্যানুলেপন দ্বারা ভূষিত করিতেন। ১১

অনন্তর ঘৃত, দর্পণ, গো, বৃষ, ব্রাহ্মণ, দেবতা সকলকে অবলোকন করিয়া পুরবাসী, অন্তঃপুরচারী-দিগের অভিলষিত অর্থ প্রদান করিয়া এবং প্রজা-বর্গকে তাহাদের প্রার্থিত বিষয় দেওয়াইয়া ও সন্তুষ্ট করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করিতেন। ১২

মাল্য, তাম্বূল, অনুলেপন অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে পরে সুহৃদ্বর্গ, প্রজা ও পত্নীগণকে সম্যক্ রূপে বিভাগ করিয়া দিয়া পরে নিজে গ্রহণ করিতেন।১৩

এমন সময়ে শৈব্য সুগ্রীবাদি চতুরশ্বযুক্ত রথ সারথি (দারুক) আনয়ন করিয়া অগ্রে অবস্থান করিত, পরে যেমন সূর্য্যদেব পূর্ব্বপর্ব্বতে আরোহণ করেন, তাঁহার ন্যায় স্বীয় হস্ত দ্বারা সারথির পাণিদ্বয় গ্রহণ করিয়া সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত রথে আরোহণ করিতেন। ১৪-১৫

অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের সলজ্জ প্রেমবীক্ষণ দ্বারা ঈক্ষিত হইয়া অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সপ্রীতহাস্যে তাঁহাদের মন হরণপূর্ব্বক গমন করিতেন। ১৬

হে রাজন্! (এইরূপে সকল গৃহ হইতে পৃথক্-রূপে নির্গত হইয়া) ভগবান্ বৃষ্ণিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যে স্থানে প্রবিষ্ট ব্যক্তিমাত্রের কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের তরঙ্গ সকল নিবারিত হয়, তাদৃশ সুধর্ম্মানামক সভাগৃহে প্রবেশ করিতেন। ১৭

পরে সেই সভাগৃহে পরমাসনে উপবিষ্ট এবং নরশ্রেষ্ঠ যদুগণে পরিবৃত বিভু যদুত্তম শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় শরীরদীপ্তি দ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তারকাগণে পরিবৃত দ্বিজরাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেন। ১৮

হে রাজন্! সেই সভায় পরিহাসকারী নটা-চার্য্যগণ নানা প্রকার হাস্যরস দ্বারা এবং নর্ত্তকীগণ লাস্য দ্বারা পৃথক্‌রূপে বিভুর উপাসনা করিত। ১৯

মৃদঙ্গবীণামুরজ-বেণুতালদরস্বনৈঃ। ননৃতুর্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥২০॥
তত্রাহুর্ব্রাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ। পূর্ব্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাঞ্চাকথয়ন্ কথাঃ ॥২১॥
তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নাগতোঽপূর্ব্বদর্শনঃ। বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ॥২২॥
স নমস্কৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ। রাজ্ঞামাবেদয়দ্দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্ ॥২৩॥
যে চ দ্বিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ। প্রসহ্য রুদ্ধাস্তেনাসন্নযুতে দ্বে গিরিব্রজে ॥২৪॥
রাজান উচুঃ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন। বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ ॥২৫॥
লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥২৬॥
লোকে ভবান্ জগদি নঃ কলয়াবতীর্ণঃ সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ।
কশ্চিত্ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ কিংবা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদ্মঃ ॥২৭॥

এবং সুত ও মাগধ বন্দিগণ মৃদঙ্গ বীণা মুরজ বেণু প্রভৃতির তাল ও শঙ্খধ্বনি সহকারে নৃত্য-গীত ও স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিত। ২০

সেই সভায় কোন কোন ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র বলিতেন, কোন কোন ব্রাহ্মণেরা তথায় উপবেশন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুণ্যযশা রাজাদিগের যশোযুক্ত কথা বলিতেন। ২১

হে রাজন্! এমত সময়ে প্রতীহারী কর্ত্তৃক ভগবানের নিকট বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রবেশিত এক অপূর্ব্বদর্শন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিল। ২২

পরে সে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক নিরোধজনিত রাজাদিগের দুঃখ আবেদন করিল। ২৩

এবং জরাসন্ধের দিগ্বিজয়কালে যাহারা তাহার নিকট অবনত হয় নাই, সেইরূপ বিশ হাজর রাজাকে বলপূর্ব্বক গিরিব্রজ দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগের দুঃখ আবেদন করিল। রাজগণ বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে শরণাগতভয়ভঞ্জন! আমরা ভবভয়ভীত ও ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। ২৪-২৫

হে প্রভো! যৎকালে লোক সকল নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম্মে রত হইয়া নিজের মঙ্গলজনক আপনার অর্চ্চনারূপ কর্ম্মে এবং আপনার কথিত পঞ্চরাত্র ও গীতার বাক্যে অনবহিত হয়, তখন যে বলবান্ পুরুষ আসিয়া সদ্যঃ তাহাদিগের জীবিতাশা ছেদন করেন, সেই অনিমেষরূপ কালাত্মা আপনাকে নমস্কার করি। ২৬

হে ঈশ! আপনি জগদীশ্বর, মর্ত্ত্যলোকে সাধুদিগকে রক্ষা ও খলনিগ্রহের নিমিত্ত অংশ সহ আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, অন্য কোন (জরাসন্ধাদি) ব্যক্তি কি আপনার আদেশ অতিক্রম করিতেছে? অথবা লোক নিজের কৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ২৭

বিবৃতি—আমরা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া কারাগারে আছি, আমাদের এই দুঃখপ্রাপ্তির কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারি না; কারণ, জরাসন্ধ ঈশ্বর নহে, সে ইচ্ছা করিয়া আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ দিতেছে অথবা আমরা নিজকৃত কর্ম্মের ফলে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, ইহা বুঝিতে পারি না, অথবা আপনার মায়ার হতবুদ্ধি আমরা ক্লেশ পাইতেছি। রক্ষাকর্ত্তা আপনি, ইহাতে অন্যে যদি দুঃখ দান করে, তবে দুঃখদাতা সেই জরাসন্ধ, অথবা আপনার রক্ষিত জনের কর্ম্মফল? ২৭

স্বপ্নায়িতং নৃপসুখং পরতন্ত্রমীশ শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ।
হিত্বা তদাত্মনি সুখং ত্বদনীহলভ্যং ক্লিশ্যামহেঽতিকৃপণাস্তব মায়য়েহ ॥২৮॥
তন্নো ভবান্ প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মো বদ্ধান্ বিযুঙ্ক্ষ্ব মগধাহ্বয়কর্ম্মপাশাৎ।
যো ভূভুজোঽযুতমতঙ্গজবীর্য্যমেকো বিভ্রদ্রুরোধ ভবনে মৃগরাড়িবাবীঃ ॥২৯॥
যো বৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্তচক্র ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্য্যম্।
জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদূঢ়দর্পো যুষ্মৎপ্রজা রুজতি নোঽজিত তদ্বিধেহি ॥৩০॥

দূত উবাচ।

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥৩১॥

শ্রীশুক উবাচ।

রাজদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ। বিভ্রৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্‌যথা রবিঃ ॥৩২॥

হে ঈশ! বিষয়পরতন্ত্র রাজ্যসুখ আমাদিগের পক্ষে স্বপ্নস্বরূপ হইয়াছে, আর নিরন্তর ভয়ে কম্পমান এই মৃততুল্য শরীরে কেবল পুত্রদারাদির চিন্তাভার বহন করিতেছি, ইতঃপূর্ব্বে নিষ্কাম ব্যক্তির লভ্য যে স্বতঃসিদ্ধ সুখ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা ক্লেশ পাইতেছি, সে কেবল আপনার মায়াকৃত; অতএব আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন। ২৮

সেই কারণে শরণাগত ব্যক্তির শোকহর পাদপদ্মবিশিষ্ট আপনি মাগধ জরাসন্ধরূপ কর্ম্মপাশ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন, মত্ত অযুতমাতঙ্গবলধারণকারী যে জরাসন্ধ রাজন্যগণকে সিংহ যেমন মেষীগণকে অবরোধ করে, তদ্রূপ রাজগণকে অবরোধ করিয়াছে। ২৯

(আমরা ভবদীয় বলিয়া জরাসন্ধ আমাদিগকে অধিক দুঃখ প্রদান করে এই কথা বলিতেছেন) হে উদাত্তচক্র! হে অজিত! জরাসন্ধ সপ্তদশবার আপনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পরে একবার নরশরীরধারী অনন্তবীর্য্য আপনাকে জয় করিয়া অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার প্রজা আমাদিগকে পীড়া দিতেছে, অতএব যথা কর্ত্তব্য বিধান করুন। ৩০

জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ রাজগণ এইরূপে আপনার দর্শনাভিলাষে আপনার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব সেই শরণাপন্ন দীনজনগণের কল্যাণ বিধান করুন। ৩১

রাজদূত যখন এইরূপ বলিতেছিল, সেই সময়ে পিঙ্গলবর্ণ জটাভারধারী পরমদ্যুতি দেবর্ষি নারদ, জাজ্বল্যমান সূর্য্যের ন্যায় আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ৩২

বিবৃতি—সুখ দুইপ্রকারের—এক বিষয়ভোগজন্য বিষয়পরতন্ত্র, অপর নিষ্কামভাবলভ্য। আমরা নিষ্কাম জন্য সুখের ইচ্ছাও করি নাই, তাহার কারণ আপনার মায়ায় আমরা মুগ্ধ; অপর সুখ বিষয়াধীন, আমরা বিষয়বিযুক্ত সুতরাং উভয়থা সুখহীন হইয়া আমরা দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়াছি। এই দেহ অচেতন বলিয়া মৃততুল্য সুতরাং আমরা এই মরার ভার বহন করিতেছি অথবা মৃতকল্প শরীরে ভূতপ্রেতাদির যে ভর হয়, তাহা বহন করিতেছি। অথবা ভূতপ্রেতাদি হইতে জাতভয়ের ন্যায় রোগাদিভয়-

এই ভার বহন করিতেছি, ইহা অতিশয় গর্হিত। অথচ রাজসুখ বাস্তবও নহে, উহা স্বপ্নসদৃশ; কেবল তাহাই নহে, উহা আবার পরতন্ত্র। আর যাহা স্বাধীন সুখ, তাহা ত্যাগ করিয়া আপনার মায়ায় এই তুচ্ছ সুখের আশায় ভার বহন করিতেছি। ২৮

মহাদুঃখে আপনার শরণাগত, মগধরাজ কর্ত্তৃক পর্ব্বতগহ্বরে বন্ধনাদি দ্বারা অবরুদ্ধ রাজগণ বালক যেমন পিতা মাতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী, কেবল তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিলেই হইবে না,

তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ। ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্যঃ সানুগো মুদা ॥৩৩॥
সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহম্। বভাষে সূনৃতৈর্ব্বাক্যৈঃ শ্রদ্ধয়া তর্পয়ন্ মুনিম্ ॥৩৪॥
অপিস্বিদদ্য লোকানাং ত্রয়াণামকুতোভয়ম্। ননু ভূয়ান্ ভগবতো লোকান্ পর্য্যটতো গুণঃ ॥৩৫॥
নহি তেঽবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেষ্বীশ্বরকর্ত্তৃষু। অথ পৃচ্ছামহে যুষ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতম্ ॥৩৬॥
শ্রীনারদ উবাচ।

দৃষ্ট্বা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া মায়া বিভো বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ।
ভূতেষু ভূমংশ্চরতঃ স্বশক্তিভির্বহ্নেরিব চ্ছন্নরুচো ন মেঽদ্ভুতম্ ॥৩৭॥
তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং স্বমায়য়েদং সৃজতো নিয়চ্ছতঃ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥৩৮॥
জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃপ্রদীপকং প্রজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥৩৯॥

অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্ম নরলোকবিড়ম্বনম্। রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥৪০॥

তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে সভ্য ও অনুগগণের সহিত উত্থিত হইয়া মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। ৩৩

মুনি আসন পরিগ্রহ করিলে বিধিবিধানানুসারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহাকে তৃপ্ত করত মধুর বাক্যে বলিয়াছিলেন। ৩৪

অদ্য ত্রৈলোক্যের ভয় অপগত হইল, বিশেষতঃ আমাদিগের মহা লাভ উপস্থিত, কারণ, ত্রিলোক-পর্য্যটক ভগবান্ দেবর্ষির নিকট অদ্য আমরা সর্ব্ব-লোকবৃত্তান্ত জানিতে পারিব। ৩৫

হে ভগবন্! ঈশ্বরসৃষ্ট লোকসকলমধ্যে আপনার অবিজ্ঞতা, কিছু নাই, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,পাণ্ডবেরা এক্ষণে কি কর্ম্ম করিতেছেন? (তাহা সবিশেষভাবে বর্ণন করুন)। ৩৬

নারদ বলিলেন, হে ভূমন্! বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদিরও মোহয়িতা মায়াবী বিভু তোমার বহু প্রকার দুরত্যয় মায়া আমি দর্শন করিয়াছি, অতএব প্রচ্ছন্নতেজ বহ্নির ন্যায় স্বীয় শক্তির দ্বারা সর্ব্বভূতে বিচরণশীল তোমার এরূপ প্রশ্নে আমার আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না। ৩৭

হে ভগবন্! আপনার সম্পাদ্য বিষয় আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি সুষ্ঠুরূপে অবগত হইতে পারেন? নিজ মায়া দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি ও নিয়ন্তৃস্বরূপে প্রবর্ত্তয়িতা আপনি, এবং এই বিদ্যমান বিশ্ব, যাহার বিদ্যমানস্বরূপতা নিবন্ধন অবভাত হয়, সেই অচিন্ত্য-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি। ৩৮

অনর্থবহ শরীর হইতে মুক্তির উপায় যে জানে না, সেই সংসারী জীবের সম্বন্ধে লীলাবতার দ্বারা যিনি স্বীয় যশোরূপ প্রদীপ প্রজ্বালিত করেন, আমি সেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ৩৯

হে ব্রহ্মন্! আপনি এইরূপ হইলেও নরলোক সদৃশ লীলাকারী আপনাকে আপনার পিতৃষ্বসানন্দন, আপনার ভক্ত রাজার চিকীর্ষিত বিষয় শ্রবণ করাইব। ৪০

বিবৃতি—জীব অজ্ঞানান্ধ, সে নিজে কেন এই সংসারে আসে যায়,কিসের বন্ধন—তাহা জানিতে পারে না, ভগবান্ লীলাশরীরে আবির্ভূত হইয়া নিজে যে সকল যশোময় কার্য্য করেন, তাহার উজ্জ্বল আলোকে জীব মুক্ত হয় অর্থাৎ উহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা জীব মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়াই ঐ দীপ প্রজ্বালিত করেন। ৩৯

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ। পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ভবাননুমোদতাম্ ॥৪১॥
তস্মিন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ। দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ ॥৪২॥
শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ। তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥৪৩॥
যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গলদিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্ ॥৪৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

তত্র তেষ্বাত্মপক্ষেষ্বগৃণৎসু বিজিগীষয়া। বাচঃপেশৈঃ স্ময়ন্ ভৃত্যমুদ্ধবং প্রাহ কেশবঃ ॥৪৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ। অথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ ॥৪৬॥
ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্ব্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ। নিদেশং শিরসাধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে শ্রীভগবৎপ্রশ্নঃ সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

ভবদ্‌যজনোপযোগী সম্পত্তিকামী নরপতি পাণ্ডব যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় দ্বারা আপনাকে পূজা করিবেন, আপনি তাহা অনুমোদন করুন। ৪১

হে ভগবন্! সেই যজ্ঞে দেবগণ ও যশস্বী রাজগণ আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় তথায় সমাগত হইবেন। ৪২

আপনার বিষয়ক শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান দ্বারা যখন চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিরাও পবিত্র হয়, তখন হে ঈশ! যাহারা আপনাকে দর্শন ও স্পর্শন করিবে, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব। ৪৩

হে ভুবনমঙ্গল! আপনার নির্ম্মল যশঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে দিগ্বিতানরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই আপনার চরণাম্বু স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী এবং পৃথিবীতে গঙ্গারূপে বিশ্বকে পবিত্র করিতেছেন। ৪৪

শুকদেব বলিলেন, নারদের বাক্যাবসানে তথায় বর্ত্তমান আত্মীয়পক্ষ যাদবগণ জরাসন্ধ জয় বিষয়ে মনোযোগী না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া বাক্য-কৌশলে স্বীয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন। ৪৫

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! তুমি আমাদের চক্ষুঃ-স্বরূপ পরম সুহৃৎ ও মন্ত্রণা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, অতএব তোমার বাক্যে আমি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলিবে তাহাই করিব। ৪৬

সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্নেহ-বশে প্রার্থিত হইয়া মুগ্ধের ন্যায় উদ্ধব সেই আদেশ শিরোধারণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৭

বিবৃতি—ভগবানের উদ্ধবের প্রতি ঈদৃশ বাক্য কথন ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচায়ক প্রোৎসাহনমাত্র। ৪৬

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্ততিতম অধ্যায়।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য দেবর্ষেরুদ্ধবোঽব্রবীৎ। সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতিঃ ॥১॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যদুক্তমৃষিণা দেব সাচিব্যং যক্ষ্যতস্ত্বয়া। কার্য্যং পৈতৃস্বস্রেয়স্য রক্ষা চ শরণৈষিণাম্ ॥২॥

যষ্টব্যং রাজসূয়েন দিক্‌চক্রজয়িনা বিভো। অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম ॥৩॥

অস্মাকঞ্চ মহানর্থো হ্যেতেনৈব ভবিষ্যতি। যশশ্চ তব গোবিন্দ রাজ্ঞো বদ্ধান্ বিমুঞ্চতঃ ॥৪॥

স বৈ দুর্ব্বিষহো রাজা নাগাযুতসমো বলে। বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা ॥৫॥

দ্বৈরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীযুতঃ।
ব্রহ্মণ্যোঽভ্যর্থিতো বিপ্রৈর্ন প্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ ॥৬॥

ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ। হনিষ্যতি ন সন্দেহো দ্বৈরথে তব সন্নিধৌ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, মহা বুদ্ধিশালী উদ্ধব, এইরূপ দেবর্ষির প্রকাশিত মত অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে গমন ও সভ্যদিগের মত (রাজগণকে রক্ষা করা) এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিমত অর্থাৎ উভয় বিষয়ে এই সকল জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন। ১

উদ্ধব বলিলেন, হে দেব! দেবর্ষি যাহা বলিলেন, রাজসূয়যজ্ঞকারী পৈতৃস্বসেয় রাজার সাহায্য করা, তাহা কর্ত্তব্য এবং শরণপ্রার্থী রাজগণের রক্ষাও আপনার কর্ত্তব্য। ২

হে বিভো! দিক্‌চক্রজয়ী রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, অথবা দিক্‌চক্রজয়ীর রাজসূয় যজ্ঞ কর্ত্তব্য, অতএব সেই যজ্ঞে জরাসন্ধকে জয় করিতে হইবে, তাহা হইলেই রাজসূয় ও শরণাগতরক্ষা এই উভয় বিষয়ই সিদ্ধ হইবে, ইঁহাই আমার অভিমত। ৩

আমাদিগেরও ইহা দ্বারাই মহা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, হে গোবিন্দ! রাজগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করায় আপনারও মহা যশ হইবে। ৪

সেই রাজা জরাসন্ধ অতিশয় দুর্ব্বিষহ ও বলে অযুত মত্ত হস্তীর সমান এবং সমবল ভীম ব্যতীত সে অন্য বলবান্‌দিগের সম্বন্ধে অতিশয় অসহ্য-বিক্রম। ৫

সেই রাজা জরাসন্ধকে দ্বৈরথ যুদ্ধে জয় করা কর্ত্তব্য, শতশত অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত হইয়া যুদ্ধে জয় করা কর্ত্তব্য নহে, সেই রাজা ব্রাহ্মণভক্ত, অতএব ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যুদ্ধ প্রার্থিত হইয়া সে কখনও তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। ৬

বৃকোদর ব্রাহ্মণ বেশে তাহার নিকটে গিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে আপনার সমক্ষে তিনি তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭

বিবৃতি—রাজসূয় সম্পাদন করিতে হইলে প্রথমে জরাসন্ধকে জয় করিতে হইবে, তাহা দ্বারা আমাদের প্রবল-রিপু দমনরূপ মহাপ্রয়োজন সাধিত হইবে এবং জরাসন্ধ নিগৃহীত হইলেই রাজগণকে বন্ধনমুক্ত করিতে পারিবেন, তাহাতে আপনার যশঃ হইবে, পৃথিবীতে ভক্তরক্ষার্থ অবতীর্ণ আপনার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া সে যুদ্ধার্থ সৈন্য নিয়োগ করিবে না, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে, অন্য লোকক্ষয় না করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি হইবে ; আপনার সমক্ষে না হইলে দ্বন্দ্বযুদ্ধেও জয়লাভ হইবে না। ৪-৭

নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ। হিরণ্যগর্ভঃ শর্ব্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব ॥৮॥

গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ।

গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ঞ্চ ॥৯॥

জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্য্যর্থায়োপকল্পতে। প্রায়ঃ পাকবিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্রতুঃ ॥১০॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুদ্ধববচো রাজন্ সর্ব্বতো ভদ্রমচ্যুতম্। দেবর্ষির্যদুবৃদ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রত্যপূজয়ন্ ॥১১॥

অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান্ দেবকীসুতঃ। ভৃত্যান্ দারুকজৈত্রাদীননুজ্ঞাপ্য গুরূন্ বিভুঃ ॥১২॥

নির্গময্যাবরোধান্ স্বান্ সসুতান্ সপরিচ্ছদান্। সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্য যদুরাজঞ্চ শত্রুহন্।

সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্গরুড়ধ্বজম্ ॥১৩॥

ততো রথদ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া।

মৃদঙ্গভের্য্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ প্রঘোষঘোষিৎ ককুভো নিরক্রমৎ ॥১৪॥

(কিছু না করিয়া উপস্থিত মাত্র থাকিলে তাহাতে কি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) যেমন অরূপী কালাত্মা ঈশ্বর আপনার বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা নিমিত্ত মাত্র এবং বিশ্ব সংহারবিষয়ে শঙ্কর নিমিত্ত মাত্র, সেইরূপ সন্নিধান মাত্রে আপনিই হন্তা, ভীম নিমিত্ত মাত্র। ৮

হে প্রভো! জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের মহিষীগণ এই বিশদ কর্ম্ম অর্থাৎ জরাসন্ধবধ ও স্বীয় পতির মোক্ষ বিষয় গৃহে গৃহে ঘোষণা করিবে, যেমন গোপীগণ শঙ্খচূড় বধে, কুঞ্জরপতি নক্র হইতে, সীতা রাবণবধে, বসুদেব দেবকী কংস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মোক্ষ বিষয় গান করিয়াছেন, সেইরূপ আমরা ও মুনিগণ আপনার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদাই মোক্ষ বিষয় গান করিতেছি। ৯

হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধবধ আমাদিগের ভূরি প্রয়োজনের নিমিত্ত কল্পিত হইবে, অতএব রাজাদিগের পুণ্যকর্ম্মের পরিণাম হেতু সেই যজ্ঞে গমন তোমার অভিমত হউক। ১০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলদায়ক, উপপত্তিযুক্ত, উদ্ধবের এই বাক্য দেবর্ষি নারদ, যদুবৃদ্ধগণ ও শ্রীকৃষ্ণ সকলেই সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১

অনন্তর দেবকীনন্দন বিভু শ্রীকৃষ্ণ গুরুগণের অনুমতি লইয়া দারুক জৈত্রাদি ভৃত্যগণকে গমনার্থ উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। পরিচ্ছদ ও পুত্রাদির সহিত পত্নীগণকে প্রথম যানে আরোহণ করাইয়া এবং বলদেব ও যদুরাজের অনুমতি লইয়া সারথি কর্ত্তৃক আনীত গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন। তাহার পর রথ, হস্তী, অশ্বারোহী, পদাতিক ও নায়কগণের দ্বারা অতিতীব্র আত্মসেনা দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভগবান্ মৃদঙ্গ ভেরী আনক শঙ্খ ও গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যে দিক্ সকল পরিপূর্ণ করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন। ১৩-১৪

বিবৃতি—জরাসন্ধ কর্ত্তৃক কারাগৃহে অবরুদ্ধ রাজগণের মহিষীরা নিজ নিজ শিশুপুত্র লালন সময়ে রোদনপরায়ণ বালকগণকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে, বৎস! রোদন করিও না, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করিয়া তোমার পিতাকে মুক্ত করিবেন, ইহারই দৃষ্টান্তরূপে গোপী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ৯

ভূরি অর্থে রাজসূয়াদিরূপ, পাকবিপাক—কর্ম্মফল, অথবা পাক সাক্ষাদুদ্দিষ্ট রাজসূয়াদি, বিপাক অনুদ্দিষ্ট শিশুপালবধাদি। ১০

যদুবৃদ্ধ বলায় কুমারগণ ইহা অভিনন্দন করেন নাই ইহা বুঝায়, দেবর্ষি প্রথমে উদ্ধবের বাক্যে সাধুবাদ প্রদান করিলে যদুবৃদ্ধগণ ও পরে শ্রীকৃষ্ণ সাধুবাদ প্রদান করেন। ১১

নৃবাজিকাঞ্চনশিবিকাভিরচ্যুতং সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ।
বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ সুসংবৃতা নৃভিরসিচর্ম্মপাণিভিঃ ॥১৫॥
নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্য্যনঃকরেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ।
স্বলঙ্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরাদ্যুপস্করা যযুরধিযুজ্য সর্ব্বতঃ ॥১৬॥
বলং বৃহদ্‌ধ্বজপটছত্রচামরৈর্বরায়ুধাভরণকিরীটবর্ম্মভিঃ।
দিবাংশুভিস্তুমুলরবং বভৌ রবের্যথার্ণবঃ ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্ম্মিভিঃ ॥১৭॥
অথো মুনির্যদুপতিনা সভাজিতঃ প্রণম্য তৎ হৃদি বিদধদ্বিহায়সা।
নিশম্য তদ্ব্যবসিতমাহৃতার্হণো মুকুন্দসন্দর্শননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৮॥
রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা। মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্ ॥১৯॥
ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতো দূতো যথাবদবদন্নৃপান্। তেঽপি সন্দর্শনং শৌরেঃ প্রত্যৈক্ষন্ যন্মুমুক্ষবঃ ॥২০॥
আনর্ত্তসৌবীরমরূংস্তীর্ত্ত্বা বিনর্শনং হরিঃ। গিরীন্ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্ ॥২১॥

উৎকৃষ্ট বস্ত্র আভরণ গন্ধ মাল্যাদিবিশিষ্টা পতিব্রতা নারী সকল পুত্রগণসহ অসি-চর্ম্মধারী জনগণে পরিবৃত হইয়া নরযান, অশ্ব ও কাঞ্চন-শিবিকা-যোগে অথবা অশ্বতুল্য বেগগামী নরবাহ্য কাঞ্চন-শিবিকারোহণে স্বীয় পতি অচ্যুতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। ১৫

অলঙ্কৃত পরিজন যোষিদ্বর্গ ও বারবনিতাগণ উশীরাদি তৃণনির্ম্মিত গৃহ, কম্বল ও বস্ত্রাদি রূপ পরিচ্ছদযুক্তা হইয়া এবং ঐ সকল পরিচ্ছদাদি বলীবর্দ্দাদির পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া দিয়া নিজেরা নরযান, উষ্ট্র, গো, মহিষ, গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতরী বা শকটে ও করেণুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। ১৬

গমনকালে তাঁহাদিগের তুমুল রবকারী সৈন্য সকল, বৃহদ্ধ্বজ, পট, ছত্র, চামর দ্বারা ও বস্ত্র আভরণ কিরীট এবং কবচ দ্বারা দিবা ভাগে রবি-কিরণে পরিব্যাপ্ত হইয়া উর্ম্মি-তিমিঙ্গিলাদি দ্বারা সুশোভিত সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৭

অনন্তর মুকুন্দসন্দর্শনে নির্বৃতেন্দ্রিয় দেবর্ষি নারদ, যদুপতি কর্ত্তৃক প্রণাম পূর্ব্বক নানাবিধ উপহারে পূজিত হইয়া এবং তাঁহার ব্যবস্থায় রাজসূয় সম্পাদন ও বন্দী রাজগণের মোচনোদ্যোগ দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে আকাশমার্গে গমন করিলেন। ১৮

তখন ভববান্ শ্রীকৃষ্ণ, রাজদূতকে মধুর বাক্যে তুষ্ট করিয়া বলিলেন, হে দূত! ভয় করিও না, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি জরাসন্ধকে বধ করাইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯

এইরূপ উক্ত হইয়া দূত প্রস্থান করিল, এবং নৃপতিগণ সমীপে গমন করিয়া যথাযথরূপে সমুদয় বিষয় নিবেদন করিল এবং তাঁহারাও সকলে মুক্তির আশায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২০

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আনর্ত্ত, সৌবীর, মরু ও কুরু-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গিরি, নদী, পুর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদি অতিক্রম করিয়াছিলেন। ২১

বিবৃতি—সৈন্য সকলকে সমুদ্রের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। ধ্বজ সকল তিমিঙ্গিলস্থানীয় এবং বস্ত্রসকল তরঙ্গের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭

ততো দৃষদ্বতীং তীর্ত্ত্বা মুকুন্দোঽথ সরস্বতীম্। পঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎ ॥২২॥
তমুপাগতমাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দ্দর্শনং নৃণাম্। অজাতশত্রুর্নিরগাৎ সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥২৩॥
গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা। অভ্যয়াৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ ॥২৪॥
দৃষ্ট্বা বিক্লিন্নহৃদয়ঃ কৃষ্ণং স্নেহেন পাণ্ডবঃ। চিরাদ্দৃষ্টং প্রিয়তমং সস্বজেঽথ পুনঃপুনঃ ॥২৫॥
দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ।
লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ ॥২৬॥
তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজবাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতম্ ॥২৭॥
অর্জ্জুনেন পরিষ্বক্তো যমাভ্যামভিবাদিতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য বৃদ্ধেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
মানিনো মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্ ॥২৮॥
সূতমাগধগন্ধর্ব্বা বন্দিনশ্চোপমন্ত্রিণঃ। মৃদঙ্গশঙ্খপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চারবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুর্ননৃতুর্জগুঃ ॥২৯॥

তাহার পর দৃশদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়, পাঞ্চালদেশ ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। ২২

সাধারণ মনুষ্যগণের দুর্দ্দর্শ শ্রীকৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির প্রীত মনে উপাধ্যায় ও সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন। গীতবাদ্যাদি মঙ্গলশব্দ ও পুনঃ পুনঃ বেদধ্বনি সহকারে যুধিষ্ঠির, ইন্দ্রিয়গণ যেমন প্রাণের অনুবর্ত্তন করে, তদ্রূপ হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন ২৩-২৪

রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল পরে দেখিয়া স্নেহে ব্যাকুলহৃদয় হইয়াছিলেন ও প্রিয়তমকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ২৫

পরে লক্ষ্মীর আলয়স্বরূপ মুকুন্দকে সাগ্র বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রাজা নিষ্পাপ হইলেন এবং পুলকিতদেহ, বিস্মৃতলোকব্যবহার রাজা অশ্রুলোচনে পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ২৬

অনন্তর ভীম সেই মাতুলেয়কে আলিঙ্গন করিয়া নির্বৃতি লাভ করেন এবং হাস্যবদনে প্রেমাশ্রুধারায় আকুল হইলেন; নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুন, সুহৃত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বাষ্পাকুল নয়নে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ২৭

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধগণ ও ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া মাননীয় কুরু সৃঞ্জয় ও কেকয়গণকে সম্মান করিয়াছিলেন, সূত মাগধ বন্দী ও গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি উপমন্ত্রিগণ ও ব্রাহ্মণসকল মৃদঙ্গ শঙ্খ পটহ বীণা পণব ও বেণু দ্বারা অরবিন্দাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিল, নৃত্য করিয়াছিল ও গান করিয়াছিল। ২৮-২৯

বিশ্বপ্রভ্তি—দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে গমনের পথে কুরুক্ষেত্র পাঞ্চাল দেশ পড়ে না, তবে সেইস্থানে ভগবানের গমন তত্রত্য ভক্তগণের সুখসম্পাদনার্থ বুঝিতে হইবে, এবং অল্প পরিজন সহ তৎস্থানে গিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্রই শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। মূর্চ্ছাদি দ্বারা বিগত প্রাণ প্রত্যাগত হইলে ইন্দ্রিয়গণ যেমন তখন তাহার অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ। ইহার নাম অদ্ভুতোপমা। ২২-২৪

এবং সুহৃদ্ভিঃ পর্য্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ। সংস্তূয়মানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্ ॥৩০॥
সংসিক্তবর্ত্ম করিণাং মদগন্ধতোয়ৈশ্চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণকুম্ভৈঃ
মৃষ্টাত্মভির্নবদুকূলবিভূষণস্রগ্ গন্ধৈর্নৃভির্যুবতিভিশ্চ বিরাজমানম্ ॥৩১॥
উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদ্মজালনির্যাতধূপরুচিরং বিলসৎপতাকম্।
মূর্দ্ধন্যহেমকলশৈ রজতোরুশৃঙ্গৈর্জুষ্টং দদর্শ ভবনৈঃ কুরুরাজধাম ॥৩২॥
প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্রমৌৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম্ম পতীংশ্চ তল্পে দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে ॥৩৩॥
তস্মিন্ সুসঙ্কুল ইভাশ্বরথদ্বিপদ্ভিঃ কৃষ্ণং সভার্য্যমুপলভ্য গৃহাধিরূঢ়াঃ।
নার্য্যো বিকীর্য্য কুসুমৈর্মনসোপগুহ্য সুস্বাগতং বিদধুরুৎস্ময়বীক্ষিতেন ॥৩৪॥
ঊচুঃ স্ত্রিয়ঃ পথি নিরীক্ষ্য মুকুন্দপত্নীস্তারা যথোড়ুপসহাঃ কিমকার্য্যমূভিঃ।
যচ্চক্ষুষাং পুরুষমৌলিরুদারহাসলীলাবলোককলয়োৎসবমাতনোতি ॥৩৫॥
তত্র তত্রোপসঙ্গম্য পৌরা মঙ্গলপাণয়ঃ। চক্রুঃ সপর্য্যাং কৃষ্ণায় শ্রেণীমুখ্যা হতৈনসঃ ॥৩৬॥
অন্তঃপুরজনৈঃ প্রীত্যা মুকুন্দঃ ফুল্ললোচনৈঃ। সসম্ভ্রমৈরভ্যুপেতঃ প্রাবিশদ্রাজমন্দিরম্ ॥৩৭॥

ভগবান্ পুণ্যশ্লোকশিখামণি শ্রীকৃষ্ণ, বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও স্তূয়মান হইয়া সমলঙ্কৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩০

সেই পুরীর পথসকল করিগণের মদগন্ধ-জল দ্বারা সংসিক্ত এবং চিত্রধ্বজ, কনক-তোরণ ও পূর্ণ কুম্ভ দ্বারা এবং বিশুদ্ধচিত্ত নবদুকূলধারী বিভূষণ-বিশিষ্ট, স্রগ্ গন্ধযুক্ত নর ও নারীগণ দ্বারা সেই পুরী বিরাজিত ছিল। ৩১

উজ্জ্বল দীপমালা ও পুষ্পমালাযুক্ত এবং প্রতি গৃহের গবাক্ষপথে নির্গত-ধূপধূমে দ্বারা মনোহর,পতাকা-যুক্ত শীর্ষশোভী সুবর্ণ কলস ও রৌপ্যময় তদধঃস্থান-যুক্ত ভবন সকল দ্বারা শোভিত কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের পুর দর্শন করিলেন। ৩২

নরলোকনয়নের পানপাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া ঔৎসুক্য নিবন্ধন স্খলিতকবরী গলিতবসনা যুবতীগণ গৃহকার্য্য—এমন কি, শয্যায় পতিগণকেও তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজপথে গমন করিয়াছিল। ৩৩

হস্তী অশ্ব রথ পদাতি দ্বারা ব্যাপ্ত সেই রাজপথে ভার্য্যাবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নারীগণ অট্টালিকার শিরোদেশ হইতে কুসুম বর্ষণ করিয়া ও মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সহাস্য অবলোকন দ্বারা স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ৩৪

চন্দ্রসহচরী তারাগণের ন্যায় পথিমধ্যে মুকুন্দ-পত্নীদিগকে দর্শন করিয়া নারীগণ বলিতে লাগিল, অহো! ইঁহারা কি পুণ্য করিয়াছেন? যে হেতু পুরুষ-মৌলি শ্রীকৃষ্ণ উদার হাস্য ও লীলাবলোকন দ্বারা ইঁহাদের চক্ষুর উৎসব বিধান করিতেছেন।৩৫

পরে এক এক শিল্পজীবিগণের মুখ্য মুখ্য নিষ্পাপ পৌরজনেরা মঙ্গলদ্রব্য হস্তে করিয়া সেই সেই স্থানে কৃষ্ণের নিকটে গিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিল। ৩৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপ্রফুল্ল নয়ন অন্তঃপুরজনে পরি-বৃত হইয়া সসম্ভ্রমে রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।৩৭

বিবৃতি—বিষয়াসক্ত কোন কোন ব্যক্তিরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, সেই পতিগণকে শয্যায় রাখিয়াই যুবতীরা রাজমার্গে, অথবা পথে বাহির হইয়াছিলেন। ৩৩

পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্। প্রীতাত্মোত্থায় পর্য্যঙ্কাৎ সস্নুষা পরিষস্বজে ॥৩৮॥
গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ। পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥৩৯॥
পিতৃস্বসুর্গুরুস্ত্রীণাং কৃষ্ণশ্চক্রেঽভিবাদনম্। স্বয়ঞ্চ কৃষ্ণয়া রাজন্ ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ ॥৪০॥

শ্বশ্র্বা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্ব্বশঃ।
আনর্চ্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা ॥৪১॥
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং সতীম্।
অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্তু বাসঃস্রঙ্মণ্ডনাদিভিঃ ॥৪২॥

সুখং নিবাসয়ামাস ধর্ম্মরাজো জনার্দ্দনম্। সসৈন্যং সানুগামাত্যং সভার্য্যঞ্চ নবং নবম্ ॥৪৩॥
তর্পয়িত্বা খাণ্ডবেন বহ্নিং ফাল্গুনসংযুতঃ। মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা ॥৪৪॥
উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। বিহরন্ রথমারুহ্য ফাল্গুনেন ভটৈর্বৃতঃ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীকৃষ্ণস্যেন্দ্রপ্রস্থগমনং নাম একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

তখন পৃথা ত্রিভুবনেশ্বর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে পর্য্যঙ্ক হইতে পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সহিত উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ৩৮

রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেব গোবিন্দকে গৃহে সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া অতিশয় আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার বিশেষ প্রকার পূজা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ৩৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পিতৃস্বসা ও গুরুস্ত্রীগণকে অভিবাদন করিলেন, এবং পরে নিজেও দ্রৌপদী ও স্বীয় ভগিনী সুভদ্রা কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইলেন। ৪০।

পরে দ্রৌপদী শ্বশ্রূ পৃথা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নীকে অর্থাৎ রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে এবং এতদ্ভিন্ন যে সকল শ্রীকৃষ্ণ-পত্নী আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বস্ত্র, মাল্য ও আভরণ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৪১-৪২।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্য, অনুগ, অমাত্য ও ভার্য্যাগণসহ জনার্দ্দনকে প্রত্যহ নব নব সুখদ দ্রব্যে সুখে তথায় বাস করাইয়াছিলেন। ৪৩।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সহ খাণ্ডব বন দ্বারা বহ্নিকে তৃপ্ত করিয়া ময়দানবকে মোচন করিয়া, তাঁহার দ্বারা রাজা [যু]ধিষ্ঠিরের দিব্য সভা রচনা করাইয়াছিলেন এবং রাজার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সখা অর্জ্জুন সহ রথে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেন; এইরূপে কয়েক মাস তথায় বাস করিয়াছিলেন। ৪৪-৪৫।

বিবৃতি—ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই দ্রৌপদীসহ মুখ্য রাজভবনে পৃথা অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইদানীং সাক্ষাদ্দর্শনে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিতে অশক্ত হইলে যথা-কথঞ্চিৎ উঠিয়া গিয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, পুত্রবধূ পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া বিনম্রভাবে তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী সহ—এই স্থানে সহ শব্দের বিদ্যমানতা অর্থ ও তাহার সহিত সমাস হইয়াছে, যদিও একক্রিয়ার সহিত অন্বিত তথাপি স্নুষাপদের আলিঙ্গনার্থ সহ অন্বয় নহে। ৩৮

ইন্দ্রপ্রস্থে খাণ্ডবদাহ, গাণ্ডীব প্রাপ্তি, মৃগয়া, কালিন্দী-প্রাপ্তি, বার্ষিক চতুর্মাসকাল তথায় বাস, পরে দ্বারকা গমন, কালিন্দী ভদ্রাদি বিবাহ, নরক বধাদি বহু ব্যাপারান্তে রাজসূয় নিমন্ত্রণ বুঝিতে হইবে। ৪৫।

ইতি দশম স্কন্ধে একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

একদা তু সভামধ্যে আস্থিতো মুনিভির্বৃতঃ। ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১॥

আচার্য্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ। শৃণ্বতামেব চৈতেষামাভাষ্যেদমুবাচ হ ॥২॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ। যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎসম্পাদয় নঃ প্রভো ॥৩॥

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গমাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে ॥৪॥
তদ্দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দসেবানুভাবমিহ পশ্যন্তু লোক এষঃ।
যে ত্বাং ভজন্তি ন ভজন্ত্যুতবোভয়েষাং নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো কুরুসৃঞ্জয়ানাম্ ॥৫॥
ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, এক দিন রাজা যুধিষ্ঠির মুনিগণ, ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন এবং আচার্য্যগণ, কুলবৃদ্ধগণ, জ্ঞাতিবর্গ ও সম্বন্ধী এবং বান্ধববর্গ তথায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের সকলকে শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ১-২

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে গোবিন্দ! আমি ক্রতুরাজ রাজসূয় দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতিসকলের অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব হে প্রভো! তুমি তাহা সম্পন্ন কর। ৩

হে কমলনাভ! যাঁহারা অবিরত অমঙ্গলনাশক তোমার পাদপদ্মের পরিচর্য্যা, কিম্বা ধ্যান করেন, অথবা শুচি হইয়া নামোচ্চারণ মাত্র করেন, তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন, আর যদি তাঁহারা মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তবে তাহাও প্রাপ্ত হয়েন; ইহা না করিলে চক্রবর্ত্তী ব্যক্তিরাও তাহা প্রাপ্ত হন না। অতএব হে দেবদেব! অত্রস্থ এই লোকসকল তোমার চরণারবিন্দ সেবার প্রভাব দর্শন করুক। হে বিভো! এই কুরুসৃঞ্জয়গণের মধ্যে যাহারা তোমার ভজনা করে এবং যাহারা করে না, সেই উভয়কেই তদ্বিষয়ে নিষ্ঠা প্রদর্শন করাও। ৪-৫

হে ভগবন্! তুমি ব্রহ্ম, সকলের আত্মা, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, তোমার ইঁনি পর ইঁনি আত্মীয় এইরূপ ভেদবুদ্ধি নাই, পরন্তু সেবাপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি তোমার অনুগ্রহ দেখা যায়, যেমন কল্পবৃক্ষের রাগদ্বেষাদি না থাকিলেও যাহারা তাহার সেবক তাহাদেরই তিনি ফলদান করেন অন্যকে করেন না, সেইরূপ যাহারা আপনার সেবা করে, তাহারাই অনুগ্রহ লাভ করে; সেবার তারতম্যানুসারে তদনুরূপ ফল দান কর, কখন এ বিষয়ে বিপর্য্যয় হয় না। ৬

বিবৃতি—দেবগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি মনে করিয়া ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়াছেন, তুমি যখন আমাদের প্রভু, তখন এই কার্য্য সম্পাদন করা তোমার উচিত। ৩

হে সর্ব্বারাধ্যগণের আরাধ্য! যদিও তোমার পরিচর্য্যায় সর্ব্বদেবতৃপ্তি সিদ্ধ হয়, একথা আমরা জানি, তথাপি সর্ব্বলোককৃপাময় এই অবতারে যাহারা বাহিরের সম্পত্তি দর্শনে চমৎকৃত হয়, তাহারা তোমার চরণারবিন্দসেবার প্রভাব দর্শন করুক। কুরুসৃঞ্জয়গণমধ্যে আমাদের ন্যায় যাহারা ভজনা করে ও দুর্য্যোধনাদির ন্যায় যাহারা সেবা করে না, এই উভয়কেই সেবাপ্রভাব দেখাও। বহির্মুখ ব্যক্তিগণকে তোমার মহিমা দেখাইবার নিমিত্ত আমাদের এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। সেবা-বৈগুণ্যেও ফলবিপর্য্যয় হয় না। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে—"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ, বিক্রীণীতে

শ্রীভগবানুবাচ।

সম্যগ্ ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা শত্রুকর্শন। কল্যাণী যেন তে কীর্ত্তির্লোকাননুভবিষ্যতি ॥৭॥

ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহৃদামপি নঃ প্রভো। সর্ব্বেষামপি ভূতানামীপ্সিতঃ ক্রতুরাড়য়ম্ ॥৮॥

বিজিত্য নৃপতীন্ সর্ব্বান্ কৃত্বা চ জগতীং বশে। সম্ভৃত্য সর্ব্বসম্ভারানাহরস্ব মহাক্রতুম্ ॥৯॥

এতে তে ভ্রাতরো রাজন্ লোকপালাংশসম্ভবাঃ।
জিতোঽস্ম্যাত্মবতা তেঽহং দুর্জ্জয়ো যোঽকৃতাত্মভিঃ ॥১০॥
ন কশ্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া।
বিভূতিভির্বাভিভবেদ্দেবোঽপি কিমু পার্থিবঃ ॥১১॥

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্য ভগবদ্গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ। ভ্রাতৄন্ দিগ্বিজয়েঽযুঙ্ক্ত বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্ ॥১২॥

সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ। দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যাং সব্যসাচিনম্।
প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ ॥১৩॥

ভগবান্ বলিলেন, হে রাজন্! হে শত্রুকর্ষণ! আপনার এই সঙ্কল্প সাধু এবং ইহা করা উচিত, যেহেতুক এই যজ্ঞ দ্বারা জগন্মঙ্গলকরী কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত হইবে। ৭।

হে প্রভো! তোমার অভিলষিত এই মহাযজ্ঞ ঋষিদিগের, পিতৃগণের, দেবতাদিগের ও আমাদিগের এবং সকল সুহৃন্মণ্ডলীর এবং সর্ব্বভূতের প্রার্থনীয়। ৮।

অতএব আপনি সকল রাজগণকে জয় করিয়া ও সমুদায় জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া যজ্ঞের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ৯।

হে রাজন্! আপনার এই ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশসম্ভূত, এবং অজিতেন্দ্রিয়গণের দুর্জ্জেয়, আমিও জিতেন্দ্রিয় আপনা কর্ত্তৃক বশীকৃত হইয়াছি। ১০

(আপনার পর দ্বারা অভিভবের আশঙ্কার কথা দূরে থাকুক, মৎপরায়ণ কোন অকিঞ্চন ব্যক্তিকেও কেহ অভিভব করিতে সমর্থ হয় না এই কথা বলিতেছেন।)

মৎপরায়ণ অকিঞ্চন ব্যক্তিকে কোন দেবতাও তেজঃ যশঃ ও সৌভাগ্য দ্বারা বা বিভূতি দ্বারা যখন পরাভব করিতে পারেন না, তখন আপনাদিগকে রাজগণ যে পরাভব করিতে পারিবে না, তৎসম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে। ১১

শুকদেব বলিলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত্যুৎফুল্লবদনে বিষ্ণুতেজে উপবৃংহিত ভ্রাতৃদিগকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন। ১২

সৃঞ্জয়গণের সহিত সহদেবকে দক্ষিণদিক্ জয় করিতে আদেশ করিলেন। মৎস্যগণসহ নকুলকে পশ্চিমদিক্, কেকয়গণসহ অর্জ্জুনকে উত্তরদিক্ ও মদ্রকগণসহ ভীমকে পূর্ব্বদিক্ জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। ১৩

স্বযাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।" ভক্তির তারতম্যানুসারেই ফল-তারতম্য হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে বিশ্বাসই কারণ। ৫-৬

বিবৃতি—মহারাজ! আপনার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশসম্ভূত, সুতরাং ইহাদের দ্বারা রাজগণকে জয় করা সহজসাধ্য হইবে। আর আমিও আপনার আজ্ঞাধীনে রহিয়াছি, সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞ করা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না। আপনি জিতেন্দ্রিয়, সেই জন্যই অজিতেন্দ্রিয় দুর্জ্জেয় আমাকে আপনি জয় করিতে পারিয়াছেন। ১০।

তে বিজিত্য নৃপান্ বীরা আজহ্রুর্দিগ্ভ্য ওজসা। অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ যক্ষ্যতে ॥১৪॥
শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ। আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ ॥১৫॥
ভীমসেনোঽর্জ্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ। জগ্মুর্গিরিব্রজং তাত বৃহদ্রথসুতো যতঃ ॥১৬॥
তে গত্বাতিথ্যবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনম্। ব্রহ্মণ্যং সমযাচেরন্ রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ ॥১৭॥
রাজন্ বিদ্ধ্যতিথীন্ প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্। তন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্বয়ং কাময়ামহে ॥১৮॥

কিং দুর্ম্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্য্যমসাধুভিঃ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥১৯॥
যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ ॥২০॥

সেই বীরগণ স্বীয়বলে রাজগণকে জয় করিয়া পূর্ব্বাদি দিক্ হইতে প্রচুর ধন আনয়ন করিয়া যজ্ঞকারী রাজা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিল। ১৪।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ পরাজিত হয় নাই শুনিয়া চিন্তাযুক্ত হইলে, পূর্ব্বে উদ্ধব যে উপায় বলিয়াছিলেন, হরি অদ্য সেই উপায় বলিলেন। ১৫

অতঃপর ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ এই তিনজনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া যেস্থানে বৃহদ্রথনন্দন জরাসন্ধ বিদ্যমান, সেই গিরিব্রজ নামক (রাজগৃহে) স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ১৬

আতিথ্য বেলায় অর্থাৎ যে সময়ে অতিথিরা গৃহে আসে সেই সময় গৃহেতে বর্ত্তমান গৃহমেধী জরাসন্ধের নিকটে ব্রাহ্মণবেশধারী ক্ষত্রিয়ত্রয় গমন করিয়া ব্রাহ্মণভক্ত রাজা জরাসন্ধকে প্রার্থনা করিলেন। ১৭

হে রাজন্! আমরা অতিথি, বহুদূর হইতে আগমন করিয়াছি; আমরা যাহা প্রার্থনা করিব, আপনি তাহা প্রদান করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। ১৮

(বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ না করিলে অদেয় পুত্রাদি রাজমুকুট বহুমূল্য দুর্লভ রত্ন ইহা কিরূপে দেওয়া যাইবে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) তিতিক্ষু অর্থাৎ ত্যাগশীলের পক্ষে দুঃসহ কিছুই নাই; অসাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই; ঔদার্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির অদেয় কিছুই নাই এবং সমদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট কেহই পর বলিয়া বিবেচিত হয়েন না। ১৯

যে ব্যক্তি স্বয়ং সমর্থ হইয়া এই অনিত্য শরীর দ্বারা সজ্জনগণের গেয় নিত্য যশঃ সঞ্চয় করেন না, সে ব্যক্তি নিন্দনীয় ও অনুশোচনার পাত্র। ২০।

বিবৃতি—স্বভাবত অতিবলবান্ ভীম বিষ্ণুতেজে বর্দ্ধিতবল হইয়াও যে জরাসন্ধকে জয় না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার কারণ, ভগবান্ই তাঁহাকে গোপনে সেইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন॥ ১৫

সভাপর্ব্বে এইসকল বিষয় বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে, ইহারা তিনজনে পদব্রজে গমন করেন, শ্রীকৃষ্ণ সহ মাত্র ভীম গেলেই চলিত, অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইবার যুক্তি ভগবান্ই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। আমাতে নীতি, ভীমে বল, এবং অর্জ্জুন আমাদের রক্ষা করিবেন সুতরাং আমরা এই তিনে মিলিত হইয়া মগধরাজকে বধ করিতে সমর্থ হইব। বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণের এই উক্তি ছলমাত্র, সখা সঙ্গে লইবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ বলিয়াছেন। ১৬

হে রাজন্! আপনার তিতিক্ষা বদান্যতা ও সমদর্শিতা আছে সুতরাং আপনি অবশ্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন। এইপ্রকারে যাচকরীতি ক্রমে নিন্দা প্রশংসা চাতুরী দেখান হইয়াছে। ১৯

স্বয়ং অন্যের সাহায্য ব্যতীত, অথবা অন্যের প্রেরণা ব্যতীত, দোষদর্শিগণের নিকট নিন্দনীয়, অদোষদর্শীদিগের নিকট শোচনীয়। ২০

হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ। ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥২১॥

শ্রীশুক উবাচ।

স্বরৈরাকৃতিভিস্তাংস্তু প্রকোষ্ঠৈর্জ্যাহতৈরপি। রাজন্যবন্ধূন্ বিজ্ঞায় দৃষ্টপূর্ব্বানচিন্তয়ৎ ॥২২॥

রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি। দদানি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্ ॥২৩॥

বলের্নু শ্রূয়তে কীর্ত্তির্বিততা দিক্ষ্বকল্মষা। ঐশ্বর্য্যাদ্‌ভ্রংশিতস্যাপি বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা ॥২৪॥

শ্রিয়ং জিহীর্ষতেন্দ্রস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে।
জানন্নপি মহীং প্রাদাদ্বার্য্যমাণোঽপি দৈত্যরাট্ ॥২৫॥

জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো ন্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা। দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ ॥২৬॥

হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি, শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত এবং অন্যান্য অনেকে অধ্রুব দেহ দ্বারা নিত্য-ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২১।

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তখন জরাসন্ধ স্বর, আকৃতি, জ্যাঘাত জন্য কিণাঙ্কিত প্রকোষ্ঠ—এই সকল চিহ্ন দ্বারা পূর্ব্বে (দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে) দৃষ্ট ক্ষত্রিয় বন্ধুগণকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবেশে যাচকরূপধারী জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২২।

ইঁহারা যখন ক্ষত্রিয়বন্ধু হইয়াও ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিতেছেন, তখন ইঁহারা দুস্ত্যজ দেহও ভিক্ষা করিলে আমি তাহা প্রদান করিব। ২৩।

বিপ্রব্যাজে বিষ্ণু সর্ব্বস্বদাতা বলিকে ঐশ্বর্য্য হইতে বিমুক্ত করেন, তাহাতে দশদিকে বলির নির্ম্মল বিস্তৃত যশের কথা শোনা যায়। ২৪।

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দৈত্যরাজের নিকট হইতে হরণ-কামী দ্বিজরূপী বিষ্ণুকে জানিলেও এবং স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক বারিত হইয়াও দৈত্যরাজ বলি—বিষ্ণুকে (ত্রিপাদ) ভূমি দান করিয়াছিলেন। ২৫

জীবিত অথচ পতমান ক্ষত্রিয়দেহ দ্বারা ব্রাহ্মণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যদি বিপুল যশঃ অর্জ্জন করা না হয়, তবে সেই জীবিত দেহে কি প্রয়োজন? অথবা পতমান এই দেহ দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ-কার্য্য সাধন না করা হয়, তবে সেই ক্ষত্রিয়াধমের জীবনধারণে কি প্রয়োজন? অথবা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া কি লাভ? ২৬

বিবৃতি—হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঋণপরিশোধার্থ ভার্য্যা, ও পুত্র বিক্রয় করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি দুঃখ বোধ করেন নাই, পরে সমুদয় অযোধ্যাবাসী সহ স্বর্গে গমন করেন। রন্তিদেব অষ্টচত্বারিংশৎ দিবস পর্য্যন্ত জল পর্য্যন্ত পান করেন নাই, পরে কোনও রূপে কিঞ্চিৎ খাদ্য ও জল পাইলে এক অতিথি উপস্থিত হয়েন, তাহাকে ঐ আহার্য্য দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। উঞ্ছবৃত্তি মুদ্গল ছয় মাস সপরিবারে আহার করিতে পান নাই, পরে কিছু আহার্য্য সংগ্রহ হইলে এক অতিথি আগমন করেন, তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শিবি শরণাগত একটি কপোত রক্ষার জন্য শ্যেন পক্ষীকে নিজ দেহ দান করিয়া স্বর্গে গমন করেন। বলি ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভগবানকে দৌবারিক রূপ প্রাপ্ত হয়েন। কপোত অতিথি ব্যাধকে স্বীয় পত্নী সহ আত্মমাংস দান করিয়া এবং ব্যাধ তাহাদের কার্য্য দর্শনে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া মহাপ্রস্থানে বনাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করে। ২১।

ইহারা যদি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ক্ষত্রিয়ই হয়, তাহা হইলেও এবং সম্যক্‌রূপে জানিয়াও বিপ্রবেশধারী শত্রুকেও বিপ্র বেশমাত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া ইহাদের অভীষ্টদানে বলির ন্যায় কীর্ত্তিবিশেষ লাভ হইবে, এই আশয়ে এই শ্লোক। কশ্যপপুত্র বলিয়া বামন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে তাঁহার বিপ্রবেশ ছলনাময় কেন বলা হইল? উত্তর—তাহা হইলে ইন্দ্রও ব্রাহ্মণ হইতেন? যদি বলি, ক্ষত্রিয়-বৃত্তি নিবন্ধন ইন্দ্র ক্ষত্রিয়, বিপ্র নহেন; তাহা হইলে উপেন্দ্রত্ব-লাভের ইচ্ছায় বামনের এই বিপ্রত্বও দম্ভময় বুঝায়, দৈত্য-রাজ প্রথমেই বামনদেবের ছলনা শুক্রবাক্যে জানিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য বিপ্রব্যাজেন এই কথা বলা হইয়াছে। ২৪।

ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জ্জুনবৃকোদরান্। হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামোদদাম্যাত্মশিরোঽপি বঃ ॥২৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে। যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৮॥

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জ্জুনো হ্যয়ম্। অনয়োর্ম্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্ ॥২৯॥

এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ। আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তর্হি দদামি বঃ ॥৩০॥

ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে যুধি বিক্লবচেতসা। মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥৩১॥

অয়ন্তু বয়সা তুল্যো নাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ। অর্জ্জুনো ন ভবেদ্ যোদ্ধা ভীমস্তুল্যবলো মম ॥৩২॥

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্। দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্বহিঃ ॥৩৩॥

ততঃ সমেখলে বীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরম্। জঘ্নতুর্ব্বজ্রকল্পাভ্যাং গদাভ্যাং রণদুর্ম্মদৌ ॥৩৪॥

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যং দক্ষিণমেব চ। চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রঙ্গিণোঃ ॥৩৫॥

ততশ্চটচটাশব্দো বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ। গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্ দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ ॥৩৬॥

উদারমতি জরাসন্ধ এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে বলিলেন, হে বিপ্রগণ! ভিক্ষার বিষয় প্রার্থনা করুন, আপনারা আমার মস্তক প্রার্থনা করিলেও তাহা আমি প্রদান করিব। ২৭

ভগবান্ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি, অন্য কিছু আমরা কামনা করি না। ২৮

ইনি পৃথাতনয় ভীম, আর ইনি ইঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন, আর এই উভয়ের মাতুলেয় ভ্রাতা আমাকে তোমার শত্রু বলিয়া জানিবে। ২৯

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জানাইলে সেই মগধরাজ জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, হে মন্দগণ! তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ দান করিব। ৩০

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে বিকলচিত্ত ভীরু তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি ভয়ে নিজপুরী মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছ। আর এই অর্জ্জুনও বয়সে তুল্য নহে এবং বলবান্ও নহে অতএব আমার সমান নহে, সুতরাং ইহার সহিত যুদ্ধ করিব না। কিন্তু ভীম আমার তুল্যবল, অতএব ইহার সহিত যুদ্ধ করিব। ৩১-৩২

এই কথা বলিয়া জরাসন্ধ ভীমসেনকে এক মহতী গদা প্রদান করিয়া ও দ্বিতীয় গদা নিজে গ্রহণ করিয়া (যুদ্ধার্থে) পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ৩৩

অনন্তর রণদুর্ম্মদ বীরদ্বয় যুদ্ধস্থানে পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন এবং বজ্র সদৃশ গদা দ্বারা উভয়েই উভয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। ৩৪

এবং উভয়ে বাম ও দক্ষিণদিক্ বিচিত্র মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করাতে রঙ্গস্থলগত নটদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের যুদ্ধ দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। ৩৫

হে রাজন্! যুধ্যমান গজদ্বয়ের দন্তাঘাতশব্দের ন্যায় উভয়ের ক্ষিপ্ত গদাদ্বয়ের পরস্পর আঘাতে বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ 'চটচটা' শব্দ হইতে লাগিল। ৩৬

বিশ্বনাথ—আত্মশ্লাঘা বাক্যে ক্রোধের কারণ না থাকিলেও মগধজাত ব্যক্তিগণের তাদৃশ স্বভাব বলিয়া জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। মন্দবুদ্ধি বলিয়া সম্বোধন করার তাৎপর্য্য এই যে তোমরা অল্পবীর্য্য, এইজন্য ব্রাহ্মণবেশে আসিয়াছ। ৩০

তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে অন্যোন্যতোহংসকটিপাদকরোরুজত্রূন্।
চূর্ণীবভুবতুরুপেত্য যথার্কশাখে সংযুধ্যতোর্দ্বিরদয়োরিব দীপ্তমন্যোঃ ॥৩৭॥
ইত্থং তয়োঃ প্রহতয়োর্গদয়োর্নৃবীরৌ ক্রুদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পর্শৈরপিষ্টাম্।
শব্দস্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিবাসীন্নির্ঘাতবজ্রপরুষস্তলতাড়নোত্থঃ ॥৩৮॥
তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ।
নির্ব্বিশেষমভূদ্যুদ্ধমক্ষীণজবয়োর্নৃপ ॥৩৯॥
(এবং তয়োর্মহারাজ যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ। দিনানি নিরগংস্তত্র সুহৃদ্বন্নিশি তিষ্ঠতোঃ ॥
একদা মাতুলেয়ং বৈ প্রাহ রাজন্ বৃকোদরঃ। ন শক্তোঽহং জরাসন্ধং নির্জ্জেতুং যুধি মাধব ॥)
শত্রোর্জন্মমৃতী বিদ্বান্ জীবিতঞ্চ জরাকৃতম্। পার্থমাপ্যায়য়ন্ স্বেন তেজসাচিন্তয়দ্ধরিঃ ॥৪০॥
সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ। দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া ॥৪১॥
তদ্বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ। গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে ॥৪২॥
একং পাদং পদাক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ। গুদতঃ পাটয়ামাস শাখামিব মহাগজঃ ॥৪৩॥

অর্কশাখা অর্থাৎ আকন্দের ডাল লইয়া দুই হস্তী যুদ্ধ করিলে যেমন (আঘাতের অপেক্ষা না করিয়াই) শরীরসংলগ্ন হইবামাত্র ঐ অর্কশাখা চূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ উভয়ের ভুজবেগে নিপাত্যমান সেই গদাদ্বয় পরস্পরের অংশ, কটি, পাদ, কর, উরু, জত্রুদেশ সংস্পর্শমাত্রে চূর্ণ হইয়া গেল। ৩৭

এইরূপ ভাবে সেই মহা গদাদ্বয় নষ্ট হইলে নরবীরদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহস্পর্শ তুল্য নিজ নিজ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরের গাত্র চূর্ণ করিয়াছিলেন। গজদ্বয়ের ন্যায় প্রহারপরায়ণ বীরদ্বয়ের করতলতাড়নে জাত শব্দ বিনামেঘে বজ্রপাতের শব্দের ন্যায় কঠোর হইয়াছিল। হে নৃপ! অক্ষীণ বল, সমশিক্ষা ও সম বিক্রমশালী বীরদ্বয়ের এই প্রকার নির্বিশেষ যুদ্ধ হইয়াছিল। ৩৮-৩৯

(হে মহারাজ, এই ভাবে সপ্তবিংশতি দিন যুদ্ধে অতিবাহিত হইলে ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে মাধব! আমি জরাসন্ধকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিতেছি না।)

শত্রুর জন্ম মৃত্যু এবং জরা রাক্ষসীকৃত তাহার জীবন, ইহা শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, তিনি নিজ তেজের দ্বারা পৃথানন্দন ভীমকে আপ্যায়িত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪০

অমোঘদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শত্রুর বধের উপায় চিন্তা করিয়া একটি বৃক্ষশাখা মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চিরিয়া সঙ্কেত দ্বারা ভীমসেনকে শত্রুবধের উপায় দেখাইয়া দিলেন। তখন মহাবলবান্ ভীমসেন উপায় জানিতে পারিয়া শত্রুর পদদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করেন। ৪১-৪২

এবং পদদ্বয় দ্বারা তাহার এক পদ চাপিয়া ধরিয়া অন্য পদ হস্তে গ্রহণ করতঃ বৃক্ষশাখার ন্যায় গুহ্যদেশ হইতে চিরিয়া ফেলিলেন। ৪৩

বিবৃতি—বৃহদ্রথ রাজা অপুত্রক ছিলেন, পরে কোন মুনির নিকট সন্তানপ্রদ একটি ফল লাভ করিয়া পত্নীদ্বয়কে অর্পণ করেন, তাহারা উভয়ে ঐ ফল ভক্ষণে গর্ভবতী হয়; পরে উভয়ে যথাকালে সন্তানের এক একটি অংশ প্রসব করে এবং তাদৃশ অংশদ্বয় তাহারা দূরে ফেলিয়া দিলে জরানাম্নী রাক্ষসী উভয়াংশ একত্র করে, তাহাতেই তাহার জীবন লাভ হয় এবং এইজন্য উহার নাম জরাসন্ধ হয়, এই উভয়াংশ পৃথক্ করিলেই মৃত্যু, ইহা কৃষ্ণ জানিতেন। এক্ষণে এই সকল বিষয়ই তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। ৪০

একপাদোরুবৃষণ-কটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে। একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ ॥৪৪॥
হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে। পূজয়ামাসতুর্ভীমং পরিরভ্য জয়াচ্যুতৌ ॥৪৫॥
সহদেবং তত্তনয়ং ভগবান্ ভূতভাবনঃ। অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ।
মোচয়ামাস রাজন্যান্ সংরুদ্ধা মাগধেন যে ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
জরাসন্ধবধো নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

পরে এক এক দিকে এক পাদ উরু বৃষণ কটিপৃষ্ঠ স্তন স্কন্ধ বাহু চক্ষু ভ্রূ ও কর্ণ এইরূপ দুই খণ্ড করাতে প্রজাগণ তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইল। ৪৪

মগধরাজ নিহত হইলে মহান্ হাহাকারশব্দ উত্থিত হইল, পরে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অমেয়াত্মা ভূতভাবন ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যে অভিষেক করিলেন, এবং জরাসন্ধ কর্ত্তৃক যে সকল রাজগণ সংরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে মোচন করিলেন। ৪৫-৪৬

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অযুতে দ্বে শতান্যষ্টৌ নিরুদ্ধা যুধি নির্জিতাঃ।
তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনো মলবাসসঃ॥১॥

ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ। দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্॥২॥
শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্ব্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্। চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥৩॥
পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈরুপলক্ষিতম্। কিরীটহারকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্॥৪॥
ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া। পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া॥৫॥
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ। প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্দ্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ॥৬॥
কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদ-ধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ। প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ॥৭॥

রাজান ঊচুঃ।

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ত্তিহরাব্যয়। প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিণ্নান্ ঘোরসংসৃতেঃ॥৮॥
নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন। অনুগ্রহো যদ্ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! জরাসন্ধ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নির্জ্জিত অতএব গিরিদ্রোণীতে অবরুদ্ধ অষ্টাবিংশতি শত সংখ্যক রাজগণ জরাসন্ধের মৃত্যুর পর মলিন গাত্রে মলিন বস্ত্রে সেই স্থান হইতে বাহির হইলেন। তাঁহারা ক্ষুধায় ও বহুকাল অবরুদ্ধ থাকায় ক্লেশে কৃশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মেঘশ্যামবর্ণ, পীতকৌষেয়বসন, শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, চতুর্ব্বাহু, পদ্মের অভ্যন্তরস্থ দলের ন্যায় অরুণবর্ণ নয়ন, চারু প্রসন্নবদন, চাকচিক্যযুক্ত মকরকুণ্ডলধারী, পদ্মহস্ত, গদাশঙ্খচক্রধারী, কিরীট, হার, কটক, কটিসূত্র ও বলয়বিশিষ্ট, গ্রীবাতে ভ্রাজমাণ কৌস্তুভমণি এবং বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। রাজগণ যেন শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষুর্দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, জিহ্বা দ্বারা অবলেহন করিতে লাগিলেন ও নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং যেন বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণদর্শনে নিষ্পাপ হইয়া মস্তক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। ১-৬

শ্রীকৃষ্ণদর্শনাহ্লাদে বিগতাবরোধজনিতক্লেশ সেই রাজগণ কৃতাঞ্জলিপুটে নানাবিধ বাক্য দ্বারা হৃষীকেশকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৭

রাজগণ বলিলেন, হে দেবদেবেশ! হে প্রপন্নার্ত্তিহর! হে অব্যয়! তোমাকে নমস্কার করি। আমরা অতিশয় নির্বিন্ন ও তোমার শরণাপন্ন, অতএব এই মহা ঘোর সংসার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। ৮

হে নাথ! হে মধুসূদন! আমরা মগধরাজ জরাসন্ধকে কোন প্রকার অসূয়া করি না। হে বিভো! রাজাদিগের যে রাজ্যচ্যুতি, সে কেবল আপনার অনুগ্রহমাত্র, অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত মাত্র। ৯

বিবৃতি——জরাসন্ধের প্রতি অসূয়াবিশিষ্ট এবং ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাসক্ত রাজাদের মুক্তির অধিকারই নাই, এই আশঙ্কার উত্তরে রাজগণ এই শ্লোক বলিয়াছেন, তোমার দ্বেষ্টা বলিয়া অসূয়ার পাত্র হইলেও আমরা ইহাকে অসূয়া করি না, আমাদের রাজ্যচ্যুতি না হইলে আপনাকে দেখিতে পাইতাম না; এই দীন জনগণের অনুগ্রহেই আপনার মহিমা এবং মহিমা দীনানুগ্রহই। ৯

রাজৈশ্বর্য্যমদোন্মত্তো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ।
ত্বন্মায়ামোহিতো নিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ ॥১০॥
মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্। এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥১১॥
বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ।
ঘ্নন্তঃ প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণয্য দুর্ম্মদাঃ ॥১২॥
ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা দুরন্তবীর্য্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ।
কালেন তন্বা ভবতোঽনুকম্পয়া বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরাম তে ॥১৩॥
অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা।
উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥১৪॥
তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ। স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥১৫॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৬॥
শ্রীশুক উবাচ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ রাজভির্মুক্তবন্ধনৈঃ। তানাহ করুণস্তাত শরণ্যঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥১৭॥

রাজৈশ্বর্য্যমদে অন্ধ নৃপতি নিজে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না এবং আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য সম্পৎকে নিত্য বলিয়া মনে করে। ১০

যেমন অজ্ঞান মনুষ্যগণ মৃগতৃষ্ণিকাকে (মরীচিকাকে) জলাশয় মনে করে, সেইরূপ অবিবেকী লোক সকল বিকারাপন্ন মায়াকেই বস্তু বলিয়া মনে করে। ১১

হে প্রভো! ঐশ্বর্য্যমদে নষ্টবুদ্ধি ও পৃথিবীজয়ের আশায় পরস্পর স্পর্দ্ধমান আমরা নির্দ্দয় হইয়া নিজের প্রজা নষ্ট করিয়াছি এবং দুর্ম্মদ হইয়া আপনাকে সম্মুখে কালরূপে বর্ত্তমান জানিয়াও গণনা করি নাই। ১২

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সেই আমরা অতিশয় কৌশলী ও দুরন্তবীর্য্য কালরূপী আপনা কর্ত্তৃক শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্টদর্প হইয়াছি, অতএব আপনার চরণ স্মরণ করিতেছি। ১৩

হে বিভো! এক্ষণে আমরা রোগের আকর ও নিরন্তর পতনশীল এই দেহ দ্বারা মৃগতৃষ্ণিকারূপ এই রাজ্যের উপাসনা করিতে আর ইচ্ছা করি না, এবং পরলোকে কর্ণসুখজনক স্বর্গাদিও বাঞ্ছা করি না। ১৪

হে ভগবন্! এক্ষণে আমাদিগকে এমন কোন উপায় আদেশ করুন, যাহাতে আমরা সংসারী হইয়া থাকিলেও যাহা দ্বারা আমাদের আপনার চরণকমলের স্মৃতি বিরত না হয়। ১৫

প্রণতক্লেশনাশক, পরমাত্মা, হরি, বাসুদেব, গোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে আপনি—আপনার চরণে বারম্বার প্রণাম করি। ১৬

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে তাত! বন্ধনমুক্ত রাজগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, শরণাগতবৎসল ভগবান্ সকরুণ চিত্তে মধুর বাক্যে তখন তাহাদিগকে বলিলেন। ১৭

বিবৃতি—রুচিজনক ঐহিক বা পারত্রিক কর্ম্মফলকামীদের স্পর্দ্ধাদি অপগত হয় না, সুতরাং তাহাদের সুখ হইতে পারে না, পরন্তু আপনাকে লাভ করিতে পারিলে সেই সকল রাজার স্বর্গ ভাল লাগিবে কেন? ১৪

হে প্রভো! কর্ম্মফলানুসারে বিবিধ যোনিতে গমন অনিবার্য্য, আপনি এমন কিছু উপায় বলিয়া দিউন, যাহাতে সর্ব্বাবস্থায় আপনার পাদপদ্ম-স্মৃতি থাকে, যেন জন্মাদি ব্যবধানে উহা তিরোহিত না হয়। ১৫

শ্রীভগবানুবাচ।

অদ্য প্রভৃতি বো ভূপা মষ্যাত্মন্যখিলেশ্বরে। সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তির্বাঢ়মাশংসিতং তথা ॥১৮॥

দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ। শ্রিয়ৈশ্বর্য্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্ ॥১৯॥

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে।
শ্রীমদাদ্‌ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ ॥২০॥

ভবন্ত এতদ্বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ। মাং যজন্তোঽধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষথ ॥২১॥

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তূন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ। প্রাপ্তং প্রাপ্তঞ্চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ ॥২২॥

উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ। মষ্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্‌মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ ॥২৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিশ্য নৃপান্ কৃষ্ণো ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ।
তেষাং ন্যযুঙ্‌ক্ত পুরুষান্ স্ত্রিয়ো মজ্জনকর্ম্মণি ॥২৪॥

সপর্য্যাং কারয়ামাস সহদেবেন ভারত। নরদেবোচিতৈর্বস্ত্রৈর্ভূষণৈঃ স্রগ্বিলেপনৈঃ ॥২৫॥

হে ভূপগণ! তোমরা যেরূপ আশা করিতেছ, অদ্য হইতে অখিলেশ্বর আত্মস্বরূপ আমাতে তোমাদের তাদৃশী দৃঢ়া ভক্তি হইবে। ১৮

হে ভূপতিগণ! আমার ভজন কর্ত্তব্য বলিয়া যে স্থির করিয়াছ, ইহা অত্যুৎকৃষ্ট। আর তোমরা যাহা বলিলে তাহাও সত্য, আমি ধন-সম্পৎ ও ভূমি-সম্পদ্ দ্বারা জনিত মদের ফলে স্বৈরাচারকে মানবগণের উন্মাদক দেখি। ১৯

কার্ত্তবীর্য্য, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরকাসুর ও অপর দেব দৈত্য ও রাজগণ সৌভাগ্য-মদমত্ততা নিবন্ধন স্ব স্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ২০

অতএব তোমরা এই উৎপাদ্য দেহকে অন্তবৎ (বিনাশশীল) জানিয়া প্রমাদশূন্য চিত্তে যজ্ঞাদি দ্বারা আমার সেবা কর ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর।২১

তোমরা পুত্রাদি সন্ততি সম্যক্‌রূপে বিস্তার করতঃ সুখ দুঃখ মঙ্গল অমঙ্গল সমভাবে সেবা করিবে, এবং মদ্‌গত চিত্তে গৃহস্থাচার পালন করিবে। ২২

দেহাদি বিষয়ে উদাসীন ও মৎপূজাদির নিয়ম ধারণ করিয়া আত্মারাম হইবে এবং আমাতে সম্যগ্‌রূপে মন সমাহিত করিয়া অন্তকালে ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ২৩

শুকদেব বলিলেন, ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া তাহাদিগের অভ্যঙ্গ ও স্নানাদি ক্রিয়াতে দাস-দাসীগণকে নিযুক্ত করিলেন। ২৪

হে ভারত! তৎপরে মগধরাজ সহদেবকে দিয়া সেই রাজগণের রাজোচিত বস্ত্র ভূষণ মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা পূজা করাইয়াছিলেন। ২৫

বিবৃতি—ধন ও ভূমি সম্পদে মানবের গর্ব্বোদ্ধত ভাব হয়। ভগবান্ বলেন যে, তিনি ঐ স্বৈরাচারকে উন্মত্ততার কারণ বলিয়া দেখেন, মানুষ সম্পদ্-মদে উন্মত্ত হয়, সুতরাং তখন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। ১৯

কার্ত্তবীর্য্য সম্রাট্ ছিলেন, তিনি জমদগ্নির কামধেনু হরণ করায় পরশুরাম কর্ত্তৃক সপুত্র নিহত হয়েন। নহুষ ইন্দ্রত্বলাভ করেন, শচী-সম্ভোগাভিলাষে ব্রাহ্মণ দ্বারা শিবিকা-বাহন কালে তাঁহাদের হুঙ্কারে অজগর হইয়া পতিত হয়েন। বেণ ব্রাহ্মণ-নিন্দার ফলে তাঁহাদের দ্বারাই বিনষ্ট হয়েন। রাবণ রাক্ষসরাজ, তিনি সীতাকে অপহরণ করায় রাম কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। নরক অদিতির কুণ্ডল হরণ করায় শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হয়। ২০

ভোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান্ সমলঙ্কৃতান্। ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাংস্তাম্বুলাদ্যৈর্নৃপোচিতৈঃ ॥২৬॥
তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ। বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্লেশাৎ প্রাবৃড়ন্তে যথা গ্রহাঃ ॥২৭॥
রথান্ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্। প্রীণয্য সূনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যয়াপয়ৎ ॥২৮॥
ত এবং মোচিতাঃ কৃচ্ছ্রাৎ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা। যযুস্তমেব ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ ॥২৯॥
জগদুঃ প্রকৃতিভ্যস্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্। যথান্বশাসদ্ভগবাংস্তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ॥৩০॥
জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা ভীমসেনেন কেশবঃ। পার্থাভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পূজিতঃ ॥৩১॥
গত্বা তে খাণ্ডবপ্রস্থং শঙ্খান্ দধ্মুর্জিতারয়ঃ। হর্ষয়ন্তঃ স্বসুহৃদো দুর্হৃদাঞ্চাসুখাবহাঃ ॥৩২॥
তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনস ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ। মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা চাপ্তমনোরথঃ ॥৩৩॥
অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জ্জুনজনার্দ্দনাঃ। সর্ব্বমাশ্রাবয়াঞ্চক্রুরাত্মনা যদনুষ্ঠিতম্ ॥৩৪॥
নিশম্য ধর্ম্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্।
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর সুস্নাত ও অলঙ্কৃত রাজগণকে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইয়া এবং রাজোচিত তাম্বূলাদি বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা উঁহাদের পূজা শ্রীকৃষ্ণ করাইয়াছিলেন। ২৬

উজ্জ্বল কুণ্ডলাদি ভূষণধারী রাজগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিত ও ক্লেশমুক্ত হইয়া বর্ষান্তে মেঘমুক্ত গ্রহগণের ন্যায় বিরাজ করিয়াছিলেন। ২৭

মণি-কাঞ্চন-ভূষিত সদশ্বযুক্ত রথে তাঁহাদিগকে আরোহণ করাইয়া ও মধুরবাক্যে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। ২৮

তখন তাঁহারা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্লেশমুক্ত হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার কার্য্য সকলকে ধ্যান করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। ২৯

সেই রাজগণ নিজ নিজ নিকেতনে উপস্থিত হইয়া অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের নিকট সেই মহাপুরুষের কার্য্যের কথা বলিয়াছিলেন এবং অনলস হইয়া ভগবান্ যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধ বধ করাইয়া ও সহদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভীমার্জ্জুন সহ প্রস্থান করিলেন। ৩০-৩১

অনন্তর তাঁহারা খাণ্ডবপ্রস্থে উপনীত হইয়া শত্রু-জয়সূচক শঙ্খধ্বনি করিলেন, তাহাতে সুহৃদ্গণ হর্ষযুক্ত এবং শত্রুগণ দুঃখিত হইল। ৩২

এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থবাসিগণ হৃষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন ও জরাসন্ধ নিহত হইয়াছে বুঝিয়াছিলেন, এবং রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ণমনোরথ হইলেন। ৩৩

অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রবণ করাইলেন। ৩৪

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পার কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রুকণা মোচন পূর্ব্বক প্রেমে গদ্গদ হইয়া আর কিছুই বলিলেন না। ৩৫

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ। কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং শ্রুত্বা প্রীতস্তমব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরো উবাচ।

যে স্যুস্ত্রৈলোক্যগুরবঃ সর্ব্বে লোকাঃ মহেশ্বরাঃ। বহন্তি দুর্লভং লব্ধা শিরসৈবানুশাসনম্ ॥২॥

স ভবানরবিন্দাক্ষো দীনানামীশমানিনাম্। ধত্তেঽনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥৩॥

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। কর্ম্মভির্বর্দ্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ ॥৪॥

ন বৈ তেঽজিত ভক্তানাং মমাহমিতি মাধব। ত্বাং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃতী ॥৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞিয়ে কালে বব্রে যুক্তান্ স ঋত্বিজঃ।
কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৬॥

দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ সুমন্তুর্গৌতমোঽসিতঃ। বসিষ্ঠশ্চ্যবনঃ কণ্বো মৈত্রেয়ঃ কবষস্ত্রিতঃ ॥৭॥

বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জৈমিনিঃ ক্রতুঃ। পৈলঃ পরাশরো গর্গো বৈশম্পায়ন এব চ ॥৮॥

অথর্ব্বা কশ্যপো ধৌম্যো রামো ভার্গব আসুরিঃ।
বীতিহোত্রো মধুচ্ছন্দা বীরসেনোঽকৃতব্রণঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে বিভো! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে জরাসন্ধ-বধাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৃষ্ণ! ত্রৈলোক্য-গুরু সনকাদি ঋষিগণ, সমুদায় লোক ও সকল লোকপাল-গণ ইঁহারা তোমার শাসনকে দুর্লভ জ্ঞান করিয়া মস্তকে বহন করেন। ২

হে অরবিন্দাক্ষ! সেই তুমি, অতি দীন অথচ রাজা এই অভিমানযুক্ত আমাদের অনুশাসন স্বীকার কর, ইহা কেবল অনুরূপ অনুকরণ মাত্র। (অথবা পরিপূর্ণ তোমার আজ্ঞাপথ ও আজ্ঞাধারণ দ্বারা তেজের বৃদ্ধি বা হানি হয় না, অতএব সকলই সঙ্গত হয় এই কথা বলিতেছেন) এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পরমাত্মা তোমার কোন কার্য্য দ্বারাই সূর্য্যের তেজের ন্যায় তোমার মহিমার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। হে অজিত! হে মাধব! অজ্ঞান পশুদিগের ন্যায় তোমার ভক্তগণের দেহাদি বিষয়ে অহং মমাভিমান-রূপ ভেদবুদ্ধি নাই, তাহাতে তোমার কথা আর কি বলিব। ৩৫

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনু-মোদনানুসারে যজ্ঞীয় কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করিয়াছিলেন। ৬

দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, সুমতি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গব রাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দ, বীরসেন, অকৃতব্রণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। ৭-৯

বিড়ম্বতি—আমরা অনুশাসন করিবার অনধিকারী, সুতরাং লোকোপহাসাস্পদ বলিয়াই নিজেকে মনে করি। ৩

উপহূতাস্তথা চান্যে দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ। ধৃতরাষ্ট্রঃ সহসুতো বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥১০॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ। তত্রেয়ুঃ সর্ব্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ ॥১১॥
ততস্তে দেবযজনং ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ। কৃষ্ট্বা তত্র যথাম্নায়ং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে নৃপম্ ॥১২॥
হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চভবসংযুতাঃ ॥১৩॥
সগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ। মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ ॥১৪॥
রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্ন্যশ্চ সর্ব্বশঃ। রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ।
মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সূপপন্নমবিস্মিতাঃ।১৫॥
অযাজয়ন্ মহারাজং যাজকা দেববর্চ্চসঃ। রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রচেতসমিবামরাঃ ॥১৬॥
সুত্যেঽহন্যবনীপালো যাজকান্ সদসস্পতীন্।
অপূজয়ন্ মহাভাগান্ যথাবৎ সুসমাহিতঃ ॥১৭॥
সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ। নাধ্যগচ্ছন্ননৈকান্ত্যাৎ সহদেবস্তদাব্রবীৎ ॥১৮॥
অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্ব্বা দেশকালধনাদয়ঃ ॥১৯॥
যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ। অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রা সাঙ্খ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ ॥২০॥

আর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, রাজা ও রাজযোষিদ্‌গণ আহূত হইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। ১০-১১

অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণলাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিয়া তথায় বেদ-বিধানানুসারে রাজাকে দীক্ষিত করিলেন। ১২

পূর্ব্বকালে বরুণের রাজসূয়যজ্ঞে যেরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত উপকরণ প্রস্তুত হইয়াছিল, এই যজ্ঞেও সেইরূপ প্রস্তুত হইল। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সগণব্রহ্মা ও মহাদেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগ, মুনি, যক্ষ, রাক্ষস, খগ, কিন্নর, চারণ, রাজগণ ও রাজপত্নীগণ সকলেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সমাহূত হইয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন, এবং সকলেই অবিস্মিত হইয়া কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেন। ১৩-১৫

দেবগণ যেমন বরুণকে যাজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবতুল্য তেজস্বী যাজক ব্রাহ্মণগণ বিধিবিধানানুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে যাজন করিতে লাগিলেন। ১৬

পরে সোমাভিষবদিনে রাজা যুধিষ্ঠির সুসমাহিত হইয়া যথাবিধি মহাভাগ্যবান্ সভ্যশ্রেষ্ঠগণ ও যাজকগণকে পূজা করিলেন। ১৭

সভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে অগ্রপূজাযোগ্য ব্যক্তির বিষয় স্থির করিতে গিয়া সভ্যগণ বহু যোগ্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকায় এক জনকেও নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন সহদেব বলিলেন। ১৮

সাত্বতপতি ভগবান্ অচ্যুত অগ্রপূজা পাইতে পারেন, কারণ, দেবতা সকল ইনি, দেশ কাল-পাত্র ধনাদি সকলই ইনি, এই বিশ্ব যদাত্মক ও যজ্ঞ সকল যদাত্মক, এবং অগ্নি, আহুতিমন্ত্র সকল ও সাংখ্যযোগ যাঁহার অধীন। ১৯-২০

এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥২১॥
বিবিধানীহ কর্ম্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া। ঈহতে যদয়ং সর্ব্বঃ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্ ॥২২॥
তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্। এবং চেৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ ॥২৩॥
সর্ব্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে। দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥২৪॥
ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তুষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি সত্তমাঃ ॥২৫॥
শ্রুত্বা দ্বিজেরিতং রাজা জ্ঞাত্বা হার্দ্দং সভাসদাম্। সমর্হয়দ্ধৃষীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ॥২৬॥
তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ। সভার্য্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বো বহন্ মুদা ॥২৭॥
বাসোভিঃ পীতকৌষেয়ৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ। অর্হয়িত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিতুম্ ॥২৮॥
ইত্থং সভাজিতং বীক্ষ্য সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ। নমো জয়েতি নেমুস্তং নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥২৯॥
ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠাদুত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ।
উৎক্ষিপ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমর্ষী সংশ্রাবয়ন্ ভগবতে পরুষাণ্যভীতঃ ॥৩০॥

তিনি এক অদ্বিতীয়, এবং তদাত্মক এই সমুদায় জগৎ, হে সভ্যগণ! তিনি নিজেই নিজের আশ্রয়, এবং তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা। ২১

যাঁহার অনুগ্রহে সকলেই শ্রেয়োধর্ম্মাদিলক্ষণ বিবিধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া শ্রেয়ঃসাধন করে, সুতরাং সমুদায় কর্ম্মফলই তাঁহার অধীন, অতএব এই মহান্ শ্রীকৃষ্ণকে যদি অগ্রে পূজা প্রদান করি, তাহা হইলে সর্ব্বভূতের ও আত্মারও পূজা করা হইবে। ২২-২৩

দত্ত বস্তুর অনন্ত ফলেচ্ছু ব্যক্তি, সর্ব্বভূতের আত্মভূত, অনন্যদর্শী, শান্ত, পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে পূজা দেওয়া বিধেয়। ২৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ সহদেব ইহা বলিয়া তূষ্ণীভূত হইলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সজ্জনগণ সকলেই সাধু সাধু বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। ২৫

এইরূপ দ্বিজগণের উচ্চারিত সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া ও সভাসদ্‌গণের সম্মতি বুঝিতে পারিয়া প্রণয়-বিহ্বল, প্রীত রাজা যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে পূজা করিয়াছিলেন। ২৬

শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, লোকপাবন সেই পাদোদক ভার্য্যা অনুজ অমাত্য ও কুটুম্বসহ হৃষ্টচিত্তে মস্তকে ধারণ করিলেন। ২৭

পরে পীত-কৌষেয় বস্ত্র ও মহার্ঘ্য অলঙ্কার দ্বারা পূজা করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ২৮

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে পূজিত হইতে দেখিয়া সকল লোক কৃতাঞ্জলিপুটে নমঃ শব্দ ও জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল, এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ২৯

এই প্রকার সহদেবাদির বাক্য শ্রবণ করিয়া দমঘোষ-নন্দন শিশুপাল স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া কৃষ্ণগুণবর্ণনে সঞ্জাত ক্রোধে সেই অসহিষ্ণু নির্ভীক বীর সভামধ্যে বাহু উত্তোলন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সকলকে শুনাইয়া পরুষ বাক্য সকল বলিয়াছিল। ৩০

ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। বৃদ্ধানামপি যদ্বুদ্ধির্বালবাক্যৈর্বিভিদ্যতে ॥৩১॥
যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মংধ্বং বালভাষিতম্।
সদসস্পতয়ঃ সর্ব্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোঽর্হণে ॥৩২॥
তপোবিদ্যাব্রতধরান্ জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্। পরমর্ষীন্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ লোকপালৈশ্চ পূজিতান্ ॥৩৩॥
সদস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ। যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৪॥
বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৫॥
যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্। বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৬॥
ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চ্চসম্। সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ ॥৩৭॥
এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ। নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্ ॥৩৮॥

দুরতিক্রমণীয় কালই ঈশ্বর, এই জনবাদ সত্য হইয়া উঠিল, যেহেতু বালকের বাক্যে বৃদ্ধদিগের বুদ্ধিও বিচলিত হইল। ৩১

হে সভ্যশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা পাত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ পূজা পাইবার কে যোগ্যপাত্র তাহা ভালরূপে জান, অতএব বালকের বাক্য গ্রহণ করিও না। অর্থাৎ যাহার মতে কৃষ্ণ পূজা পাইবার যোগ্য পাত্র বলিয়া সম্মত, সেই মত গ্রহণ করিও না। পক্ষান্তরে ইহা বালকের বাক্য মনে করিও না, পরন্তু ইহাই সত্য ও বেদবাক্য মনে করিবে, তোমরা শ্রেষ্ঠ পাত্রবিৎ, অগ্রপূজাযোগ্য পাত্র তোমরাই জান, মূর্খ আমার কথা মানিও না, যেহেতুক কৃষ্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম। ৩২

তপস্যা-বিদ্যা-ব্রতধারী, এবং জ্ঞান দ্বারা নষ্টপাপ, লোকপালপূজিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ সভ্যশ্রেষ্ঠগণকে অতিক্রম করিয়া কুলপাংশুল, গোপালক কৃষ্ণ কাকের পুরোডাশ প্রাপ্তির ন্যায় কি নিমিত্ত অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য হইবে? ৩৩-৩৪

বর্ণাশ্রমকুলরহিত, সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, স্বেচ্ছাচারী গুণহীন কি প্রকারে অগ্রপূজার যোগ্য হইবে? ৩৫

যযাতি কর্ত্তৃক ইহাদের কুল অভিশপ্ত ও সতত বৃথাপানরত, এই জন্য লোকবহিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব তাহারা কি জন্য অগ্রপূজার যোগ্য হইবে? ৩৬

ইহারা ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ পরিত্যাগ করিয়া ও বেদাদিরহিত সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া দস্যুর ন্যায় প্রজাপীড়ন করে, অতএব কিরূপে অগ্রপূজার যোগ্য হইবে? ৩৭

নষ্টমঙ্গল শিশুপাল এইরূপ অকল্যাণকর বাক্য সকল বলিয়াছিল, কিন্তু শৃগালের রবের প্রতি সিংহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ কিছুই উত্তর করিলেন না। ৩৮

বিবৃতি—এই শ্লোকদ্বয়ের বাস্তবার্থ এইরূপ, যিনি বেদ ও পৃথিব্যাদি পালক ও পাষণ্ডনাশক, এবং যাঁহার সুখ-দুঃখ নাই, সেই আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণ কেবল পুরোডাশ মাত্রের যোগ্য নহেন পরন্তু তিনি সকলই পাইবার যোগ্য অর্থাৎ আত্মার্পণেরও যোগ্যপাত্র। ৩৩ ৩৪

বাস্তবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যখন পরব্রহ্ম, স্বৈরাচার তখন এই তুচ্ছ পূজা কিরূপে গ্রহণ করিবেন? কারণ ইহা তাঁহার পক্ষে অযোগ্য। ৩৫

যযাতি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেও সাধুগণ যদুকুলকে যাজনাদি করায় শাখাবহিষ্কৃত অর্থাৎ তাঁহারা মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, এবং আমাদিগের কুলের ন্যায় বৃথা পানরত নহেন, অতএব যযাতির শাপ এই বংশকে পতিত করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ৩৬

বাস্তবপক্ষে রাবণাদি রাক্ষস রাজগণ—ব্রহ্মর্ষিদেশ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া দস্যুবৎ বেদোক্ত ধর্ম্ম ও আচারের বাধা দিত, ইহারা কি সেইরূপ করেন? না। কখনই না। ৩৭

ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎ সভাসদঃ। কর্ণৌ পিধায় নির্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা ॥৩৯॥

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃসুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥৪০॥

ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্যকৈকয়সৃঞ্জয়াঃ। উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ ॥৪১॥

ততশ্চৈদ্যস্ত্বসম্ভ্রান্তো জগৃহে খড়্গচর্ম্মণী। ভর্ৎসয়ন্ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত ॥৪২॥

তাবদুত্থায় ভগবান্ স্বান্ নিবার্য্য স্বয়ং রুষা। শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহারাপততো রিপোঃ ॥৪৩॥

শব্দঃ কোলাহলোঽথাসীচ্ছিশুপালে হতে মহান্।
তস্যানুযায়িনো ভূপা দুদ্রুবুর্জীবিতৈষিণঃ ॥৪৪॥

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ। পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা ॥৪৫॥

জন্মত্রয়ানুগুণিত-বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া। ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্ ॥৪৬॥

ঋত্বিগ্ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ।
সর্ব্বান্ সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রেঽবভৃথমেকরাট্ ॥৪৭॥

সাধয়িত্বা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদ্ভিরভিযাচিতঃ ॥৪৮॥

তখন সভাসদ্গণ সেই দুঃসহ ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রোধে চেদিরাজ শিশুপালকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ৩৯

যে ব্যক্তি ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান না করে, সে ব্যক্তি সুকৃতচ্যুত হইয়া নরকগামী হয়। ৪০

অনন্তর পাণ্ডুপুত্রগণ ও মৎস্য সৃঞ্জয় কেকয়গণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া শিশুপালবধের ইচ্ছায় উঠিয়া দাঁড়াইল। ৪১

হে ভারত! তখন অসম্ভ্রান্ত শিশুপাল, সভামধ্যে কৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ৪২

তৎকালমধ্যে ভগবান্ উত্থিত হইয়া স্বীয় পক্ষীয় রাজগণকে নিবারণ পূর্ব্বক ক্রোধে আগতপ্রায় শিশুপালের মস্তক ক্ষুরধার চক্র দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। ৪৩

শিশুপাল নিহত হইলে মহান্ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইয়াছিল এবং শিশুপালের অনুগত রাজগণ জীবনের আশায় পলায়ন করিয়াছিল। ৪৪

আকাশ হইতে বিচ্যুত উল্কার ন্যায় শিশুপালদেহ হইতে উত্থিত জ্যোতিঃ সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ৪৫

তিন জন্মে অনুবর্দ্ধিত শত্রুতা-বুদ্ধি দ্বারা ধ্যান করিয়া শিশুপাল মরণের পর তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কারণ, অনুধ্যানই একমাত্র গতির প্রতি কারণ। ৪৬

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সমাপনান্তে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণকে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পরে সম্রাট্ যথাবিধি সকলকে পূজা করিয়া অবভৃথস্নান করিয়াছিলেন। ৪৭

যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সুহৃদ্গণের প্রার্থনায় কতিপয় মাস তথায় বাস করিয়াছিলেন। ৪৮

ততোঽনুজ্ঞাপ্য রাজানমনিচ্ছন্তমপীশ্বরঃ। যযৌ সভার্য্যঃ সামাত্যঃ স্বপুরং দেবকীসুতঃ ॥৪৯॥
বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরম্। বৈকুণ্ঠবাসিনোর্জন্ম বিপ্রশাপাৎ পুনঃপুনঃ ॥৫০॥
রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব ॥৫১॥
রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্ব্বে সুরমানবখেচরাঃ। কৃষ্ণং ক্রতুঞ্চ শংসন্তঃ স্বধামানি যযুর্মুদা ॥৫২॥
দুর্য্যোধনমৃতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্।
যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতস্য তাম্ ॥৫৩॥
য ইদং কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণোঃ কর্ম্ম চৈদ্যবধাদিকম্। রাজমোক্ষং বিতানঞ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শিশুপালবধো নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির ইচ্ছা না করিলেও তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তদনুমতিক্রমে পরমেশ্বর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ভার্য্যাগণ ও অমাত্যমণ্ডলী সহ স্বীয় পুরী দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। ৪৯

হে মহারাজ! বৈকুণ্ঠবাসীর ব্রাহ্মণশাপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ, সেই উপাখ্যান আমি তোমাকে বহু বিস্তৃতভাবে বলিলাম। ৫০

রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ৫১

পরে সকল দেবতা, মানুষগণ ও খেচরগণ রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এবং রাজার যজ্ঞকে প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় পুরীতে গমন করিলেন। ৫২

সেই পাপিষ্ঠ কুরুকুলের ব্যাধিস্বরূপ কলির অবতার দুর্য্যোধন ভিন্ন সকলেই সুখী হইয়াছিল—যে দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্রের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সহ্য করিতে পারে নাই। ৫৩

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের এই শিশুপালবধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন অথবা রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বিস্তৃত যজ্ঞের কথা আলোচনা করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। ৫৪

ইতি দশম স্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

অজাতশত্রোস্তং দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্। সর্ব্বে মুমুদিরে ব্রহ্মন্ নৃদেবা যে সমাগতাঃ ॥১॥

দুর্য্যোধনং বর্জ্জয়িত্বা রাজানঃ সর্ষয়ঃ সুরাঃ। ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥২॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ। বান্ধবাঃ পরিচর্য্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ ॥৩॥

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ। সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে ॥৪॥

সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে। পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥৫॥

যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দ্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ। বাহ্লীকপুত্রা ভূর্য্যাদ্যা যে চ সন্তর্দ্দনাদয়ঃ ॥৬॥

নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মসু তে তদা। প্রবর্ত্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥৭॥

ঋত্বিক্‌সদস্যবহুবিৎসু সুহৃত্তমেষু স্বিষ্টেষু সূনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ।
চৈদ্যে চ সাত্বতপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে চক্রুস্ততস্ত্ববভৃথস্নপনং দ্যুনদ্যাম্ ॥৮॥

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসূয় যজ্ঞের মহোদয় সন্দর্শনে সমাগত সকল নৃদেবগণ—একমাত্র রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত দেবগণ ঋষিগণ সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন, এই কথা আমরা শুনিয়াছি, হে ভগবন্! ইহার কারণ কি তাহা বলুন। ১-২

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তোমার মহাত্মা পিতামহের রাজসূয় যজ্ঞে প্রেমবন্ধনে বদ্ধ বান্ধবগণ সকলেই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ৩

তন্মধ্যে ভীম রন্ধনশালাধ্যক্ষ, দুর্য্যোধন ধনাধ্যক্ষ, সহদেব সমাগত ব্যক্তিদিগের পূজায় ও নকুল দ্রব্য-সামগ্রী আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন। ৪

অর্জ্জুন সজ্জনগণের শুশ্রূষাকার্য্যে, শ্রীকৃষ্ণ পাদ-প্রক্ষালনে, দ্রৌপদী পরিবেশনে এবং মহাত্মা কর্ণ দান-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৫

যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দ্দিক্য, বিদুরাদি এবং বাহ্লীক-পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি এবং সন্তর্দ্দনাদি ইঁহারা সকলে রাজার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই যজ্ঞে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তত্তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬-৭

অনন্তর সুমধুর বাক্য, পূজোপকরণ ও দক্ষিণাদি দ্বারা ঋত্বিক্, সদস্য ও বহুজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও সুহৃত্তমগণ সুপূজিত হইলে এবং চেদিরাজ শিশুপাল সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারা সকলে গঙ্গায় অবভৃথ স্নান করিয়াছিলেন। ৮

বিবৃতি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব্রাহ্মণগণের পাদ-প্রক্ষালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ নিয়োগ করেন নাই। সকলেই নিজের নিজের প্রীতিপ্রদ কার্য্য বাছিয়া লইয়াছিলেন, যাহাতে যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তজ্জন্যই এই-রূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৫

বিকর্ণ দুর্য্যোধন-ভ্রাতা, হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা, আদি পদে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি তাঁহারা কৃতাকৃত অবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, বাহ্লীকপুত্র সোমদত্ত, তৎপুত্র ভূরি ভূরিশ্রবা, এখানে পুত্র পৌত্রের অভেদবিবক্ষায় বাহ্লীকপুত্র ভূরি প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সন্তর্দ্দন, কেকয়, পৃথাভগিনী শ্রুতকীর্ত্তির পুত্র, আদি পদে তাহার ভ্রাতৃগণ। ৬-৭

ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনার উপরে হইলেও তথা হইতে বহুদূরে অবস্থিত গঙ্গায় যজ্ঞান্ত স্নানের জন্য গমন যমুনার ন্যায় গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনার্থ অথবা কৌরব-রাজধানী গঙ্গার পারে অবস্থিত থাকায় তথাকার সকল যজ্ঞান্ত স্নানই তথায় হয়, সেই পূর্ব্বপুরুষগণের প্রথা রাখিবার জন্য গঙ্গায় গমন। ৮

মৃদঙ্গশঙ্খপণব-ধুন্ধুর্য্যানকগোমুখাঃ। বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবভৃথোৎসবে ॥৯॥
নর্ত্তক্যো ননৃতুর্হৃষ্টা গায়কা যূথশো জগুঃ। বীণাবেণুতলোন্নাদস্তেষাং স দিবমস্পৃশৎ ॥১০॥
চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরিভেন্দ্রস্যন্দনার্ব্বভিঃ। স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈর্ভূপা নির্যযু রুক্মমালিনঃ ॥১১॥
যদুসৃঞ্জয়কাম্বোজ-কুরুকেকয়কোশলাঃ। কম্পয়ন্তো ভুবং সৈন্যৈর্যজমানপুরঃসরাঃ ॥১২॥
সদস্যর্ত্বিগ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা। দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥১৩॥
স্বলঙ্কৃতা নরা নার্য্যো গন্ধস্রগ্‌ভূষণাম্বরৈঃ। বিলিম্পন্ত্যোঽভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহ্রুর্বিবিধৈ রসৈঃ ॥১৪॥
তৈলগোরসগন্ধোদ-হরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ। পুম্ভির্লিপ্তাঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহ্রুর্বারযোষিতঃ ॥১৫॥

গুপ্তা নৃভির্নিরগমন্নুপলব্ধুমেতদ্দেব্যো যথা দিবি বিমানবরৈর্নৃদেব্যঃ।
তা মাতুলেয়সখিভিঃ পরিষিচ্যমানাঃ সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনা বিরেজুঃ ॥১৬॥
তা দেবরানুত সখীন্ সিষিচুর্দৃতীভিঃ ক্লিন্নাম্বরা বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ।
ঔৎসুক্যমুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ ক্ষোভং দধুর্মলধিয়াং রুচিরৈর্বিহারৈঃ ॥১৭॥

সেই অবভৃথোৎসবে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুধুরী, আনক, গোমুখ প্রভৃতি বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইয়াছিল। নর্ত্তকী সকল হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিয়াছিল, গায়কগণ দলে দলে গান করিয়াছিল এবং বেণু, বীণা ও করতাল প্রভৃতির উচ্চরব সকল আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল। ৯-১০

চিত্রধ্বজপতাকাগ্রবাহী গজ স্যন্দন ও অশ্ব, এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃত সৈন্যগণ দ্বারা পরিবৃত, সুবর্ণ মালাধারী রাজগণ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, এবং যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয়, কোশলবংশীয় রাজগণ যজমানের সহিত একত্র হইয়া সৈন্যগণের পদভরে ভূমিকে কম্পিত করিয়া গমন করিয়াছিলেন। ১১-১২

সদস্য ঋত্বিক্ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ পুনঃ পুনঃ উচ্চ বেদগান পুরঃসর যুধিষ্ঠিরের সহিত নির্গত হইয়াছিলেন, এবং পুষ্পবর্ষণকারী দেবতা ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। ১৩

গন্ধ মাল্য ভূষণাদি দ্বারা সমলঙ্কৃত নর-নারীগণ বিবিধ রস দ্বারা পরস্পরকে অনুলিপ্ত ও অভিষিক্ত করতঃ পরস্পর বিহার করিয়াছিল। ১৪

তৈল, গোরস, গন্ধজল, হরিদ্রা ও আর্দ্র কুঙ্কুমাদি দ্বারা পুরুষগণ কর্ত্তৃক বারাঙ্গনাগণ অনুলিপ্ত হইয়া পুরুষগণকে বিলিপ্ত করতঃ বিহার করিয়াছিল। ১৫

বিমানযোগে দেবীগণের ন্যায় রাজপত্নীগণ এই সমারোহ দেখিবার নিমিত্ত রক্ষিবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইয়াছিলেন, তথায় যাইয়া সেই রাজপত্নীগণ দেবর ও তৎসখাগণ দ্বারা পরিষিচ্যমান হওয়ায় সলজ্জ হাস্যে বিকসিতবদনা হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন। ১৬

পরে পরিহিতার্দ্রবসনা অতএব বিবৃতগাত্রা-ঔৎসুক্যবশে স্খলিতকবরীবন্ধা অতএব বিগলিত-শিরোমালা সেই স্ত্রীগণ জলক্ষেপ চর্ম্মপাত্র দ্বারা দেবর ও তৎসখিগণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এবং দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধনাদির রুচির বিহার দ্বারা ক্ষোভ জন্মাইয়াছিলেন। ১৭

বিবৃতি—নৃদেবী—যুধিষ্ঠিরপত্নী দ্রৌপদী যৌধেয়ী প্রভৃতি, রুক্মিণী প্রভৃতি কেবল কৌতুকমাত্র দর্শনার্থ তথায় গিয়াছিলেন, যজ্ঞে দ্রৌপদী প্রভৃতিরাই মুখ্যা ছিলেন। মাতুলেয় পদে পতির মাতুলেয় বুঝাইয়াছে, যেমন পতির ভাগিনেয়কে ভাগিনেয় বলা হয়, সেইরূপ মাতুলেয়ও বলা যাইতে পারে, মাতুলেয় সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণ—তাঁহারই গ্রহণ। দেবরগণ ও তৎসখা ভীমার্জ্জুনাদির অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণসহ পরিহাস হওয়ায় দুষ্টদৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। ১৬

স সম্রাড্ রথমারূঢ়ঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্। ব্যরোচত স্বপত্নীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব ॥১৮॥
পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্বিজঃ। আচান্তং স্নাপয়াঞ্চক্রুর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া ॥১৯॥
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম্। মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ॥২০॥
সস্নুস্তত্র ততঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ। মহাপাতক্যপি যতঃ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥২১॥
অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ। ঋত্বিক্সদস্যবিপ্রদীনানর্চ্চাভরণাম্বরৈঃ ॥২২॥
বন্ধূন্ জ্ঞাতীন নৃপান্ মিত্রসুহৃদোঽন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
অভীক্ষ্ণং পূজয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ ॥২৩॥
সর্ব্বে জনাঃ সুররুচো মণিকুণ্ডলস্রগুষ্ণীষকঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ।
নার্য্যশ্চ কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্টবক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ ॥২৪॥
অথর্ত্বিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ ॥২৫॥
দেবর্ষিপিতৃভূতানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ। পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নৃপ ॥২৬॥
হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্। নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতং যথা ॥২৭॥
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্। প্রেম্ণা নিবাসয়ামাস কৃষ্ণঞ্চ ত্যাগকাতরঃ ॥২৮॥

ক্রিয়া দ্বারা ক্রতুরাজ মূর্ত্তিমান্ রাজসূয়ের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির রুক্মমালী সদশ্বযুক্ত রথে পত্নীগণসহ আরূঢ় হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন। ১৮

পরে ঋত্বিক্‌গণ রাজার পত্নী-সংযাজ ও আবভৃথ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দ্রৌপদীর সহিত আচমনানন্তর রাজাকে গঙ্গায় স্নান করাইয়াছিলেন। ১৯

তখন নরদুন্দুভির সহিত দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল, এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। ২০

তাহার পর বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত মানবগণ সেই গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন, যে স্নানে মহাপাতকীও পাপ হইতে সদ্যো মুক্ত হইয়া থাকে। ২১

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নূতন ক্ষৌমবস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া অলঙ্কৃত হইলেন ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ঋত্বিক্, সদস্য ও ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি এবং জ্ঞাতি বন্ধু রাজাদিগকে ও মিত্র সুহৃদ্ ও অন্য সকলকে নারায়ণপরায়ণ রাজা বারম্বার পূজা করিয়াছিলেন। ২২-২৩

এবং সকল লোকই মণি-কুণ্ডল, মালা, উষ্ণীষ, দুকূল ও হারাদি ধারণ করিয়া দেবতাদিগের ন্যায় শোভিত হইল, এবং নারীগণও কুণ্ডলযুগল ও অলক-সমূহযুক্ত বদনশ্রীযুক্ত হইয়া কনক-মেখলা দ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ২৪

অনন্তর পরম কুলীন ঋত্বিক্‌গণ সদস্যগণ ও ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ এবং বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণ ও যে রাজগণ সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা এবং দেবতা ঋষি পিতৃ ও প্রাণিগণ ও অনুচরবর্গ সহ লোকপাল-গণ পূজিত হইয়া রাজার অনুমতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। ২৫-২৬

হরিদাস রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের মহা সমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞের তাঁহারা প্রশংসা করত মর্ত্ত্য যেমন অমৃতপানে তৃপ্ত হয় না, সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ২৭

পরে রাজা যুধিষ্ঠির বিরহ-দুঃখে ভীত হইয়া ভীষ্মাদি সুহৃদ্বর্গ, দ্রুপদাদি সম্বন্ধিবর্গ বিরাটাদি মিত্র-বান্ধবগণকে তথায় বাস করাইয়াছিলেন। ২৮

ভগবানপি তত্রাঙ্গ ন্যবাৎসীৎ তৎপ্রিয়ঙ্করঃ। প্রস্থাপ্য যদুবীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্ ॥২৯॥
ইত্থং রাজা ধর্ম্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্। সুদুস্তরং সমুত্তীর্য্য কৃষ্ণেনাসীদ্গতজ্বরঃ ॥৩০॥
একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্য্যোধনঃ শ্রিয়ম্। অতপ্যৎ রাজসূয়স্য মহিত্বঞ্চাচ্যুতাত্মনঃ ॥৩১॥
যস্মিন্ নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্রসুরেন্দ্রলক্ষ্মীর্নানা বিভান্তি কিল বিশ্বসৃজোপকৢপ্তাঃ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে যস্যাং বিষক্তহৃদয়ঃ কুরুরাড়তপ্যৎ ॥৩২॥
যস্মিংস্তদা মধুপতের্ম্মহিষীসহস্রং শ্রোণীভরেণ শনকৈঃ ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভম্।
মধ্যে সুচারু কুচকুঙ্কুমশোণহারং শ্রীমন্মুখং প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যম্ ॥৩৩॥
সভায়াং ময়কৢপ্তায়াং ক্বাপি ধর্ম্মসুতোঽধিরাট্। বৃতোঽনুজৈর্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা ॥৩৪॥
আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব। পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥৩৫॥
তত্র দুর্য্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভির্নৃপ। কিরীটমালী ন্যবিশদসিহস্তঃ ক্ষিপন্ রুষা ॥৩৬॥
স্থলেঽভ্যগৃহ্লাদ্বস্ত্রান্তং জলং মত্বা স্থলেঽপতৎ। জলে চ স্থলবদ্ভ্রান্ত্যা ময়মায়াবিমোহিতঃ ॥৩৭॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যদুবীর সাম্ব প্রভৃতি নিজ-গণকে কুশস্থলীতে প্রেরণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে আরও কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ২৯

এইরূপে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ হইতে দুস্তর মনোরথ মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ৩০

একদা দুর্য্যোধন অন্তঃপুরে কৃষ্ণভক্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী দর্শন করিয়া ও রাজসূয় যজ্ঞের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া পরিতপ্ত হইয়াছিল। ৩১

যে অন্তঃপুরে বিশ্বস্রষ্টা ময়দানব-বিরচিত নরেন্দ্র দৈত্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্র-বিভূতি সকল শোভা পাইতেছে, এবং সেই বিভূতির সহিত দ্রুপদরাজকন্যা পতিসেবা করিতেছেন, কুরুরাজ সেই বিভূতিতে মাৎসর্য্যাদি-বিশিষ্ট চিত্ত হইয়া পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। ৩২

যেস্থানে সেই সময়ে নিতম্বভরে মন্দগতি শব্দায়মান পাদশোভাবিশিষ্ট মনোহরমধ্যা কুচ-কুঙ্কুমে শোভায়মান-হারশালিনী চঞ্চল কুণ্ডল, অলকাবলি-শোভিতা সুন্দরবদনা শ্রীকৃষ্ণের সহস্র রমণী অবস্থিতি করিতেছিলেন। ৩৩

সেই অন্তঃপুরমধ্যে ময়কল্পিত এক সভামণ্ডপে ধর্ম্মপুত্র সম্রাট্ যুধিষ্ঠির অনুজগণ বান্ধবগণ ও নিজের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা পরিবৃত এবং বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, সার্ব্বভৌম সম্পৎসেবিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় কাঞ্চননির্ম্মিত আসনে সাক্ষাদুপবিষ্ট ছিলেন। ৩৪-৩৫

হে মহারাজ! সেই সময়ে অভিমানী কিরিটমালী রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া অসি হস্তে দৌবারিকগণকে অধিক্ষেপ করিতে করিতে তথায় প্রবেশ করিলেন। ৩৬

তখন দুর্য্যোধন ময়-মায়ায় বিমোহিত হইয়া স্থলে জলভ্রমে অধোবস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিল এবং স্থলে পতিত হইয়াছিল, এবং জলে স্থলভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিল। ৩৭

বিবৃতি—নিজের বিভূতি জানাইবার জন্য কিরীট-মালী, এবং বীরত্ব দর্শনার্থ অসিহস্ত, সহায়প্রদর্শনার্থ ভ্রাতৃবেষ্টিত, এই সকল কারণে মানী এবং অসঙ্কোচে সভামধ্যে প্রবেশ করিল, মানীদিগের এইরূপই হইয়া থাকে; দৌবারিকগণ ভয়ে অনুগমন করিল না। দুর্য্যোধন অতিশয় মাৎসর্য্যজনিত ক্রোধে অভ্যন্তপথ পরিত্যাগ করিল, তাহার পর যাহা হইবার তাহাই হইল। ৩৬

জহাস ভীমস্তং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপতয়োঽপরে। নিবার্য্যমাণা অপ্যঙ্গ রাজ্ঞা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ ॥৩৮॥

স ব্রীড়িতোঽবাগ্বদনো রুষা জ্বলন্ নিষ্ক্রম্য তূষ্ণীং প্রযযৌ গজাহ্বয়ম্।
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎ সতামজাতশত্রুর্বিমনা ইবাভবৎ।
বভূব তূষ্ণীং ভগবান্ ভুবো ভরং সমুজ্জিহীর্ষুর্ভ্রমতি স্ম যদ্দৃশা ॥৩৯॥

এতৎ তেঽভিহিতং রাজন্ যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
সুযোধনস্য দৌরাত্ম্যং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দুর্য্যোধনমানভঙ্গো নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

তখন তাহার সেই দুরবস্থা দেখিয়া ভীম, স্ত্রীগণ ও অপর রাজা সকলে রাজা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কৃষ্ণের অনুমোদনে হাসিয়াছিলেন। ৩৮

তদ্দর্শনে সেই দুর্য্যোধন লজ্জিত, অধোবদন অথচ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাজসভা হইতে নির্গত হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিল এবং সাধু ব্যক্তিগণের সুমহান্ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল, তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠির বিমনার ন্যায় হইলেন। তখন পৃথিবীর ভারহরণেচ্ছু ভগবান্‌ও তূষ্ণীম্ভূত হইলেন, যাঁহার দৃষ্টিমাত্রে দুর্য্যোধন ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৯

হে রাজন্! তুমি আমার কাছে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য এই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ৪০

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্ম্মাদ্ভুতং নৃপ। ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্হতঃ ॥১॥

শিশুপালসখঃ শাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ। যদুভির্নির্জ্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধাদয়স্তথা ॥২॥

শাল্বঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্।
অযাদবাং ক্ষ্মাং করিষ্যে পৌরুষং মম পশ্যত ॥৩॥

ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্। আরাধয়ামাস নৃপ পাংশুমুষ্টিং সকৃদ্‌গ্রসন্ ॥৪॥

সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ। বরেণ চ্ছন্দয়ামাস শাল্বং শরণমাগতম্ ॥৫॥

দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। অভেদ্যং কামগং বব্রে স যানং বৃষ্ণিভীষণম্ ॥৬॥

তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। পুরং নির্ম্মায় শাল্বায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্ ॥৭॥

স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্। যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্ ॥৮॥

নিরুধ্য সেনয়া শাল্বো মহত্যা ভরতর্ষভ। পুরীং বভঞ্জোপবনান্যুদ্যানানি চ সর্ব্বশঃ ॥৯॥

সগোপুরাণি দ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ। বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, হে নৃপ! লীলার্থ নরশরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের অন্য অদ্ভুত কার্য্য অর্থাৎ যেরূপে সৌভপতি শাল্বরাজ নিহত হয়েন, তাহা শ্রবণ কর। ১

শিশুপালের সখা শাল্ব ও জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ রুক্মিণীর বিবাহে সমাগত যদুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। ২

তৎকালে শাল্ব সকল রাজগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিব, আমার পুরুষত্ব তোমরা প্রত্যক্ষ কর। ৩

মূঢ়মতি শাল্ব এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিদিন এক মুষ্টি পাংশু মাত্র আহার করিয়া কিয়ৎকাল প্রভু পশুপতির আরাধনা করিয়াছিল। ৪

ভগবান্ উমাপতি আশুতোষ সম্বৎসরান্তে বরপ্রদানার্থ শরণাগত শাল্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিয়াছিলেন। ৫

তখন শাল্ব দেবাসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের অভেদ্য এবং বৃষ্ণি-বংশীয়গণের ভীতিপ্রদ কামচারী যান অর্থাৎ বিমান প্রার্থনা করিয়াছিল। ৬

ভগবান্ শিবও তথাস্তু বলিয়া পরপুরঞ্জয় ময়কে আদেশ করাতে সে লৌহময় সৌভ নামক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া শাল্বকে প্রদান করিয়াছিল। ৭

তখন শাল্ব, তমোময় অতএব দুরাসদ সেই কামগ বিমান লাভ করিয়া বৃষ্ণিগণের কৃতবৈর স্মরণ পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিয়াছিল। ৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহতী সেনা দ্বারা দ্বারকাপুরীকে অবরোধ করিয়া উপবন ও উদ্যান সকল ভগ্ন করিয়াছিল। ৯

পুর-দ্বার, সহ-দ্বার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, কুড্য, ক্রীড়াস্থান ও বিমানাগ্রের উপর শস্ত্রবৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ১০

বিবৃতি—ভগবান্ উমাপতি শাল্বের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সম্বৎসরান্তে বর দিতে আবির্ভূত হয়েন। সে কৃষ্ণবিদ্বেষী, বরদানের অযোগ্য হইলেও শরণাগতকে উপেক্ষা করা যায় না, এইজন্যই বরদানার্থ আবির্ভাব। শিব যে সর্ব্বদা শ্মশানে ভূতপ্রেত সঙ্গে বাস করেন, উহা তাঁহার আত্মগোপনার্থ, যেমন দত্তাত্রেয়ের স্ত্রী-সঙ্গ। ভগবদ্বিরোধিগণকে বরপ্রদানের তাৎপর্য্য,—তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া ভগবদ্দ্বেষ্ট যুদ্ধাদি লীলায় প্রেরণার্থ। ৫

শিলা দ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ। প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোঽভূদ্রজসাচ্ছাদিতা দিশঃ ॥১১॥
ইত্যর্দ্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভৃশম্। নাভ্যপদ্যত শং রাজংস্ত্রিপুরেণ যথা মহী ॥১২॥
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য বাধ্যমানা নিজাঃ প্রজাঃ।
মা ভৈষ্টেত্যভ্যধাদ্বীরো রথারূঢ়ো মহাযশাঃ ॥১৩॥
সাত্যকিশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বোঽক্রূরঃ সহানুজঃ। হার্দ্দিক্যো ভানুবিন্দশ্চ গদশ্চ শুকসারণৌ ॥১৪॥
অপরে চ মহেষ্বাসা রথযূথপযূথপাঃ। নির্যযুর্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ ॥১৫॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাল্বানাং যদুভিঃ সহ। যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥১৬॥
তাশ্চ সৌভপতের্মায়া দিব্যাস্ত্রৈ রুক্মিণীসুতঃ। ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষ্ণগুঃ ॥১৭॥
বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈরয়োমুখৈঃ। শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥১৮॥
শতেনাতাড়য়চ্ছাল্বমেকৈকেনাস্য সৈনিকান্। দশভির্দশভির্নেতৄন্ বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥১৯॥
তদদ্ভুতং মহৎ কর্ম্ম প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ। দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাসুঃ সর্ব্বে স্বপরসৈনিকাঃ ॥২০॥
বহুরূপৈকরূপং তদ্দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে। মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্ব্বিভাব্যং পরৈরভূৎ ॥২১॥

শিলা, বৃক্ষ, অশনি, সর্প, জলধারা ও কঙ্করাদি প্রক্ষেপ করিয়া ও ধূলি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সকল দিকে প্রচণ্ড চক্রবাত উঠিতে লাগিল। ১১

হে রাজন্! সৌভপতি শাল্ব কর্ত্তৃক এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুরী পীড়িত হইয়া ত্রিপুরাসুর কর্ত্তৃক পীড়িত পৃথিবীর ন্যায় কোনরূপে মঙ্গললাভে সমর্থ হইল না। ১২

তখন মহারথ প্রদ্যুম্ন স্বীয় প্রজাগণকে পীড়িত দেখিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক 'ভয় নাই ভয় নাই' বলিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন। ১৩

সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অনুজগণ সহ অক্রূর, হার্দ্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক, সারণ ও অপরাপর ধনুর্দ্ধর যূথপতিগণ রথ গজ পদাতি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া নির্গত হইয়াছিলেন। ১৪-১৫

অনন্তর দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ, যদুগণের সহিত শাল্বপক্ষীয়গণের আরম্ভ হইয়াছিল। ১৬

সূর্য্য উদিত হইলে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনই রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ক্ষণকালমধ্যে দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই সৌভপতির সমুদায় মায়াজাল নাশ করিয়াছিলেন। ১৭

এবং স্বর্ণপুঙ্খ, অয়োমুখ ও সন্নতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি সংখ্যক বাণ দ্বারা ধ্বজিনীপতিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮

আর শত বাণ দ্বারা শাল্বকে, এক এক বাণে তাঁহার সেনাগণকে, দশ দশ বাণ দ্বারা তাঁহার সেনাপতিগণকে ও তিন তিন বাণ দ্বারা বাহন সকলকে তাড়ন করিয়াছিলেন। ১৯

মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া কি স্বকীয় অথবা কি পরকীয় সকল সৈন্যগণই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। ২০

ময়-নির্ম্মিত মায়াময় সেই শাল্বের বিমান কখন বহুরূপ, কখন একরূপ, কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য—এইরূপে শত্রুপক্ষীয়দিগের নিকট দুর্বিভাব্য হইতেছিল। ২১

বিবৃতি—চারুদেষ্ণ প্রদ্যুম্নের কনিষ্ঠ। অক্রূরের অনুজগণ আসঙ্গ সারমেয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সংখ্যক। ভানুবিন্দ সত্যভামার জ্যেষ্ঠপুত্র। সারণ রোহিণীনন্দন। সেই সময়ে বলদেব উগ্রসেন বসুদেব প্রভৃতি পুরীরক্ষার্থ অভ্যন্তরে ছিলেন। ১৫

কচিদ্ভূমৌ কচিদ্ব্যোম্নি গিরিমূর্দ্ধ্নি জলে কচিৎ।
অলাতচক্রবদ্ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্দুরবস্থিতম্ ॥২২॥
যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সসৌভঃ সহসৈনিকঃ। শাল্বস্ততস্ততোঽমুঞ্চন্ শরান্ সাত্বতযূথপাঃ ॥২৩॥
শরৈরগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈরাশীবিষদুরাসদৈঃ। পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বোঽমুহ্যৎ পরেরিতৈঃ ॥২৪॥
শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈর্বৃষ্ণিবীরা ভৃশার্দ্দিতাঃ। ন তত্যজু রণং স্বং স্বং লোকদ্বয়জিগীষবঃ ॥২৫॥
শাল্বামাত্যো দ্যুমান নাম প্রদ্যুম্নং প্রাক্প্রপীড়িতঃ।
আসাদ্য গদয়া মৌর্ব্ব্যা ব্যাহত্য ব্যনদদ্বলী ॥২৬॥
প্রদ্যুম্নং গদয়া শীর্ণবক্ষঃস্থলমরিন্দমম্। অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্ম্মবিদ্দারুকাত্মজঃ ॥২৭॥
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন কার্ষ্ণিঃ সারথিমব্রবীৎ। অহো অসাধ্বিদং সূত যদ্রণান্মেঽপসর্পণম্ ॥২৮॥
ন যদূনাং কুলে জাতঃ শ্রূয়তে রণবিচ্যুতঃ। বিনা মৎক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ ॥২৯॥
কিংনু বক্ষ্যেঽভিসঙ্গম্য পিতরৌ রামকেশবৌ।
যুদ্ধাৎ সম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তত্রাত্মনঃ ক্ষমম্ ॥৩০॥
ব্যক্তং মে কথয়িষ্যন্তি হসন্ত্যো ভ্রাতৃজাময়ঃ।
ক্লৈব্যং কথং কথং বীর তবান্যৈঃ কথ্যতাং মৃধে ॥৩১॥

কখন ভূমিতলে, কখন আকাশে, কখন পর্ব্বতের উপরি ভাগে, কখন জলে এইরূপে অলাতচক্রের ন্যায় শাল্বের বিমান ভ্রমণ করত দুরবস্থিত হইয়াছিল। ২২

সাত্বতপক্ষীয় সেনাপতিগণ ও সেনাগণ শাল্বকে সৌভবিমান ও সৈন্যসহ যেখানে লক্ষ্য করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই শর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ২৩

তখন যাদবগণের পুর ও সৈন্যনাশোদ্ভত শাল্ব, পরপক্ষীয় যাদবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সূর্য্যাগ্নি সদৃশ আশীবিষ তুল্য শরাঘাতে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়াছিল। ২৪

এবং শাল্বের সেনাপতিগণের শস্ত্রসমূহ দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও বৃষ্ণিপক্ষীয় বীরগণ লোকদ্বয় জয়েচ্ছায় নিজ নিজ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন না। ২৫

শাল্বের দ্যুমান্ নামে এক বলবান্ অমাত্য ছিল, সে পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়, এক্ষণে কার্ষ্ণায়স গদা দ্বারা প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়াছিল। ২৬

যুদ্ধ-ধর্ম্মজ্ঞ দারুক-নন্দন প্রদ্যুম্নসারথি, দ্যুমানের গদাঘাতে বিশীর্ণবক্ষঃ মূর্চ্ছিত অরিন্দম প্রদ্যুম্নকে রণ-ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। ২৭

মুহূর্ত্তমধ্যে লব্ধসংজ্ঞ কৃষ্ণ-নন্দন প্রদ্যুম্ন সারথিকে বলিলেন, হে সূত! অহো, তুমি অতি অসাধু কার্য্য করিয়াছ, যেহেতু আমাকে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিয়াছ। ক্লীবচিত্ত সারথি কর্ত্তৃক প্রাপ্তপাপ আমা ভিন্ন কোন যদুকুলে জাতব্যক্তি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। ২৮-২৯

পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত শ্রীকৃষ্ণ ও রামের নিকটে গমন করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পলায়নপর আমি কিরূপে নিজ কুশলের কথা বলিব। ৩০

ভ্রাতৃপত্নীগণ পরিহাস করিতে করিতে স্পষ্টরূপে আমাকে বলিবেন যে, হে বীর! পরপক্ষের লোকেরা রণক্ষেত্রে কিরূপে তোমার ক্লীবত্ব সম্পাদন করিল তাহা বল, অর্থাৎ শত্রুজনিত দীনতা কিরূপে হইল তাহা বল। ৩১

সারথিরুবাচ।

ধর্ম্মং বিজানতায়ুষ্মন্ কৃতমেতন্ময়া বিভো। সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্রথিনং সারথিং রথী ॥৩২॥
এতদ্বিদিত্বা তু ভবান্ ময়াপোবাহিতো রণাৎ। উপসৃষ্টঃ পরেণেতি মূর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শাল্বযুদ্ধে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

সারথি বলিল, হে আয়ুষ্মন্! আমি ধর্ম্ম জানিয়াই ঐ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি। শাস্ত্রে আছে, রথী বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে সারথি তাহাকে রক্ষা করিবে। ৩২

ইহা জানিয়া আমি শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত ও গদা দ্বারা আহত এবং মূর্চ্ছিত আপনাকে যুদ্ধস্থান হইতে অপসারিত করিয়াছি। ৩৩

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

স উপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্ম্মুকঃ। নয় মাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরস্যেত্যাহ সারথিম্ ॥১॥
বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ। প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যন্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্ ॥২॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ। দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুশ্চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ ॥৩॥
গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্বলম্। পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্ব্বে সঞ্ছিন্নকন্ধরাঃ ॥৪॥
এবং যদূনাং শাল্বানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্। যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং তদভূৎ তুমুলমুল্বণম্ ॥৫॥
ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আহূতো ধর্ম্মসূনুনা। রাজসূয়েঽথ নির্বৃত্তে শিশুপালে চ সংস্থিতে ॥৬॥
কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীংশ্চ সসুতাং পৃথাম্। নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্ দ্বারবতীং যযৌ ॥৭॥
আহ চাহমিহায়াত আর্য্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ। রাজন্যাশ্চৈদ্যপক্ষীয়া নূনং হন্যুঃ পুরীং মম ॥৮॥
বীক্ষ্য তৎ কদনং স্বানাং নিরূপ্য পুররক্ষণম্। সৌভঞ্চ শাল্বরাজঞ্চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ ॥৯॥
রথং প্রাপয় মে সূত শাল্বস্যান্তিকমাশু বৈ। সম্ভ্রমস্তে ন কর্ত্তব্যো মায়াবী সৌভরাড়য়ম্ ॥১০॥
ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাস্থায় দারুকঃ। বিশন্তং দদৃশুঃ সর্ব্বে স্বে পরে চারুণানুজম্ ॥১১॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর প্রদ্যুম্ন সলিল স্পর্শ করিয়া বর্ম্ম পরিধান করিলেন এবং কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক সারথিকে বলিলেন, আমাকে সেই বীর দ্যুমানের পার্শ্বে লইয়া চল। ১

পরে রুক্মিণীনন্দন তথায় উপস্থিত হইয়া স্বকীয় সৈন্যক্ষয়কারী দ্যুমানকে রুদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে আটটি নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২

এবং চারি বাণে চারি অশ্ব, একবাণে সারথি, দুই বাণে ধনু ও কেতু, এবং অন্য এক বাণে দ্যুমানের মস্তক ছেদন করিলেন। ৩

পরে গদ, সাত্যকি ও সাম্বাদি সকলে সৌভপতির অন্যান্য সৈন্যগণকে নিধন করিয়াছিলেন, সৌভসৈন্য ছিন্নস্কন্ধ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল। ৪

এইরূপে পরস্পর বধে রত যাদব ও শাল্বসৈন্যগণের সপ্তবিংশতি দিন যাবৎ সঙ্কুল ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৫

এই সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজসূয় সমাপ্ত হইলে ও শিশুপাল নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় অমঙ্গলসূচক নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, কুরুবৃদ্ধগণ ও মুনিগণ এবং সপুত্রা পৃথার অনুজ্ঞা লইয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। ৬-৭

পথে গমন করিতে করিতে বলিলেন, আমি বলদেবের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করায় বোধ হয় শিশুপাল পক্ষীয় রাজগণ আমার পুরীতে কোন প্রকার উৎপাত করিয়া থাকিবে। ৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া নজ জনের দুঃখদর্শনে বলদেবকে পুররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দূর হইতে শাল্ব ও সৌভবিমান দেখিয়া সারথি দারুককে বলিলেন। ৯

হে সূত! শীঘ্র শাল্বের নিকটে আমার রথ লইয়া যাও, সৌভরাজ শাল্ব অত্যন্ত মায়াবী বলিয়া তুমি ভয় করিও না। দারুক এইরূপ উক্ত হইয়া রথ চালাইয়া দিল, এবং স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় সকলে রণক্ষেত্রে প্রবেশকারী শ্রীকৃষ্ণের রথের ধ্বজে গরুড়কে দেখিয়াছিল। ১০-১১

শাল্বশ্চ কৃষ্ণমালোক্য হতপ্রায়বলেশ্বরঃ। প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে ॥১২॥
তামাপতন্তীং নভসি মহোল্কামিব রংহসা। ভাসয়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়কৈঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥১৩॥

তঞ্চ ষোড়শভির্বিদ্ধা বাণৈঃ সৌভঞ্চ খে ভ্রমৎ।
অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্য্য ইব রশ্মিভিঃ ॥১৪॥
শাল্বঃ শৌরেস্তু দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাচ্ছার্ঙ্গমাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥১৫॥

হাহাকারো মহানাসীদ্ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্। নিনদ্য সৌভরাড়ুচ্চৈরিদমাহ জনার্দ্দনম্ ॥১৬॥
যৎ ত্বয়া মূঢ় নঃ সখ্যুর্ভ্রাতুর্ভার্য্যা হৃতেক্ষতাম্। প্রমত্তঃ স সভামধ্যে ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ সখা ॥১৭॥
তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্বাণৈরপরাজিতমানিনম্। নয়াম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠের্মমাগ্রতঃ ॥১৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।
বৃথা ত্বং কথ্যসে মন্দ ন পশ্যস্যন্তিকেঽন্তকম্। পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ ॥১৯॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শাল্বং গদয়া ভীমবেগয়া। ততাড় জত্রৌ সংরব্ধঃ স চকম্পে বমন্নসৃক্ ॥২০॥

তখন হতপ্রায় সৈন্যের অধীশ্বর শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সারথির প্রতি ভয়ানক শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) নিক্ষেপ করিল, শ্রীকৃষ্ণ আকাশে মহা উল্কার ন্যায় বেগে আপতিত দিক্ সকলকে প্রকাশকারিণী সেই শক্তিকে অতি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ১২-১৩

পরে ষোড়শ বাণ দ্বারা শাল্বকে বিদ্ধ করিয়া আকাশে বিচরণশীল সৌভ বিমানকে বহুতর বাণ দ্বারা সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা আকাশকে বিদ্ধ করেন, সেইরূপ বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৪

শাল্ব, ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গধনুঃ সহ বামবাহু শাণিত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল, তাহাতে ধনুঃ ভূতলে পতিত হইল, এই অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল! যাহারা সেই যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে মহা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল, তখন সৌভরাট্ শাল্ব উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিয়া এই কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল। ১৫-১৬

হে মূঢ়! তুমি সর্ব্বলোকের সমক্ষে আমার সখা এবং তোমার ভ্রাতা শিশুপালের ভার্য্যাকে সভামধ্যে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া এবং সভামধ্যে অনবহিত অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য আত্মরক্ষার্থে অপ্রস্তুত আমার সখা সেই শিশুপালকে তুমি বিনাশ করিয়াছ, অদ্য সুশাণিত বাণ সকল দ্বারা অপরাজিতম্মন্য সেই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, যদি তুমি আমার অগ্রে কিছুকাল অবস্থান কর। ১৭-১৮

ভগবান্ বলিলেন, হে মন্দ! তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ, সম্মুখে যম অবস্থিত দেখিতে পাইতেছ না? বীরগণ নিজের পৌরুষ (বীরত্ব) প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, তাঁহারা বহু কথা বলেন না। ১৯

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভয়ানক বেগশালিনী গদা দ্বারা শাল্বের জত্রুদেশে (স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিস্থানে) প্রহার করিলেন, তাহাতে সেই শাল্ব রক্তবমন করিতে করিতে কাঁপিয়াছিল। ২০

বিবৃতি—সুনীলত্ব বিপুলত্বাদি সাধর্ম্ম্য নিবন্ধন আকাশের সহিত সৌভের, অচিন্ত্য বেগবাহুল্য সাধর্ম্ম্য নিবন্ধন রশ্মির সহিত বাণের, অযত্নে রশ্মির ন্যায় বাণ নিক্ষেপ করায় সূর্য্য সহ উপমা দেখান হইয়াছে। ১৪

গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং শাল্বস্ত্বন্তরধীয়ত। ততো মুহূর্ত্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাচ্যুতম্।
দেবক্যা প্রহিতোঽস্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্ ॥২১॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো পিতা তে পিতৃবৎসল। বদ্ধাপনীতঃ শাল্বেন সৌনিকেন যথা পশুঃ ॥২২॥
নিশম্য বিপ্রিয়ং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ। বিমনস্কো ঘৃণী স্নেহাদ্বভাষে প্রাকৃতো যথা ॥২৩॥
কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ।
শাল্বেনাল্পীয়সা নীতঃ পিতা মে বলবান্ বিধিঃ ॥২৪॥
ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্ প্রত্যুপস্থিতঃ। বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ ॥২৫॥
এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি। বধিষ্যে বীক্ষতস্তেঽমুমীশশ্চেৎ পাহি বালিশ ॥২৬॥
এবং নির্ভৎর্স্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ।
উৎকৃত্য শির আদায় খস্থং সৌভং সমাবিশৎ ॥২৭॥
ততো মুহূর্ত্তং প্রকৃতাবুপপ্লুতঃ স্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ।
মহানুভাবস্তদবুধ্যদাসুরীং মায়াং স শাল্বপ্রসৃতাং ময়োদিতাম্ ॥২৮॥
ন তত্র দূতং ন পিতুঃ কলেবরং প্রবুদ্ধ আজৌ সমপশ্যদচ্যুতঃ।
স্বাপ্নং যথা চাম্বরচারিণং রিপুং সৌভস্থমালোক্য নিহন্তুমুদ্যতঃ ॥২৯॥

গদা নিবৃত্ত হইয়া ভগবানের হস্তে গমন করিলে, শাল্ব অন্তর্হিত হইয়াছিল। মুহূর্ত্তকাল পরে এক পুরুষ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, দেবকী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন আর বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে পিতৃবৎসল! সৌনিক (পশুহত্যাকারী) যেমন পশুকে বান্ধিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তোমার পিতাকে শাল্ব বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে। ২১-২২

এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মানুষী-প্রকৃতিগত দয়াবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মানুষের ন্যায় বিমনা হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৩

সুরাসুর কর্ত্তৃক অজেয়, অপ্রমত্ত বলরামকে জয় করিয়া কি প্রকারে এই ক্ষুদ্র শাল্ব আমার পিতাকে লইয়া আসিল! বুঝিলাম, বিধিই বলবান্। ২৪

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে শাল্ব বসুদেবের ন্যায় এক ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়াছিল। ২৫

হে মূর্খ! তোমার এই জন্মদাতা পিতা, যাহার জন্য তুমি জীবন ধারণ করিতেছ, তোমার সমক্ষে ইহাকে বধ করিব, যদি তুমি সমর্থ হও, তবে ইহাকে রক্ষা কর। এইরূপ ভৎসনা করিয়া মায়াবী শাল্ব, খড়্গ দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক উহা লইয়া আকাশস্থ সৌভবিমানে গিয়া প্রবেশ করিল। ২৬-২৭

অনন্তর স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্ হইলেও মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ, স্বজনস্নেহে ক্ষণকাল মনুষ্যস্বভাবে নিমগ্ন হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন, পরে ময় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট শাল্বের বিস্তারিত আসুরী মায়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ২৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া সেই রণক্ষেত্রে স্বপ্ন-প্রপঞ্চের ন্যায় দূত অথবা পিতার দেহ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, এবং আকাশচারী শত্রু শাল্বকে দেখিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ২৯.

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যত ॥৩০॥
ক শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ। ক চাখণ্ডিতবিজ্ঞান-জ্ঞানৈশ্বর্য্যস্ত্বখণ্ডিতঃ ॥৩১॥

যৎপাদসেবোর্জ্জিতয়াত্মবিদ্যয়া হিম্বন্ত্যনাদ্যাত্মবিপর্য্যয়গ্রহম্।
লভন্ত আত্মীয়মনন্তমৈশ্বরং কুতো নু মোহঃ পরমস্য সদ্গতেঃ ॥৩২॥
তং শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তমোজসা শাল্বং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ।
বিদ্ধাচ্ছিনদ্বর্ম্ম ধনুঃ শিরোমণিং সৌভঞ্চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ ॥৩৩॥
তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া বিচূর্ণিতং পপাত তোয়ে গদয়া সহস্রধা।
বিসৃজ্য তদ্ভূতলমাস্থিতো গদামুদ্যম্য শাল্বোঽচ্যুতমভ্যগাদ্‌দ্রুতম্ ॥৩৪॥
আধাবতঃ সগদং তস্য বাহুং ভল্লেন ছিত্ত্বাথ রথাঙ্গমদ্ভুতম্।
বধায় শাল্বস্য লয়ার্কসন্নিভং বিভ্রদ্বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ ॥৩৫॥

হে রাজর্ষে! কোন কোন অনুসন্ধানরহিত ঋষিরা এইরূপ বর্ণন করেন, তাঁহাদের নিজ বাক্যই পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা তাঁহারা স্মরণ করেন না। ৩০

(অসম্ভাবিত বিষয় দেখান হইতেছে) শোক মোহ স্নেহ ভয় এই সকল অজ্ঞ ব্যক্তিতেই জন্মে, তাহাই বা কোথায় আর অখণ্ডিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্ত সুরাসুরপূজিত শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? ৩১

যাঁহার পাদপদ্ম সেবা দ্বারা লব্ধ আত্মবিদ্যা দ্বারা সাধুগণ অনাদি অবিদ্যারূপ মহা মোহকে বিনাশ করেন ও স্বীয় অনন্ত ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, সেই সাধুদিগের গতি পরমেশ্বরের মোহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, অতএব সেই মুনিদিগের মন অকিঞ্চিৎকর। ৩২

অমোঘবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ, বাণ দ্বারা শার্ঙ্গধনু ও নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক প্রহার করিয়া সেই শাল্বকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বর্ম্ম ধনুঃ ও মুকুট ছেদন করিলেন এবং গদা দ্বারা শত্রুর সৌভবিমান ভগ্ন করিয়াছিলেন। ৩৩

কৃষ্ণহস্ত-প্রেরিত গদা দ্বারা সহস্রধা বিচূর্ণিত সেই সৌভবিমান জলমধ্যে পতিত হইয়াছিল, তখন শাল্ব সেই সৌভ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক গদা উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ৩৪

শ্রীকৃষ্ণ, ধাবনপর শাল্বের বাহু ভল্ল দ্বারা ছেদন করিয়া ও অনন্তর শাল্ববধের নিমিত্ত প্রলয়কালীন সূর্য্য সদৃশ চক্র ধারণ করত সূর্য্যযুক্ত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ৩৫

বিবৃতি—কয়েকজন ঋষি পূর্ব্বাপর না দেখিয়া বলেন, রামসহ কৃষ্ণ রাজসূয়ে গমন করেন নাই, কারণ, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া গমন করিলেন এইরূপ উক্ত আছে পরে আর্য্য বলরামসহ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে আগমনবর্ণন দেখা যায়, এই প্রকার নিজবাক্য বিরোধ হয়। ৩০

শাল্ব-মায়া-মোহই শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব নহে, সুতরাং বসুদেবস্নেহ বা তজ্জন্য শোকও সম্ভব নহে, এইরূপ শাল্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় হয় নাই সুতরাং হস্ত হইতে ধনুঃ কিরূপে পড়িবে? শোকাদি দ্বিবিধ—অজ্ঞসম্ভূত ও বিজ্ঞসম্ভূত, এখানে কোনটারই সম্ভাবনা নাই। ৩১

এই শাল্ববধ প্রকরণে বাস্তবিক পক্ষে অসামঞ্জস্য নাই, বলদেব যে রাজসূয়ে গমন করিয়াছিলেন, উহাও বিরুদ্ধ নহে, বলদেব পুররক্ষার্থ দ্বারকায় থাকিলেও যজ্ঞের প্রাক্‌কালে আহূত হইয়া তথায় গমন করেন এবং কৃষ্ণসহ তথা হইতে আসিয়া পুনঃ পুররক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তিনি যদি দ্বারকাতেই থাকিবেন, তবে প্রদ্যুম্নের যুদ্ধাদিতে প্রাধান্য সম্ভব হইত না এবং বলদেবের যজ্ঞে গমন সাধারণ লোকেও জানিত আর বৈশম্পায়নাদি মুনিগণ জানিতেন না, ইহা সম্ভব নহে, অতএব তাঁহাদের সে বিষয়ে মোহ হইতে পারে না। ৩২

জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ।
বজ্রেণ বৃত্রস্য যথা পুরন্দরো বভূব হাহেতি বচস্তদা নৃণাম্॥৩৬॥
তস্মিন্ নিপতিতে পাপে সৌভে চ গদয়া হতে। নেদুর্দুন্দুভয়ো রাজন্ দিবি দেবগণেরিতাঃ।
সখীনামপচিতিং কুর্ব্বন্ দন্তবক্রো রুষাভ্যগাৎ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে সৌভবধো নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৭॥

পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই বহুমায়াধারী শাল্বের কুণ্ডল ও কিরীটযুক্ত মস্তক সেই চক্র দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন, যেমন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন তাহার ন্যায়, তৎকালে মনুষ্য লোকে হা হা শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। ৩৬

পাপাত্মা শাল্ব নিপতিত হইলে এবং গদা দ্বারা সৌভবিমান বিচূর্ণিত হইলে, স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমত সময়ে স্বীয় সখাগণের বৈরনিগ্রহরূপ প্রত্যুপকার করিবার নিমিত্ত দন্তবক্র ক্রোধে তথায় আগমন করিয়াছিল। ৩৭

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

শিশুপালস্য শাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্ম্মতিঃ। পরলোকগতানাঞ্চ কুর্ব্বন্ পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ ॥১॥
একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন্। পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত ॥২॥
তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সত্বরম্। অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধুং বেলেব প্রত্যধাৎ ॥৩॥
গদামুদ্যম্য কারূষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্ম্মদঃ। দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভবানদ্য মম দৃষ্টিপথং গতঃ ॥৪॥
ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ মিত্রধ্রুঙ্ মাং জিঘাংসসি। অতস্ত্বাং গদয়া মন্দ হনিষ্যে বজ্রকল্পয়া ॥৫॥
তর্হ্যানৃণ্যমুপৈম্যজ্ঞ মিত্রাণাং মিত্রবৎসলঃ। বন্ধুরূপমরিং হত্বা ব্যাধিং দেহচরং যথা ॥৬॥
এবং রুক্ষৈস্তুদন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তোত্রৈরিব দ্বিপম্। গদয়াতাড়য়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহবদ্ব্যনদচ্চ সঃ ॥৭॥
গদয়াভিহতোঽপ্যাজৌ ন চচাল যদূদ্বহঃ। কৃষ্ণোঽপি তমহন্ গুর্ব্ব্যা কৌমোদক্যা স্তনান্তরে ॥৮॥
গদানির্ভিন্নহৃদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ। প্রসার্য্য কেশবাহ্বঙ্ঘ্রীন্ ধরণ্যাং ন্যপতদ্ব্যসুঃ ॥৯॥
ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতম্। পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং যথা চৈদ্যবধে নৃপ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ! শিশুপাল, শাল্ব ও দুর্ম্মতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব পরলোকগত হইলে তাহাদের পারোক্ষ্য অর্থাৎ অসাক্ষাতে সৌহার্দ্দ করিবার নিমিত্ত একাকী পদাতি ক্রুদ্ধ গদাহস্ত মহাবলবান্ দন্তবক্র পদভরে ভূমিকে কম্পিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১-২

শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে সমাগত দন্তবক্রকে দেখিয়া গদা হস্তে রথ হইতে নামিয়া সমুদ্রকে যেমন বেলাভূমি অবরোধ করে, সেইরূপ তাহাকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। তখন দুর্ম্মদ, কারূষ, (করূষ দেশোদ্ভব) দন্তবক্র গদা উদ্যত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল, বড় সৌভাগ্য যে, তুমি অদ্য আমার দৃষ্টিপথে আগত হইয়াছ। ৩-৪

হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের মাতুলপুত্র অথচ মিত্রদ্রোহী, অতএব আমাকেও বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব হে মন্দ! এই বজ্রতুল্য গদা দ্বারা তোমাকে বধ করিব। ৫

রে অজ্ঞ! মিত্রবৎসল আমি তাহা হইলে দেহচর ব্যাধির ন্যায় বন্ধুরূপ শত্রু তোমাকে বধ করিয়া মিত্রগণের নিকট অঋণী হইব। ৬

এইরূপ রুক্ষ বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া দন্তবক্র অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে প্রহার করিয়াছিল এবং সিংহের ন্যায় নিনাদ করিয়াছিল। ৭

কিন্তু যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গদা দ্বারা আহত হইয়াও যুদ্ধস্থলে তিনি অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না, পরে শ্রীকৃষ্ণও গুরুভারযুক্ত কৌমোদকী গদা দ্বারা শত্রুর স্তনদ্বয়মধ্যে প্রহার করিয়াছিলেন। তখন দন্তবক্র গদা প্রহারে বিদীর্ণবক্ষঃ হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন করিতে করিতে কেশ হস্ত ও পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া ধরণীতলে নিষ্প্রাণ হইয়া পতিত হইল। ৮-৯

পরে শিশুপালের শরীরের জ্যোতির ন্যায় দন্তবক্রের শরীরস্থ সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ১০

বিবৃতি—চক্ষুরাদির অগ্রাহ্যত্ব নিবন্ধন সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা অল্প নহে। সকলে সেইদিকে চাহিয়া থাকিলেও কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই; যদিও উহা উল্কার ন্যায় ছিল, তথাপি এই অদর্শনের কারণ ভগবদিচ্ছা, পার্ষদত্ব নিবন্ধন উভয়েরই গতি তুল্য হইয়াছিল। ১০

বিদূরথস্তু তদ্‌ভ্রাতা ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ। আগচ্ছদসিচর্ম্মভ্যামুচ্ছ্বসংস্তজ্জিঘাংসয়া ॥১১॥
তস্য চাপততঃ কৃষ্ণশ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা। শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ॥১২॥
এবং সৌভঞ্চ শাল্বঞ্চ দন্তবক্রং সহানুজম্। হত্বা দুর্ব্বিষহানন্যৈরীড়িতঃ সুরমানবৈঃ ॥১৩॥
মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ। অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ ॥১৪॥
উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ। বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবরৈর্বিবেশালঙ্কৃতাং পুরীম্ ॥১৫॥
এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্ জগদীশ্বরঃ। ঈয়তে পশুদৃষ্টীনাং নির্জ্জিতো জায়তীতি সঃ ॥১৬॥
শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ। তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল ॥১৭॥

তাহার পর দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বধেচ্ছায় অসি চর্ম্ম হস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় উপস্থিত হইল। ১১

হে রাজেন্দ্র! সে আগত হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্র দ্বারা কিরীট-কুণ্ডলযুক্ত তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। ১২

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সৌভবিমান, শাল্ব, সানুজ দন্তবক্র প্রভৃতি অন্যের দুর্বিষহ বীরগণকে বধ করিয়া সুরগণ, মানবগণ, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, অপ্সরাঃ, পিতৃগণ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও স্তুত হইয়া এবং সেই সকল কর্ত্তৃক উপগীয়মান বিজয় ও কুসুমনিকর দ্বারা অভিবৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে বৃষ্ণিবীরগণে পরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৩-১৫

যোগেশ্বর ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অবলীলাক্রমে জয় প্রাপ্ত হইলেও কদাচিৎ তিনি জরাসন্ধাদি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহা পশুদৃষ্টিসম্পন্ন লোকে বলিয়া থাকে, অন্যে কহে না। ১৬

বলরাম কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ শ্রবণ করিয়া তিনি সেই যুদ্ধে মধ্যস্থ অর্থাৎ উদাসীন ছিলেন এবং সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থযাত্রাচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ১৭

বিবৃতি—এই দন্তবক্রবধ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বিশেষ দেখা যায়। যথা—শিশুপালনিধন শ্রবণ করিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া রথে চড়িয়া অতিদ্রুত মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে অহোরাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল, কৃষ্ণ গদা দ্বারা তাহাকে বধ করেন, সে কৃষ্ণের সারূপ্য-মুক্তি লাভ করে, এইভাবে জয়-বিজয় তিনজন্মে সনকাদির শাপমুক্ত হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাল্ববিজয়ের পর দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই মনোজবসম্পন্ন রথে তৎক্ষণাৎ মথুরার নিকটে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পান। অদ্যাপি দ্বারকাদিগ্‌বর্ত্তী মথুরার দ্বারে দন্তবক্র হা—ইহার অপভ্রংশ দতিহা নামে বজ্রের স্থাপিত গ্রাম দেখা যায়। ইহার পর কৃষ্ণ যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে গমন করেন, তথায় উৎকণ্ঠিত পিতা মাতাকে আশ্বাসিত করিয়া বহু বস্ত্রাভরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। তাহার পর যমুনাপুলিনে গোপীগণসহ নিরন্তর বিহার করেন, ঐস্থানে দুই মাসকাল অবস্থান করিয়া নন্দ যশোদা, গোপ-গোপীগণকে নিত্যধাম গোলোকে রাখিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। তাবৎকাল যদুবীরগণ যোগমায়াপ্রভাবে ক্ষণকালের ন্যায় পুরীর বাহিরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ আসিলে তাঁহার সহিত সকলে পুরপ্রবেশ করেন। এই ঘটনা কুরুক্ষেত্র মিলনের পর ঘটিয়াছিল, লীলাক্রম এই প্রকার। প্রথম সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রগমন, তাহার পর রাজসূয় সভা, তাহার পর দ্যুতক্রীড়া, তদনন্তর পাণ্ডবগণের বনগমন, সেই সময়ে শাল্ব দন্তবক্রবধ, ব্রজে গমন ব্রজলীলার উপসংহার, এই সকল বিষয়গুলি বৈষ্ণবতোষণীতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা তোষণী দেখিবেন। ১৬

বলদেব দেখিলেন, দুর্য্যোধন আমার প্রিয় এবং শিষ্য, পাণ্ডবেরাও প্রিয় ও কুটুম্ব, উভয়পক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নিমন্ত্রণ আসিবে, তখন কোন্ পক্ষে যাইব এই বিবেচনা করিয়া তিনি তীর্থযাত্রাচ্ছলে দ্বারকা হইতে বহির্গত হইলেন। ১৭

স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্। সরস্বতীং প্রতিস্রোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ॥১৮॥
পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকূপং সুদর্শনম্। বিশালাং ব্রহ্মতীর্থঞ্চ চক্রং প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥১৯॥
যমুনামনু যান্যেব গঙ্গামনু চ ভারত। জগাম নৈমিষং যত্র ঋষয়ঃ সত্রমাসতে ॥২০॥
তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ। অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চ্চয়ন্ ॥২১॥
সোঽর্চ্চিতঃ সপরীবারঃকৃতাসনপরিগ্রহঃ। রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত ॥২২॥
অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্। অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রাংশ্চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ ॥২৩॥
কস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যাস্তে প্রতিলোমজঃ। ধর্ম্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্ম্মতিঃ ॥২৪॥
ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ। সেতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥২৫॥
অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ। ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ ॥২৬॥
এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ। বধ্যা মে ধর্ম্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ ॥২৭॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি। ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ ॥২৮॥

প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া দেবর্ষিমানবগণ ও পিতৃমানবদিগের তর্পণক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণসহ প্রতিস্রোতা সরস্বতীতে গমন করিলেন। ১৮

অনন্তর পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্ব্বদিগ্‌বাহিনী সরস্বতীতে গমন করিলেন। পরে গঙ্গা ও যমুনার যত তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থে গমন করিয়া সর্ব্বশেষে নৈমিষারণ্যে গমন করেন, যেস্থানে ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। বলদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দীর্ঘসত্রী মুনিগণ যথাবিধি অভ্যুত্থান অভিনন্দন ও প্রণাম করিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ১৯-২১

বলদেবও সপরিবারে অর্চ্চিত হইয়া আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসনে মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ২২

ভগবান্ মাধব রাম অনুত্থিত, অকৃতাঞ্জলি, অবিনীত, ব্রাহ্মণগণমধ্যে উচ্চাসনে উপবিষ্ট সূতজাতীয় রোমহর্ষণকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ২৩

এই প্রতিলোমজ সূত কি নিমিত্ত বিপ্রগণের মধ্যে ও ধর্ম্মপালক আমাদের মধ্যে উচ্চাসনে বসিয়া আছে? অতএব এই দুর্ম্মতি বধের যোগ্য। মহর্ষি ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইয়া এবং সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াও অজিতেন্দ্রিয় অবিনীত ও বৃথা পণ্ডিতমানী, ইহার অধ্যয়ন, অজিতাত্মা নটের ন্যায়, গুণের জন্য হয় নাই। ২৪-২৬

এই নিমিত্তই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, যে এইরূপ ধর্ম্মধ্বজী অর্থাৎ ধার্ম্মিকচিহ্নধারী, সেই লোক সকলকে বধ করিব, যেহেতু ইহারা অত্যন্ত পাতকী। ২৭

ভগবান্ প্রভু সঙ্কর্ষণ এইমাত্র বলিয়া তিনি অসৎ বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেও ভবিতব্য অপরিহার্য্য হেতু করস্থিত কুশাগ্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। ২৮

বিবৃতি—পৃথূদক কুরুক্ষেত্রে, যেস্থানে পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ হয়, বিন্দুসরঃ কর্দ্দমাশ্রম, গুর্জ্জর দেশীয় সিদ্ধপুরবর্ত্তী, ত্রিতকূপ—একত ও দ্বিতীয়ের ভ্রাতা ত্রিত নিজে ভ্রাতৃদ্বয়কে বঞ্চনা করিয়া গোধন সকল লইয়া যাইবার সময়ে এক স্থানে পতিত হয়, পরে তথায় সোম দ্বারা যজ্ঞ করিয়া উত্থিত হয়, সেইকূপ সরস্বতী তীরবর্ত্তী, বিশালা সরস্বতীতীরবর্ত্তী তীর্থবিশেষ; বিশালা পারে অবন্তী; প্রাচী সরস্বতী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে এইস্থানে পথের ব্যুৎক্রম দেখা যায়, ইহা তীর্থক্রমানুরোধে বুঝিতে হইবে। ১৯

সূতের বিশেষণগুলি পর পরভাবে আলোচিত হইলে এবং চিহ্ন দ্বারা তাহাকে সূতজাতীয় নির্ণয় করিয়া বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ২৩

হাহেতি বাদিনঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ খিন্নমানসাঃ। উচুঃ সঙ্কর্ষণং দেবমধর্ম্মস্তে কৃতঃ প্রভো ॥২৯॥
অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন। আয়ুশ্চাত্মক্লমং তাবদ্‌যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥৩০॥
অজানতৈবাচরিতস্ত্বয়া ব্রহ্মবধো যথা। যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ ॥৩১॥
যদ্যেতদ্‌ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন। চরিষ্যতি ভবান্ লোকসংগ্রহোঽনন্যচোদিতঃ ॥৩২॥
শ্রীভগবানুবাচ।
চরিষ্যে বধনির্ব্বেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া। নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্ ॥৩৩॥
দীর্ঘমায়ুর্ব্বতৈতস্য সত্ত্বমিন্দ্রিয়মেব চ। আশাসিতং যৎ তদ্‌ব্রূত সাধয়ে যোগমায়য়া ॥৩৪॥
ঋষয় উচুঃ।
অস্ত্রস্য তব বীর্য্যস্য মৃত্যোরস্মাকমেব চ। যথা ভবেদ্বচঃ সত্যং তথা রাম বিধীয়তাম্ ॥৩৫॥
শ্রীভগবানুবাচ।
আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্। তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ ॥৩৬॥

তখন সকল মুনিগণ খিন্নমনে হাহাকার করিয়া বলিলেন, হে প্রভো! অদ্য তুমি অধর্ম্ম করিয়াছ। ২৯

হে যদুনন্দন! যে পর্য্যন্ত আমাদের যজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, ততদিনের জন্য আমরা ইহাকে ব্রহ্মাসন, শারীরিক শ্রমাভাব ও আয়ুঃ প্রদান করিয়াছি। ৩০

তুমি না জানিয়া যথাবৎ এই ব্রহ্মবধ করিয়াছ, তুমি যোগেশ্বর বলিয়া যদিও বেদ তোমার নিয়ামক নহে, তথাপি তোমায় ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ৩১

হে লোকপাবন! তুমি যদি অন্য কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া অর্থাৎ স্বয়ং এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর, তাহা হইলে লোকসংগ্রহ হইবে। ৩২

ভগবান্ রাম বলিলেন, লোকের প্রতি অনুগ্রহ কামনায় আমি ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত করিব, মুখ্যপক্ষে ইহার যাহা প্রায়শ্চিত্ত তাহা বিধান করুন। ৩৩

হে মুনিগণ! এ ব্যক্তির সুদীর্ঘ আয়ুঃ, বল, ইন্দ্রিয়-পটুতা ইহা ভিন্ন তোমরা ইহাকে কি বর প্রদান করিয়াছ তাহা বল, আমি যোগমায়া দ্বারা তাহা সাধন করিব। ৩৪

ঋষিগণ বলিলেন, হে রাম! অধিক আর কি বলিব, যাহাতে তোমার অস্ত্র সকলের সত্যতা এবং আমাদিগের বাক্যের সত্যতা রক্ষিত হয়, তাহার বিধান কর। ৩৫

ভগবান্ রাম বলিলেন, আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, ইহা বেদের অনুশাসন, অতএব এক্ষণ অবধি ইহার আয়ুঃ ইন্দ্রিয় ও বলশালী উগ্রশ্রবা তোমাদের পুরাণবক্তা হইবেন। ৩৬

বিবৃতি—যাহাতে ইহার শরীরে ক্লান্তি না হয়, তদর্থে আমরা ইহাকে আয়ুঃ এবং ব্রাহ্মণোচিত আসন দিয়াছি। ৩০

তুমি বিচার না করিয়াই ব্রহ্মবধ করিয়াছ। এখানে বুঝিতে হইবে যে, সূতকে ব্রাহ্মণাসন দেওয়ায় তদ্বধে ব্রহ্মবধ সদৃশ পাপ হইবে। তন্নিরাকরণার্থ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। ৩১

আপনি স্বতন্ত্র সুতরাং লোক সকল যাহাতে শাস্ত্রপথে থাকে, তাহার জন্য ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। আপনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আপনার আচরণই লোকে অনুবর্ত্তন করিবে, সুতরাং আপনার উহা করা উচিত। ৩২

বেদে আছে, "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্।" সাক্ষাৎ-রূপে রোমহর্ষণকে জীবিত না করায় অস্ত্রের ও মৃত্যুর সত্যতা, পুত্ররূপে আয়ুঃ প্রভৃতি সিদ্ধ হওয়ায় আপনাদের বাক্যের সত্যতা রক্ষিত হইবে। ৩৬

কিং বঃ কামো মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রূতাহং করবাণ্যথ। অজানতস্ত্বপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ॥৩৭॥
ঋষয় ঊচুঃ।
ইল্বলস্য সুতো ঘোরো বল্বলো নাম দানবঃ। স দূষয়তি নঃ সত্রমেত্য পর্ব্বণি পর্ব্বণি॥৩৮॥
তং পাপং জহি দাশার্হ তন্নঃ শুশ্রূষণং পরম্। পূয়শোণিতবিন্মূত্রসুরামাংসাভিবর্ষিণম্॥৩৯॥
ততশ্চ ভারতং বর্ষং পরীত্য সুসমাহিতঃ। চরিত্বা দ্বাদশ মাসাংস্তীর্থস্নায়ী বিশুধ্যসি॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বলদেবচরিত্রে বল্বলবধোপক্রমো নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৮॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে তোমরা আমার নিকট আর কি কামনা কর, তাহা বল তাহা আমি সম্পন্ন করিব, আর আমার অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহাও চিন্তা কর, আমি তাহা অনুষ্ঠান করিব। ৩৭

ঋষিগণ বলিলেন, ইল্বলের পুত্র বল্বলনামে এক ঘোর দানব প্রতি পর্ব্বদিনে আসিয়া আমাদিগের যজ্ঞ দূষিত করে, হে দেব! পূয, শোণিত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা ও মাংসবর্ষণকারী সেই পাপাত্মাকে বধ করিলে আমাদের অত্যন্ত উপকার হয়। অতঃপর সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যভাগ প্রদক্ষিণ করিয়া সমাহিত চিত্তে দ্বাদশ মাস ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া তীর্থস্নায়ী হইলে ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইবে। ৩৮-৪০

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

একোনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ততঃ পর্ব্বণ্যুপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংশুবর্ষণঃ। ভীমো বায়ুরভূদ্রাজন্ পূয়গন্ধস্তু সর্ব্বশঃ ॥১॥
ততোঽমেধ্যময়ং বর্ষং বল্বলেন বিনির্ম্মিতম্। অভবদ্‌যজ্ঞশালায়াং সোঽন্বদৃশ্যত শূলধৃক্ ॥২॥
তং বিলোক্য বৃহৎকায়ং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্। তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং দংষ্ট্রোগ্রভ্রূকুটীমুখম্ ॥৩॥
সস্মার মুষলং রামঃ পরসৈন্যবিদারণম্। হলঞ্চ দৈত্যদমনং তে তূর্ণমুপতস্থতুঃ ॥৪॥
তমাকৃষ্য হলাগ্রেণ বল্বলং গগনেচরম্। মুষলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মদ্রুহং বলঃ ॥৫॥
সোঽপতদ্ভুবি নির্ভিন্নললাটোঽসৃক্ সমুৎসৃজন্। মুঞ্চন্নার্ত্তস্বরং শৈলো যথা বজ্রহতোঽরুণঃ ॥৬॥
সংস্তুত্য মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ। অভ্যষিঞ্চন্ মহাভাগা বৃত্রঘ্নং বিবুধা যথা ॥৭॥
বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাম্। রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৮॥
অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৌশিকীমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ। স্নাত্বা সরোবরমগাদ্‌যতঃ সরযূরাস্রবৎ ॥৯॥
অনুস্রোতেন সরযূং প্রয়াগমুপগম্য সঃ। স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ জগাম পুলহাশ্রমম্ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অনন্তর পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে, সকল দিক্ হইতে পূয়গন্ধযুক্ত প্রচণ্ড পাংশুবর্ষণকারী ভয়ানক ঝটিকাবায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। ১

তাহার পর সেই যজ্ঞশালামধ্যে বল্বলাসুরকৃত অমেধ্যময় বর্ষণ হইতে লাগিল, তৎপশ্চাৎ শূলধারী সেই অসুর (অথবা বলদেব) দৃষ্ট হইয়াছিল। ২

বলদেব অঞ্জনরাশিতুল্য বৃহৎকায়, তপ্ত তাম্রবর্ণ কেশ ও শ্মশ্রুবিশিষ্ট, দংষ্ট্রা এবং উগ্রভ্রূকুটি দ্বারা ভীষণবদন বল্বলকে দেখিয়া পরসৈন্যবিদারণকারী মুষল ও দৈত্যদমন হলকে স্মরণ করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ হল ও মুষল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৩-৪

তখন বলদেব ক্রোধে সেই গগনচারী ব্রহ্মদ্রোহী বল্বলকে আকর্ষণ করিয়া তাহার মস্তকে মুষল দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন। ৫

তখন ভগ্নললাট বল্বল, অতএব ধারারূপে রক্ত মোচন করত অরুণবর্ণ হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ৬

তখন মুনিগণ রামকে স্তব করিয়া সদ্যঃফলপ্রদ সত্য আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই মহাভাগ্য ঋষিগণ—বৃত্রঘাতী ইন্দ্রকে যেমন দেবগণ অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলদেবকে অভিষেক করিয়াছিলেন। ৭

এবং মুনিগণ রামকে অতি সুন্দর অম্লান-পঙ্কজ বৈজয়ন্তী মালা ও দিব্য বস্ত্রদ্বয় ও আভরণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ৮

অনন্তর বলরাম সেই ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণগণসহ কৌশিকীতে গমন ও তথায় স্নান করিয়া সেই সরোবরে গমন করেন, যেখান হইতে সরযূ নদী বাহির হইয়াছে। ৯

তথা হইতে সরযূর অনুলোম ক্রমে প্রয়াগে আসিয়া তথায় স্নান এবং দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করেন। ১০

গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্লুতঃ। গয়াং গত্বা পিতৄনিষ্ট্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥১১॥
উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ। সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং ততঃ ॥১২॥
স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম্। দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥১৩॥
কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীঞ্চ সরিদ্বরাম্। শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥১৪॥
ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা। সামুদ্রং সেতুমগমৎ মহাপাতকনাশনম্ ॥১৫॥
তত্রাযুতমদাদ্ধেনূর্ব্রাহ্মণেভ্যো হলায়ুধঃ। কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ঞ্চ কুলাচলম্ ॥১৬॥
তত্রাগস্ত্যং সমাসীনং নমস্কৃত্যাভিবাদ্য চ। যোজিতস্তেন চাশীর্ভিরনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম্।
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ ॥১৭॥
ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্। বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বাস্পর্শদ্গবাযুতম্ ॥১৮॥
ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাংস্তু ত্রিগর্ত্তকান্। গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জ্জটেঃ ॥১৯॥
আর্য্যাং দ্বৈপায়নীং দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগাদ্বলঃ। তাপীং পয়োষ্ণীং নির্ব্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্ ॥২০॥
প্রবিশ্য রেবামগমদ্যত্র মাহিষ্মতী পুরী। মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ ॥২১॥

পরে ক্রমশঃ গোমতী ও গণ্ডকীতে স্নান করিয়া বিপাশা ও শোণে অবগাহন করিলেন, অনন্তর গয়ায় গিয়া স্নান ও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন করিলেন, তথায় স্নান করিয়া (পুরুষো-ত্তমতীর্থে সাগর সন্নিকটে গমন করেন) পরে মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামকে দর্শন ও অভিবাদন করিয়া সপ্ত গোদাবরী, বেণা, পম্পা ও ভীমরথীতে গমন করেন। ১১ ১২

অনন্তর কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করিয়া গিরিশালয় শ্রীশৈলে গমন করেন, পরে তথা হইতে দ্রাবিড় দেশে মহাপুণ্য বেঙ্কট নামক পর্ব্বত দর্শন করিয়া, কাম-কোষ্ণী, কাঞ্চীপুরী, সরিৎশ্রেষ্ঠা কাবেরী ও মহাপুণ্য শ্রীরঙ্গাখ্য তীর্থে গমন করেন, যেস্থানে হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন। ১৩-১৪

পরে হরিক্ষেত্র ঋষভ পর্ব্বত, দক্ষিণ মথুরা, এবং মহাপাতকনাশন সেতুবন্ধ সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। সেইস্থানে হলায়ুধ রাম ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র ধেনু দান করিয়াছিলেন। তৎপরে কৃতমালা, তাম্রপর্ণী ও কুলপর্ব্বত মলয়ে গমন করিয়া তথায় আসীন অগস্ত্যকে নমস্কার ও অভিবাদন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়েন। পরে তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করেন তথায় (কন্যাকুমারীতে) কন্যা নাম্নী দুর্গাদেবীকে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৫-১৭

তাহার পর ফাল্গুনতীর্থ—অনন্তপুরে পঞ্চাপ্সরস-তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নানাদি কার্য্য সমাপনান্তে দশ সহস্র ধেনু দান করেন, যেস্থানে হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন। ১৮

অনন্তর ভগবান্ বলরাম, কেরল ও ত্রিগর্ত্ত দেশ অতিক্রম করিয়া গোকর্ণ নামক শিবক্ষেত্রে উপনীত হয়েন, যে স্থানে ধূর্জ্জটি সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন। ১৯

অনন্তর বলদেব আর্য্যা দ্বৈপায়নীকে দর্শন করিয়া শূর্পারকে গমন করিয়াছিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তাপী, পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নান করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন, পরে রেবায় গমন করেন, যাহার তীরে মাহিষ্মতী পুরী বিদ্যমান আছে, তথায় মনুতীর্থে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার প্রভাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ২০—২১

শ্রুত্বা দ্বিজৈঃ কথ্যমানং কুরুপাণ্ডবসংযুগে। সর্ব্বরাজন্যনিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ ॥২২॥
স ভীমদুর্য্যোধনয়োর্গদাভ্যাং যুধ্যতোর্মৃধে। বারয়িষ্যন্ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ ॥২৩॥
যুধিষ্ঠিরস্তু তং দৃষ্ট্বা যমৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবপি। অভিবাদ্যাভবংস্তূষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ ॥২৪॥
গদাপাণী উভৌ দৃষ্ট্বা সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ। মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদমব্রবীৎ ॥২৫॥
যুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্ হে বৃকোদর। একং প্রাণাধিকং মন্যে উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্ ॥২৬॥
তস্মাদেকতরস্যেহ যুবয়োঃ সমবীর্য্যয়োঃ। ন লক্ষ্যতে জয়োঽন্যো বা বিরমত্বফলো রণঃ ॥২৭॥
ন তদ্বাক্যং জগৃহতুর্বদ্ধবৈরৌ নৃপার্থবৎ। অনুস্মরন্তাবন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ ॥২৮॥
দিষ্টং তদনুমন্বানো রামো দ্বারবতীং যযৌ। উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ ॥২৯॥
তং পুনর্নৈমিষং প্রাপ্তমৃষয়োঽযাজয়ন্ মুদা। ক্রত্বঙ্গং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্ ॥৩০॥

বলদেব প্রভাসে ব্রাহ্মণগণের মুখে কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে সকল রাজন্যগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর ভার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পরে যদুনন্দন বলদেব গদা দ্বারা যুধ্যমান ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ নিবারণ করিবার মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। ২২-২৩

রাজা যুধিষ্ঠির, যমজ নকুল সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ইঁহারা সকলে বলরামকে দেখিয়া ও অভিবাদন করিয়া ইনি কি বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ইহা ভাবিয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৪

পরে বলদেব, ক্রুদ্ধ, গদাহস্ত, বিজয়াভিলাষী উভয় বীর, ভীম ও দুর্য্যোধনকে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে দেখিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ২৫

হে রাজন্! হে বৃকোদর! তোমরা বীরদ্বয় তুল্য বলবান, তোমাদিগের এক জনকে অর্থাৎ ভীমকে দুর্য্যোধনাপেক্ষায় অধিক বলী ও অপরকে অর্থাৎ দুর্য্যোধনকে ভীমাপেক্ষায় শিক্ষায় অধিক মনে করি। ২৬

অতএব সমবীর্য্য তোমাদের দুইজনের মধ্যে একতরের জয় বা অন্যের পরাজয় লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। সুতরাং তোমাদের এই জয়াদি-রহিত নিষ্ফল সংগ্রাম বিরত হউক অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধ করিও না। ২৭

হে নৃপ! তখন বদ্ধবৈর সেই উভয়ে পরস্পরের দুর্ব্বাক্য ও দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া বলদেবের সেই অর্থবৎ বাক্য গ্রহণ করিল না, তাহারা যুদ্ধই করিতে লাগিল। বলদেব ইহা দৈবের কার্য্য মনে করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া উগ্রসেনাদি প্রীত জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ২৮-২৯

পরে রাম পুনর্ব্বার নৈমিষারণ্যে উপনীত হইলে তত্রত্য ঋষিগণ যজ্ঞমূর্ত্তি ও অখিল যুদ্ধনিবৃত্ত রামকে নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা যাজন করিয়াছিলেন। ৩০

বিবৃতি—কৃষ্ণার্জ্জুনের পশ্চাদভিবাদনের কারণ ভারত যুদ্ধে নিজ বন্ধু বান্ধব সকল ক্ষত্রিয়ক্ষয়ে প্রধানতঃ তাঁহারাই মুখ্য কারণ ছিলেন, এই জন্য উঁহাদের লজ্জাদি দ্বারা সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি এই যুদ্ধে দোষ বা গুণ কি বলিবেন তাহা বুঝিতে না পারায় সকলে তূষ্ণীভূত ছিলেন। ২৪

এই কারণেই ভীম ও দুর্য্যোধন বলদেবকে নমস্কার করিতে পারে নাই। ২৫

শ্লেষে বলা হইয়াছে, ভীমকে সুহৃদ্ বলিয়া প্রাণাধিক মনে করি এবং দুর্য্যোধনকে শিক্ষা দিয়াছি—সে আমার শিষ্য, এই জন্য তাহাকেও অধিক স্নেহের পাত্র মনে করি, অথবা পূর্ব্বাবধি ইহাদিগকে ভালরূপে জানি বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত রূপ আমি মনে করি। ২৬

তীর্থযাত্রা সমাপ্তির পর রাম যাদববীরগণ ও যজ্ঞসম্ভার সহ নৈমিষারণ্যে গমন করেন এবং এই তীর্থযাত্রার পর হইতে তিনি আর কোনও যুদ্ধ করেন নাই। সেই নিবৃত্তহিংস রামকে তত্রত্য ঋষি অনেকগুলি যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ৩০

তেভ্যো বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং ভগবান্ ব্যতরদ্বিভুঃ। যেনৈবাত্মন্যদো বিশ্বমাত্মানং বিশ্বগং বিদুঃ ॥৩১॥
স্বপত্ন্যাবভৃথস্নাতো জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্বৃতঃ। রেজে স্বজ্যোৎস্নয়েবেন্দুঃ সুবাসাঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতঃ ॥৩২॥
ঈদৃগ্বিধান্যসংখ্যানি বলস্য বলশালিনঃ। অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য মায়ামর্ত্ত্যস্য সন্তি হি ॥৩৩॥
যোঽনুস্মরেত রামস্য কর্ম্মাণ্যদ্ভুতকর্ম্মণঃ। সায়ং প্রাতরনন্তস্য বিষ্ণোঃ স দয়িতো ভবেৎ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বলদেবতীর্থযাত্রানিরূপণং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

ভগবান্ বলদেব, সেই ঋষিগণকে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, যে জ্ঞান দ্বারা আমাতে এই বিশ্ব ও বিশ্বেতে আমাকে অভিন্নরূপে জানা যায়। ৩১

পরে পত্নী রেবতীর সহিত অবভৃথ স্নান করিয়া এবং জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া এবং শুভ্র বস্ত্র মাল্য-বিভূষিত হইলেন—যাহাতে জ্যোৎস্না দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। অনন্ত অপ্রমেয় ও মায়ামর্ত্ত্য বিগ্রহধারী বলদেবের এই প্রকার অসংখ্য আশ্চর্য্যকর কথা আছে। ৩২-৩৩

অদ্ভুতকর্ম্মা ও অনন্ত রামের সেই কর্ম্ম সকল যে ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রভাতকালে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র হয়। ৩৪

ইতি দশম স্কন্ধে একোনাশীতিতম অধ্যায়।

অশীতিতম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ভগবন্ যানি চান্যানি মুকুন্দস্য মহাত্মনঃ। বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো ॥১॥

কো নু শ্রুত্বা সকৃদ্‌ব্রহ্মন্ উত্তমঃশ্লোকসৎকথাঃ। বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ ॥২॥

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥৩॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥৪॥

সূত উবাচ।

বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নহৃদয়োঽব্রবীৎ ॥৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ। বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ভগবন্! অনন্ত-বীর্য্য মহাত্মা মুকুন্দের অন্যান্য বীর্য্যবৎ কার্য্য সকল আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

হে ব্রহ্মন্! নিরন্তর কাম-ক্রোধাদি শরে বিদ্ধ অতএব বিষণ্ণ, কোন্ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অসকৃৎ উত্তম-শ্লোক ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে পারে? ২

সেই বাক্যকেই বাক্য বলে, যাহার দ্বারা ভগবানের গুণ বর্ণিত হয়, অন্যথা ভেক-জিহ্বার ন্যায় হেয়; সেই হস্তকেই হস্ত বলি, যাহার দ্বারা ভগবানের কর্ম্ম করা হয়; সেই মনকেই মন বলি, যাহা দ্বারা স্থাবর জঙ্গমে অবস্থিত তাঁহাকে স্মরণ করা যায়; সেই কর্ণকে কর্ণ বলি, যদ্দ্বারা তাঁহার পুণ্য-কথা শ্রুত হয়। ৩

সেই মস্তককে মস্তক বলি, যে মস্তক শালগ্রামাদি বিগ্রহ ও তদ্ভক্তগণকে অথবা স্থাবর জঙ্গম এই দ্বিবিধ বিগ্রহকে ভূমি স্পর্শ করিয়া নমস্কার করে; সেই চক্ষুই চক্ষুঃ, যাহা ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করে; সেই অঙ্গই অঙ্গ, যাহারা বিষ্ণুর অথবা তদ্ভক্তজনের পাদোদক নিত্য সেবা করে। ৪

সূত বলিলেন, ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব বিষ্ণুরাত রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, পরে ভগবান্ বাসুদেবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ৫

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কোন এক ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন, তিনি ইন্দ্রিয়ার্থে বিরক্ত, প্রশান্তচেতা ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। ৬

বিবৃতি—ভগবৎকথা বহুবার শুনিলেও বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিই তাহাতে তৃপ্ত হইয়া বিরত হয়েন না; কারণ, সংসারে নিরন্তর কামক্রোধাদি রিপুর প্রহারে মানব বিচল থাকে, সে অমৃতমাখা ভগবৎকথা শ্রবণে শান্তিলাভ করে, তাহাতে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি হয় না। এ কথা প্রথম স্কন্ধে 'বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম' ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। ২

এইরূপ কথায় কালাদি ক্রমাপেক্ষা করিতে নাই; প্রশ্নকর্ত্তার ভাবানুসারে রসোৎপত্তি হয়, সেই জন্য বক্তা তদনুরূপ ভাবেই নিজের বক্তব্য বলিয়া থাকেন। ৫

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নামানুসারে জানা যায়, এই ব্রাহ্মণের নাম শ্রীদাম ছিল। ৬

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমী। তস্য ভার্য্যা কুচৈলস্য ক্ষুৎক্ষামা চ তথাবিধা ॥৭॥
পতিব্রতা পতিং প্রাহ ম্লায়তা বদনেন সা। দরিদ্রং সীদমানা বৈ বেপমানাভিগম্য চ ॥৮॥
নন্বু ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ। ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ॥৯॥
তমুপৈহি মহাভাগ সাধূনাঞ্চ পরায়ণম্। দাস্যতি দ্রবিণং ভূরি সীদতে তে কুটুম্বিনে ॥১০॥
আস্তেঽধুনা দ্বারবত্যাং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ। স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিংন্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥১১॥
স এবং ভার্য্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ। অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্ ॥১২॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে। অপ্যস্ত্যুপায়নং কিঞ্চিদ্‌গৃহে কল্যাণি দীয়তাম্ ॥১৩॥
যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্। চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধ্বা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্ ॥১৪॥

সেই গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং একখণ্ড মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন, তাঁহার ভার্য্যাও কুচেলা এবং ক্ষুৎক্ষামা অর্থাৎ কিছু অন্ন সংগ্রহ হইলে তাহা পতিকে প্রদান করিয়া নিজে ক্ষুধায় জীর্ণা হইতেন। ৭

একদিন ঐ পতিব্রতা ব্রাহ্মণী মলিন বদনে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তিনি সেইদিন স্বামীর ভোজন সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া অবসাদপ্রাপ্ত ও ভয়ে কম্পমানা হইয়াছিলেন। ৮

হে ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণভক্ত শরণাগতবৎসল সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি সাত্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা, অতএব হে মহাভাগ! তিনি সাধুগণের পরমাশ্রয়, তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি ক্ষুধা দ্বারা অবসন্ন কুটুম্বযুক্ত আপনাকে বহু ধন দান করিবেন। ৯-১০

তিনি ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের ঈশ্বর, এক্ষণে দ্বারকায় অবস্থিতি করিতেছেন। যে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে, সেই জগদ্‌গুরু তাহাকে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন; তিনি ভজনাকারীকে প্রায়শঃ অনভীষ্ট অর্থ কাম প্রদান করিবেন, ইহার সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে? ১১

হে রাজন্! সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ এইরূপে ভার্য্যা কর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ প্রার্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইহাই আমার পরম লাভ যে, শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ গমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, হে কল্যাণি! কিছু উপায়ন (উপহার) বস্তু কি গৃহে আছে? যদি থাকে, তবে আনিয়া দাও। ১২—১৩

তখন ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের গৃহে চারি মুষ্টি পৃথুক তণ্ডুল (চিঁড়ের খুদ) ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা চেলখণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক স্বামীর নিকট উপায়ন প্রদান করিলেন। ১৪

বিবৃতি—ইহার ভাব এই যে, যেমন পিতা অতিতুচ্ছ খেলার জিনিষ প্রার্থনাপর পুত্রকে দান করিয়া থাকেন, পরে রত্নালঙ্কারও প্রদান করেন, সেইরূপ জগদীশ্বর প্রথমে প্রার্থনানুসারে অর্থ কাম প্রদান করেন, পরে পরমপদ দান করেন। ১১

রিক্তহস্তে রাজা, দেবতা ও গুরুকে দর্শন করিতে নাই, এইজন্য উপায়ন সংগ্রহ করা হইয়াছিল। চারি দিকের চারিজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের গৃহে এক একমুষ্টি চিঁড়ার কণা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ছিন্ন মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া স্বামীর হস্তে সেই পতিব্রতা রমণী দিয়াছিলেন। এই ব্যাপার দ্বারা চতুরতা সহকারে নিজের অকিঞ্চনতা জানাইবার অভিপ্রায় বুঝিলে অন্যায় হইবে; কারণ, তাঁহারা অতি দরিদ্র ও প্রকৃত অকিঞ্চনই ছিলেন। ১৪

স তানাদায় বিপ্রাগ্র্যঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল। কৃষ্ণসন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥১৫॥
ত্রীণি গুল্মান্যতীতায় তিস্রঃ কক্ষাশ্চ স দ্বিজঃ। বিপ্রোঽগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং গৃহেষ্বচ্যুতধর্ম্মিণাম্ ॥১৬॥
গৃহং দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং মহিষীণাং হরের্দ্বিজঃ। বিবেশৈকতমং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥১৭॥
তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্য্যঙ্কমাস্থিতঃ। সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্য্যগ্রহীন্মুদা ॥১৮॥
সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ। প্রীতো ব্যমুঞ্চদবিন্দূন্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥১৯॥
অথোপবেশ্য পর্য্যঙ্কে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্। উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ ॥২০॥
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবান্ লোকপাবনঃ। ব্যলিম্পদ্দিব্যগন্ধেন চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ॥২১॥
ধূপৈঃ সুরভিভির্মিত্রং প্রদীপাবলিভির্মুদা। অর্চ্চিত্বাবেদ্য তাম্বূলং গাঞ্চ স্বাগতমব্রবীৎ ॥২২॥

সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ পত্নীপ্রদত্ত উপায়ন লইয়া দ্বারকায় গিয়াছিলেন, যাইবার পথে কিরূপে আমার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন হইবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে গিয়াছিলেন। ১৫

সেই ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ তিনটি রক্ষি-সৈন্যের স্থান ও তিনটি কক্ষা অর্থাৎ প্রতোলী অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণভক্ত অন্ধক বৃষ্ণিগণের অগম্য গৃহ সকল ও হরির ষোড়শ সহস্র পত্নীদিগের গৃহসকলমধ্যে শ্রীমৎ একটি গৃহে সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৬—১৭

প্রিয়ার পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সহসা উঠিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া প্রসারিত বাহুদ্বয় দ্বারা আনন্দে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ১৮

এবং পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা ব্রাহ্মণের অঙ্গসঙ্গে (গাঢ়ালিঙ্গনে) স্বস্থচিত্ত ও প্রীত হইয়া অথবা পরম সুখী ও প্রীত হইয়া নেত্রদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯

হে রাজন্! অনন্তর লোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সখাকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার পূজার জন্য উত্তম উপকরণ আহরণ করিয়া তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন এবং চন্দন অগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতি দিব্য গন্ধ ও সুরভি ধূপ এবং দীপাবলি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তাম্বূল ও গোদানানন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২০—২২

বিবৃতি—সেই বিপ্র অতদূর পথ যাইতে অসমর্থ হইলেও অতিকষ্টে গমন করিয়াছিলেন অথবা প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়াছিলেন· শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন কি প্রকারে হইবে অথবা হইবে কি না, ইহা চিন্তা করিতে করিতে গমন করেন। তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা কৃষ্ণদর্শন হইত পরন্তু সাক্ষাৎকার পরম ফলপ্রদ বলিয়া এই চিন্তা। ১৫

গুল্মস্থান—পুররক্ষি-সৈন্যদের থাকিবার স্থান, সেই সৈন্যদলে নয়টি হস্তী, নয়খানি রথ, সপ্তবিংশতি অশ্ব ও পঁয়তাল্লিশ জন পদাতিক সৈন্য থাকে, তাবৎ সৈন্যস্থানের নাম গুল্ম। ব্রাহ্মণের গমনকালে দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দ সূচিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা বহুকুটুম্বিনী শ্রীরুক্মিণীর গৃহই শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, সেই গৃহেই ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, ইহা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেও উক্ত হইয়াছে এবং অগ্রে 'শ্রীজগৃহে হস্তং' উক্ত হইয়াছে, রুক্মিণীই যে শ্রী, তাহা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা—"রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি"। ১৭

স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে রুক্মিণী জল দিতেছিলেন, ভগবান্ স্বহস্তে সেই ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন এবং সেই পাদোদক নিজ মস্তকে গ্রহণ করিলেন, এই গ্রহণের উদ্দেশ্য লোকদিগকে এই শিক্ষা দ্বারা পবিত্র করিবার জন্য, তিনি নিজে লোকপাবন হইলেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে তাম্বূল ও গো অর্পণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা, ইহার পর ব্রাহ্মণের স্নান ও ভোজন হইবে। ২০—২২

কুচৈলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসন্তৃতম্। দেবী পর্য্যচরৎ সাক্ষাচ্চামরব্যজনেন বৈ ॥২৩॥
অন্তঃপুরজনো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামলকীর্ত্তিনা। বিস্মিতোঽভূদতিপ্রীত্যা অবধূতং সভাজিতম্ ॥২৪॥
কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা। শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥২৫॥
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্ভৃতঃ। পর্য্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা ॥২৬॥
কথয়াঞ্চক্রতুর্গাথাঃ পূর্ব্বাগুরুকুলে সতোঃ। আত্মনোর্ললিতা রাজন্ করৌ গৃহ্য পরস্পরম্ ॥২৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অপি ব্রহ্মন্ গুরুকুলাদ্ভবতা লব্ধদক্ষিণাৎ। সমাবৃত্তেন ধর্ম্মজ্ঞ ভার্য্যোঢ়া সদৃশী ন বা ॥২৮॥
প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহতং তথা। নৈবাতিপ্রীয়সে বিদ্বন্ ধনেষু বিদিতং হি মে ॥২৯॥
কেচিৎ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি কামৈরাহতচেতসঃ। ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্ ॥৩০॥
কচ্চিদ্‌গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ। দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে ॥৩১॥

দেবী রুক্মিণী স্বয়ং সখীগণের সহিত সেই কুৎসিৎ-বসন, মলিনবেশ, ক্ষুধাতুর শীর্ণকলেবর বিশ্রী ব্রাহ্মণকে ব্যজন দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ২৩

অনন্তকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপূর্ব্বক সেই মলিনবেশী ব্রাহ্মণের পূজা করিতেছেন ইহা দেখিয়া অন্তঃপুরস্থ জনেরা বিস্মিত হইয়াছিল। ২৪

ইহলোকে নিন্দিত, অধম, শ্রীহীন, মলিনবেশ ভিক্ষুক এই ব্রাহ্মণ কি পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, যেহেতু শ্রীনিবাস ত্রৈলোক্যগুরু শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কস্থিতা প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণকে সম্মান করিলেন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ২৫—২৬

হে রাজন্! তখন পরস্পর পরস্পরের কর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বে গুরুকুলে বাস করিবার সময়ে নিজেদের অনুষ্ঠিত বিষয়ের কথা সকল বলিতে লাগিলেন। ২৭

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুদক্ষিণা প্রদানের পর তুমি গুরুকুল হইতে সমাবৃত্ত হইয়া সদৃশী ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছ কি না? ২৮

হে বিদ্বন্! আমি জানিতাম, তোমার চিত্ত কামের দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও বিহত হয় নাই, এবং ধনরত্নাদি বিষয়েও তোমার অত্যন্ত প্রীতি নাই। ২৯

আমি যেমন লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, সেইরূপ কোন কোন ব্যক্তি দৈবী ও প্রাকৃতী বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া অতএব কাম দ্বারা হৃতচিত্ত না হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ৩০

হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের গুরুকুলে বাসের কথা কি তুমি স্মরণ করিয়া থাক? যে গুরুকুল হইতে জানিবার বিষয় বিশেষরূপে জানিয়া দ্বিজগণ সংসার হইতে পার হইয়া থাকেন? ৩১

বিশ্বপ্রতি—ব্রাহ্মণ নিষেধ না করায় তাঁহার বিবাহ হইয়াছে মানিয়া লইয়া বলিলেন, আমি পূর্ব্বে জানিতাম এবং বর্ত্তমানে ভোগচিহ্নাদি অদর্শনে বুঝি, কাম তোমার অন্তঃকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এবং ধনরত্নাদিতে অতিশয় প্রীত হইবে না ইহাও জানিতাম, বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্ত। প্রায় শব্দ দ্বারা কদাচিৎ কিঞ্চিৎ কামহত চিত্তের কিঞ্চিৎ প্রীতি সূচিত হইয়াছে। কাহারও পক্ষে বিষয়বাসনা ক্ষয়ের জন্য বিবাহ কর্ত্তব্য এই কথাই বলিতেছেন, দৈবী ঈশ্বর-মায়া-রচিত, প্রাকৃতী বিষয়-বাসনা। ব্রাহ্মণের মৌন-দ্বারা সম্মতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বকথা বলিতেছেন, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, অথবা সর্ব্বদুঃখ পার হয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লাভ করে। ২৯-৩১

স বৈ সৎকর্ম্মণাং সাক্ষাদ্দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ। আদ্যোঽঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ ॥৩২॥
নম্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ। যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্ ॥৩৩॥
নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥৩৪॥
অপি নঃ স্মর্য্যতে ব্রহ্মন্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ। গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে কচিৎ ॥৩৫॥
প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্ত্তৌ সুমহদ্দ্বিজ। বাতবর্ষমভূৎ তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥৩৬॥
সূর্য্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ। নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৩৭॥

বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভির্নিহন্যমানা মুহুরম্বুসংপ্লবে।
দিশোঽবিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ ॥৩৮॥
এতদ্বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ।
অন্বেষ্যমাণো নঃ শিষ্যানাচার্য্যোঽপশ্যদাতুরান্ ॥৩৯॥

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ। আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ ॥৪০॥

(আত্মজ্ঞানদাতা গুরুর অত্যন্ত পূজ্যতা বলিবার জন্য পুরুষের তিন গুরুর কথা বলিতেছেন) হে সখে! এই সংসারে যাহা হইতে জন্মলাভ হয় তিনি পিতা প্রথম গুরু, দ্বিজাতির সৎকর্ম্মের যাহা হইতে সম্ভব হয় অর্থাৎ উপনয়ন দিয়া যিনি বেদাধ্যাপক, তিনি দ্বিতীয় গুরু, সেই দ্বিতীয় গুরু আমার ন্যায় প্রথম গুরু হইতে অধিক পূজ্য, সকল আশ্রমিগণের জ্ঞানদাতা আমি তৃতীয় গুরু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য। ৩২

হে ব্রহ্মন্! বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে তাঁহারাই অর্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, যাঁহারা জ্ঞানদ গুরু আমার বাক্য দ্বারা অর্থাৎ উপদেশমাত্রে অনায়াসে ভবার্ণব উত্তীর্ণ হয়েন। ৩৩

হে বিপ্র! আমি সর্ব্বভূতের আত্মা। গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ তুষ্ট হই, গৃহস্থধর্ম্ম, উপনয়ন, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম, বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম ও যতি ধর্ম্ম দ্বারা তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না। ৩৪

হে ব্রহ্মন্! গুরুকুলে বাস সময়ে একদা গুরু-পত্নী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমরা কাষ্ঠ আনয়নার্থ গমন করিয়াছিলাম স্মরণ হয় কি? ৩৫

হে ব্রাহ্মণ! আমরা মহারণ্যে প্রবেশ করিলে অকালে মহা ভয়ঙ্কর বাত-বৃষ্টি হইয়াছিল, এবং নিষ্ঠুর গর্জ্জন হইয়াছিল। ৩৬

সেই সময়ে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন, দশদিক্ অন্ধকারে আবৃত হইল, নিম্ন ও উন্নত স্থান সকল জলমগ্ন হইল, আমরা তখন কিছুই জানিতে পারিতেছিলাম না। ৩৭

অনন্তর আমরা ঝড় ও বৃষ্টির দ্বারা আহত হইয়া জলমগ্ন সেই বনমধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। ৩৮

অনন্তর আমাদের গুরু সান্দীপনি মুনি ইহা জানিতে পারিয়া সূর্য্য উদিত না হইতেই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে কাতর আমাদিগকে দেখিতে পাইলেন॥ ৩৯

(গুরু বলিলেন) হে পুত্রগণ! অহো! তোমরা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইয়াছ। আত্মাই প্রাণীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, কিন্তু তোমরা তাহাকেও অনাদর করিয়া আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ৪০

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্। যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥৪১॥
তুষ্টোঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ। ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥৪২॥
ইত্থং বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি। গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে ॥৪৩॥
শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।
কিমস্মাভিরনির্ব্বৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো। ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভূৎ ॥৪৪॥
যস্য চ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহে আবপনং বিভো। শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীদামচরিতেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০॥

সচ্ছিষ্যগণের এইরূপে গুরুর প্রত্যুপকার করাই কর্ত্তব্য যে, বিশুদ্ধভাবে গুরুর নিকট আত্ম-সমর্পণ যাহাতে করা হয়। ৪১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হউক, তোমাদের অধীত বিদ্যাসকল ইহকালে ও পরকালে যেন অযাতযাম অর্থাৎ অবিকৃত হইয়া থাকে। ৪২

হে ব্রহ্মন্! গুরুকুলে বাল্যকালে এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার মনে পড়ে কি? গুরুর অনুগ্রহ হইলেই পুরুষ শান্তিপূর্ণ হয়। ৪৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে দেব! হে জগদ্গুরো! তুমি সত্যকাম, তোমার সহিত একত্রে গুরুকুলে যাহাদের বাস হইয়াছে, তাহাদের আর কি অসম্পন্ন থাকিতে পারে? ৪৪

হে প্রভো! ছন্দোময় ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, এবং সকল মঙ্গলের উদ্ভবস্থান যাঁহার দেহ, তাঁহার গুরুকুলে বাস ইহা অতিশয় বিড়ম্বনার কথা। ৪৫

বিবৃতি—মঙ্গলসকলের নিদান বেদই তোমার দেহ, তোমার বেদশিক্ষার্থ গুরু-গৃহে বাস লোকশিক্ষার জন্য অনুকরণ মাত্র, অর্থাৎ গুরুগৃহে বাসের তোমার কোন আবশ্যকতা ছিল না। ৪৫

ইতি দশম স্কন্ধে অশীতিতম অধ্যায়

একাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

স ইত্থং দ্বিজমুখ্যেন সহ সংকথয়ন্ হরিঃ। সর্ব্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম্ ॥১।

ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্ প্রহসন্ প্রিয়ম্।
প্রেম্ণা নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন্ খলু সতাং গতিঃ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্! মে ভবতা গৃহাৎ। অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ॥৩॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥৪॥

ইত্যুক্তোঽপি দ্বিজস্তস্মৈ ব্রীড়িতঃ পতয়ে শ্রিয়ঃ। পৃথুকপ্রসৃতিং রাজন্ ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ ॥৫॥

সর্ব্বভূতাত্মদৃক্ সাক্ষাৎ তস্যাগমনকারণম্। বিজ্ঞায়াচিন্তয়ন্নায়ং শ্রীকামো মা ভজৎ পুরা ॥৬॥

পত্ন্যাঃ পতিব্রতায়াস্তু সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া। প্রাপ্তো মামস্য দাস্যামি সম্পদোঽমর্ত্ত্যদুর্লভাঃ ॥৭॥

ইত্থং বিচিন্ত্য বসনাচ্চীরবদ্ধান্ দ্বিজন্মনঃ। স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, সর্ব্বভূতের মনোঽভিজ্ঞ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে হাস্যমুখ সেই ব্রাহ্মণহিতকারী, সাধুদিগের একমাত্রাবলম্বন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ব্রাহ্মণের মুখ নিরীক্ষণ করত পরিহাসচ্ছলে ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। ১-২

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার জন্য গৃহ হইতে কি উপায়ন আনিয়াছ? ভক্তগণ প্রেমপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত অণুমাত্র দ্রব্য আহরণ করিলেও আমার তাহা যথেষ্ট হয়, আর অভক্ত-জনেরা ভূরি পরিমাণ আহরণ করিলেও আমার তাহাতে পরিতোষ হয় না। ৩

পত্র কি পুষ্প, ফল কি জল যে যাহা আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক দান করে, সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির সেই সকল অত্যুপহৃত দ্রব্য আমি প্রীতিসহকারে ভোজন করি। ৪

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলেও ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন, সেই চারিমুষ্টি পরিমিত পৃথুকতণ্ডুল উপায়ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন না। সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণদর্শী সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রাহ্মণের আগমন-কারণ বুঝিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য-কামনায় ইনি আমাকে ভজনা করেন নাই। ৫-৬

কিন্তু এই ব্রাহ্মণ আমার সখা, ইনি পতিব্রতা পত্নীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে দেব-দুর্লভ সম্পদ্ দান করিব। ৭

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের চীরবদ্ধ ইহা কি বলিয়া পৃথুকতণ্ডুল সকল গ্রহণ করিলেন। ৮

বিবৃতি—লজ্জার কারণ—যিনি লক্ষ্মীপতি, তাঁহাকে এই খাদ্য কিরূপে দিব ইহা ভাবিয়া এবং এই কঠোর অথচ বিরস খাদ্য ইঁহাকে কিরূপে ভোজন করাইব। আমাকে ইনি যতই বলুন না কেন, আমি ইঁহাকে এই খাদ্য কিছুতেই দিব না, ইহা ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় ছিল, সেই জন্যই তিনি অধোবদন ছিলেন। ভগবানের অভিপ্রায় এই যে, গৃহ হইতে আমার ভক্ত যে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে, আমি তাহা পূর্ণ করিব, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। ৫

"ন দত্তং নোপলভ্যতে" এই ন্যায়ানুসারে ভগবান্ তাঁহাকে অমূল্য সম্পৎ প্রদান করিবার নিমিত্ত নিজেই তাঁহার কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পরম ভক্ত বলিয়াই বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ৮

নম্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে। তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ ॥৯॥
ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়াং জগ্ধুমাদদে। তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ ॥১০॥
এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে। অস্মিন্ লোকেঽথবামুস্মিন্ পুংসস্ত্বত্তোষকারণম্ ॥১১॥
ব্রাহ্মণস্তাস্তু রজনীমুষিত্বাচ্যুতমন্দিরে। ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং মেনে আত্মানং স্বর্গতং যথা ॥১২॥
শ্বোভূতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ। জগাম স্বালয়ং তাত পথ্যনুব্রজ্য নন্দিতঃ ॥১৩॥
স চালব্ধ্বা ধনং কৃষ্ণান্নতু যাচিতবান্ স্বয়ম্। স্বগৃহান্ ব্রীড়িতোঽগচ্ছন্মহদ্দর্শননির্বৃতঃ ॥১৪॥
অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যত ময়া। যদ্দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি ॥১৫॥
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ। ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥১৬॥
নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্য্যঙ্কে ভ্রাতরো যথা। মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া ॥১৭॥

এবং বলিলেন, হে সখে! এই পরম প্রীতিজনক উপায়ন আমার জন্য আনয়ন করিয়াছ, বিশ্বের আত্মরূপী আমাকে এই সকল পৃথুকতণ্ডুল প্রীত করিয়া থাকে। ৯

এই কথা বলিয়া ভগবান্ একমুষ্টি সেই পৃথুক তণ্ডুল ভোজন করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টি ভোজন করিবার জন্য গ্রহণ করিলেন, অমনি ভগবৎপরায়ণা লক্ষ্মীমূর্ত্তি রুক্মিণী সেইপরমেষ্ঠী ভগবানের হস্তধারণ করিলেন। ১০

এবং বলিলেন, হে বিশ্বাত্মন্! ইহলোকে বা লোকান্তরে পুরুষের প্রতি তোমার সন্তোষের কারণ ও সন্তোষের নিমিত্ত ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। ১১

পরে সেই ব্রাহ্মণ, সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে অবস্থান করিয়াও অতি উপাদেয় দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া নিজেকে স্বর্গবাসীর ন্যায় সুখী বলিয়া মনে করিলেন। ১২

হে তাত! পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে বিশ্বভাবন আনন্দপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অভিনন্দিত ও পথে কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়া অভিনন্দিত হইয়া স্বীয় আলয়ে যাত্রা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ, সখা শ্রীকৃষ্ণের নকট ধনলাভ না করিলেও তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করেন নাই, তিনি ভগবদ্দর্শনে পরম নির্বৃত হইলেও লজ্জিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ১৩১৪

ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন, অহো, ব্রহ্মণ্যদেবের কি ব্রাহ্মণ-ভক্তিই দেখিলাম, যেহেতু আমি দরিদ্রতম হইলেও যে বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে ধারণ করেন, সেই বক্ষে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। ১৫

অহো! কোথায় আমি অতি নীচ দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ, আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি বলিয়া তিনি দুই হস্তে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সহোদর ভ্রাতার ন্যায় রুক্মিণী-সেবিত পর্য্যঙ্কে আমাকে বাস করাইয়াছেন, এবং আমি শ্রান্ত বলিয়া বালব্যজনহস্তা মহিষী দ্বারা ব্যজন করিয়াছেন। ১৬-১৭

—ইহা কেবল আমারই নহে, বিশ্বেরও তৃপ্তিবিধান করে; সুতরাং ইহা মনে করিও না যে, এই উপায়ন দ্বারা আমার তৃপ্তি হইবে না। এই এক মুষ্টি গ্রহণ দ্বারা এই ব্রাহ্মণের ইহকালে ও পরকালে আমার কৃপাকটাক্ষজনিত সর্ব্বসম্পৎ পর্য্যাপ্তরূপে লাভ হইবে, অতঃপর দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিলে আমাকে ইহারই অধীন হইয়া থাকিতে হইবে এইরূপ ভাবিয়াই ভগবানের ভোজনে রুক্মিণী বাধা দিয়াছিলেন। রুক্মিণী প্রেমবশেই ভগবানের তাদৃশ ভক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত গ্রহণ করেন, এই অর্থ তোষণী-সম্মত। অথবা দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণের প্রয়োজন নাই, কারণ, ঐহিক পারত্রিক সম্পত্তিক লাভের নিমিত্ত তোমার প্রতি ভক্ত্যাদিই কারণ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ের প্রয়োজন নাই ৯-১১

ব্রাহ্মণ, পত্নী-প্রেরণায় সখার নিকট ধন পাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই নিজের দীনতা স্মরণ করিয়া লজ্জিত এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পরম নির্বৃত হইয়াছিল। লজ্জার আরও কারণ এই যে, সখা ধনপ্রার্থনের যোগ্য নহেন। ১৪

শুশ্রূষয়া পরময়া পাদসংবাহনাদিভিঃ। পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববৎ ॥১৮॥
স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্। সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥১৯॥
অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ। ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ ॥২০॥
ইতি তচ্চিন্তয়ন্নন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্। সূর্য্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্ব্বিমানৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥২১॥
বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ। প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজ-কহ্লারোৎপলবারিভিঃ ॥২২॥
জুষ্টং স্বলঙ্কৃতৈঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ। কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ ॥২৩॥
এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্য্যোঽমরপ্রভাঃ। প্রত্যগৃহ্নন্ মহাভাগং গীতবাদ্যেন ভূয়সা ॥২৪॥
পতিমাগতমাকর্ণ্য পত্ন্যুদ্ধর্ষাতিসম্ভ্রমা। নিশ্চক্রাম গৃহাৎ তূর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ ॥২৫॥
পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা। মীলিতাক্ষ্যনমদ্‌বুদ্ধ্যা মনসা পরিষস্বজে ॥২৬॥
পত্নীং বীক্ষ্য বিস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব। দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মধ্যে ভান্তীং স বিস্মিতঃ ॥২৭॥
প্রীতঃ স্বয়ং তয়া যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্। মণিস্তম্ভশতোপেতং মহেন্দ্রভবনং যথা ॥২৮॥

ব্রাহ্মণের দেবতা সেই দেবদেব, পাদসম্বাহনাদি পরম শুশ্রূষা দ্বারা দেবতার ন্যায় আমাকে পূজা করিয়াছেন। ১৮

পুরুষ মাত্রের স্বর্গের ও অপবর্গের, রসাতলের ও ভূতলের সর্ব্বসম্পৎ ও সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধির মূল তাঁহার চরণ-পূজা, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যক্তি নির্ধন—ধন পাইলে মত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করিবে না ইহা ভাবিয়া নিশ্চয়ই সেই মহা কারুণিক বেশী ধনও দেন নাই। ১৯—২০

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ নিজগৃহ-সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট বিমান সকলে সেই স্থান পরিবৃত রহিয়াছে। ২১

কূজনপর পক্ষিকুলে আকুল বিচিত্র উপবন উদ্যান সকল ও উৎফুল্ল কুমুদ কহ্লার পদ্ম ও উৎপলযুক্ত সরোবর দ্বারা শোভিত এবং সেই পুরী অলঙ্কৃত পুরুষ এবং হরিণনয়না রমণীগণে সর্ব্বদা যুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, একি, ইহা কাহার স্থান, সেই আমার পর্ণকুটীর কি প্রকারে এরূপ হইল। ২২-২৩

তিনি এইরূপ মীমাংসা করিতেছেন, এমন সময়ে অমরসদৃশ নর-নারীগণ নানা প্রকার গীত-বাদ্যাদি উপায়ন দ্বারা তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিল। ২৪

এবং বিপ্রপত্নী পতি আসিয়াছেন শুনিয়া হর্ষে অতিশয় সম্ভ্রমযুক্তা হইয়া মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর নিজালয় হইতে নির্গমনের ন্যায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নী প্রেমোৎকণ্ঠায় সাশ্রু-লোচন নিমীলিত করিয়া প্রণাম ও মনে মনে আলিঙ্গন করিলেন। ২৫-২৬

তখন ব্রাহ্মণ বিমানচারিণী দেবীর ন্যায় নিষ্ককণ্ঠী দাসীগণমধ্যে ভ্রাজমানা স্ফূর্ত্তিমতী স্বীয় পত্নীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত শত শত মণিস্তম্ভযুক্ত মহেন্দ্র-ভবনের ন্যায় স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৭-২৮

বিবৃতি—কুমুদ ও উৎপলের বর্ণভেদে ভেদ হয়। সেই ব্রাহ্মণ যেদিন দ্বারকায় বাস করেন, সেই রাত্রে তাঁহার গৃহে তৎপত্নী নিদ্রিত হইলে ঐ পুরী নির্ম্মিত হয়। পরদিন ব্রাহ্মণ-পত্নী জাগরিত হইয়া তদ্দর্শনে বিস্মিতা হয়েন। পরে, উহা ভগবানের কৃপা বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিজ পতির আগমনা-পেক্ষায় পথে স্থানে স্থানে লোক বসাইয়াছিলেন। ২২-২৩

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ। পর্য্যঙ্কা হেমদণ্ডানি চামরব্যজনানি চ ॥২৯॥
আসনানি চ হৈমানি মৃদূপস্তরণানি চ। মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চ ॥৩০॥
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ। রত্নদীপান্ ভ্রাজমানান্ ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥৩১॥
বিলোক্য ব্রাহ্মণস্তত্র সমৃদ্ধীঃ সর্ব্বসম্পদাম্। তর্কয়ামাস নির্ব্যগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্ ॥৩২॥

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য ॥৩৩॥
নন্বব্রুবাণো দিশতে সমক্ষং যাচিষ্ণবে ভূর্য্যপি ভূরিভোজঃ।
পর্জ্জন্যবৎ তৎ স্বয়মীক্ষমাণো দাশার্হকাণামৃষভঃ সখা মে ॥৩৪॥
কিঞ্চিৎ করোত্যুর্ব্বপি যৎ স্বদত্তং সুহৃৎকৃতং ফল্‌গ্বপি ভূরিকারী।
ময়োপনীতং পৃথুকৈকমুষ্টিং প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা ॥৩৫॥
তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥৩৬॥
ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো রাজ্যং বিভূতীর্ন সমর্থয়ত্যজঃ।
অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং পশ্যন্ নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্ ॥৩৭॥

তথায় দুগ্ধফেনসদৃশী শয্যা (আস্তরণ), হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত স্বর্ণ পরিচ্ছদযুক্ত পর্য্যঙ্ক সকল, স্বর্ণদণ্ড-যুক্ত চামর ব্যজন, কোমল আস্তরণযুক্ত স্বর্ণময় আসন, মুক্তাদামবিলম্বিত উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ, মহা মরকত-বিশিষ্ট স্বচ্ছ স্ফটিকনির্ম্মিত ক্রীড়াগৃহে উজ্জ্বল রত্নদীপ ও ললনারত্ন বিরাজিত দেখিয়াছিলেন। ২৯-৩১

এইরূপ সেই পুরীমধ্যে সর্ব্বসম্পদের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ অহৈতুকী নিজ সমৃদ্ধির বিষয় অব্যগ্র-ভাবে বিচার করিয়াছিলেন। পরে স্থির করিলেন, আমি অতি দুর্ভাগ্যশালী, অতি দরিদ্র, আমার এই সমৃদ্ধির হেতু, মহাবিভূতি যদুত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। ৩২-৩৩

ভক্তগণকে যিনি প্রচুর পরিমাণে ভোজন করান, সেই দাশার্হগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার সখা শ্রীকৃষ্ণ পর্জ্জন্যের ন্যায় কিছু মুখে না বলিয়াই প্রার্থীকে স্বয়ং বিবেচনা পূর্ব্বক প্রচুর দান করিয়া থাকেন। তিনি নিজে স্বদত্ত অধিক বস্তুকেও অল্প মনে করেন, এবং সুহৃৎপ্রদত্ত অতি তুচ্ছ পদার্থকেও বহু বলিয়া মানেন। যেহেতুক, সেই মহাত্মা আমা কর্ত্তৃক উপহৃত এক মুষ্টি পৃথুক (চিপিটক) প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৪-৩৫

(প্রার্থনা করিতেছেন) জন্মে জন্মে সেই আমার গুণাকর মহানুভব শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেন সখ্য, সৌহার্দ্দ্য, মৈত্রী ও দাস্যসম্বন্ধ হয়। বিশেষ সঙ্গের ফলে তাঁহার ভক্তগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হউক।৩৬

(ভক্তির ফল পরম সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া আবার ভক্তি করিবার হেতু বলিতেছেন) ভগবান্ অজ, ভক্তকে সম্পৎ, রাজ্য, বিভূতি প্রভৃতি দান করেন না; তিনি নিজে বিচক্ষণ, তাই অদীর্ঘদর্শীকে উহা দেন, তিনি জানেন যে, ধনীদিগের ধনমদে পতন ঘটে। ৩৭

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ যদি এই সম্পৎ দিবেন, তবে তিনি বলিলেন না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, পর্জ্জন্য সমুদ্রের পূরক, অতি বদান্য; তিনিও কৃষকের আশাতিরিক্ত বর্ষণ করিয়া থাকেন, অথচ নিজে কিছুই বলেন না; সেইরূপ ভগবান্‌ও না বলিয়াই প্রার্থীকে প্রচুর অর্থাৎ আশাতিরিক্ত দান করেন। ৩৪

ইত্থং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোঽতীব জনার্দ্দনে। বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ ॥৩৮॥
তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ। ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ॥৩৯॥
এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃৎ তদা দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্।
তদ্ধ্যানবেগোদ্গ্রথিতাত্মবন্ধনস্তদ্ধাম লেভেঽচিরতঃ সতাং গতিম্ ॥৪০॥
এতদ্ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ। লব্ধভাবো ভগবতি কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পৃথুকোপাখ্যানং নাম একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

অতীব ভক্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জনার্দ্দনোদ্দেশে বিষয় সকল ত্যাগ অভ্যাস করতঃ অনতিলম্পট অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া পত্নীর সহিত বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন। ৩৮

সেই দেবদেব প্রভু যজ্ঞপতি হরির নিকটে ব্রাহ্মণেরাই প্রভু হয়েন, যেহেতু, ব্রাহ্মণ হইতে পরম দেবতা আর কেহই নাই। ৩৯

তখন ভগবানের সুহৃৎ সেই ব্রাহ্মণ, এই প্রকারে অন্যের অজিত ও স্বভৃত্য নিকটে পরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার ধ্যানযোগে তাঁহার সহিত আত্মবন্ধন দৃঢ় করিয়া অচিরকালমধ্যে সাধুদিগের গতি সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৪০

হে রাজন্! ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রহ্মণ্যতা শ্রবণ করিয়া মানবমাত্রেই ভগবানে পরমভাব লাভ করে ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪১

ইতি দশম স্কন্ধে একাশীতিতম অধ্যায়

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ। সূর্য্যোপরাগঃ সুমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ॥১॥

তং জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্ব্বতঃ। স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিধিৎসয়া ॥২॥

নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্ব্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। নৃপাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহ্রদান্ ॥৩॥

ঈজে চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোঽপি কর্ম্মণা।
লোকং সংগ্রাহয়ন্নীশো যথান্যোঽঘাপনুত্তয়ে ॥৪॥

মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ। বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রূরবসুদেবাহুকাদয়ঃ ॥৫॥

যযুর্ভারত তৎক্ষেত্রং স্বমঘং ক্ষপয়িষ্ণবঃ। গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ।
আস্তেঽনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্ম্মা চ যূথপঃ ॥৬॥

তে রথৈর্দেবধিষ্ণ্যাভৈর্হয়ৈশ্চ তরলপ্লবৈঃ। গজৈর্নদদ্ভিরভ্রাভৈর্নৃভির্বিদ্যাধরদ্যুভিঃ ॥৭॥

ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ। দিব্যস্রগ্বস্ত্রসন্নাহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অনন্তর একদা যে সময়ে রাম ও কৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রলয়কালে যেমন সূর্য্যের অভাব হয়, তাদৃশ সর্ব্বগ্রাস মহান্ সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছিল। ১

হে রাজন্! সকল মানবগণ পূর্ব্বেই ইহা (জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মুখে) জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছায় স্যমন্তপঞ্চকতীর্থে (কুরুক্ষেত্রে) গমন করিয়াছিলেন। ২

শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার সময়ে যেস্থানে রাজন্যগণের রুধিরসমূহে পূর্ণ মহাহ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৩

ভগবান্ পরশুরাম কর্ম্ম দ্বারা অস্পৃষ্ট হইলেও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তিরা যেমন পাপনাশের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তিনিও সেইরূপ যেস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ৪

হে ভারত! সেই মহতী তীর্থযাত্রা কালে ভারতবর্ষস্থ প্রজাগণ ও বৃষ্ণিগণ এবং অক্রূর বসুদেব প্রভৃতি সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন ও সেই স্থানে নিজ নিজ পাপক্ষয় করিবার জন্য সুচন্দ্র সারণ প্রভৃতির সহিত প্রদ্যুম্ন, গদ, সাম্ব প্রভৃতিও সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ ও যূথপতি কৃতবর্ম্মা দ্বারকাপুরী রক্ষার জন্য তথায় ছিলেন। ৫—৬

দ্বারকাবাসী জনগণ দেববিমান সদৃশ রথ, তরঙ্গতুল্য গতিশীল অশ্ব, মেঘধ্বনি সদৃশ বৃংহিতযুক্ত গজ ও বিদ্যাধর সদৃশ মনুষ্যযানে থাকিয়া কাঞ্চনমালাশালী মহাতেজা দিব্য বস্ত্র, স্রগ্, বর্ম্মপরিহিত সেই বীরেরা কলত্রগণ সহ দেবতাদিগের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন। ৭—৮

বিবৃতি—এই ঘটনা রাজসূয় যজ্ঞের পর বুঝিতে হইবে। ১

চতুর্ব্যূহের একমাত্র অনিরুদ্ধই দ্বারকারক্ষায় পর্য্যাপ্ত বলিয়া তাঁহাকে তথায় রাখা হয়, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা করেন, সাধারণেও তাহা করে; এই নিয়মানুসারে লোকশিক্ষার্থ প্রদ্যুম্নাদির রামবৎ তথায় গমন, রাম ও কৃষ্ণ নন্দাদির সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য গিয়াছিলেন। সুচন্দ্র রুক্মিণীর অষ্টম পুত্র চারুচন্দ্র। ৫-৬

তত্র স্নাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনুর্বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ ॥৯॥
রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লুত্য বৃষ্ণয়ঃ। দদুঃ স্বন্নং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্ত্বিতি ॥১০॥
স্বয়ঞ্চ তদনুজ্ঞাতা বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ। ভুক্ত্বোপবিবিশুঃ কামং স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু ॥১১॥
তত্রাগতাংস্তে দদৃশুঃ সুহৃৎসম্বন্ধিনো নৃপান্। মৎস্যোশীনরকৌশল্য-বিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্ ॥১২॥
কাম্বোজকৈকয়ান্ মদ্রান্ কুন্তীনানর্ত্তকেরলান্। অন্যাংশ্চৈবাত্মপক্ষীয়ান্ পরাংশ্চ শতশো নৃপ।
নন্দাদীন্ সুহৃদোগোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্ ॥১৩॥
অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা প্রোৎফুল্লহৃদ্বক্ত্র সরোরুহশ্রিয়ঃ।
আশ্লিষ্য গাঢ়ং নয়নৈঃ স্রবজ্জলা হৃষ্যত্ত্বচো রুদ্ধগিরো যযুর্মুদম্ ॥১৪॥
স্ত্রিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিথোঽতিসৌহৃদস্মিতামলাপাঙ্গদৃশোঽভিরেভিরে।
স্তনৈঃ স্তনান্ কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্ নিহত্য দোর্ভিঃ প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ ॥১৫॥
ততোঽভিবাদ্য তে বৃদ্ধান্ যবিষ্ঠৈরভিবাদিতাঃ। স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥১৬॥
পৃথা ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্বীক্ষ্য তৎপুত্রান্ পিতরাবপি। ভ্রাতৃপত্নীর্মুকুন্দঞ্চ জহৌ সঙ্কথয়া শুচঃ ॥১৭॥

সেই মহাভাগগণ কুরুক্ষেত্রে সুসমাহিতচিত্তে উপবাসী থাকিয়া স্নানানন্তর ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ, বস্ত্র, কাঞ্চনমালাবিশিষ্ট গাভীসকল দান করিয়াছিলেন। ৯

বৃষ্ণিগণ রামহ্রদ সকলে পুনর্ব্বার বিধিবিধানানুসারে স্নান করিয়া অর্থাৎ তৎপর দিনে মুক্তিস্নান করিয়া অথবা সেই দিনেই মুক্তিস্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আমাদের দৃঢ়া ভক্তি হউক বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট অন্ন দান করিয়াছিলেন। ১০

পরে কৃষ্ণদৈবত বৃষ্ণিগণ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি ক্রমে নিজেরাও ভোজন করিয়া স্নিগ্ধাবস্থায় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১১

পরে তাঁহারা সেই স্থানে আগত, সুহৃৎ সম্বন্ধি-রাজগণ, মৎস্য, ঔশীনর, (অবন্তীদেশীয়) কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কেকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত, কেরল ও অন্যান্য আত্মপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় নৃপগণ এবং নন্দ প্রভৃতি সুহৃদ্ গোপগণ ও দীর্ঘকাল হইতে উৎকণ্ঠিত গোপীগণকে দর্শন করিয়াছিলেন। ১২—১৩

তাহার পরে পরস্পর সন্দর্শনজনিত হর্ষবেগে তাহাদের হৃদয় ও মুখপদ্ম সকল বিকসিত পদ্মপুষ্পের শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বিগলিতানন্দাশ্রুজলে আপ্লুত ও রোমাঞ্চিতশরীর ও অবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ১৪

স্ত্রীগণও পরস্পরকে দেখিয়া ও অতি সৌহার্দ্দ জন্য ঈষদ্ধাস্য নির্ম্মলাপাঙ্গাবলোকন দৃষ্টিযুক্তা হইয়া স্তন দ্বারা কুঙ্কুমারুণ স্তন সকলকে বাহুর গাঢ় আকর্ষণে পীড়িত করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়না হইয়াছিলেন। ১৫

অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া ও কনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া পরে স্বাগত কুশল জিজ্ঞাসান্তে পরস্পর কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন। ১৬

পরে পৃথা, ভ্রাতা, ভগিনী, তৎপুত্র, পিতা, মাতা, ও ভ্রাতৃপত্নীগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া—পরস্পর কথোপকথনে অদর্শনজনিত শোক নষ্ট করিয়াছিলেন। ১৭

বিবৃতি—সূর্য্যগ্রহণাপেক্ষায় তাঁহারা উপবাস করিয়াছিলেন, তীর্থাপেক্ষায় নহে; কারণ, কুরুক্ষেত্রে তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত উপবাস বর্জ্জনের শাস্ত্র আছে। সমাহিত পদে ক্রীড়াদিরহিত বুঝাইবে। ৯

শ্রীকুন্ত্যুবাচ।
আর্য্য ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্। যদ্বা আপৎসু মদ্বার্ত্তাং নানুস্মরথ সত্তমাঃ ॥১৮॥
সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্ত্রা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি। নানুস্মরন্তি স্বজনং যস্য দৈবমদক্ষিণম্ ॥১৯॥
শ্রীবসুদেব উবাচ।
অম্ব মাস্মানসূয়েথা দৈবক্রীড়নকান্ নরান্। ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্য্যতেঽথবা ॥২০॥
কংসপ্রতাপিতাঃ সর্ব্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্। এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ ॥২১॥
শ্রীশুক উবাচ।
বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈর্যদুভিস্তেঽর্চ্চিতা নৃপাঃ। আসন্নচ্যুতসন্দর্শ-পরমানন্দনির্বৃতাঃ ॥২২॥
ভীষ্মো দ্রোণোঽম্বিকাপুত্ত্রো গান্ধারী সসুতা তথা। সদারাঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সঞ্জয়ো বিদুরঃ কৃপঃ ॥২৩॥
কুন্তিভোজো বিরাটশ্চ ভীষ্মকো নগ্নজিন্মহান্। পুরুজিদ্দ্রুপদঃ শল্যো ধৃষ্টকেতুঃ স কাশিরাট্ ॥২৪॥
দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ। যুধামন্যুঃ সুশর্ম্মা চ সসুতা বাহ্লিকাদয়ঃ ॥২৫॥
রাজানো যে চ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ। শ্রীনিকেতং বপুঃশৌরেঃ সস্ত্রীকং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ ॥২৬॥
অথ তে রামকৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্হণাঃ। প্রশশংসুর্মুদাযুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্ ॥২৭॥

কুন্তী বলিলেন, হে আর্য্য ভ্রাতঃ! আমি আমাকে অপূর্ণমনোরথ বলিয়া মনে করি, যেহেতু, তোমরা সত্তম হইয়াও আমার আপৎকালে আমার কথা স্মরণ কর নাই। ১৮

হে ভ্রাতঃ! যাহার প্রতি দৈব প্রতিকূল, সেই স্বজনকে সুহৃদ্ জ্ঞাতি, পুত্ত্র, ভ্রাতা, এমন কি, পিতা-মাতাও স্মরণ করেন না। ১৯

বসুদেব বলিলেন, হে অম্ব! হে ভগিনি! আমাদের প্রতি বৃথা অসূয়া প্রকাশ করিও না। মনুষ্য-সকল দৈবের অধীন, লোকসকল ইহার বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করে ও অন্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। ২০

হে ভগিনি! আমরা সকলে কংস কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া দশ দিকে গিয়াছিলাম, দৈবক্রমে পুনর্ব্বার এই স্থানে সম্প্রতি আসিয়া মিলিত হইয়াছি। ২১

শুকদেব বলিলেন, বসুদেব উগ্রসেন প্রভৃতি যদু-গণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া নৃপগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত পরমানন্দে নির্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ২২

পরে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, সপুত্ত্রা গান্ধারী, পত্নী-গণসহ পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সৃঞ্জয়, বিদুর, কৃপ, কুন্তিভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শৈব্য, ধৃষ্ট-কেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল (বহুলাশ্ব), মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা ও সপুত্ত্র বাহ্লীকাদি রাজগণ ও অন্যান্য রাজগণ এবং যাঁহারা যুধিষ্ঠিরের অনুগত, সেই সকল রাজগণ শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণের শরীর দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পূজিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণাশ্রিত বৃষ্ণিগণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২৩-২৭

বিবৃতি—আর্য্য ভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেই সময়েও বসুদেবের পিতা শূর ও তৎপত্নী জীবিত ছিলেন। একথা এখানে উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে শিশুপাল বলিয়াছিল যে, বৃদ্ধ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিতে পার না, কারণ, তাহার পিতা বসুদেব জীবিত আছেন; যদি শূর তখন থাকিতেন, তবে বৃদ্ধ হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ হইত, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে; পরন্তু তাঁহাকে অতিবৃদ্ধ না বলিয়া কৃষ্ণাপেক্ষা বৃদ্ধ তৎপিতার উল্লেখে কোন দোষ নাই। ১৮

এই তীর্থযাত্রা কংসবধের পর অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞান্তে, অথবা দীর্ঘকাল পরেও, ঐরূপ আশ্বাস প্রদান মাত্র। ২১

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ। যৎপশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥২৮॥

যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্।
ভূঃ কালভর্জ্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্মস্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান্ ॥২৯॥

তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্পশয্যাসনাশনসযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥৩০॥

শ্রীশুক উবাচ।

নন্দস্তত্র যদূন্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্। তত্রাগমদ্বৃতো গোপৈরনঃস্থার্থৈর্দিদৃক্ষয়া ॥৩১॥

তং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণয়ো হৃষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোত্থিতাঃ। পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ ॥৩২॥

বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সম্প্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ। স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসঞ্চ গোকুলে ॥৩৩॥

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ। ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ ॥৩৪॥

তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ। যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতুঃ শুচঃ ॥৩৫॥

হে ভোজপতে! মনুষ্যদিগের মধ্যে তোমরাই ক্ষণজন্মা পুরুষ, যেহেতু, যোগীদিগেরও যিনি দুর্দ্দর্শ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছ। ২৮

শ্রুতিগণস্তুত যাঁহার কীর্ত্তি এই জগৎকে অতিশয় পবিত্র করে এবং পাদধৌত জল (গঙ্গা) ও যাহার বাক্যশাস্ত্রও (বেদ) এই জগৎকে পবিত্র করে, আর এই পৃথিবী কাল (কলি) বশতঃ দগ্ধভাগ্য হইয়াও যাঁহার পাদপদ্মস্পর্শোত্থ শক্তি-প্রভাবে আমাদিগকে অখিলার্থ প্রদান করিতেছে। ২৯

দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয্যা, শয়ন, অশন, বিবাহসম্বন্ধ ও দৈহিক সম্বন্ধ তাঁহার সহিত যাহাদের বিদ্যমান এবং নরকপথ তুল্য প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণশীল সেই তোমাদের গৃহে স্বর্গ ও অপবর্গের বিতৃষ্ণাকারী অর্থাৎ পরম সুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ৩০

শুকদেব বলিলেন, নন্দ সেই কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ যদুগণ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া শকটে আরোপিতার্থ গোপগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। ৩১

বৃষ্ণিগণও তথায় উপস্থিত নন্দকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে শরীরে প্রাণলাভের ন্যায় পাইয়া ও উত্থিত হইয়া বহুকাল অদর্শন জন্য কাতর হইয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বসুদেব, কংসকৃত ক্লেশ ও গোকুলে নন্দগৃহে পুত্রদ্বয়কে রক্ষা করার কথা স্মরণ করিতে করিতে নন্দকে আলিঙ্গন করিয়া পরম প্রীত ও প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন। ৩২-৩৩

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! রাম ও কৃষ্ণ পিতা ও মাতাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া প্রেমে অশ্রুকণ্ঠ হইয়াছিলেন, কিছুই বলিলেন না। ৩৪

পরে মহাভাগা যশোদা সেই পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ-বলরামকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ও নিজের আসনে বসাইয়া শোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩৫

বিবৃতি—গোপগণ পূর্ব্ব হইতে গোপীগণ ও অর্থাদি শকটে আরোপিত করিয়া দ্বারকাবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, ইদানীং কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন জানিয়া নন্দ সহ তথায় আগমন করে, অথবা শকটের উপরে অবস্থিতা গোপীগণকেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া গিয়াছিল। ৩১

অথবা আতিথ্য-রীত্যনুসারে বসুদেব নন্দ যশোদাকে বসিবার আসন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে স্নেহবিহ্বলাবস্থায় পড়িতে দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সেই অর্পিত আসনে উপ-বেশন করাইয়া দিয়াছিলেন, পরে যশোদা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘকাল অদর্শনজনিত শোক পরিহার করেন। ৩৫

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্। স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ ॥৩৬॥
কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি। অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্য্যং যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া ॥৩৭॥

এতাবদৃষ্টপিতরৌ যুবয়োঃ স্ম পিত্রোঃ সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি।
প্রাপ্যোষতুর্ভবতি পক্ষ্ম হ যদ্বদক্ষ্ণোর্ন্যস্তাবকুত্রচভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ ॥৩৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বাস্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥৩৯॥

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ। আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥৪০॥
অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া। গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥৪১॥

এই সময়ে রোহিণী ও দেবকী দেবী, ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করিয়া তৎকৃত মৈত্রী স্মরণ করিতে করিতে বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ৩৬

হে ব্রজেশ্বরি! তোমার কৃত অনিবৃত্ত অর্থাৎ চির বর্ত্তমান মৈত্রীভাব কে বিস্মৃত হইতে পারে? ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তাহার প্রতিক্রিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে হয় না। ৩৭

এই বালকদ্বয় পিতামাতাকে দেখে নাই অর্থাৎ জন্মিবামাত্র তোমাদের নিকট সংন্যস্ত হয়, তোমরাই পিতামাতা, ইহারা তোমাদের প্রীতি অভ্যুদয় পোষণ ও পালন প্রাপ্ত হইয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিয়াছে, যেমন চক্ষুকে পক্ষ্ম রক্ষা করে, সেইরূপ তোমরা রক্ষা করিয়াছ, সাধুদিগের নিকট আত্ম-পর বলিয়া কোন বিশেষ নাই। ৩৮

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ চিরকালের পর অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদর্শনে নয়নের নিমেষ জন্য সময়াতিপাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, পরে নয়নপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ যোগীদিগের দুষ্প্রাপ্য তদ্‌ভাব লাভ করিয়াছিলেন। ৩৯

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, তাহাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া আলিঙ্গন করতঃ তাহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া হাস্য পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৪০

হে সখীগণ! আমরা আত্মীয়গণের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত, সর্ব্বদা শত্রুপক্ষ বিনাশ বিষয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দীর্ঘকাল তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া দূরে রহিয়াছি, তোমরা কি আমাদের কথা স্মরণ করিতে? ৪১

বিস্মৃতি—আমরা অনেক দূরে চলিয়া গেলেও তুমি স্বজন দ্বারা ইহাদের জন্য নানাবিধ স্বহস্তরচিত খাদ্য প্রেরণ করিয়াছ, এবং কুশলবার্ত্তা লইয়াছ, তুমি ব্রজজন-পরিপালিকা, তোমার অন্যত্র গমনে ইহারা বাঁচিতে পারে না বলিয়াই তোমাকে তথায় লওয়া হয় নাই ইহলোকে এই পুত্রদ্বয়কে অর্পণ করা কোনরূপেই সম্ভব নহে বলিয়া তোমাদের ঋণপরিশোধে আমরা অসমর্থ, সুতরাং তোমাদের মৈত্রীই কেবল স্মরণ করি। ৩৭

প্রীণন—প্রিয়দ্রব্য প্রদানাদি দ্বারা তোষণ; অভ্যুদয়—জাতকর্ম্মাদি; নবগীতাদি দ্বারা পোষণ; বিভ্রমণাদি দ্বারা লালন, অথবা ইহারা অদৃষ্ট—অপূর্ব্ব বাল্যলীলা চমৎকারজনক, অর্থাৎ তাহার স্রষ্টা হইয়া তথায় বাস করিয়াছে। হে ভবতি! ইহাদিগকে চক্ষের অন্তরালে করিয়া থাকিতে আমরা পারি না। তোমরা সাধু ব্যক্তি, তোমাদের স্বপর চিন্তা নাই, সুতরাং তোমাদের পুত্রদ্বয়ই আমাদের পুত্র। ৩৮

নিত্যযুজাং যোগীদিগের অথবা নিত্য সংযোগপরায়ণ রুক্মিণ্যাদির দুষ্প্রাপ তদ্‌ভাব লাভ করিয়াছিলেন। ৩৯

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া। নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥৪২॥
বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তুলং রজাংসি চ। সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥৪৩॥
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৪৪॥
অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ। ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥৪৫॥
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ। উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥৪৬॥
শ্রীশুক উবাচ।
অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ। তদনুস্মরণধ্বস্ত-জীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥৪৭॥

আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বৃষ্ণিগোপসঙ্গমো নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

অথবা অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া আমাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলে, ভূতসকলের সংযোগ ও বিয়োগের কারণ সেই ভগবান্। (আমরা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই নাই)। ৪২

বায়ু যেমন তৃণ তুল্য ধূলি প্রভৃতিকে মিলিত করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার বিযুক্ত করে, সেইরূপ ভূতকর্ত্তা ঈশ্বরও সকল ভূতকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন। ৪৩

আমার প্রতি ভক্তিই ভূতগণের অমৃতত্বের জন্য কল্পিত হয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদিগের যে মৎপ্রাপক স্নেহ আছে, ইহা মঙ্গলের বিষয়। ৪৪

হে অঙ্গনাগণ! যেমন ভৌতিক পদার্থ সকলের আদ্যন্তে ও অন্তর্ব্বাহ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ্, ব্যোম বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ আমিও সর্ব্বভূতের আদ্যন্তে ও অন্তর্ব্বাহ্যে বর্ত্তমান আছি। ৪৫

হে সখীগণ! ভৌতিক পদার্থ সকলের আত্মস্বরূপ মহাভূত; এবং চতুর্বিধভূতও মহাভূতে বিদ্যমান, আত্মাতে নহে। আত্মা সেই ভূতসকলে ভোক্তৃরূপে বিদ্যমান; ভূত-ভৌতিকরূপ ভোগ্য ও ভোক্তা আত্মা, এই উভয় আমাতে আভাত ইহা দেখ। ৪৬

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ এইরূপ অধ্যাত্ম শিক্ষা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া তাঁহার ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গশরীর বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৭

এবং তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হে পদ্মনাভ! অগাধবুদ্ধি যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে বিচিন্তনীয় ও সংসারকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উত্তরণের অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম গৃহস্থ হইলেও আমাদিগের মনে সর্ব্বদা উদিত হউক। ৪৮

বিশ্বনাথ—আমি সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট অক্ষরপরিপূর্ণ, আমাতে ভাগ্য ভোক্তা দুই আভাত, ইহা তোমরা দেখ। ৪৬

হে পদ্মনাভ! অগাধবুদ্ধি যোগেশ্বরগণ হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করেন, আমরা বুদ্ধিহীনা গৃহস্থা, আমরা কিরূপে তোমার পাদপদ্মস্মরণে সমর্থা হইব? বিশেষতঃ আমরা সংসারকূপে পতিতা। অতএব আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তুমিই চেষ্টা কর। ৪৮

ইতি দশম স্কন্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ। যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ম্ ॥১॥

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসংকৃতাঃ। প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥২॥

কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো দেহং ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥৩॥
হিত্বাত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থমানন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্।
কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্তযোগমায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম ॥৪॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর গোপীদিগের নিত্যোপদেষ্টা ও গতি অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ও অন্য সকল সুহৃদ্গণকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১

এইরূপে লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সংকৃত ও জিজ্ঞাসিত তাঁহারা সকলে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্মদর্শনে নিষ্পাপ হইয়া হৃষ্টমনে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন। ২

হে প্রভো! মহৎ লোকের মন হইতে মুখ দ্বারা নির্গত, দেহ ও অবিদ্যার বিনাশক, অথবা দেহকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্মৃতিবিনাশক, তোমার চরণপদ্মের আসবতুল্য লীলা বাৎসল্যাদি মহা যশরূপ মধুর কথা যাঁহারা কর্ণপুটের দ্বারা সর্ব্বদা প্রীতি সহকারে শ্রবণ করেন, সেই দেহধারীদিগের আর অমঙ্গল কোথায়। ৩

হে ভগবন্! স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা বুদ্ধিকৃত অবস্থাত্রয় দূরীভূতকারী, অথবা স্ববিগ্রহ প্রকাশ দ্বারা অবিদ্যাকৃত জীবের ত্রিগুণময়ী অবস্থা যিনি খণ্ডন করেন তাঁহাকে অথবা আত্মকৃত অবস্থাত্রয়—জন্ম, মৃত্যু, জরা খণ্ডন করে যে শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, তাদৃশ বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দস্বরূপ ও অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন, এবং অকুণ্ঠ জ্ঞান, এবং কাল দ্বারা বেদ ও তদাচার নষ্টপ্রায় হইলে তাহা রক্ষার নিমিত্ত যিনি যোগমায়ার সাহায্যে আকৃতি পরিগ্রহ করেন, সেই পরমহংসগণের গতি তোমাকে আমরা নমস্কার করি। ৪

[illegible]—অথবা সাধুদিগের গুরু ও গতিস্বরূপ ভগবান্ গোপীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ গোপীগণকে প্রথম অনুগ্রহ করেন, পরে গৌণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান যুধিষ্ঠিরকে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ১

পদ্মে মধু থাকে, উহাকে মাদক বলা যায়; ভগবচ্চরণ পদ্মের আসবতুল্য মধুর অথচ মাদক। যশোগান—যাহারা কর্ণ দ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক শোনে এই অর্থ—কর্ণরূপ দোনায় পাদপদ্মের মধু যাহারা পর্য্যাপ্তরূপে পান করে, এই সাহজিক অর্থেরই প্রকৃতার্থ। কারণ, কর্ণের দ্বারা পান কেহ করে না। সেই কর্ণে পানকরণতার আরোপ দ্বারা অতি প্রীতি সহকারে শ্রবণরূপার্থ ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বুঝাইয়াছে। সাহিত্য হিসাবেও ইহা অতি মনোহর বর্ণন। যে আসব মহান্ ব্যক্তিগণের মন পূর্ণ করিয়া পরে মুখ দ্বারা নির্গত, সাধারণমধ্যে স্মৃতিভ্রংশ হয়; ইহার বিশেষত্ব যে, ইহাতে আকৃতি নাশ করে। দেহকর্ত্তা ঈশ্বরের এইকথা বিস্মৃত হইয়া জীব কষ্ট পায়, ভগবৎপাদপদ্মমধু তাহা নাশ করে। হে প্রভো! তাদৃশরূপ তোমার কথা যাহারা যত্ন করিয়া শোনে, তাহাদের অমঙ্গল কোথায়? অতএব তাহাদের সর্ব্বদাই মঙ্গল। ৩

ত্বা ইহার চারিটি বিশেষণ, হিত্বা ইহাকে পদদ্বয় করিয়া বা একপদ করিয়া রাখিয়া স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথবা আমরা তোমাকে নমস্কার করি, আমরা কীদৃশ—কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে বেদাচার যাহাদের তাদৃশ; বনে বৃন্দাবনে, যোগ, মায়া, কৃতি, কর্ম্ম যিনি বিস্তার করিয়াছেন তাঁহাকে। অন্য পূর্ব্ববৎ। ৪

শ্রীঋষিরুবাচ। ইত্যুত্তমঃশ্লোকশিখামণিং জনেষ্বভিষ্টুবৎস্বন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ।
সমেত্য গোবিন্দকথা মিথোঽগৃণংস্ত্রিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণয়ামি তে ॥৫॥
শ্রীদ্রৌপদ্যুবাচ। হে বৈদর্ভ্যচ্যুতো ভদ্রে হে জাম্ববতি কৌশলে।
হে সত্যভামে কালিন্দি শৈব্যে রোহিণি লক্ষ্মণে ॥৬॥
হে কৃষ্ণপত্ন্য এতন্নো ব্রূত বো ভগবান্ স্বয়ম্। উপযেমে যথা লোকমনুকুর্ব্বন্ স্বমায়য়া ॥৭॥
শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ।
চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্ম্মুকেষু রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥৮॥
শ্রীসত্যভামোবাচ।
যো মে সনাভিবধতপ্তহৃদা ততেন লিপ্তাভিশাপমপমার্ষ্টুমুপাজহার।
জিত্বর্ক্ষরাজমথ রত্নমদাৎ স তেন ভীতঃ পিতাদিশত মাং প্রভবেঽপি দত্তাম্ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এইরূপে পুণ্যযশাদিগের শিখামণিস্বরূপ ভগবান্‌কে সর্ব্বলোকে স্তব করিতে থাকিলে, অন্ধক ও কৌরব স্ত্রীবর্গ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর ত্রিলোকগীত গোবিন্দ-কথা যেরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। দ্রৌপদী বলিলেন, হে বৈদর্ভি! হে ভদ্রে! হে জাম্ববতি! হে কৌশল্যে! হে সত্যভামে! হে কালিন্দি! হে শৈব্যে! হে রোহিণি! হে লক্ষ্মণে! হে কৃষ্ণপত্নীগণ! ভগবান্ অচ্যুত স্বায় মায়া দ্বারা লোকের উপকারার্থ কি প্রকারে স্বয়ং তোমাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আমাকে বল। ৫-৭

রুক্মিণী বলিলেন, চেদিরাজ শিশুপালের নিকটে আমাকে অর্পণ করিবার জন্য রাজগণ উদ্যতকার্ম্মুক হইলে অজেয় সৈন্যগণের মুকুটের ন্যায় কৃত হইয়াছে চরণরেণু যাঁহার অর্থাৎ তাঁহাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যিনি সিংহ যেমন অজ ও মেষযূথমধ্য হইতে নিজ ভাগ গ্রহণ করে, সেইরূপ নিজ ভাগ আমাকে আনয়ন করেন। তাঁহার সেই লক্ষ্মীনিবাস চরণযুগল সর্ব্বদা আমার অর্চ্চনার জন্য হউক, অর্থাৎ আমি যেন তাঁহার চরণদাসী থাকিতে পারি। ৮

সত্যভামা বলিলেন, স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনজিৎ বধের জন্য আমার পিতা অত্যন্ত সন্তপ্তহৃদয়ে ভগবানের মিথ্যা অযশ খ্যাপন করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অপযশ দূর করিবার নিমিত্ত ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে জয় করিয়া স্যমন্তক মণিরত্ন আনয়ন করেন, তাহার পর আমার পিতাকে ঐ রত্ন দান করেন। তখন নিজকৃত অপরাধভয়ে ভীত আমার পিতা প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আমাকে দান করেন, পূর্ব্বে যদিও তিনি অক্রূরকে দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন। ৯

বিবৃতি—এইস্থানে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অথবা উপবেশনক্রমে কৃষ্ণমহিষীগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে, বিবাহক্রমানুসারে নহে। এইস্থানে রোহিণীর নাম ষোড়শ সহস্র স্ত্রীগণের প্রধান বলিয়া ইহারা বিবাহ ক্রমানুসারে উত্তর দিয়াছেন। ভদ্রা ও মিত্রবৃন্দার নাম-বিপর্য্যয় লেখকপ্রমাদে ঘটিয়াছে, নতুবা পূর্ব্বের সহিত বিরোধ হয়, ইহা অগ্রে ব্যক্ত হইবে। ৬-৭

আমি তাঁহার অযোগ্যা হইলেও যিনি অজেয় জরাসন্ধাদি রাজগণকে পরাজয় করিয়া অনায়াসে আমাকে দ্বারকায় আনয়ন করেন। এইস্থলে বিবাহকথা না বলার কারণ লজ্জা ও নিজের বিনয় প্রদর্শনার্থ। এইরূপ অপরা মহিষীদিগের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে, তন্মধ্যে কেহ কেহ হর্ষাতিশয্যে বিবাহ-কথা বলিয়াছেন। ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল বলিয়া মিথ্যা কলঙ্কারোপ তাদৃশ দোষাবহ নহে। সত্যভামার্পণ দ্বারা তাদৃশ অপরাধ মুক্তি হইয়াছিল। সুতরাং এই অর্পণ তাঁহার পক্ষে উচিতই হইয়াছিল। ৮-৯

শ্রীজাম্ববত্যুবাচ।

প্রাজ্ঞায় দেহকৃদমুং নিজনাথদৈবং সীতাপতিং ত্রিনবহান্যমুনাভ্যযুধ্যৎ।
জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদর্হণং মাং পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহমমুষ্য দাসী॥১০॥

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ।

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া। সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্গৃহমার্জ্জনী॥১১॥

শ্রীভদ্রোবাচ।

যোং মাং স্বয়ংবর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্ নিন্যে শ্বযূথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ।
ভ্রাতৃংশ্চ মেঽপকুরুতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌকস্তস্যাস্তু মেঽনুভবমঙ্ঘ্র্যবনেজনত্বম্॥১২॥

শ্রীসত্যোবাচ।

সপ্তোক্ষণোঽতিবলবীর্য্যসুতীক্ষশৃঙ্গান্ পিত্রা কৃতান্ ক্ষিতিপবীর্য্যপরীক্ষণায়।
তান্ বীরদুর্ম্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য ক্রীড়ন্ ববন্ধ হ যথা শিশবোঽজতোকান্॥১৩॥

য ইত্থং বীর্য্যশুল্কাং মা দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীম্। পথি নির্জিত্য রাজন্যান্ নিন্যে তদ্দাস্যমস্তু মে॥১৪॥

জাম্ববতী বলিলেন, আমার পিতা এই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ইষ্টদেব সীতাপতি রাম বলিয়া জানিতে না পারিয়া সপ্তবিংশতি দিবস ইঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, পরে পরীক্ষা দ্বারা ইঁহাকে জানিতে পারিয়া ইঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্যমন্তক মণিসহ আমাকে প্রদান করেন, আমি উঁহার দাসী। ১০

কালিন্দী বলিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ করিবার আশায় তপস্যা করিতেছিলাম, ইহা জানিয়া সখা অর্জ্জুনের সহিত আমার নিকটে আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন, তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জন-কারিণী দাসী। ১১

ভদ্রা—(মিত্রবৃন্দা) বলিলেন, আমার স্বয়ংবর-কালে যিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজন্যগণকে ও অপকারকারী আমার ভ্রাতৃগণকে (বিন্দানুবিন্দ প্রভৃতিকে) পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন কুক্কুরযূথ মধ্য হইতে আত্মবলি গ্রহণ করে, সেইরূপ আমাকে স্বীয় পুরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই লক্ষ্মীনিবাসের চরণ-প্রক্ষালনের কর্ত্তৃত্ব যেন আমার প্রতি জন্মে জন্মে হয়। ১২

সত্যা বলিলেন, আমার পিতা ক্ষিতিপতিগণের বলবীর্য্য পরীক্ষার্থ সাতটি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতি বীর্য্যবান্ গোবৃষ রাখিয়াছিলেন, সেই বীরগণের বীর্য্যদর্পনাশ-কারী গোবৃষগণকে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে করিতে নিগৃহীত করিয়া শিশুগণ যেমন ছাগশিশুদিগকে অনায়াসে বন্ধন করে, সেইরূপ বন্ধন করিয়া-ছিলেন। ১৩

পরে যিনি এই প্রকারে বীর্য্যশুল্কা আমাকে পথে রাজন্যগণকে জয় করিয়া দাসী ও চতুরঙ্গিণী সেনাসহ নিজপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার দাস্য আমার হউক, অর্থাৎ আমি যেন তাঁহার দাসী থাকি। ১৪

শিশুব্রতি—জাম্ববান্ ঋক্ষরাজ, তাঁহার মানুষী কন্যা অসম্ভব নহে ; কারণ, তিনি দেবপুত্র কামরূপী ছিলেন। অষ্টা-বিংশতি দিন যুদ্ধের কথা মূলে থাকিলেও সপ্তবিংশতি বলার তাৎপর্য্য শেষ যুদ্ধবিরতি কার্য্যকাল দিবস না ধরিয়া বুঝিতে হইবে। যুদ্ধের শেষের দিন জাম্ববান্ পরীক্ষা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ইষ্টদেব বলিয়া জানিতে পারেন, তার পর পূজার যোগ্য অবধারণ করিয়া মণিসহ আমাকে উপহার প্রদান করেন ১০

ভদ্রা স্থানে মিত্রবৃন্দা হইবে, লেখকভ্রমে ঐরূপ হইয়াছে, নতুবা প্রাগুক্ত বিবাহপ্রস্তাবের বিরোধ হয়। তত্ত্ববাদ সংপ্রদায় পুস্তকে যথাযোগ্য পাঠই আছে। ১২

শ্রীমিত্রবিন্দোবাচ।

পিতা মে মাতুলেয়ায় স্বয়মাহূয় দত্তবান্। কৃষ্ণে কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ ॥১৫॥
অস্য মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি। কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণায়া যেন তচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥১৬॥

শ্রীলক্ষ্মণোবাচ।

মমাপি রাজ্ঞ্যচ্যুতজন্মকর্ম্ম শ্রুত্বা মুহুর্নারদগীতমাস হ।
চিত্তং মুকুন্দে কিল পদ্মহস্তয়া বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপান্॥১৬॥

জ্ঞাত্বা মম মতং সাধ্বি পিতা দুহিতৃবৎসলঃ। বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্তত্রোপায়মচীকরৎ ॥১৮॥
যথা স্বয়ংবরে রাজ্ঞি মৎস্যঃ পার্থেপ্সয়া কৃতঃ। অয়ন্তু বহিরাচ্ছন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্ ॥১৯॥
শ্রুত্বৈতৎ সর্ব্বতো ভূপা আযযুর্মৎপিতুঃ পুরম্। সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ ॥২০॥
পিত্রা সম্পূজিতাঃ সর্ব্বে যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ। আদদুঃ সশরং চাপং বেদ্ধুং পর্ষদি মদ্ধিয়ঃ ॥২১॥
আদায় ব্যসৃজন্ কেচিৎ সজ্যং কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। আকোষ্ঠং জ্যাং সমুৎকৃষ্য পেতুরেকেঽমুনাহতা ॥২২॥

মিত্রবিন্দা বলিলেন, হে কৃষ্ণে! আমার পিতা মাতুল-পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া তদ্গতচিত্তা আমাকে এক অক্ষৌহিণী সেনা ও সখীগণ সহ দান করেন। ১৫

কর্ম্মবশে আমি ভ্রাম্যমাণ, অতএব জন্মে জন্মে যেন ইঁহার পাদসংস্পর্শ আমার ঘটে, যাহার দ্বারা আমার কল্যাণ হইবে। ১৬

লক্ষ্মণা বলিলেন, হে রাজ্ঞি! নারদ-মুখে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তও শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হইয়াছিল, পরে বিবেচনা করিয়া লোকপালদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া পদ্মহস্তা আমি তাঁহাকে বরণ করিয়াছি। অথবা লক্ষ্মী বহু বিবেচনা করিয়া লোকপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে বরণ করেন, আমিও তাঁহাকে বরণ করিয়াছি। ১৭

হে সাধ্বি! আমার অভিমত জানিতে পারিয়া বৃহৎসেন নামে বিখ্যাত আমার দুহিতৃবৎসল পিতা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি বিষয়ে উপায় করাইয়াছিলেন। ১৮

হে রাজ্ঞি! যেমন তোমার পিতা তোমার স্বয়ম্বরে পার্থকে পাইবার জন্য মৎস্য লক্ষ্য করাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমার পিতাও করাইয়াছিলেন; এই মাত্র বিশেষ ছিল যে, সেই মৎস্য বাহিরে আচ্ছন্ন হইলেও অন্তরে দৃশ্য ছিল; এই মৎস্য বহিরাচ্ছন্ন এবং একমাত্র জলমধ্যেই দৃশ্য ছিল, সুতরাং অর্জ্জুনের ভেদ্য ছিল না। ইহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রজ্ঞ সহস্র ভূপতিগণ দিগ্‌দিগন্তর হইতে উপাধ্যায়গণসহ আমার পিতার পুরে আসিয়াছিলেন। ১৯-২০

পরে যাহার যেমন বীর্য্য, যেমন বয়স, তদনুসারে আমার পিতা কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া মদ্গতচিত্তে লক্ষ্য বেধ করিবার নিমিত্ত পরিষদ মধ্যে তাঁহারা সকলেই সশর ধনুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ জ্যারোপণ করিতে না পারিয়া গ্রহণ মাত্র ধনুঃ পরিত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ ধনুর অপর কোটি পর্য্যন্ত জ্যা আকর্ষণ করিয়া ধনুর দ্বারা আহত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। ২১২২

বিবৃতি—এ স্থানেও মিত্রবিন্দা স্থানে ভদ্রা হইবে। বিবাহ প্রস্তাবের ঘটনা নতুবা সঙ্গত হয় না, বিবাহ প্রস্তাবে ভ্রাতৃগণ দান করিয়াছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণের সহিত পিতার অভেদ নিবন্ধন, অথবা ভ্রাতৃগণ এই বিবাহের প্রস্তাব করেন, পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পিতা দান করেন। ১৫

তোমার পিতার কৃত মৎস্য দুর্জ্ঞেয় হইলেও জলের বাহিরে স্তম্ভের উপর দেখা যাইত, আর আমার পিতার কৃত মৎস্য জলাভ্যন্তরেই দেখা যাইত, বাহিরে দেখা যাইত না। সুতরাং উপরে লক্ষ্য অথচ দৃষ্টি নিম্নে কলস-জল-মধ্যে রাখিতে হইবে, উহা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের ভেদ করিবার সামর্থ্য ছিল না। ১৯

সজ্যং কৃত্বা পরে বীরা মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ। ভীমো দুর্য্যোধনঃ কর্ণো নাবিদংস্তদবস্থিতিম্ ॥২৩॥
মৎস্যাভাসং জলে বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা চ তদবস্থিতিম্।
পার্থো যত্তোঽস্‌জদ্বাণং নাচ্ছিনৎ পস্পৃশে পরম্ ॥২৪॥
রাজন্যেষু নিবৃত্তেষু ভগ্নমানেষু মানিষু। ভগবান্ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া ॥২৫॥
তস্মিন্ সন্ধায় বিশিখং মৎস্যং বীক্ষ্য সকৃজ্জলে। ছিত্ত্বেষুণাপাতয়ৎ তং সূর্য্যে চাভিজিতি স্থিতে ॥২৬॥
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জ্জয়শব্দযুতা ভুবি। দেবাশ্চ কুসুমাসারান্ মুমুচুর্হর্ষবিহ্বলাঃ ॥২৭॥
তদ্রঙ্গমাবিশমহং কলনূপুরাভ্যাং পদ্ভ্যাং প্রগৃহ্য কনকোজ্জ্বলরত্নমালাম্।
নূত্নে নিবীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্র্যে সব্রীড়হাসবদনা কবরীধৃতস্রক্ ॥২৮॥
উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্‌গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্ম্মুরারেরংসেঽনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্ ॥২৯॥
তাবন্মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ। নিনেদুর্নট-র্ত্তক্যো ননৃতুর্গায়কা জগুঃ ॥৩০॥
এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে নৃপযূথপাঃ। ন সেহিরে যাজ্ঞসেনি স্পর্দ্ধন্তো হৃচ্ছয়াতুরাঃ ॥৩১॥
মাং তাবদ্রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্। শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ ॥৩২॥

পরে মগধরাজ, অম্বষ্ঠ দেশাধিপতি চেদিরাজ, ভীম, দুর্য্যোধন, এবং কর্ণ প্রভৃতি অপর বীরগণ ধনুতে জ্যা-রোপণ করিয়াও লক্ষ্যবেধের অবস্থিতি জানিতে পারিলেন না। ২৩

পরে পৃথাতনয় অর্জ্জুন জলে মৎস্য প্রতিবিম্ব দেখিয়া ও লক্ষ্যের অবস্থিতি জানিয়া বাণ পরিত্যাগ করেন, সেই বাণ লক্ষ্যকে স্পর্শ করিল, কিন্তু লক্ষ্যকে ছিন্ন করিতে পারিল না। ২৪

এইরূপে সমস্ত মান্য রাজারা ভগ্নমান হইয়া নিবৃত্ত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনু লইয়া অবলীলাক্রমে উহা সজ্য করিয়া, একবারমাত্র জলে লক্ষ্য মৎস্যকে দেখিয়া সেই ধনুতে বাণ সন্ধান করিয়া তদ্দারা মৎস্য-ছেদন করিয়া সূর্য্য অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থান কালে অর্থাৎ সর্ব্বার্থসাধক মুহূর্ত্তে ভূতলে পাতিত করিলেন। ২৫—২৬

তখন স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত হইল, এবং ভূতলে জয়শব্দ উত্থিত হইল, দেবগণ হর্ষপরিপূর্ণ হইয়া পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ২৭

সেই সময়ে অব্যক্ত মধুরধ্বনি নূপুর-যুক্তপদে, সুবর্ণোজ্জ্বল রত্নমালা গ্রহণ করিয়া নূতন উত্তম কৌশেয় বসনদ্বয় পরিধান করিয়া কবরীধৃত-পুষ্পমাল্যা সলজ্জা হাস্যবদনা আমি, সেই রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলাম। ২৮

আমি তখন নিবিড় কুন্তলজালে আবৃত, উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত গণ্ডস্থলযুক্ত বদন উন্নীত করিয়া সন্তাপহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষনিক্ষেপে চতুর্দ্দিকে রাজগণকে অবলোকন করিয়া ধীরে ধীরে অনুরক্তা হৃদয়ে স্বীয় মালা শ্রীকৃষ্ণ গলদেশে অর্পণ করিলাম। ২৯

তখন মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও দুন্দুভি প্রভৃতির ধ্বনি হইতে লাগিল, এবং নট, নর্ত্তকী ও গায়কগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। ৩০

হে যাজ্ঞসেনি! এইরূপে আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিলে, স্পর্দ্ধাপরায়ণ কামাতুর নৃপতিগণ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। ৩১

তখন আমাকে অশ্বচতুষ্টয়-যোজিত রথে আরোহণ করাইয়া চতুর্ভুজ যুদ্ধার্থ উদ্যত শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধনু উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ৩২

দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপস্করং রথম্। মিষতাং ভূভুজাং রাজ্ঞি মৃগাণাং মৃগরাড়িব ॥৩৩॥
তেঽস্বসজ্জন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধুং পথি কেচন। সংযত্তা উদ্ধৃতেষ্বাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্ ॥৩৪॥
তে শার্ঙ্গচ্যুতবাণৌঘৈঃ কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ। নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে সন্ত্যজ্য দুদ্রুবুঃ ॥৩৫॥
ততঃ পুরীং যদুপতিরত্যলঙ্কৃতাং রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্।
কুশস্থলীং দিবি ভুবি চাভিসংস্তুতাং সমাবিশৎতরণিরিব স্বকেতনম্ ॥৩৬॥
পিতা মে পূজয়ামাস সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্। মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥৩৭॥
দাসীভিঃ সর্ব্বসম্পদ্ভির্ভটেভরথবাজিভিঃ। আয়ুধানি মহার্হাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ ॥৩৮॥
আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ। সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাঽদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥৩৯॥
মহিষ্য ঊচুঃ।
ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ।
নির্ম্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ পাদাম্বুজং পরিণিনায় য আপ্তকামঃ ॥৪০॥

হে রাজ্ঞি! তখন মৃগদিগের নিকট হইতে মৃগরাজ সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ লইয়া যায়, সেইরূপ দারুক সর্ব্বরাজগণ সমক্ষে কাঞ্চনশোভিত রথ চালাইয়া দিল। ৩৩

কুকুরগণ যেমন সিংহের প্রতিবন্ধ করিতে যায়, তাহার ন্যায় তখন সেই রাজগণমধ্যে কেহ কেহ পথে তাঁহার সংরোধার্থ সসজ্জ হইতে লাগিল, কেহ বা ধনুর্ব্বাণ উদ্যত করিয়া পৃষ্ঠদেশে সংহত হইতে লাগিল। পরে শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুত বাণসমূহ দ্বারা কেহ বা ছিন্নবাহু কেহ বা ছিন্নোরু, কেহ বা ছিন্নকন্ধর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইল, আর কতকগুলি রাজা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ৩৪-৩৫

তাহার পর যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ, অতিশয় অলঙ্কৃতা সূর্য্যাচ্ছাদনকারী ধ্বজ, বস্ত্র ও বিচিত্র তোরণবিশিষ্ট —যাহা স্বর্গে এবং পৃথিবীতে অতিশয় শোভমানা—সেই কুশস্থলীপুরীতে সূর্য্য যেমন মণ্ডলমধ্যে অথবা অস্তাচলে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন আমার পিতা বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদ দ্বারা সুহৃৎ সম্বন্ধী বান্ধবগণকে পূজা করিয়াছিলেন। ৩৬-৩৭

আমার পিতা সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বসম্পদ্‌যুক্ত দাসী, সৈন্য, হস্তী, অশ্বসহ মহামূল্য অস্ত্রসকল ভক্তিভাবে দান করিয়াছিলেন। ৩৮

আমরা এই আটজন সকলেই সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তি দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি। ৩৯

মহিষীগণ বলিলেন, সগণ ভৌম নরকাসুরকে নিধন করিয়া দিগ্বিজয়কালে যুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত রুদ্ধ রাজাদিগের অবরুদ্ধ রাজকন্যা আমাদিগকে অবগত হইয়া, সেই আপ্তকাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সংসার হইতে বিমুক্তিকামিনী আমাদিগকে মুক্ত করিয়া পাদপদ্ম প্রাপ্ত করাইয়াছেন। ৪০

বিশ্বস্তৃতি—নরকাসুর বধের পর অবরুদ্ধ রাজকন্যা আমাদিগকে মুক্ত করিয়া তিনি আপ্তকাম হইলেও বিবাহ করেন। ৪০

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥৪১॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ ॥৪২॥
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

হে সাধ্বি! আমরা সার্ব্বভৌম পদ বা ইন্দ্রত্ব পদ অথবা তদুভয়ভোগ্য পদ অথবা অনিমাদি সিদ্ধি অথবা ব্রহ্মপদ বা মোক্ষ কিম্বা সালোক্যাদি মুক্তি ইহার কিছুই চাহি না, কেবল লক্ষ্মীর কুচ-কুঙ্কুমগন্ধাঢ্য সেই গদাধরের পাদরজ আমরা মস্তকে বহন করিবার জন্যই কামনা করিয়া থাকি। ৪১-৪২

ব্রজস্ত্রীগণ, পুলিন্দ-রমণীগণ ও তৃণ-লতাগণ গোচারণপরায়ণ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যে পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করিতেন, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি। ৪৩

ইতি দশম স্কন্ধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ।
কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং সর্ব্বা বিসিস্ম্যুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ ॥১॥

ইতি সম্ভাষমাণাসু স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভির্নৃষু। আযযুর্মুনয়স্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া ॥২॥
দ্বৈপায়নো নারদশ্চ চ্যবনো দেবলোঽসিতঃ। বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ॥৩॥
রামঃ সশিষ্যো ভগবান্ বসিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ। পুলস্ত্যঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ ॥৪॥
দ্বিতস্ত্রিতশ্চৈকতশ্চ ব্রহ্মপুত্রাস্তথাঽঙ্গিরাঃ। অগস্ত্যোযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বামদেবাদয়োঽপরে ॥৫॥
তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ। পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুর্বিশ্ববন্দিতান্ ॥৬॥
তানানর্চ্চুর্যথা সর্ব্বে সহরামোঽচ্যুতোঽর্চ্চয়ৎ। স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ ॥৭॥
উবাচ সুখমাসীনান্ ভগবান্ ধর্ম্মগুপ্তনুঃ। সদসস্তস্য মহতো যতবাচোঽনুশৃণ্বতঃ ॥৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলম্। দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্‌যোগেশ্বরদর্শনম্ ॥৯॥
কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্। দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকম্ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর পৃথা, সুবলপুত্রী গান্ধারী, যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদী), সুভদ্রা এবং রাজপত্নীসকল ও গোপীগণ অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের নির্ম্মল প্রণয়ানুবন্ধ শ্রবণ করিয়া অশ্রুকলাকুল নেত্রে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১

এই প্রকার স্ত্রীগণের সহিত স্ত্রীগণ, পুরুষগণের সহিত পুরুষগণ যখন কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই স্থানে কৃষ্ণ ও রামকে দেখিবার জন্য মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ২

দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, রাম, সশিষ্য ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, ব্রহ্মপুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বামদেব প্রভৃতি মুনিগণ তথায় আগমন করেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে উপবিষ্ট রাজগণ, পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ, রাম ইঁহারা সহসা উঠিয়া সেই বিশ্ববাঞ্ছিত মুনিগণকে নমস্কার করিয়াছিলেন। যেমন অন্য সকলে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম ও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ ও গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৩-৭

পরে ধর্ম্মগোপ্তা ভগবান্ সুখোপবিষ্ট সেই মুনিগণকে যতবাক্ মহাসভার সকলে শুনিতে পায়, এই ভাবে বলিয়াছিলেন। ৮

ভগবান্ বলিলেন, অহো! আমরা সফলজন্মা। জন্মলাভের সকল ফলই লাভ করিয়াছি, যেহেতু দেবতাদিগের দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরদিগের দর্শন লাভ করিলাম। ৯

প্রতিমাতে এই দেব এইরূপ দৃষ্টি যাঁহাদের, এবং যাঁহারা অল্প তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাগ্যে যোগেশ্বর আপনাদিগের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম ও পাদার্চ্চনাদি কি সম্ভাবিত হইতে পারে? ১০

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥১১॥
নাগ্নির্ন সূর্য্যো নচ চন্দ্রতারকা ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥১২॥
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥১৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্যেত্থং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাকুণ্ঠমেধসঃ। বচো দুরন্বয়ং বিপ্রাস্তূষ্ণীমাসন্ ভ্রমদ্ধিয়ঃ ॥১৪॥
চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরস্যেশিতব্যতাম্। জনসংগ্রহ ইত্যূচুঃ স্ময়ন্তস্তং জগদ্গুরুম্ ॥১৫॥

শ্রীমুনয় ঊচুঃ।

যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা বয়ং বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরাঃ।
যদীশিতব্যায়তি গূঢ় ঈহয়া অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্ ॥১৬॥
অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥১৭॥

জলময় স্থান তীর্থ নহে এবং মৃত্তিকা ও পাষাণ-ময়ী মূর্ত্তিও দেবতা নহেন, যেহেতু, তাঁহারা সুদীর্ঘ কালে মনুষ্যকে পবিত্র করিতে পারেন, কিন্তু সাধুরা দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। ১১

অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন ইহারা ভেদবুদ্ধিকারী বলিয়া উপাসিত হইলেও পাপ অর্থাৎ তন্মূল অজ্ঞান নাশ করিতে পারে না; যাঁহারা সাধু, তাঁহারা মুহূর্ত্ত মাত্র সেবিত হইয়া অজ্ঞান নাশ করিয়া থাকেন। ১২

বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ ধাতুময় শরীরে যাহার আত্মবুদ্ধি,স্ত্রী-পুত্রাদিতে যাহার আত্মীয়ত্ব জ্ঞান, মৃত্তিকাবিকারে যাহার দেবতাবুদ্ধি, এবং জলেতে যাহার তীর্থজ্ঞান এবং সাধু জনেতে যাহার সেই সকল জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দ্দভস্বরূপ।১৩

শুকদেব বলিলেন, বিপ্রগণ অকুণ্ঠবুদ্ধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অম্বুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রমবুদ্ধি বশতঃ কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন। পরে মুনিগণ এই প্রকারে ঈশ্বরের অনীশ্বরতা-যুক্ত বাক্যকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া লোক-সংগ্রহার্থ ইহা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে জগদ্গুরুকে বলিয়াছিলেন। ১৪-১৫

মুনিগণ বলিলেন, আমরা তত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রজাপতিগণের অধীশ্বর হইয়াও যাঁহার মায়ায় বিমোহিত হইয়াছি এবং যিনি নরচেষ্টা দ্বারা গূঢ় (প্রচ্ছন্ন) হইয়া অনীশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, অহো! ভগবানের কার্য্য বিচিত্র, অর্থাৎ অতর্ক্য। ১৬

পার্থিব-বিকার ঘট-শরাবাদি দ্বারা বহুনামরূপিণী ভূমির ন্যায় যিনি স্বয়ং এক ও অক্রিয় হইয়াও স্বরূপ-মাত্রে বহু প্রকারে এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং বদ্ধ নহেন, অহো! সেই বিভু পরমেশ্বরের যে জন্মাদিচরিত, তাহা কেবল অনুকরণমাত্র, যথার্থ নহে। ১৭

বিশ্বপ্তি—কুণপ শব্দে শব বুঝায়, তাদৃশ ঘৃণাস্পদ শরীরে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিন্দিত। জলপদে গঙ্গা যমুনা ভিন্ন জল বুঝিতে হইবে। গো খর শব্দে অত্যন্ত নির্বুদ্ধি, প্রতিমাদিতে দেববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অধম ভাগবত বলিয়া একাদশে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা গো খর শব্দ বাচ্য নহে। ১৩

অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় চ।
স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্ ॥১৮॥

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। যত্রোপলব্ধং সদ্ব্যক্তমব্যক্তঞ্চ ততঃ পরম্ ॥১৯॥
তস্মাদ্ ব্রহ্মকুলং ব্রহ্মন্ শাস্ত্রযোনেস্ত্বমাত্মনঃ। সভাজয়সি সদ্ধাম তদ্‌ব্রহ্মণ্যাগ্রণীর্ভবান্ ॥২০॥
অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ। ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্গত্যা যদন্তং শ্রেয়সাং পরঃ ॥২১॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে ॥২২॥
ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ। মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্ ॥২৩॥
যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুণতত্ত্বদৃক্। নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্ ॥২৪॥
এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়েহয়া। মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ ॥২৫॥

আপনি বর্ণাশ্রম-প্রবর্ত্তক পরম পুরুষ, তথাপি যথাকালে সাধুজনের রক্ষার নিমিত্ত ও খলজনের নিগ্রহের জন্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকরূপ ও সনাতন বেদমার্গ ধারণ ও পোষণ করেন। ১৮

অতিশুদ্ধ বেদ আপনার হৃদয়, (অর্থাৎ অন্তরঙ্গ-স্বরূপ) যে বেদে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা কার্য্য কারণ ও সন্মাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯

হে ব্রহ্মন্! সেই কারণে শাস্ত্রযোনি আপনি উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান ব্রাহ্মণকুলকে পূজা করিয়া থাকেন, এবং সেই কারণেই আপনি ব্রাহ্মণ-হিতকারীদিগের অগ্রণী। তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করাইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ২০

যে আপনি মঙ্গলসকলের চরমাবধি অর্থাৎ মঙ্গল-নিদান, সাধুগণের পরমাশ্রয়, সেই আপনার সহিত মিলিত হইয়া অদ্য আমাদের জন্মসাফল্য হইয়াছে এবং বিদ্যা, তপস্যা ও নয়নের সার্থকতা হইয়াছে।২১

স্বীয় যোগমায়া দ্বারা যাঁহার মহিমা আচ্ছন্ন, যিনি অকুণ্ঠবুদ্ধি, পরমাত্মা, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ২২

এই রাজগণ ও এই একত্রবাসী বৃষ্ণিগণ মায়া যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন, সর্ব্বনিয়ন্তা কালরূপী পরমাত্মা যাঁহাকে জানিতে পারে না। ২৩

যেমন শয়ান (স্বপ্নদর্শনকারী) পুরুষ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রিয় দ্বারা নামমাত্রে প্রতিভাত অর্থাৎ যাহার বাস্তবিক সত্তা নাই, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-রূপে আত্মাকে জানে, নিজে যে সে দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত, প্রকৃত সিংহ নহে, ইহা জানিতে পারে না। ২৪

হে ব্রহ্মন্! এই লোকসকল মায়া দ্বারা ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া স্মৃতিধ্বংস নিবন্ধন মনো দ্বারা নাম মাত্রে প্রকাশিত-রূপ তোমাকে জানে, স্বরূপতঃ জানে না। ২৫

বিবৃতি—ভগবানের নাম ব্রহ্মণ্যদেব, তাহার অর্থও ব্রাহ্মণহিতকৃৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণাবতারে এই ব্রহ্মণ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, এই জন্য নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় বলা হয়। অথবা ব্রহ্মণ্য পদে ব্রাহ্মণভক্ত অথবা ব্রাহ্মণগণ বিষয়ে যিনি দেববদাচরণ করেন। ২০

ইহারা আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা কালরূপে ভয়ঙ্কর বলিয়া অথবা সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে জানে না, কিন্তু দেবকীনন্দন সকলের প্রতিপালক, পরম প্রিয়তম বলিয়া জানে, যে হেতু মায়া-যবনিকা দ্বারা ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন। ২৩

তস্যাদ্য তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষতীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্কযোগৈঃ।
উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়জীবকোশা আপুর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্ ॥২৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্। রাজর্ষে স্বাশ্রমান্ গন্তুং মুনয়ো দধিরে মনঃ ॥২৭॥
তদ্বীক্ষ্য তানুপব্রজ্য বসুদেবো মহাযশাঃ। প্রণম্য চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্ত্রিতঃ ॥২৮॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

নমো বঃ সর্ব্বদেবেভ্য ঋষয়ঃ শ্রোতুমর্হথ। কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো যথা স্যান্নস্তদুচ্যতাম্ ॥২৯॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া। কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ ॥৩০॥
সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্। গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে ॥৩১॥
যস্যানুভূতিঃ কালেন লয়োৎপত্ত্যাদিনাস্য বৈ। স্বতোঽন্যস্মাচ্চ গুণতো ন কুতশ্চন রিষ্যতি ॥৩২॥

হে ভগবন্! অদ্য আমরা পাপসমূহনাশক গঙ্গাতীর্থের উৎপত্তিস্থল ও সুবিপক্ক যোগীদিগের হৃদয়ে ধৃত অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহারা যাঁহার চিন্তা করেন, তোমার সেই পাদপদ্ম দর্শন করিলাম, পূর্ব্বে বর্দ্ধিত ভক্তিযোগের দ্বারা আশয়রূপ জীবকোশকে ঋষিগণ বিনাশ করিয়া তোমার গতি অর্থাৎ তোমার স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার ভক্ত আমাদিগকেও সেইরূপ অনুগ্রহ কর। ২৬

শুকদেব বলিলেন, হে রাজর্ষে! মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ২৭

তাহা দর্শন করিয়া মহাযশাঃ বসুদেব তাঁহাদের অনুগমন করিয়া ও তাঁহাদের চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ২৮

বসুদেব বলিলেন, হে ঋষিগণ! সর্ব্বদেবস্বরূপ আপনাদিগকে নমস্কার, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন, কর্ম্ম দ্বারা যেরূপে কর্ম্ম নিরাশ হয়, তাহা বলুন। ২৯

নারদ বলিলেন, হে বিপ্রগণ! ইহা বিচিত্র নহে যে, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র ও বালক মনে করিয়া আপনার মঙ্গল আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ৩০

সন্নিকর্ষই (নৈকট্যই) মানুষের অনাদরের কারণ, যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধির জন্য অন্যতীর্থ-জলে স্নান করিতে গমন করে। ৩১

এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় দ্বারা, অথবা কালসহকারে অথবা স্বতঃপরতঃ বা গুণ দ্বারা, কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণানুভূতির বিনাশ নাই। ৩২

বিবৃতি—বসুদেব ইহা জানিলেও রাজগণ, বন্ধুগণ ও মুনিগণসমাজে যজ্ঞ-মহোৎসব করিবার ইচ্ছায় যেন মুনিদের কথায় ঐ কার্য্য প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন,কি কর্ম্ম কিভাবে করিলে কর্ম্মবন্ধন নষ্ট হয়, তাহা জানিবার জন্য এই প্রশ্ন। ২৯

বসুদেব ইহার মাহাত্ম্য জানেন না, ইহা মনে করা অন্যায়। কারণ, সাধারণ লোকেও তাহা জানে, কালে কাঁকুড় ফল যেমন ফাটিয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ কিম্বা এই বিশ্বের লয়াদি দ্বারা স্বতঃ বিন্দুরাদির ন্যায়, পরন্তু মুদ্গরাদি দ্বারা যেমন ঘটাদি নাশ হয়, সেইরূপ যাহার জ্ঞান নষ্ট হয় না। ৩২

তং ক্লেশকর্ম্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈরব্যাহতানুভবমীশ্বরমদ্বিতীয়ম্ ।
প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগূঢ়মন্যো মন্যেত সূর্য্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ ॥৩৩॥
অথোচুর্ম্মুনয়ো রাজন্নাভাষ্যানকদুন্দুভিম্ । সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচ্যুতরাময়োঃ ॥৩৪॥
কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ । যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ ॥৩৫॥
চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা । দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্ম্মশ্চাত্মমুদাবহঃ ॥৩৬॥
অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ । যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ ॥৩৭॥
বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈর্গৃহৈর্দারসুতৈষণাম্ । আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিসৃজেদ্বুধঃ ।
গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ সর্ব্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্ ॥৩৮॥
ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৃণাং প্রভো । যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য্য ত্যজন্ পতেৎ ॥৩৯॥
তং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে । যজ্ঞৈর্দেবর্ণমুন্মুচ্য নিরৃণোঽশরণো ভব ॥৪০॥
বসুদেব ভবান্ নূনং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্ । জগতামীশ্বরং প্রার্চ্চঃ স যদ্বাং পুত্রতাং গতঃ ॥৪১॥

রাগ দ্বেষ প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, ক্লেশ পূর্ব্বক কর্ম্ম, কর্ম্মের পরিপাক সুখ দুঃখ ও সত্ত্বাদি গুণ-প্রবাহ দ্বারা যাঁহার জ্ঞান অব্যাহত অর্থাৎ যিনি অকুণ্ঠ-জ্ঞান, তাঁহাকে অন্য ব্যক্তিরা তাঁহারই বিভূতি প্রাণাদি ও ক্লেশাদি দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া মনে করে; যেমন সাধারণ লোক মেঘ, হিম ও রাহুগ্রাসাদি দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন মনে করে, সেইরূপ। ৩৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মুনিগণ, সমস্ত রাজগণ ও কৃষ্ণ রাম শুনিতে পান, এইরূপ ভাবে তাঁহাদের সমক্ষে বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ৩৪

কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের নিরাস, ইহাবই উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, যে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে যজ্ঞ দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। ৩৫

এবং ইহাই বেদজ্ঞগণ শাস্ত্র-চক্ষু দ্বারা চিত্তের উপশমের হেতু ইহাই সুগম যোগ এবং ইহা আত্মানন্দদায়ক সুগম ধর্ম্ম বলিয়া দেখাইয়াছেন।৩৬

গৃহাশ্রমী দ্বিজাতির ইহাই মঙ্গলজনক উত্তম পথ যে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পবিত্র প্রাপ্ত দ্রব্য দ্বারা সেই পুরুষের অর্চ্চনা করা। ৩৭

হে বসুদেব! জ্ঞানী ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা বিত্তৈষণা, গৃহোচিত ভোগ দ্বারা পুত্র-দারৈষণা এবং কালে সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহা আলোচনা করিয়া স্বর্গাদি লোকৈষণা পরিত্যাগ করিবে। ৩৮

সকল ধীরব্যক্তি গ্রামে এষণা পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন করেন, হে প্রভো! দ্বিজাতি জন্মকালে দেব ঋষি ও পিতৃঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও পুত্র দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ না করিয়া ত্যাগ করিলে অর্থাৎ মোক্ষের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পতিত হয়। ৩৯

হে মহামতে! তুমি ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই উভয় ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ, এক্ষণে যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া অশরণ হও অর্থাৎ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর, অথবা বিষ্ণুর শরণাগত হও। ৪০

হে বসুদেব! তুমি নিশ্চয়ই পরম ভক্তি-সহকারে জগদীশ্বর হরির অর্চ্চনা করিয়াছিলে, যেহেতু তিনি তোমাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৪১

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ। তানৃষীনৃত্বিজো বব্রে মূর্দ্ধ্না নম্য প্রসাদ্য চ ॥৪২॥

ত এনমৃষয়ো রাজন্ বৃতা ধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকম্। তস্মিন্নযাজয়ন্ ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকল্পকৈঃ ॥৪৩॥

তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুষ্করস্রজঃ। স্নাতাঃ সুবাসসো রাজন্ রাজানঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাঃ ॥৪৪॥

তন্মহিষ্যশ্চ মুদিতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ। দীক্ষাশালামুপাজগ্মুরালিপ্তা বস্তুপাণয়ঃ ॥৪৫॥

নেদুর্মৃদঙ্গপটহ-শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ। ননৃতুর্নটনর্ত্তক্যস্তুষ্টুবুঃ সূতমাগধাঃ।
জগুঃ সুকণ্ঠ্যো গন্ধর্ব্ব্যঃ সঙ্গীতং সহভর্ত্তৃকাঃ ॥৪৬॥

তমভ্যষিঞ্চন্ বিধিবদক্তমভ্যক্তমৃত্বিজঃ। পত্নীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোড়ুভিঃ ॥৪৭॥

তাভির্দুকূলবলয়ৈর্হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ। স্বলঙ্কৃতাভির্বিবভৌ দীক্ষিতোঽজিনসংবৃতঃ ॥৪৮॥

তস্যর্ত্বিজো মহারাজ রত্নকৌশেয়বাসসঃ। সসদস্যা বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোঽধ্বরে ॥৪৯॥

তদা রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ স্বৈঃ স্বৈর্বন্ধুভিরন্বিতৌ। রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈর্জীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ ॥৫০॥

ঈজেঽনুযজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ। প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্যজ্ঞৈর্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম্ ॥৫১॥

অথর্ত্বিগ্ভ্যোঽদদাৎ কালে যথাম্নাতং সদক্ষিণাঃ। স্বলঙ্কৃতেভ্যোঽলঙ্কৃত্য গোভূকন্যা মহাধনাঃ ॥৫২॥

শুকদেব বলিলেন, মহামনা বসুদেব নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত মস্তকে সেই ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া ও প্রসন্ন করিয়া যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৪২

হে রাজন্! সেই ঋষিগণ ধর্ম্মার্থ অথবা ধর্ম্মযজ্ঞে বৃত হইয়া সেই ধার্ম্মিক বসুদেবকে সেই কুরুক্ষেত্রে উত্তমকল্প যজ্ঞ দ্বারা যাজন করিয়াছিলেন। ৪৩

হে রাজন্! সেই যজ্ঞের দীক্ষা প্রবৃত্ত হইলে বৃষ্ণিগণ সুস্নাত পুষ্করমাল্য-বিশিষ্ট সুবাস ও অলঙ্কৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ৪৪

বসুদেবের মহিষীগণ ও বৃষ্ণিগণের মহিষীগণ কণ্ঠে নিষ্ক ধারণ ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং কুঙ্কুমলিপ্তা হইয়া নানাবিধ যজ্ঞীয় দ্রব্য হস্তে লইয়া দীক্ষাগৃহে হৃষ্ট চিত্তে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ৪৫

তখন মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, আনক, শঙ্খাদির ধ্বনি হইতে লাগিল ও নট-নর্ত্তকীগণ নৃত্য, সূত-মাগধগণ স্তব ও সভর্ত্তৃক সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্বপত্নী সকলে গান করিয়াছিলেন। ৪৬

নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় অষ্টাদশ পত্নী-পরিবৃত নয়নদ্বয়ে অঞ্জনাক্ত এবং সর্ব্বাঙ্গে নবনীলিপ্ত সেই বসুদেবকে ঋত্বিক্‌গণ অভিষিক্ত করিলেন। ৪৭

দীক্ষিত অজিনাবৃত বসুদেব বস্ত্র, বলয়, হার নূপুরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত স্ত্রীগণসহ বিরাজ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! ইন্দ্রের যজ্ঞে যেমন সদস্যগণ সহ ঋত্বিক্‌গণ নানাবিধ বসন-ভূষণে বিরাজ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বসুদেবের যজ্ঞেও বসুদেবের সদস্যগণ সহ পীত, কৌশেয় বসনপরিধানকারী ঋত্বিক্‌গণ বিরাজ করিয়াছিলেন। ৪৮-৪৯

এবং স্ব স্ব বন্ধুগণে পরিবৃত ও স্ত্রী-পুত্র সমন্বিত সর্ব্বজীবের ঈশ্বর রাম ও কৃষ্ণ স্ব স্ব বিভূতিসমূহ দ্বারা ভূষিত হইয়া বিরাজিত হইলেন। ৫০

পরে বিধানানুসারে অগ্নিহোত্রানুরূপ সমুদায় সর্ব্বাঙ্গ প্রাকৃত জ্যোতিষ্টোম দর্শপৌর্ণমাস, বৈকৃত সৌর্য্যাদি সকল যজ্ঞ দ্বারা প্রতি যজ্ঞে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করিলেন, অনন্তর বসুদেব যথাকালে অলঙ্কৃত ঋত্বিক্- (পুরোহিত) গণকে শাস্ত্রোক্তানুসারে অলঙ্কৃত করিয়া যথাবিধি গো, ভূমি, কন্যা ও মহাধন দক্ষিণা দিয়াছিলেন। ৫১-৫২

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে মহর্ষয়ঃ। সস্নূ রামহ্রদে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ ॥৫৩॥
স্নাতোঽলঙ্কারবাসাংসি বন্দিভ্যোঽদাৎ তথা স্ত্রিয়ঃ।
ততঃ স্বলঙ্কৃতো বর্ণানাশ্বভ্যোঽন্নেন পূজয়ৎ ॥৫৪॥
বন্ধূন্ সদারান্ সসুতান্ পারিবর্হেণ ভূয়সা। বিদর্ভকোশলকুরূন্ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান্ ॥৫৫॥
সদস্যর্ত্বিক্‌সুরগণান্ নৃভূতপিতৃচারণান্। শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাপ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুম্ ॥৫৬॥
ধৃতরাষ্ট্রোঽনুজঃ পার্থা ভীষ্মো দ্রোণঃ পৃথাযমৌ।
নারদো ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥৫৭॥
বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য যদূন্ সৌহৃদাক্লিন্নচেতসঃ। যযুর্বিরহকৃচ্ছ্রেণ স্বদেশাংশ্চাপরে জনাঃ ॥৫৮॥
নন্দস্তু সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চ্চিতঃ। কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীদ্ বন্ধুবৎসলঃ ॥৫৯॥
বসুদেবোঽঞ্জসোত্তীর্য্য মনোরথমহার্ণবম্। সুহৃদ্বৃতঃ প্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্ ॥৬০॥
শ্রীবসুদেব উবাচ।
ভ্রাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ। তং দুস্ত্যজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্ ॥৬১॥
অস্মাস্বপ্রতিকল্পেয়ং যৎ কৃতাজ্ঞেষু সত্তমৈঃ। মৈত্র্যর্পিতাফলা চাপি ন নিবর্ত্তেত কর্হিচিৎ ॥৬২॥

পরে সেই মহর্ষিগণ সংযাজ ও আবভৃত্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, বিপ্রগণ যজমান বসুদেবকে অগ্রে করিয়া রামহ্রদে স্নান করিয়াছিলেন। ৫৩

যজমান বসুদেব স্নানের পর বন্দিগণকে নানা অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করিলেন, পরে নিজে অলঙ্কৃত হইয়া অন্ন প্রদান দ্বারা এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত প্রাণীর পরিতোষ বিধান করাইয়াছিলেন। ৫৪

পরে স্ত্রী-পুত্রসমন্বিত বন্ধুগণকেও বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশী, কেকয়, সৃঞ্জয় প্রভৃতিকে এবং সদস্য ঋত্বিক্ দেব, মনুষ্য, ভূত, পিতৃ ও চারণগণকে প্রীতিপূর্ব্বক পূজা করিলেন, পরে তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লইয়া যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ৫৫-৫৬

পরে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ভীষ্ম, দ্রোণ, পৃথা, নারদ, ব্যাসদেব ও অপরাপর সুহৃদ্ সম্বন্ধি-বান্ধবগণ, বান্ধব যদুগণকে আলিঙ্গন করিয়া সৌহৃদ্য জন্য অতি দুঃখিত হৃদয়ে বিরহে কাতর হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৭-৫৮

কিন্তু বন্ধুবৎসল নন্দ গোপগণের সহিত মহা সমাদৃত হইয়া রাম, কৃষ্ণ উগ্রসেনাদির সহিত পরমাহ্লাদে কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। ৫৯

তথায় বসুদেব দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত মনোরথ-মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া সুহৃদ্‌গণ সহ প্রীত মনে নন্দের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন। ৬০

বসুদেব বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! স্নেহ নামক ঈশ্বরকৃত যে মানুষের বন্ধন, উহা শূর- (বীর) গণের এবং যোগিগণেরও দুস্ত্যজ বলিয়া মনে করি। ৬১

অকৃতজ্ঞ আমাদের প্রতি সাধুত্তম তোমরা কোন প্রত্যুপকার না পাইয়াও যে অনুপম মৈত্রী প্রদর্শন করিয়াছ, এই মৈত্রী কখনও নিবৃত্ত হইতে পারে না। ৬২

বিবৃতি—মহাবীরগণ এবং যোগিগণ কেহই স্নেহ-বন্ধনকে ত্যাগ করিতে পারেন না, সকলই ঈশ্বরকৃত ঐ বন্ধনে বদ্ধ হয়েন। যাহারা উপকারের আশায় বা প্রশংসার্থ মৈত্রী করে, তাহারা উহা না পাইলে তাহাদের মৈত্রী নষ্ট হয়; যাহারা নিষ্কাম ভাবে তোমার ন্যায় মিত্রতা করে, তাহা কল্প-কল্পান্তেও যাইতে পারে না। ৬১-৬২

প্রাগকল্পাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরামহি। অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ ॥৬৩॥
মা রাজ্যশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ। স্বজনানুত বন্ধূন্ বা ন পশ্যতি যয়ান্ধদৃক্ ॥৬৪॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ। রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ ॥৬৫॥
নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরাময়োঃ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥৬৬॥
ততঃ কামৈঃ পূর্য্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ। পরার্দ্ধ্যাভরণক্ষৌম-নানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ ॥৬৭॥
বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ। দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ ॥৬৮॥
নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে। মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্ত্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ ॥৬৯॥
বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ। বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাং যযুর্দ্বারবতীং পুনঃ ॥৭০॥
জনেভ্যঃ কথয়াঞ্চক্রুর্যদুদেবমহোৎসবম্। যদাসীৎ তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকম্ ॥৭১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে তীর্থযাত্রানুবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

হে ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে অসামর্থ্য নিবন্ধন তোমাদিগের প্রিয় করিতে পারি নাই, এবং এক্ষণেও সৌভাগ্যমদে অন্ধ হইয়া অগ্রে বিদ্যমান তোমাদিগকে দেখিতে পাই না। ৬৩

হে মানদ! শ্রেয়স্কাম পুরুষের যেন রাজলক্ষ্মী না হয়, কারণ, যে রাজলক্ষ্মী দ্বারা অন্ধ হইয়া স্বজন বন্ধুগণকে দেখিতে পায় না। ৬৪

বসুদেব এইরূপ সৌহৃদ্য ভাবের দ্বারা শিথিলচিত্ত হইয়া নন্দ-কৃত মিত্রতা স্মরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। ৬৫

স্বীয় সখা বসুদেবের প্রিয়কারী নন্দও রামকৃষ্ণের প্রেমে অদ্য কল্য যাইব এইরূপ করিয়া তিনমাস তথায় যদুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। ৬৬

কিয়ৎকাল পরে ব্রজবাসী বান্ধবগণ সহ নন্দ আভরণ ও নানাপ্রকার মহামূল্য পরিচ্ছদ রূপ কাম্য বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া, এবং বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলদেবাদি-দত্ত প্রিয় উপহারগুলি লইয়া এবং যাদবগণ কর্ত্তৃক মহাসৈন্যগণের সহিত প্রস্থাপিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। ৬৭-৬৮

নন্দ, গোপীগণ ও গোপগণ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে স্থাপিত মনকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াই মথুরা প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। ৬৯

বন্ধুগণ এইরূপে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে কৃষ্ণ যাঁহাদের দেবতা সেই বৃষ্ণিগণ—বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমন করিলেন। ৭০

তথায় উপস্থিত হইয়া তীর্থযাত্রায় সুহৃৎসন্দর্শনাদিরূপ যে যে মহোৎসব হইয়াছিল, তৎসমুদয় তত্রত্য লোকের নিকট বলিয়াছিল। ৭১

ইতি দশম স্কন্ধে চতুরশীতিতম অধ্যায়

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

অথৈকদাত্মজৌ প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ। বসুদেবোঽভিনন্দ্যাহ প্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ ॥১॥

মুনীনাং স বচঃ শ্রুত্বা পুত্ত্রয়োর্দ্ধামসূচকম্। তদ্বীর্য্যৈর্জাতবিশ্রম্ভঃ পরিভাষ্যাভ্যভাষত ॥২॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কর্ষণ সনাতন। জানে বামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ ॥৩॥

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা। স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥৪॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ। আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ ॥৫॥

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ। পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥৬॥

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎস্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর একদিন রাম ও কৃষ্ণ এই পুত্রদ্বয় আসিয়া বসুদেবের পাদবন্দন করিলে বসুদেব প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন। ১

বসুদেব পুত্রদ্বয়ের প্রভাবসূচক বাক্য মুনিগণের নিকট শুনিয়া তাঁহাদের বীর্য্যের প্রতি অতিশয় বিশ্বস্ত হইয়াছিলেন, পরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ২

হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে সঙ্কর্ষণ! হে সনাতন! এই জগতের কারণ যে প্রকৃতি পুরুষ, তোমরা তাহাদেরও কারণ ঈশ্বর বলিয়া আমি তোমাদিগকে জানি। ৩

(যদি বল অনেক কারণ দ্বারা এই বিশ্ব উৎপন্ন, কিরূপে প্রধান পুরুষাত্মক হইবে, আমরাই বা কিরূপে ঐ প্রকৃতি পুরুষের কারণরূপী ঈশ্বর হইব, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) যেখানে যাহার দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার নিমিত্ত, যাহার উদ্দেশ্যে যাহা যাহা যে প্রকারে যে কালে হয়, সে সমুদায়ই এই প্রধান পুরুষেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ তুমি। ৪

হে অধোক্ষজ! হে আত্মন্! তোমার আত্মসৃষ্ট এই নানাবিধ বিশ্বে তুমি নিজেই অনুপ্রবেশ (পশ্চাৎ প্রবেশ) করিয়া ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি হইয়া বিশ্ব প্রতিপালন করিতেছ। ৫

বিশ্বকারণ—প্রাণাদির (সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভাদির) যে সকল শক্তি আছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের শক্তি। পরাধীন বলিয়া যেমন বাণের বেধশক্তি নাই—উহা পুরুষেরই, সেইরূপ প্রাণাদির স্বতন্ত্র কারণতা নাই, চেতন ঈশ্বর, অচেতন প্রাণাদি উভয়ের বৈসাদৃশ্য নিবন্ধন অর্থাৎ সাদৃশ্য না থাকায় উভয়ের স্বতন্ত্রভাবে কারণতা নাই, অথবা প্রাণাদি দুই দুইটিরই সাদৃশ্য নাই—বস্তুর ত কথাই নাই। অতএব এক সর্ব্বজ্ঞ শক্তিমান ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত পদার্থেরই কার্য্যারম্ভকত্ব। প্রাণাদির শক্তি না থাকিলেও চেষ্টমান পদার্থের চেষ্টাই ক্রিয়াকারিত্ব—যেমন বায়ুশক্তি দ্বারা তৃণাদির চলন, পুরুষশক্তির দ্বারা বাণের বেগ সেইরূপ। ৬

চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুতের ও নক্ষত্রের স্ফুরণ সত্তা, পর্ব্বত সকলের স্থিরতা, ভূমির প্রাণীদিগের আধাররূপে অবস্থান ও গন্ধ—ইহা আপনিই অর্থাৎ আপনার শক্তিই। ৭

বিশ্বস্তি—প্রধান পুরুষের ভেদ নাই, তথাপি অবস্থাভেদ বিবক্ষিত, সপ্তবিভক্ত্যর্থ দেখান হইয়াছে। যথা যদা অব্যয় স্যাৎ ক্রিয়া—এইরূপে সকল বলিয়া তৎকারণরূপে ভগবদ্রূপতা বিধান, ভোগ্য ও ভোক্তৃগণের ঈশ্বর উহার ঐক্য অভিপ্রেত নহে। ৪

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব ত্বং তাশ্চ তদ্রসঃ। ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্বায়োস্তবেশ্বর ॥৮॥
দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্‌কৃতিঃ ॥৯॥
ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ। অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥১০॥
ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ তৈজসঃ। বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনাম্ ॥১১॥
নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্। যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্ ॥১২॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ। ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥১৩॥
তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ। ত্বঞ্চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যাবহারিকঃ ॥১৪॥
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুধাস্ত্বখিলাত্মনঃ। গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্ম্মভিঃ ॥১৫॥
যদৃচ্ছয়ানৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্লভাম্। স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর ॥১৬॥
অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু। স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান্ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥১৭॥

হে দেব! জলের যে তৃপ্তিহেতুত্ব ও জীবনহেতুত্ব, এবং তাহার যে রস সে সমুদায়ই তুমি। হে ঈশ্বর! বায়ুর যে ওজ সহ বল চেষ্টা ও গতি এ সমুদায়ই তোমার শক্তি। ৮

তুমি দিক্ সকলের অবকাশ, আকাশ, শব্দতন্মাত্র ও তাহার অবস্থা ও নাদ, বর্ণ, ওঙ্কার তুমি, এবং আকৃতিসকলের পৃথক্ পৃথক্ অভিধান যাহা হইতে হয়, সেই বর্ণপদাত্মক তুমি। ৯

তুমি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রকাশনশক্তি, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও তাহাদের অধিষ্ঠানশক্তি তুমি, তুমি বুদ্ধির ব্যবসায়শক্তি ও জীবের অনুসন্ধান কর। ১০

তুমি ভূতগণের কারণ, ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণের কারণ, তৈজস অহঙ্কারও তুমি, তুমি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার কারণ, সাত্বিক অহঙ্কার, জীবের সংসারের কারণ-প্রধানও তুমি। ১১

দ্রব্যবিকার—ঘটকুণ্ডলাদি নশ্বর দ্রব্যের মধ্যে যেমন মৃত্তিকা সুবর্ণাদি অনশ্বর সত্য, সেইরূপ এই সমুদায় নশ্বর ভাবের মধ্যে সেই অনশ্বর তুমিই মাত্র সত্য। ১২

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় ও তাহাদের বৃত্তি অর্থাৎ তাহার পরিণাম মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় যোগমায়া দ্বারা পরব্রহ্ম তোমাতে কল্পিত হইয়াছে, অতএব এই সকল ভাব অর্থাৎ বিকার তোমাতে কিছুমাত্র নাই; কিন্তু ইহারা যখন তোমাতে কল্পিত হয়, তখন তুমি ইহাদের অনুগত হও, অন্য সময়ে অব্যবহারিক তুমি মাত্র অবশিষ্ট থাক। ১৩-১৪

অতএব এই সংসারে অখিলাত্মা তোমার সূক্ষ্ম গতি জানিতে না পারিয়া জীবগণ অজ্ঞানবশে কর্ম্ম দ্বারা সংসারী হয়। ১৫

(বসুদেব ভগবদ্‌ভক্তি না থাকায় নিজের জীবন ব্যর্থ গেল বলিয়া অনুশোচনা করিতেছেন) হে ঈশ্বর! যদৃচ্ছাক্রমে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ইন্দ্রিয় সকলের পটুতাপ্রাপ্ত হইয়া স্বার্থে অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তি বিষয়ে অনবহিত থাকায় তোমার মায়াবৃত আমার বয়স অতীত হইয়া গেল। ১৬

এই আমি এই রূপে দেহ এবং দেহসম্বন্ধী স্ত্রী-পুত্রাদিতে 'ইহারা আমার' এই প্রকার যে বুদ্ধি, সেই স্নেহপাশ দ্বারা তুমি এই সকল জগৎকে বন্ধন কর। ১৭

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ। ভূভারক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ ॥১৮॥
তৎ তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দমাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্ত্তবন্ধো।
এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন মর্ত্ত্যাত্মদৃক্ ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ ॥১৯॥
সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ।
নানাতনূর্গগনবদ্বিদধজ্জহাসি কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতিমায়াম্ ॥২০॥

শ্রীশুক উবাচ।

আকর্ণ্যেত্থং পিতুর্বাক্যং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ। প্রত্যাহ প্রশ্রয়ানম্রঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে। যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ ॥২২॥
অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥২৩॥
আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ। আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥২৪॥
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্। আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি ॥২৫

তোমরা দুইজন আমাদের পুত্র নহ, তোমরা সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর, তোমরা ভূভারহরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, এই কথা সত্য করিয়া বলিয়াছ। ১৮

হে আর্ত্তবন্ধো! বিপন্ন জনতার সংসারভয়নাশক তোমার সেই সুপ্রসিদ্ধ পাদপদ্মে আমি শরণ লইলাম, ইন্দ্রিয়ার্থ তৃষ্ণায় মর্ত্ত্যদেহে আত্মবুদ্ধি ও পরমেশ্বর তোমাতে পুত্রবুদ্ধি করিয়াছি, ইহা দ্বারাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। ১৯

হে ভগবন্! তুমি সূতিকাগৃহে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছ যে, আমি অজ, ঈশ্বর, স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। অতএব হে উরুগায়! গগনের ন্যায় অসঙ্গ তুমি নানাবিধ শরীরধারণ কর ও ত্যাগ কর। কোন্ ব্যক্তি তোমার বিভূতিরূপ মায়া জানিতে পারে? ২০

শুকদেব বলিলেন, সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিনয়নম্রভাবে সহাস্য বদনে মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২১

ভগবান্ বলিলেন, হে তাত! আপনার এই এই বাক্যকে যুক্তি-যুক্ত সুসঙ্গতার্থ বলিয়াই মনে করি, যেহেতুক আমরা আপনার পুত্র, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তত্ত্বসমূহ সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করিয়াছেন। ২২

হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, তোমরা, ঐ আর্য্য বলদেব, এই সকল দ্বারকাবাসিজনগণ ইহারা সকলেই এবং সচরাচর জগৎ এইরূপে অন্বেষণীয়। ২৩

আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ ও এক, এই এক আত্মা স্বসৃষ্ট গুণ দ্বারা উৎপাদিত দেহসকলে বহুরূপে প্রতীত হয়েন কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ নিত্য ও নির্গুণ। আত্মা এইরূপ অবিকৃত হইয়াও আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পৃথিবী এবং তত্তৎকৃত বিকার প্রভৃতিতে আবির্ভাব, তিরোভাব, অল্পত্ব, ভূরিত্ব, একত্ব, নানাত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়েন। ২৪-২৫

বিবৃতি—জন্ম সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ বসুদেবকে পূর্ব্বজন্মের কথা ও নিজের অবতারবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ১৮

বিপন্ন ব্যক্তিগণ যখন তোমার শরণাগত হয়, তখনই তাহাদের এই সংসারে যত প্রকার ভয় আছে তাহা তুমি নাশ কর, আমিও বারম্বার অনুভব করিয়াছি; এই জন্য তোমার পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়লালসায় দেহে অথবা পরব্রহ্ম তোমাকে মানুষ ও আমার পুত্র বলিয়া মনে করি, ইহাই আমার পর্য্যাপ্ত—বহুসম্মত; চিরদিন জন্মে জন্মে যেন তোমাকে পুত্র বলিয়াই মনে করিতে পারি, ইহার অধিক আর কিছু চাই না। ১৯

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ভগবতা রাজন্ বসুদেব উদাহৃতঃ। শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তূষ্ণীং প্রীতমনা অভূৎ ॥২৬॥

অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্ব্বদেবতা। শ্রুত্বানীতং গুরোঃ পুত্রমাত্মজাভ্যাং সুবিস্মিতা ॥২৭॥

কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্। স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাদশ্রুলোচনা ॥২৮॥

শ্রীদেবক্যুবাচ।

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর। বেদাহং বাং বিশ্বসৃজামীশ্বরাবাদিপূরুষৌ ॥২৯॥

কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজ্ঞামুচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনাম্। ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য মে ॥৩০॥

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥৩১॥

চিরান্মৃতসুতাদানে গুরুণা কিল চোদিতৌ। আনিন্যথুঃ পিতৃস্থানাদ্‌গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥৩২॥

তথা মে কুরু তং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ।
ভোজরাজহতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতান্ ॥৩৩॥

ঋষিরুবাচ।

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভারত। সুতলং সংবিবিশতুর্যোগমায়ামুপাশ্রিতৌ ॥৩৪॥

শুকদেব বলিলেন, অদ্ভুতানন্তশক্তি পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিগত-নাশত্ববুদ্ধি বসুদেব প্রীতমনে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ২৬

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দেবকী দেবী লোক-মুখে স্বীয় পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক মৃত গুরুপুত্র-আনয়ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবিস্মিতা হইয়াছিলেন। ২৭

এবং কৃষ্ণ ও রামকে শুনাইয়া কংস কর্ত্তৃক নিজ পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা স্মরণ করিতে করিতে অতি দীন ভাবে বৈক্লব্য-নিবন্ধন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন। ২৮

দেবকী বলিলেন, হে রাম! হে রাম! হে অপরিচ্ছিন্নবুদ্ধে! হে অচিন্ত্য মহাপ্রভাব! শ্রীকৃষ্ণ! তোমরা দুইজনে বিশ্বস্রষ্টাগণের ঈশ্বর, আদিপুরুষ, ইহা আমি জানি। ২৯

হে আদ্যপুরুষদ্বয়! কালসহকারে ক্ষীণফল অথচ শাস্ত্রমার্গপরিত্যাগী রাজাদের বধার্থ ও ভূমির ভার হরণার্থ নিশ্চয় তোমরা আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। ৩০

হে বিশ্বাত্মন্! যাহার অংশ পুরুষ, তাহার অংশ মায়া; তাহার অংশগুণ তাহাদের ভাগের দ্বারা এই বিশ্বের উৎপত্তি, বিনাশ ও অবস্থিতি হইয়া থাকে; সেই তোমার অদ্য শরণাগতা হইলাম। ৩১

তোমরা গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া চির মৃত-পুত্রকে যমের নিকট হইতে আনয়ন করিয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলে। ৩২

তোমরা যোগেশ্বরের ঈশ্বর, অতএব সেইরূপ— আমার কামনা পূর্ণ কর, ভোজরাজ কংস কর্ত্তৃক নিহত আমার পুত্রগণকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩৩

শুকদেব বলিলেন, হে ভারত! জননী কর্ত্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞাত হইয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যোগমায়া আশ্রয় করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৩৪

বিবৃতি—গুরুপুত্রানয়নসামর্থ্যদ্যোতক এই সকল বিশেষণ অথবা নিজ প্রার্থনা পরিপূরণ যোগ্যতাপ্রকাশক এই সকল বিশেষণ। রাম জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রথমে দুইবার সম্বোধন [illegible]। ২৯

তস্মিন্ প্রবিষ্টাবুপলভ্য দৈত্যরাড়্ বিশ্বাত্মদৈবং সুতরাং তথাত্মনঃ।
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ সদ্যঃ সমুত্থায় ননাম সান্বয়ঃ ॥৩৫॥
তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা নিবিষ্টয়োস্তত্র মহাত্মনোস্তয়োঃ।
দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ্‌যদম্বু হ ॥৩৬॥
সমর্হয়ামাস স তৌ বিভূতিভির্মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ।
তাম্বূলদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ ॥৩৭॥
স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ প্রহৃষ্টরোমা নৃপ গদ্গদাক্ষরম্ ॥৩৮॥

বলিরুবাচ।

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। সাঙ্খ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥৩৯॥
দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্প্রাপঞ্চাপ্যদুর্লভম্। রজস্তমঃস্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ যদৃচ্ছয়া ॥৪০॥
দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ। যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতপ্রমথনায়কাঃ ॥৪১॥
বিশুদ্ধসত্ত্বধাম্ন্যদ্ধা ত্বয়ি শাস্ত্রশরীরিণি। নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ঞ্চান্যে চ তাদৃশাঃ ॥৪২॥
কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ। ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ॥৪৩॥

সেই পাতালে রাম-কৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা দৈত্যরাজ বলি জানিতে পারিয়া, বিশ্বদেবতা সুতরাং নিজের অভীষ্ট দেবতাদ্বয়ের দর্শন জন্য আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সবংশে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। ৩৫

দৈত্যরাজ বলি তাঁহাদের নিমিত্ত সানন্দে উৎকৃষ্ট আসন আনয়ন করিয়া, তাহাতে সেই মহাত্মাদ্বয় উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া যে জল আব্রহ্ম সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে, সেই জল সবান্ধবে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং বস্ত্র, আভরণ, অনুলেপনাদি মহা বিভূতি দ্বারা ও মাল্য ধূপ দীপ ও অমৃতকল্প ভক্ষ্য দ্বারা ও নিজের পুত্র, পৌত্র, বিত্ত ও আত্মার্পণ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৩৬-৩৭

হে রাজন্! পরে সেই দৈত্যরাজ বলি, ভগবৎ-পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিলেন এবং প্রেমবিবশচিত্তে আনন্দবাষ্পাকুলনেত্রে রোমাঞ্চিতকলেবরে গদ্গদ-বাক্যে বলিয়াছিলেন। ৩৮

বলি বলিলেন, প্রভো! তুমি অনন্ত, তুমি বৃহৎ, তোমাকে নমস্কার, তুমি কৃষ্ণ, তুমি বিধাতা, তুমি সাংখ্য ও যোগের বিস্তারক, তুমি ব্রহ্ম, এবং তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৯

তোমাদের দুই জনের দর্শন ভূতগণের দুষ্প্রাপ্য হইলেও কাহাদের পক্ষে উহা অতি সুলভ, যে হেতু আমরা রজস্তমঃস্বভাব হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে অদ্য তোমাদিগের দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। ৪০

হে প্রভো! বিশুদ্ধ সত্ত্বের নিকেতন, শাস্ত্রশরীর তোমাতে, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত ও প্রমথনায়কগণ ইহারা নিত্য বদ্ধবৈর, আমরা ও আমাদের অন্য ব্যক্তিরাও প্রায় তত্তুল্য তোমাতে বদ্ধবৈর রহিয়াছি। ৪১-৪২

কতিপয় দৈত্য উদ্বদ্ধ বৈরভাবে, কতকগুলি ভক্ত ভক্তিভাবে ও গোপীগণ কামভাবে যেরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিশুদ্ধসত্ত্ব দেবতারা নিকটবর্ত্তী হইয়াও তদ্রূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। ৪৩

ইদমিত্থমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর। ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্ ॥৪৪॥

তন্নঃ প্রসাদ নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎপাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ।

নিষ্ক্রম্য বিশ্বশরণাঙ্‌ঘ্র্যুপলব্ধবৃত্তিঃ শান্তো যথৈক উত সর্ব্বসখৈশ্চরামি ॥৪৫॥

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ নিষ্পাপান্ কুরু নঃ প্রভো। পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়াতিষ্ঠংশ্চোদনায়া বিমুচ্যতে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আসন্ মরীচেঃ ষট্ পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেঽন্তরে।
দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং যভিতুমুদ্যতম্ ॥৪৭॥

তেনাসুরীমগন্ যোনিমধুনাবদ্যকর্ম্মণা। হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতাস্তে যোগমায়য়া ॥৪৮॥

দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্ কংসবিহিংসিতাঃ।
সা তান্ শোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্তইমেঽধ্যাসতেঽন্তিকে ॥৪৯॥
ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে।
ততঃ শাপাদ্বিনির্ম্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজ্বরাঃ ॥৫০॥

হে দেব! হে যোগেশ্বরেশ্বর! যোগেশ্বর সনকাদিরাও স্বরূপতঃ ও বিশেষভাবে নিশ্চয়রূপে সখা তোমার যোগমায়ার প্রভাব জানিতে পারেন না, তখন আমরা কোথাকার কে? ৪৪

(যদিও বদ্ধবৈরভাবেও তোমাকে পাওয়া যায়, তথাপি আমাকে সাত্ত্বিক কর, এই প্রার্থনা করিতেছেন) সেইরূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। যেমন আপ্তকাম মুনিগণেরও বিমৃগ্য যে তোমার পাদপদ্মরূপ আশ্রয়, তাহা হইতে অন্য যে গৃহাদিরূপ অন্ধকূপ, তাহা হইতে নির্গত হইয়া বিশ্বের আশ্রয়-বৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত ফল দ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক অনুদ্বিগ্নচিত্তে যেন একাকী বিচরণ করিতে পারি, অথবা সর্ব্বসুহৃৎ মহাত্মাদের সহিত যেন বিচরণ করিতে পারি। ৪৫

হে ঈশিতব্যেশ! অর্থাৎ সর্ব্বজীবনিয়ন্তঃ! আমাদিগকে শিক্ষা দান কর, হে প্রভো! আমাদিগকে নিষ্পাপ কর, তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষেরা বিধিনিষেধরূপ শাসন হইতে বিমুক্ত হয়। ৪৬

ভগবান্ বলিলেন, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঊর্ণার গর্ভে ব্রহ্মপুত্র মরীচির ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়, দেবতুল্য সেই ছয় পুত্র, ব্রহ্মাকে স্বীয় তনয়ার প্রতি মৈথুন দ্বারা রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। ৪৭

সেই পাপে তাঁহারা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু যোগমায়াপ্রভাবে তাঁহারা দেবকীর উদরে আনীত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন, হে বলিরাজ! তাঁহারাই কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, কিন্তু দেবকী দেবী তাঁহাদিগকে আত্মজ মনে করিয়া শোক করিতেছেন, এক্ষণে উঁহারা তোমারই নিকটে আছেন। ৪৮-৪৯

অতএব আমি মাতৃশোক নিবারণের নিমিত্ত ইঁহাদিগকে লইয়া যাইব, পরে শাপবিমুক্ত ও ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইয়া ইঁহারা দেবলোকে গমন করিবেন। ৫০

বিবৃতি—তোমার ভক্ত কখনও বিধি-নিষেধের অধীন হয় না। ৪৬

স্মরোদ্গীথঃ পরিষঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃদ্ঘৃণী। ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্যাস্যন্তি সদ্গতিম্ ॥৫১॥
ইত্যুক্ত্বা তান্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ। পুনর্দ্বারবতীমেত্য মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্ ॥৫২॥
তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনা। পরিষজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্দ্ধ্ন্যজিঘ্রদভীক্ষ্ণশঃ ॥৫৩॥
অপ্যায়য়ৎ স্তনং প্রীতা সুতস্পর্শপরিস্নুতম্। মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥৫৪॥
পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ। নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শ-প্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ॥ ৫৫ ॥
তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্। মিষতাং সর্ব্বভূতানাং যযুর্ধাম দিবৌকসাম্ ॥৫৬॥
তং দৃষ্ট্বা দেবকী দেবী মৃতাগমননির্গমম্। মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ ॥৫৭॥
এবং বিধান্যদ্ভুতানি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত ॥৫৮॥

শ্রীসূত উবাচ।

য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারেশ্চরিতমমৃতকীর্ত্তের্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ।
জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে মৃতাগ্রজানয়নং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

স্মর, উদ্গীথ, পরিষঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী এই ছয়জন মরীচিতনয়, আমার প্রসাদে পুনর্ব্বার সদ্গতি লাভ করিবেন। ৫১

ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ঐ ছয় জনকে লইয়া ও বলিরাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক মাতাকে মৃত পুত্র প্রদান করিলেন। ৫২

তখন দেবকী দেবী সেই বালকগণকে দেখিয়া পুত্রস্নেহে স্তন্য ক্ষরণ করিতে করিতে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ও ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার মস্তক আঘ্রাণ করিয়াছিলেন। যে বিষ্ণুমায়া দ্বারা এই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা বিমোহিত দেবকী তখন সেই পুত্রগণকে প্রীতমনে পুত্রস্পর্শে ক্ষরিতস্তন্য পান করাইয়াছিলেন। ৫৩-৫৪

এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট অমৃততুল্য সেই দেবকীর স্তন্য পান করিয়া নারায়ণাঙ্গ সংস্পর্শে আত্মদর্শন অর্থাৎ আমরা দেবতা এই জ্ঞান লাভ করিলেন। পরে তাঁহারা গোবিন্দকে, দেবকী দেবীকে, পিতাকে ও বলদেবকে প্রণাম করিয়া সকল লোকের সমক্ষে বিমানযোগে আকাশপথে স্বীয় ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৫৫-৫৬

হে নৃপ! তখন দেবকী দেবী মৃত পুত্রগণের সেই আগমন ও নির্গমন দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন এবং সে সমুদায়কে শ্রীকৃষ্ণের রচিত মায়া বলিয়া মনে স্থির করিয়াছিলেন। ৫৭

হে ভারত! অনন্তবীর্য্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ অনন্ত অদ্ভুত বীর্য্যযুক্ত কার্য্য আছে। ৫৮

সূত বলিলেন, ব্যাসপুত্র শুকদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত অমৃতকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের জগৎপবিত্রকারক চরিত্র, যাহা ভক্তগণের কর্ণাভরণস্বরূপ, সেই অদ্ভুত কার্য্য যে ব্যক্তি শ্রবণ করে অথবা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করায়,সে ব্যক্তি তচ্চিত্ত হইয়া অন্তে তাঁহার পরম ধামে গমন করে। ৫৯

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ বেদিতুমিচ্ছামঃ স্বসারং রামকৃষ্ণয়োঃ। যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

অর্জ্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্য্যটন্নবনীং প্রভুঃ। গতঃ প্রভাসমশৃণোম্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ ॥২॥

দুর্য্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে। তল্লিপ্সুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ ॥৩॥

তত্র বৈ বার্ষিকান্ মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ।
পৌরৈঃ সভাজিতোঽভীক্ষ্ণং রামেণাজানতা চ সঃ ॥৪॥

একদা গৃহমানীয় আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য তম্। শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষ্যং বলেন বুভুজে কিল ॥৫॥

সোঽপশ্যৎ তত্র মহতীং কন্যাং ধীরমনোহরাম্। প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণস্তস্যাং ভাবক্ষুব্ধং মনো দধে ॥৬॥

সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্। হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ॥৭॥

তাং পরং সমনুধ্যায়ন্নন্তরং প্রেপ্সুরর্জ্জুনঃ। ন লেভে শং ভ্রমচ্চিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা ॥৮॥

পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাম ও কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা, যিনি আমার পিতামহী ছিলেন, তাঁহাকে আমার পিতামহ অর্জ্জুন যে প্রকারে বিবাহ বরেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

শুকদেব বলিলেন, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে গিয়া নিজের মাতুল-কন্যার (বিবাহ কথা) বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। ২

বলদেব, সেই নিজ ভগিনী সুভদ্রা দুর্য্যোধনকে দান করিবেন, অপর ব্যক্তিকে দিবেন না, ইহা শুনিয়া সেই কন্যাকে পাইবার ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডী যতি হইয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। ৩

এবং তথায় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে বর্ষার চারিমাস পৌরজন ও পরিচয়ানভিজ্ঞ বলদেব কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। ৪

একদিন বলদেব অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে আনয়ন করেন, যতিরূপী অর্জ্জুনও বলদেব কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে আহৃত অন্ন সকল তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ৫

অর্জ্জুন সেই বলদেব-গৃহে ধীর ব্যক্তিগণের ও মনোহারিণী প্রৌঢ়া কন্যাকে দেখিয়াছিলেন এবং প্রীতি-উৎফুল্ল নয়নে ভাববিক্ষুব্ধ মন সেই কন্যাতে ধারণ করেন। অর্থাৎ সেই কন্যাকে আগ্রহ সহকারে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ৬

এবং সেই সুভদ্রাও নারীদিগের হৃদয়ঙ্গম (কাম্য) সেই অর্জ্জুনকে দেখিয়া হাস্যপরায়ণা সলজ্জাপাঙ্গী ও তদর্পিতচিত্তনয়না হইয়া তাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন। ৭

সেই সুভদ্রাকে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে অর্জ্জুন অতি বলবান্ কাম কর্ত্তৃক চঞ্চলচিত্ত এবং সুভদ্রা হরণাবসরেচ্ছু হইয়া কোনরূপেই শান্তি, অথবা রামাদিসম্মানজনিত সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। ৮

বিশ্বব্রতি—তৎকালে মাতুল-কন্যা বিবাহ করার ব্যবহার ছিল। প্রভু বলার তাৎপর্য্য—তিনি তীর্থপর্য্যটনে সমর্থ অথবা কৃষ্ণ-সখা বলিয়া। ২

বলদেব সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই তিনি অর্জ্জুনকে চিনিতে পারেন নাই। সুভদ্রা অর্জ্জুনের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, ইদানীং তাঁহাকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া পতিরূপে পাইবার জন্য সঞ্জাতকামা হইয়াছিলেন। ৪-৭

মহত্যাং দেবযাত্রায়াং রথস্থাং দুর্গনির্গতাম্। জহারানুমতঃ পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহারথঃ ॥৯॥
রথস্থো ধনুরাদায় শূরাংশ্চারুন্ধতো ভটান্। বিদ্রাব্য ক্রোশতাং স্বানাং স্বভাগং মৃগরাড়িব ॥১০॥
তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুভিতো রামঃ পর্ব্বণীব মহার্ণবঃ। গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভিশ্চানুসান্ত্বিতঃ ॥১১॥
প্রাহিণোৎ পারিবর্হাণি বরবধ্বোর্মুদা বলঃ। মহাধনোপস্করেভ-রথাশ্বনরযোষিতঃ ॥১২॥
শ্রীশুক উবাচ।
কৃষ্ণস্যাসীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতদেব ইতি শ্রুতঃ। কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ ॥১৩॥
স উবাস বিদেহেষু মিথিলায়াং গৃহাশ্রমী। অনীহয়াগতাহার্য্য-নির্ব্বর্ত্তিতনিজক্রিয়ঃ ॥১৪॥
যত্রামাত্রং ত্বহরহর্দৈবাদুপনমত্যুত। নাধিকং তাবতা তুষ্টঃ ক্রিয়াশ্চক্রে যথোচিতাঃ ॥১৫॥
তথা তদ্রাষ্ট্রপালোঽঙ্গ বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ। মৈথিলো নিরহম্মান উভাবপ্যচ্যুতপ্রিয়ৌ ॥১৬॥
তয়োঃ প্রসন্নো ভগবান্ দারুকেণাহৃতং রথম্। আরুহ্য সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রযযৌ প্রভুঃ ॥১৭॥
নারদোবামদেবোঽত্রিঃ কৃষ্ণো রামোঽসিতোঽরুণিঃ।
অহং বৃহস্পতিঃ কণ্বো মৈত্রেয়শ্চ্যবনাদয়ঃ ॥১৮॥

মহারথ অর্জ্জুন বসুদেব, দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে, একদিন সুমহৎ দেবযাত্রা মহোৎসবে দ্বারকা দুর্গ হইতে নির্গতা রথস্থিতা সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন। ৯

রথস্থ অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধারণ করিয়াও অবরোধকারী বলশালী সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত (পলায়ন করিতে বাধ্য) করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিন্দাবাদপ্রচার-পরায়ণ সৈন্যগণের সমক্ষে, মৃগরাজ সিংহ যেমন নিজভাগ গ্রহণ করে, তদ্রূপ সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন। ১০

ইহা শ্রবণ করিয়া রাম পর্ব্বকালে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদ গ্রহণ করেন ও সুহৃদ্গণ সান্ত্বনা প্রদান করেন, উহাতে প্রীতচিত্ত বলদেব বর ও বধূর উদ্দেশ্যে সানন্দে বহু যৌতুক, হস্তী, অশ্ব, দাস দাসী ও প্রচুর ধন-রথ প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১১-১২

শুকদেব বলিলেন, শ্রুতদেব নামে বিশ্রুত, এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের-একান্তভক্তি দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ও ভগবন্নিষ্ঠচিত্ত, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ও বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ছিলেন। ১৩

সেই গৃহাশ্রমী শ্রুতদেব, উদ্যম ব্যতিরেকে যাহা কিছু আহার্য্য পাইতেন, তাহা দ্বারা পরিবারবর্গ পালন প্রভৃতি নিজ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া বিদেহ দেশের মিথিলা নগরে বাস করিতেন। ১৪

শ্রুতদেবের দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ভোজ্য দৈবক্রমে প্রতিদিন উপনীত হইত, অধিক নহে; তিনি তাবন্মাত্রেই তুষ্ট হইতেন এবং তদ্দ্বারা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। ১৫

হে রাজন্! সেইরূপ তৎকালে রাষ্ট্রপালক বহুলাশ্ব নামে নিরভিমানী এক মৈথিল রাজা ছিলেন, এই উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই উভয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দারুক কর্ত্তৃক আহৃত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মুনিগণ-সহ বিদেহ নগরে গমন করিয়াছিলেন। ১৭

নারদ, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণ (বেদব্যাস), পরশু-রাম, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, এবং চ্যবন ও আমি (শুকদেব) সকলে তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম। ১৮

তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরা জানপদা নৃপ। উপতস্থুঃ সার্ঘ্যহস্তা গ্রহৈঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥১৯॥

আনর্ত্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-পাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোশলার্ণাঃ।

অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাসস্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভির্নৃনার্য্যঃ ॥২০॥

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্‌ভ্যঃ ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশঞ্চ যচ্ছন্।

শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোঽশুভঘ্নং গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্ ॥২১॥

তেঽচ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ। অভীয়ুর্মুদিতাস্তস্মৈ গৃহীতার্হণপাণয়ঃ ॥২২॥

দৃষ্ট্বা ত উত্তমঃশ্লোকং প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ। কৈর্ধৃতাঞ্জলিভির্নেমুঃ শ্রুতপূর্ব্বাংস্তথা মুনীন্ ॥২৩॥

স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্‌গুরুম্।

মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ ॥২৪॥

ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ। মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগপৎ সংহতাঞ্জলী ॥২৫॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। উভয়োরাবিশদ্‌গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ ॥২৬॥

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলে পথিমধ্যে সেই সেই স্থানে গ্রহগণসহ উদিত সূর্য্যদেবকে যেমন অর্ঘ্যহস্তে পৌর ও জনপদবাসিগণ উপাসনা করেন, সেইরূপ মুনিগণসহ আগত কৃষ্ণকেও তত্তৎস্থানের পুর ও জনপদবাসীরা অর্ঘ্যহস্তে পূজা করিয়াছিল। ১৯

হে রাজন্! তখন আনর্ত্ত, মরুভূমি, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণ-দেশীয় (দশার্ণদেশীয়) ও অন্য দেশীয় নর-নারীগণ উদার হাস্য ও স্নিগ্ধাবলোকনযুক্ত মুখপদ্ম অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নয়ন দ্বারা অবলোকন করিয়াছিলেন। ২০

ত্রিলোকগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় দর্শন দান দ্বারা বিনষ্ট অজ্ঞানান্ধদৃষ্টি জনগণকে পরম মঙ্গল অভয় ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে করিতে এবং দেব ও মানবগণ কর্ত্তৃক গীত দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র যশঃ শ্রবণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বিদেহ-রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। ২১

হে নৃপ! সেই সকল পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া নানাবিধ পূজোপকরণ হস্তে লইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিল। সেই উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়ন ও হৃষ্টচিত্ত জনগণ মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রুতপূর্ব্ব মুনিগণকে প্রণাম করিয়াছিল। ২২-২৩

মিথিলার রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব উভয়েই, আমাদের অনুগ্রহার্থ জগদ্‌গুরু আসিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া প্রভুর পাদপদ্মে পতিত হইয়াছিলেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া উভয়েই একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ও তৎসহচর মুনিগণকে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ২৪-২৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয় ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন স্বীকার করিয়া উভয়ের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় উভয়ের অলক্ষ্যে উভয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৬

বিবৃতি—দ্বারকা হইতে মিথিলা যাইতে পথে যে সকল দেশ পড়ে, তাহারই উল্লেখ হইয়াছে এবং কতকগুলি পথিমধ্যে ও কতকগুলি পথিপার্শ্বে ছিল, এবং কতকগুলি স্থানের ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য বক্রভাবেও গমন করিতে হইয়াছে। ভগবদিচ্ছায় মুনিগণও ঐরূপ দুই মূর্ত্তিতে উভয়ের গৃহে গিয়াছিলেন। এই দ্বৈধী ভাব বিষয়ে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ২০-২৬

শ্রান্তানপ্যথ তান্ দূরাজ্জনকঃ স্বগৃহাগতান্। আনীতেষ্বাসনাগ্র্যেষু সুখাসীনান্ মহামনাঃ ॥২৭॥
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ। নত্বা তদঙ্ঘ্রীন্ প্রক্ষাল্য তদপো লোকপাবনীঃ ॥২৮॥
সকুটুম্বো বহন্ মূর্দ্ধ্না পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্। গন্ধমাল্যাম্বরাকল্প-ধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ ॥২৯॥
বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিদমাহান্নতর্পিতান্। পাদাবঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ সংস্পৃশন্ শনকৈর্মুদা ॥৩০॥
শ্রীরাজোবাচ।
ভবান্ হি সর্ব্বভূতানামাত্মা সাক্ষী স্বদৃগ্বিভো। অথ নস্ত্বৎপদাম্ভোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ ॥৩১॥
স্ববচস্তদৃতং কর্ত্তুমস্মদ্দৃগ্গোচরো ভবান্। যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ ॥৩২॥
কো নু ত্বচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্বিসৃজেৎ পুমান্। নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ ॥৩৩॥

যোঽবতীর্য্য যদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ।
যশো বিতেনে তচ্ছান্ত্যৈ ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহম্ ॥৩৪॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। নারায়ণায় ঋষয়ে সুশান্তং তপ ঈয়ুষে ॥৩৫॥
দিনানি কতিচিদ্ভূমন্ গৃহান্ নো নিবস দ্বিজৈঃ। সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্ ॥৩৬॥
ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা ভগবান্ লোকভাবনঃ। উবাস কুর্ব্বন্ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্ ॥৩৭॥

তখন মহামনা জনকবংশীয় বহুলাশ্ব দূর হইতে আগত, শ্রান্ত এবং নিজগৃহে উপনীত তাঁহাদিগকে দেখিয়া উৎকৃষ্ট আসন সকল আনিলে তাহাতে তাঁহারা সুখে উপবিষ্ট হইলেন, তখন প্রবৃদ্ধ ভক্তি দ্বারা জনিত আনন্দে, অশ্রুপূর্ণ নয়ন সেই রাজা নমস্কার করিয়া ও পাদপ্রক্ষালন করিয়া লোকপবিত্রকারী জল আত্মীয়স্বজনসহ মস্তকে ধারণ করিলেন ও সেই ঈশ্বরগণকে গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য এবং গো বৃষ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ২৭-২৯

এবং তাঁহারা অন্নাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় ক্রোড়দেশে ধারণ করতঃ হৃষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

রাজা বহুলাশ্ব বলিলেন, হে বিভো! আপনি সর্ব্বজীবের আত্মা, সাক্ষী, এবং স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, আমরা আপনার পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি, এমন সময় আপনি দর্শন দান করিয়াছেন। ৩১

আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আমার একান্ত ভক্ত হইতে অনন্ত (বন্ধু) স্ত্রী (ভার্য্যা) বা ব্রহ্মা (পুত্র) ইঁহারা কেহই প্রিয় নহেন, সেই বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। ৩২

এইরূপ যিনি জানেন, তাদৃশ কোন্ পুরুষ আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া আছে? যে আপনি অকিঞ্চন শান্ত মুনিদিগের জ্ঞানদাতা গুরু। ৩৩

যিনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে জননমরণশীল জীবগণের সেই দোষ (জন্ম-মরণ) শান্তির নিমিত্ত ত্রিলোকের পাপনাশক নির্ম্মল যশঃ বিস্তার করিয়াছেন, সেই অকুণ্ঠবুদ্ধি, শান্ত, তপস্যারত নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৩৪-৩৫

হে ভূমন্! এই সকল দ্বিজগণসহ কিছুদিন আমাদিগের গৃহে বাস করুন এবং পদধূলি দ্বারা এই নিমিকুলকে পবিত্র করুন। ৩৬

লোকস্রষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মিথিলাপতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মিথিলায় নর-নারীগণের কল্যাণ বিধান করতঃ তথায় বাস করিয়াছিলেন। ৩৭

শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা।
নত্বা মুনীন্ সুসংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত্ত হ ॥৩৮॥

তৃণপীঠবৃসীষ্বেতানানীতেষূপবেশ্য সঃ। স্বাগতেনাভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রীন্ সভার্য্যোঽবনিজে মুদা ॥৩৯॥

তদম্ভসা মহাভাগ আত্মানং সগৃহান্বয়ম্। স্নাপয়াঞ্চক্র উদ্ধর্ষো লব্ধসর্ব্বমনোরথঃ ॥৪০॥

ফলার্হণোশীরশিবামৃতাম্বুভির্মৃদা সুরভ্যা তুলসীকুশাম্বুজৈঃ।
আরাধয়ামাস যথোপপন্নয়া সপর্য্যয়া সত্ত্ববিবর্দ্ধনান্ধসা ॥৪১॥

স তর্কয়ামাস কুতো মমান্বভূদ্গৃহান্ধকূপে পতিতস্য সঙ্গমঃ।
যঃ সর্ব্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ কৃষ্ণেন চাস্যাত্মনিকেতভূসুরৈঃ ॥৪২॥

সূপবিষ্টান্ কৃতাতিথ্যান্ শ্রুতদেব উপস্থিতঃ। সভার্য্যস্বজনাপত্য উবাচাঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ ॥৪৩॥

শ্রুতদেব উবাচ।

নাদ্য নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পরমপুরুষঃ। যর্হীদং শক্তিভিঃ সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টো হ্যাত্মসত্তয়া ॥৪৪॥

যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া। সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে ॥৪৫॥

জনকের ন্যায় শ্রুতদেবও স্বগৃহে আগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে নমস্কার করিয়া আনন্দে মস্তকের উপর দুইহাতে বস্ত্র ঘুরাইতে লাগিল ও নৃত্য করিয়াছিলেন। ৩৮

হে মহাভাগ! পরে (প্রতিবেশীদিগের গৃহ হইতে আনীত) তৃণাসন, পীড়ি ও কুশাসন সকলে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা ও অভিবাদনের পর পত্নীর সহিত সেই শ্রুতদেব ব্রাহ্মণ সানন্দে তাঁহাদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন। ৩৯

লব্ধমনোরথ, অতিশয় আনন্দিত সেই ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের পাদধৌত জলে নিজেকে ও পুত্র, জ্ঞাতি, ভার্য্যা গৃহ সকলকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৪০

অনন্তর ফল, মূল, সুগন্ধ তৃণ, স্বাদু অমৃত তুল্য জল, সুগন্ধ মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, পদ্ম ও সত্ত্বগুণ-বর্দ্ধন অন্নাদি অনায়াসলভ্য উপকরণ দ্বারা তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াছিলেন। ৪১

পরে শ্রুতদেব এইরূপ বিতর্ক করিয়াছিলেন যে, গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত আমার, সর্ব্বতীর্থাস্পদ ভগবৎপদধূলি ও শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে যাঁহারা সর্ব্বদা ধ্যান করেন, সেই ব্রাহ্মণগণের সহিত আমার কিরূপে সমাগম হইল? ৪২

ভগবান্ আতিথ্যগ্রহণান্তে সুখে উপবেশন করিলে স্ত্রী-পুত্র-স্বজনসমন্বিত শ্রুতদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগবানের পাদসম্মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন। ৪৩

শ্রুতদেব বলিলেন, হে পরমপুরুষ! আপনি যে অদ্যই আমাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে, যখন আপনি স্বীয় শক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সত্তা মাত্রে অনুপ্রকাশ করিয়াছেন, তখনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; কেবল অদ্য আমরা আপনাকে দেখিতে পাইলাম মাত্র। ৪৪

যেমন নিদ্রিত পুরুষ, নিজের অবিদ্যা দ্বারা অথবা ভগবন্মায়া দ্বারা মনে মনে স্বপ্নসমুদ্ভূত বস্তু সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবভাসমান হয়েন, তদ্রূপ। ৪৫

বিবৃতি—নর-নারীগণ 'নিদ্রিতাবস্থায় অবিদ্যার দ্বারা মনঃকল্পিত বস্তু সৃষ্টি করিয়া তাহাতে যেমন নিজে অবভাত হইয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ অবভাসিত হইয়াছেন। ৪৫

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্। নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্ ॥৪৬॥
হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্। আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্ ॥৪৭॥
নমোঽস্তু তেঽধ্যাত্মবিদাং পরাত্মনে অনাত্মনে স্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে।
সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে স্বমায়য়াসংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে ॥ ৪৮ ॥
স ত্বং শাধি স্বভৃত্যান্ নঃ কিং দেব করবাম হে। এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ভবানক্ষগোচরঃ ॥৪৯॥
শ্রীশুক উবাচ।
তদুক্তমিত্যুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রণতার্ত্তিহা। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রহসংস্তমুবাচ হ ॥৫০॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ব্রহ্মংস্তেঽনুগ্রহার্থায় সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধ্যমূন্ মুনীন্।
সঞ্চরন্তি ময়া লোকান্ পুনন্তঃ পাদরেণুভিঃ ॥৫১॥
দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চ্চনৈঃ। শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যর্হত্তমেক্ষয়া ॥৫২॥

যে ব্যক্তি আপনার নাম শ্রবণ বা গান করে, অথবা আপনাকে পূজা করে, বা বন্দনা করে কিম্বা আপনার সহিত সংসর্গ করে, সেই অমলাত্মা মনুষ্যের হৃদয়ে আপনি প্রকাশিত হয়েন। ৪৬

যাহারা সর্ব্বদা কর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদের হৃদয়ে থাকিয়াও আপনি অতিদূরে বিদ্যমান হয়েন, আর যাহারা আপনার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-পরায়ণ অমলাত্মা, তাহাদিগের নিকটে আত্মশক্তি দ্বারা অগ্রাহ্য হইলেও অতি সমীপে বর্ত্তমান আছেন। ৪৭

আপনি যাহাদের দেহাদি অভিমান নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের পরমাত্মা অর্থাৎ মোক্ষদাতা, এবং যাহারা দেহাদিতে আত্মাভিমানী, তাহাদের আপনি সংসার অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু দান করেন, মহদাদি সকারণ পদার্থ ও প্রকৃতি প্রভৃতি অকারণ পদার্থ; এই উভয়কেই আপনি নিয়ম্যরূপে প্রাপ্ত হয়েন, এবং নিজ মায়া দ্বারা অন্যের দৃষ্টি আপনি রুদ্ধ করেন, অথচ আপনার দৃষ্টি অসম্বৃত ও অরুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার করি। ৪৮

হে দেব! আমরা আপনার ভৃত্য, অতএব আমাদিগকে আজ্ঞা করুন, আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, সেই পর্য্যন্তই মনুষ্যদিগের ক্লেশ থাকে, যত দিন আপনি নয়নগোচর না হয়েন। ৪৯

শুকদেব বলিলেন, শরণাগত দুঃখহন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রুতদেবের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৫০

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই সকল ব্রাহ্মণগণ কেবল তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই এখানে আসিয়াছেন, ইঁহারা পাদরজ দ্বারা লোকসকলকে পবিত্র করতঃ আমার সহিত সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ৫১

দেবগণ, ক্ষেত্রসকল ও তীর্থ সমুদায়—ইঁহারা দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা অল্পে অল্পে বহুকালে লোককে পবিত্র করেন, (কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সত্তই পবিত্র করেন) দেবতা প্রভৃতিরা যে পবিত্র করেন, সেও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টির অপেক্ষা করে। ৫২

বিবৃতি—অথবা শান্ত ভক্তগণের মতে আপনার শ্রীবিগ্রহ মায়াতীত, জ্ঞানীদিগের মতে আপনি নিরাকার। অসুরাদির মতে আপনি কালস্বরূপ মৃত্যুদাতা, বাস্তবিক আপনি প্রাকৃতী ও অপ্রাকৃতী সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করেন এবং উহা ভক্তের নিকট অসম্বৃত ও অরুদ্ধ। অভক্তের নিকট সম্বৃত ও রুদ্ধ; সুতরাং ভক্তগণ দেখিতে পায়, অভক্তেরা দেখিতে পায় না। ৪৮

ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ। তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ ॥৫৩॥
ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্। সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্ ॥৫৪॥
দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজ্ঞানন্ত্যসূয়বঃ। গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চ্চাদাবিজ্যদৃষ্টয়ঃ ॥৫৫॥
চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাস্য হেতবঃ। মদ্রূপাণীতি চেতস্যাধত্তে বিপ্রো মদীক্ষয়া ॥৫৬॥
তস্মাদ্ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্ মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চ্চয়। এবঞ্চেদর্চ্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ ॥৫৭॥
শ্রীশুক উবাচ।
স ইত্থং প্রভুণাদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্। আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্গতিম্ ॥৫৮॥
এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে শ্রুতদেবানুগ্রহো নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার প্রাণিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্ম দ্বারাই শ্রেষ্ঠ, যদি সেই ব্রাহ্মণ তপস্যা, বিদ্যা, সন্তোষ বা বিষ্ণুপাসনাপরায়ণ হয়েন, তবে তাঁহার কথা আর কি বলিব অর্থাৎ ইহারা পরস্পর শ্রেষ্ঠ। ৫৩

আমার এই চতুর্ভুজ রূপও ব্রাহ্মণ হইতে অধিক প্রিয় নহে, যেহেতু, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ববেদময়, এবং আমি সর্ব্বদেবময়। ৫৪

(ব্রাহ্মণেরাই আমার প্রিয়, এই কথা বলিতেছেন) যাহারা দুর্বুদ্ধি ও অসূয়াপরবশ, তাহারা গুরু, বিপ্রাত্মা আমাকে না জানিয়াই প্রতিমাদিতে পূজ্য বুদ্ধি করিয়া থাকে। ৫৫

চরাচরাত্মক বিশ্বের কারণ যে মহদাদি পদার্থ সকল, তাহা আমারই স্বরূপ, এই ভাবনাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা আমাকে চিত্তে ধারণা করিয়া থাকেন। ৫৬

অতএব হে ব্রহ্মন্! এই ব্রহ্মর্ষিগণকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা কর, ইহাতেই আমি অর্চ্চিত হই, তদ্ভিন্ন নানা প্রকার বিভূতি দ্বারাও তদ্রূপ হয় না। ৫৭

শুকদেব বলিলেন, শ্রুতদেব এইরূপ প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এবং মিথিলাধিপতি উভয়ে ব্রাহ্মণগণ-সহ শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে আরাধনা করিয়া তদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। ৫৮

হে রাজন্! ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কিছুকাল তথায় বাস করিয়া ও তাঁহাদিগকে মুক্তি-মার্গ উপদেশ দিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় গিয়াছিলেন। ৫৯

ইতি দশম স্কন্ধে ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ। কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥২॥

সৈষা হ্যুপনিষদ্‌ব্রাহ্মী পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈর্ধৃতা। শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্‌যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥৩॥

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্। নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥৪॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রত্যক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিবার অযোগ্য ও নির্গুণ এবং কার্য্য-কারণস্পৃষ্ট পরব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে সগুণ শ্রুতি সকল বর্ণন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে বেদ কি বলেন, তাহা বলুন। ১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! প্রভু পরমেশ্বর বিষয়সকলের জন্য, জন্মাদি কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত এবং লোকান্তরীয় ভোগের নিমিত্ত ও মোক্ষের নিমিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এতাদৃশ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা রূপে ঈশ্বর বেদে বর্ণিত হইয়াছেন। ২

(অনাদি শিষ্ট পরম্পরাক্রমে ঐ ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই) পরব্রহ্ম প্রতিপাদনপর এই উপনিষদ্ বাক্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ অবধারণ করিয়াছেন, অথবা যিনি সেই পরব্রহ্মপর শ্রুতি-সকল ধারণা করেন, তিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ অভিমানাদিশূন্য হইয়া পরম পদ লাভ করেন। ৩

এই বিষয়ে তোমার নিকটে নারায়ণ ঋষি ও নারদের সংবাদরূপ নারায়ণ কর্ত্তৃক কথিত গাথা বর্ণন করিতেছি। ৪

বিবৃতি—ভাগবতের দুইটি সম্প্রদায় আছে; একটি শেষ সম্প্রদায়, যথা,—শেষ, সনৎকুমার, সাংখ্যায়ন, পরাশর, মৈত্রেয়, বিদুর এইরূপ ক্রমযোগে প্রবর্ত্তিত। অপরটি নারায়ণ সম্প্রদায়, যথা—নারায়ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক, পরীক্ষিৎ, সূত, শৌনক এইক্রমে। বেদ সকল স্বতঃপ্রমাণ। অপ্রামাণ্যের প্রতি চারিটি দোষ কারণ হয়,যথা—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব রূপ; অসৎ পদার্থে তদ্‌বুদ্ধির নাম ভ্রম, যেমন বৃক্ষে মানুষ ভ্রম; প্রমাদ—অনবধানতা অর্থাৎ অন্যচিত্ততা, যাহার ফলে নিকটে একজন গান করিলেও শোনা যায় না। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা, যেমন জ্ঞাত বিষয়ও শিষ্যকে প্রকাশ না করা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়মান্দ্য অর্থাৎ মনোযোগ দিয়াও বস্তুর যথাবৎ পরিচয় গ্রহণের অসামর্থ্য। বেদ ও ব্রহ্ম যথাক্রমে প্রমাণ ও প্রমেয়, বেদে সাক্ষাৎ সাঙ্কেতিক অর্থ যে বৃত্তির দ্বারা বুঝায়, উহা রূঢ়ি ও যোগভেদে দুই প্রকার। প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থরহিত হইয়া অনাদি পরম্পরাগতকে রূঢ় বলে। প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থের যোগে যাহা বুঝায়, উহার নাম যোগ। এইরূপ যে সকল অভিধা লক্ষণা প্রভৃতি শব্দের বৃত্তি আছে, তদ্দারা কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইতে পারে, রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় এই যে, পরব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য নির্গুণ, সুতরাং সগুণ বেদবাক্যে উহার স্বরূপ কিরূপে জানা যাইতে পারে। উঃ। মুখ্যাবৃত্তি অভিধা অথবা গৌণীবৃত্তি লক্ষণা, ইহার কোনটির দ্বারাই তাহা প্রকটিত হইতে পারে না, যে হেতু অনির্দ্দেশ্য হইতেছেন ব্রহ্ম পদার্থ ইত্যাদি। ১

বাসনাপরায়ণ জীবগণের বিষয়ভোগ, জন্মাদিকর্ম্ম, লোকান্তরীয় ভোগ ও মুক্তির জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়-লাভে জীব সমর্থ হয়। সুতরাং অর্থ, ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি ক্রমশঃ পদচতুষ্টয়ের অর্থ। এক্ষণে দেখা যায়, ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের প্রবৃত্তি জীবগণের জন্য। ঈশ্বর উপাধিবশ্য নহেন, সুতরাং তিনি নিত্যমুক্ত। শ্রুতিসকলও গুণের দ্বারা অনভিভূত, অথচ সগুণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বে-শ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাতা, সর্ব্বকল্যাণ-গুণনিলয়, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করিয়া-ছেন। যে যে শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ও তাহাদের অর্থসকল বিস্তৃতভাবে টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উহা তত্তৎ টীকায় দ্রষ্টব্য। ২

একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ। সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥৫॥
যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্। ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥৬॥
তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ। পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥৭॥
তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্। যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।
স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা। তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্দ্ধ্বরেতসাম্ ॥৯॥
শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্। ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি ॥১০॥
তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ। অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥১১॥
শ্রীসনন্দন উবাচ।
স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ। তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥১২॥

একদিন ভগবৎপ্রিয় দেবর্ষি নারদ লোকসকল পর্য্যটন করিতে করিতে সনাতন ঋষি-(নারায়ণ)কে দেখিবার নিমিত্ত নারায়ণাশ্রমে (বদরিকাশ্রমে) গমন করিয়াছিলেন। ৫

যে দেবর্ষি নারদ এই ভারতবর্ষে—লোকসকলের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য ব্রহ্মার দিনের প্রথমাংশ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান ও সমতাযুক্ত তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬

হে রাজন্! সেই নারায়ণাশ্রমে উপবিষ্ট, কলাপগ্রামবাসী ঋষিগণে পরিবৃত, নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিয়া এই কথাই নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৭

দেবর্ষি নারদকে ঋষি সকলের সমক্ষে পূর্ব্বাচার্য্য জনলোকবাসিগণের যে ব্রহ্মবাদ হইয়াছিল, তাহা নারায়ণ ঋষি বলিলেন। ৮

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র! নারদ! পূর্ব্বকালে জনলোকে তত্রস্থ ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিগণ ব্রহ্মসত্র নামে এক যজ্ঞ করেন। ৯

তৎকালে তুমি শ্বেত-দ্বীপে সেখানকার প্রভু-(অনিরুদ্ধ)কে দেখিবার নিমিত্ত গিয়াছিলে, সেই সময়ে জনলোকে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এবং ব্রহ্মবিচার-মধ্যে শ্রুতিসমন্বয় হইয়াছিল। ১০

তত্রত্য ঋষিগণ সকলেই স্বাধ্যায়, তপস্যা, স্বভাব ও শত্রু-মিত্র বিষয়ে সমান উদাসীন ছিলেন, তথাপি একজনকে বক্তা (প্রশ্নোত্তরকর্ত্তা) করিলেন এবং অপর সকলে শ্রোতা হইলেন। ১১

সনন্দন বলিলেন, ঈশ্বর প্রলয়কালে নিজ সৃষ্ট এই বিশ্ব সংহার করিয়া নিজ শক্তিগণ সহ যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, প্রলয়ান্তে নিঃশ্বাসোৎপন্ন শ্রুতিগণ—প্রলয়ান্তসূচক বাক্য দ্বারা সেই ঈশ্বরকে প্রবুদ্ধ করেন। ১২

বিবৃতি—নারদ জন্মাবধি জীবের কল্যাণসাধনার্থ—ধর্ম্ম জ্ঞান ও সমতার প্রচার রূপ কঠোর তপস্যা করেন, তাহা দ্বারা জীবগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অধিকারী হইয়াছে। তাঁহার তপস্যার ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। ৬

প্রলয়ে ঈশ্বর শয়ান অর্থাৎ নিদ্রিত, তাঁহার শক্তিসমূহও সুপ্ত, তিনি তখন কিছুই করেন না, এই বিশ্ব তখন অন্ধকারময় অজ্ঞেয় থাকে; পরে প্রলয়াবসানে প্রথম নিশ্বাসে বেদ নির্গত হইয়া প্রলয়ের অবসান জানাইয়া যেন এবং ঈশ্বরকে বন্দিগণের ন্যায় জাগরিত করেন। ১২

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ। প্রত্যুষেহভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ ॥১৩॥

শ্রীশ্রুতয় ঊচুঃ।

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥১৪॥
বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥১৫॥

যেমন অনুজীবী বন্দিগণ প্রত্যূষে আগমন করিয়া সুকীর্ত্তিসূচক পরাক্রম-বাণী দ্বারা সম্রাট্‌কে প্রবুদ্ধ করে, সেইরূপ শ্রুতিগণ ঈশ্বরকে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রবুদ্ধ করেন। ১৩

শ্রুতিগণ বলিলেন, হে অজিত! আপনি জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করুন, হে অখিলশক্ত্যববোধক! অর্থাৎ আপনি সকল শক্তির অন্তর্য্যামী। অতএব স্থাবর, জঙ্গম, শরীরধারী জীবদিগের সম্বন্ধে আপনি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট অবিদ্যাকে নষ্ট করুন। যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সৃষ্টি সময়ে আপনি যখন অখণ্ডৈক-রস হইয়াও মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদ সকল তখনি আপনাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ১৪

এই চরাচর বিশ্বে যাহা কিছু দেখা যায়, উহা সকলেই বৃহৎ ব্রহ্ম ইহাই জানে, যেহেতু সকলই ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, যে অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি ও নাশ হয়, যেমন অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি বিকারসমূহের উৎপত্তি ও নাশ হয় সেইরূপ। অতএব ঋষিগণ তোমাতে মন ও বাক্য সমর্পণ করেন। তাহা না হইলে মানবগণের পদ যে কোন স্থানে অর্পিত হউক না কেন, পৃথিবীতেই যেমন অর্পিত হয় সেইরূপ—অর্থাৎ মানবগণ কাষ্ঠপাষাণাদিতে যেখানেই পদার্পণ করুক না কেন, উহা পৃথিবীতেই দেওয়া হয়। কারণ, কাষ্ঠ-পাষাণাদি পৃথিবী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ বেদে যাহা কিছু বিকারসমূহের কথা আছে, সকলই আপনাকে প্রতিপাদন করে। ১৫

বিবৃতি—জয়যুক্ত হউন, এই কথা আদরাতিশয্য বুঝাইবার জন্য দুইবার বলা হইয়াছে। গুণবতী অবিদ্যা, তাহাকে কেন বধ করা হইবে? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, সে আনন্দ আবরণ করিবার নিমিত্ত গুণ গ্রহণ করে, যেমন কোন স্বৈরিণী পর-প্রতারণার্থ গুণ গ্রহণ করে সেই-রূপ, আপনি মায়াকে বশীকৃত করিয়াছেন বলিয়া আপনার দোষ হইবে না। জীবগণের শক্তি অবরুদ্ধ, সে নিজে অবিদ্যাকে নাশ করিতে পারে না; আপনি জীবের শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া অবিদ্যাকে নাশ করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ। ইহার সংক্ষিপ্তার্থ এইরূপ—হে অজিত! আপনি জয়যুক্ত হউন, স্থাবর-জঙ্গমাবরণরূপা অবিদ্যাকে আপনি নাশ করুন। আপনি ব্যতীত এই জীবগণ উহাকে নাশ করিতে সমর্থ হয় না, বেদগীত-গুণার্ণব আপনিই। ১৪

যাহা কিছু বস্তুজাত আমরা দেখি, শুনি, সকলই ব্রহ্ম। কারণ, তিনিই সকলের উপাদান কারণ; তাহা হইতেই সকলের আবির্ভাব তিরোভাব হয়। মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘটাদির, এইরূপ পরিদৃশ্যমাণ জগৎও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে, এই সকল বুঝিতে পারিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা মন ও বাক্য একমাত্র ব্রহ্মরূপে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। যদি কাষ্ঠ-পাষাণাদি ও ভূমি অর্থাৎ আশ্রয়স্থল না হইত, তবে কোন মনুষ্য তাহার উপর পদ রক্ষা করিত না, সুতরাং বেদে যাহা বর্ণিত আছে—সে সমুদায়ই আপনাকে প্রতি-পাদন করে। ব্রহ্মা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ হইতে এই জগৎ উত্থিত হয় নাই, বহু মন্ত্রে বহু দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা একমাত্র আপনাকেই প্রতিপাদন করে। ১৫

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥১৬॥
দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥১৭॥
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৮॥
স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমং বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥১৯॥

হে ত্র্যধিপতে! অর্থাৎ ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক! বিবেকিগণ এইজন্য তোমার অখিললোকপাপনাশন কথামৃত-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া পাপ বা দুঃখ ত্যাগ করেন, কথামাত্রেই যখন নিখিল দুঃখ দূর হয়, তখন হে পরম! যাঁহারা স্বরূপ বিস্ফুরণ দ্বারা অশেষ গুণ অন্তঃকরণ ধর্ম্মরাগাদি এবং কালগুণ জরাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং আপনার অখণ্ডানন্দানুভবরূপ পদ যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা যে পাপ ও দুঃখ হইতে ...র্ণ, তদ্বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? ১৬

যে সকল জীব তোমার অনুবর্ত্তী ভক্ত, তাহাদিগেরই জীবন সার্থক। তদিতর লোক সকল ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস বহন করে মাত্র। যাহার অনুপ্রবেশবলে লব্ধসামর্থ্য মহদহঙ্কারাদি সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ এই দেহ সৃষ্টি করে ও যাহাতে অন্নময়াদি কোষে চেতন প্রাপ্তি হয়—সেই পুরুষ অন্নময়াদির ন্যায় আকার যাহার সে আপনি। আর সেই অন্নময়াদিকোষে সম্বন্ধমাত্র উপদেশে চরম যে ব্রহ্মপুচ্ছ বলা হইয়াছে, সেও আপনি, আর স্থূল সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ত সাক্ষিস্বরূপ অবাধিত ও অমৃতস্বরূপ আপনি। ১৭

ঋষিদিগের সম্প্রদায়মধ্যে স্থূলদর্শী অথবা রজোদ্বারা আচ্ছন্ন দৃষ্টি—(শর্করাক্ষ) ঋষিরা উদরমধ্যগত মণিপুরস্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, আর আরুণেয় ঋষিগণ হৃদয়মধ্যস্থ নাড়ীমার্গে—সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, হে অনন্ত! তাঁহারা হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধির পরম স্থান মস্তকের প্রতি উদ্‌গত হয়েন, যে স্থানে গমন করিলে আর কৃতান্তমুখে পতিত হইতে হয় না। ১৮

অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠের আকারানুসারে ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আপনি স্বকৃত বিবিত্র কার্য্যে উপাদান কারণরূপে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় তত্তদ্বস্তুর অনুকরণ করতঃ ন্যূনাধিক ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এই হেতু মিথ্যাভূত এই বস্তু সকলে সত্যস্বরূপ, একরস আপনাকে নির্ম্মলবুদ্ধি যোগী সকল সাংসারিক ব্যবহারশূন্য হইয়া অশেষরূপে ভজনা করেন। ১৯

বিবৃতি—যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ যাহারা আপনাকে জানে, তাহারা পাপ বা দুঃখে লিপ্ত হয় না। বেদ সকল আপনার সদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইজন্য সকল মনীষীরা আপনাতে রত হইয়াছেন। হে পরম মঙ্গলময়! আপনার গুণ শ্রবণ দ্বারা এবং আপনার পদ স্মরণ দ্বারা তাঁহারা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ১৬

হে নরহরে! এই মনুষ্য-শরীর লাভ করিয়া যদি শ্রবণ বর্ণন, সংস্মরণ প্রভৃতি দ্বারা তোমার ভজনা না করে তবে ভস্ত্রার শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন বিফল, সেইরূপ তাদৃশ ভক্তিহীন মানবের জীবনধারণও বিফল। ১৭

উদর, হৃদয় ও মস্তকাদি স্থানে ঋষিসম্প্রদায়ের অনুমোদিত পথে যাহাকে চিন্তা করিলে, যে দেব জীবের মৃত্যুভয় নাশ করেন, হৃদয়গত সেই দেবকে আমরা উপাসন

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্ ।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনম্। ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥২০॥
দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥২১॥
ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়বচ্চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥২২॥
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥২৩॥

স্বীয় কর্ম্মোপার্জ্জিত এই নানা দেহে ভোক্তৃরূপে বর্ত্তমান ও বস্তুতঃ কার্য্যকারণাদিরূপ আবরণশূন্য এই পুরুষকে সর্ব্বশক্তির আশ্রয়স্বরূপ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আপনারই অংশ বলিয়া শ্রুতিগণ বর্ণন করেন, এইরূপ জীবতত্ত্ব বিচার করিয়া কৃতবিশ্বাস কবিগণ (বেদজ্ঞগণ) এই মর্ত্তলোকে সংসারনিবর্ত্তক ও নিগমোক্ত কর্ম্মের ফলপ্রদস্বরূপ আপনার পাদপদ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। ২০

হে ঈশ্বর ! দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত অধিকৃতমূর্ত্তি আপনার চরিত্ররূপ অমৃত-মহাসমুদ্রে অবগাহন জন্য বিগতশ্রম ভক্তগণমধ্যে কোন কোন ব্যক্তি আপনার চরণসরোজে রমমান হংসকুলের ন্যায় তৎসংসর্গে পরিত্যক্ত-গৃহ হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না। ২১

হে ঈশ্বর! তোমার সেবার উপযোগী এই শরীর, আত্মা, সুহৃৎ ও প্রিয়ের ন্যায় স্বাধীনরূপে বর্ত্তমান আছে, এবং তুমিও প্রিয়হিতকারী আত্মা অভিমুখ রহিয়াছ, আহা ! তথাপি লোক সখ্যভাবে তোমার উপাসনা করে না ! তাহারা কেবল এই শরীরের লালন-পালন করে ও আত্মাকে অনাদর করে। সুতরাং তাহারা অসৎ এই দেহের উপাসনা করে বলিয়া আত্মঘাতী, যাহার বাসনায় কদর্য্য শরীর ধারণ করিয়া এই ভয়াবহ সংসারে ভ্রমণ করে। ২২

প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়বর্গ নিরোধ পূর্ব্বক দৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়মধ্যে যে তত্ত্ব উপাসনা করেন, এবং তাহার শত্রুগণও নিরন্তর বিদ্বেষভাবে তাহার স্মরণ করায়, সেই তোমাকে প্রাপ্ত হয়, স্ত্রীগণও কামভাবে নাগরাজ সদৃশ তোমার বাহুযুগলে আসক্তবুদ্ধি হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, শ্রুত্যভিমানী দেবতা আমরাও তোমার সমান কৃপার বিষয় হইয়া তোমার পাদপদ্ম-সুধা ধারণ করিতেছি। ২৩

করি। বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৪ সূত্র দহর উত্তরেভ্যঃ, এই সূত্রাবলম্বনে এই শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, স্বনির্ম্মিত ভূত সকলমধ্যে তারতম্যবিবর্জ্জিত, ভগবান্ সর্ব্বানুস্যূতরূপে বিরাজিত আছেন। যাঁহারা—বৈষয়িক ব্যবহারশূন্য নির্ম্মলবুদ্ধি, তাঁহারাই সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দেখিতে পান। ১৮-১৯

বিবৃতি—এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীবমাত্রই ভগবানের অংশ এবং তাহাদের বন্ধনও ভগবানের মায়ারচিত, এবং ভগবৎপাদসেবায় উহা নিবর্ত্তিত হয়, জীবস্বরূপ লাভে সমর্থ হয়। এই শ্লোকে ভক্তগণ ভগবৎকথামৃত-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া সুখে দিন অতিবাহিত করেন, তাঁহারা মুক্তিও ইচ্ছা করেন না, ইহা বলা হইয়াছে। ২০-২১

তুমি আত্মা, জগন্নাথ তোমাতে আমার মন রত হউক, কিরূপে আমার এই প্রকার মানুষজন্ম হইবে, এইরূপ প্রার্থনা ভক্তগণ করেন। ২২

যোগবলে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণনিরোধ করিয়া ভগবদনুধ্যানে রত যোগীরা এবং দ্বেষভাবে অনুপ্রাণিত শত্রুগণ নিরন্তর স্মরণের দ্বারা, স্ত্রীগণ কামভাবে নিরন্তর ভাবনা

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥২৪॥
জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং বিপণমৃতং স্মরন্ত্যুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদবোধয়সে ॥২৫॥
সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াঽবসিতম্ ॥২৬॥

হে ভগবন্! এই সংসারে পূর্ব্বসিদ্ধ আপনাকে অর্ব্বাচীন উৎপত্তি-বিনাশশীল কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে? যে আপনা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, এবং ব্রহ্মা হইতে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই উভয়-বিধ দেবগণ উৎপন্ন হয়েন, (সুতরাং আপনি সকলের পূর্ব্বসিদ্ধ আর সকলে অর্ব্বাচীন) এবং আপনি যখন সমুদায় জগৎ উপসংহার করিয়া শয়ন করেন, সেই সময়ে তখন স্থূল সুক্ষ্ম কিম্বা তদুভয়াত্মক শরীর অথবা কালবৈষম্য কিম্বা শাস্ত্র ইহার কিছুই থাকে না। ২৪

বৈভাষিক প্রভৃতিরা অসৎ জগতের উৎপত্তি বলেন এবং পাতঞ্জলের মতে অসৎ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব। নৈয়ায়িকগণ বলেন, একবিংশতি প্রকার দুঃখের নামই মোক্ষ, সাংখ্যমতে আত্মার ভেদ (বহুত্ব) নিরূপিত হইয়াছে, এবং মীমাংসকগণ কর্ম্মফল ব্যবহারকে সত্য বলিয়া উপদেশ দেন, তাঁহারা সকলেই কেবল আরোপিত ভ্রম মাত্রে আবদ্ধ করেন, আর নির্ব্বোধ লোকেরা ত্রিগুণময় পুরুষ বলিয়া জ্ঞানঘনরূপ আপনাতে যে ভেদ কল্পনা করে, তাহাদিগের অজ্ঞানতা দূর হইলে পর সে ভেদ আর থাকে না। ২৫

(অসৎ উৎপন্ন হয় না, এবং যদি পুরুষও ত্রিগুণময় না হয়, তবে এই প্রপঞ্চ ও পুরুষ পৃথক্ নাই এই কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতীতি হইতে পারে না। এই জন্য বলিতেছেন) মনুষ্য-দেহ পর্য্যন্ত এই ত্রিগুণাত্মক সমুদায় জগৎ মনোমাত্র-বিলসিত, সুতরাং মিথ্যা হইলেও তোমাতে উহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, আত্মবিদ্গণ এই অশেষ বিশ্বকে সৎ বলিয়া জানেন, সুবর্ণার্থী ব্যক্তি যেমন কুণ্ডলাদি সুবর্ণবিকার বস্তুকে ইহা সুবর্ণ হইতে ভিন্ন, এইরূপ মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ পরিদৃশ্যমান বস্তুজাত আত্মোপাদনক বলিয়া আত্মা হইতে অভিন্ন, আত্মা এই সংসৃষ্ট বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট সুতরাং আত্মরূপেই জগৎ পর্য্যবসিত। ২৬

দ্বারা, এবং আমরাও তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি। যে কোন ভাবেই হউক একাগ্রভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ২৩

বিবৃতি—ভগবান্ সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেহই নাই এবং তাঁহার নাভি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা পরে দেবাদি নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন এবং এই সকল ধ্বংসের পরও তিনি থাকেন। কারণ, আবার তাহা হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, সুতরাং শ্রুতিগণ ভগবানের সৃষ্ট্যাদি প্রবর্ত্তকত্ব এই শ্লোকে বলিয়াছেন। ২৪

এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, কুতর্ক ও সুতর্কের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, ইহা অবোধ লোক বুঝিতে পারে না। তাহারা ভ্রমান্ধকারে পতিত হয়, নিজেদের অস্ফুট পথ বুঝিতে পারে না, ভগবদনুগ্রহে যদি পথ দেখে, তবে তাহারা ধন্য হয়। আত্মাতে অসৎ বিশ্বের সদ্রূপে প্রতীতি হয়, অধিষ্ঠান আত্মার সত্যতা দ্বারা অসৎ জগতেরও সত্যরূপে প্রতীতি হয়, আত্মা জগৎসৃষ্টিতে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—কার্য্য-কারণের অভেদ নিবন্ধনও উহা অভিন্ন। সুতরাং আত্মবিদ্গণ জগৎকে আত্মা বলিয়া জানেন। কনককুণ্ডল প্রভৃতি স্বর্ণবিকার, স্বর্ণার্থী যেমন কুণ্ডলাদিকে পরিত্যাগ করে না, কারণ, উহাও স্বর্ণময়। সেইরূপ আত্মবিদ্গণও আত্মসৃষ্ট অথচ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বলিয়া নিশ্চিত এই বিশ্বকে পরিত্যাগ করেন না। স্বতঃ অসৎ হইলেও যাহার সত্তা নিবন্ধন এই জগৎ সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সর্ব্বদা ভাসমান ভগবান্‌কে ভজনা করি। ২৫-২৭

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নিঋ্যতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাংস্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২৭॥
ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥২৮॥
স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
নহি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥২৯॥
অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥৩০॥

যাঁহারা সর্ব্বভূতাবাস আপনার পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে গণনা না করিয়া তাঁহার মস্তকে পদ ধারণ করেন, (অর্থাৎ তাঁহারা মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হয়েন,) যাঁহারা আপনার প্রতি বিমুখ (অভক্ত), তাঁহারা বিদ্বান্ হইলেও তাঁহাদিগকে পশুর ন্যায় বাক্য দ্বারা বন্ধন করেন, আর যাঁহারা আপনার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেকে এবং অন্য সকলকে পবিত্র করেন। ২৭

হে ভগবন্! তুমি ইন্দ্রিয়হীন হইলেও নিখিল জীবের সকল ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক, স্বতন্ত্র অবিদ্যা-বৃত দেবগণ ও তাঁহাদের পূজ্য বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তোমার বলি (পূজা) আহরণ করেন এবং তাঁহারা মনুষ্যাহৃত পূজা উপভোগ করেন যেমন খণ্ডমণ্ডলাধিপতি রাজারা নিজ প্রজাগণের বলি গ্রহণ করেন, অথচ অখিলমণ্ডলপতিকে পূজোপহার প্রদান করেন, তুমি যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ, তাহারা সভয়ে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ২৮

হে নিত্যমুক্ত! আপনি মায়া হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও ঈক্ষণ-লেশ দ্বারা যখন মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, তখন সেই ঈক্ষণমাত্রে উদ্ভূত কর্ম্মযুক্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জাতি সকল উৎপন্ন হয়। পরমকারুণিক অথচ আকাশবৎ শূন্য সাদৃশ্যধারী—সর্বত্র সমান আপনার কেহ পর কেহ আপন নাই।২৯

হে ধ্রুব! অর্থাৎ হে নিত্য! যদি জীবসকল বস্তুতঃ নিত্য, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে সমস্ত প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি আপনার নিয়ন্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তাহা না হইলে নিয়ন্তৃত্ব সম্ভব হয়; জীব সকল যাহার বিকারপ্রায় হইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ামকত্ব হইয়া থাকে, যাঁহারা বলেন আপনাকে জানি, তাঁহারা জানেন না; যেহেতু আপনি অবিষয়, আপনাকে জানি বলাতে দোষ হয়।৩০

বিবৃতি—শ্রুতি সকল আত্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন, যদিও তাহাতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তথাপি অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা দূর হইলেও মলিনচিত্তগণের নিকট উহা পরোক্ষ জ্ঞানের ন্যায় হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা সংসার-ভ্রম নিবৃত্ত হয় না, সেইজন্য ভগবৎপরিচর্য্যা করিবে, তদ্দ্বারা নির্ম্মলচিত্তগণের মোক্ষলাভও হইতে পারে তপস্যা, যাগযজ্ঞ, যোগ, তীর্থপর্য্যটন, বেদাধ্যয়ন যাহাই কর না কেন, ভগবান্ হরিকে ভক্তি না করিয়া কেহই মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা নিজ নিজ প্রজার নিকট কর গ্রহণ করেন ও তাহাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বলিয়া তাহাদের পূজাও লাভ করেন। আবার যিনি সম্রাট্, তিনি সেই সকল রাজার কর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের পূজ্য হয়েন। সেইরূপ ভগবান্ মনুষ্যগণের পূজ্য দেবগণের বিধাতা ও পূজ্য অর্থাৎ তাঁহার আর কেহ পূজ্য নাই; তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকল লোকপালগণ তাঁহার নিদেশপালনে ব্যগ্র। তিনি নিজে অপাণিপাদ হইয়া নিখিলেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানশক্তিসম্পন্নের কোন ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা থাকে না। ২৭-২৮

ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, অসঙ্গ অথচ তাঁহার ইচ্ছামাত্রে অবিদ্যা

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়োরুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥৩১॥
নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্।
কথমনুবর্ত্ততাং ভবভয়ং তব যদ্‌ভ্রুকুটিঃ সৃজতি মুহুস্ত্রিনেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্ ॥৩২॥
বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥৩৩॥

কেবল নিত্য প্রকৃতি হইতে অথবা কেবল নিত্য পুরুষ হইতে প্রাণিবর্গের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। পরন্তু বায়ু ও জল উভয়যোগে যেমন বুদ্বুদের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের যোগ হইতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, এবং নদ-নদী সকল যেমন সমুদ্রে ও অম্লাদি রস সকল যেমন মধুর রসে বিলীন হয়, সেইরূপ পরমকারণ আপনাতে ঐ জীবসকল বিবিধ নাম গুণের সহিত বিলীন হয়। ৩১

সুধীগণ আপনার মায়া দ্বারা এই মনুষ্যগণের মধ্যে ভ্রান্তি অবগত হইয়া সংসারনিবারক আপনাতে নিরন্তর অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন, অতএব যাঁহারা আপনার অনুবৃত্তি করেন, তাঁহাদিগের কেন ভবভয় হইবে? আপনার যে ভ্রূকুটি তাহা আপনার অশরণাগত ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত ভয় জন্মাইয়া থাকে। ৩২

যাহারা উপায়স্বরূপ পুরুষচরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সকল ও প্রাণ নিরোধ করিয়াই ইহ-লোকে অতি চঞ্চল অদান্ত মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা সেই সকল উপায়ে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন কর্ণধার-শূন্য নৌকারোহী বণিক্‌গণ মহাসমুদ্রে মহা দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ বহু দুঃখে ব্যাকুল হইয়া সংসার-সমুদ্রে তাহারা পতিত হয়। ৩৩

সাহায্যে স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টি হয়, আকাশ যেমন সর্ব্বত্র সম, তিনিও তাদৃশ; তাঁহার স্ব, পর নাই—তিনি অবাঙ্‌মানসগোচর। শূন্য-সদৃশ। যদি অবিদ্যা এক হয়, তাহা হইলে জীবও এক; সুতরাং এক মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ হয় অথবা অবিদ্যা নানা হইলে তাহারই অংশান্তর দ্বারা সংসার হওয়ায় অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হয়। এবং আত্মা নানা এবং তাহাদের অণুত্ব স্বীকার করিলে দেহব্যাপী চৈতন্য সম্ভব হয় না, মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ দেহপরিমাণতা স্বীকার করিলে সাবয়বত্ব নিবন্ধন অনিত্যতা প্রসক্তি হয়। অতএব আত্মা সর্ব্বগত ও নিত্য। সুতরাং তাহাতে কোন দোষ হয় না। অবিদ্যা বা তচ্ছক্তি-ভেদে বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা সম্ভব হইবে, ঈশ্বরের কোনরূপেই সংসারাশঙ্কা নাই। এবং শ্রুতিতেও অনৈক্য শোনা যায়, উহা সুপ্রসিদ্ধ; এই বিষয়ই এই শ্লোকের ভিত্তি। ২৯-৩০

বিবৃতি—পরমাত্মা হইতে জীব জন্মে, এই বলিয়া নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাবকে সঙ্গত করিলে জীবের অনিত্যতা হয়, অথচ তাহা সঙ্গত নহে। তবে কি প্রকৃতি হইতে জীব-রূপে উদ্ভব অথবা পুরুষ হইতে অথবা উভয় হইতে, আদ্যে জীবের জড়ত্বাপত্তি. দ্বিতীয়ে পুরুষের বিকারিত্ব-প্রসঙ্গ, অতএব তৃতীয় পক্ষও সমীচীন নহে—এই কথাই বলা হইয়াছে। ৩১

সংসার-চক্ররূপ করপত্র দ্বারা বিদীর্ণ এবং নানাবিধ তাপতপ্ত, বিপন্ন এবং কথঞ্চিৎ শরণাগত মনুষ্য-লোককে ভগবানই উদ্ধার করেন। ৩২

সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাঁহারা ইন্দ্রিয়-নিরোধ দ্বারাই চঞ্চল অদান্ত মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে চেষ্টা করেন, অথচ গুরুর আশ্রয় লয়েন না, তাঁহারা তাহাতে নিরন্তর ক্লেশই পাইয়া থাকেন, পরন্তু কৃত-কার্য্য হয়েন না। কর্ণধার-শূন্য নৌকাযোগে যেমন মহা-সমুদ্র পার হওয়া যায় না, তেমন গুরু ব্যতীত সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায় না। যখন মানব সমস্ত উপায় ত্যাগ করিয়া ভগবৎপদে মনোনিবেশ করে, তখনই সে সকল প্রকার সাধনশ্রমশূন্য হইয়া পরমানন্দ লাভ করে। ৩৩

স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈস্ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্ব্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে॥৩৪॥
ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদাস্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্‌ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্॥৩৫॥
সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্॥৩৬॥

সর্ব্বসুখের আশ্রয় পরমানন্দস্বরূপ আপনি বিদ্যমান থাকিতে যাহারা স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, দেহ, ধন, রাজ্য, প্রাণ ও তুচ্ছ রসাদি বিষয় সকল আশ্রয় করিয়া তাহাতেই রত হয়, তাহাদের উহাতে কি সুখলাভ হয়? অতএব মায়াসুখের নিমিত্ত যাহারা স্ত্রী সহ একত্রে থাকে ও ঐ সুখের বশীভূত হয়, সুখহীন এই নশ্বর সংসারে কে তাহাদিগের সুখবিধান করিতে পারে? ৩৪

হে ভগবন্! ঋষিগণ স্বীয় পাদোদক দ্বারা অন্যের পাপ নাশ করিলেও আপনার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করায় নিরহঙ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে মহৎ পুণ্যতীর্থ সকলের সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা নিত্য সুখস্বরূপ আত্মা আপনাতে এক বারের জন্য মন অর্পণ করিয়াছে, তাহারা পুরুষের বিবেক, শান্তি, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ-নাশকারী গৃহাদির আর উপাসনা করে না; সুতরাং তাদৃশ ঋষিরা যে গৃহে আসক্ত হয়েন না, তাহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি আছে? ৩৫

(প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এই শ্লোকে তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন,) এই বিশ্ব সৎ, যেহেতু সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অনুমান যুক্তিসহ নহে; পরন্তু কোন কোন স্থলে উহা ব্যভিচারদুষ্ট— যেমন পিতা-পুত্রের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথায় অভেদ সিদ্ধ নহে, এবং কোন স্থলে উহা মিথ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে, (রজ্জু-জগৎ স্থলে) অতএব সেইরূপ সত্য মিথ্যা উভয়যুক্তও নহে, অতএব আপনার বাক্য যে বেদ, সে গৌণবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অন্ধপরম্পরা ক্রমে ব্যবহারার্থ মিথ্যা জগৎকে সত্যরূপে প্রতিপাদন করিয়া ভ্রান্ত করাইতেছে। ৩৬

বিবৃতি—ভগবদ্‌ভজনে যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা নশ্বর সংসারসেবায় স্ত্রী-পুত্র ধনৈশ্বর্য্য রাজ্যাদি দ্বারা হয় না; ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্বতো বিনশ্বর এবং স্বতঃই গতসার সংসারে আসক্ত হয়েন না এবং সংসারও তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারে না। ৩৪

ঋষিরা নিজ পাদরজো দ্বারা জগৎকে পবিত্র করেন, তাহার কারণ—তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করেন অথচ তাঁহারা বহু তীর্থও ভ্রমণ করেন। যাঁহারা একবারও ভগবানে মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা বিবেক, ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণনাশকারী গৃহে রত হয়েন না। তখন ঋষিরা যে গৃহে আসক্ত নহেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। উভয়থাই আপনি তীর্থপাদ। ৩৫

জৈমিনি সকল বেদই ক্রিয়াপর, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে উপনিষদাদির আনর্থক্য হয়। সুতরাং ইহার একটি সিদ্ধান্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তররূপে তত্ত্ব নির্ণয় করা হইতেছে। এই বিশ্ব সৎ, কারণ, উহা সৎ হইতে উৎপন্ন এই অনুমান করিলে উহা অনুকূল তর্ক-রহিত ও ব্যভিচারদুষ্ট হইবে না, কারণ—কার্য্য-কারণের অভেদ যদি অভিপ্রেত হয়—যেমন স্বর্ণকুণ্ডল, তাহা হইলে, পিতাপুত্র স্থলেও অভেদাপত্তি,—যদি বলা যায়, উপাদান কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ হইলেও নিমিত্ত কারণের সহিত অভেদ নাই, ইহার উত্তরে বলেন যে, গুণে যাহার উপাদান, সেই গুণের গুণত্ব নাই, কারণ, উহা মিথ্যা। যদি বলা যায় সে স্থলে অবিদ্যাও উপাদান—তাহার উত্তর এই, উভয়যুক্তও কারণ নহে অর্থাৎ অবিদ্যাযুক্ত সৎই উপাদান কারণ হইলেও বস্তুর সত্যতা নাই, উহা মিথ্যা। অতএব সদুপাদানত্ব অসিদ্ধ। যদি অন্য হেত্বন্তর দ্বারা প্রপঞ্চের সত্যতা নির্ণয় করা হয়, যথা—ইহা সৎ, যেহেতুক বাস্তবিক পক্ষে]

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনাদনুমিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈর্বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥৩৭॥
স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥৩৮॥
যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা দুরধিগমোঽসতাং হৃদিগতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপযোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগবন্ননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥৩৯॥

যেহেতু, এই দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, এবং প্রলয়ের পরও থাকিবে না; অতএব মধ্যেও একরস কেবল তোমাতে উহা মিথ্যারূপেই প্রতিভাত হয় ইহা সুনিশ্চিত, সুতরাং ইহার সহিত মৃত্তিকা লৌহ প্রভৃতির ভেদ, ঘট-কুণ্ডলাদির উপমা হইতে পারে, যাঁহারা এই মিথ্যা মনোভিলাষকে সত্য বলিয়া জানেন, তাঁহারা অতি অজ্ঞ। ৩৭

(যদি প্রপঞ্চই মিথ্যা তবে জীবের কি অপরাধ যে সে সংসার করে, আর ঈশ্বরেরই বা কি এমন বহু পুণ্য আছে, যাহাতে তিনি নিত্যযুক্ত ইত্যাদি বিষয়ের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন) সেই জীব—যেহেতু মায়া দ্বারা অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করে, সেই জন্য সে দেহেন্দ্রিয়াদির করেও তৎ স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তার পর তাহার স্বতঃসিদ্ধ আনন্দাদি তিরোহিত হয়, সে তখন জন্ম-মৃত্যু লাভ করে। আর তুমি যদি তাহার সেই অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করাও—যেমন সর্প খোলস ত্যাগ করে, সেইরূপ—তাহা হইলে পুনর্ব্বার স্বতঃসিদ্ধ আনন্দাদি লাভ করে এবং অনিমাদি অষ্ট মহা ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিছিন্নরূপ পূজনীয় হয়। ৩৮

(পূর্ব্বোক্ত ক্রমে যাঁহারা ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, ইহা বলা হইয়াছে; ইদানীং যোগীরা সৎপথে থাকিয়াও যদি বাসনা ত্যাগ না করেন, তবে ইহকালে বা পরকালে সুখ লাভ করেন না, এই কথা বলিতেছেন।) হে ভগবন্! যে যতিগণ হৃদয়স্থিত কামের মূল অর্থাৎ বাসনা সকলকে যদি উৎপাটিত না করে, তবে সেই অসাধুগণের হৃদয়স্থিত হইলেও আপনি তাহাদের দুষ্প্রাপ্য হয়েন। যে কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি আছে, সে কথা তাহার বিস্মরণ হওয়ায় তাহার পক্ষে ঐ মণি দুষ্প্রাপ্য হয়; সেইরূপ আপনি তাহাদের সাক্ষাদনুভূত হয়েন না। ইন্দ্রিয়-তর্পণপর যোগীদিগের ইহকালে ও পরকালে এই উভয় কালেই অসুখ অর্থাৎ ইহকালে অন্তকভয় ও পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জন্য ভয় হইয়া থাকে। ৩৯

ইহার অর্থ ক্রিয়াকারিতা আছে—যাহার এরূপ নাই, সে সৎ নহে এইরূপ অনুমান করিলে ইহাই বলিব যে, ব্যবহার সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ ভ্রম ইষ্ট, একেবারে অসৎ হইলে প্রপঞ্চভ্রম হইতে পারে না, প্রপঞ্চ থাকিলে অদ্বৈত সিদ্ধি হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে, সংসারসিদ্ধির নিমিত্তই সংস্কার জন্য ভ্রম পূর্ব্বপ্রতীতি মাত্রকে অপেক্ষা করে, বস্তুকে অপেক্ষা করে না। এই অন্ধ পরম্পরা ন্যায়ে ব্যবহার সিদ্ধ হয়. এবং বেদ—যাহারা কর্ম্মেতে শ্রদ্ধালু, তাহাদিগকে ভ্রম উৎপাদন করে। ৩৬

বিমৃতি—যাহা অগ্রে ও পরে নাই তাহা বর্ত্তমানেও তাদৃশই বুঝিতে হইবে। দার্শনিকগণ বলেন, "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা" এই প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না এবং প্রলয়ের পরও থাকিবে না, বর্ত্তমানে যে সদধিষ্ঠানে উহা প্রতিভাত হয় উহা মিথ্যা। শ্রুতি বলিয়াছেন, মৃত্তিকা বা স্বর্ণ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় উহা মিথ্যা, মৃত্তিকা ও স্বর্ণই সত্য; এখানেও যাহাতে প্রতিভাত হয় তাহাই সত্য, যে প্রতিভাত হয় সে মিথ্যা; এইরূপে উহাদের মধ্যে উপমা দেখান হইয়াছে। ৩৭

অবিদ্যার আবরণে জীব নিজেকে জানিতে পারে না এবং অবিদ্যার সম্বন্ধে দেহাদিতে আত্মবোধ হওয়ায় দেহ ইন্দ্রিয়াদিধর্ম্ম লাভ করে। হে ভগবন্! তুমি যদি কৃপা করিয়া অবিদ্যা নাশ কর, তবেই সে পুনর্ব্বার নিত্যানন্দ-

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণগীতপরম্পরয়া শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥৪০॥
দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥৪১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যেতদ্ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্। সনন্দনমথানর্চ্চুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্ ॥৪২॥
ইত্যশেষসমাম্নায়-পুরাণোপনিষদ্রসঃ। সমুদ্ধৃতঃ পূর্ব্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্বঞ্চৈতদ্ব্রহ্মদায়াদ শ্রদ্ধয়াত্মানুশাসনম্। ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জ্জনং নৃণাম্ ॥৪৪॥

হে সগুণ! যিনি আপনাকে জানিয়াছেন, তিনি কর্ম্মফল-দাতা ঈশ্বর হইতে উত্থিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন না এবং দেহাভিমানীদিগের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকর বিধি-নিষেধেরও বশীভূত হয়েন না, যেহেতু, তাঁহারা অনুদিন গীত-পরম্পরা দ্বারা আপনাকে শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন। (ভগবান্‌কে জানিলে বিধি-নিষেধের অধীন হইতে হয় না কিন্তু তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) হে ভগবন্! আপনি অনন্ত বলিয়া স্বর্গাদি লোকপতিগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, (যাহার অন্ত আছে তাহা কিছুই নহে, আপনিও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন না, তবে কিরূপে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বদর্শিতা হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, অন্তাভাব নিবন্ধনই জানেন না) আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল যাঁহার অভ্যন্তরে ভ্রমণ করে, আপনি সেই। আকাশমণ্ডলে কালচক্রের সহিত যেমন ধূলি সকল একদা পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মাণ্ডও একদা আপনার অভ্যন্তরে ভ্রমণ করে। অতএব শ্রুতি সকল আপনাতে পর্য্যবসান রূপে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী হয়। ৪০-৪১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, সেই সকল সিদ্ধ, ব্রহ্মপুত্রগণ এইরূপ আত্মানুশাসন শ্রবণ করিয়া আত্মার গতি অবগত হইয়া সনন্দনকে পূজা করিয়াছিলেন। ৪২

গগনচারী পূর্ব্বজাত মহাত্মাগণ এইরূপে অশেষ শ্রুতি পুরাণরহস্য-তাৎপর্য্য সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ৪৩

হে ব্রহ্মপুত্র নারদ! তুমি শ্রদ্ধা সহকারে মনুষ্যদিগের সর্ব্বকামপ্রদ, এই আত্মানুশাসন হৃদয়ে ধারণ করিয়া যথেচ্ছরূপে পৃথিবী পর্য্যটন কর। ৪৪

স্বরূপতা লাভ করিতে পারে। এইজন্য সকলের কর্ত্তব্য তোমার শরণাগত হওয়া, নতুবা অন্য উপায় দ্বারা এই দুঃখ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। লোকপূজ্য হইবার জন্য যতি, ধর্ম্ম অবলম্বন করে; বাস্তবিক পক্ষে অন্তরে কামনা বাসনা থাকে। অতএব নিরন্তর ভোগচিন্তায় ব্যাকুল থাকে এবং দিবানিশি তাহাতেই মুগ্ধ থাকে ও সর্ব্বদা অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যাপৃত সেই যতির ইহকালে বা পরকালে সুখ হয় না, সে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য পরকালেও ভগবান্‌কে পায় না, ইহকালেও মৃত্যু-ভয় থাকে। ৩৮-৩৯

বিবৃতি—ইহা দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহাদের কর্ম্মাধিকারশঙ্কাও নাই। আর যাহারা অনবরত ভগবৎকথা শ্রবণপরায়ণ, তাহারাও ভগবৎপদ অতি অল্পকাল মধ্যে লাভ করিবে; সুতরাং তাহাদেরও বিধি-নিষেধ নাই; অপর যাহারা যোগচ্ছলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাহাদের ইহকালে বা পরকালে কোথাও সুখ নাই। ৪০

ভগবান্ বিরাট্, তাঁহার অভ্যন্তরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একদা পরিভ্রমণ করে, তিনি অনন্ত, সুতরাং ব্রহ্মাদিরাও তাঁহার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না। আকাশে অনন্ত ধূলিকণার ন্যায় ঐ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের অভ্যন্তরে থাকে, তাহাতে কোন বাধা হয় না। এইজন্য শ্রুতি সকল যাহা যাহা বলেন, তৎসকল ঈশ্বরে সম্ভব হয়। পরিশেষে তত্ত্বমসি এই বাক্যে পর্য্যবসান হয়। তন্ন তন্ন ইত্যাদি নিষেধ দ্বারা শূন্য জ্ঞাপিত হয় না, কারণ, সমস্ত শ্রুতির পর্য্যবসান ভগবানে, উহার নিরবধি নিষেধ-পরতা হইতে পারে না, এইজন্য শ্রুতি আপনাতে ফলবতী। ৪১

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স ঋষিণাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্। পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ ॥৪৫॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে। যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥৪৬॥

ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাংশ্চ মহাত্মনঃ। ততোঽগাদাশ্রমং সাক্ষাৎপিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে ॥৪৭॥

সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ। তস্মৈ তদ্বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥৪৮॥

ইত্যেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া। যথা ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ ॥৪৯॥

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্ট্বেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ।
যং সম্পদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
নারদনারায়ণসংবাদে বেদস্তুতির্নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মুনিবর নারদ এইরূপে নিজ গুরু নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিস্ট হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে শ্রুতির অর্থ সকল হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া বলিতে লাগিলেন। ৪৫

নারদ বলিলেন, সেই অমলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, যিনি সর্ব্বভূতের সংসার-মুক্তির জন্য সকলের প্রেম-বর্দ্ধনকারিণী অংশ-কলা ধারণ করিয়াছেন। ৪৬

এইরূপে দেবর্ষি নারদ আদ্য ঋষি নারায়ণ ও তাঁহার মহাত্মা শিষ্যগণকে নমস্কার করিয়া পরে আমার পিতা দ্বৈপায়নের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। ৪৭

তখন ভগবান্ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথায় আসন পরিগ্রহ করিয়া নারদ সেই দ্বৈপায়নকে নারায়ণ-মুখ হইতে শ্রুত সমুদায় বিষয় বলিয়াছিলেন। ৪৮

হে রাজন্! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ পরব্রহ্মেতে মন কিরূপে বিচরণ করে, তাহা এই তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। যিনি এই বিশ্বের উৎপ্রেক্ষক অর্থাৎ পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা (অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ) এই বিশ্বের জন্ম, পালন ও সংহার-কার্য্যে যিনি বর্ত্তমান, (ইহা দ্বারা উপাদান কারণ বলা হইয়াছে) যিনি প্রকৃতি ও জীবের মূল কারণ, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, যিনি ভোগায়তন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে শাসন করিতেছেন, জীব সকল যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, সুপ্ত ব্যক্তিকে যেমন অন্যে দেখে কিন্তু সে স্বয়ং দেখিতে পায় না, সেইরূপ যিনি সমুদায় দেখিতেছেন, সেই অভয় এবং অপ্রচ্যুত অবস্থান দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে যোনি-মূল কারণ মায়া যৎ কর্ত্তৃক সেই হরিকে নিরন্তর ধ্যান করিবে। ৪৯-৫০

বিবৃতি—সাক্ষাৎ আমার পিতা বলায় যোনি-ব্যবধান ব্যতীত পিতা বুঝাইয়াছে, পূর্ব্বে ব্যাসের অরণি-মন্থনকালে তাঁহার শুক্র অরণিমধ্যে পতিত হয় এবং তাহাতেই শুকের উৎপত্তি ৪৭

এই শ্লোকে সমস্ত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই পরব্রহ্ম আলোচনা পূর্ব্বক এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও তিনি ইহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; তদ্ব্যতীত অন্য কারণ নাই। তিনিই ইহাতে প্রবিষ্ট, তাঁহার শরণ লইলে জীব মায়ামুক্ত হয়, অভয় পদ লাভ করে, অতএব নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিবে। ৫০

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্। প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্ ॥১॥

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ। বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোর্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ ॥২॥

শ্রীশুক উবাচ।

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৩॥

ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কঞ্চন। উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিম্ ॥৪॥

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥৫॥

নিবৃত্তেষ্বশ্বমেধেষু রাজা যুষ্মৎপিতামহঃ। শৃণ্বন্ ভগবতো ধর্ম্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্ ॥৬॥

স আহ ভগবাংস্তস্মৈ প্রীতঃ শুশ্রূষবে প্রভুঃ। নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥৮॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, অসুর ও মনুষ্যগণমধ্যে যাঁহারা ভোগবিলাস-বর্জ্জিত ধনরহিত শিবকে আরাধনা করেন, প্রায়শঃ তাঁহারা ধনী ও ভোগশালী হয়েন, আর যাঁহারা লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহারা ধনী বা ভোগী হয়েন না কেন? ১

এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; বিরুদ্ধচরিত্র প্রভু-দ্বয়ের সেবাকারিগণের বিরুদ্ধ গতি কেন হয়? ২

শুকদেব বলিলেন, শিব সর্ব্বদা শক্তিযুক্ত, ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত, যেহেতু, অহঙ্কার ত্রিবিধ—বৈকারিক, তৈজস ও তামস! সেই জন্যই শিবকে ত্রিলিঙ্গ বলা হয়। ৩

তাহা হইতেই দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে যে কোন বিকারোপাধি ভজনা করিলেই সমুদায় বিভূতির গতি প্রাপ্তি হয়। ৪

হরি সাক্ষাৎ নির্গুণপুরুষ, প্রকৃতির পরও সর্ব্ব-সাক্ষী, তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণ হয়। ৫

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তোমাদের প্রপিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৬

যিনি লোকসকলের পরম মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ, তিনি প্রীত হইয়া শুশ্রূষু রাজা যুধিষ্ঠিরকে বক্ষ্যমাণ কথা বলিয়াছিলেন। ৭

ভগবান্ বলিলেন, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার সকল ধন হরণ করিয়া লই, সেই ধনাদিনাশদুঃখে দুঃখিত ব্যক্তিকে তাহার স্বজনগণ স্বতঃই পরিত্যাগ করে। ৮

বিবৃতি—শিব চিতাভস্মাদিরূপ অমঙ্গল চিহ্নধারী অকিঞ্চন ও ভোগহীন, অথচ তাঁহার ভক্তেরা প্রায়শঃ ধনী ও ভোগী দেখা যায়। মহিম্নস্তবের অষ্টম শ্লোকে মহোক্ষঃ ইত্যাদিতেও এই কথা বলা হইয়াছে। স্বয়ং লক্ষ্মী-পতির উপাসকগণ অকিঞ্চন ও ভোগহীন, ইহার কারণ কি? প্রায়ঃ পদ বলায় ইহার কোন স্থলে ব্যভিচার থাকিলেও দোষ হইবে না। শিব ত্রিগুণাত্মক, সম্পদও ত্রিগুণময়, সুতরাং শিবের ভজনা করিলে সর্ব্ব সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। ১-৪

স যদা বিতথোদ্যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া। মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্ ॥৯॥
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্। বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥১০॥
অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ। ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে ॥১১॥

শ্রীশুক উবাচ।

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ ॥১২॥
অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্ত্বাপ সঙ্কটম্ ॥১৩॥
বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্। দৃষ্ট্বাশুতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্ম্মতিঃ ॥১৪॥
স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিধ্যসি।
যোঽল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি ॥১৫॥
দশাস্যবাণয়োস্তুষ্টঃ স্তুবতোর্বন্দিনোরিব। ঐশ্বর্য্যমতুলং দত্ত্বা তত আপ সুসঙ্কটম্ ॥১৬॥
ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ। কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোঽগ্নিমুখং হরম্ ॥১৭॥

সে যখন বন্ধুগণের আগ্রহে ধনের আকাঙ্ক্ষায় তদুপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলোদ্যোগ হয়, তখন সে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং মৎপরায়ণ লোকদিগের সহিত মৈত্রী বন্ধন করে; তখন আমি তাহাকে বিশিষ্টরূপে অনুগ্রহ করি। ৯

তৎপরে সেই মদনুগ্রহপ্রাপ্ত ধীর ব্যক্তি চিন্মাত্র সৎস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম অনন্ত পরব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়। ১০

অতএব লোক সকল সুদুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বরদ দেবগণকে ভজনা করে। তাহার পর আশুতোষ ও বরপ্রদ দেবগণ হইতে রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য লাভে উহারা লোকের মর্য্যাদা অতিক্রম করে, গর্ব্বিত ও অনবহিত হয়। এমন কি, বরদাতা দেবগণকেও বিস্মৃত হয়—কথঞ্চিৎ স্মরণ থাকিলেও অবজ্ঞা করে। ১১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইঁহারা নিগ্রহ ও অনুগ্রহের অধীশ্বর, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব সদ্যই শাপ বা বরদান করেন, কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ করেন না। ১২

এই বিষয়ে পুরাবিদ্‌গণ একটি ইতিহাস বলিয়া থাকেন, মহাদেব বৃকাসুরকে বরদান করিয়া যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ১৩

শকুনির পুত্র বৃক নামক দুর্ম্মতি অসুর পথিমধ্যে নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ দেবতা আশু ফলপ্রদ? ১৪

নারদ বলিলেন, মহাদেবের নিকটে যাও, তাঁহার উপাসনায় আশু সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে, তিনি অল্প গুণ ও অল্প দোষেই আশু তুষ্ট বা আশু রুষ্ট হয়েন। ১৫

তিনি বন্দীদিগের ন্যায় স্তবকারী রাবণ ও বাণাসুরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য দান করেন এবং তাহাতে অবশেষে মহা সঙ্কটে পতিত হয়েন। ১৬

বৃকাসুর নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া কেদার ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল এবং অগ্নিমুখ হরকে নিজ মাংস দ্বারা আহুতি প্রদান পূর্ব্বক আরাধনা করিতে লাগিল। ১৭

দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্ব্বেদাৎ সপ্তমেঽহনি। শিরোঽবৃশ্চৎ সুধিতিনা তত্তীর্থক্লিন্নমূর্দ্ধজম্ ॥১৮॥
তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জ্জটির্যথা বয়ঞ্চাগ্নিরিবোত্থিতোঽনলাৎ।
নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ন্যবারয়ৎ তৎস্পর্শনাদ্ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ ॥১৯॥
তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতামহো ত্বয়াত্মা ভৃশমর্দ্দ্যতে বৃথা ॥২০॥
দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্। যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি ॥২১॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্ম্মনা ইব ভারত। ওমিতি প্রহসংস্তস্মৈ দদেঽহেরমৃতং যথা ॥২২॥
(ইত্যুক্তঃ সোঽসুরো নূনং গৌরীহরণলালসঃ।)
স তদ্বরপরীক্ষার্থং শম্ভোর্মূর্দ্ধ্নি কিলাসুরঃ। স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোঽবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ ॥২৩॥
তেনোপসৃষ্টঃ সন্ত্রস্তঃ পরাধাবৎ সবেপথুঃ। যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্ ॥২৪॥
অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তূষ্ণীমাসন্ সুরেশ্বরাঃ। ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ভাস্বরং তমসঃ পরম্ ॥২৫॥

সাত দিনের দিন পর্য্যন্ত মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পাইয়া তাহার বৈরাগ্য হইয়াছিল, সে সেই তীর্থে স্নান করিয়া সুতীক্ষ্ণ খড়গ দ্বারা নিজ মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ১৮

আমরা যেমন দয়াপরবশ হইয়া লোককে অনুগ্রহ করিয়া থাকি, সেইরূপ মহাকারুণিক বহ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান সেই শঙ্কর বহ্নি হইতে উত্থিত হইয়া নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা তাহার মস্তক গ্রহণ করিয়া বৃকাসুরকে সেই আত্মহত্যা হইতে নিবারিত করিয়াছিলেন এবং বৃকাসুরও ভগবৎস্পর্শে পরিপূর্ণ দেহ হইয়াছিল। ১৯

তাহাকে মহাদেব বলিলেন, হে দৈত্য! এইরূপ অতি সাহসজনক কার্য্যে তোমার কোন প্রয়োজন নাই, তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেই বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা তোমাকে দিব, যাহারা আমার শরণাগত হয় ও একটুমাত্র জল আমাকে অর্পণ করে, আমি তাহাদের তাদৃশ কার্য্যেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। অহো! তুমি নিজেকে কেন বৃথা অতিশয় ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছ? সেই পাপিষ্ঠ বৃকাসুর মহাদেবের নিকট সর্ব্বপ্রাণীর ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিল যে, যাহার যাহার মস্তকে আমি হস্ত রক্ষা করিব, সেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মরিবে। ২০-২১

হে ভারত! ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ রুদ্র ক্ষণকাল দুর্ম্মনার ন্যায় হইলেন, পরে হাসিতে হাসিতে সর্পকে অমৃতদানের ন্যায় 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। ২২

শিব তাহাকে বরপ্রদান করিলে সেই অসুর নিশ্চয়ই গৌরীকে হরণ করিবার ইচ্ছায় সেই বর পরীক্ষার নিমিত্ত শিবের মস্তকে স্বীয় হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল, আহা! মহাদেবও স্বদত্ত বর-প্রভাবে মহাভীত হইয়া পড়িলেন। ২৩

বৃকাসুর শিবের অনুগমন করিলে সন্ত্রস্ত কম্পিত শিব পলায়ন করেন এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য ও দিক্ সকলের অন্ত পর্য্যন্ত উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন। ২৪

অন্যান্য দেবগণ ইহার প্রতিবিধান জানিতেন না বলিয়া সকলেই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার পর শিব প্রকৃতির পর অর্থাৎ অপ্রাকৃত তেজোময় বৈকুণ্ঠে (শ্বেতদ্বীপে) গমন করিয়াছিলেন। ২৫

যত্র নারায়ণং সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ। শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥২৬॥
তং তথা ব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ। দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ভূত্বা বটুকো যোগমায়য়া ॥২৭॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজসাগ্নিরিব জ্বলন্। অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্বিনীতবৎ ॥২৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।

শাকুনেয় ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ।
ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্ব্বকামধুক্ ॥২৯॥

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্ব্যবসিতং বিভো। ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে ॥৩০॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা। গতক্লমোঽব্রবীৎ তস্মৈ যথাপূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্ ॥৩১॥
শ্রীভগবানুবাচ।

এবং চেৎ তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রদ্দধীমহি।
যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্ ॥৩২॥

যদি বস্তত্র বিশ্রম্ভো দানবেন্দ্র জগদ্গুরৌ। তর্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্ ॥৩৩॥
যদ্যসত্যং বচঃ শম্ভোঃ কথঞ্চিদ্দানবর্ষভ। তদৈনং জহ্যসদ্বাচং ন যদ্বক্তানৃতং পুনঃ ॥৩৪॥

যেস্থানে সর্ব্বহিংসানিবৃত্ত শান্ত সন্ন্যাসীদিগের পরম গতি নারায়ণ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন, যেখানে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না। ২৬

দুঃখনাশন ভগবান্ হরি দূর হইতে সেই বৃকাসুরকে তাদৃশ কার্য্যে রত দেখিতে পাইয়া তিনি যোগমায়াবলে ব্রাহ্মণ-বালক হইয়া তাহার নিকটে গিয়াছিলেন। ২৭

তিনি মেখলা, অজিন, দণ্ড, কুশ, অক্ষাদি দ্বারা ও তেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ছিলেন, কুশপাণি বৃকাসুরও তাঁহাকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়াছিল। ২৮

ভগবান্ বলিলেন, হে শকুনিনন্দন! স্পষ্টই বোধ হইতেছে তুমি শ্রান্ত, তুমি কি দূর হইতে আসিয়াছ? তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, পুরুষের দেহই সর্ব্বকামদোগ্ধা; অতএব তাহাকে দুঃখ দিও না। ২৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার এই অধ্যবসায়ের কারণ আমাদের শ্রবণের যোগ্য হয়, তবে বিশেষরূপে বর্ণন কর, জীব অপরের সাহায্যে নিজ-কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ৩০

শুকদেব বলিলেন, এইরূপে ভগবান্ কর্ত্তৃক অমৃতবর্ষী বাক্য দ্বারা পৃষ্ট হইয়া বৃকাসুর কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া গতক্লম হইয়াছিল এবং ভগবানের নিকট পূর্ব্বানুষ্ঠিত সমুদায় বিষয় বলিয়াছিল। ৩১

ভগবান্ বলিলেন, হে অসুরবর! ইহা হইলে যিনি দক্ষশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত এবং প্রেত-পিশাচগণের রাজা, তাঁহার বাক্যে আমি শ্রদ্ধা করি না। ৩২

হে দানবেন্দ্র! যদি জগদ্গুরু বলিয়া তাঁহার বাক্যে তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে নিজের মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া পরীক্ষা কর না কেন? ৩৩

হে দানবেন্দ্র! যদি শিবের বাক্য কথঞ্চিৎ অসত্য হয়, তবে পরীক্ষার পর সেই মিথ্যাবাদী শিবকে বধ করিও; যেন আর ঐরূপ মিথ্যা তিনি বলিতে না পারেন। ৩৪

ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ। ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ ॥৩৫॥
অথাপতদ্ভিন্নশিরা বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ। জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধুশব্দোঽভবদ্দিবি ॥৩৬॥
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে। দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ ॥৩৭॥
মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা ॥৩৮॥

হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্গুরৌ ॥৩৯॥

য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ।
গিরিত্রমোক্ষং কথয়েৎ শৃণোতি বা বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রুদ্রমোক্ষণং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

এইরূপ ভগবানের মনোরম বিচিত্র বাক্যে হতবুদ্ধি ও বিস্মিত কুমতি বৃকাসুর স্বীয় মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়াছিল। ৩৫

অনন্তর বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-মস্তক হইয়া সেই অসুর ভূতলে পতিত হইল, তখন স্বর্গে জয় শব্দ নমঃ শব্দ ও সাধু শব্দ হইতে লাগিল। ৩৬

পাপিষ্ঠ বৃকাসুর নিহত হইলে দেবতা ঋষি পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, শিব সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। ৩৭

ভগবান্ পুরুষোত্তম সঙ্কটমুক্ত গিরিশের নিকট আসিয়া বলিলেন, অহো দেব মহাদেব! এই পাপিষ্ঠ অসুর স্বীয় পাপে নিহত হইল, হে ঈশ! মহদ্ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশলী হইয়াছে, জগদ্গুরু বিশ্বেশ্বরের প্রতি বৈরভাব করিয়া যে কুশলী হইতে পারে না, ইহার সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য হইতে পারে? ৩৮-৩৯

যে ব্যক্তি বাক্য ও মনের অগোচর শক্তিসমুদ্র, সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু হইতে গিরিশের মুক্তির কথা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করায় কিম্বা স্বয়ং শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সংসারবন্ধন এবং শত্রু হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করে। ৪০

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

একোননবতিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসত। বিতর্কঃ সমভূৎ তেষাং ত্রিষধীশেষু কো মহান্ ॥১॥

তস্য জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভৃগুং ব্রহ্মসুতং নৃপ।

তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ প্রেষয়ামাসুঃ সোঽভ্যগাদ্‌ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥২॥

ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া। তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা ॥৩॥

স আত্মন্যুত্থিতং মন্যুমাত্মজায়াত্মনা প্রভুঃ। অশীশমদ্‌যথা বহ্নিং স্বযোন্যা বারিণাত্মভূঃ ॥৪॥

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ। পরিরব্ধুং সমারেভ উত্থায় ভ্রাতরং মুদা ॥৫॥

নৈচ্ছৎ ত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেবশ্চুকোপ হ। শূলমুদ্যম্য তং হন্তুমারেভে তিগ্মলোচনঃ ॥৬॥

পতিত্বা পাদয়োর্দেবী সান্ত্বয়ামাস তং গিরা। অথো জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ॥

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ। তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা সতাং গতিঃ ॥৮॥

স্বতল্পাদবরুহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিম্। আহ তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্।

অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এই তিন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। ১

হে রাজন্! পরে জিজ্ঞাসু ঋষিগণ এই বিষয় জানিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে প্রেরণ করেন, ভৃগুও তদনুসারে প্রথমে ব্রহ্মার সভায় গমন করেন।২

ভৃগু ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না, ইহাতে ভৃগুর প্রতি ব্রহ্মা কুপিত হইলেন, স্বীয় তেজে প্রজ্বলিতের ন্যায় হইলেন। ৩

আত্মভূ ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রের প্রতি উত্থিত সেই ক্রোধকে নিজোৎপত্তি স্থান জল দ্বারা যেমন বহ্নিকে শান্ত করে, তদ্রূপ নিজেই আপনাতে উপশান্ত করিয়াছিলেন। ৪

তাহার পর ভৃগু কৈলাসে গমন করিলেন, দেবদেব মহেশ্বর উঠিয়া সেই ভ্রাতাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫

তুমি উৎপথগামী, এই বলিয়া ভৃগু আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলেন না, তখন শিব তাহার প্রতি কুপিত হইলেন এবং শূল উদ্যত করিয়া তীব্রনয়ন শিব তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবী পার্ব্বতী তখন মহাদেবের পায়ে পড়িয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন, যে স্থানে ভগবান্ জনার্দ্দন অবস্থিত আছেন। ৬-৭

ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর ক্রোড়ে শায়িত ছিলেন, ভৃগু তথায় গমন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন, অনন্তর সাধুদিগের গতি ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত উঠিয়া এবং নিজ পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া মস্তক দ্বারা ভৃগুকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! হে প্রভো! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি এই আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করুন, আপনি যে আসিয়াছেন, তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব আপনি তদ্বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। ৮-৯

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্। পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা ॥১০॥
অদ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্। বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ ॥১১॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং ব্রুবাণে বৈকুণ্ঠে ভৃগুস্তন্মন্দ্রয়া গিরা। নির্বৃতস্তর্পিতস্তূষ্ণীং ভক্ত্যুৎকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ ॥১২॥
পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্। স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্ ভৃগুরবর্ণয়ৎ ॥১৩॥
তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ। ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥১৪॥
ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতম্। ঐশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা যস্মাদ্যশশ্চাত্মমলাপহম্ ॥১৫॥
মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং শমচেতসাম্। অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥১৬॥
সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ। ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ ॥১৭॥
ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য রাক্ষসা অসুরাঃ সুরাঃ। গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তৎ তীর্থসাধনম্ ॥১৮॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে। পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্গতিং গতাঃ ॥১৯॥
সূত উবাচ।

ইত্যেতন্মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধপীযূষং ভবভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ।
সুশ্লোকং শ্রবণপুটৈঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং পান্থোঽধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি ॥২০॥

হে ভগবন্! তীর্থের ও তীর্থত্বসম্পাদক আপনার পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠ সহিত আমাকে ও লোকপালদিগকে পবিত্র করুন। অদ্য হইতে আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং আপনার পদচিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে বিভূতিস্বরূপ হইয়া রহিল। ১০-১১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ এইরূপ বলিলে পর ভৃগু তাঁহার গম্ভীর বাক্যে, নির্বৃত ও তৃপ্ত হইলেন, ভক্তি উৎকণ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা সাশ্রুলোচন হইয়া পুনর্ব্বার সেই যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া ব্রহ্মবাদী মুনিদিগের নিকট স্বীয় অনুভূত বিষয় সকল বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন। ১২-১৩

মুনিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও মুক্ত-সংশয় হইয়াছিলেন, এবং যাহা হইতে শান্তি ও অভয় সেই বিষ্ণুকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। ১৪

যাঁহাতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান, যাঁহার যশঃশ্রবণে নিষ্পাপ হওয়া যায়, অকিঞ্চন, সাধু, সমচিত্ত, ন্যস্তদণ্ড, শান্ত মুনিদিগের পরম গতি যাঁহাকে বলা হয়, সত্ত্ব যাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহার ইষ্টদেবতা, নিপুণ-বুদ্ধি শান্ত ব্যক্তিরা নিরন্তর যাঁহার ভজনা করেন, তিনিই পরম দেবতা। ১৫-১৬-১৭

গুণবতী মায়া দ্বারা সৃষ্ট রাক্ষস, আসুর ও দেবতা এই ত্রিবিধ শরীর তাঁহারই কল্পিত হইয়াছে, তিনিই পুরুষার্থের হেতু। শুকদেব বলিলেন, সরস্বতীতীরস্থ ঋষিগণ এইরূপ লোকের সংশয়াপনোদনের নিমিত্ত নারায়ণের পাদপদ্ম সেবা দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সূত বলিলেন, এই ব্যাসতনয় শুকদেবের মুখপদ্মগন্ধযুক্ত পীযূষরূপ পরম পুরুষের গুণকীর্ত্তন যে সকল পান্থ ব্যক্তি শ্রবণপুট দ্বারা নিরন্তর পান করে, তাহারা সংসারপথ ভ্রমণের পরিশ্রম হইতে অনায়াসে মুক্ত হয়। ১৮-২০

শ্রীশুক উবাচ।

একদা দ্বারবত্যান্তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ। জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥২১॥
বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্য্যুপধায় সঃ। ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ ॥২২॥
ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ। ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্ম্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ ॥২৩॥
হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্। প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ ॥২৪॥
এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্ষিস্তৃতীয়ং ত্বেবমেব চ। বিসৃজ্য স নৃপদ্বারি তাং গাথাং সমগায়ত ॥২৫॥
তামর্জ্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে। পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥২৬॥
কিংস্বিদ্‌ব্রহ্মংস্ত্বন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্দ্ধরঃ। রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্র আসতে ॥২৭॥
ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ। তে বৈ রাজন্যবেশেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ ॥২৮॥
অহং প্রজা বাং ভগবন্ রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ। অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যে হতকল্মষঃ ॥২৯॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ। অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি যৎ ॥৩০॥
তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ। ত্বং চিকীর্ষসি বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রদ্দধ্মহে বয়ম্ ॥৩১

শুকদেব বলিলেন, হে ভারত! এক সময় দ্বারকাতে এক ব্রাহ্মণপত্নীর পুত্রগণ জাত মাত্র ভূমি স্পর্শ করিয়াই মরিয়া যাইত। ২১

পরে সেই ব্রাহ্মণ মৃত পুত্রকে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল এবং তথায় মৃত বালকটিকে রাখিয়া শোকপীড়িত সেই ব্রাহ্মণ দীন চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিল। ২২

ব্রহ্মদ্বেষী শঠবুদ্ধি, লুব্ধ, বিষয়কামুক, ক্ষত্রিয়াধম রাজকর্ম্মদোষে আমার পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।২৩

হিংস্রপ্রকৃতি, দুঃশীল, অজিতেন্দ্রিয় রাজার সেবা করিলে প্রজাগণ অবশ্যই দরিদ্র ও নিত্য দুঃখিত হইয়া অবসন্ন হয়। ২৪

সেই বিপ্রর্ষি এইরূপ দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্রকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া সেই কথাই বলিয়াছিলেন। ২৫

কোন এক সময় ব্রাহ্মণের নবম বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কৃষ্ণের নিকটে অবস্থিত অর্জ্জুন ব্রাহ্মণমুখে গাথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। ২৬

হে ব্রাহ্মণ! আপনার আবাসস্থলে কি ধনুর্দ্ধর নাই? এবং রাজন্যবন্ধুও নাই যে, ইহাদিগকে রক্ষা করে; এই বালকগণ যাহাতে যজ্ঞে ব্রাহ্মণের ন্যায় মিলিত হইতে পারেন, আমি তাহা করিব। ২৭

হে ভগবন্! যে স্থানে ব্রাহ্মণগণ ধন, স্ত্রী, পুত্রবিযুক্ত হইয়া শোক করেন, সে স্থানে যে রাজারা অবস্থিতি করে, তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী রাজবেশধারী নট মাত্র। ২৮

হে ভগবন্! আমি দুঃখিত আপনাদের পুত্রগণকে রক্ষা করিব। আমি যদি এই প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী প্রদ্যুম্ন ও অপ্রতিরথ অনিরুদ্ধ ইঁহারা যাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, জগদীশ্বরগণেরও দুষ্কর সেই কার্য্য তুমি বালিশতা প্রযুক্ত সম্পন্ন করিতে কিরূপে ইচ্ছা করিতেছ! তোমার এই বাক্যে আমি শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি না। ২৯-৩১

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ। অহং বা অর্জ্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ ॥৩২॥

মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্য্যং ত্র্যম্বকতোষণম্।

মৃত্যুং বিজিত্য প্রধনে আনেষ্যে তে প্রজাঃ প্রভো ॥৩৩॥

এবং বিশ্রম্ভিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরন্তপ। জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্য্যং নিশাময়ন্ ॥৩৪॥

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্য্যায়া দ্বিজসত্তমঃ। পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিত্যাহার্জ্জুনমাতুরঃ ॥৩৫॥

স উপস্পৃশ্য শুচ্যম্ভো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্। দিব্যান্যস্ত্রাণি সংস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীবমাদদে ॥৩৬॥

ন্যরুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্নানাস্ত্রযোজিতৈঃ। তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্ ॥৩৭॥

ততঃ কুমারঃ সঞ্জাতো বিপ্রপত্ন্যা রুদন্ মুহুঃ। সদ্যোঽদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা ॥৩৮॥

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ। মৌঢ্যং পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকত্থনম্ ॥৩৯॥

ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ। যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদবিতেশ্বরঃ ॥৪০॥

ধিগর্জ্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ। দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্ম্মতিঃ ॥৪১॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি সঙ্কর্ষণ কিম্বা কৃষ্ণ অথবা তাঁহার পুত্রও নহি, আমার নাম অর্জ্জুন, গাণ্ডীব আমারই ধনু, আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমার বল একদিন শিবকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, আমি মৃত্যুকে জয় করিয়া আপনার পুত্রগণকে আনয়ন করিব। ৩২-৩৩

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ এইরূপ অর্জ্জুন কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার বীর্য্য শ্রবণ করিতে করিতে প্রীত মনে স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। ৩৪

কিয়দ্দিন পরে ব্রাহ্মণপত্নীর প্রসবকাল উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ দীন ভাবে আসিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই সময়ে মৃত্যু হইতে আমার সন্তানকে রক্ষা কর। ৩৫

তখন অর্জ্জুন পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া ও মহাদেবকে প্রণাম করিয়া দিব্যাস্ত্র সকলকে স্মরণ পূর্ব্বক সজ্য (যাহাতে জ্যা আরোপিত হইয়াছে) গাণ্ডীব ধনুঃ গ্রহণ করিলেন। ৩৬

পার্থ নানাস্ত্রযোজিত শর-সমূহ দ্বারা সূতিকা-গৃহ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশে একটি শরপঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৩৭

তদনন্তর ব্রাহ্মণ-পত্নীর একটি কুমার জন্মগ্রহণ করিল, এবং বারম্বার রোদন করিতে করিতে সশরীরে আকাশ-পথে সদ্যই অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৮

তখন ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অর্জ্জুনকে নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, হে ভগবন্! আমার মূঢ়তা অবলোকন করুন, আমি ক্লীবের আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার এই ফল লাভ হইয়াছে। ৩৯

প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা যাহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহাকে অন্য কোন্ ঈশ্বর রক্ষা করিবে! সেই মিথ্যাবাদী অর্জ্জুনকে ধিক্, এবং মিথ্যা আত্মশ্লাঘাপরায়ণের ধনুকেও ধিক্, যে দুর্ম্মতি দৈবোপহৃত পুত্রকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেও ধিক্। ৪০-৪১

বিশ্রম্ভিত—হরিবংশের বর্ণনাদৃষ্টে জানা যায়, এই ঘটনা অর্দ্ধরাত্রে সংঘটিত হইয়াছিল, অর্জ্জুনও এক বৎসরকাল এই সময়ে দ্বারকায় বাস করিয়াছিলেন। ৩৫

এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যামাস্থায় ফাল্গুনঃ। যযৌ সংযমনীমাশু যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ ॥৪২॥
বিপ্রাপত্যমচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমগাৎ পুরাম্। আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ।
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষ্ণ্যান্যন্যান্যুদায়ুধঃ ॥৪৩॥
ততোঽলব্ধদ্বিজসুতো হ্যনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ। অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ প্রতিষেধতা ॥৪৪॥
দর্শয়ে দ্বিজসূনূংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা। যে তে নঃ কীর্ত্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি ॥৪৫॥
ইতি সম্ভাষ্য ভগবানর্জ্জুনেন সহেশ্বরঃ। দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশৎ ॥৪৬॥
সপ্তদ্বীপান্ সসিন্ধূংশ্চ সপ্তসপ্তগিরীনথ। লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ ॥৪৭॥
তত্রাশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীব-মেঘপুষ্পবলাহকাঃ। তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৮ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ। সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ পুরঃ ॥৪৯॥
তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্‌বিদারয়দ্ভূরিতরেণ রোচিষা।
মনোজবং নির্বিবিশে সুদর্শনং গুণচ্যুতো রামশরো যথা চমূঃ ॥৫০॥
দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্।
সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ প্রতাড়িতাক্ষোঽপি দধেঽক্ষিণী উভে ॥৫১॥

ব্রাহ্মণ এইরূপ তিরস্কার করিলে পর অর্জ্জুন বিদ্যাপ্রভাবে সংযমনী পুরীতে যমের নিকট গমন করিয়াছিলেন, সে স্থানে ব্রাহ্মণ-পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে ইন্দ্রভবনে গমন করেন, তৎপরে আগ্নেয়ী, নৈর্ঋতী, সৌম্যা, বায়ব্যা ও বারুণী পুরীতে, রসাতল, স্বর্গ এবং অন্যান্য স্থান অন্বেষণ করিলেন। ৪২-৪৩

পরে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-পুত্রকে কোন স্থানে প্রাপ্ত না হওয়ায় প্রতিজ্ঞাভঙ্গে অবমানিত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অগ্নিপ্রবেশে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন। ৪৪

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে দ্বিজ-পুত্রগণকে দেখাইব, তুমি আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। যাহারা নিন্দা করিতেছে, তাহারাই আমাদের নির্ম্মল কীর্ত্তি মনুষ্যলোকে স্থাপন করিবে। ৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত এইরূপ আলাপ করিয়া দিব্যাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। ৪৬

পরে সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত গিরি ও লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ঘোরতর অন্ধকার-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইস্থানে অন্ধকারমধ্যে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, বলাহক নামক অশ্বগণ গতিভ্রষ্ট হইয়াছিল। ৪৮

তাহাদিগকে গতিভ্রষ্ট দেখিয়া মহা যোগেশ্বর প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহস্রাদিত্যপ্রকাশ তুল্য স্বীয় চক্রকে সেই তমোমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ৪৯

তখন মনোজব সেই সুদর্শন ঘোর অন্ধকারমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের অতিশয় প্রকাশ দ্বারা সেই গভীর অন্ধকার বিদারণ করিতে লাগিল, যেমন ধনুশ্চ্যুত রামশর পরসৈন্য বিদারণ করে, তাহার ন্যায়। ৫০

তখন অর্জ্জুন চক্র-প্রদীপ্ত পথে দূরে বর্ত্তমান পরম ভাগবত-জ্যোতিঃ দেখিয়া নিয়ত জ্যোতিঃ দর্শনে উৎপীড়িত হইয়া এক একবার চক্ষুঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ৫১

ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা বলীয়সৈজদ্বৃহদূর্ম্মিভূষণম্ ।
তত্রাদ্ভুতং বৈ ভবনং দ্যুমত্তমং ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্ ॥৫২॥
তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং সহস্রমূর্দ্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্ ॥৫৩॥
দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্ ।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম্ ॥৫৪॥
মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডল-প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্ ।
প্রলম্বচার্ব্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতম্ ॥৫৫॥
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈশ্চক্রাদিভির্মূর্ত্তিধরৈর্নিজায়ুধৈঃ ।
পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্ত্যজয়াখিলর্দ্ধিভির্নিষেব্যমানং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্ ॥৫৬॥
ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো জিষ্ণুশ্চ তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ ।
তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভুর্বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জ্জয়া গিরা ॥৫৭॥
দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥৫৮॥

অনন্তর বলবৎ বায়ুবেগে বিক্ষুব্ধ মহোর্ম্মি-সঙ্কুল সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথায় সহস্র মণিস্তম্ভ-শোভিত অতিশয় উজ্জ্বল এক অদ্ভুত পুরী দর্শন করিয়াছিলেন। ৫২

সেই পুরীমধ্যে সহস্র মস্তক-জাত ফণামণির দীপ্তির দ্বারা বিরাজমান, এবং দ্বিসহস্র উজ্জ্বল চক্ষু-র্বিশিষ্ট শ্বেত পর্ব্বতসদৃশ অপরিচ্ছিন্ন দেহ, নীল কণ্ঠ, জিহ্বা, অদ্ভুত অনন্তমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ৫৩

সেই অনন্তের দেহাসনে সুখোপবিষ্ট, বিভু মহাপ্রভাব, সান্দ্র মেঘবর্ণ, পীতবসন, প্রসন্ন মুখ, মনোহর নেত্র এক পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়াছিলেন। মহামণিসমূহে খচিত, কিরীট-কুণ্ডলপ্রভায় স্ফুরিত অপরিমিত কুন্তলকলাপ, আজানুলম্বিতাষ্ট-বাহু, কৌস্তুভ মণিসহ শ্রীবৎস চিহ্ন-যুক্ত ও বনমালা বিরাজিত। ৫৪-৫৫

চতুর্দ্দিকে সুনন্দ ও নন্দ প্রভৃতি পার্ষদেরা, মূর্ত্তিমান চক্রাদি আয়ুধগণ এবং পুষ্টি, শ্রী, কীর্ত্তি প্রভৃতি অখিল বিভূতি সকল সেই পরমেষ্ঠি-পতির সেবা করিতেছে। ৫৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত রূপ নিজেকে বন্দনা করিলেন, অর্জ্জুনও সেই মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই ভূমা (বিভু) পরমেষ্ঠিগণের প্রভু অঞ্জলিবদ্ধ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সহাস্যে উজ্জিত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৭

হে আমার অংশাবতীর্ণদ্বয়! তোমাদের দুই জনকে দেখিবার নিমিত্ত এই দ্বিজ-বালকগণকে আমি এখানে আনয়ন করিয়াছি, তোমরা দুই জনে মর্ত্ত্য-লোকে ধর্ম্মরক্ষার্থ—পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। ৫৮

বিবৃতি—এই সলিল সেই জ্যোতিঃসন্নিকটে বর্ত্তমান বিরজা নদী, ইহা পাদ্মোত্তর খণ্ডে কথিত হইয়াছে। সেইস্থানে অর্জ্জুন প্রবিষ্ট হইলেন। এই ভগবান্ও অতি বৃহৎ, এই বর্ণনাও মত্স্যপুরাণে অতি বিস্তৃত ভাবে আছে। ৫২

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥৫৯॥
ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা। ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান্ ॥৬০॥
ন্যবর্ত্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম্। বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ ॥৬১॥

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্ ॥৬২॥

ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্য্যাণীহ প্রদর্শয়ন্। বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যূর্জ্জিতৈর্মখৈঃ ॥৬৩॥
প্রববর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাহ্মণাদিষু। যথাকালং তথৈবেন্দ্রো ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ ॥৬৪॥
হত্বা নৃপানধর্ম্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বার্জ্জুনাদিভিঃ। অঞ্জসা বর্ত্তয়ামাস ধর্ম্মং ধর্ম্মসুতাদিভিঃ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বিজকুমারানয়নং নাম একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

হে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়! তোমরা পূর্ণকাম হইলেও কেবল লোকসংগ্রহের নিমিত্তই ধর্ম্মাচরণ করিতেছ। ৫৯

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া 'হাঁ' এইরূপ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ও দ্বিজ-পুত্রগণকে লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ পুরীতে পুনর্ব্বার যেরূপে গিয়াছিলেন, সেইরূপে ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎপরে ব্রাহ্মণকে তাঁহার যেরূপ পুত্রগণ ছিল, ঠিক সেইরূপই তাঁহারা প্রদান করিলেন। ৬০-৬১

পার্থ—মহাকালপুর অথবা তদীয় প্রভাব দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং পুরুষের যাহা কিছু পুরুষকার আছে, তৎসমুদায়ই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পায় লাভ হয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ৬২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার অনেকানেক অদ্ভুত কর্ম্ম প্রদর্শন করাইয়া গ্রাম্য বিষয় সকল উপভোগ করিয়াছিলেন এবং পরম উদ্ভট যজ্ঞ সকল করিয়াছিলেন। দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত ইন্দ্র যেমন প্রজাবর্গের হিতের জন্য প্রভূত বর্ষণ করেন, সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণাদি প্রজাবর্গের প্রতি তাহাদের অভিলষিত বিষয় সকল প্রবর্ষণ করিতেন, অর্থাৎ প্রজারা যাহা চাহিত, তাহাই পাইত। ৬৩-৬৪

অধর্ম্মিষ্ঠ রাজগণকে হত্যা করিয়া ও অর্জ্জুনাদি দ্বারা হত্যা করাইয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা যথার্থ ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ৬৫

বিবৃতি—এই সকল বিবরণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে, এই ব্রাহ্মণ-পুত্রানয়ন ব্যাপার ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বে ও বিরাটে অজ্ঞাতবাসের পর ঘটিয়াছিল, ইহা ভাগবত পাঠেই জানা যায়। অর্জ্জুনের আত্মশ্লাঘাকে ক্লীববাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণ কহিয়াছেন, অর্জ্জুনের ক্লীববেশে অবস্থানের জন্যই ব্রাহ্মণ ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এবং অন্তিম শ্লোকে অর্জ্জুন দ্বারা রাজন্য হত্যা করাইয়া ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। ৬৫

ইতি দশম স্কন্ধে একোননবতিতম অধ্যায়।

নবতিতম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

সুখং স্বপুর্য্যাং নিবসন্ দ্বারকায়াং শ্রিয়ঃ পতিঃ। সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধায়াং জুষ্টায়াং বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ ॥১॥
স্ত্রীভিশ্চোত্তমবেষাভির্নবযৌবনকান্তিভিঃ। কন্দুকাদিভির্হর্ম্মেষু ক্রীড়ন্তীভিস্তড়িদ্দ্যুতিঃ ॥২॥
নিত্যং সঙ্কুলমার্গায়াং মদচ্যুদ্ভির্মতঙ্গজৈঃ। স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈরশ্বৈ রথৈশ্চ কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥৩॥
উদ্যানোপবনাঢ্যায়াং পুষ্পিতদ্রুমরাজিষু। নির্ব্বিশদ্ভৃঙ্গবিহগৈর্নাদিতায়াং সমন্ততঃ ॥৪॥
রেমে ষোড়শসাহস্র-পত্নীনামেকবল্লভঃ। তাবদ্বিচিত্ররূপোঽসৌ তদ্গেহেষু মহর্দ্ধিষু ॥৫॥
প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লার-কুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ। বাসিতামলতোয়েষু কূজদ্দ্বিজকুলেষু চ ॥৬॥
বিজহার বিগাহ্যাম্ভো হ্রদিনীষু মহোদয়ঃ। কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিরব্ধশ্চ যোষিতাম্ ॥৭॥
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্মৃদঙ্গপণবানকান্। বাদয়দ্ভির্মুদা বীণাং সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥৮॥
সিচ্যমানোঽচ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিঃ স্ম রেচকৈঃ। প্রতিষিঞ্চন্ বিচিক্রীড়ে যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব ॥৯॥

তাঃ ক্লিন্নবস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ সিঞ্চন্ত্য উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ।
কান্তং স্ম রেচক জিহীরষয়োপগুহ্য জাতস্মরোৎস্ময়লসদ্বদনা বিরেজুঃ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিপুঙ্গব-সেবিত সর্ব্বসম্পৎ-সমৃদ্ধিযুক্ত নিজ পুরী দ্বারকায় বাস করিতেন। উত্তম বেশভূষাবিশিষ্টা নবযৌবনসম্পন্না বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাশালিনী রমণীগণ হর্ম্ম্য সকলে (ধনিকগৃহে) কন্দুকাদি দ্বারা ক্রীড়া করিত। মদক্ষরণশীল মাতঙ্গগণ প্রতিদিন দ্বারকার পথ সকল সঙ্কুল করিয়া রাখিত এবং সুসজ্জিত সৈন্যগণ, অশ্ব, সুবর্ণোজ্জ্বল রথ সকলও সেইরূপ পথ অবরুদ্ধ করিয়া থাকিত, পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ, শালি উদ্যান, উপবন সকল সেই পুরীতে ছিল; যাহাতে ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ চতুর্দ্দিকে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর গান করিত, সেই পুরীতে ষোড়শ সহস্র পত্নীগণের একমাত্র বল্লভ—ষোড়শসহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন গৃহ সকলে ষোড়শ সহস্র স্ত্রীগণ সহ রমণ করিতেন। ১-৫

কখনও বা প্রোৎফুল্ল কুমুদ, কহ্লার ও পদ্মরেণু-সুবাসিত নির্ম্মলসলিলা এবং পক্ষিসকলের কূজন-শালিনী তটিনী-জলে অবগাহন করিয়া যোষিদ্গণের কুচকুঙ্কুমে লিপ্তাঙ্গ ও তাহাদের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া মহা সমৃদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেন। ৬-৭

মৃদঙ্গ পণব আনক ও বীণাবাদনকারী গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান ও হাস্যকারিণী সেই সকল রমণী-গণ কর্ত্তৃক জলক্ষেপ-যন্ত্র দ্বারা সিচ্যমান ও সূত-মাগধ-বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যক্ষিণীগণ সহ যক্ষরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৮-৯

জলক্রীড়াকালে সেই সমস্ত স্ত্রীগণের বস্ত্র ক্লিন্ন হওয়ায় উচ্চ কুচমণ্ডল বিবৃত হইয়াছিল, বৃহৎ কেশ-পাশের পুষ্পমাল্য স্খলিত হইয়াছিল, তাহারা কান্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে জলসেচন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের জলক্ষেপ-যন্ত্র হরণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করায় জাতকামা সেই স্ত্রীগণের মুখে হাস্যপ্রকাশে তাহারা শোভিতবদনা হইয়া বিরাজ করিয়াছিল। ১০

কৃষ্ণস্তু তৎস্তনবিষজ্জিতকুঙ্কুমস্রক্ ক্রীড়াভিষঙ্গধুতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ ।
সিঞ্চন্ মুহুর্যুবতিভিঃ প্রতিষিচ্যমানো রেমে করেণুভিরিবেভপতিঃ পরীতঃ ॥১১॥
নটানাং নর্ত্তকীনাঞ্চ গীতবাদ্যোপজীবিনাম্ । ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি কৃষ্ণোঽদাৎ তস্য চ স্ত্রিয়ঃ ॥১২॥
কৃষ্ণস্যৈবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ । নর্ম্মক্ষ্বেলিপরিষ্বঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং কিল হৃতা ধিয়ঃ ॥১৩॥
ঊচুর্মুকুন্দৈকধিয়োঽগির উন্মত্তবজ্জড়ম্ । চিন্তয়ন্ত্যোঽরবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥১৪॥
মহিষ্য ঊচুঃ ।
কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥১৫॥
নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধুস্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি ।
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং কিংবা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢ়ুম্ ॥১৬॥

শ্রীকৃষ্ণও মহিষীগণের স্তন হইতে উন্মোচিত স্রক্-কুঙ্কুম দ্বারা ক্রীড়া করতঃ দৃঢ় আলিঙ্গনে কম্পিত কুন্তল-বন্ধন হইয়া তাহাদিগের গাত্রে জলসেচন করিয়াছিলেন এবং তিনিও তৎকর্ত্তৃক সিচ্যমান হইয়া করেণুপরিবৃত করিরাজের ন্যায় বিরাজ করিয়াছিলেন। ১১

তখন শ্রীকৃষ্ণ গীতবাদ্যোপজীবী নট ও নর্ত্তকীগণকে ক্রীড়োপযোগী অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীগণও বস্ত্রালঙ্কার দান করিয়াছিলেন। ১২

এইরূপ ভাবে বিহারপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের গতি, আলাপ, স্মিত অবলোকন, নর্ম্ম ক্রীড়া ও আলিঙ্গন দ্বারা স্ত্রীগণের বুদ্ধি অপহৃত হইয়াছিল। ১৩

পরে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণগতচিত্তা সেই স্ত্রীগণ উন্মত্তের ন্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৪

মহিষীগণ বলিলেন, হে সখি কুররি! এই জগতের মধ্যে তুমিই মাত্র এক। বিনিদ্রা হইয়া শয়ন করিতেছ না, যেহেতুক তুমি উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবনা করিতেছ, আমাদিগের পতি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—আমরা যাঁহার তত্ত্ব জানি না, তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, সেই কারণে এই অনুমান করিতেছি যে, আমাদের ন্যায় তোমারও কি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদারাবলোকন দ্বারা চিত্ত গাঢ় বিদ্ধ হইয়াছে। ১৫

হে চক্রবাকি! তুমি রাত্রিকালে স্বীয় বন্ধু দেখিতে না পাইয়াই দুঃখে নেত্র নিমীলিত কর না, কেবল করুণ রোদন করিয়া থাক, কিম্বা আমাদের ন্যায় দাস্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবিত মালা মস্তকে বহন করিবার নিমিত্ত রোদন করিয়া থাক। ১৬

বিবৃতি—অথবা হে কুররি! তুমি যাঁহার বিরহে বিলাপ করিতেছ—এবং নিদ্রাশূন্যা হইয়া শয়ন করিতেছ, তিনি তোমাতে প্রেমশূন্য, সেই আমাদের পতি ঈশ্বর নিদ্রা যাইতেছেন, তোমার বিলাপ শুনিতেছেন না, সুতরাং কৃপাও করিবেন না। তিনি আমাদের সহিতও শয়ন করেন নাই, জগৎ-মধ্যে কোথাও অজ্ঞাতভাবে শয়ন করিয়া আছেন; সুতরাং তাঁহার অন্বেষণও দুর্ঘট, অতএব তুমিই বা কি করিবে আর আমরাই বা কি করিব? তুমি পক্ষিজাতি হইয়াও আমাদের ন্যায় তাঁহার হাস্য অবলোকনাদি দ্বারা গাঢ় বিদ্ধচিত্ত হইয়াছ কি? অর্থাৎ অবশ্যই ইহার সঙ্গ হউক এই নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারিতেছ না? ১৫

হে চক্রবাকি! তুমি কি কান্তা হইয়া তদ্গচিত্ত সৌভাগ্য ইচ্ছা কর? স্পষ্ট ভাবে না বলার কারণ শালীন্যাদি রক্ষার নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। ১৬

ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ ।
কিংবা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ প্রাপ্তং দশাং ত্বঞ্চ গতো দুরত্যয়াম্ ॥১৭॥
ত্বং যক্ষ্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি ।
কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ ॥১৮॥
কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্ । গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্ ॥১৯॥
মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ ॥২০॥
প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা ।
করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল ॥২১॥
ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্ ।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্ ॥২২॥

হে জলনিধে ! তুমি নিদ্রা লাভ করিতে না পারায় প্রজাগর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা করুণ শব্দ করিতেছ। অথবা মুকুন্দ কর্ত্তৃক আমাদিগের কুঙ্কুমাদি চিহ্নের ন্যায় কৌস্তুভাদি লাঞ্ছন অপহৃত হওয়ায় তুমিও আমাদের ন্যায় দুরত্যয় তুল্য দশা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছ। ১৭

হে ইন্দো ! তুমি বলবান্ যক্ষ্মা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্ষীণ হইয়াছ, সেই কারণ নিজ দীধিতি দ্বারা অন্ধকার নাশ করিতে পারিতেছ না অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ হইতেছ না, যেমনআমরা শ্রীকৃষ্ণবিরহে ক্ষীণ হইয়া নিজ দুঃখহরণে অসমর্থ, সেইরূপ তুমিও ; সুতরাং তোমার অধিক কষ্ট। (কিছুকাল বিবেচনা করিয়া বলিতেছেন) কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কথিত বিষয় বিস্মৃত হইয়া ক্ষীণ হইয়া অন্ধকারনাশে অসমর্থ হইয়াছ, যেহেতুক আমাদের ন্যায় তুমিও স্তব্ধবাক্, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ১৮

হে মলয়ানিল ! আমরা তোমার এমন কি অপ্রিয় আচরণ করিয়াছি যে, গোবিন্দ-কটাক্ষে নির্ভিন্ন হৃদয়ে তুমি কন্দর্পকে প্রেরণ করিতেছ। ১৯

হে শ্রীমন্ ! মেঘ ! তুমি যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সখা, এজন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাদিগের ন্যায় প্রেমবদ্ধ হইয়া সেই শ্রীবৎস-চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেছ, এবং আমাদিগের ন্যায় অতিশয় উৎকণ্ঠাযুক্ত ও বিবর্ণতা নিবন্ধন নানাবর্ণ-মধ্যভাগ হইয়া প্রিয়তমকে স্মরণ করিয়া বারম্বার বাষ্পধারা মোচন করিতেছ, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রসঙ্গ অতিশয় দুঃখপ্রদ। ২০

হে রমণীয়কণ্ঠ কোকিল ! তুমি এই মৃতসঞ্জীবনী কথা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সদৃশ শব্দবিন্যাস করিতেছ, অতএব তোমার কি প্রিয় আচরণ করিব বল। ২১

হে উদারবুদ্ধে ! ক্ষিতিধর ! (পর্ব্বত !) তুমি যে চলিতেছ না এবং কিছু বলিতেছ না, ইহাতে বোধ হয়, তুমি কোন মহদ্বিষয় চিন্তা করিতেছ, অথবা আমরা যেমন বসুদেবনন্দনের পাদপদ্ম স্তনোপরি ধারণ করিতে ইচ্ছা করি, তুমিও সেইরূপ বাসুদেবপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ২২

বিবৃতি—সমুদ্রের দিবানিশি যে শব্দ হয়, উহাকে ভগবৎপ্রাপ্ত্যভাব নিবন্ধন রোদনধ্বনি বোধে মহিষীরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। যাহারা কৃষ্ণসঙ্গ করিয়াছে, অথবা যাহারা নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করে, তাহারা সকলেই—অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং কৃষ্ণপ্রসঙ্গই দুঃখপ্রদ, কৃষ্ণে আসক্তি অথবা তাঁহার প্রভাবমাত্রই দুঃখপ্রদ ১৭-২০

শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশি(র্শি)তা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্তুঃ।
যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম ॥২৩॥
হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্তি উক্তং পুরা।
কিংবা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং
ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্ ॥২৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে পরমাং গতিম্ ॥২৫॥
শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাঞ্চ কিং পুনঃ ॥২৬॥
যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্না পাদসংবাহনাদিভিঃ।
জগদ্‌গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥২৭॥

হে সিন্ধুপত্নি নদীগণ! সম্প্রতি গ্রীষ্মকালে (সিন্ধু মেঘ দ্বারা বৃষ্টি করাইয়া তোমাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন না) তোমাদের গভীরাংশ শুষ্ক হওয়ায় কৃশ হইয়াছ এবং বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের মধ্যে আর কমলের শোভা নাই। যেমনই আমরা প্রিয়তম ভর্ত্তা মধুপতির প্রণয়াবলোকন না পাইয়া শুষ্কহৃদয় ও কৃশ হইয়াছি, তোমরাও সেইরূপ হইতেছ। ২৩

হে হংস! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত? অথবা উৎকৃষ্ট সময়ে আসিয়াছ, তুমি এস, উপবেশন কর, এই দুগ্ধ পান কর, হে অঙ্গবৎ প্রিয়! পরমাত্মীয়! শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা বল, আমরা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের দূত বলিয়া জানি, সেই অজিত শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন ত! এবং আমাদের প্রতি পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এবং আমাদিগকে সেই অস্থিরপ্রেমা কৃষ্ণ কি স্মরণ করেন? মধুরালাপ অথচ অকামদ (ইচ্ছা পূর্ণ করেন না) তাঁহাকে এক মাত্র লক্ষ্মী ব্যতীত স্ত্রী-জাতি মধ্যে সেবৈকনিষ্ঠা আমরা কিরূপে ভজনা করিব। অথবা হে ক্ষৌদ্র—ক্ষুদ্র ব্যক্তির দূত! কি জন্য আমরা তাঁহাকে ভজনা করিব, তাঁহাকে আহ্বান কর। অথবা আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া একাকিনী যে লক্ষ্মী তাঁহার সহিত রমণ করেন, তাঁহাকেই বল, স্ত্রীজাতিমধ্যে লক্ষ্মী ব্যতীত কি কেহই সেবানিষ্ঠা নাই, তিনিই মাত্র সেবাপরায়ণা, আমরা নহি। ২৪

শুকদেব বলিলেন, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এই প্রকার ক্রিয়মাণ ভাব দ্বারা কৃষ্ণ-মহিষীগণ বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৫

যিনি শ্রুতমাত্র স্ত্রীগণের বল পূর্ব্বক মন হরণ করেন, তিনি অনেক গীত-প্রবন্ধ দ্বারা গীত হইয়া যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ-মহিষীগণের যে মন হরণ করিবেন, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? যাঁহারা ভর্ত্তৃবুদ্ধিতে পাদ-সম্বাহনাদি প্রেম সহকারে জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা আর কি বর্ণন করিব। ২৬-২৭

বিবৃতি—এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে—'ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং' 'ক্ষৌদ্রালাপমকামদং' এইরূপ পাঠভেদ কল্পনা করিয়া শ্রীধর স্বামী পূর্ব্বোক্ত অর্থদ্বয় করিয়াছেন। ইহার প্রতি উক্তির পূর্ব্বেই আকাজ্ক্ষা সকল যুক্ত করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই অর্থ সুচারু হইবে। ২৪

এবং বেদোদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ। গৃহং ধর্ম্মার্থকামানাং মুহুশ্চাদর্শয়ৎ পদম্ ॥২৮॥
আস্থিতস্য পরং ধর্ম্মং কৃষ্ণস্য গৃহমেধিনাম্। আসন্ ষোড়শসাহস্রং মহিষ্যশ্চ শতাধিকম্ ॥২৯॥
তাসাং স্ত্রীরত্নভূতানামষ্টৌ যাঃ প্রাগুদাহৃতাঃ। রুক্মিণীপ্রমুখা রাজংস্তৎপুত্রাশ্চানুপূর্ব্বশঃ ॥৩০॥
একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্ণোঽজীজনদাত্মজান্। যাবত্য আত্মনো ভার্য্যা অমোঘগতিরীশ্বরঃ ॥৩১॥
তেষামুদ্দামবীর্য্যাণামষ্টাদশ মহারথাঃ। আসন্নুদারযশসস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥৩২॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ। সাম্বো মধুর্ব্বৃহদ্ভানুশ্চিত্রভানুর্ব্বৃকোঽরুণঃ ॥৩৩॥
পুষ্করো বেদবাহুশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ। চিত্রবাহুর্বিরূপশ্চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ ॥৩৪॥
এতেষামপি রাজেন্দ্র তনুজানাং মধুদ্বিষঃ। প্রদ্যুম্ন আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবৎ রুক্মিণীসুতঃ ॥৩৫॥
স রুক্মিণো দুহিতরমুপযেমে মহারথঃ। তস্যাং ততোঽনিরুদ্ধোঽভূৎ নাগাযুতবলান্বিতঃ ॥৩৬॥
স চাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং দৌহিত্রো জগৃহে ততঃ। বজ্রস্তস্যাভবদ্‌যস্তু মৌষলাদবশেষিতঃ ॥৩৭॥
প্রতিবাহুরভূৎ তস্মাৎ সুবাহুস্তস্য চাত্মজঃ। সুবাহোঃ শান্তসেনোঽভূচ্ছতসেনস্তু তৎসুতঃ ॥৩৮॥
নহ্যেতস্মিন্ কুলে জাতা অধনা অবহুপ্রজাঃ। অল্পায়ুষোঽল্পবীর্য্যাশ্চ অব্রহ্মণ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥৩৯॥
যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্ম্মণাম্। সংখ্যা ন শক্যতে কর্ত্তুমপি বর্ষাযুতৈর্নৃপ ॥৪০॥

সাধুদিগের গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বেদ-বিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ২৮

গৃহস্থাশ্রমের পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ-সহস্র মহিষী ছিলেন। ২৯

হে রাজন্! সেই স্ত্রীরত্নগণের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি আটটি প্রধানা মহিষী, ইঁহাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেকের পুত্রগণের কথাও আনুপূর্ব্বিক ভাবে বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন তাঁহার শতাধিক ষোড়শসহস্র পত্নী ছিল এবং প্রত্যেক পত্নীতেই সেই অমোঘগতি শ্রীকৃষ্ণ দশ দশটি করিয়া পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সকল উদ্দামবীর্য্য পুত্রগণের মধ্যে আঠার জন মহারথ, উদার, যশস্বী ছিলেন; তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩০-৩২

প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্‌ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ। ৩৩-৩৪

হে রাজেন্দ্র! মধুসূদনের এই পুত্রগণের মধ্যে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও পিতৃবৎসল, গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ৩৫

তিনি রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দশসহস্র হস্তীর বলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ৩৬

সেই অনিরুদ্ধও রুক্মীর পৌত্রীকে রুক্মীর দৌহিত্র হইয়াও বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র বজ্র, যিনি মাত্র মৌষল যুদ্ধে অবশিষ্ট ছিলেন। ৩৭

বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুবাহু, তৎপুত্র উপসেন, তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন উৎপন্ন হয়েন। ৩৮

হে রাজন্! এই যদুকুলে নির্ধন বা অবহুপুত্র, অল্পায়ুঃ কিম্বা অল্পবীর্য্য অথবা ব্রাহ্মণের অভক্ত হইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ৩৯

যদুবংশপ্রসূত বিখ্যাতকর্ম্মা পুরুষদিগের সংখ্যা করিতে শত বৎসরেও সমর্থ হইব না। ৪০

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ। আসন্ যদুকুলাচার্য্যাঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্ ॥৪১॥
সঙ্খ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্। যত্রাযুতানামযুতলক্ষেনাস্তে স আহুকঃ ॥৪২॥
দেবাসুরাহবহতা দৈতেয়া যে সুদারুণাঃ। তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু প্রজা দৃপ্তা ববাধিরে ॥৪৩॥
তন্নিগ্রহায় হরিণা প্রোক্তা দেবা যদোঃ কুলে। অবতীর্ণাঃ কুলশতং তেষামেকাধিকং নৃপ ॥৪৪॥
তেষাং প্রমাণং ভগবান্ প্রভুত্বেনাভবদ্ধরিঃ। যে চানুবর্ত্তিনস্তস্য ববৃধুঃ সর্ব্বযাদবাঃ ॥৪৫॥
শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাদিকর্ম্মসু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ৪৬॥

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎপাদশৌচং
বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেঽন্যযত্নঃ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্ম্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য ॥৪৭॥

আমি শুনিয়াছি, যদুকুল-সম্ভূত কুমারদিগের অধ্যয়নার্থ তিন কোটি আট হাজার, আট শত জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। ৪১

অতএব অসংখ্যাত মহাত্মা যদুবংশীয়দিগের সংখ্যা করিতে কে সমর্থ হইবে? যে বংশে উগ্রসেন সর্ব্বদা অযুত লক্ষ পরিবারে পরিবৃত থাকিতেন। ৪২

যে সকল সুদারুণ দৈত্যগণ দেবাসুর-যুদ্ধে হত হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্যমধ্যে বলবান্ প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ৪৩

তাহাদিগেরই নিগ্রহের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দেবতাগণ যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহারা একাধিক শতকুলে বিভক্ত ছিলেন। ৪৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভুত্বে তাহাদিগের প্রমাণস্বরূপ ছিলেন; সমুদায় যাদবগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪৫

বৃষ্ণিগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণগতচিত্ত ছিল বলিয়া শয়ন, উপবেশন, গমন, আলাপ, স্নান, ক্রীড়া, ভোজনাদি বিষয়ে আপনাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেন না। ৪৬

(শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি সর্ব্বতীর্থোত্তম, এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ইহা বিচিত্র নহে, এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপতীর্থ যদুকুলে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা বামনাবতারে ভগবানের পাদশৌচ গঙ্গা-তীর্থকে ন্যূন করিয়াছে। তাঁহার শত্রু-মিত্র সকলেই অজিত শ্রীকৃষ্ণপর হইয়া যে স্বারূপ্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আর যে লক্ষ্মীর জন্য অন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের যত্ন, সেই লক্ষ্মী যে তাঁহারই হইবেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? আর যাঁহার নাম শ্রবণে বা কীর্ত্তনে অমঙ্গল নাশ করে, যিনি সমস্ত ঋষিকুলে গোত্র-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন,- কালচক্রায়ুধ সেই শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীর ভার হরণ করা আশ্চর্য্য নহে। ৪৭

বিশ্বস্তি—প্রথম চরণের অনুবাদে যে অর্থ বলা হইয়াছে, উহা স্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যাসম্মত—উহার অর্থ—সাহজিক রূপে ইহাও হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণরূপ বস্তু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ যযাতি-শাপে ঊন অর্থাৎ দীন সেই যদুকুলকে তীর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ তীর্থবৎ পূজ্য করিয়াছেন এবং যাঁহার পাদধৌত জল স্বর্গনদী (গঙ্গা) এবং যাঁহার শত্রু-মিত্র সকলেই—পরিণামে শ্রীকৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ, নিরন্তর তচ্চিন্তায় তৎপর হওয়ায় ইত্যাদি—গোত্র-ধর্ম্ম পদে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম অথবা বংশগত ধর্ম্ম। ৪৭

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥৪৮॥
ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্মরিরক্ষয়াত্তলীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥৪৯॥
মর্ত্ত্যস্তয়ানুসবমেধিতয়া মুকুন্দ-শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়ৈতি।
তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

যিনি সকল জনগণের আশ্রয়, অথবা সকল জীবগণের মধ্যে অন্তর্য্যামী রূপে বিরাজমান, দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা যাঁহার বাদ মাত্র, অথবা প্রবাদ মাত্র, কিম্বা বাদ-সিদ্ধান্ত। যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের দুঃখনাশন, যাদবগণ যাঁহার সেবক, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্ত অথবা অর্জ্জুনাদি রূপ হস্ত দ্বারা পৃথিবীর অধর্ম্ম নাশ ও হাস্যযুক্ত মুখ দ্বারা ব্রজবনিতাগণের কাম বর্দ্ধন করেন, তিনি জয়যুক্ত হউন। ৪৮

যিনি নিজ ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই যদূত্তম পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ লীলাস্থানীয় যোগ্য কর্ম্ম সকল ও আচরিত সকল, তাঁহার অনুবৃত্তিকামী শ্রবণ করিবে। ৪৯

মনুষ্য সেই অনুবর্ত্তন দ্বারা পরিপুষ্ট মুকুন্দের উৎকৃষ্ট চরিত-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, চিন্তার বলে তাঁহার লোক, দুস্তজ কৃতান্ত বেগ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হয়, যাহার নিমিত্ত রাজগণও বিবেকবশতঃ গ্রাম হইতে বনে গমন করেন। ৫০

বিবৃতি—অথবা যাদবগণ সভা রূপ যাহার—এবং স্বভক্তগণ রূপ বাহু দ্বারা অধর্ম্মকে যিনি নিরাশ করেন, আর যিনি সস্মিত মুখে দর্শন দিয়া স্থাবর-জঙ্গমগণের দুঃখ নাশ করেন ও ব্রজবনিতাগণের কাম বর্দ্ধন করেন, তিনি জয়যুক্ত হউন। যাহারা ভগবৎসেবাকামী, তাঁহাতে ভক্তি লাভ করিতে চায়, তাহারা লীলাবিগ্রহ যদূত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলানুরূপ কর্ম্মপ্রতিপাদক অন্যান্য সদৃশ কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিবে। ৪৮-৪৯

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভক্তিগ্রন্থসমূহমধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিগ্রন্থ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও দশমস্কন্ধই সর্বাপেক্ষা উত্তম, • সমস্ত টীকাকারগণ ইহার টীকায় নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর গোস্বামী ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট টীকাকার সনাতন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—অপূর্ব্ব কৃষ্ণভক্তি উহার মধ্যে দেখা যায়, ইনি ও রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য; তাঁহার উপদেশে ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত গঠন করিয়াছেন ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাদের দ্বারা ভাগবতের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়, উহাই বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে গোস্বামিপাদগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদর্শ। ইহারা কয়েকজনে যে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন, উহা মাধ্ব সম্প্রদায়সম্মত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতির নিমিত্ত ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকা সনাতন প্রণয়ন করেন, আমরা বিবৃতিমধ্যে অনেক স্থানেই তাঁহার টীকার অনুবাদ প্রদান করিয়াছি। এই সনাতনের মত বৈষ্ণব দেখা যায় না, ইহার তুলনাও হয় না;. ইনি বহু গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবতোষণী ১৪৭৬ শকে নির্ম্মিত হয়, পরে জীব গোস্বামী ১৫০০ শকে ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লঘুতোষণী নামে প্রচার করেন ইতি। ৫০

ইতি দশম স্কন্ধে নবতিতম অধ্যায়

সমাপ্তশ্চায়ং দশমঃ স্কন্ধঃ

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ

মূল—বঙ্গানুবাদ—বিবৃতি সহ

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত

কাশীরাজ-পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন অনূদিত

সুলভ সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারব্রত—বহুশাস্ত্রগ্রন্থ-অনুবাদক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্রে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মূল্য ২৲ টাকা

সূচীপত্র

একাদশ স্কন্ধ

দ্বাদশ স্কন্ধ

একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ। ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্ ॥১॥
যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈর্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্ হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ ॥২॥
ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং যদ্‌যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে ॥৩॥

শুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া অতি শীঘ্র কলহ উৎপাদন পূর্ব্বক দৈত্যবধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন। ১

(পূর্ব্বশ্লোকের কথা বিবৃত হইতেছে) যে পাণ্ডুনন্দনরা বারম্বার দুর্য্যোধনাদি সপত্নগণ কর্ত্তৃক কপট-দ্যূত, অবজ্ঞা, দুঃশাসন দ্বারা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, ভীমকে বিষদান, জতুগৃহ দাহ প্রভৃতির দ্বারা কোপিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া উভয় পক্ষে মিলিত রাজগণকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। ২

অপ্রমেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাহুবলে পরিরক্ষিত যাদবগণ দ্বারা বিবাহাদিচ্ছলে পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাজসেনাগণকে বধ করিয়া পরিশেষে চিন্তা করিলেন, অহো, লোকপ্রতীতিতে পৃথিবীর ভার অপগত হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই, কারণ, অন্যের সহনাযোগ্য যাদবকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৩

বিবৃতি—একাদশ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপ ও বিস্তার রূপে মুক্তি-কীর্ত্তন হইয়াছে। এই স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বর্ণন হইবে। এই শ্লোকে জবিষ্ঠং পাঠে—কলহ জন্মাইয়া যদুগণে পরিবৃত রামসহ শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যবধ করিয়া পৃথিবীর লঘুভার অপহরণ করেন। ১

অথবা যাহারা কোপিত এবং যৎকর্ত্তৃক কোপিত, তাদের পরস্পরকে নিমিত্ত করিয়া—অপর পূর্ব্ববৎ। যাহারা কপট-দৈত্য পূতনাদি, তাহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন, যে সকল দৈত্য বান্ধব বেশে অবস্থিত ছিল, তাহাদিগকে পরস্পর নিমিত্ত করিয়া বধ করেন ও তদ্দ্বারা পৃথিবীর ভার অপহরণ করেন। ২

যাদবকুল এই কথা বলায় উহা স্ববংশ, সুতরাং নিজেরও বধের অযোগ্য ইহা সূচিত হইয়াছে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই চতুর্ভুজ ছিলেন। ৩

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিৎ মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণুস্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥৪॥

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ। শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ ॥৫॥

স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্। গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥৬॥

আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসানু কৌ। তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ ॥৭॥

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্। বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্‌বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ॥৮॥

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম। কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্ব্বং বদস্ব মে ॥৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ ॥১০॥

আমার আশ্রিত এবং হস্তি-অশ্বাদি বিভব দ্বারা নিত্য উচ্ছৃঙ্খল এই যাদবকুলের অন্য হইতে পরাভব হইবে না, সুতরাং বেণুসমূহের অন্তরে বহ্নি উৎপাদনের ন্যায় যদুকুলমধ্যে কলহরূপ অগ্নি উত্থাপন করত আমি উপশম লাভ করিব এবং নিজ ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিব। ৪

হে রাজন্! সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থ, সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তরূপ কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয় কুলের সংহার করিয়াছিলেন। ৫

যে মূর্ত্তি দেখিলে লোকলোচন অন্যত্র যায় না, অথবা যদপেক্ষায় লোকের লাবণ্য অধিক নাই, অথবা যৎসম্পর্কে লোক সকল লাবণ্যবান্ হয়, তাদৃশ আত্ম-মূর্ত্তি দ্বারা মানব সকলের নয়ন আকর্ষণ করিয়া এবং স্ববাক্য দ্বারা স্মরণকারীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া এবং পদচিহ্ন দ্বারা উহা অবলোকনকারীর অন্যত্র গমনাদি ক্রিয়া নিবৃত্ত করিয়া আর পৃথিবীতে শোভন কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া এবং ইহা দ্বারা লোক সকল সুখে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, ইহা স্থির করিয়া পরে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কৃষ্ণগতচিত্ত বৃষ্ণিগণ ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য এবং নিত্য বৃদ্ধোপসেবী, তাহাদের উপর ব্রাহ্মণের অভিশাপ কিরূপে হইল? ৬-৮

হে দ্বিজসত্তম! যে কারণে যে প্রকার সেই অভিশাপ হয়, এবং একচিত্ত যাদবগণের কিরূপে ভেদ হয়, এই সকল আমার কথা নিকট বলুন। ৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! উদারকীর্ত্তি, আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণ সকল সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশরূপ শরীর ধারণ করত পৃথিবীতে লোকশিক্ষার্থ মঙ্গলজনক কর্ম্ম সকল আচরণ করত দ্বারকাধামে গৃহধর্ম্মে রত ব্যক্তিগণকে কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত রমণ করেন, পরিশেষে ভূভার-হরণোপলক্ষে স্বীয় কুল পৃথিবীর ভারস্বরূপ থাকায় সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১০

বিবৃতি—অথবা আমার বাহুরক্ষিত বলিয়া তাহারা পরিভবাযোগ্য। নিজের বংশ, সুতরাং ইহাদের বধ কেন সাধন করা হইবে, ইহার জন্য বলিতেছেন যে, ইহারা বিভব দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে সুতরাং ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই—ইহাদিগের বিনাশসম্পাদনও ইহাদের মধ্যে কলহ উৎপাদন দ্বারাই করিতে হইবে, যেমন বংশবৃক্ষে বংশবৃক্ষে পরস্পর ঘর্ষণে জাত বহ্নি দ্বারা উভয়ই নষ্ট হয়, সেইরূপ গৃহবিবাদ দ্বারা যাদবকুল ধ্বংস করিব। ৪

ভগবান্ অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিজে জগন্মঙ্গলকর কার্য্য সকল আচরণ করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, নিজ কুলই মাত্র পৃথিবীর ভাররূপে অবশিষ্ট আছে, তখন উহাকেও ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১০

কর্ম্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি গায়জ্জগৎ কলিমলাপহরাণি কৃত্বা।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ ॥১১॥
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ। কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বসিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ॥১২॥
ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ। উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ ॥১৩॥
তে বেষয়িত্বা স্ত্রীবেষৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্। এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্ব্বত্ন্যসিতেক্ষণা ॥১৪॥
প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রব্রুতামোঘদর্শনাঃ। প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিংস্বিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি ॥১৫॥
এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ। জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্ ॥১৬॥
তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্। সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুষলং খল্বয়স্ময়ম্ ॥১৭॥
কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ ॥১৮॥
তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ। রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ ॥১৯॥

কালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ-গৃহে বাসকালীন পুণ্যপ্রাপক, অতি সুখাত্মক এবং উহা কীর্ত্তনকারী জগতের কলিমলনাশক কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া কর্ম্মসম্পাদনার্থ আহূত মুনিগণকে বিদায় দিয়াছিলেন, সেই মুনিগণ তথা হইতে পিণ্ডারক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। ১১

বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা. ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদ ইঁহারা গমন করিয়াছিলেন। ১২

এমন সময়ে যদুকুলসম্ভূত অবিনীত কুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩

তাহারা জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণ-সমক্ষে তাহাকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা অমোঘদর্শন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন, এই অসিতনয়না অন্তর্বত্নী স্ত্রী আপনাদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছাবতী হইলেও সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিতা হইতেছেন, পুত্রকামা, আসন্নপ্রসবা এই রমণী পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন, তাহা আপনারা বলুন। ১৪-১৫

হে নৃপ! মুনিগণ এইরূপে বঞ্চিত হইয়া কুপিত হইলেন এবং বলিলেন, হে মন্দবুদ্ধি বালকগণ! ইনি তোমাদিগের কুলনাশক এক মুষল প্রসব করিবেন।১৬

তচ্ছ্রবণে বালকগণ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া সাম্বের উদরদেশের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে লৌহময় এক মুষল বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭

মন্দভাগ্য আমরা কি করিলাম, লোক সকল আমাদিগকে কি বলিবে? এই ভাবিয়া তাহারা ব্যাকুল হৃদয়ে সেই মুষল লইয়া গৃহে গমন করিয়াছিল। ১৮

ম্লান মুখশ্রী যাদববালকগণ সেই মুষল লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল, এবং সকল যাদবগণের সমক্ষে রাজা উগ্রসেনের নিকট আমূল বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিয়াছিল। ১৯

বিবৃতি—কতকগুলি অশ্বমেধাদি কর্ম্ম পুণ্যই জন্মায়, এবং পুত্রলালনাদি কর্ম্ম তত্তৎ কামসুখই জন্মায়, এবং প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম পাপমাত্রকেই নাশ করে পরন্তু ভগবৎকৃত কর্ম্ম উহার সকলই সম্পাদন করে; কীর্ত্তনে পুণ্য হয়, সুখ হয়, পাপ নষ্ট হয়। পিণ্ডারক দ্বারকার সন্নিহিত তীর্থবিশেষ। ১১

শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্ট্বা চ মুষলং নৃপ। বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ ॥২০॥
তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ। সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যাবশেষিতম্ ॥২১॥
কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ।
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ ॥২২॥
মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ ॥২৩॥
ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা। কর্ত্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
বিপ্রশাপো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

হে নৃপ! অমোঘ বিপ্রশাপ শ্রবণ করিয়া এবং স্বচক্ষে মুষল দর্শন করিয়া দ্বারকাবাসী প্রজারা বিস্মিত ও ভয়সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। ২০

তখন যদুরাজ উগ্রসেন (শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই) সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া তাহার অবশিষ্ট লৌহখণ্ড সহ উহা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ২১

নিক্ষেপ করিবামাত্র এক মৎস্য সেই লৌহখণ্ড গ্রাস করিল ও চূর্ণ সকল তরঙ্গ সহকারে তীরে সংলগ্ন হইয়া তাহাতে এরকা নামক এক প্রকার তৃণ-বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। ২২

কিয়ৎকাল পরে মৎস্যমারক কৈবর্ত্তগণ জাল দ্বারা সমুদ্রে অন্য মৎস্যসহ সেই মৎস্য প্রাপ্ত হইল এবং সেই মৎস্যের উদরে সেই লৌহখণ্ড প্রাপ্ত হইল, পরে জরা নামক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ড নিজের শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ২৩

কালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয় জ্ঞাত ছিলেন এবং উহার প্রতিকারে সমর্থ হইলেও বিপ্রশাপ অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। ২৪

ইতি একাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ। অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ ॥১॥

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্। ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥২॥

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্। অর্চ্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥৩॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্। কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥৪॥

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ। সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥৫॥

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্। ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥৬॥

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব। যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥৭॥

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্। অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥৮॥

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ। মুচ্যে মহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে কৌরব্য! নারদ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লালসায় শ্রীকৃষ্ণভুজরক্ষিত দ্বারকায় নিরন্তর বাস করিতেন। ১

হে রাজন্! কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ ব্যক্তি অমরবৃন্দের উপাস্য মুকুন্দ-পাদপদ্ম ভজনা না করিবে? কারণ, মানব মাত্রেরই সর্ব্ব লোকে অথবা সর্ব্ব প্রকার মৃত্যু যখন আছে, তখন সে ত ভজনা করিবেই। ২

একদা সেই দ্বারকাবাসী নারদ, বসুদেব-গৃহে উপস্থিত হইলে বসুদেব তাঁহার অর্চ্চনা করেন; দেবর্ষি তথায় সুখে উপবিষ্ট হইলে বসুদেব তাঁহাকে অভি-বাদন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৩

বসুদেব বলিলেন, হে ভগবন্! যেমন পিতা-মাতার আগমন সন্তানগণের কল্যাণের নিমিত্ত হয়, যেমন ভগবদ্ভক্ত মহদ্ব্যক্তির আগমন প্রাণিমাত্রের মঙ্গলার্থ হয়, সেইরূপ ভগবৎস্বরূপ আপনার আগমন সমস্ত দেহীর কল্যাণের নিমিত্ত। ৪

প্রাণিগণ সম্বন্ধে দেবগণের আচরণ (অতি-বৃষ্ট্যাদি) দুঃখের নিমিত্ত, (সুবৃষ্ট্যাদি) সুখের নিমিত্ত হয়, কিন্তু আপনার মত অচ্যুতাত্মা সাধুদিগের যে আচরিত, তাহা কেবল সুখেরই কারণ হয়। ৫

যে ব্যক্তি যেরূপে দেবগণকে ভজনা করে, কর্ম্ম-সহায়ক দেবগণ ছায়ার ন্যায় তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ তদ্রূপ নহেন, তাঁহারা জীববৎসল। ৬

হে ব্রহ্মন্! যদিও আপনার আগমনমাত্রে আমি কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি আপনার আচরিত যে ধর্ম্মে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। মরণধর্ম্মা মানব যাহা শ্রবণ করিয়া সকল ভয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। ৭

হে ভগবন্! আমি পূর্ব্বে দেবমায়ায় মোহিত হইয়াই পুত্রকামনায় সেই মুক্তিপ্রদ অনন্তকে পূজা করিয়াছিলাম, মুক্তির নিমিত্ত পূজা করি নাই। ৮

হে সুব্রত! এই বিবিধ দুঃখযুক্ত ও ভয়-সঙ্কুল সংসার হইতে যাহাতে আপনা কর্ত্তৃক অনায়াসে মুক্ত হইতে পারি, আমাকে তদ্রূপ উপদেশ করুন। ৯

বিবৃতি—যেমন পুরুষ যাহা যতদূর যেভাবে করে, পুরুষের ছায়াও ঠিক সেইরূপ ততটুকু করিয়া থাকে, দেবতারাও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুসারে ফলদান করেন, ন্যূনাধিক নহে। ৬

শ্রীশুক উবাচ।

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা। প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ ॥১০॥

শ্রীনারদ উবাচ।

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ। যৎপৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্ ॥১১॥

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥১২॥

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥১৩॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। আর্ষভাণাঞ্চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ ॥১৪॥

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ। তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভির্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥১৫॥

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া। অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ব্রহ্মপারগম্ ॥১৬॥

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ। বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্‌যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্ ॥১৭॥

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥১৮॥

শুকদেব বলিলেন, ধীমান্ বসুদেব এইরূপে প্রশ্ন করিলে দেবর্ষি হরিগুণ স্মরণ হওয়ায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ১০

নারদ বলিলেন, হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা মনস্থ করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম; তুমি যে ভাগবত-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বিশ্বশোধক। ১১

হে বসুদেব! ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রুত বা পঠিত কিম্বা ধ্যাত বা আদর পূর্ব্বক গৃহীত, অথবা পরে অনুষ্ঠান করিলে, সংস্তুত হইলে দেবদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহিগণকেও সদ্য পবিত্র করে। ১২

হে বসুদেব! তুমি অদ্য পরম মঙ্গলময়, পুণ্যজনক শ্রবণ ও কীর্ত্তন যাঁহার—সেই নারায়ণ দেবকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। (সুতরাং তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ)। ১৩

এক্ষণে এই ভাগবত-ধর্ম্ম নির্ণয়প্রসঙ্গে মহাত্মা জনকের সহিত ঋষভনন্দন নবযোগীন্দ্রগণের সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে লোকে উদাহরণ প্রদান করে, আমি তাহাই বর্ণনা করিতেছি। ১৪

স্বায়ম্ভুব নামক মনুর প্রিয়ব্রত নামে যে পুত্র ছিলেন, তাঁহার পুত্র অগ্নীধ্র, অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ। ১৫

ঋষিগণ বলেন—তিনি মোক্ষধর্ম্ম বলিবার জন্য বাসুদেবাংশে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার শত পুত্র হয়, উঁহারা সকলেই বেদপারগ ছিলেন। ১৬

তাঁহাদিগের মধ্যে ভরত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি অতিশয় নারায়ণপরায়ণ ছিলেন, এই অদ্ভুত ভারতবর্ষ তাঁহারই নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭

সেই ভরত বহুকাল পৃথিবী ভোগ করিয়া পরে উহাকে ত্যাগ করিয়া হরির আরাধনা করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে নির্গত হয়েন এবং তিনি তপস্যা করিয়া তিন জন্মে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। ১৮

বিবৃতি—যদি কোন ব্যক্তি ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ বা পাঠ কিম্বা স্মরণ অথবা আস্তিকতা পূর্ব্বক গ্রহণ কিম্বা স্তব অথবা মান্য করিতেছে দেখিয়া তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন, তিনি যদি বিশ্বের দ্রোহাচারণ করিয়াও থাকেন, তথাপি ঐ ভাগবত-ধর্ম্ম তাঁহাকে সদ্যই পবিত্র করে। ১১

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ। কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥১৯॥
নবাভবন্ মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ। শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥২০॥
কবির্হরিরন্তরিক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ। আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥২১॥
ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্। আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্ মহীম্ ॥২২॥

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্যগন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্ ॥২৩॥

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া। বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ। যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব্ব এবোপতস্থিরে ॥২৫॥
বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্। প্রীতঃ সম্পূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হতঃ ॥২৬॥
তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্ নব। পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥২৭॥

শ্রীবিদেহ উবাচ।

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ। বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥২৮॥
দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥২৯॥

ঋষভদেবের অপর নয় পুত্র; নয়টি দ্বীপের (বিভাগের) অধিপতি হয়েন, তদ্ভিন্ন একাশীতি জন কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইলেন। ১৯

অবশিষ্ট নয় জন আত্মবিদ্যাভ্যাসে কৃতশ্রম, পরমার্থ-নিরূপক, আত্মবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগ দিগম্বর মুনি হইলেন। তাঁহাদিগের নাম কবি, হবি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। ২০-২১

ইঁহারা স্থুল সূক্ষ্ম এই বিশ্বকে আপনা হইতে অভিন্ন ভগবদ্রূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ২২

এই নবযোগীন্দ্র অব্যাহত গতি ও আসক্তি-শূন্য হইয়া দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নর, কিন্নর ও নাগলোক তথা মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গোলোকে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা একদিন যদৃচ্ছাক্রমে এই ভারতবর্ষে ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমিরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৩-২৪

হে নৃপ! তখন সেই সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী মহাভাগবত মুনিগণকে অবলোকন করিয়া যজমান নিমি যজ্ঞীয় অগ্নি ও ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। ২৫

তাঁহারা আসনে উপবেশন করিলে পর, বিদেহ-রাজ নারায়ণপরায়ণ তাঁহাদিগের নিকট গিয়া প্রীতি সহকারে যথোচিত পূজা করিয়াছিলেন। ২৬

পরম প্রীত, অতএব বিনয়াবনত রাজা সেই সকল স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান ব্রহ্মপুত্র সদৃশ নব-যোগীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৭

বিদেহরাজ বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি মনে করি, আপনারা ভগবান্ মধুসূদন বিষ্ণুর সাক্ষাৎ পার্ষদগণ, আপনারা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ লোকদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকেন। ২৮

(আমি দুর্ল্লভ লাভ করিয়াছি, আমার ভাগ্যও দুর্ল্লভ এই কথা বলিতেছেন) দেহীদিগের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে আবার বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয় ব্যক্তির সন্দর্শনকে দুর্ল্লভ বলিয়া মনে করি। ২৯

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্ ॥৩০॥
ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্। যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥৩১॥
শ্রীনারদ উবাচ।
এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ। প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্ ॥৩২॥
শ্রীকবিরুবাচ।
মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥৩৩॥
যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৩৪॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥৩৫॥

অতএব হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! আপনাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করি, এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকাল সাধুসঙ্গও মনুষ্যদিগের পক্ষে পরম নিধি লাভ। ৩০

এ নিমিত্ত হে মহাভাগগণ! যদি শ্রবণ করিতে আমাদের অধিকার থাকে, তবে আপনারা আমাদিগকে ভাগবত-ধর্ম্ম বলুন, যদ্দারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ অজ, ভক্তকে আত্মপ্রদান করেন। ৩১

নারদ বলিলেন, হে বসুদেব! নিমিরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মহত্তম সেই ঋষিগণ তাঁহাকে সৎকার পূর্ব্বক প্রীতমনে সদস্য ঋত্বিকের সহিত রাজাকে পৃথক্ পৃথক্ বলিতে লাগিলেন। ৩২

(প্রথমে আত্যন্তিক মঙ্গল কি তাহাই বলিতেছেন) কবি বলিলেন, মহারাজ! একমাত্র অচ্যুতের পাদপদ্মোপাসনাই—অকুতোভয়, অর্থাৎ তাহাতেই অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সংসারে দেহ গেহ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আত্মীয় ভাবনা নিবন্ধন সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত লোকেরও ঐ উপাসনায় সর্ব্বতোভাবে ভয় নিবৃত্ত হয়, ইহা আমি মনে করি। ৩৩

(ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন) মূর্খ লোকদিগের অনায়াসে আত্মলাভ সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ যে সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকলকে ভাগবত-ধর্ম্ম জানিবে। ৩৪

হে রাজন্! যে ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষুঃ নিমীলন পূর্ব্বক ধাবমান হইলেও কখন বিঘ্নবশতঃ স্খলিত বা পতিত হয় না। ৩৫

বিবৃতি—নিমিরাজ নবযোগীন্দ্রদিগকে নয়টি প্রশ্ন করিলেন, যথা—১। ভাগবত-ধর্ম্ম কি? ২। ভগবদ্ভক্ত কিরূপ? ৩। ভগবানের মায়া কীদৃশী? ৪। ঐ মায়া কিরূপে পার হওয়া যায়? ৫। ব্রহ্ম কাহাকে বলে? ৬। কর্ম্ম কি? ৭। অবতারলীলা কি? ৮। ভক্তের প্রাপ্য কি? ৯। যুগধর্ম্ম কাহাকে বলে? কবি প্রভৃতি নয় জন ইহার এক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ৩২

কবির মতে আত্যন্তিক কল্যাণ একমাত্র ভগবদুপাসনাতেই হয়, এবং তাহাতেই অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্বাদিমুখে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি বলিয়া গীতায় ভগবান্ স্বয়ং যে সকল উপায় বলিয়াছেন 'যৎকরোষি ইত্যাদি, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি উহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। ৩৩-৩৪

যেমন পদন্যাসস্থান অতিক্রম করিয়া শীঘ্র পরবর্ত্তী স্থানে পদন্যাস পূর্ব্বক গমনরূপ ধাবন—সেইরূপ এই ধর্ম্মেও কিছু কিছু অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তীর অনুষ্ঠান করিলেও প্রত্যবায় হয় না বা ফললাভে বঞ্চিত হয় না। ৩৫

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥৩৬॥
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তৎ ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥৩৭॥
অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োর্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা ।
তৎ কর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥৩৮॥
শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে ।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥৩৯॥

(ভাগবত-ধর্ম্ম কি, ইহার উত্তরে বলা যায়, যে কোন কর্ম্ম করা যায় তাহা যদি ভগবান্ নারায়ণে সমর্পিত হয়, তবে সেই সকল কর্ম্মকেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলে) অনুসৃত স্বভাববশে শরীর দ্বারা যাহা করিবে, বাক্যে যাহা বলিবে, মনে যাহা ভাবনা করিবে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কৃত হইবে, বুদ্ধি দ্বারা যাহা অবধারিত হইবে, চিত্ত দ্বারা যাহা চিন্তা করিবে, সেই সকল পরম পুরুষ ভগবান্ নারায়ণে সমর্পণ করিবে, কেবল যে বিধিবিহিত কর্ম্ম করিবে এমন নহে—ব্রাহ্মণত্বাদি স্বভাব বশতঃ যাহা যাহা করিবে, তৎসমুদয়ও ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে। (যদি বলা যায় পরমেশ্বরের ভজন দ্বারা কি হইবে, অজ্ঞানকল্পিত ভয়ের একমাত্র জ্ঞানই নিবর্ত্তক, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) মহারাজ ! ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির মায়াবেশবশে স্বরূপের অস্মৃতি ও দেহে আত্মজ্ঞান হয়, সুতরাং দ্বৈতাভিনিবেশ অর্থাৎ আমি পৃথক্ বলিয়া বুদ্ধি হওয়ায় তাহারা ভয় পায়, অতএব গুরু ও দেবতাতে আত্মদৃষ্টি পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন। (যদি বল আমার চিত্ত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কি প্রকারে অব্যভিচারিণী ভগবদ্‌ভক্তি হইবে, কিরূপেই বা ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইব, এরূপ আশঙ্কা করিও না ; বিষয় বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, কিন্তু তাহা মনোবিলাস মাত্র, অতএব মনকে নিগ্রহ করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিলেই অভয় হয় এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন) হে রাজন্ ! বস্তুতঃ দ্বৈত সত্য নহে, কিন্তু তাহা অবিদ্যমান হইয়াও স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় ধ্যানকারী পুরুষের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম সকলের সঙ্কল্পবিকল্পকারী মনের নিরোধ করিবে, তাহার পর একান্ত ভক্তি দ্বারা ভজন করিলে অভয় প্রাপ্ত হইবে। ৩৬-৩৮

(পূর্ব্বোক্ত পথ কঠিন বলিয়া সুগম মার্গ বলিতেছেন) চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় যে সকল জন্ম ও কর্ম্ম লোকে সুপ্রসিদ্ধ ও গীত হয়, তাহা শ্রবণ করিবে ও তদর্থক নাম সকল কীর্ত্তন করতঃ নিস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া বিচরণ করিবে। ৩৯

বিবৃতি—কেবল বিধিবিহিত কর্ম্মই ঈশ্বরে যে অর্পণ করিবে এমন নহে, স্বভাববশে যাহা করিবে, উহাও ভগবানে অর্পণ করিবে। সেই জন্যই ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।" দেহাদিতে অভিনিবেশ নিবন্ধন ভয় হয়, অভিনিবেশ হয় দেহে অহংবুদ্ধি হইতে এবং দেহে অহংবুদ্ধি স্বরূপের অস্মরণ হইতে হইয়া থাকে। ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তির ঈশমায়াবশে স্বরূপের স্মরণ হয় না ; তাহার পর আমিই দেহ এই বিপর্য্যয় জ্ঞান হয়, তাহার পর দ্বিতীয়াভিনিবেশ নিবন্ধন ভয় হয়। একমাত্র একান্ত ভক্তি দ্বারা ভগবদ্‌ভজনে উহা আর হয় না, ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য। ৩৬-৩৭

শ্রবণ ও কীর্ত্তনে যদি লজ্জা হয়, তবে সে, সে কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং লজ্জা ত্যাগ ও সঙ্গহীন হইয়া ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করিবে। ৩৯

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৪০॥
খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥৪১॥
ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥৪২॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥৪৩॥

শ্রীরাজোবাচ।

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্। যথাচরতি যদ্‌ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥৪৪॥

শ্রীহরিরুবাচ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৪৫॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৪৬॥

(প্রেমলক্ষণ ভক্তি হইলে সে সংসার-ধর্ম্মাতীত গতি লাভ করে, এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! এই প্রকার নিয়মসম্পন্ন ভক্ত, স্বীয় প্রিয়তম হরির নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তাহার চিত্ত বিগলিত হয়, সে কখন উন্মত্তের ন্যায় বিবশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, কখন হাসে, কখন উচ্চ শব্দ করে, কখন হর্ষে গান, কখন বা নৃত্য করিয়া থাকে। ৪০

আর আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিঃ, সত্ত্ব, দিক্, বৃক্ষ, সরোবর ও সমুদ্রাদি যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমুদয়কে হরির শরীর জানিয়া অনন্যমনে তাহাদিগকে প্রণাম করে। ৪১

(যখন যোগারূঢ় ব্যক্তির বহু জন্মেও উক্ত প্রকার প্রেম হয় না, তখন মাত্র হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা এক জন্মে কি তাদৃশ প্রেম লাভ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে নৃপ! যেমন ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ হরি-ভজন করিতে করিতে ভক্তি, পরমেশ্বরানুভব অর্থাৎ প্রেমাস্পদ ভগবদ্রূপের স্ফূর্ত্তি এবং তন্নিবন্ধন সংসারে বিরক্তি এই তিনই এককালে সম্পন্ন হইতে থাকে। ৪২

হে মহারাজ! এইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা অচ্যুত-পাদপদ্মভজনকারী ভাগবত ব্যক্তির ভক্তি, সংসারে বিরক্তি ও ভগবদ্বিজ্ঞান হয়, তাহার পর সে সাক্ষাৎ-রূপে পরম শান্তি লাভ করে। ৪৩

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে ভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলুন এবং যেরূপ ধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা, যাদৃশ স্বভাব, লোকসমাজে যেরূপ আচার, যে প্রকার বাক্য এবং চিহ্ন দ্বারা ভগবৎপ্রিয় হয়েন, তাহাও বলুন। ৪৪

হরি বলিলেন, হে রাজন্! যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন, এবং ভগবদাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্ব্বভূতকে দেখেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞ লোকের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ হরিবিমুখ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা করেন, ভেদ দর্শন নিবন্ধন তিনি মধ্যম। ৪৫-৪৬

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৪৭॥
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৪৮॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥৪৯॥
ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫০॥
ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥৫১॥
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা। সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫২॥
ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥৫৩
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥৫৪॥

যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যকে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশঃ ভক্তির উত্তমাধিকারী হইবেন। ৪৭

(পুনর্ব্বার আট শ্লোকে উক্ত ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন) হে মহারাজ! যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থ (রূপ-রসাদি) গ্রহণ করিয়াও হর্ষ বা দ্বেষ করেন না এবং এই বিশ্বকে বিষ্ণুমায়া বলিয়া দেখেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। ৪৮

যিনি হরি-স্মৃতি দ্বারা দেহের জন্ম-মরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রম সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হয়েন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান। ৪৯

যাঁহার চিত্তের মধ্যে কাম-কর্ম্ম বাসনার উৎপত্তি হয় না, এবং বাসুদেবই যাঁহার আশ্রয়, তিনিই ভাগবতোত্তম। ৫০

(কোন্ চিহ্ন দ্বারা ভগবদ্ভক্তকে জানা যায় এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন) হে রাজন্! যে ব্যক্তির এই পাঞ্চভৌতিক দেহে জন্ম-কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ও জাতি দ্বারা অহংভাব উৎপন্ন হয় না, তিনিই হরির প্রিয়। ৫১

ধনেতে যাঁহার স্বকীয় বা পরকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই, সকল আত্মাতে যিনি ভেদবুদ্ধি না করেন, অথচ সকল ভূতকেই সমান দেখেন এবং শান্তচিত্ত হয়েন, তিনিই ভাগবতোত্তম। ৫২

ত্রৈলোক্য-রাজ্য লাভ উপস্থিত হইলেও যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লব-নিমেষার্দ্ধ কালের নিমিত্তও বিচলিত হয়েন না, যিনি ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ। ৫৩

(বিষয়াভিসন্ধি কামনা দ্বারা চিত্ত সন্তাপিত হয় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের চিত্ত ঐরূপ সন্তপ্ত হয় না, এই কথা বলিতেছেন). যেমন চন্দ্র উদিত হইলে আর সূর্য্যের তাপ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পদাঙ্গুলি-নখচন্দ্রিকা দ্বারা উপাসকের হৃদয়তাপ নিবারিত হইলে সে তাপ আর কিরূপে উদিত হইবে? ৫৪

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
নারদ-বসুদেবসংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

(সকল লক্ষণের সার বলিতেছেন) যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, সেই হরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি সমুদায় ভাগবতের মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত হয়েন। ৫৫

ইতি একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্। মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ ॥১॥

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্। সংসারতাপনিস্ত(ষ্ট)প্তো মর্ত্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥২॥

শ্রীঅন্তরিক্ষ উবাচ।

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ। সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥৩॥

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ। একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্ ॥৪॥

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ। মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ॥৫॥

কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ। তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্ ॥৬॥

ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্। আ ভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥৭॥

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্। অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি ॥৮॥

রাজা বলিলেন, হে ঋষিগণ! পরম বিষ্ণুর যে মায়া মায়াবীদিগকেও মোহিত করে, তাহার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা আমাকে তাহা বলুন। ১

(বহুতর প্রশ্ন করিবার কারণ বলিতেছেন) আমি মর্ত্ত্য, সুতরাং সংসারতাপে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছি, সেই তাপের মহৌষধস্বরূপ হরিকথামৃতবর্ষী আপনাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না। ২

অন্তরিক্ষ বলিলেন, হে রাজন্! (মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব, সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কার্য্য দ্বারা উহার নিরূপণ করিতেছি শ্রবণ কর) ভূত সকলের কারণস্বরূপ আদ্য পুরুষ স্বীয় অংশভূত জীব-সকলের বিষয়ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত এই সকল মহাভূত সহ উচ্চ নীচ ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ভগবানের মায়া অর্থাৎ আদিপুরুষ ভূতাত্মা যে শক্তি দ্বারা মহাভূত সহ উচ্চনীচ ভূত সৃষ্টি করেন, উহাই ভগবানের মায়া। ৩

এই প্রকার পঞ্চমহাভূত দ্বারা স্থূল ভূত সকল সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক মনোরূপে ও দশ ইন্দ্রিয়রূপে আত্মাকে বিভাগ করত গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় সকল জীবকে ভোগ করাইতেছেন। অথবা জীবকে গুণ সকল বিভাগ করিয়া দিয়া প্রীত হয়েন। ৪

সেই প্রভু জীব, অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করতঃ এই সৃষ্ট পাঞ্চভৌতিক শরীরকে আত্মারূপে মনে করিয়া, ইহাতে আসক্ত হয়েন। ৫

এই দেহী জীব, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাসনাসহিত কর্ম্ম সকল করেন, সুতরাং দুঃখাত্মক কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এই সংসারের পথে ভ্রমণ করেন। ৬

এইরূপে জীব, বহু অমঙ্গলাবহ কর্ম্মগতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অস্বাধীনভাবে জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়। ৭

মহাভূত সকলের নাশ হেতু মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে আদ্যন্তরহিত মহাকাল স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক যাহা কিছু ব্যক্ত আছে, উহাকে অব্যক্তে লইয়া যাইতে আকর্ষণ করে। ৮

বিবৃতি—তৃতীয়াধ্যায়ে নিমিরাজের প্রশ্ন ক্রমে চারিজনের যথাক্রমে মায়া, মায়া হইতে উত্তরণ, ব্রহ্ম ও কর্ম্ম এই বিষয়ে উত্তর প্রদান বর্ণিত হইয়াছে। ১

স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে—জীবের প্রকৃষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত অথবা স্বাংশভূত জীবগণের বিষয়ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত। ৩

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি। তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি ॥৯॥
পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ। দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥ ১০ ॥
সাংবর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ। ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্ ॥১১॥
ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ। অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥১২॥
বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে। সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥১৩॥
হৃতরূপস্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে। হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে।
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ॥১৪॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ। প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥১৫॥
এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী। ত্রিবর্ণাবর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৬॥
শ্রীরাজোবাচ।
যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ। তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥১৭॥
শ্রীপ্রবুদ্ধ উবাচ।
কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ। পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥১৮॥

সেই প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে শতবর্ষকাল তীব্র অনাবৃষ্টি হইবে এবং তৎকালে সূর্য্য অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া ত্রিলোকীকে উত্তপ্ত করিবেন। ৯

তখন সঙ্কর্ষণ-মুখ হইতে নির্গত অনল, বায়ু-প্রেরিত হইয়া পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধশিখায় বিশ্বকে দগ্ধ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তখন সম্বর্ত্তক নামে মেঘগণ হস্তিশুণ্ড সদৃশ ধারাকারে শত বর্ষকাল পর্য্যন্ত বর্ষণ করিবে এবং সেই জলে এই বিশ্ব বিলীন হইবে। ১০-১১

হে নৃপ! তখন বৈরাজ পুরুষ স্বীয় উপাধি বিরাটকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্ধনশূন্য অনলের ন্যায় অব্যক্তে প্রবেশ করিবেন। ১২

বায়ু কর্ত্তৃক হৃতগন্ধা পৃথিবী সলিলে লীন হয়, এবং হৃতরস জল, জ্যোতিঃ রূপে কল্পিত হয়, অন্ধকার দ্বারা হৃতরূপ জ্যোতিঃ বায়ুতে বিলীন হয় এবং আকাশ দ্বারা হৃতস্পর্শ বায়ু আকাশে বিলীন হয়। পরে কাল কর্ত্তৃক হৃতগুণ আকাশ তামস অহঙ্কারে লীন হয়। ১৩-১৪

হে রাজন্! ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি ইহারা বৈকারিক গুণের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কারে ও অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে বিলীন হয়। ১৫

হে রাজন্! ভগবানের এই সৃষ্টি-স্থিতিনাশ-কারিণী ত্রিগুণরূপা মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন, বলুন। ১৬

রাজা বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! স্থূলবুদ্ধি মানবগণ অজিত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রকারে ঈশ্বরের এই মায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা বলুন। ১৭

প্রবুদ্ধ বলিলেন, হে রাজন্! বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি দুঃখ প্রতিকার ও সুখের জন্য কর্ম্মকারী মিথুনধর্ম্মা মানবগণের কর্ম্মফলের বৈপরীত্য দর্শন করিবেন। ১৮

বিবৃতি—একটু উদাসীন ভাবে যদি দেখা যায় যে, মানব যত কিছু কর্ম্ম করে, উহা দুঃখনাশ ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত; কিন্তু পরিণামে উহার ফল হয় দুঃখের জন্য এবং কখনও উহাতে সুখ হয় না; তখন মানব সংসারে বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইতে পারে—এই অভিপ্রায়েই এই শ্লোক বলা হইয়াছে। ১৮

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা। গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥১৯
এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্। সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥২০॥
তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥২১॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥২২॥
সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্ ॥২৩॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥২৪॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥২৫॥
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি। মনোবাক্কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥২৬॥

আপনার মৃত্যুস্বরূপ, নিত্য পীড়াদায়ক, দুর্লভ বিত্ত দ্বারা বা কর্ম্ম জন্য অতি চঞ্চল গৃহ, অপত্য, বন্ধু ও পশু দ্বারা কি তৃপ্তি সাধিত হইবে? ১৯

এইরূপ কর্ম্ম জন্য সকল লোককে অত্যন্ত নশ্বর বলিয়া জানিবে, যেমন মণ্ডলবর্ত্তী রাজাদিগেরই তুল্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্দ্ধা, অতিশয়ের (শ্রেষ্ঠের) প্রতি অসূয়া ও ধ্বংসাবলোকনে ভয় হয়, তদ্রূপ সমুদায় লোককেই জানিবে। ২০

অতএব মোক্ষজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যিনি শব্দব্রহ্মে (বেদে) নিষ্ণাত অর্থাৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং পর-ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভব দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ, উপশমপ্রাপ্ত, তাদৃশ গুরুর নিকট গমন করিবেন। ২১

এবং তথায় গিয়া উপাসকের আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে পরিতুষ্ট হয়েন, সেই মায়াহীন অনুবৃত্তি দ্বারা গুরুদৈবত শিষ্য ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। ২২

প্রথমতঃ সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি ত্যাগ ও সাধুগণের সঙ্গ করিবে, পরে হীন ব্যক্তির প্রতি দয়া, সমান লোকের সহিত মিত্রতা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট বিনয়নম্র ব্যবহার—শিক্ষা করিবে। ২৩

শৌচ (মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য ও অদম্ভ অহিংসাদি দ্বারা অভ্যন্তর), তপঃ (স্বধর্ম্মাচরণ), ক্ষমা, মৌন (বৃথা বাক্যের অনুচ্চারণ), স্বাধ্যায় (অধিকারানুরূপ বেদ পাঠ), সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য (যাহার পক্ষে যাদৃশ উচিত—যেমন গৃহীর ঋতুকাল মাত্র স্ত্রীসঙ্গ), অহিংসা, (প্রাণিমাত্রের অনিষ্টচিন্তা না করা) ও শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে সমতা শিক্ষা করিবে। ২৪

সর্ব্বত্র সচ্চিৎ রূপে আত্মদর্শন ও নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বর দর্শন, নির্জ্জন প্রদেশে বাস, গৃহাদির প্রতি অভিমান না থাকা, বিজনপতিত অথবা শুষ্ক চীরাদি পরিধান এবং যে কোন প্রকারে হউক সন্তোষ শিক্ষা করিবে। ২৫

ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্রে অনিন্দা, মন, বাক্য ও শরীরের দণ্ড, অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা মনের মৌন দ্বারা বাক্যের, কর্ম্ম না করা নিবন্ধন শরীরের দণ্ড, সত্য (যথার্থ ভাষণ) শম-দমাদি অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা নিগ্রহ শিক্ষা করিবে। ২৬

বিবৃতি—সংশয় নিরাকরণে সমর্থ, এবং বোধসঞ্চারে যোগ্য, অথচ লোভাদির অধীন নহেন, তাদৃশ গুরুর নিকট গমন করিবে। উপনিষদেও তাদৃশ গুরুর কথাই আছে। ঐ সকল গুণ দেখিতে হইবে। বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ না হইলে তিনি শিষ্যের সংশয় নিরাকরণ করিতে সমর্থ হয়েন না, ভগবন্নিষ্ঠ না হইলে কৃপা করিতে পারেন না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত [illegible]

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥২৭॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্ ॥২৮॥
এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্। পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥২৯॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ। মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥৩০॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥৩১॥
কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিৎ হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥৩২॥
ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া। নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥৩৩॥

শ্রীরাজোবাচ।
নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥৩৪॥

অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম-কর্ম্ম ও গুণ সকলের শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান এবং তাঁহারই উদ্দেশে সমুদায় কর্ম্ম করা শিক্ষা করিবে। ২৭

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, নিজের প্রিয়-বস্তু স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও প্রাণ এ সমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করিবে। ২৮

এইরূপ কৃষ্ণভক্ত মনুষ্যদিগের সহিত সৌহার্দ্দ ভাব ও স্থাবর-জঙ্গমে পরিচর্য্যা, বিশেষতঃ মনুষ্যে; তন্মধ্যে ধর্ম্মশীলে, তন্মধ্যে আবার সাধু ব্যক্তিতে পরিচর্য্যা শিক্ষা করিবে। ২৯

অনন্তর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হইলে পবিত্র ভগবদ্‌যশের পরস্পর কথোপকথন, পরস্পর প্রণয়, সন্তোষ ও দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে। ৩০

হে রাজন্! সর্ব্বপাপবিনাশন ভগবান্ হরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে ও অন্যকে স্মরণ করিয়া দিবে, এবং সাধন-ভক্তি দ্বারা প্রেম উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা পুলকিত শরীর ধারণ করিবে। ৩১

ভক্তগণ কখন কৃষ্ণচিন্তায় রোদন করিতে থাকে, কখন হাস্য করে, কখন আহ্লাদিত হয়, কখন অলৌকিক বাক্য বলে, কখন নৃত্য করে, কখন গান করে, কখন কৃষ্ণানুশীলন করে, কখন নির্বৃত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ৩২

হে রাজন্! এইরূপ ভগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে করিতে তদুৎপন্ন প্রেম-ভক্তি দ্বারা নারায়ণ-পর হইয়া অনায়াসে দুস্ত্যজ মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। ৩৩

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ, অতএব নারায়ণাভিধ পরমাত্মা পরব্রহ্মের কিরূপ নিষ্ঠা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা আমাকে বলুন। ৩৪

বিবৃতি—ইষ্ট শব্দে বিষ্ণুসংপ্রদানক যাগ, দত্ত শব্দে বিষ্ণুবৈষ্ণবসংপ্রদানক দান, তপস্যা পদে—একাদশী প্রভৃতি ব্রত, জপ শব্দে বিষ্ণুমন্ত্র জপ, এবং আপনার যাহা প্রিয় তৎসমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করিবে, আর কলত্র-পুত্রাদি সকলকে ভগবৎসেবার্থে নিয়োজন করিবে। ২৮

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ।

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥৩৫॥
নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূলমর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥৩৬॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥৩৭॥
নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥৩৮॥

পিপ্পলায়ন বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু (তিনিই নারায়ণ এই পরম তত্ত্ব জানিবেন) এবং যিনি স্বপ্ন জাগরণ ও সুষুপ্তিকালে ও সমাধিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব জানিবে। ৩৫

(পূর্ব্ব শ্লোকে অবেহি বলায় পরমতত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়ে, সুতরাং উহা নিষেধ করিয়া বলিতেছেন) হে রাজন্! এই পরমতত্ত্বে মন প্রবেশ করিতে পারে না, অর্থাৎ পরমতত্ত্ব মনের বিষয় হইতে পারে না। অপর বাক্য, চক্ষু, বুদ্ধি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যেমন স্বীয় অংশভূত বিস্ফুলিঙ্গ সকল অগ্নিকে দাহ বা প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার ন্যায়, অপর যাহা ভিন্ন নিষেধের সমাপ্তি নাই, বাক্য তাহাকে অর্থোক্ত রূপে তন্ন তন্ন করিয়া ব্যক্ত করে, সাক্ষাৎ বলিতে সমর্থ হয় না। ৩৬

(প্রমাণের অবিষয় হইলে ব্রহ্ম নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়; এই জন্য বলিতেছেন) হে রাজন্! যাহা সৎ, স্থূল, কার্য্য এবং যাহা অসৎ, সূক্ষ্ম, কারণ, সেই সকলই ব্রহ্ম এবং সদসতের কারণও ব্রহ্ম। তিনি অনেক শক্তিমান্, অথবা মায়ালক্ষণ শক্তিমান্। সৃষ্টির আদিতে যে এক ব্রহ্ম উহাই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান; ইহা পণ্ডিতেরা বলেন, তাহার পর ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র, জ্ঞানশক্তি দ্বারা মহান্, তাহার পর জীবোপাধি অহঙ্কার ইহা বলেন, জ্ঞান শব্দে দেবতা, ক্রিয়াপদে ইন্দ্রিয় অর্থ—বিষয় ফল—তৎপ্রকাশ সুখাদি, তদ্রূপে ব্রহ্মই প্রতিভাত হয়েন, সুতরাং যিনি সর্ব্বরূপে স্বতঃ ভাসমান, সেই ব্রহ্মের স্বসিদ্ধি বিষয়ে কোন প্রমাণাপেক্ষা নাই। ৩৭

(ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক হইলে তাঁহার জন্মাদি বিকারত্ব প্রসঙ্গ হয়, এই জন্য বলিতেছেন) আত্মা জন্মে নাই, বা মরিবে না এবং উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু, যাহা আগমাপায়ি, বাল যুব বৃদ্ধত্বাদি, ঐ সকল কালদ্রষ্টা বা অবস্থাদ্রষ্টা মাত্র, কখন তদবস্থ হয়েন না এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্ষয়োদয়রহিত জ্ঞান মাত্র। যেমন এক মাত্র নিত্য জ্ঞান, ইন্দ্রিয়বলে বিকম্পিত হয় না, কেবল নীল-পীতাদি বৃত্তি হয় মাত্র, কিন্তু তন্মধ্যে থাকিয়াও প্রাণ অধিকারী হয়েন, ঐরূপ ব্রহ্মও নিত্য জানিবে। ৩৮

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥৩৯॥
যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতোমলানি বিধমেদ্গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং সাক্ষাদ্যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৪০॥

শ্রীরাজোবাচ।

কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ। বিধূয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরম্ ॥৪১॥
এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে। নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥৪২॥

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ। বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৪৩॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥৪৪॥
নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥৪৫॥

(দৃষ্টান্ত দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি লয়েতেও নির্ব্বিকার আত্মার উপলব্ধি দেখাইতেছেন) হে রাজন্! যেমন অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ শরীরে অধিকারী প্রাণ জীবকে অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণও অহঙ্কার বিলীন হইলে বিকার হেতু লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভাবে কূটস্থ আত্মা অধিকারী থাকেন এবং সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে অনুস্মৃতি হইয়া থাকে। ৩৯

(যদি সুষুপ্তিকালে কূটস্থ আত্মার অনুভব হয়, তাহা হইলে কিরূপে পুনর্ব্বার সংসার হয়, যদি বল অবিদ্যা ও তৎসংস্কারবলে সংসার হয়, তবে কখন কিরূপে উহার নিবৃত্তি হইবে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে মহারাজ! যে সময়ে লোকে বিষৈষণাদি পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় অথচ বর্দ্ধিত ভক্তি সহকারে পদ্মনাভের চরণপদ্ম সেবা দ্বারা গুণকর্ম্মজাত চিত্তমল ক্ষালন করে, তখন নির্ম্মল চক্ষুর নিকট সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। ৪০

রাজা বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! যে কর্ম্মযোগ দ্বারা পুরুষ সংস্কৃত হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরম নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করেন, তাহা আপনারা আমাকে বলুন। পূর্ব্বে আমার পিতা ইক্ষ্বাকুর সমক্ষে ব্রহ্মপুত্র ঋষিদিগের নিকট আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঋষিরা তাহার উত্তর দেন নাই, তাহার কারণ কি তাহা বলুন। ৪১-৪২

আবির্হোত্র বলিলেন, বিহিত, অবিহিত ও নিষিদ্ধ, এই তিন প্রকার কর্ম্ম কেবল বেদবাদ মাত্র, লৌকিক নহে, কিন্তু বেদ ঈশ্বর হইতে উদ্ভুত, সুতরাং তাহাতে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হয়েন, অন্যের কথা আর কি বলিব? অতএব তখন তুমি বালক ছিলে, এজন্য ঋষিরা উত্তর দেন নাই। ৪৩

একরূপ অর্থকে গোপন করিবার নিমিত্ত অন্যথা করিয়া বলার নাম পরোক্ষবাদ, অতএব যেমন পিতা খণ্ড লড্ডুকাদির প্রলোভন দেখাইয়া বালককে ঔষধ ভক্ষণ করান, তদ্রূপ অজ্ঞ লোকদিগের অনুশাসনরূপ এই বেদ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির নিমিত্ত পরোক্ষবাদে কর্ম্ম সকল বিধান করেন। ৪৪

নিজে যে অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয়, সে ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ না করে, তবে সে বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানরূপ অধর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়। ৪৫

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে ।
নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থাফলশ্রুতিঃ ॥৪৬॥
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্ব্বিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ । বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥৪৭॥
লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ । মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥৪৮॥
শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ । পিণ্ডং বিশোধ্য সন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥৪৯॥
অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ । দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্ ॥৫০॥
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ । হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ ॥৫১॥
সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ । পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥৫২॥
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ । সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বানমেদ্ধরিম্ ॥৫৩॥
আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্ত্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ । শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্ ॥৫৪॥
এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ । যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মই করেন ও তৎফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন, বেদে যে ফলশ্রুতি আছে, উহা লোকের কর্ম্মে রুচি উৎপাদনার্থ বুঝিতে হইবে। ৪৬

যে ব্যক্তি শীঘ্র আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদ-বিধানের দ্বারা ও তন্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা কেশবের পরিচর্য্যা করিবেন। ৪৭

আচার্য্য হইতে লব্ধানুগ্রহ ও আচার্য্য কর্ত্তৃক দর্শিত শাস্ত্রপথ, মানব নিজের অভিমত মহা-পুরুষের মূর্ত্তিবিশেষকে অর্চ্চনা করিবে। ৪৮

শুচি ও আরাধ্য মূর্ত্তির সম্মুখে উপবিষ্ট সাধক প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহকে সংশোধন করিয়া ও ন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবে। ৪৯

প্রতিমায় বা হৃদয়ে যথালব্ধ উপচার দ্বারা,—পুষ্প-মধ্যস্থ কীটাদি শোধন দ্বারা পুষ্পাদি, দ্রব্যসম্মার্জনাদি দ্বারা ভূমি, অব্যগ্রতা দ্বারা আত্মা, অনুলেপন ও ক্ষালনাদি দ্বারা স্বীয় লিঙ্গ, অর্থাৎ মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা-যোগ্য করিয়া ও আসনে জল প্রোক্ষণ করিয়া—পাদ্যাদি উপচার পবিত্র করিয়া লইয়া—সম্মুখে রাখিয়া সমাহিত চিত্তে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। ৫০-৫১

অঙ্গ (হৃদয়াদি), উপাঙ্গ (সুদর্শনাদি) ও পার্ষদ সহিত অভিমত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় স্বীয় মন্ত্রের দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, মাল্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নানা উপহারে সাঙ্গ দেবতাকে পূজা করিয়া বিধিবৎ স্তব দ্বারা স্তব করিবে, পরে হরিকে প্রণাম করিবে। ৫২-৫৩

আপনাকে তন্ময় ধ্যান করিতে করিতে হরির মূর্ত্তিকে পূজা করিবে, পরে মস্তকে নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া সৎকার পূর্ব্বক দেবতা-মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা সমাপন করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ তান্ত্রিক কর্ম্মযোগানুসারে অগ্নি বা সূর্য্য বা জল বা অতিথি অথবা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তিনি মুক্তি লাভ করেন। ৫৪-৫৫

ইতি একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

যানি যানীহ কর্ম্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ। চক্রে করোতি কর্ত্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ ॥১॥

শ্রীদ্রুমিল উবাচ।

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥২॥
ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥৩॥
যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্ত্তা ॥৪॥
আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥৫॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষিগণ! ভগবান্ হরি সচ্ছন্দানুসারে গৃহীত যে যে জন্ম দ্বারা যে যে কর্ম্ম সকল করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন, তাহা বলুন। ১

দ্রবিড় বা দ্রুমিল বলিলেন, হে মহারাজ! যে ব্যক্তি এই অনন্তদেবের অনন্ত গুণসকলের সংখ্যা করিতে ইচ্ছা করে, সে অতি অল্পবুদ্ধি, কোন মহামতি ব্যক্তি যদিও কখন পৃথিবীর ধূলি সকল গণনা করিতে সমর্থ হয়েন, তথাপি সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয় ভগবানের অনন্ত গুণসকলের সংখ্যা করিতে পারেন না। ২

(পুরুষাবতার বর্ণিত হইতেছে) আত্মসৃষ্ট পঞ্চ মহাভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অংশরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন, তখন আদিদেব নারায়ণ পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। ৩

যাঁহার শরীরে ভুবনত্রয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণীদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই সম্পন্ন হইয়াছে, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, যাঁহার নিশ্বাসে বল, বীর্য্য ও ক্রিয়া সাধিত হয়, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের আদিকর্ত্তা। ৪

(গুণাবতার বর্ণন দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব বলিতেছেন) হে মহারাজ! এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত যাঁহার রজোগুণ দ্বারা প্রথমতঃ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন; ইহার পালনের নিমিত্ত যাঁহার সত্ত্বগুণ হইতে যজ্ঞফলদাতা ও দ্বিজধর্ম্মপালক বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন; আর ইহার নাশের নিমিত্ত যাঁহার তমোগুণ দ্বারা রুদ্রদেব আবির্ভূত হয়েন, এইরূপ ক্রমে যাঁহা হইতে প্রজাগণের সতত সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় হইয়া থাকে, তিনিই আদ্য অর্থাৎ প্রথম পুরুষ। ৫

বিবৃতি—পূর্ব্বাধ্যায়ে অভিমত মূর্ত্তির আরাধনার কথা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং অবতার সকলের গুণ-কর্ম্মকথা জানা আবশ্যক; এইজন্য রাজা—ভগবদবতার ও তাঁহার কার্য্য সকল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ১

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম্ম যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥৬॥
ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি কামং ন্যযুঙ্‌ক্ত সগণং স বদর্য্যুপাখ্যম্।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥৭॥
বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্।
মা ভৈর্বিভো মদন মারুত দেববধ্বো গৃহ্নীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্ ॥৮॥
ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥৯॥
ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥১০॥
ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈশ্ন্যান্ অস্মানপারজলধীনতিতীর্য্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গোর্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি ॥১১॥

ধর্ম্মের ভার্য্যা দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে প্রশান্ত ঋষিপ্রবর নর-নারায়ণ রূপ মূর্ত্তিদ্বয়ে জন্মগ্রহণ করেন, সেই মহর্ষিবৃন্দসেবিত মূর্ত্তিদ্বয় নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিরূপ ধর্ম্ম নারদাদির নিকট বলিয়াছিলেন এবং নিজেও সেই ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন, এবং অদ্যাপি কর্ম্মাচরণ করতঃ বর্ত্তমান আছেন। ৬

(নর-নারায়ণাবতারের ইতিহাস বলিতেছেন) হে মহারাজ ! সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের কর্ম্মসাধনপ্রণালী দর্শন করিয়া ইন্দ্র মনে করিলেন, ইঁনি বুঝি আমার পদ লইবার জন্য তপস্যা করিতেছেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার তপোনাশের নিমিত্ত কামদেবকে নিয়োগ করিলেন, কামদেব স্বীয় দলের সহিত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহিমা না জানাতে অপ্সরোগণ বসন্ত, সুমন্দ বায়ু, স্ত্রীপ্রেক্ষণ রূপ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৭

গর্ব্বরহিত আদিদেব নারায়ণ, ইন্দ্রকৃত অপরাধ জানিতে পারিয়া কম্পিতকলেবর কামদেব প্রভৃতিকে বলিলেন, হে বিভো মদন ! হে মারুত ! হে দেববধূগণ ! তোমরা ভীত হইও না, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর, এই আশ্রম শূন্য করিয়া যাইও না। ৮

হে নরদেব ! অভয়-দাতা নারায়ণ এইরূপ বলিলে দেবগণ লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া সদয় ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, হে বিভো ! মায়ার পরিবর্ত্তে অবিকার, আত্মারাম ধীরগণ যাঁহার পাদপদ্মে নত, সেই আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। ৯

স্বর্গ অতিক্রম করিয়া আপনার পাদপদ্মে বাসনাকারী আপনার সেবকগণের দেবকৃত বহু বিঘ্ন হইয়া থাকে। আপনার সেবকগণ আপনার অসেবক অথচ যজ্ঞাদিতে ইন্দ্রাদির পূজাকারী অন্য কাহারও স্থানে গমন করে না ; অর্থাৎ তাহারা ইন্দ্রাদি পদও চায় না, আপনি তাহাদের রক্ষা করেন। সুতরাং তাহারা বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকে। ১০

কোন কোন ব্যক্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণা শীতোষ্ণ বর্ষা প্রাণবায়ু জিহ্বার ভোগ ও ইন্দ্রিয়ের ভোগস্বরূপ অপার সমুদ্রের ন্যায় স্থিত আমাদিগকে (কামাদিকে) বিলঙ্ঘন করিয়াও বিফল ক্রোধের বশীভূত হয়েন, অতএব সমুদ্র পার হইয়া তাঁহারা গোষ্পদে মগ্ন হয়েন, এবং দুশ্চর তপস্যাও তাঁহারা বৃথা পরিত্যাগ করেন। ১১

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ। দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চ্চিতাঃ কুর্ব্বতীর্বিভুঃ ॥১২॥
তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ। গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ ॥১৩॥
তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব। আসামেকতমাং বৃঙ্‌ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্ ॥১৪॥
ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ। উর্ব্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥১৫॥
ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্। ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥১৬॥

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণস্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥১৭॥
গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষমাম্।
কৌর্ম্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্ত্তম্ ॥১৮॥
সংস্তুন্বতোঽব্ধিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ শক্রঞ্চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে ॥১৯॥

পরে বিভু নারায়ণ এইরূপ স্তবকারী দেবতাদিগের দর্পশান্তির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অদ্ভুতদর্শন সমলঙ্কৃত শুশ্রূষারত যোগনির্ম্মিত স্ত্রীগণকে দেখাইলেন। ১২

সেই দেবানুচরগণ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপশালিনী স্ত্রীগণকে অবলোকন করিয়া এবং তাহাদিগের রূপৌদার্য্যে শ্রীহীন হইয়া তাহাদিগের গন্ধে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৩

তখন দেবদেব নারায়ণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে বলিলেন, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিকে স্বর্গ-ভূষণার্থ প্রার্থনা কর। ১৪

পরে দেববন্দিগণ অবনত মস্তকে দেবদেবাদেশ গ্রহণ করিয়া ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে অগ্রে লইয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। ১৫

পরে তাঁহারা ইন্দ্রসভায় গমন করিয়া ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সকল দেবতাগণ শুনিতে পান এই রূপে নারায়ণের বল বলিয়াছিল, তচ্ছ্রবণে বিস্মিত ইন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। ১৬

হংসরূপী অচ্যুত বিষ্ণু অংশাবতাররূপে জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া দত্তাত্রেয়কে আত্ম-যোগ বলিয়াছিলেন, পরে দত্তাত্রেয় সনৎকুমারকে বলেন, তিনি মৎপিতা ঋষভ দেবকে বলিয়াছিলেন এবং হয়গ্রীবাবতারে মধুসূদন সেই বিষ্ণু কর্তৃক বেদসকল উদ্ধৃত হইয়াছিল। ১৭

মৎস্যাবতারে সত্যব্রত মনু, পৃথিবী ও ওষধিসকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বরাহাবতারে জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধারকালে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, কূর্ম্মাবতারে অমৃতমথনে স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করিয়াছিলেন এবং ভয়ার্ত্ত শরণাগত গজেন্দ্রকে কুম্ভীর বদন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮

নৃসিংহাবতারে কশ্যপের সমিধাহরণের নিমিত্ত গোষ্পদ জলে নিমগ্ন স্তবকারী বালখিল্য ঋষিগণকে রক্ষা করেন এবং বৃত্রাসুর বধে ব্রহ্মহত্যা-পাপমগ্ন ইন্দ্রকে উদ্ধার করেন, এবং অসুর-গৃহে নিরুদ্ধা অনাথা দেবস্ত্রীগণকে মোচন করেন, আর সাধুদিগের অভয় নিমিত্ত অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ১৯

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্বলেঃ ক্ষ্মাং যাচ্ঞাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ ॥২০॥
নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাং ত্রিঃসপ্তকৃত্বো রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ ॥২১॥
ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্ শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে ॥২২॥
এবংবিধানি কর্ম্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ। ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সকল মন্বন্তরে দেবাসুর-যুদ্ধে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের নিমিত্ত দৈত্যপতিগণকে নাশ করিয়া ত্রিভুবন পালন করেন, বামনাবতারে বামন হইয়া এই পৃথিবী যাচ্ঞাচ্ছলে বলির নিকট হইতে হরণ করেন ও অদিতির পুত্রগণকে উহা প্রদান করেন। ২০

পরশুরামাবতারে হৈহয়কুলের নাশক অগ্নি-স্বরূপ ভার্গব রাম, পৃথিবীকে একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেন, এবং রামাবতারে ভগবান্ রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করেন ও রাবণকে লঙ্কার বীরগণ সহ বধ করেন, যাঁহার কীর্ত্তি লোক সকলের পাপ নাশ করে, সেই সীতাপতি রামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন। ২১

সেই জন্মাদিরহিত পুরুষ, ভূমির ভার অপহণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের দুষ্কর কার্য্যসকল করিবেন ও যজ্ঞে অনধিকারী অথচ যজ্ঞকারী দৈত্যগণকে অহিংসাবাদ দ্বারা বিমোহিত করিবেন, এবং কলিযুগান্তে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অসচ্ছূদ্র যবনপ্রায় রাজগণকে বিনষ্ট করিবেন। ২২

হে মহাভুজ! সেই ভূরিযশাঃ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ভূরি ভূরি জন্ম ও কর্ম্ম বর্ণিত আছে। ২৩

ইতি একাদশ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ। তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥১॥

শ্রীচমস উবাচ।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥২॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৩॥

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥৪॥

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ চ হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্। শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥৫॥

কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥৬॥

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ। দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥৭॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আত্মবিত্তম ঋষিগণ! প্রায়শঃ লোকেরা ভগবান্ হরিকে ভজনা করে না। সেই সকল অস্থিরচিত্ত অশান্তকাম পুরুষগণের কি গতি হইবে? চমস বলিলেন, হে রাজন্! পরমপুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সহ গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ জন্মিয়াছিল। ১-২

সেই বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্ম-প্রভাব (স্বয়ম্ভু) ঈশ্বর পুরুষকে না জানা নিবন্ধন ভজনা করে না এবং যাহারা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। ৩

-কতকগুলি স্ত্রী ও শূদ্রের হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন দূরে অবস্থিত অর্থাৎ তাহারা হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে না, তাহারা আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির অনুকম্পার পাত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ইহারা শ্রৌতজন্ম অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা হরিপাদপদ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়াও অর্থবাদে বিমূঢ় হইয়া কর্ম্মফলে আসক্ত হয়েন। ৪-৫

(ভক্তিমার্গের দৃঢ়তার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি-গণের মতের নিন্দা করা হইতেছে) হে মহারাজ! কর্ম্মে অকুশল অর্থাৎ কি প্রকার কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না, তদ্বিষয়ে অজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগকেও জিজ্ঞাসা করে না, অতএব অনম্র ও মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় সেই সকল লোক সেই মধুময় বাক্য দ্বারা অর্থাৎ বেদের অর্থবাদ দ্বারা সোমপান করিয়া আমরা অমর হইয়াছি, চাতুর্ম্মাস্য যাগে অক্ষয় স্বর্গ হয়, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উৎসুক হইয়া মূঢ়গণ চাটুবাক্য অর্থাৎ আমরা অপ্সরোগণের সহিত বিহার করিব, ইত্যাদি বাক্য বলিয়া থাকে। ৬

(এবং তাহাদের কর্ম্মে অভিনিবেশ নিবন্ধন কাম, ক্রোধ, দম্ভ বর্দ্ধিত হয়, এই কথা বলিতেছেন) এবং রজোগুণের প্রভাবে তাহারা অভিচারাদিরূপ ঘোর সঙ্কল্পনিরত হয়। কামুক ও সর্পের ন্যায় ক্রূর অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্রোধসম্পন্ন, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী পাপাত্মা তাহারা ভগবৎপ্রিয় সাধু-গণকে উপহাস করিয়া থাকে। ৭

বিবৃতি—সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-রজগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে বৈশ্য, কেবল তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হয়, আশ্রম-চতুষ্টয়ের যথাক্রমে মুখাদি হইতে উৎপত্তি হয় নাই। পরে বলিবেন, গৃহাশ্রম জঘন হইতে, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ ও মস্তক হইতে সন্ন্যাস। ২

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ ॥৮॥
শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেন বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥৯॥
সর্ব্বেষু শশ্বৎ তনুভৃৎস্ববস্থিতং যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া ॥১০॥
লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ১১ ॥

মিথুনসুখই যে স্থানে পরম সুখ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সকল গৃহে যাহারা স্ত্রীর উপাসনা করে, তাহারা পরস্পর কামোপভোগ বিষয় বলিয়া থাকে এবং যে যজ্ঞে অন্নদান হয় না, যথাবিধি দক্ষিণাও দেওয়া হয় না, তাদৃশ যজ্ঞ নিজের জীবিকার জন্য করিয়া থাকে এবং সেই অজ্ঞগণ বৃথা পশুহত্যা করে। ৮

আর সেই খলস্বভাব মানবগণ ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, বিদ্যা, ত্যাগ, রূপ, বল ও কর্ম্ম দ্বারা জাত গর্ব্বে অন্ধ হইয়া হরিকে ও হরিপ্রিয় সাধুগণকে অবমাননা করে। ৯

সেই নির্ব্বোধ লোকেরা স্পষ্টরূপে বেদতত্ত্বার্থ অবগত নহে, আকাশের ন্যায় যিনি সর্ব্ব প্রাণীতে সর্ব্বদা বিদ্যমান, বেদ যাঁহার তত্ত্ব গান করেন, সেই অভীষ্ট ঈশ্বর আত্মাকে শোনেও না; অর্থাৎ তাহার বিষয় চিন্তা করা দূরে থাকুক, পরস্পর আলোচনা দ্বারাও স্মরণ করে না। কেবল বাক্যে নিজ নিজ মনোরথ (স্ত্রীসম্ভোগ মদ্যপানাদি বিষয়াভিলাষ বিষয়ে জল্পনা করে)। ১০

(বেদোক্ত স্ত্রীসম্ভোগ মদ্যপানাদি বিষয়ের যে উক্তি আছে, তাহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন) হে মহারাজ! লোকেতে ব্যবায় (স্ত্রীসঙ্গ), আমিষ ভক্ষণ ও মদ্যপান এ সকল প্রাণিমাত্রের রাগপ্রাপ্ত নিত্য বিষয় অর্থাৎ ইচ্ছাধীন; সুতরাং তদ্বিষয়ে সাক্ষাৎ বিধানই তাহার তাৎপর্য্য। এইরূপে যে বিবাহিতা স্ত্রীর সংসর্গ, যজ্ঞে আমিষ ভোজন ও সৌত্রামনী যজ্ঞে মদ্যপান করিতে পারে, ইহা ব্যবায়াদির ব্যবস্থা কিন্তু এই প্রকারে তিন বিষয় ব্যবস্থিত হইলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। ১১

বিবৃতি—৭ম শ্লোকে কামুক ও দাম্ভিক বলা হইয়াছে উহার বিবৃতিস্বরূপ ৮ম শ্লোকে উক্ত ব্যক্তিগণ স্ত্রীগণের উপাসনা করে অর্থাৎ তাহারা স্ত্রৈন এবং মিথুনসুখকেই সুখ বলিয়া মনে করে কিন্তু জ্ঞানিগণের উপদেশ শ্রবণ করে না অথবা অতিথি-সৎকার করে না এবং সর্ব্বদা মনে মনে এইরূপ অভিলাষ করে যে, অদ্য ইহা লাভ করিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও ধন হইবে, ইত্যাদি, আর দাম্ভিকতা এইরূপ বিস্তার করে; যে যজ্ঞে অন্নদান বা দক্ষিণা প্রদান না করিয়া কেবল উপভোগার্থ পশুহত্যা করে, পরপ্রাণ হিংসা করিলে যে কি দোষ হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ। ৮

ব্যবায়ামিষ মদ্যসেবা সম্বন্ধীয় বেদবাক্য নিয়মবিধি নহে, কারণ, উহা দ্বারা লোকে প্রবর্ত্তন করাইয়া দিতে হয়, ইচ্ছাধীনই উহা নিত্যপ্রাপ্ত। অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির নামই বিধি—সুতরাং ঐ বিধিকে পরিসংখ্যা বলা যায়, সাধারণতঃ পরিসংখ্যা দ্বারা নিবৃত্তি বলা হয়, না কিন্তু পরিসংখ্যায় তিনটি দোষ—স্বার্থত্যাগ, পরার্থকল্পনা, প্রাপ্তবাধ। ফল কথা, রাগতঃ নিত্যপ্রাপ্ত ব্যবায়াদির বিবাহাদিতে নিয়মন দ্বারা পরিসংখ্যা বিধি। ১১

ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি ।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্ ॥১২॥
যদ্‌ঘ্রাণভক্ষ্যো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা ।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥১৩॥
যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥১৪॥
দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্ ।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১৫॥
যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্ ।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥১৬
এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ । সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ ॥১৭॥

(স্ত্রীসম্ভোগাদিতে রত ব্যক্তি যেমন প্রিয়তম আত্মার কথা শোনে না, সেইরূপ পরমার্থপ্রাপক ধন দ্বারা কেবল দৃষ্ট উপভোগ করিলে তদ্দ্বারা আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানের গন্ধও পাওয়া যায় না, ইহা বলিতেছেন) ধনের সার্থকতা একমাত্র ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানসহিত পরোক্ষানুভব ও তদনন্তর প্রকৃষ্ট শান্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। কিন্তু অবোধ লোকেরা দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ প্রকার ধন কেবল দেহাদির নিমিত্ত ব্যয় করিয়া থাকে। ১২

বেদে যে মদ্যপানের কথা আছে, উহা সাক্ষাৎ পান না করিয়া আঘ্রাণ লইলেই ভোজন করা হয়; সেইরূপ বেদে যে পশুবধ আছে, উহা দেবতোদ্দেশে আলম্ভন মাত্র, উহা হিংসা নহে। শাস্ত্রে আছে বেদ-বিহিত হিংসা, হিংসা নহে; ভক্ষণোদ্দেশে যে লৌকিক পশুহত্যা করা হয়, উহাই হিংসা এবং সন্তানোৎ-পাদনের জন্য স্ত্রীসঙ্গ—উহাই বেদবিহিত, ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত নহে, অজ্ঞ লোকেরা এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম না জানিয়া আত্মসুখার্থ ঐ সকল নিয়োগ করে। ১৩

যাহারা ধর্ম্মকে এইরূপ ভাবে জানে না, গর্ব্বিত, এবং নিজে অসৎ হইলেও নিজেকে সৎ বলিয়া যাহারা জানে, সেই অসাধুগণ বিশ্বস্তহৃদয়ে অর্থাৎ ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই, ইহা মনে করিয়া পশু-হত্যা করে, সেই পশুসকল পরলোকে গিয়া সেই হননকারীদিগকে ভক্ষণ করে। ১৪

যাহারা পর-শরীরে দ্বেষ করে, তাহারা সেই সকল দেহে বিদ্যমান আত্মারূপী ঈশ্বর হরিকেই দ্বেষ করিয়া থাকে, এবং তাহারা এই দেহ এবং পুত্র-কলত্রাদিতে বদ্ধস্নেহ হওয়ায় অধঃপতিত হয়। ১৫

(যাহারা অজ্ঞ, তাহারা তত্ত্বজ্ঞগণ দ্বারা উত্তীর্ণ হয়েন, তত্ত্বজ্ঞগণ নিজে নিজেই উত্তীর্ণ হয়েন, যাহারা ইহার মধ্যবর্ত্তী, তাহারা আত্মহত্যা করিয়া থাকে, ইহাই বলা হইতেছে) যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই, এবং পশ্বাদির ন্যায় মূঢ়ও নহে, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গসাধন-তৎপর পরন্তু উপশান্তিরহিত, তাহারাই আত্মহত্যা করে অর্থাৎ জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়, কখন নিস্তার পায় না। ১৬

সেই সকল অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমানী আত্মঘাতী, অশান্ত কালে বিফলমনোরথ লোক সকল অকৃতকৃত্য হইয়া অবসন্ন হয়। ১৭

হিত্বাত্যায়াসরচিতা গৃহাপত্যসুহৃচ্ছ্রিয়ঃ। তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥১৮॥

শ্রীরাজোবাচ।

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥১৯॥

শ্রীকরভাজন উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥২০॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥২১॥
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ। যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥২২॥
হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ। ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥২৩॥
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥২৪॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্। যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২৫॥
বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ। বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥২৬॥
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥২৭॥

বাসুদেব-পরাঙ্মুখ সেই সকল ব্যক্তিরা মায়ারচিত গৃহ-পুত্র-সুহৃৎ-স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছা না থাকিলেও সেই অন্ধতমোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ১৮

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষিগণ! সেই ভগবান্ কোন্ কালে কি বর্ণ, এবং কিরূপ আকার? মানবগণ তাঁহাকে কোন্ নামে কোন্ বিধানে পূজা করেন, তাহা বলুন। ১৯

করভাজন বলিলেন, হে রাজন্! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে কেশব নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়া নানা বিধি দ্বারা উপাসিত হয়েন। ২০

সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কলবসন, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞোপবীত ও অক্ষমালাধারী ব্রহ্মচারী হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। ২১

সেই সময়ে মানবগণ শান্ত, নির্ব্বৈর, সুহৃৎ ও সমদর্শী হইয়া তপস্যা ও শম-দমাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অনল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা এই সকল নামে তিনি গীত হয়েন। ২২-২৩

ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, ত্রিমেখলাধারী, পিঙ্গলকেশ, বেদময় শরীর ও স্রুক্-স্রুবাদি উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েন। ২৪

তখন ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী মনুষ্যেরা সর্ব্বদেবময় সেই হরিকে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম দ্বারা পূজা করিতেন। ২৫

এবং বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় ইত্যাদি নামে তিনি অভিহিত হয়েন। ২৬

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবসন, চক্রাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত, এবং কৌস্তভ-ভূষণে ভূষিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। ২৭

বিবৃতি—শ্রুতি বলিয়াছেন, "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কেচাত্মহনো জনাঃ।" ১৮

তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥২৮॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥২৯॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥৩০॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্। নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥৩১॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৩২॥

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩৩॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩৪॥

হে নৃপ! সেই সময়ে ভগবান্‌কে জানিতে ইচ্ছুক মনুষ্যেরা বেদ ও তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম দ্বারা মহারাজোপলক্ষিত সেই মহাপুরুষকে অর্চ্চনা করেন। ২৮

বাসুদেবকে নমস্কার করি, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার করি এবং ভগবান্ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে নমস্কার, নারায়ণ ঋষি, মহাত্মা পুরুষ বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর ও সর্ব্বভূতাত্মাকে নমস্কার। হে ভূমিপতে! এই বলিয়া দ্বাপরে জগদীশ্বরকে স্তব করেন। কলিযুগেও নানা তন্ত্রবিধান দ্বারা তাঁহাকে মানবগণ পূজা করে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলজ্যোতিবিশিষ্ট—সাঙ্গ হৃদয়াদি, উপাঙ্গ কৌস্তভাদি ও পার্ষদ সুনন্দাদি সহ অবতীর্ণকে বিবেকী মনুষ্যগণ সঙ্কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন। ২৯-৩২

হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! ধ্যানের যোগ্য এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বগণের পরিভবনাশক, মনোরথপূরক, গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, সুখাত্মক, ভক্ত জনের দুঃখনাশন, এবং ভব-সমুদ্রের তরণীস্বরূপ আপনার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি। ৩৩

হে মহাপুরুষ! হে ধর্ম্মিষ্ঠ! আপনি দেববাঞ্ছিত অন্যের সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া পিতার বাক্যানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং প্রিয়তমা সীতার অভিলষিত মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন, অতএব আপনার চারণারবিন্দ বন্দনা করি। ৩৪

বিবৃতি—হরিবংশে আছে—ভগবান্ রুক্মিণীহরণার্থ বিদর্ভে গমন করিলে পরমভক্ত ক্রথকৌশিক ভগবান্‌কে রাজরাজেশ্বররূপে অভিষেক করেন, দেবতারাও রাজরাজাভিষেক অনুমোদন করেন। এইজন্যই এখানে মহারাজোপলক্ষিত এই কথা বলিয়াছেন। ২৮

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ উক্ত শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যের অবতার সাধকরূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, কৃষ্ণাবতারানন্তর কলিযুগাবতার চৈতন্যদেব; দীপ্তিতে বাহিরে যিনি গৌর অথচ কৃষ্ণবর্ণ, অথবা কৃষ্ণকে যিনি বর্ণনা করেন, অথচ নিজে অকৃষ্ণ অথবা নিজে অকৃষ্ণ অথচ নিজদীপ্তি দ্বারা লোকের হৃদয়ে যিনি কৃষ্ণকে স্ফুরণ করেন। অথবা সাধারণ লোকে গৌরবর্ণ দেখিলেও ভক্তগণ-সমীপে যিনি শ্যামসুন্দর, সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদসহ তাঁহাকে মহানুভবগণ বঙ্গে, বরেন্দ্রে, উৎকলে বহুবার দেখিয়াছেন। অথবা অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাঁহার পার্ষদ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা অর্চ্চনা করেন, পরম বিদ্বৎ-শিরোমণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারতত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং
কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং
লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ। ৩২

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ। মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥৩৫॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥৩৬॥
নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥৩৭॥
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥৩৮॥
কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ। তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥৩৯॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী। যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥৪০॥
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃ৽ণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তুম্ ॥৪১॥
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্‌ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥৪২॥

হে রাজন্! এই প্রকার যুগানুরূপ নামরূপ দ্বারা যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যেরাও সর্ব্বকল্যাণের ঈশ্বর হরিকে পূজা করিয়া থাকেন। ৩৫

সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ, আর্য্যগণ কলিকে অভিনন্দন করিয়া থাকেন, কারণ, যে কলিযুগে একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ লাভ করা যায়। অর্থাৎ সত্যাদি যুগে ধ্যানাদি দ্বারা লভ্য বিষয় সকল কলিতে নামসংকীর্ত্তন দ্বারা লাভ করা যায়।৩৬

সংসারে ভ্রমণকারী দেহীদিগের ইহা হইতে আর পরম লাভ কিছুই নাই। যেহেতু, এই যুগে কীর্ত্তনমাত্রে পরম শান্তি লাভ করা যায় এবং সংসার-নাশ হয়, অর্থাৎ জন্ম-মরণ নিবৃত্ত হয়। ৩৭

হে রাজন্! সত্যাদি যুগে উৎপন্ন প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করেন। কলিকালে কোন কোন স্থানে উৎপন্ন লোক সকল নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন। ৩৮

হে মহারাজ! দ্রবিড় দেশে বহু বহু লোক নারায়ণ-পর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। যে দ্রবিড় দেশে তাম্রপর্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী কাবেরী এবং মহাপুণ্যা মহানদী প্রতীচী বিদ্যমান রহিয়াছে। হে মনুজেশ্বর! যাঁহারা সেই সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়শই নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন। ৩৯-৪০

হে রাজন্! যে ব্যক্তি কৃত্যাকৃত্য পরিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর দেবতা, ঋষি, ভূত, মনুষ্য বা পিতৃলোকের কিঙ্কর হয়েন না ও তাঁহাদের নিকট ঋণী হয়েন না। ৪১

(ভক্তের নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, ইহা বলিতেছেন) হে রাজন্! স্বীয় পাদমূল ভজনাকারী অন্যভাবরহিত প্রিয় ভক্ত যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া পতিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়প্রবিষ্ট হরি তদীয় সমুদায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ৪২

বিবৃতি—হরিভক্তের বিহিত কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। ভক্ত ভক্তির দ্বারাই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। ৪১

শ্রীনারদ উবাচ।

ধর্ম্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ। জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ ॥৪৩॥

ততোঽন্তর্দ্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ। রাজা ধর্ম্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্ ॥৪৪॥

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্ ॥৪৫॥

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ। পুত্রতামগমদ্‌যদ্‌বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥৪৬॥

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ। আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ ॥৪৭॥

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্রশাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥৪৮॥

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে। মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে ॥৪৯॥

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্। অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে ॥৫০॥

শ্রীশুক উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ। দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ ॥৫১॥

নারদ বলিলেন, মিথিলাধিপতি নিমিরাজ এইরূপ ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায়ের সহিত প্রীত চিত্তে জয়ন্তীনন্দন নবযোগেন্দ্রদিগের যথোচিত পূজা করিয়াছিলেন। ৪৩

অনন্তর সেই সিদ্ধ ঋষিগণ সর্ব্বলোকের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন, এবং রাজাও ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যথাকালে পরমগতি লাভ করিলেন। ৪৪

হে মহাভাগ! বসুদেব! তুমিও নিঃসঙ্গ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে শুভ ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে যথাকালে পরমগতি লাভ করিবে। ৪৫

যেহেতু ভগবান্ হরি তোমাদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব তোমাদের স্ত্রী-পুরুষ দুইজনের যশে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি দ্বারা তোমরা যে শ্রীকৃষ্ণে পুত্র-স্নেহ করিতেছ, তাহাতেই তোমাদের আত্মা পবিত্র হইয়াছে। ৪৬-৪৭

শিশুপাল, পৌণ্ড্র বাসুদেব ও সাল্বাদি নৃপগণ শত্রুভাবেই যখন শয়নাসনাদিকালে গতিবিলাস বিলোকনাদি সহকৃত আকৃতি ধ্যান করিয়া সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তখন তদীয় অনুরক্ত ভক্তদিগের কথা আর কি বলিব ? ৪৮

অতএব হে বসুদেব! সর্ব্বাত্মা, মায়া-মনুষ্য ভাব দ্বারা গূঢ়ৈশ্বর্য্য অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে ইনি আমার পুত্র, এইরূপ বুদ্ধি করিও না। ৪৯

পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুর তুল্য রাজন্যগণের বধের নিমিত্ত ও সাধুগণের রক্ষা এবং মুক্তিবিধানার্থ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ, তাঁহার যশঃ লোকে বিস্তৃত হইতেছে। ৫০

শুকদেব বলিলেন, মহাভাগ বসুদেব ও ভাগ্যবতী দেবকী দেবী ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং নিজ নিজ মোহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৫১

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্‌যঃ সমাহিতঃ। স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
জায়ন্তেয়োপাখ্যানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই পুণ্যজনক ইতিহাস মনোমধ্যে ধারণা করেন, তিনি মোহবিনির্মুক্ত হইয়া সেই দেহেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। ৫২

ইতি একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দ্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ। ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্ব্বৃতঃ ॥১॥

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবান্ আদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ। ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥২॥

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ। ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ ॥৩॥

দ্বারকামুপসঙ্গম্মুঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ। বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্ব্বলোকমলাপহম্ ॥৪॥

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ। ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥৫॥

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্। গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ ॥ ৭ ॥
ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্ম্মভিরজ্যতে বৈ যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর একদা সনকাদি পুত্রগণ, দেববৃন্দ ও প্রজাপতিদিগের সহিত ব্রহ্মা ও ভূত-ভব্যের ঈশ্বর ভূতগণবৃত ভব, মরুদ্‌গণ সহ ইন্দ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋভুগণ, অঙ্গিরা, রুদ্রগণ ও বিশ্বেদেবগণ, সাধ্য দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ ইঁহারা সকলে কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। ১-৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে শরীর-কান্তি দ্বারা সর্ব্বলোক-মনোরম হইয়া লোকসকলের মলাপহ যশ বিস্তার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণের তাহাই দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল)। ৪

ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ মহা ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ও বিভ্রাজ-মান দ্বারকাতে উপনীত হইয়া অদ্ভুতদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫

এবং স্বর্গোদ্যান-সম্ভূত মাল্য সকল দ্বারা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে বিভূষিত করিয়া বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত বাক্য দ্বারা জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬

হে নাথ! বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বাক্য দ্বারা আপনার পদারবিন্দে নমস্কার করি, যে পাদপদ্ম কর্ম্ম-ময় দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিকামী ভাবযুক্ত ঋষিগণ হৃদয়-মধ্যে নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন। ৭

(মুমুক্ষু ঋষিগণ যে কারণে ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা করেন, তাহা বলিতেছেন) হে অজিত! আপনি ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা এই দুর্বিভাব্য মহদাদি প্রপঞ্চকে (বিশ্বকে) আপনাতে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন, অথচ আপনি সেই সকল কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না; যেহেতু আপনি অব্যবহিত (অনাবৃত) স্বীয় মুখে সর্ব্বদা সম্যক্ প্রকারে রত এবং আসক্তিশূন্য। ৮

বিবৃতি—জীব অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বলিয়া সুখানুভূতি লাভে অসমর্থ, সুতরাং দীন, নিজ কর্ম্মে লিপ্ত, অতএব সে সাবদ্য, আপনি ইহার বিপরীত। ৮

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥৯॥
স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভির্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥১০॥
যশ্চিন্ত্যতে প্রয়তপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ ॥১১॥
পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ॥১২॥
কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেম্বিতরায় ভূমন্ পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥১৩॥

হে স্তবনীয়! হে ঋষভ! বিষয়াসক্ত মানবগণের বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদি দ্বারা তাদৃশ চিত্তশুদ্ধি হয় না, যেরূপ আপনার যশোরাশি শ্রবণে প্রবৃদ্ধ সৎশ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ৯

হে ভগবন্! মুমুক্ষু মুনিগণ মুক্তির জন্য যাঁহাকে প্রেমার্দ্র হৃদয়ে চিন্তা করেন ও ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্যের জন্য বাসুদেবাদি-ব্যূহে যাঁহাকে অর্চ্চনা করেন, এবং জ্ঞানীরা স্বর্গমার্গ অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যাঁহাকে ত্রিকালে অর্চ্চনা করেন, আপনার সেই চরণ আমাদিগের বিষয়বাসনার ধূমকেতু অর্থাৎ দাহকস্বরূপ হউক। ১০

হে ঈশ! যাজ্ঞিকগণ সংযত হস্তে হবিঃ গ্রহণ করিয়া তিন বেদের নিরুক্তবিধি দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করেন, এবং যোগীরা আত্মমায়ার বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া অধ্যাত্মযোগ বিষয়ে যাঁহাকে ধ্যান করেন এবং মুক্ত পুরুষ পরমভাগবতদিগের যিনি পূজনীয়, (সেই আপনার চরণ আমাদের অশুভাশয় বিনাশ করুক এই পূর্ব্বের সহিত অন্বয়)। ১১

(হে বিভো! মুনি সাত্বত প্রভৃতি ছয় জন সেবকের মধ্যে পরম ভাগবতগণের প্রতি আপনারও লক্ষ্মী হইতে অধিক প্রীতি দেখা যায়, ইহা বলিতেছেন) হে বিভো! সপত্নীর ন্যায় স্পর্দ্ধমানা এই ভগবতী লক্ষ্মীকেও অনাদর করিয়া আপনি ভক্তার্পিত বনমালা পর্য্যুষিত হইলেও সুন্দর অর্হণ জ্ঞানে গ্রহণ করেন, সেই আপনার পাদপদ্ম আমাদিগের অশুভনাশের নিমিত্ত ধূমকেতুস্বরূপ হউক। ১২

হে ভূমন্! আপনার যে পাদপদ্ম বলিরাজের বন্ধন-সময়ে ত্রিবিক্রমযুক্ত কেতুস্বরূপ হইয়াছিল, এবং ত্রিপথগামিনী গঙ্গা তাহার পতাকাস্বরূপ হইয়াছিল, এবং অমর দেব-সৈন্যগণের ভয় ও অভয়জনক, আর সাধুদিগের স্বর্গ ও অসাধুদিগের অধোগমনের নিমিত্ত-স্বরূপ, হে ভগবন্! আমরা সেই পাদপদ্মের সেবা করিতেছি, তিনি আমাদিগের পাপ বিনাশ করুন। ১৩

বিবৃতি—আমি যেস্থানে বাস করি, সেইস্থানে পর্য্যুষিত হইয়াও এই মালা বাস করে, এ ভাবিয়াই যেন সপত্নীর ন্যায় লক্ষ্মী মালার সহিত স্পর্দ্ধাযুক্ত হয়েন, তথাপি স্পর্দ্ধমানা লক্ষ্মীকে অনাদর করিয়াই ভগবান্ ঐ পর্য্যুসিত মালা দ্বারা ভক্তকৃত পূজা গ্রহণ করেন অথবা যে পাদপদ্ম সুপ্রণীত পর্য্যুষিত মালার পূজা গ্রহণ করেন তিনি আমাদের অশুভ-নাশক হউন, অথবা সর্ব্বাঙ্গে স্থিত ঐ মনোহর বৈজয়ন্তী বনমালার সহিত বক্ষের একদেশে স্থিতা লক্ষ্মী স্পর্দ্ধা করেন, তথাপি বেদমধুকর-বর্ণিত কীর্ত্তিময়ী বৈজয়ন্তী মালা দ্বারাই সুপ্রণীত পূজা গ্রহণ করেন, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ১২

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥১৪॥
অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানামব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥১৫॥
ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়াস্য বীর্য্যং ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন আণ্ডকোশং হৈমং সসর্জ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥১৬॥
তৎ তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম ॥১৭॥
স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারিভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ ॥১৮॥
বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈস্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥১৯॥

হে ভগবন্! বিদ্ধনাসিক রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিগণ যাঁহার বশতাপন্ন হইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা পরস্পর পীড়িত হইতেছে, সেই প্রকৃতি-পুরুষের পরম পুরুষোত্তম কালরূপী আপনার চরণ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুক। ১৪

হে ভগবন্! আপনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ। বেদ আপনাকে প্রকৃতি, জীব ও মহত্তত্ত্বের নিয়ন্তা বলিয়াছেন, এবং অখিলের আচরণের নিমিত্ত গভীর বেগবান্, চাতুর্মাস্যত্রয়রূপ নাভিত্রয়বিশিষ্ট কালচক্ররূপে আপনিই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব আপনিই পুরুষোত্তম। ১৫

অমোঘবীর্য্য পুরুষ আপনার নিকট হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে মায়া দ্বারা এই বিশ্বের গর্ভের ন্যায় মহত্তত্ত্বকে ধারণ করেন, সেই মহত্তত্ত্ব আপনাতে অনুগত হইয়া সেই মায়া দ্বারা আত্মা হইতে বহিরাবরণযুক্ত হেমময় অণ্ড সৃষ্টি করেন। ১৬

হে হৃষীকপতে! সেই কারণে স্থাবর ও জঙ্গমের আপনি অধীশ্বর। যেহেতুক, মায়া হইতে উৎপন্ন গুণবিকারে উপনীত বিষয় সকল উপভোগ করিয়াও আপনি তাহাতে লিপ্ত নহেন, কিন্তু আপনি ভিন্ন অন্য লোকে স্বয়ং বিষয়ে লিপ্ত হইয়া ভীত হয়। ১৭

হে প্রভো! আপনার বিষয়ে লিপ্ত না হইবার কারণ এই, ষোড়শসহস্র পত্নীগণ মন্দ মন্দ হাস্য ও অবলোকনেতে দর্শিত ভাব ও মনোহরণশীল ভ্রূমণ্ডল দ্বারা প্রেরিত সুরতমন্ত্রণা বিষয়ে প্রাগলভ্য-বিশিষ্ট অনঙ্গবাণ স্বরূপ কামকলা সকলের দ্বারা যাঁহার মনোবিকার জন্মাইতে সমর্থ হয়েন নাই। ১৮

অতএব আপনার অমৃত-কথারূপ স্রোতোবাহিনী কীর্ত্তি-নদী ও পাদাবনেজনজনিত সরিৎ (গঙ্গা) এই উভয়ে ত্রিলোকের পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহার মধ্যে বেদবিহিত কীর্ত্তিরূপ তীর্থ অঙ্গ-সংস্পর্শ দ্বারা পবিত্র করে। আশ্রম-ধর্ম্মস্থিত লোকেরা যে উভয় তীর্থেরই সেবা করেন। ১৯

বিবৃতি—গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।" ১৫

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্। অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ ॥২০॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ।
ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো। ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্ তৎ তথৈবোপপাদিতম্ ॥২১॥
ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া। কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা ॥২২॥
অবতীর্য্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্রূপমনুত্তমম্। কর্ম্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ ॥২৩॥
যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ। শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ ॥২৪॥
যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম। শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ॥২৫॥
নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্। কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥২৬॥
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে। সলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥২৭॥
শ্রীভগবানুবাচ।
অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর। কৃতং বঃ কার্য্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ ॥২৮॥
তদিদং যাদবকুলং বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতম্। লোকং জিঘৃক্ষদ্রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ ॥২৯॥
যদ্যসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্। গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৩০॥

শুকদেব বলিলেন, দেবগণ সহ ব্রহ্মা এইরূপে হরির স্তব করিয়া পরে গগনমণ্ডল আশ্রয় পূর্ব্বক গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। ২০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে প্রভো! হে অশেষাত্মন্! পূর্ব্বে আমরা ভূমির ভার হরণের নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং আপনি উহা যথাযথরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং আপনি সত্যসন্ধ সাধুগণের মধ্যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, এবং দিক্‌সকলে সর্ব্ব-লোকমলনাশিনী কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। ২১-২২

হে প্রভো! আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বোত্তম রূপ ধারণ পূর্ব্বক্ জগতের হিতের নিমিত্ত উদ্দাম বিক্রমযুক্ত কর্ম্ম সকল করিয়াছেন। ২৩

হে ঈশ! আপনার এই যে চরিত সকল, উহা সাধু মানবগণ কলিতে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া সহসা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। ২৪

হে পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণ আপনার পঞ্চবিংশাধিক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। ২৫

হে অখিলাধার! এক্ষণে দেব-কার্য্যের অবশেষ নাই। আর এই যদুকুলও ব্রাহ্মণ-শাপে নষ্টপ্রায় হইয়াছে। ২৬

অতএব যদি আপনি উচিত বোধ করেন, তবে এক্ষণে স্বীয় পরম ধাম বৈকুণ্ঠে আগমন করুন এবং লোক ও লোকপাল সহ বৈকুণ্ঠকিঙ্কর আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৭

ভগবান্ বলিলেন, হে বিবুধেশ্বর, তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবধারিত করিয়াছি। আমি তোমাদের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি এবং ভূমির ভার অবতারিত করিয়াছি। ২৮

বীর্য্য-শৌর্য্যযুক্ত সম্পদ্ দ্বারা উদ্ধত ও সর্ব্বলোক-গ্রহণেচ্ছু এই যাদবকুলকে আমি বেলা দ্বারা মহা-সাগরের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছি। ২৯

যদি আমি এই বলদৃপ্ত বিপুল যদুকুল সংহার না করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ইহারা ব্যবহার-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সমুদয় লোক নষ্ট করিবে। ৩০

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ। যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ ॥৩১॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্। সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত ॥৩২॥
অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্। বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্ ॥৩৩॥
শ্রীভগবানুবাচ।
এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্ব্বতঃ। শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ ॥৩৪॥
ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্য্যকাঃ। প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্ ॥৩৫॥

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্‌গৃহীতো যক্ষ্মণোড়ুরাট্।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃকলোদয়ম্ ॥৩৬॥

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্। ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা ॥৩৭॥
তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ। বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্ ॥৩৮॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন। গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্ ॥৩৯॥
তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্। দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥৪০॥
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্। প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত ।৪১॥

হে অনঘ! হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে বিপ্রশাপ দ্বারা এই কুল নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব এতদন্তে তোমার ভবন হইয়া আমি বৈকুণ্ঠে যাইব। ৩১

শুকদেব বলিলেন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বধামে গমন করিলেন। ৩২

অনন্তর সেই দ্বারকাপুরীতে মহা মহা উৎপাত সকল উত্থিত হইতে লাগিল। উহা দেখিয়া ভগবান্ সমাগত যদুবৃদ্ধগণকে বলিলেন। ৩৩

ভগবান্ বলিলেন, হে আর্য্যগণ! চতুর্দ্দিকে এই সুমহৎ উৎপাত উপস্থিত হইতেছে এবং আমাদিগের কুলে দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপও হইয়াছে। ৩৪

অতএব হে আর্য্যগণ! জীবিতেচ্ছু আমাদিগের আর এখানে বাস করা উচিত নহে। অদ্যই মহাপুণ্যজনক প্রভাসতীর্থে গমন করিব। আর অপেক্ষা করিব না। ৩৫

দক্ষশাপে যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত চন্দ্র যে তীর্থে স্নান করিয়া পাপ হইতে সদ্যো মুক্ত হয়েন ও পুনর্ব্বার কলাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। ৩৬

আমরাও সেই তীর্থে অবগাহন স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া ও ব্রাহ্মণগণকে কমনীয় নানাবিধ গুণশালী অন্ন ভোজন করাইয়া এবং সেই সকল সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মহাদান সকল অর্পণ করিয়া নৌকা দ্বারা যেমন মহার্ণব উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইব। শুকদেব বলিলেন, হে কুরুনন্দন! ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যাদবগণ প্রভাস-তীর্থে গমন করিবার নিমিত্ত রথসজ্জা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৭-৩৯

হে রাজন্! কৃষ্ণের নিত্য অনুব্রত উদ্ধব এই উদ্যোগ দেখিয়া ও ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং ঘোর অরিষ্ট সকল অবলোকন করিয়া বিজন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পদে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন। সংহৃত্যৈতৎকুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বরঃ ॥৪২॥
নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব। ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥৪৩॥
তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্। কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ ॥৪৪॥
শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু। কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি ॥৪৫॥
ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৪৬॥
বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধামতে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৪৭॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু। ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥৪৮॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ। গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্ন লোকবিড়ম্বনম্ ॥৪৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুতঃ। একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং সমভাষত ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
ভগবদুদ্ধবসংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন! নিশ্চয়ই এই যদুকুল সংহার করিয়া আপনি মর্ত্তালোক পরিত্যাগ করিবেন। যে হেতু, আপনি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপের প্রতি-বিধান করিতেছেন-না। ৪২

হে কেশব! হে নাথ! আমি ক্ষণার্দ্ধ কালও আপনার পাদপদ্ম ত্যাগ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমাকেও আপনার ধামে লইয়া চলুন। ৪৩

হে কৃষ্ণ! মানব জাতির পরম মঙ্গলকর আপনার ক্রীড়া সকল শুনিতে কর্ণের অমৃত তুল্য—উহা যে শ্রবণ করে, সে অন্য স্পৃহা ত্যাগ করে। ৪৪

আমরা ভক্ত সকলে শয়ন, আসন, গমন, উপ-বেশন, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনকালে আমাদের প্রিয় আত্মা আপনাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? ৪৫

আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা কি প্রকারে আপনার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব? ৪৬

পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল, বসনহীন, ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসিগণ শান্ত ও অচলচিত্ত হইয়া আপনার ব্রহ্মাখ্য ধামে গমন করেন। ৪৭

হে মহাযোগিন্! এই সংসারে কর্ম্মপথে আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার গতি, হাস্য, দর্শন ও পরিহাস প্রভৃতি যাহা মনুষ্য-লোকের অনুকরণ, সেই সকল আচরণ স্মরণ করত ও কীর্ত্তন করত, আপনার ভক্তগণের সহিত আপনার বিষয় আলোচনা দ্বারা দুস্তর তমঃ (সংসার) হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ৪৮-৪৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া একান্তপ্রিয় ভক্ত উদ্ধবের প্রতি বলিতে লাগিলেন। ৫০

ইতি একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্ব্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥১॥

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ। যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ॥২॥
কুলং বৈ শাপনির্দ্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ। সমুদ্রঃ সপ্তমে হ্যেতাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি॥৩॥
যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ। ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ॥৪॥
ন বস্তব্যং ত্বয়েবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে। জনোঽধর্ম্মরুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥৫॥
ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু। ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্‌বিচরস্ব গাম্॥৬॥
যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়া মনোময়ম্॥৭॥
পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্। কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা॥৮॥
তস্মাদ্‌যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ। আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে॥৯॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাভাগ! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, উহাই আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য লোকপালগণ আমার স্বর্গে বাস ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যে কারণে আমি অংশ (বলদেব) সহ অবতীর্ণ হইয়াছি, সে সকল দেবকার্য্য আমি অশেষরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছি। ১-২

বিপ্রশাপদগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর বিগ্রহ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এবং উহার সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিবে। ৩

যে সময়ে আমি এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিব, সেই সময়েই এই লোক মঙ্গলহীন হইবে, এবং অচিরকালমধ্যে কলি কর্ত্তৃক পরিভূত হইবে। ৪

হে ভদ্র! আমার পরিত্যক্ত এই ধরাধামে তুমি আর বাস করিও না। কারণ, কলিযুগের লোকেরা অত্যন্ত অভদ্ররুচি হইবে। ৫

তুমি স্বজন-বন্ধুগণের প্রতি সর্ব্ব প্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া ও সম্পূর্ণ ভাবে আমাতে মনোনিবেশ করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ কর। (গুণ-দোষযুক্ত সকল বিষয়ে কিরূপে সমদৃষ্টি হওয়া যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) মন, বাক্য, চক্ষু এবং শ্রবণাদি দ্বারা এই জগতের যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, সেই সমুদায়ই মনোময়। সুতরাং উহাকে মায়া বলিয়া ও নশ্বর বলিয়া জানিবে। ৬ ৭

বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবের নানাবিধার্থ বিষয়ক ভ্রম, গুণ ও দোষ বুদ্ধিকে জন্মায়; অর্থাৎ এইটি উৎকৃষ্ট, সুতরাং গুণভাক্, এইটি নিকৃষ্ট সুতরাং দোষভাক্ এইরূপ ভ্রম হয়। গুণ ও দোষবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটই এই কর্ম্ম বিহিত, এই অকর্ম্ম অবিহিত, ইহা বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ এই প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। ৮

অতএব যুক্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম (জিতেন্দ্রিয়) ও যুক্তচিত্ত হইয়া আত্মাতে এই জগৎ বিস্তৃত আছে, ইহা দর্শন কর; এবং দেহভোক্তা আত্মাকে, পরমাত্মা-নিয়ন্তা যে আমি, তাহাতে নিয়ম্যরূপে স্থিত দর্শন কর। ৯

বিবৃতি—ভগবানের মন্দির ব্যতীত অন্য যে সকল স্থান সমুদ্র প্রদান করিয়াছিল, উহাই জলমগ্ন করিবে। এই অর্থ বক্ষ্যমাণ "বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্‌ভগবদালয়ম্" এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। ৩

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্। আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥১০॥
দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে। গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥১১॥
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ। পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥১২॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ। উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বজিজ্ঞাসুরচ্যুতম্ ॥১৩॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব। নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ॥১৪॥
ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ ॥১৫॥
সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তৎ ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্ ॥১৬॥

জ্ঞান (বেদতাৎপর্য্য নিশ্চয়) বিজ্ঞান (তদর্থের অনুভব) দ্বারা সম্যগ্ যুক্ত, তাহার পর আত্মানুভব দ্বারা তুষ্টচিত্ত, সুতরাং শরীর মাত্রের (দেহাদির) আত্মভূত হওয়ায় বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হইবে না। ১০

(জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যথেষ্টাচরণ প্রসঙ্গও হয় না, কিরূপে নিবৃত্ত হয়, তাহা বলিতেছেন) গুণ, দোষ উভয় বুদ্ধির অতীত মুক্তপুরুষ, দোষবুদ্ধিতে নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হয়েন না এবং গুণ-বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মও করেন না; পরন্তু বালকের ন্যায় সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত হইয়াই প্রাক্তন সংস্কারবশে ঐরূপ করেন। ১১

সর্ব্ব ভূতের সুহৃৎ, শান্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা কৃতনিশ্চয় অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষ এই বিশ্বকে সদাত্মকরূপে দর্শন করেন বলিয়া পুনর্ব্বার বিপন্ন হয়েন না, অর্থাৎ পুনর্ব্বার জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করেন না। ১২

শুকদেব বলিলেন, হে নৃপ! মহাভাগবত উদ্ধব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হওয়ায় তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। ১৩

উদ্ধব বলিলেন, হে যোগেশ! হে যোগবিন্যাস! হে যোগাত্মন্! হে যোগসম্ভব! আপনি আমাকে পরম মঙ্গলের (মুক্তির) নিমিত্ত যে সন্ন্যাস-লক্ষণ ত্যাগ বলিলেন, হে ভূমন্! হে সর্ব্বাত্মন্! বিষয়াত্মা অভক্তগণের ঐরূপ কামনা পরিত্যাগ দুষ্কর, ইহাই আমার মনে হয়। ১৪-১৫

সেই আমি মূঢ়মতি; কারণ, আপনার মায়ারচিত পুত্রাদি সহিত এই দেহে আমার ও আমি ধারণায় নিমগ্ন রহিয়াছি, সুতরাং আপনার কথিত বিষয় যাহাতে আমি সহসা সাধন করিতে সমর্থ হই, হে ভগবন্! এই ভৃত্যকে সেইরূপ উপদেশ ধীরে ধীরে প্রদান করুন। ১৬

বিবৃতি—যে পর্য্যন্ত আত্মানুভব হয় না, তাবৎকাল পর্য্যন্ত; যেমন নিয়ম,—যথা সম্ভব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেই হইবে। আত্মানুভব হইলে সে সকলের আত্মভূত হয় বলিয়া আর কেহ তাহার বিঘ্ন আচরণ করে না, তাহারও কোন কর্ম্মও থাকে না। ১০

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।
সর্ব্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ ॥১৭॥
তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ।
নির্বিণ্ণধীরহমু হ বৃজিনাভিতপ্তো নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ। সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥১৯॥
আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥২০॥
পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ। আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥২১॥
একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ। বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষীপ্রিয়া ॥২২॥
অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্ । গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥২৩॥
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥২৪॥

(যদি আপনি এ কথা বলেন যে, তোমাকে আমি সংক্ষেপে সকল বলিয়াছি, এক্ষণে অন্য ব্যক্তির নিকট বিস্তাররূপে জানিয়া লও। তদুত্তরে বলিতেছেন) হে ঈশ! স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ আত্মা যে আপনি, সেই আপনি ভিন্ন আমার প্রতি আত্মতত্ত্বোপদেশ বক্তা দেবগণমধ্যেও কাহাকে দেখিতে পাই না, কারণ, ব্রহ্মাদি শরীরধারী মাত্রই সকলে আপনার মায়ায় বিমোহিত-বুদ্ধি, সুতরাং তাঁহারা বহির্বিষয়ে অর্থবুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থাৎ বাহিরের বিষয় সকলকে তাঁহারা অর্থপূর্ণ মনে করেন। অথবা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও বক্তা দেখি না। ১৭

অতএব দুঃখাভিতপ্ত ও অতিশয় নির্বিবণ্ণ আমি অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী, অনবদ্য, অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নরসখা নারায়ণ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। ১৮

ভগবান্ বলিলেন, ইহলোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণ মানবেরা প্রায়ই আত্মা দ্বারা বিষয়-বাসনা হইতে আত্মাকে সমুদ্ধৃত করিয়া থাকেন। ১৯

পশু প্রভৃতি শরীরেও আত্মাই আপনার হিতাহিত বিষয়ে গুরু, বিশেষতঃ পুরুষের (মানবের) আত্মাই গুরু। যেহেতু, আত্মাই প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মঙ্গল লাভ করেন। ২০

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ-বিচক্ষণ মাৎসর্য্যহীন ব্যক্তিগণ মনুষ্যদেহে অতি প্রকট সর্ব্বশক্তিযুক্ত আমাকে দেখিতে পান। ২১

একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ ও অপদ প্রভৃতি বহু শরীর আছে, তন্মধ্যে পুরুষ (মানব) শরীর আমার অত্যন্ত প্রিয়। ২২

তন্মধ্যে যাহারা পুরুষ-শরীরযুক্ত অপ্রমত্ত, তাহারা গৃহ্যমান গুণ রূপ হেতু ও লিঙ্গ দ্বারা অনুমান-বলে ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমাকেও সাক্ষাৎ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ২৩

এই সম্বন্ধে অমিততেজা যদু ও অবধূতের সম্বাদ-রূপ প্রাচীন এই ইতিহাস পণ্ডিতেরা উদাহরণরূপে বলিয়া থাকেন। ২৪

বিশ্বস্তি—এই সংসারে কেহ কেহ দুঃশীল হয়, কেহ কেহ বা সেবিত হইলেও ফলকালে নষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ অজ্ঞ, কেহ কেহ বা রক্ষণে অসমর্থ, কেহ কেহ বা স্থানভ্রষ্ট। ইহাদের ব্যাবর্ত্তনার্থ মূলে ভগবানের পাঁচটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ১৮

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্। কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ ॥২৫॥
শ্রীযদুরুবাচ।
কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা। যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥২৬॥
প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ। হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥২৭॥
ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ। ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ॥২৮॥
জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা। ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ ॥২৯॥
ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্। ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥৩০॥
শ্রীভগবানুবাচ।
যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা। পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ ॥৩১॥
শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।
সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ। যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু ॥৩২॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ। কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ ॥৩৩॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ। কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥৩৪॥

একদা ধর্ম্মবিৎ যদু অকুতোভয়ে পৃথিবী বিচরণকারী কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত অবধূত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যদু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কিছুই করিতেছেন না, অথচ আপনার সর্ববলোকবিলক্ষণা এই বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? যে বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বিদ্বান্ আপনি বালকের ন্যায় ইহলোকে বিচরণ করিতেছেন? ২৫-২৬

প্রায়ই মানবগণ, আয়ুঃ, যশঃ ও ঐশ্বর্য্য কামনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আপনি সমর্থ, কবি, (বেদজ্ঞ পণ্ডিত) কর্ম্মদক্ষ এবং সুন্দর ও পরিমিতভাষী হইয়া জড়, উন্মত্ত পিশাচের ন্যায় কর্ম্মও করিতেছেন না ও কিছু ইচ্ছাও করিতেছেন না। ২৭-২৮*

কাম ও লোভরূপ দাবানলে লোক সকল দহ্যমান হইলেও এবং আপনি সেই অগ্নিসংযুক্ত হইয়া গঙ্গাজলমধ্যস্থ হস্তির ন্যায় উত্তপ্ত হইতেছেন না। ২৯

হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, বিষয়বাসনাশূন্য কলত্রাদিরহিত কেবল একমাত্র আপনার আত্মাতেই এত আনন্দের কারণ কি, তাহা বলুন। ৩০

ভগবান্ বলিলেন, সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণভক্ত সুমেধা যদু কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনয়াবনত রাজা যদুকে বলিতে লাগিলেন। ৩১

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! আমার বুদ্ধির দ্বারা স্বীকৃত (উপদেশ নিবন্ধন নহে) বহু গুরু আছেন, যাঁহাদিগের নিকট বুদ্ধিলাভ করিয়া আমি মুক্তভাবে পর্য্যটন করিতেছি। তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুররী, বালক, কুমারী, শরনির্ম্মাতা, লোহকার, সর্প, ঊর্ণনাভ, সুপেশকৃৎ, (গুটিপোকা)। ৩২-৩৪

* বিবৃতি—আপনি কোন কর্ম্মও করেন না, কিছু ইচ্ছাও করেন না; অথচ ইহা অশক্তি, অজ্ঞান, অনৈপুণ্য, বৈরূপ্য, অবাগ্মিতা নিবন্ধনও নহে। কারণ, আপনি কার্য্য করিতে সমর্থ, জ্ঞানী, নিপুণ, সুভগ ও বাগ্মী, তবে আপনি জড় উন্মত্ত পিশাচের ন্যায় কেন বিচরণ করেন? ২৮

এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ। শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥৩৫॥
যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ। তৎ তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে ॥৩৬॥
ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ। তদ্বিদ্বান্ ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্ ॥৩৭॥
শশ্বৎপরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ। সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্ ॥৩৮॥
প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ। জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ ॥৩৯॥
বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ। গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ ॥৪০॥
পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্গুণাশ্রয়ঃ। গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্ ॥৪১॥

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ ॥৪২॥

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ। ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্ ॥৪৩॥

হে রাজন্! এই চতুর্বিংশ জন গুরুকে আমি আশ্রয় করিয়াছি, ইঁহাদের শিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আমি নিজেই ইঁহাদিগের বৃত্তি শিক্ষা করিয়াছি। ৩৫

হে যযাতিনন্দন! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যদু! ইঁহাদিগের মধ্যে আমি যাঁহার নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৬

দৈববশবর্ত্তী ভূতগণ কর্ত্তৃক আক্রম্যমাণ হইয়াও ধীর ব্যক্তি উহা জানিয়া নিজের অবলম্বিত সন্মার্গ হইতে বিচলিত হইবেন না, পৃথিবীর নিকট আমি এই অচল ব্রতরূপ ক্ষমা শিক্ষা করিয়াছি। ৩৭

(পর্ব্বতরূপা ও বৃক্ষরূপা পৃথিবীর নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহা বলিতেছেন) সাধু ব্যক্তি নিরন্তর পরোপকারার্থ চেষ্টা ও পরার্থে নির্জ্জন বাস, পৃথিবার অংশ পর্ব্বত ও বৃক্ষের নিকট হইতে শিক্ষা করিবেন এবং বৃক্ষশিষ্য হইয়া পরাধীনতা অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন পরে তাহাকে কাটিয়া লইয়া যায়, তাহা অনুমোদন করে, তাহার ন্যায় পরাত্মতা শিক্ষা করিবে। ৩৮

(বায়ু দুই প্রকার—প্রাণবায়ু এবং বাহ্যবায়ু, তন্মধ্যে প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষার কথা বলিতেছেন) মুনি ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণবৃত্তিতেই তুষ্ট থাকিবেন, যাহাতে জ্ঞাননাশ না হয়, মন ও বুদ্ধি বিকীর্ণ না হয়, এইরূপ আহার করিবেন। ৩৯

(বাহ্যবায়ুর নিকট শিক্ষা বলিতেছেন) যোগী ব্যক্তি নানাধর্ম্মবিশিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া ও গুণ-দোষ বিবেচনা করিয়া বায়ুর ন্যায় তাহাতে অনাসক্ত হইবেন। ৪০

আত্মদর্শী যোগী ব্যক্তি ইহলোকে পার্থিব দেহে প্রবিষ্ট হইয়াও দেহধর্ম্ম বাল্যাদি আশ্রয় করিয়া ও যেমন বায়ু গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তদ্গুণে যুক্ত হইবেন না। ৪১

(এক অদ্বয় আত্মা অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান ও অসঙ্গ, এই কথা আকাশ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন।) মুনি দেহান্তর্গত হইলেও আত্মা দেহাদির সহিত অসঙ্গ ও তিনি অব্যবচ্ছেদ্য ইহা ভাবনা করিবেন। স্থাবর-জঙ্গমে সর্ব্বত্র সমন্বিত বলিয়া যে ব্যাপ্তি, তাহা দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিবেন। যেমন আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও ঘটাদির সহিত অসঙ্গ পরিচ্ছেদ নাই, সেইরূপ আত্মার বুঝিতে হইবে। ৪২

আকাশ যেমন বায়ুচালিত মেঘাদি পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ পুরুষ কালসৃষ্ট গুণ, বিশেষ তেজঃ অপ্ অন্নময় ভাবের সহিত সংস্পৃষ্ট হইবে না। ৪৩

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্ণাম্। মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ ॥৪৪॥
তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ। সর্ব্বভক্ষোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥৪৫॥
কচিচ্ছন্নঃ কচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্।
ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র দাতৄণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্ ॥৪৬॥
স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ। প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎসরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥৪৭॥
বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ। কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥৪৮॥
কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ। নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চ্চিষাম্ ॥৪৯॥
গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি। ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ ॥৫০॥
বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ। লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ ॥৫১॥
নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ কাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ ॥৫২॥

জল যেমন স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ-মধুর ও তীর্থ-স্থান, মুনিব্যক্তিও তত্তুল্য হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করেন। ৪৪

যুক্তাত্মা ব্যক্তি তেজস্বী ও তপস্যায় প্রদীপ্ত, অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রাহ্য হইয়া অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভক্ষ্য হইয়াও পাপমলে লিপ্ত হয়েন না। ৪৫

মুনিব্যক্তি অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন, কখন বা প্রকাশিত এবং শ্রেয়োঽভিলাষিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ অশুভ কর্ম্মফল দগ্ধ করতঃ দাতারা যাহা দিবেন, তাহাই ভোজন করিবেন। ৪৬

অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের মধ্যে তত্তৎ স্বরূপে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ প্রভু পরমেশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা এই উচ্চ-নীচলক্ষণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ৫৭

জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে ষড়্‌ভাব বিকার, উহা দেহের, আত্মার নহে; যেমন অব্যক্ত গতি কালের প্রভাবে চন্দ্রের কলা সকল হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, উহা চন্দ্রের নহে, সেইরূপ। ৪৮

যেমন স্বরূপতঃ অগ্নির উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, উৎপত্তি-বিনাশ কেবল শিখার মাত্র, তদ্রূপ বলবৎ বেগবান্ কাল দ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ কেবল ভূত-বর্গেরই জানিবে, আত্মার নহে। ৪৯

যেমন সূর্য্য রশ্মি দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার যথাকালে তাহা প্রদান করেন, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া যথাকালে তাহা অর্থিগণকে প্রদান করিবেন, অথচ তাহার লাভালাভে আসক্ত হইবেন না। ৫০

যেমন একমাত্র সূর্য্য, জলপাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন, সেইরূপ স্বস্বরূপাবস্থিত আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও স্থূলবুদ্ধি লোকে উপাধি-প্রতিবিম্বিত আত্মাকে তদ্গতরূপে ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে। ৫১

কোন স্থানে কাহারও সহিত প্রীতি বা লালনাদি নিবন্ধন আসক্তি করিবে না, যদি কেহ করে, তবে সে দীনচিত্ত কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিবে। ৫২

বিবৃতি—অগ্নি যেমন পরের ইচ্ছায় হবিঃ গ্রহণ করেন, সেইরূপ মুনি দাতৃগণের ইচ্ছানুসারে দত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকেন। ৪৬

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ। কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎসমাঃ ॥৫৩॥
কপোতৌ স্নেহগুণিত হৃদয়ৌ গৃহধর্ম্মিণৌ। দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ ॥৫৪॥
শয্যাসনাটনস্থান-বার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকম্। মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু ॥ ৫৫ ॥
যং যং বাঞ্ছতি সা রাজন্ তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা। তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৬॥
কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্নতী কাল আগতে। অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী ॥৫৭॥
তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ। শক্তিভির্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ ॥৫৮॥
প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ ॥৫৯॥
তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ। প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥৬০॥
স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোহন্যং বিষ্ণুমায়য়া। বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥৬১॥
একদা জগ্মতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ। পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥৬২॥
দৃষ্ট্বা তাঁল্লুব্ধকঃ কশ্চিদ্‌যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ। জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে ॥৬৩॥
কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সদোৎসুকৌ। গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥৬৪॥

কোন এক কপোত অরণ্য-মধ্যে বৃক্ষোপরি নীড় নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর তথায় বাস করিয়াছিল। ৫৩

স্নেহবদ্ধহৃদয় কপোত-কপোতী পরস্পর অত্যন্ত প্রীতি বশতঃ নয়নে নয়নে, অঙ্গে অঙ্গে ও বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকিত। ৫৪

তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া মিথুনীভাবে অশন, শয়ন, গমন, উপবেশন, কথোপকথন ও ক্রীড়াদি বিষয়ে এক শরীরের স্যায় বনরাজিতে বিচরণ করিত। ৫৫

সেই কপোতী পতিকে দর্শনালাপাদি দ্বারা প্রীত করিত, সুতরাং পতির অনুকম্পিতা হইয়া যাহা যাহা বাঞ্ছা করিত, অজিতেন্দ্রিয় কপোত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তখনি তাহা আনিয়া দিত। ৫৬

অনন্তর কপোতী যথাকালে প্রথম গর্ভ ধারণ করিল, এবং স্বীয় পতির সমক্ষে নীড়মধ্যে অণ্ড সকল প্রসব করিয়াছিল। দুর্বিভাব্য ঈশ্বর-শক্তিপ্রভাবে যথাকালে সেই সকল অণ্ড হইতে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, কোমলাঙ্গ, পক্ষবিশিষ্ট শাবকগণ উৎপন্ন হইল। ৫৭-৫৮

তখন পুত্রবৎসল কপোতদম্পতী প্রীতচিত্তে সেই সন্তানগণকে পোষণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের কূজন শ্রবণে ঐ অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল। ৫৯

হৃষ্ট শাবকদিগের—পক্ষের সুখস্পর্শ, কূজিত, সুখচেষ্টা, এবং প্রত্যুদ্গম দ্বারা কপোত ও কপোতী আনন্দ লাভ করিত। ৬০

বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত দীনবুদ্ধি ও স্নেহানুবদ্ধ-হৃদয় কপোত-কপোতী পরস্পরে পুত্র-কন্যাদিগকে পালন করিতে লাগিল। ৬১

একদা শাবকদিগের আহারান্বেষণার্থ তাহাদের পিতা-মাতা সেই কাননে আহার লাভের জন্য অর্থী হইয়া দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছিল। ৬২

যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগত কোন বনচর ব্যাধ তাহাদিগকে দেখিয়া জাল পাতিয়া নীড়সমীপে বিচরণকারী শাবকদিগকে ধরিয়াছিল। ৬৩

সন্তানপোষণে সমুৎসুক কপোত ও কপোতী ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া নিজ নীড়ে আগমন করিয়াছিল। ৬৪

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা ॥৬৫॥
সাসকৃৎস্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া। স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥৬৬॥
কপোতশ্চাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাং দীনো বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥৬৭॥
অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ। অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥৬৮॥
অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা। শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ ॥৬৯॥
সোঽহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ। জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥৭০
তাংস্তথৈবাবৃতান্ শিগ্‌ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ। স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥৭১॥
তং লব্ধ্বা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।
কপোতকান্ কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥৭২॥
এবং কুটম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ। পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসাদতি ॥৭৩॥
যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্। গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

কপোতী নিজ শাবকগণকে জালবদ্ধ দেখিয়া রোদনপর শিশুগণের নিকটে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে তাহাদের সম্মুখে গিয়াছিল। ৬৫

ঈশ্বরমায়ায় মুগ্ধা অর্থাৎ স্নেহপ্রবণা, দীনচিত্তা, সেই কপোতী শাবকদর্শনে নষ্টস্মৃতি হইয়া নিজেও জালে বদ্ধ হইয়াছিল। ৬৬

তখন কপোত, আত্মশরীর হইতেও প্রিয়তর সন্তানগণকে ও আত্মসদৃশ ভার্য্যাকে জালে বদ্ধ দেখিয়া অতি দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিল। ৬৭

অহো! অল্পপুণ্য দুর্ম্মতি, আমারই দুর্গতি দেখ, গৃহস্থাশ্রমে দৃষ্ট সুখে অতৃপ্ত ও অকৃতার্থ আমার ত্রিবর্গসাধক গৃহস্থাশ্রম বিনষ্ট হইল। ৬৮

পতিদেবতা অনুরূপা ও অনুকূলা গৃহিণী আমাকে শূন্য গৃহে পরিত্যাগ করিয়া সাধু পুত্রগণসহ স্বর্গে গমন করিতেছে। ৬৯

সেই আমি শূন্য গৃহে ভার্য্যা-পুত্রবিহীন হইয়া দীনভাবে কিরূপে কিসের জন্য বাস করিব, আর কেনই বা দুঃখ-মগ্ন, দুঃখ-জীবিত আমি বাঁচিবার ইচ্ছা করিব? সেই মূর্খ কপোত, জালবদ্ধ মৃত্যুগ্রস্ত বন্ধন-মোচনার্থ চেষ্টমান তাহাদিগকে দেখিয়া মোহে জ্ঞান-শূন্য হইয়া সে-ও জালমধ্যে পতিত হইয়াছিল। ৭০-৭১

সেই ক্রূর ব্যাধ, সেই-গৃহস্থ কপোত-কপোতী ও তাহাদিগের সন্তানগণকে লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া গৃহে গমন করিয়াছিল। ৭২

যে ব্যক্তি এইরূপ কুটুম্বী, অশান্তহৃদয় ও গৃহমেধী হইয়া আসক্তিবশে কুটুম্ব-পোষণপর হয়, সে-ও কপোত-কপোতীর ন্যায় সন্তাপ ভোগ করে। ৭৩

উন্মুক্ত মুক্তিদ্বাররূপ এই মানুষ-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই কপোতের ন্যায় গৃহাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্রে 'আরূঢ়চ্যুত' বলে। ৭৪

ইতি একাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ। দেহিনাং যদ্যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্বুধঃ ॥১॥
গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা। যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ ॥২॥
শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ। যদি নোপনমেদ্গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্ ॥৩॥
ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্দেহমকর্ম্মকম্। শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি ॥৪॥
মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ। অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥৫॥
সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ। নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ ॥৬॥
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! স্বর্গে ও নরকে উভয়ত্র প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ সমান, সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুখও ইচ্ছা করিবে না। ১

(যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীর মাত্র নির্ব্বাহ করিবে, ইহা বলিতেছেন) হে রাজন্! খাদ্য-দ্রব্য মিষ্ট বা বিরস হউক, অধিক বা অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেই অক্রিয় (উদাসীন) হইয়া অজগরের ন্যায় তাহা গ্রাস করিবে। ২

(যদি খাদ্য উপস্থিত না হয়, তবে যাহা করিবে তাহা বলিতেছেন) নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহু দিবস শয়ন করিয়া থাকিবে, যদি তাহাতেও যদৃচ্ছাক্রমে আহারীয় দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে অজগরের ন্যায় দৈবগতি বিবেচনায় ধৈর্য্যবান্ হইবে। ৩

ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও শরীরবলযুক্ত অকর্ম্মক (কার্য্যে চেষ্টাশূন্য) দেহধারণ পূর্ব্বক শয়ানই থাকিবে, অথচ স্বার্থে দত্তদৃষ্টি হইবে, ইন্দ্রিয়বান্ (দর্শনাদি ব্যাপারযুক্ত) হইলেও কোন চেষ্টা করিবে না।

(সমুদ্রের নিকট শিক্ষার কথা বলিতেছেন) বাহিরে প্রসন্ন ও অন্তরে গম্ভীরভাব সমুদ্র দুর্বিগাহ্য, (অলক্ষ্যাভিপ্রায়) দুরতিক্রমণীয়, অনন্তপার, অক্ষোভ্য, অতএব নিশ্চলোদক মহার্ণবের ন্যায় মুনি ব্যক্তি সেই ভাব ধারণ করিবেন। ৪-৫

নারায়ণপরায়ণ মুনি, সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদী সকলের সংযোগে প্রবৃদ্ধ অথবা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, সেইরূপ সমৃদ্ধকাম বা হীনকাম হইলেও সমৃদ্ধ বা হীন হয়েন না। (রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও রস এই পঞ্চ বিষয়ে মুগ্ধ পতঙ্গ, মধুকর, গজ, হরিণ, ও মৎস্য এই পঞ্চ গুরুর কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! পতঙ্গ যেমন রূপমুগ্ধ হইয়া বহ্নিতে পতিত হয়, সেইরূপ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রী-মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া এবং তাহার হাব-ভাবাদি দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া ঘোর নরকে পতিত হয়। ৬-৭

বিবৃতি- এই অধ্যায়ে নয় জন গুরুর কথা বলা হইবে। তন্মধ্যে প্রথমে অজগরের কথা বলিতেছেন, প্রারব্ধ ভোগ অবশ্য হইবে, উহার জন্য উদ্যম করিয়া বৃথা আয়ুক্ষয় করা সঙ্গত নহে, ইহাই শিক্ষার বিষয়। ১

এই বিষয়ে একটি সুন্দর প্রাচীন শ্লোক আছে। যথা—

"পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥"

পাঁচ জনে পাঁচ বিষয়সেবায় বিনষ্ট হয়, আর এক জন অসাবধান ব্যক্তি যখন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচটি বিষয় ভোগ করে, তখন সে কেন বিনষ্ট হইবে না? ৭

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥৮॥
স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্‌গ্রাসং দেহো বর্ত্তেত যাবতা ।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্‌বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯ ॥

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ । সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ ॥১০॥
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষিতম্ । পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥১১॥
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষুকঃ । মক্ষিকা ইব সংগৃহ্নন্ সহ তেন বিনশ্যতি ॥১২॥
পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেৎ দারবীমপি । স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥১৩॥
নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ । বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা ॥১৪॥
ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্ । ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু ॥১৫॥
সুদুঃখোপার্জ্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ । মধূহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্ ॥১৬॥

(যদিও স্ত্রীতে পাঁচটি বিষয়ই বিদ্যমান, তথাপি রূপেতেই প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, এইজন্য রূপের প্রাধান্য বলিয়া পতঙ্গ দৃষ্টান্তে বলিতেছেন) মূর্খ ব্যক্তি মায়ারচিত স্ত্রী, স্বর্ণাভরণ, বস্ত্রাদি দ্রব্যে উপভোগ বুদ্ধির দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় । মধুকরের নিকট শিক্ষার কথা বলিতেছেন, যাহা দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, সেই পরিমাণ অল্প অল্প গ্রাস মুনি ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন ; কোন গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য সাধন করিবেন । ৮-৯

যেমন ভ্রমর নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ কুশল ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন । মুনি ব্যক্তি ভিক্ষিত অন্নাদি পরাহ্ণ বা পরদিবসের জন্য সঞ্চয় করিবেন না, হস্তমাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিয়া গ্রহণ করিবেন, মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না । ১০-১১

ভিক্ষুক ব্যক্তি অপরাহ্ণ বা পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না, যদি করেন, তবে মক্ষিকার ন্যায় আহারীয় দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন । ১২

(স্পর্শ বিষয়ে গজের নিকট শিক্ষার কথা বলিতেছেন) ভিক্ষুক ব্যক্তি কাষ্ঠময়ী যুবতীকেও পদ দ্বারা স্পর্শ করিবেন না । যদি স্পর্শ করেন, তবে করিণীর অঙ্গসঙ্গ জন্য গজের ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া বিনষ্ট হইবেন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখন নিজের মৃত্যুস্বরূপ কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না । যদি আসক্ত হয়, তবে যেমন অন্য গজ কর্ত্তৃক গজ আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সেও বলবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক নিহত হয় । ১৩-১৪

যে লুব্ধ ব্যক্তি অতিদুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে, অথচ দান বা উপভোগ করে না, তাহার সঞ্চিত ধন অন্য লোকে আসিয়া ভোগ করে । যেমন মক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু অন্য লোক আসিয়া তাহা গ্রহণ করে, তদ্রূপ । স্বীয় কল্যাণকামী গৃহস্থগণের সুখ-দুঃখোপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা সিদ্ধ অন্নাদি মধুকরের ন্যায় যতি ব্যক্তি অগ্রে ভোজন করিবেন । ১৫-১৬

বিবৃতি—মধুকর ত্রিবিধ—এক ভ্রমর জাতি, অপর দুইটি মক্ষিকা জাতি ; তন্মধ্যে এক জাতীয় মক্ষিকা সংগ্রহ করে না, অপর জাতি সংগ্রহ করে । ১০

যতি ও ব্রহ্মচারী গৃহস্থের পক্বান্নের অধিকারী—তাহাদিগকে না দিয়া আহার করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয় । শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে—

'যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পক্বান্নস্বামিনাবুভৌ ।
তয়োরন্নমদত্ত্বা তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ । ১৬

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্‌যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ। শিক্ষেত হরিণাদ্বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ ॥১৭॥
নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্। আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ ॥১৮॥
জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ। মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা ॥১৯॥
ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ। বর্জ্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে ॥২০॥

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে ॥২১॥

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্‌বিদেহনগরে পুরা। তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন ॥২২॥
সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী। অভূৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥২৩॥

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।
তান্ শুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেঽর্থকামুকা ॥২৪॥

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী। অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥২৫॥
এবং দুরাশয়া ধ্বস্ত-নিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী। নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥২৬॥

(হরিণের নিকটে শিক্ষার বিষয় বলিতেছেন) বনচর যতি কখনও গ্রাম্যগীত শ্রবণ করিবেন না, ব্যাধের গীত শ্রবণে মুগ্ধ অতএব বদ্ধ হরিণের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিবেন। ১৭

মৃগীপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, স্ত্রীগণের গ্রাম্য নৃত্য-গীতবাদ্য প্রীতি পূর্ব্বক শ্রবণ ও দর্শন করিয়া তাহাদের বশীভূত ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। ১৮

অতিশয় ক্ষোভকারিণী অর্থাৎ দুর্জ্জয় জিহ্বা দ্বারা রস-বিষয়ে বিমুগ্ধ অল্পবুদ্ধি মানব মৎস্য যেমন বড়িশ দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ১৯

নিরাহার মনীষিগণ অতি শীঘ্র জিহ্বা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকেন, নিরাহারকালে একমাত্র রসনেন্দ্রিয়ই প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে। ২০

অন্য সকল ইন্দ্রিয় জয় করিলেও মানব তাবৎ-কাল জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না, যাবৎ পর্য্যন্ত সে রসনেন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারে। রসনাকে জয় করিলে সকলকেই জয় করা হয়। ২১

হে নৃপনন্দন! পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল, তাহার নিকট আমি কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ২২

একদিন সেই স্বৈরিণী পথিক কান্তকে স্বীয় গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তম বেশভূষা দ্বারা উত্তম রূপ ধারণ করিয়া সায়ংকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিল। ২৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরে সেই অর্থকামুকা পিঙ্গলা পথিমধ্যে আগমনকারী পুরুষদিগকে দেখিয়া তাহা-দিগকে শুল্কদ বিত্তশালী কান্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল। ২৪

সেই সঙ্কেতোপজীবিনী বেশ্যা এইরূপ সকল গমনাগমনকারীকে স্বীয় গৃহে আসিতে না দেখিয়া অন্য কোন বিত্তবান্ ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বহু ধন দিবেন, এইরূপ মনে করিতে লাগিল। ২৫

পিঙ্গলা এইরূপ দুরাশায় নিদ্রাশূন্য হইয়া দ্বারা-বলম্বনে প্রবেশ ও নির্গম করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র উপস্থিত হইল। ২৬

বিশ্বহৃতি—রসবিষয়ে আসক্তি বিনাশের কারণ, এই কথা মৎস্যের দৃষ্টান্তে এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ১৯

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ। নির্ব্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ॥২৭॥
তস্যা নির্ব্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম। নির্ব্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ ॥২৮॥
নহ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি। (যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ) ॥২৯॥
পিঙ্গলোবাচ।
অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ। যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥৩০॥

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা ॥৩১॥
অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদ্‌যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥৩২॥
যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্যস্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্ বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥৩৩॥

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ। যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥৩৪॥
সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্। তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥৩৫॥

ধনাশায় শুষ্কবদনা দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার চিন্তাজন্য পরিণামে সুখাবহ পরম বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। ২৭

সেই নির্ব্বিণ্ণচিত্তা পিঙ্গলা যেরূপ বলিয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। হে রাজন্! বৈরাগ্য মানবের আশা-বন্ধনকে অসি যেমন অন্য বন্ধনকে ছেদন করে, সেইরূপ ছেদন করিয়া থাকে। বৈরাগ্য না জন্মিলে কেহই দেহ-বন্ধন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, যেমন বিজ্ঞানশূন্য মানব মমতা ত্যাগ করিতে চায় না। ২৮-২৯

পিঙ্গলা বলিয়াছিল, অহো! অজিতেন্দ্রিয় আমার কিরূপ মোহ বিস্তার, উহা (তোমরা) দেখ, যে বিবেকশূন্যা আমি অতি তুচ্ছ কান্তের নিকট হইতে কাম্য বিষয় কামনা করিতেছি। ৩০

যিনি সর্ব্বদা সমীপে বর্ত্তমান, রতিদাতা, বিত্তপ্রদ, সেই নিত্য রমণ এই কান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ, দুঃখ, ভয়, শোক এবং পীড়াদায়ক ও অতি তুচ্ছ পুরুষকে ভজনা করিতেছিলাম। ৩১

হায়! এতকাল যাবৎ আমি অতিশয় নিন্দিত-জীবিকা সাঙ্কেত্য বৃত্তি দ্বারা বৃথা আত্মাকে পরিতাপিত করিয়াছি। যেহেতু, আমি ক্রীত আত্মা দ্বারা অর্থাৎ নিজেকে বিক্রয় করিয়া লম্পট, অর্থলুব্ধ ও অনুশোচনীয় পুরুষ হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছিলাম। ৩২

বংশ-শঙ্কু সদৃশ অস্থিনির্ম্মিত ও ত্বক্ রোম নখাদি দ্বারা আবৃত, এবং যাহার নব দ্বার দিয়া ক্লেদ ক্ষরিত হয়, তাদৃশ, অথচ বিষ্ঠা-মূত্রপরিপূর্ণ অতি হেয় এই দেহকে আমা ভিন্ন আর কোন্ রমণী কান্তবুদ্ধিতে সেবা করিবে? ৩৩

যেহেতু, যে অসতী আমি আত্মদাতা অচ্যুত ভিন্ন পুরুষের নিকট কামভোগ ইচ্ছা করিয়াছি, সেই কারণে এই বিদেহ নগরে আমিই একা মূঢ়বুদ্ধি। ৩৪

শরীরীদিগের যিনি সুহৃৎ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম নাথ, আত্মা, সেই ঈশ্বরের নিকট এই দেহ বিক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত আমি রমণ করিব। ৩৫

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ ॥৩৬॥
নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা।
নির্ব্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥৩৭॥

মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবঃ। যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥৩৮॥
তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ। ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥৩৯॥
সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী। বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥৪০॥
সাংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্। গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥৪১॥
আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্ব্বিদ্যেত যদাখিলাৎ। অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্‌গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥৪২॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্। ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥৪৩॥
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
পিঙ্গলোপাখ্যানেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

কাম্য বিষয় সকল ও কামদাতা নর সকল, এবং কালভীত দেবগণ ইহারা সকলেই অনিত্য, কামিনীদিগের কি পরিমাণ প্রিয়সাধন করিতে পারে? অর্থাৎ ইহারা কোন বিষয়েই সমর্থ নহে। সুতরাং ইহকালে বা পরকালে সেই ঈশ্বর ব্যতীত কেহই সেব্য নহেন। নিশ্চয়ই আমার মনে হয়, আমার অলক্ষিত কোন কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু, এক্ষণে আমার এই সুখাবহ নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৩৬-৩৭

যদি ভগবান্ প্রীত না হইতেন, তবে এই মন্দভাগ্যের ক্লেশ সকল সেই নৈরাশ্যজনক হইত না, যে বৈরাগ্যবলে মানব গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করে। ৩৮

সেই শ্রীবিষ্ণুপ্রদত্ত বৈরাগ্যরূপ উপহার মস্তকে লইয়া গ্রাম্য ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়সঙ্গজাত এই দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অধীশ্বরের শরণ লইলাম। ৩৯

আমি যথা লাভে জীবিকা নির্ব্বাহ করত শ্রদ্ধাসহকারে সন্তুষ্টচিত্তে সেই রমণ পরমাত্মার সহিত বিহার করিব। সংসার-কূপে পতিত, বিষয়-মোহে অন্ধ এবং কালসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন কে সমর্থ হইবেন? ৪০-৪১

যে সময়ে সমস্ত বিষয় হইতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই আত্মার রক্ষাকর্ত্তা হয়, তখন অপ্রমত্ত ভাবে এই জগৎ কালসর্প-গ্রস্ত, ইহা দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, পিঙ্গলা এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়া এবং কান্ততৃষ্ণাজনিত দুরাশা ছেদন করিয়া ও উপশম প্রাপ্ত হইয়া সে শয্যায় গিয়া উপবেশন করিয়াছিল। ৪২-৪৩

হে রাজন্! আশাই পরম দুঃখের কারণ। নৈরাশ্যই পরম সুখ, যেহেতু, পিঙ্গলা কান্ত বিষয়ক আশা পরিত্যাগ করিয়াই সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। ৪৪

ইতি একাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্। অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ ॥১॥
সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ। তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥২॥
ন মে মানাবমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্। আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ ॥৩॥
দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥৪॥
ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্। স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥৫॥
তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব। অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥৬॥
সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥৭॥
উভয়োরপ্য ভূদ্‌ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্ম শঙ্খয়োঃ। তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ধ্বনিঃ ॥৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মনুষ্যদিগের যাহা যাহা প্রিয়তম, তাহার পরিগ্রহই (আসক্তিই) দুঃখের জন্য হয়, ইহা জানিয়া যিনি অকিঞ্চন (ত্যক্ত-পরিগ্রহ) তিনিই অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়েন। ১

নিরামিষ বলবান্ কুরর পক্ষী, সামিষ দুর্ব্বল কুরর পক্ষীকে বধ করে, সে যদি সেই 'আমিষ' পরিত্যাগ করে, তবে সুখ লাভ করে। ২

আমার মানাপমান কিছুই নাই, অথবা গৃহবান্ বা পুত্রবান্‌দিগের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই। অতএব আমি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকি। ৩

এই দুই ব্যক্তিই চিন্তাশূন্য ও পরমানন্দপ্রাপ্ত। যে বিমুগ্ধ অর্থাৎ অজ্ঞ জড় বালক এবং গুণাতীত, অর্থাৎ প্রকৃতির পর ঈশ্বর প্রাপ্ত। ৪

কোন এক স্থানে এক কুমারী তাহার বান্ধবগণ কোথাও চলিয়া গেলে, তাহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত নিজগৃহে আগত পুরুষদিগকে সে যথোচিত ভাবে পূজা করিয়াছিল। ৫

হে রাজন্! তাহাদিগের ভোজনার্থ গোপনে (উদূখল-মুষলের সাহায্যে) ধান্য অবঘাত করিতে (ভানিতে) থাকিলে তাহার হস্তস্থিত শঙ্খ সকল সুমহৎ ধ্বনি করিয়াছিল। ৬

সেই কুমারী ঐ কার্য্যকে নিন্দিত মনে করিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইয়াছিল। তার পর এক এক গাছি করিয়া শঙ্খগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দুই হস্তে দুই দুই গাছি শঙ্খ মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিল। ৭

তখনও অবঘাত আরম্ভ করিতে ঐ দুই দুই শঙ্খেরও শব্দ হইতে লাগিল। তার পর যখন এক এক করিয়া উভয়হস্তের দুই গাছি শঙ্খ ভাঙ্গিয়া দিল, তখন এক গাছি শঙ্খ হইতে আর শব্দ হইল না। ৮

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম। লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥৯॥

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ ॥১০॥
মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ ॥১১॥
যস্মিন্মনো লব্ধপদং যদেতৎ শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্ ॥১২॥
তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে ॥১৩॥

একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ। অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ ॥১৪॥
গৃহারম্ভোঽতিদুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ। সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥১৫॥
একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া। সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥১৬॥

হে শত্রুদমন! লোকতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে করিতে তাহার নিকট হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছিলাম যে, বহু লোক একত্র বাস করিলে তাহাদিগের মধ্যে কলহ হইয়া থাকে, দুইজনের মধ্যেও একত্র বাসে কথোপকথন হয়। সুতরাং সাধু ব্যক্তি কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকীই বাস করিবেন। ৯-১০

জিতশ্বাস ও জিতাসন হইয়া অনলসভাবে বৈরাগ্য ও অভ্যাস যোগ দ্বারা ধ্রিয়মাণ মনকে এক বস্তুতেই সংযুক্ত করিবে। ১১

লয়-বিক্ষেপাত্মক মন পরমানন্দ রূপ যে ভগবানে লব্ধাস্পদ হইয়া কর্ম্ম-বাসনা সকলকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করে, এক প্রবৃদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা রজ ও তমোগুণকে নিরাস করিয়া বহ্নি যেমন ইন্ধনাভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, মনও সেইরূপ বিষয়াভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই এক বস্তুতে মনকে সংযুক্ত করিবে। ১২

যে মন ইষুনির্ম্মাতা ইষুগত চিত্ত বলিয়া পার্শ্ব দিয়া এক জন (ভেরী বাজাইয়া হস্তি-অশ্ব-লোক জন সহ) গমনকারী রাজাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ যিনি আত্মাতে চিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানিতে পারেন না। ১৩

সর্প যেমন একা বিচরণ করে, নিবাসস্থান-রহিত, প্রমাদশূন্য, একান্তবাসী, আচার দ্বারা অলক্ষিত অর্থাৎ গতি দ্বারা সবিষ বা নির্বিষ ইহা লক্ষ্য করা যায় না, অসহায় ও মিতভাষী মুনিও সেইরূপ হইবেন। ১৪

অস্থির-দেহ জীবের পক্ষে গৃহ নির্ম্মাণ করা দুঃখের জন্য ও বিফল হয়। সর্প পরনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় বাসে সুখী হয়। ১৫

(মাকড়শার নিকট শিক্ষার কথা বলিতেছেন) এক নারায়ণ দেব নিজ মায়া দ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট এই বিশ্বকে কল্পান্তে কালশক্তির দ্বারা সংহার করিয়া আত্মাধার ও অখিলাশ্রয়। ১৬

এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ। কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥১৭॥
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ। কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥১৮॥
কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্। সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥১৯॥
তমাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥২০॥
যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥২১॥
যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্ ॥২২॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥২৩॥

তিনি এক অদ্বিতীয়ই থাকেন, কারণভূত সত্ত্বাদি শক্তি সকল স্বপ্রভাব রূপ কালশক্তি দ্বারা সাম্য নীত হইলে প্রধান ও তদুপরি পুরুষের ঈশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য মোক্ষ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। -১৭

তিনি পর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি, অবর অর্থাৎ মুক্ত জীব তাহাদের পরম অর্থাৎ প্রাপ্য। যেহেতু, তিনি মোক্ষ-শব্দাভিধেয় হয়েন। তিনি নির্বিষয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ, কারণ, তিনি নিরুপাধিক। ১৮

হে অরিন্দম! কেবল আত্মানুভব রূপ কাল দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া সেই মায়া দ্বারা সূত্রকে অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। ১৯

অহঙ্কার দ্বারা নানাবিধ ত্রিগুণাত্মক বিশ্বের সৃজনকারিণী সেই ত্রিগুণ ব্যক্তিকেই (গুণত্রয় কার্য্য মহত্তত্ত্বকেই) সূত্রাত্মা কহে। যাহাতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে, এবং যাহার দ্বারা জীব সংসার-গতি প্রাপ্ত হয়। ২০

যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) হৃদয় হইতে ঊর্ণা (সূক্ষ্ম সূত্র) বক্ত্র দ্বারা বিস্তার করিয়া ও তাহা দ্বারা ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে গ্রাস করে, সেই রূপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। ২১

(গুটিপোকার নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার কথা বলিতেছেন) দেহী স্নেহ, দ্বেষ, অথবা ভয়েতে করিয়া যে যে স্থানে বুদ্ধির সহিত একাগ্র মন ধারণ করেন, তিনি তত্তৎ সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন। ২২

হে রাজন্, কোন কোন কীট অন্য বলবান্ কীট কর্ত্তৃক ধৃত ও কুড্যমধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে পেশকৃত সেই কীটকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ (পূর্ব্বের দেহ) ত্যাগ না করিয়াই তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ২৩

বিবৃতি—সেই এক অদ্বিতীয় (সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত) ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন এক, প্রলয়ের পরও একমাত্র তিনিই থাকেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও জীবন্মুক্ত পুরুষগণ তাঁহাতে লীন হয়েন, সুতরাং কৈবল্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। ১৭

স্নেহানুবন্ধে ভরত মৃগসারূপ্য লাভ করেন, এই দৃষ্টান্ত সবিস্তারে পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। অন্তকালে যে মতি থাকে, সেই গতি লাভ হয়। ইহা দ্বারাও পূর্ব্বমত সমর্থিত হইয়াছে, দ্বেষে শিশুপাল, ভয়ে কংসের সারূপ্য লাভ করার কথাও পূর্ব্ব স্কন্ধে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ২২

যখন সেই দেহেই অন্য সারূপ্য দেখা যায়, তখন দেহান্তরে যে সারূপ্য লাভ করিবে, তাহার আর কি বক্তব্য আছে? ২৩

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো ॥২৪॥
দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতুর্বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কম্।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ ॥২৫॥
জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্ পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্ম্মা ॥২৬॥
জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তির্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥২৭॥
সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥২৮॥
লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥২৯॥

হে রাজন্! এই সকল গুরুর নিকট হইতে আমি এইরূপে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, আর আমি নিজ দেহ হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৪

বৈরাগ্য ও বিবেকের হেতু এই শরীরও আমার গুরু। কারণ, এই শরীর উৎপত্তি-বিনাশ-শালী ও নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখবিশিষ্ট, অতএব শৃগাল-কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক ইহা দ্বারা তত্ত্ব সকল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া অসঙ্গরূপে বিচরণ করিতেছি। ২৫

যে দেহের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় লোকে পুত্র, ধন, পশু, ভৃত্য, গৃহ, আত্মীয়গণকে বিস্তার করিয়া পোষণ করে, সেই অতি কষ্টস্বীকারে যে দেহ ধন সঞ্চয় করে, সেই দেহ অন্তকালে দেহান্তরপ্রাপ্তির বীজ সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হয়। ২৬

একদিকে জিহ্বা এই শরীরকে রসের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তৃষ্ণা জলের দিকে টানিতেছে, কোন দিকে শিশ্ন, কোন দিকে ত্বক্, কোনদিকে উদর, কোনদিকে শ্রোত্র, কোনদিকে ঘ্রাণ, কোনদিকে চক্ষু ও কোনদিকে কর্ম্মশক্তি এক গৃহপতিকে বহু সপত্নীর ন্যায় আকর্ষণ করিতেছে। প্রভু পরমদেব, স্বীয় শক্তি মায়া দ্বারা—বিবিধ পুর (দেহ), বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, সর্প, সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল পুরনির্ম্মাণে পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া আত্মাবলোকন-সমর্থ বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ-শরীর নির্ম্মাণ করেন। ২৭-২৮

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর পুরুষার্থপ্রদ অনিত্য হইলেও সুদুর্লভ এই মানুষদেহ লাভ করিয়া অতি শীঘ্র এইরূপ যত্ন করিবে, যেন মৃত্যুর পর নিকৃষ্ট যোনিতে পতিত হইতে না হয় ও সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ হয়। কারণ—রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয় ভোগ সকল স্থানে সকল দেহে হইতে পারে। ২৯

বিবৃতি—বৃক্ষ অপর বৃক্ষের বীজ উৎপন্ন করিয়া নিজে নাশপ্রাপ্ত হয়, এই ধারাবাহিকতা দেহেরও আছে, সেও দেহান্তরের বীজ রাখিয়া যায়। দেহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া তাহার পোষণার্থ ও তাহার প্রীতির নিমিত্ত স্ত্রী-পুত্র গৃহ ক্ষেত্র লোকে পোষণ করে, সেই দেহও নশ্বর। ২৬

বহুপত্নীক ব্যক্তিকে তাহার পত্নীগণ যেমন নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গও জীবকে নিজ নিজ বিষয়ে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা টানিয়া থাকে। ইহা দ্বারা নিজের অসহায়াবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৭

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি। বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোহনহঙ্কৃতিঃ ॥৩০॥
নহ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্‌। ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥৩১॥
শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ।
বন্দিতোঽভ্যর্থিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্‌ ॥৩২॥

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্ব্বেষাং নঃ স পূর্ব্বজঃ। সর্ব্বসঙ্গবিনির্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
ভগবদুদ্ধবসংবাদেঽবধূতগীতং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

এইরূপ শিক্ষা দ্বারা সঞ্জাত-বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানোলোকপ্রাপ্ত আমি অথবা বিজ্ঞানালোক-রূপ আত্মনিষ্ঠ মুক্তসঙ্গ নিরহঙ্কার আমি এই পৃথিবী বিচরণ করিতেছি। ৩০

এক জন গুরুর নিকট হইতে প্রচুর ও স্থিরতর জ্ঞান লাভ হয় না। কারণ, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা নানা প্রকারে তাঁহাকে নির্ণয় করিয়াছেন। ৩১

ভগবান্‌ বলিলেন, গভীর-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ, যদুরাজকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বয়ং যদুরাজ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও বন্দিত হইয়া তিনি যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় প্রীতহৃদয়ে গমন করিলেন। ৩২

হে উদ্ধব! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বজাত সেই যদু অবধূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত ও সমচিত্ত হইয়াছিলেন। ৩৩

বিবৃতি—শ্বেতকেতু, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা বহু গুরুর আশ্রয় লয়েন নাই। তবে বহু গুরুর আশ্রয় আপনি কেন গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ শঙ্কার উত্তরে এই শ্লোক বলা হইয়াছে। যদিও ইঁহারা পরমার্থোপদেষ্টা নহেন, তথাপি বহু শঙ্কার নিবর্ত্তক। সুতরাং তাঁহাদের বহুত্ব যুক্তই, জ্ঞানপ্রদ গুরু একজনই, ইহা বলিবেন। ৩১

যে পর্য্যন্ত সঙ্গ থাকে, সে পর্য্যন্ত সমচিত্ত হওয়া যায় না, সঙ্গ ত্যাগের পর লোকের প্রতি সমচিত্ত হইতে পারা যায়। ৩৩

ইতি একাদশ স্কন্ধে নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ। বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ১ ॥
অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্। গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ম্ ॥২॥
সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ। নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ ॥৩॥
নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ। জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্ ॥৪॥
যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ। মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥৫॥
অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬ ॥
জায়াপত্যগৃহক্ষেত্র-স্বজনদ্রবিণাদিষু। উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥৭॥
বিলক্ষণঃ স্থূল-সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥৮॥

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! আমার কথিত (পঞ্চরাত্রাদিতে) বৈষ্ণবধর্ম্মে অপ্রমত্ত ও মদাশ্রয় হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও কুলাচার নিষ্কামভাবে আচরণ করিবে। (কিরূপে অকামাত্মা হওয়া যায়, তাহা বলিতেছেন) বৈষ্ণবধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দেহীদিগের বিষয় সকলে সত্যাভিনিবেশ নিবন্ধন যে ফলবিপর্য্যয় হয় তাহা দেখিবে। ১-২

সুপ্ত ব্যক্তির বিষয়াবলোকন বা চিন্তাকল্পিত মনোরথ যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরে যে নানাবুদ্ধি উহাও বিফল। মৎপরায়ণ ব্যক্তি নিবৃত্তকর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, প্রবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। আত্ম-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি কাম্য, নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আদর করিবে না। ৩-৪

মৎপরায়ণ ব্যক্তি অহিংসাদি দ্বাদশ প্রকার 'যম' আদর পূর্ব্বক সেবা করিবে, কখনও আত্ম-জ্ঞানের অবিরোধে শৌচাদি নিয়ম সকলের সেবা করিবে, (তৎপরে উভয় পরিত্যাগ করিয়া) মদ-ভিজ্ঞ মদ্রূপ শান্ত গুরুর উপাসনা করিবে। ৫

(শিষ্যের ধর্ম্ম বলিতেছেন) শিষ্য অভিমান-শূন্য, অমৎসর (যিনি পরশ্রীকাতর নহেন) অনলস, মমতারহিত, (গুরুর প্রতি) সৌহার্দ্দ্যবিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থজিজ্ঞাসু, অসূয়াশূন্য ও ব্যর্থালাপ-রহিত হইবেন। আর স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন, ধন, সমুদায় বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপনার বস্তুর ন্যায় সকল পদার্থকে সমভাবে দর্শন করিবেন। ৬-৭

যেমন বহ্নি দাহ্য কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন এবং তাহার দাহক ও প্রকাশক, সেইরূপ আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিলক্ষণ, দ্রষ্টা ও স্বয়ংপ্রকাশ, (সেই আত্মার ঐক্যজ্ঞানে শম লাভ হয়)। ৮

বিবৃতি—দেহীরা বিষয় সকলকে সত্য বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য যে যে আশায় যে কার্য্য করে, তাহার বিপরীত ফল লাভ করে; এইরূপ কাম্য বিষয়ের অলাভে আশাভঙ্গজনিত দুঃখ নিরন্তর পাইতে দেখিয়া অকামাত্মা হইবে। স্বপ্নদৃষ্ট ও মনঃকল্পিত বিষয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত নানাত্ব বুদ্ধিও বিফল, ইহা দ্বারা এইরূপ অনুমান করা যায় যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বাহিরে নানাত্ববুদ্ধি, সে বিফল। কারণ, উহা নানাত্মক ও ঐন্দ্রিয়ক, বিষয়বৎ। যাহা নানা, উহা মিথ্যা ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং কাম্য বিষয় সকলেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ। ২-৩

স্মৃতি বলিয়াছেন, "মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া॥" ইহা প্রথমার্দ্ধের সমর্থক। ৪

স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ হইতে আত্মা ভিন্ন; কারণ, উভয়দেহ হইতেই আত্মা বিলক্ষণ—দেহের দর্শনকর্ত্তৃত্ব বা স্বয়ং-প্রকাশকত্ব নাই। ৮

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্। অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥৯॥
যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥১০॥
তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্। সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্ ॥১১॥
আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ। তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥১২॥
বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধির্ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ স্বয়ঞ্চ শাম্যত্যসমিদ্‌যথাগ্নিঃ ॥১৩॥
অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৄণাং ভোক্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ। নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্ ॥১৪॥
মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা। তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ ॥১৫॥
এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ। কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ ॥১৬॥

(পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাই আত্মা নিত্য, অনাদি, বিভু ও এক ইহা সিদ্ধ হয়, এই কথা বলা হইয়াছে) যেমন অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত গুণ নাশ, উৎপত্তি, অণুত্ব, বৃহত্ব ও নানাত্বাদি গ্রহণ করে (অথচ সে নানাদিমান্ নহে), তদ্রূপ পরমাত্মা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেহগুণ অনিত্যত্বাদি, দেহ ভিন্ন আত্মা অনুভব করেন, (সুতরাং নিত্যত্বাদি নিবন্ধনও তিনি দেহ হইতে ভিন্ন)। ৯

(অগ্নির কাষ্ঠসংযোগ নিবন্ধন তদ্ধর্ম্মভাগিতা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আত্মা অসঙ্গ, কিরূপে তাহার দেহ বা দেহধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইবে? হইলেই বা নিবৃত্তির উপায় কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) ঈশ্বরের অধীন মায়াগুণে বিরচিত যে এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ তন্নিবন্ধনই জীবের সংসার, আর চিদাত্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই তাহার উচ্ছেদের কারণ। অতএব বিচার দ্বারা কার্য্যকারণ সংঘাতস্থিত একমাত্র আত্মাকে জানিয়া যথাক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে বস্তুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। ১০-১১

(গুরুর নিকট লব্ধবিদ্যা যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে নাশ করিতে পারে, ইহাই স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন) আচার্য্য আদ্য অর্থাৎ অধঃস্থিত অরণিস্বরূপ, শিষ্য উত্তর (উপরিস্থিত) অরণিস্বরূপ ও উপাদেয় তন্মধ্যস্থ মথনকাষ্ঠস্বরূপ, এবং সুখাবহ বিদ্যা অরণিমন্থনে জাত বহ্নিস্বরূপ জানিবে। ১২

শিষ্য কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অথবা গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, নিপুণ সেই অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধি গুণ-কার্য্যরূপা মায়াকে নিরস্ত করে, এবং এই বিশ্ব যদাত্মক, জীবের সংসারের নিমিত্ত, সেই সকল গুণকে দগ্ধ করিয়া কাষ্ঠশূন্য বহ্নির ন্যায় শেষে স্বয়ং উপশান্ত হয়। ১৩

(পূর্ব্বে সকল পদার্থের অনিত্যতা ও মায়াতত্ত্ব বলা হইয়াছে, ইদানীং জৈমিনীয় মত উত্থাপন করিতেছেন যথা) যদি কর্ম্ম, কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখ ও দুঃখের নানাত্ব স্বীকার কর, যদি স্বর্গাদিলোক, তদ্ভোগকাল, তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র ও ভোক্তা আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার কর, যদি স্রক্-চন্দনাদি বিষয় সকলের প্রবাহরূপে নিত্যতা ও মায়িকত্ব মনে কর এবং যদি ঘট-পটাদি জ্ঞানকে তত্তদাকারভেদে ভিন্ন ও উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার কর, হে উদ্ধব! তাহা হইলে সকল দেহীরই দেহযোগ নিমিত্ত সম্বৎসরাদি রূপ কাল বশতঃ বারম্বার জন্মাদি ভাব হইয়া থাকে। ১৪-১৬

বিবৃতি—মীমাংসক মতে—অহং এই প্রত্যয় বিজ্ঞেয় আত্মা এবং সে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, কর্ত্তা ভোক্তাস্বরূপ, পরন্তু নির্ব্বিকার এক পরমাত্মা নাই, তন্মতে বৈরাগ্যও সম্ভব হয় না, ভোগ ও ভোগস্থানের অনিত্যতা হইলেই বৈরাগ্য

অত্রাপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে ।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো ন্বর্থো বিবশং ভজেৎ ॥১৭॥
ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বিদুষামপি । তথাচ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্ ॥১৮॥
যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ । তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্যথা ॥১৯॥
কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে । আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥২০॥
শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদ্দুষ্টং স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ । বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্ ॥২১॥
অন্তরায়ৈরবিহতো যদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ । তেনাপি নির্জ্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু ॥২২॥
ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥২৩॥
স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে । গন্ধর্ব্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেষধৃক্ ॥২৪॥

এবং তন্মধ্যেও কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ-দুঃখভোক্তা জীবের পরাধীনতা লক্ষিত হয়। অতএব কোন্ পুরুষার্থ অস্বাধীন ব্যক্তিকে ভজনা করিবে ? ১৭

(যাহারা সম্যক্ কর্ম্ম করিতে জানে, তাহারা সুখী ; যাহারা ঐরূপ কর্ম্ম করিতে জানে না, তাহারা দুঃখী ; একথাও বলা যায় না, ইহাই বলিতেছেন) হে উদ্ধব ! বিদ্বান্ ও সম্যক্ রূপে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাদৃশ দেহীদিগেরও কোন সুখ নাই এবং মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও কোন দুঃখ নাই। তবে লোকে যে নিজেকে কর্ম্মকুশল বলিয়া সুখী বলে, উহা অহঙ্কার মাত্র। ১৮

যদিও তাঁহারা সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখবিঘাত জানেন, তথাপি মৃত্যু যাহাতে তাঁহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে, এমন কোন উপায় তাঁহারা জানেন না। ১৯

যাহার নিকটে মৃত্যু, তাহাকে অর্থ বা কাম সুখী করিতে পারে না। যেমন বধ্যস্থানে নীয়মান বধ্য পুরুষের কোন বস্তুই তুষ্টিপ্রদ হয় না। ২০

স্বর্গাদি আমুষ্মিক সুখও দৃষ্ট সুখের ন্যায় স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নাশ ও ক্ষয় দ্বারা দুষ্ট, এবং তাদৃশ সুখের বহু অন্তরায় আছে, কৃষি যেমন বিঘ্নবহুল বলিয়া কখন নিষ্ফল হয়, ইহাও তদ্রূপ। ২১

যদি কোন রূপে বিঘ্নবিরহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও তদ্দারা নির্জ্জিত স্থানে যেরূপে গমন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। ২২

যাজ্ঞিকগণ ইহলোকে যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার যজন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, এবং তথায় গিয়া নিজার্জ্জিত দিব্য ভোগ্যবিষয় সকল দেবতাদিগের ন্যায় ভোগ করেন। ২৩

হৃদয়ঙ্গম বেশধারী সেই স্বর্গী, স্বীয় পুণ্যোপার্জ্জিত সর্ব্বভোগসম্পন্ন শুভ্র বিমানে দেবীগণমধ্যে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন। ২৪

সম্ভব হয়। ভোগফলে কর্ম্মবোধক শাস্ত্র ও ভোক্তা আত্মার অনিত্যত্ব সম্ভব নহে। সুতরাং বৈরাগ্যও সম্ভব হয় না, তন্মতে তৎকর্ত্তা কোন ঈশ্বরও নাই, আত্মা নিত্য-জ্ঞানরূপ নহে, সে জ্ঞান॰ পরিণামাকারে। ১৪-১৬

বিবৃতি—যদি স্বাতন্ত্র্য থাকিত, তবে কে দুঃখ ভোগ করিত, আর কোন্ বিবেকী দুষ্কর্ম্ম করিত ? ১৭

ইহলোকে সুখ নাই ইহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে আমুষ্মিক সুখ—বিঘ্নবহুল ও স্পর্দ্ধাদি দ্বারা দোষদুষ্ট সুতরাং কাম্য হইতে পারে না। ২১

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা। ক্রীড়ন্ ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ ॥২৫॥
তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥২৬॥
যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ। কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ ॥২৭॥
পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্। নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ ॥২৮॥
কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ। দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ ॥২৯॥
লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্। ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ ॥৩০॥
গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥৩১॥
যাবৎ স্যাদ্‌গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ। নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥৩২॥
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্। য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥৩৩॥
কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম্ম এব চ। ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি ॥৩৪॥

এবং তিনি ক্ষুদ্র ঘন্টিকাসমূহে শোভমান কামগামী বিমানে নন্দনাদি কাননে স্ত্রীগণসহ নির্বৃত চিত্তে ক্রীড়ারত থাকেন; আপনার পতনের বিষয় জানিতে পারেন না। ২৫

যে পর্য্যন্ত পুণ্য সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল এইরূপ স্বর্গে আনন্দ ভোগ করেন। পরে কালক্রমে পুণ্যক্ষয় হইলে ইচ্ছা না থাকিলেও (অনিচ্ছায়) অধঃপতিত হয়েন। ২৬

যদি অসৎসংসর্গ বশতঃ অধর্ম্মে রত হইয়া অজিতেন্দ্রিয় হয়, অথবা কামাত্মা, কৃপণ, ভোগতৃষ্ণাকুল, স্ত্রৈণ ও ভূত-বিহিংসক হয়, এবং যদি অবিধি পূর্ব্বক পশুহত্যা করিয়া ভূত-প্রেতগণের পূজা করে, তবে অবশ হইয়া নরকে গমন করে, অবশেষে স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত হয়। ২৭-২৮

এবং সেই দেহে পুনর্ব্বার দুঃখজনক কর্ম্ম করে, তাহাতে পুনর্ব্বার অন্যদেহ ভজনা করে; অতএব মর্ত্ত্যধর্ম্মীদিগের কি সুখভোগ হয়, বিবেচনা কর। ২৯

এবং লোকসকল ও কল্পজীবী লোকপাল সকলেরও আমা হইতে ভয় হয়, এবং দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় হইয়া থাকে। ৩০

(পূর্ব্বে যে কর্ত্তৃ-ভোক্তৃরূপ আত্মা বলা হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণ করিতেছেন) ইন্দ্রিয় সকল কর্ম্ম-সৃষ্টি করে (আত্মা করে না), সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় (আত্মা প্রবৃত্ত করান না), ইন্দ্রিয়সংযুক্ত জীব কর্ম্মফল ভোগ করে (নিরুপাধি আত্মা ভোগ করেন না)। ৩১

যতদিন গুণবৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব হয়, যতদিন আত্মার নানাত্ব থাকে, ততদিন তাহার পরাধীনতা হয়, যতদিন পরাধীন থাকে, ততদিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়। যাঁহারা এইরূপ গুণবৈষম্য এবং তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা শোক ও মোহের বশীভূত হইয়া মুগ্ধ হয়েন। ৩২-৩৩

মায়াক্ষোভ হইলে লোক সকল আমাকে কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব ও ধর্ম্ম ইত্যাদি বহু প্রকার বলিয়া বর্ণন করে। ৩৪

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ। গুণৈর্ন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো ॥৩৫॥

কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈর্ব্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ। কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা ॥৩৬॥

এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর। নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে বিভো! দেহী গুণে ও দেহজ সুখ-দুঃখে বর্ত্তমান থাকিয়াও কিরূপে বদ্ধ না হয়, এবং গুণেতে আবৃত না হইয়াই বা কিরূপে বদ্ধ হয়? ৩৫

আর বদ্ধ ও মুক্ত কি কি পৃথক্ আকারে অবস্থিতি করেন, কিরূপে বিহার করেন? কি লক্ষণ দ্বারা উভয়কে জানা যায়, তাঁহারা কি প্রকারে ভোজন করেন, কি পরিত্যাগ করেন, কোথায় শয়ন করেন, কিরূপে উপবাস করেন ও কোথায় গমন করেন? ৩৬

হে অচ্যুত! আপনি প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ, এক বস্তুই নিত্য বদ্ধ ও নিত্য মুক্ত কিরূপে হইতে পারে? আমার এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। ৩৭

বিবৃতি—গুণ না থাকিলে অথবা থাকিলে মুক্তি হয়, প্রথমে জ্ঞানসাধনাভাব নিবন্ধন মুক্তি হইতে পারে না, দ্বিতীয়ে গুণে বর্ত্তমান থাকিয়া তৎকার্য্য দেহজ কর্ম্মেও সুখ-দুঃখাদিতে বদ্ধ হইবে না কেন? আকাশবৎ আত্মা বলিয়া গুণ সকল তাহাকে বদ্ধ করে না, ইহা বলিলে বদ্ধ এই কথাই সম্ভব হয় না, অনাবৃত কিরূপে বদ্ধ হইবেন? ৩৫

ইতি একাদশ স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥১॥

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥২॥
বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥৩॥
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে। বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥৪॥
অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে। বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি ॥৫॥

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥৬॥

(উদ্ধবের নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন) ভগবান্ বলিলেন, আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত, মদধীন সত্ত্বাদি গুণোপাধি নিবন্ধন বাস্তবিক নহে, গুণ মায়ামূলক সুতরাং বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই, ইহা মৎকৃত ব্যাখ্যা অর্থাৎ আমার নির্ণয়, অথবা আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত এই যে ব্যাখ্যা অর্থাৎ উক্তি, উহা আমার গুণ; পরাধীনত্ব নিবন্ধন গুণ মায়ামূলক, সুতরাং আমার বন্ধন বা মোক্ষ নাই। ১

(জগতের কারণ গুণত্রয় মায়াময় বলিয়া তৎকার্য্য সংসার ও মায়া এই কথা বলিতেছেন) যেমন স্বপ্ন কেবল বুদ্ধির বিবর্ত্তমাত্র, তদ্রূপ শোক, মোহ, সুখ দুঃখ ও দেহপ্রাপ্তিরূপ যে সংসার, তাহা কেবল মায়া মাত্র, বাস্তব নহে। ২

হে উদ্ধব! বিদ্যা, অবিদ্যা উভয়ই আমার শক্তি, উভয়ই শরীরীদিগের বন্ধ, মোক্ষকারী। উভয়ই অনাদি, উভয়কেই আমার মায়া দ্বারা নির্ম্মিত জানিবে। ৩

হে মহামতে! আমার অংশভূত, অনাদি একমাত্র জীবেরই অবিদ্যাকৃত বন্ধ ও বিদ্যাকৃত মোক্ষ হয়। ৪

হে উদ্ধব! বদ্ধ ও মুক্তের বৈলক্ষণ্য আমি তোমাকে বলিতেছি, উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম হইলেও এক ধর্ম্মীতেই অবস্থিত। ৫

বৃক্ষ হইতে পক্ষী যেমন পৃথগ্‌ভূত, সেইরূপ দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত চিদ্রূপ বলিয়া সাদৃশ্যবিশিষ্ট এবং ইহারা অবিযুক্ত একমত বলিয়া সখা, মায়াবলে এক দেহেই ইহারা থাকিবার জন্য হৃদয়রূপ নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া এই দুই জীব ও ঈশ্বর (পক্ষিসদৃশ) আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর নিরাহার থাকিয়া জ্ঞানশক্তি দ্বারা অধিক বলবান্। ৬

বিবৃতি—যেমন একই চন্দ্রের জলাদি উপাধিকৃত বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদ হয়, যেমন সেই জলাদিতে কম্পাদি প্রতিবিম্বেরই, চন্দ্রের নয় এবং যেমন প্রতিবিম্ব সকলেরও উপাধিভেদে ভেদ হওয়ায় একটি জলের কলসী ভগ্ন হইলে তদ্গত প্রতিবিম্বেরই বিম্বৈক্য হয়, অন্য পাত্রগত প্রতিবিম্বের হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত মদংশ জীবেরই অবিদ্যাকৃত বন্ধ হয়, এবং উপাধিভেদ নিবন্ধন জীবের নানাত্ব ব্যবস্থা হয়, বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ হয়। ৪

বৈলক্ষণ্য দুই প্রকার। জীব ও ঈশ্বরের এক প্রকার, অপর জীবগণের। এই শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য দেখান হইতেছে, জীব-ধর্ম্ম শোক ও ঈশ্বর-ধর্ম্ম আনন্দ, একধর্ম্মী অর্থাৎ এক শরীরে যেমন আছে, তেমন জীব নিয়ম্য ও ঈশ্বর নিয়ন্তা ইহারাও তথায় বিদ্যমান। ৫

শ্রুতিরই অংশবিশেষ লইয়া এই শ্লোকে বিরুদ্ধ ধর্ম্মজীব ও ঈশ্বরের একই দেহে অবস্থিতির কথা পক্ষিসাদৃশ্যে বলা হইয়াছে। ৬

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥৭॥
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্‌যথোত্থিতঃ। অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্‌যথা ॥৮॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ। গৃহ্যমাণেষ্বহং কুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥৯॥
দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা। বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥১০॥
এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে । দর্শনস্পর্শনঘ্রাণ-ভোজনশ্রবণাদিষু ॥ ১১ ॥
ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ।
প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ ॥১২॥
বৈশারদ্যেক্ষয়াঽসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ । প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্‌বিনিবর্ত্ততে ॥১৩॥
যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ । বৃত্তয়ঃ স বিনির্ম্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ ॥১৪॥

সেই বিদ্বান্ নিরাহার পুরুষ নিজেকে ও অন্যকে অর্থাৎ জীবকেও জানেন, আর পিপ্পলাদ অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলভোক্তা জীব সেরূপ নহেন, যিনি অবিদ্যাযুক্ত, তিনি নিত্যবদ্ধ আর যিনি বিদ্যাযুক্ত, তিনি নিত্য-মুক্ত। ৭

(এই শ্লোকে বদ্ধ-মুক্ত জীবেরই বৈলক্ষণ্য দেখান হইতেছে) হে উদ্ধব! বদ্ধ ও মুক্ত জীবের পরস্পর ভেদ এই যে, বিদ্বান্ মুক্তপুরুষ; স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় সংস্কারবশে দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন, এবং কুমতিবদ্ধ পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় স্বরূপত দেহে বর্ত্তমান না থাকিয়াও দেহস্থ, অর্থাৎ তন্নিমিত্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ৮

রাগাদিশূন্য যিনি বিদ্বান্, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় গৃহ্যমাণ হইলেও গুণ গুণকে গ্রহণ করিতেছে এই মনে করিয়া অহঙ্কার করেন না অর্থাৎ আমি গ্রহণ করিতেছি এইরূপ মনে করেন না। ৯

অজ্ঞ লোক, দৈবাধীন এই দেহে ইন্দ্রিয়ভাব্য কর্ম্ম দ্বারা বর্ত্তমান হইয়া আমি কর্ত্তা বলিয়া মনে করায় বদ্ধ হয়। ১০

এইরূপ বিরক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি বিষয় সকলে ইন্দ্রিয়গণকে উহা উপভোগ করাইয়া অজ্ঞানীর ন্যায় শয়নাদিতে বদ্ধ হয়েন না। যেমন আকাশ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হইয়াও কোন স্থানে বদ্ধ হয় না, এবং যেমন সূর্য্য নানাপাত্রস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া এবং বায়ু যেমন সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও বদ্ধ হয় না, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না। ১১-১২

বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত নিপুণ দর্শন দ্বারা ছিন্ন-সংশয় বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বপ্ন হইতে প্রতিবুদ্ধের ন্যায় নানাত্ব হইতে অর্থাৎ দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হয়েন। ১৩

(কি প্রকারে বিহার করেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,) হে উদ্ধব! যাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তি সকল অর্থাৎ ক্ষুৎ-পিপাসা দর্শন-শ্রবণাদি সঙ্কল্প নিশ্চয়রূপ বৃত্তি সকল সঙ্কল্পশূন্য হয়, সে দেহস্থ হইলেও এবং দেহ ধর্ম্মযুক্ত হইলেও মুক্ত জানিবে। ১৪

বিবৃতি—এই তিনটি শ্লোক দ্বারা কিরূপে থাকে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, উহার সারার্থ সুখ ও দুঃখশূন্য ও নিরভিমান হইয়া দেহে বর্ত্তমান থাকিবে। ১০

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্‌যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্চ্যতে বা ক্বচিৎ তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥১৫॥
ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা। বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ ॥১৬॥
ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা। আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥১৭॥
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥১৮॥
গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥১৯॥
যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্‌বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥২০॥
এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি। উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্ব্বগে ॥২১॥
যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্। ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥২২॥

(বদ্ধ মুক্ত বুঝিবার উপায় বলিতেছেন) হে উদ্ধব! দুর্জ্জন বা হিংস্রজন্তু যাহার দেহের হিংসা করিলে অথবা যদৃচ্ছাক্রমে কখন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যিনি পূজিত হইলেও বিকৃত হয়েন না, তিনিই বিদ্বান্ মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ১৫

সাধু বা অসাধু কর্ম্মকারীদিগকে এবং সাধু বা অসাধুবাদীদিগকে যিনি প্রশংসা করেন না, বা নিন্দা করেন না, সেই গুণ-দোষবর্জ্জিত, সমদর্শী মুনি মুক্ত পুরুষ। ১৬

যিনি ভাল-মন্দ কোন কার্য্য করেন না, মিষ্ট বা কটু কথা বলেন না, সাধু বা অসাধু কিছুই চিন্তা করেন না এবং যিনি আত্মারাম ও উক্ত বৃত্তি অবলম্বনে জড়ের ন্যায় বিচরণ করেন, তিনিই মুক্ত। ১৭

যে ব্যক্তি শব্দব্রহ্মে (বেদে) অভিজ্ঞ, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি করে না, তাহার শাস্ত্রেতে যে শ্রম, সে কেবল বন্ধ্যা গো-রক্ষণের ন্যায় শ্রম-ফল মাত্র। ১৮

যে ব্যক্তি দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করে, সেই ব্যক্তিই দুগ্ধদোহা অর্থাৎ উত্তরকালে আর যাহার দুগ্ধ হইবে না, তাদৃশ গো, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন শরীর, অসৎ পুত্র, যোগ্য পাত্রে অদত্ত ধন ও ভগবৎ-প্রসঙ্গরহিত বাক্যকে রক্ষা করিয়া থাকে। ১৯

যে বাক্যেতে জগতের শোধক ও সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়জনক আমার কর্ম্ম বর্ণিত না হয়, কিম্বা আমার লীলাবতাররূপ জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত না হয়, ধীর ব্যক্তিরা সেই বন্ধ্যা অর্থাৎ নিষ্ফল বাক্য ব্যবহার করেন না। ২০

এইরূপ জিজ্ঞাসা দ্বারা আত্মাতে নানাত্ব ভ্রম নিরাস করিয়া পরে সর্ব্বগ আমাতে রজোগুণরহিত মন অর্পণ করিয়া মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। ২১

যদি পরব্রহ্মে নিশ্চলরূপে মন ধারণ করিতে সমর্থ না হও, তবে নিরপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ কর। ২২

বিবৃতি—চিরদুঃখী ব্যক্তিই এই সকল লইয়া সংসার করে। তাহাদের উহা দ্বারা কখনও সুখ হয় না বা হইতে পারে না। ১৯

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ। গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥২৩॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ। লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥২৪॥
সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা। স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্ ॥২৫॥
শ্রীউদ্ধব উবাচ।
সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো। ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা ॥২৬॥
এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো। প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্ ॥২৭॥
ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥২৮॥
শ্রীভগবানুবাচ।
কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্। সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥২৯॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥৩০॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥৩১॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ ॥৩২॥

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মঙ্গলজনক, লোকপাবন আমার চরিত-কথা শ্রবণ ও আমার কর্ম্ম সকল গান ও অনুস্মরণ করিয়া এবং বারম্বার অভিনয় করিয়া, হে উদ্ধব! আমার আশ্রিত হইয়া আমার নিমিত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম আচরণ করিবে এবং তাহাতে সনাতন আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিবে। ২৩-২৪

এইরূপে সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তি দ্বারা সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার উপাসক হয়েন, এবং সাধুগণপ্রদর্শিত আমার পদ অনায়াসে লাভ করেন। ২৫

উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো! হে উত্তমশ্লোক! কীদৃশ সাধু আপনার সম্মত, এবং সাধুগণ কর্ত্তৃক আদৃতা কীদৃশ ভক্তি আপনাতে উপযুক্ত হয়? ২৬

হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে লোকাধ্যক্ষ! হে প্রভো! প্রণত অনুরক্ত ও শরণাগত আমাকে ইহা বিশেষ করিয়া বলুন। ২৭

হে ভগবন্! আপনি প্রকৃতির পরপুরুষ ও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, অতএব আপনিই পরব্রহ্ম, হে প্রভো! আপনি ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে পরিমিত শরীর ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২৮

ভগবান্ বলিলেন, কৃপালু (পরদুঃখসহিষ্ণু) কোন দেহীর প্রতি অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, (ক্ষমাবান্) সত্যপরায়ণ কিম্বা স্থিরবল, অনিন্দ্যকর্ম্মা, অর্থাৎ অসূয়াদিরহিত সুখদুঃখসম, এবং সকলের উপকারক, কাম দ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহশীল, কোমল-চিত্ত, সদাচার, অকিঞ্চন (অপরিগ্রহ), অনীহ অর্থাৎ দৃষ্ট ক্রিয়াশূন্য, মিতভোজী, শান্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মদেকাশ্রয় ও মননশীল, সাবধান, নির্ব্বিকার, ধৈর্য্যশীল, জিতষড়্গুণ অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা-মৃত্যু জয়ী, অমানী অথচ অন্যের মানদাতা, দক্ষ, মৈত্র (অবঞ্চক), কারুণিক, কবি অর্থাৎ জ্ঞানী, এই লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই সাধু। ২৯-৩১

এইরূপ গুণ ও দোষ সকল জানিয়া আমা কর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া যে আমাকে ভজনা করে, সেও সত্তম। ৩২

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥৩৩॥
মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্। পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥৩৪॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব। সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥৩৫॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্। গীততাণ্ডববাদিত্র-গোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥৩৬॥
যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥৩৭॥
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি ॥৩৮॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ। গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া ॥৩৯॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্। অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥৪০॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥৪১॥
সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্। ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥৪২॥

যাহারা আমি যেরূপ এবং যাদৃশ অর্থাৎ আমি দেশকালাপরিচ্ছিন্ন, সচ্চিদানন্দ রূপ ইহা জানিয়া বা না জানিয়া অথবা বিশেষরূপে পুনঃ পুনঃ জানিয়া অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহারা ভক্ততম ও আমার সম্মত। ৩৩

(ভক্তিলক্ষণ বলিতেছেন) হে উদ্ধব! আমার প্রতিমা ও আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, পরিচর্য্যা, স্তুতি, নমস্কার ও গুণকীর্ত্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুষ্ঠানলব্ধ বস্তু সকলের আমাতে সমর্পণ, দাস্যভাবে আমাতে আত্মনিবেদন, আমার জন্ম-কর্ম্ম-কথন, আমার পর্ব্বদিনের অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতির অনুমোদন, গীত নৃত্য বাদিত্র ও সপরিবারে আমার গৃহে উৎসব, আমার সমুদায় বার্ষিক পর্ব্বে যাত্রা ও পুষ্পোপহারাদি সমর্পণ, আমার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, আমার ব্রত-ধারণ, আমার প্রতিমাস্থাপনে শ্রদ্ধা, আর উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, পুর, মন্দির প্রভৃতি মদীয় তুষ্টিজনক কার্য্য স্বয়ং বা অনেকে মিলিয়া উদ্যোগ করিবে। সংমার্জ্জন, গোময়োপলেপন, জলসেক, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি দান ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ভৃত্যের ন্যায় অকপট ভাবে আমার গৃহ-শুশ্রূষা করিবে। ৩৪-৩৯

অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, কৃত কার্য্যের অপরিকীর্ত্তন করিবে এবং নিজে অথবা অন্য ব্যক্তির আমাকে নিবেদিত দ্রব্য স্বীকার করিবে না, এমন কি, আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত দীপের আলোকে কার্য্য করিবে না অথবা অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য আমাকে অর্পণ করিবে না। ৪০

লোকের যে যে বস্তু ইহলোকে ইষ্টতম এবং যাহা নিজের অত্যন্ত প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য নিবেদন করিবে, তাহাতে অনন্ত ফল লাভ করিবে। ৪১

হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায় ভূত, এই একাদশ পদার্থ আমার পূজার স্থান জানিবে। ৪২

বিবৃতি—বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না,—ইহা স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে বুঝিতে হইবে। ভক্তি পূর্ব্বক সকল নৈবেদ্যই গ্রহণ করা যায়, যথা—

"ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎফলং সমবাপ্যতে।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎফলং ভুঞ্জতাং কলৌ।
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ"। ৪০

সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥৪৩॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া। বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ ॥৪৪॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি। ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥৪৫॥
ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ। যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥৪৬॥
ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ। লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥৪৭॥
প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব। নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥৪৮॥
অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন। সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
ভগবদুদ্ধবসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

হে উদ্ধব! ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ সূক্তপাঠ বা উপস্থাপনাদি দ্বারা সূর্য্যে, হবিঃ দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণে ও তৃণাদি দ্বারা গো-সকলে আমার পূজা করিবে। ৪৩

বৈষ্ণবে বন্ধুবৎ সৎকার দ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যান দ্বারা, বায়ুতে প্রাণবুদ্ধি দ্বারা, জলে জলাদি দ্রব্য দ্বারা আমার পূজা করিবে। ৪৪

স্থণ্ডিলে—অর্থাৎ মৃত্তিকায় রহস্য মন্ত্রন্যাস দ্বারা, আত্মাতে ভোগ দ্বারা এবং সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে স্থিত আমাকে সমভাব দ্বারা পূজা করিবে। ৪৫

এই সকল অধিষ্ঠানে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত আমার রূপ ধ্যান করত সমাহিত চিত্তে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ ইষ্টা পূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা সমাহিত হইয়া আমার অর্চ্চন করেন, তিনি আমাতে দৃঢ়ভক্তি লাভ করেন কারণ, সাধুদিগের দ্বারাই আমার বিষয়ক স্মৃতি জন্মে। ৪৬-৪৭

হে উদ্ধব! প্রায়শ সাধু-সঙ্গজনিত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই যেহেতু আমিই সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয়, অতএব সৎসঙ্গই আমার অন্তরঙ্গ সাধন। ৪৮

হে যদুনন্দন! হে উদ্ধব! অনন্তর অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ও তোমাকে বলিব; কারণ, তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা। ৪৯

বিবৃতি—বন্ধুবৎ সৎকার বৈষ্ণবে, ঈশ্বরে নহে; কারণ, তাহাতে প্রভুবুদ্ধি থাকে, গো-কেই যবসাদি দান, চতুর্ভুজে নহে; কারণ, উহা তাঁহার অভক্ষ্য, জলে জলাদি দ্বারা পূজা গ্রীষ্মকালে বিহিত, বর্ষাকালে নিষিদ্ধ। এই সকল পরিচর্য্যা-বিধি হইতে জানিতে হইবে। ৪৬

ইতি একাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥১॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥২॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥৩॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ ॥৪॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥৫॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥৬॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥৭॥

ভগবান্ বলিলেন, যোগ (আসন, প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য (তত্ত্ববিবেক), অহিংসাধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি), ত্যাগ (সন্ন্যাস), ইষ্টাপূর্ত্ত (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বাপী কূপারামাদি নির্ম্মাণ) দান, ব্রত (একাদশী-চাতুর্ম্মাস্যাদি , যজ্ঞ (দেবপূজা), ছন্দ (রহস্য মন্ত্র), তীর্থ, নিয়ম ও যম আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ সর্ব্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার আসক্তিনিবারক সৎসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে। ১-২

সৎসঙ্গবলে দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর ও মনুষ্যগণমধ্যে রজস্তমঃপ্রকৃতি বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি ইঁহারা সেই সেই যুগে বহু লোকেই আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময় ও বিভীষণ, সুগ্রীব, হনূমান্, জাম্ববান্, গজেন্দ্র, জটায়ু, বণিক্‌পথ (তুলাধার), ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ ও যজ্ঞে দীক্ষিত যজ্ঞপত্নীগণ ও অপর সকলে সৎসঙ্গবলে আমার পদ লাভ করিয়াছেন। ৩-৬

ইঁহারা বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, এবং মহত্তম ব্যক্তিগণের উপাসনা করেন নাই এবং তপস্যাচরণও করেন নাই, কেবল মাত্র আমার কিম্বা আমার ভক্তের সঙ্গ করায় ইঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭

বিবৃতি—যথা শব্দের উল্লেখ থাকায় যোগ প্রভৃতিও কথঞ্চিৎ ভগবান্‌কে বশীভূত করে ইহা বুঝাইয়াছে, অথবা যথা শব্দের অর্থ—যথাবৎ সুতরাং যোগাদি আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, সৎসঙ্গই যথাবৎ বশীভূত করে এই অর্থ। ১-২

বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মে নারদ ও অঙ্গিরার সহিত সঙ্গ হয় ও সঙ্কর্ষণ-সঙ্গ হয়; প্রহ্লাদের গর্ভে থাকাকালীন মাতার নিকট নারদের উপদেশ শ্রবণরূপ সৎসঙ্গ; বৃষপর্ব্বা দানব ইনি জন্মিবামাত্র মাতৃ-পরিত্যক্ত, মুনিপালিত ও বিষ্ণুভক্ত, ইহা পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধ; বলির প্রহ্লাদসঙ্গ ও বামনসঙ্গ; বাণের বলি ও মহেশ্বরসঙ্গ; ময় দানবের সভা নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে পাণ্ডব-সঙ্গ; বিভীষণের হনুমৎসঙ্গ; সুগ্রীবাদি গজ পর্য্যন্ত ইহারা মৃগ, গজের পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গ ছিল, উত্তর জন্মে ভগবৎসঙ্গ; জটায়ুর গরুড় ও দশরথসঙ্গ, সীতাদর্শন ও ভগবদ্দর্শন; বণিক্‌পথ তুলাধার ইহার কথা মহাভারতে জাজলিমুনির গর্ব্বপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে; ধর্ম্মব্যাধের কথা আদি, বরাহপুরাণেও বিস্তৃত রূপে আছে, সে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া, ও রাজমিত্রতা নিবন্ধন মৃগয়ারত হয়, পরে একদিন মৃগভ্রান্তিতে গো-হত্যা করে, তাহারই ফলে অন্ত্যজ শূদ্র হয়। সে নীলাদ্রিনাথকে দর্শন করে; নীলাদ্রিনাথ তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তাহাতে সে তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। কুব্জার পূর্ব্বজন্মে নারদসঙ্গ হয়, ইহা মাথুর হরিবংশে প্রসিদ্ধ আছে। ৩-৬

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥৮॥
যং ন যোগেন সাঙ্খ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি ॥৯॥
রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগতীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥১০॥
তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥১১॥
তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥১২॥
মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥১৩॥
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥১৪॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্। যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥১৫॥

গোপীগণ, গো-গণ, যমলার্জ্জুনাদি বৃক্ষগণ, মৃগগণ ও কালিয়াদি মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ, এবং যে সকল অন্য মূঢ়বুদ্ধি কেবল প্রীতি দ্বারাই অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮

যে আমাকে সাংখ্যযোগ, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, গুণকীর্ত্তন, বেদপাঠ ও সন্ন্যাস দ্বারা অতিযত্নবান্ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হয়েন না। ৯

যে সময় অক্রূর কর্ত্তৃক বলদেবের সহিত আমি মথুরায় নীত হইতেছিলাম, সেই সময় আমাতে অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার বিচ্ছেদরূপ দুঃসহ দুঃখে পীড়িত হইয়া গাঢ় প্রেম বশতঃ আর অন্য কোন বস্তুই সুখের নিমিত্ত দর্শন করে নাই। ১০

হে উদ্ধব! আমি তাহাদিগের প্রিয়তম হইয়া যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন আমার দ্বারা যে সকল রাত্রি তাহাদিগের ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল, পরে আমা হইতে বিযুক্ত হইলে সেই সকল রাত্রি তাহাদিগের কল্পসমান বোধ হইয়াছিল। ১১

যেমন সমাধিকালে মুনিগণ নামরূপাদি কিছুই জানিতে পারেন না, সমুদ্র-জলে প্রবিষ্ট নদী সকলের ন্যায় আমাতে প্রবিষ্ট এবং আমাতে আসক্তি বশতঃ আমাতে বদ্ধচিত্ত গোপীগণও সেইরূপ নিজদেহ এবং দূরস্থ নিকটস্থ অথবা পতি-পুত্রাদি মমতাস্পদ এবং দেহাদি অহঙ্কারাস্পদ ইহলোক পরলোক কিছুই জানিতে পারে নাই। ১২

মৎকামা অর্থাৎ কেবল আমাকে যাহারা পাইতে চায়, সেইরূপ শত সহস্র অবলাগণ আমার স্বরূপ জানিত না; অথবা নিজেদের সৌন্দর্য্যাদি জানিত না অথবা যাহাদের ন্যায় স্বরূপ জ্ঞান কাহারও নাই, তাহারা রমণবিষয়ক জার (উপপতি) বলিয়াই আমাকে জানিত; কিন্তু আমার সঙ্গবশে পরব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৩

অতএব হে উদ্ধব! তুমি শ্রৌত-স্মার্ত্ত বিধি অথবা বিধি ও নিষেধ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহীর আত্মারূপ আমার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আমা দ্বারা অকুতোভয় অর্থাৎ যে কোন স্থান হইতে ভয়শূন্য হইবে। ১৪-১৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর। ন নিবর্ত্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥১৭॥
যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমিধ্যতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥১৮॥
এবং গদিঃ কর্ম্ম গতির্বিসর্গো ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।
সঙ্কল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥১৯॥
অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ ॥২০॥
যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥২১॥

উদ্ধব বলিলেন, হে যোগেশ্বরেশ্বর! আপনার বাক্য শ্রবণকালেই আমার হৃদয়স্থিত সংশয় (আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে কি না অথবা কর্ম্ম কর্ত্তা কি না) নিবর্ত্তিত হইতেছে না, যাহা দ্বারা আমার মন ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। ১৬

ভগবান্ বলিতেছেন, হে উদ্ধব! নাদযুক্ত প্রাণ-মনঃ সহিত আধারাদি চক্রে প্রবিষ্ট, ছয় চক্রে অভিব্যক্ত সেই এই পরমেশ্বর মণিপুর ও বিশুদ্ধ চক্রে মনোময় সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্ত হইয়া পরে মুখ বিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি ভাবে স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়েন। ১৭

যেমন আকাশে উষ্মরূপে ব্যক্ত অগ্নি কাষ্ঠে অধিক রূপে মথিত হইলে বায়ু সহকারে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া হবিঃ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই বাক্য অর্থাৎ বেদরূপা বাণী আমারই প্রকাশক জানিবে। ১৮

এই ঈশ্বর আদিতে অব্যক্ত, একই মাত্র ছিলেন। কালে বাগাদি ইন্দ্রিয় রূপ শক্তি বিভক্ত হওয়ায় অথবা মায়াশক্তির সাহায্যে তিনি বহু প্রকারের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। তিনিই আদ্য ত্রিগুণাশ্রয়, লোক-পদ্মের কারণভূত, যেমন বীজসকল ক্ষেত্রে পতিত হইয়া বহু হয়, সেইরূপ। ১৯-২০

উপাদান কারণ দীর্ঘ ও বক্র সূত্র সকলে পট (বস্ত্র) যেমন ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরে এই বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছে। এই যে পুরাণ, অনাদি-প্রবৃত্তি স্বভাব, সংসার-বৃক্ষ, ইহা ভোগ ও মোক্ষরূপ দুই পুষ্প ও ফল প্রসব করে। ২১

বিবৃতি—ঈশ্বর নিজ মায়াবশে প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হয়েন, সেই প্রপঞ্চাধ্যাস নিবন্ধন অনাদি অকর্তৃত্বাদি সুতরাং তাহার নিষেধ করিতে হয়। সেই অধ্যাসকালে সত্ত্বশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিবে, এই কথা বলিয়াছি। চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভক্তি-বিক্ষেপক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে আমাকে ভজনা করিতে বলিয়াছি, জ্ঞান হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, সেই বিষয়েরই বিবৃতি, এইরূপ ঈশ্বর হইতে বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবের সংস্থিতি। কারণ, প্রপঞ্চোদ্গম এই শ্লোক হইতে সার্দ্ধচতুঃ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১৭

অতি গূঢ় এই অর্থ আমি ব্যতীত আর কে জানিবে এবং

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥২২॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥২৩॥
এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

পুণ্য ও পাপ রূপ দুইটি ইহার বীজ, অপূরিত বাসনা ইহার মূল, তিন গুণ ইহার কাণ্ড, পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটি বিষয়ের প্রসূতি, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, এই বৃক্ষে জীব ও পরমাত্মা রূপ দুইটি পক্ষীর নীড় (কুলায়) আছে। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এই তিনটি ঐ বৃক্ষের বল্কল, সুখ ও দুঃখ এই দুইটি ইহার পরিপক্ক ফল, এই বৃক্ষ (দেহ) সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আছে। ২২

কামী গৃহস্থগণ এই বৃক্ষের একটি ফল (দুঃখ) ভোজন করে, অরণ্যবাসী বিবেকী (সন্ন্যাসীরা) সুখরূপ আর একটি ফল (মোক্ষ) ভোগ করেন, এই সকল বিষয় যিনি পূজ্যপাদ শ্রীগুরুর সাহায্যে জানেন, তিনিই বেদের তত্ত্বার্থ জানিতে পারেন। ২৩

অতএব হে উদ্ধব! তুমি গুরূপাসনাজনিত একান্ত ভক্তি ও সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানকুঠার দ্বারা অপ্রমত্ত হৃদয়ে জীবোপাধি লিঙ্গ-শরীর ছেদন করিয়াও পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে ঐ অস্ত্র ত্যাগ করিবে। ২৪

জানিয়াই বা কে জীবের সংসার নিস্তারের নিমিত্ত ভক্তিজ্ঞান কর্ম্মাদি উপায় ব্যবস্থা করিবে? এই জন্য তোমাতে যোগ্য পাত্রে সেই সকল উপায় রাখিয়া দিলাম, তুমি বদরিকাশ্রমে ভক্ত ঋষিগণ সমীপে প্রকাশ করিও, মনিরা কৃতার্থ হইবেন।১৮

ইতি একাদশ স্কন্ধে-দ্বাদশ-অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ। সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥১॥

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্‌বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ। সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥২॥

ধর্ম্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ। আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে ॥৩॥

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥৪॥

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্‌যদ্‌বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে। নিন্দন্তি তামসং তৎ তদ্রাজসং তদুপেক্ষিতম্ ॥৫॥

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে। ততো ধর্ম্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্ ॥৬॥

বেণুসঙ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্‌ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্। এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ॥৭॥

(গুণত্রয় জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক, সুতরাং তাহার নিরাকরণ পূর্ব্বক বিদ্যোৎপত্তির কথা বলিতেছেন) ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইহা বুদ্ধির গুণ, আত্মার নহে, অতএব সত্ত্বগুণ বৃত্তি দ্বারা সত্য দয়াদিরূপ সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। ১

সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে মানবের আমাতে ভক্তিরূপ ধর্ম্ম উদিত হয়, সাত্ত্বিক উপাসনা দ্বারা সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হয়, তাহা হইতে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়। ২

অনুত্তম সত্ত্ববৃদ্ধির কারণ ধর্ম্ম, রজঃ ও তমঃকে নাশ করে, ঐ উভয় (রজোগুণ ও তমোগুণ) বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্য অধর্ম্ম শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ৩

শাস্ত্র, জল, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার এই দশটি গুণত্রয়বৃত্তির কারণ। ৪

ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধগণ যে কয়েকটি সত্ত্বগুণের প্রসংশা করেন, উহাই সাত্ত্বিকগুণ এবং যাহার নিন্দা করেন, উহা তামস এবং যাহাকে উপেক্ষা করেন, উহাই রাজস। ৫

পুরুষ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির নিমিত্ত সাত্ত্বিক পদার্থই সেবা করিবে, তাহা হইতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান তাবৎ পর্য্যন্ত যাবৎ দেহদ্বয় তৎকারণভূত গুণাপোহ হয়। ৬

যেমন বংশবৃক্ষের সংঘর্ষজনিত বহ্নি ঐ বনকে দগ্ধ করিয়া পরে স্বয়ং উপশান্ত হয়, সেইরূপ গুণব্যত্যয় জন্য দেহ ও অগ্নির ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া যাহার, তাদৃশ হইয়া উপশান্ত হয়। ৭

বিবৃতি—সাত্ত্বিক পদার্থের সেবা দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে; তখন লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। ২

পূর্ব্বোক্ত দশ প্রকার সাত্ত্বিক গুণেরই উপাসনা করিবে, নিবৃত্তিপর শাস্ত্র, প্রবৃত্তিপর নহে ও পাষণ্ড শাস্ত্র নহে; জল তীর্থোদক—গন্ধোদক সুরাদি নহে; প্রজা—নিবৃত্ত জন সকল, প্রবৃত্তিপর জন নহে; দেশ—বিবিক্ত স্থান, রথ্যাদ্যুত স্থান নহে; কাল—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তাদি ধ্যানাদির জন্য সেবা করিবে; সায়ং—নিশীথাদি নহে; কর্ম্ম—নিত্যাদি, কাম্য নহে; জন্ম—বৈষ্ণব, শৈব-দীক্ষারূপ, ধ্যান বিষ্ণুর, কামিনী প্রভৃতির নহে; মন্ত্র—প্রণবাদি, সংস্কার আত্মশোধক, কেবল দেহ ও গৃহাদির নহে। ৬

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

বিদন্তি মর্ত্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্। তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ ॥৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি। উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ ॥৯॥

রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ। ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ ॥১০॥

করোতি কামবশগঃ কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ। দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ ॥১১॥

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ। অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে ॥১২॥

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনো ময্যর্পয়ন্ শনৈঃ। অনির্ব্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ॥১৩॥

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥১৪॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব। যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ। পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্ ॥১৬॥

উদ্ধব বলিলেন, হে কৃষ্ণ! মানবগণ প্রায়ই বিষয় সকল যে বিপদের আধার ইহা জানে, তথাপি কুকুরগণ যেমন ভর্ৎসিত হইয়াও প্রভুদত্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। গর্দ্দভ খরীর পদদ্বয় দ্বারা তাড়িত হইয়াও তাহার অনুধাবন করে, ছাগ এত নির্লজ্জ যে, তাহাকে বধ করিতে আনিলেও সে ছাগীর অনুসরণ করে, সেইরূপ মানবগণ দোষ জানিয়াও তাহা ভোগ করে। ৮

ভগবান্ বলিলেন, বিবেকশূন্য ব্যক্তির দেহাদিতে আমি এই মিথ্যা বুদ্ধি যথাবৎ অর্থাৎ সত্যের ন্যায় উদিত হয়, তাহার পর অহংবুদ্ধি হইতে বৈকারিক রজোবৃত্তি আসিয়া মনকে ব্যাপ্ত করে। ৯

মন রজোবৃত্তিযুক্ত হইলে বিকল্পসহ সংকল্প আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে গুণ-ধ্যানবশতঃ সেই দুর্ম্মতি পুরুষের অতি দুর্দ্ধর্ষ কাম আসিয়া আবির্ভূত হয়। পরে রজোগুণ-বিমোহিত অবিজিতেন্দ্রিয় ও কামের বশীভূত সেই মানব, কর্ম্ম সকল পরিণামে দুঃখপ্রদ ইহা জানিয়াও সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। ১০-১১

(ইহা হইলেও সকলেই এরূপ হয় না, ইহা বলিতেছেন) তাহার মধ্যে বিদ্বান্ পুরুষ, রজস্তমো বৃত্তি দ্বারা বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হইলেও পুনর্ব্বার অনলসভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক বিষয়ে দোষদৃষ্টি হইয়া আর তাহাতে আসক্ত হয়েন না। ১২

অপ্রমত্ত, অনাসক্ত, জিতশ্বাস ও জিতাসন হইয়া যথাকালে অর্থাৎ তিন সময়ে আমাতে মন অর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে সমাহিত হইবে। সমুদায় বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া যথাবৎ আমাতে আবিষ্ট করিবে, ইহাই যোগ। এই কথা আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। ১৩-১৪

উদ্ধব বলিলেন, হে কেশব! আপনি যে কালে যে রূপ ধারণ করিয়া সনকাদি ঋষিগণের প্রতি যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি সেই কাল ও সেই রূপ জানিতে ইচ্ছা করি। ১৫

ভগবান্ বলিলেন, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ একদা পিতার নিকট আসিয়া যোগের দুর্জ্ঞেয় ঐকান্তিকী গতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১৬

শ্রীসনকাদয় ঊচুঃ।

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো। কথমন্যোন্যসন্ত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥১৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ। ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্ম্মধীঃ ॥১৮॥
স মামচিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া। তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা ॥১৯॥
দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্। ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কো ভবানিতি ॥২০॥
ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা। যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে ॥২১॥
বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ। কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ ॥২২॥
পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ। কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ ॥২৩॥
মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ। অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥২৪॥

যোগিগণ বলিলেন, হে প্রভো! রাগাদিবশে অন্তঃকরণ বিষয়ে প্রবেশ করে, এবং বিষয় সকলও বাসনারূপে চিত্তে প্রবেশ করে। অতএব যে বিষয় সকল অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে, সেই মুমুক্ষুর কি প্রকারে সেই ভয়ের পরস্পর ত্যাগ সম্ভব হয়, তাহা বলুন। ১৭

ভগবান্ বলিলেন, ভূতভাবন স্বয়ম্ভু মহাদেব হিরণ্যগর্ভ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নবীজ চিন্তা করিলেন, পরন্তু কর্ম্মবিক্ষিপ্তবুদ্ধি তিনি কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। ১৮

সেই দেব হিরণ্যগর্ভ, প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন, আমিও সেই সময়ে হংসরূপে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম।১৯

তাঁহারা আমাকে দেখিয়া ও আমার নিকটে আসিয়া আমার পাদাভিবন্দন করিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া 'আপনি কে' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২০

সেই সময়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, হে উদ্ধব! তুমি তাহা শ্রবণ কর। ২১

ভগবান্ হংস বলিলেন, হে বিপ্রগণ! তোমাদের এই প্রশ্ন যদি আত্মবিষয়ক হয়, তবে আত্মার অনানাত্ব অর্থাৎ ঐক্য হইলে এইরূপ প্রশ্ন কিরূপে ঘটিতে পারে, এবং উত্তরদাতা আমরাই বা কে আশ্রয় হইবে অর্থাৎ আত্মা যখন সর্ব্বত্র অবিশেষ, তখন কোন্ জাতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া উত্তর বলিব। ২২

(আর যদি ভূতসমূহ বিষয়ক প্রশ্ন হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন) মনুষ্যাদি দেহে বস্তুত পঞ্চ-ভূত, সমান অর্থাৎ সকল দেহই একরূপ পঞ্চভূতসৃষ্ট, উহাও অভিন্ন, সুতরাং সেই ভূতসমূহে আপনি কে? এইরূপ প্রশ্ন অনর্থক, বাক্য দ্বারা আরব্ধ মাত্র। ২৩

মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, সেই সকলই আমি, আমা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ইহা তত্ত্ববিচার দ্বারা অবগত হও। ২৪

বিবৃতি—দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান হইলে দেহনিষ্ঠ আসক্তি হইতে পারে না এবং নিজে নিজেই বিষয় ও চিত্তের বিশ্লেষ হয়, এই কথা বলিবার জন্য প্রশ্ন খণ্ডন ব্যপদেশে আত্মানাত্মবিবেক বলিতেছেন। এই প্রশ্ন কি আত্মবিষয়ক অথবা তদুপাধিভূত সত্ত্ববিষয়ক? যদি আত্মবিষয়ক হয়, তবে আত্মার ঐক্য নিবন্ধন এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, আর বক্তারই বা কে আশ্রয় হইবে, অথচ কোন্ জাতি গুণাদি বিশেষ আশ্রয় করিয়া উত্তর বলিব। ২২

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ। জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ ॥২৫॥
গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া। গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ ॥২৬॥
জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥২৭॥
যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ। ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্‌গুণচেতসাম্ ॥২৮॥
অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ম্।
বিদ্বান্ নির্ব্বিদ্য সংসার-চিন্তাং তুর্য্যেস্থিতস্ত্যজেৎ ॥২৯॥
যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্ত্তেত যুক্তিভিঃ। জাগর্ত্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥৩০॥

হে পুত্রগণ! সত্যই গুণেতে চিত্ত আবিষ্ট হয় এবং চিত্তে গুণ সকল প্রবিষ্ট হয়, এইরূপ ভাবে গুণ ও চিত্ত উভয়ই গ্রথিত, ব্রহ্মস্বরূপ জীবের দেহ উপাধিমাত্র, উহা স্বরূপ নহে। ২৫

(জীব স্বশক্তি দ্বারা বিষয়কে বিযুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু অভেদোপাসনা দ্বারা সমর্থ হয়, ইহা বলিতেছেন) অতএব পুনঃ পুনঃ বিষয়-সেবা দ্বারা তৎসংস্কারবশে বিষয়েতে আবিষ্টচিত্ত এবং বাসনারূপে চিত্ত হইতে সম্ভূত বিষয় সকল মৎস্বরূপ হইয়া এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিবে। ২৬

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই বৃত্তি সকল গুণ নিবন্ধন বুদ্ধিরই, এবং উহা স্বাভাবিকও নহে এবং উহা হইতে বিলক্ষণ জীব তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে নিশ্চিত হইয়াছেন। ২৭

যে সময়ে জীবের দেহাধ্যাসরূপ সংসার-বন্ধ হয়, সেই সময়েই সে জীবের গুণবৃত্তিপ্রদ হয়; যখন তুরীয় আমাতে স্থিত হয়, তখন এই সংসার-বন্ধন ত্যাগ করে, তখন গুণ ও চিত্তের অন্যান্য স্বতই ত্যাগ হয়। ২৮

(কিরূপে সংসার-বন্ধন হয় ও কিরূপে তাহাকে ত্যাগ করিতে হয় তাহা বলিতেছেন) আনন্দাদির আবরণ দ্বারা অনর্থ হেতু সংসার-বন্ধনকে অহঙ্কার-জনিত বলিয়া জানিবে, তাহার পর ইহা দুঃখময় ইহা জানিয়া তুরীয় চৈতন্যে অবস্থিত হইয়া সংসার-চিন্তা ত্যাগ করিবে অর্থাৎ বুদ্ধিতে যে অভিমান—তৎকৃত চিন্তা অর্থাৎ ভোগ-চিন্তা ত্যাগ করিবে। ২৯

যত দিন যুক্তি সকল দ্বারা পুরুষের আত্মবিষয়ক নানাত্ব বুদ্ধি নিবৃত্ত না হয়, তত দিন সেই অজ্ঞ জাগ্রৎ থাকিলেও স্বপ্নাবস্থের ন্যায়, যেমন স্বপ্নে জাগরণ দেখা যায়, তাহার ন্যায়। ৩০

বিবৃতি—যদি কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপে বিষয়ের সহিত সংগ্রথিত চিত্ত বুদ্ধি প্রভৃতি শব্দবাচ্য হয় ও উহাই জীবের স্বরূপ হয়, তবে উহার বিয়োগ হইতে পারে না। পরন্তু উহার স্বরূপ আমি ব্রহ্মই, চিত্তাধ্যাস নিবন্ধন বিষয়ের সহিত সংগ্রথন হয়, অতএব নিজের ব্রহ্মত্ব ভাবনা দ্বারা ও বিষয়ের মিথ্যাত্ব অনুসন্ধান দ্বারা বিষয় সকল হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ভগবানকে ভজনা করিলেই পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থান হয়, ইত্যভিপ্রায়। ২৫

মদভেদ—ভাবনাবশে মদ ভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞানী উভয়কে—চিত্ত ও বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করেন, ভক্তগণ ভগবৎ-সেবাকে পরম পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবল্লীলা-গুণ রূপে নিমগ্ন থাকায় স্বতই গুণ সকল তাঁহাদের চিত্ত হইতে দূরে সরিয়া যায়, তাঁহাদের চিত্ত-গুণের পরস্পর ত্যাগ দুর্ঘট, মন্ময়ীভাব তাঁহারা চায় না। ২৬

জাগরণাদি বৃত্তি সত্ত্বাদি গুণ নিবন্ধন বুদ্ধির উহা স্বাভাবিকও নহে, যেমন সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ, রজোগুণ হইতে স্বপ্ন, তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি হয়, জীব ইহার বিলক্ষণ। ২৭

যতকাল দেহে জীবের অধ্যাস থাকে, তাবৎ সংসার-বন্ধন হয়, যখন সে তুরীয় আমাতে অবস্থান করে, তখন সে গুণ-বৃত্তি ত্যাগ করে; সুতরাং তখনই গুণের ও চিত্তের যে অন্যান্য গ্রথন উহা ত্যাগ হয়। ২৮

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা। গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা ॥৩১॥

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্ ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্তে উপসংহরতে স একঃ স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥৩২॥

এবং বিমৃশ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।
সংচ্ছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণজ্ঞানাসিনা ভজত মাঽখিলসংশয়াধিম্ ॥৩৩॥

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্।
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ ॥৩৪॥

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণস্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥৩৫॥

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥৩৬॥

আত্ম ভিন্ন দেহাদি অন্য পদার্থের অসত্য হেতু তৎকৃত—দেহাদিকৃত বর্ণাশ্রমাচারাদি ভেদ ও স্বর্গাদি ফল, এবং কর্ম্ম এই সকলই আত্মার সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় মিথ্যা। ৩১

(যুক্তি সকল বলিতেছেন) যিনি জাগ্রৎকালে বাহিরে ক্ষণিকধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ বাল্য-তারুণ্যাদি ধর্ম্মযুক্ত বিষয়সকল সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করেন, এবং স্বপ্নকালে জাগ্রদ্দৃষ্ট বাসনাময় পদার্থ সকল ভোগ করেন, তিনিই স্মৃতি দ্বারা সর্ব্বাবস্থায় অনুসন্ধান করেন এবং এই জন্যই ত্রিগুণ বৃত্তির দ্রষ্টাও একমাত্র ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর। ৩২

এইরূপ বিবেচনা করিয়া গুণাধীন যে মনের তিনটি অবস্থা, উহা আমার মায়া দ্বারা আমাতে কল্পিত, স্বরূপতঃ নহে, এইরূপ অর্থ নিশ্চয়রূপ করত অনুমান ও সাধুর উপদেশ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়গত সকল প্রকার সংশয়রূপ মানস দুঃখ ছেদন করিয়া আমাকেই ভজনা কর। ৩৩

মনোবিলসিত, দৃষ্ট, বিনাশশালী, অলাতচক্রসদৃশ অতি চঞ্চল, এই জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় ভ্রম মাত্র জানিবে, জ্ঞান একমাত্র, তিন প্রকার যে গুণ পরিণামকৃত বিকল্প, তাহাই মায়া, তাহাই বহু প্রকারে প্রতিভাত হয়। ৩৪

অতএব তৃষ্ণারহিত নিশ্চেষ্ট, এবং নিজ সুখানুভবসম্পন্ন পুরুষ এই জগৎ হইতে দৃষ্টিকে নিবৃত্ত করিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইবেন, কদাচিৎ অবস্তু বুদ্ধিতে ত্যক্ত এই জগৎ আর ভ্রমের নিমিত্ত হয় না, পরন্তু দেহপাত পর্য্যন্ত ইহার স্মৃতি থাকে। ৩৫

মদিরামদান্ধ ব্যক্তি (মাতাল) যেমন পরিহিত বস্ত্র আছে কি নাই, ইহার অনুসন্ধান রাখে না, সেইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তিও যে দেহ দ্বারা স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, অথবা যাহা হইতে স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, সেই নশ্বর দেহ উত্থিত হউক অথবা অবস্থিতই হউক দৈববশে আগত বা নির্গত এই দেহকে আর দেখিতে পান না। ৩৬

বিবৃতি—যে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি এবং যে আমি তার পর কিছুই জানিতে পারি নাই, সেই আমি এখন জাগ্রৎ রহিয়াছি। এই একত্বের অন্বয় নিবন্ধন ইন্দ্রিয়েশ্বর এক, তিনি ভিন্ন নহেন। ৩২

এই স্থানের অনুমান এইরূপ—এই জগৎকে ভ্রমযুক্ত দর্শন করিবে, যেহেতু ইহা মনোবিজৃম্ভিত, দৃষ্ট ও বিনাশী। দৃষ্টান্ত যথা—স্বপ্ন এবং অতি চঞ্চল বলিয়া অলাতচক্রবৎ। নিগমনপ্রকার যথা—গুণ-পরিণামকৃত যে বিকল্প, উহাই মায়া। ৩৪

এই শ্লোকে জ্ঞানসিদ্ধ জীবন্মুক্তের দশা বলা হইয়াছে। ৩৬

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥৩৭॥
ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাঙ্খ্যযোগয়োঃ। জানীতমাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া ॥৩৮॥
অহং যোগস্য সাঙ্খ্যস্য সত্যস্যর্ত্তস্য তেজসঃ। পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তের্দমস্য চ ॥৩৯॥
মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥৪০॥
ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ। সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাঽগৃণত সংস্তবৈঃ ॥৪১॥
তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ। প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

দৈববশানুবর্ত্তী দেহ ও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ-কাল পর্য্যন্ত প্রাণেন্দ্রিয় সহ অপেক্ষা করে—জ্ঞাত পরমার্থ বস্তু সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ সমাধি-যোগারূঢ় হইয়া পুনর্ব্বার এই স্বপ্ন-তুল্য প্রপঞ্চকে আর ভজনা করেন না। ৩৭

হে বিপ্রগণ! সাংখ্য ও যোগের যাহা অতি গুহ্য (রহস্য), তাহা আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি। তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিবার নিমিত্ত আগত আমাকে যজ্ঞ পুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণু বলিয়া জানিবে। ৩৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি সাংখ্য, যোগ, সত্য ও ঋত ধর্ম্ম (ধর্ম্মপ্রমাণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান), তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি ও দম ইত্যাদি সকলের পরায়ণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ৩৯

যাহারা গুণ-পরিণাম নহে, সেই সাম্য অসঙ্গাদি-গুণ সকল, নির্গুণ, নিরপেক্ষ সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা-রূপী আমাকে ভজনা করে। ৪০

হে উদ্ধব! সনকাদি ঋষিগণ এইরূপ আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ও ছিন্নসংশয় হইয়া আমাকে পূজা করিয়া পরম ভক্তি সহকারে নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। ৪১

পরে আমি পরম ঋষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ পূজিত ও সংস্তুত হইয়া পরমেষ্ঠীর সাক্ষাতে নিজধামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম। ৪২

ইতি একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ। তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥১॥
ভবতোদাহৃতঃ স্বামি-ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ। নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥৩॥
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥৪॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ। মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥৫॥
কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃকিংপুরুষাদয়ঃ। বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥৬॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং মতয়স্তথা। যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥৭॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥৮॥

উদ্ধব বলিলেন, হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বহু প্রকার শ্রেয়ঃসাধন বলেন, তাহার মধ্যে কি সকলেরই প্রাধান্য অথবা একটির মুখ্যতা, তাহা আমাকে বল। ১

হে স্বামিন্! আপনি যে ভক্তিযোগ বলিয়াছেন, উহাই নিরপেক্ষ। অর্থাৎ অহৈতুক হইলে সর্ব্বসঙ্গ নিরাস করিয়া আপনাতে মন আবিষ্ট হয়, সুতরাং আপনার কথিত ভক্তিযোগই প্রধান কি না তাহা বলুন। ২

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! যাহাতে আমার ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই বেদবাক্য সকল কাল সহকারে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, পরে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। ৩

সেই ব্রহ্মা নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে বলেন, তাঁহার নিকট হইতে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষিরা গ্রহণ করেন। ৪

সেই প্রজাপ্রতি ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণ হইতে তাঁহাদিগের সন্তান, দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণেরা তাহা প্রাপ্ত হয়েন। ৫

পরে দেবতুল্য দ্বীপান্তরীয় মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, কিংপুরুষেরা প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহারা সকলেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্ভূত ও বিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন। ৬

যে বেদবাক্য দ্বারা ভূতগণ ও ভূতপতি সকল পৃথক্‌কৃত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের সকলেরই স্বভাবানুসারে বেদার্থ-ব্যাখ্যাবিষয়ক বিচিত্র বাক্য সকল নিঃসৃত হয়। ৭

এইরূপ প্রকৃতি-বৈচিত্র্য নিবন্ধন মানবগণের বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতেছে। তাহাদের উপদেশ-পরম্পরা দ্বারা মতভেদ হইয়াছে, অপর কেহ কেহ পাষণ্ডমত প্রতিপালন করিতেছে। ৮

বিবৃতি—ইহার এইরূপ অর্থ যে, আপনি যে ভক্তিযোগ বলিয়াছেন, এবং অন্যে যে সকল শ্রেয়ঃসাধন বলেন, তাহাদের সাক্ষাৎ ফলসাধনত্ব নিবন্ধন প্রাধান্য অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব নিবন্ধন প্রাধান্য ইত্যাদি। ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। অন্য সকল স্বর্গাদি ফলকামী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রধান বলিয়া কল্পিত হইয়াছে; সুতরাং উহা অতি ক্ষুদ্র, এই কথা বলিবার জন্য মানব যে নিজ প্রকৃত্যনুসারে বহু প্রকার বেদার্থ কল্পনা করেন, ইহা সপ্তশ্লোকে বলিতেছেন। ২-৩

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ। শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি ॥৯॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্। অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্‌যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥১০॥
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ। দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥১১॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ। ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥১২॥
আকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥১৩॥
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ ॥১৪॥
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১৫॥
নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্‌ঘ্রিরেণুভিঃ ॥১৬॥
নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥১৭॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মায়া দ্বারা মোহিত-বুদ্ধি পুরুষেরা কর্ম্ম ও অভিরুচি অনুসারে নানা প্রকারে শ্রেয়ঃসাধন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ৯

কর্ম্ম-মীমাংসকগণ ধর্ম্মকে, কাব্যালঙ্কার-কর্ত্তারা যশকে, বাৎস্যায়ন প্রভৃতিরা কামকে, যোগশাস্ত্র-কর্ত্তারা সত্য, শম ও দমকে, অন্য দৃষ্টার্থবাদী দণ্ডনীতি-কর্ত্তারা ঐশ্বর্য্যকে, লোকায়তিকেরা দান ভোজনাদিকে, কেহ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, কেহ দানকে, কেহ ব্রত নিয়ম যমকে পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করেন। ১০

এই সমুদায় পুরুষার্থের প্রাপ্য ফলস্বরূপ লোক সকল অনিত্য, কর্ম্মনির্ম্মিত, পরিণামে দুঃখপ্রদ, মোহময়, ক্ষুদ্র এবং মন্দ ভোগকালেও শোকপরিব্যাপ্ত। ১১

হে সভ্য! (ভক্তির মুখ্যত্ব এই যে) যাহারা আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিরপেক্ষ হইয়াছেন, মদাত্মক হওয়ায় সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদিগের যে সুখ হয়, বিষয়-বাসনা দ্বারা বশীভূতচিত্ত লোকদিগের সে সুখ কোথায়? আমার প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টমানস, অকিঞ্চন, শান্ত ও সমচেতা ব্যক্তির সকল দিক্‌ই সুখময় রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ১২-১৩

আমাতে অর্পিতচিত্ত ভক্ত-পুরুষ আমা ব্যতীত অন্য ব্রহ্মলোক অথবা ইহলোক কিম্বা সার্ব্বভৌম পদ অথবা পাতালের আধিপত্য কিম্বা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ-মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। ১৪

হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয়তম তদ্রূপ ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইলেও, সঙ্কর্ষণ আমার ভ্রাতা হইলেও, লক্ষ্মী আমার ভার্য্যা হইলেও অথবা আমার এই নিজ মূর্ত্তিও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে। ১৫

হে উদ্ধব! নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্ব্বৈর ও সমদর্শন মুনি ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি নিত্য গমন করিয়া থাকি; তাদৃশ ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা পবিত্র হইব, এই জন্য। ১৬

অকিঞ্চন, আমাতে অনুরক্তচিত্ত, শান্ত, নিরভিমান, অখিল জীববৎসল, কামনা দ্বারা অস্পৃষ্ট হৃদয়, মদ্‌ভক্তগণ নিরপেক্ষ ব্যক্তির লভ্য যে সুখ ভোগ করেন, তাহা অন্য লোকে জানেও না, অথবা এইরূপ হইয়া যাঁহারা আমাকে প্রীত করেন, তাঁহারাই নৈরপেক্ষ সুখ জানেন, অন্যে জানে না। ১৭

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥১৮॥
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১৯॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥২০॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥২১॥
ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥২২॥
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥২৩॥
বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥২৪॥
যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥২৫॥

(উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত ভক্তও কৃতার্থ হয় এই কথা বলিতেছেন) অজিতেন্দ্রিয় আমার ভক্ত যদি কখনও বিষয় দ্বারা আকৃষ্টমান হয়েন, তথাপি তিনি সমর্থ ভক্তিপ্রভাবে প্রায়ই বিষয় দ্বারা অভিভূত হয়েন না। ১৮

হে উদ্ধব! (পাকাদির নিমিত্ত) প্রজ্বলিত সুসমিদ্ধ শিখাবিশিষ্ট অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমুদায় পাপ-রাশিকে বিনষ্ট করে। ১৯

হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্র বা সাংখ্যযোগ, কিম্বা বেদাধ্যয়ন, অথবা তপস্যা কিম্বা দান, ইহারা আমাকে সেরূপ প্রাপ্ত করায় না, যেমন মদ্বিষয়ে তীব্র ভক্তি করিয়া থাকে। ২০

শ্রদ্ধাজনিত যে ভক্তি, সেই একমাত্র ভক্তি দ্বারা আত্মা ও প্রিয় আমি সাধুদিগের প্রাপ্য হইয়া থাকি, আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত দৃঢ়া ভক্তি চণ্ডালকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করে। ২১

(ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধন ব্যর্থ, ইহা বলিতেছেন) সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্ম, কিম্বা তপস্যাযুক্ত জ্ঞান ইহারা মদ্‌ভক্তিবিহীন আত্মাকে সম্যক্‌রূপে পবিত্র করিতে পারে না। ২২

রোমহর্ষ (রোমাঞ্চ পুলক) ব্যতীত ও চিত্তের দ্রবীভাব ভিন্ন এবং আনন্দাশ্রুকলা ব্যতীত কিরূপে ভক্তির আবির্ভাব জানা যাইবে, আর সেই ভক্তি ব্যতীত কিরূপে চিত্তশুদ্ধি হইবে? ২৩

যাঁহার বাক্য গদ্‌গদাকার অর্থাৎ অস্পষ্টাক্ষর ও যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, এবং যিনি উৎকণ্ঠায় নিরন্তর রোদন করেন; কখন বা লজ্জাশূন্য হইয়া গান করেন ও নৃত্য করেন, তাদৃশ আমার ভক্তি-যুক্ত মানব ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন। ২৪

(ভক্তি দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়, অন্য দ্বারা হয় না, এই কথা বলিতেছেন) যেমন স্বর্ণ অগ্নি দ্বারা তাপিত হইয়া অন্তর্মল পরিত্যাগ করে ও নিজের রূপ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার ভক্তি-যোগ দ্বারা আত্মা কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তর আমাকে ভজনা করে। ২৫

বিবৃতি—যোগ, জ্ঞান, বেদাভ্যাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, ত্যাগ, ইহারাও ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন হইলেও তীব্র ভক্তি অপেক্ষা অনেক কম। ২০

চিত্ত বিগলিত না হইলে নয়নপথে আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হয় না এবং তদ্ভিন্ন রোমহর্ষ হয় না। ইহারাই ভক্তির অনুমাপক, সেই ভক্তি ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না। ২৩

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥২৬॥
বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে । মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥২৭॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বাপ্নমনোরথম্ । হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥২৮॥
স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্ । ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥২৯॥
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ । যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩০॥
শ্রীউদ্ধব উবাচ ।
যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্ । ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥৩১॥
শ্রীভগবানুবাচ ।
সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্ । হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥৩২॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ । বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৩॥
হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ । প্রাণেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্ ॥৩৪॥

(শ্রুতি সকল তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তির কথা বলিয়াছেন। তবে ভক্তির কথা কেন বলিতেছেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) চক্ষু অঞ্জনসংযুক্ত হইলে যেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, সেইরূপ আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ ও গান দ্বারা চিত্ত পরিমার্জ্জিত (শুদ্ধ) হয় ও সে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়। ২৬

যেমন কোন বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত বিষয়েতে আসক্ত হয়, সেইরূপ আমার স্মরণকারী ব্যক্তির চিত্ত আমাতেই লীন হয়। ২৭

অতএব স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় অসৎ পদার্থের অনুধ্যান পরিত্যাগ করিয়া মদ্‌ভাবনা দ্বারা ভাবিত (শোধিত) মনকে আমাতেই সমাহিত কর। ২৮

ধীর ব্যক্তি, দূর হইতে স্ত্রীসংসর্গ ও স্ত্রীসংসক্ত ব্যক্তিগণের সংসর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, নির্ভয় অথচ বিজন দেশে বসিয়া অনলসভাবে আমাকে চিন্তা করিবে। ২৯

যোষিৎসংসর্গে বা তৎসংসক্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে ধীর পুরুষের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন সাধিত হয়, অন্য কোন প্রসঙ্গে আর সেরূপ হয় না। ৩০

উদ্ধব বলিলেন, হে পদ্মলোচন! মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আপনাকে যেরূপে ও যদ্‌বিশিষ্ট রূপে যে প্রকারে ধ্যান করেন, সেই ধ্যান-প্রকার আমাকে বলুন। ৩১

ভগবান্ বলিলেন, সম আসনে যথাসুখে ঋজু-শরীরে উপবিষ্ট ও হস্তদ্বয় উত্তানভাবে উপর্য্যুপরি ক্রোড়দেশে রাখিয়া স্বীয় নাসাগ্রে মাত্র দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণবায়ুর পথ পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা অথবা সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রেচক, কুম্ভক, পূরক দ্বারা শোধন করিবেন। ৩২-৩৩

(প্রাণায়াম দ্বিবিধ—সগর্ভ—অগর্ভ, শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন প্রণবগর্ভ প্রাণায়াম বলিতেছেন) মৃণাল-তন্তুসদৃশ, মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয় পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিত ঘণ্টানাদ সদৃশ ওঙ্কারকে উর্দ্ধে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত লইয়া সেই মায়াতীতে পুনঃ সংস্থাপন করিবে, অথবা মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন স্থিত ওঙ্কারকে প্রাণবায়ু দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়া অনন্তর পুনর্ব্বার ওঙ্কারে ঘণ্টানাদ তুল্য উদ্গত নাদকে স্থির করিবে। ৩৪

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ। দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্ব্বাগ্ জিতানিলঃ ॥৩৫॥
হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম্। ধ্যাত্বোর্দ্ধ্বমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্ ॥৩৬॥
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্। সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্ ॥৩৭॥
সুচারু সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্। সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩৮ ॥
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩৯ ॥
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্। দ্যুমৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্ ॥৪০॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্। সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ ॥৪১॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ। বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ ॥৪২॥
তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্ ॥৪৩॥
তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥৪৪॥

এইরূপ প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দশবার করিয়া প্রণবযুক্ত প্রাণকে অভ্যাস করিলে একমাসের মধ্যে জিত প্রাণ হইবে। ৩৫

দেহান্তর্ব্বর্ত্তী, ঊর্দ্ধবৃন্ত, অধোমুখ অষ্টপত্র, কর্ণিকাযুক্ত, মুকুলিত (কদলীপুষ্পসদৃশ) হৃদয়-পদ্মকে বিপরীত ভাবে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ধ্যান করিবে। ৩৬

উত্তরোত্তর কর্ণিকাতে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে চিন্তা করিবে, আর সেই বহ্নিমধ্যে আমার বক্ষ্যমাণ রূপ ধ্যান করিবে, ইহাই মঙ্গলজনক ধ্যান। ৩৭

সম, (অনুরূপাবয়ব) প্রশান্ত, সুমুখ, দীর্ঘ মনোহর চতুর্ভুজযুক্ত, রমণীয় ও মনোহর গ্রীবা-যুক্ত সুকপোলযুক্ত ও সহাস্য বদন, সমান কর্ণদ্বয়ে দেদীপ্যমান মকরাকৃতি কুণ্ডলশালী, হেমাম্বর, মেঘশ্যামবর্ণ, শ্রীবৎস ও শ্রীনিবাসস্থল, শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম ও বনমালাবিভূষিত, স্বর্ণনূপুরে যাঁহার পদ শোভিত এবং কৌস্তুভ মণিপ্রভায় উদ্ভাসিত দ্যুতিযুক্ত কিরীট, বলয়, কটিসূত্র ও অঙ্গদ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মনোহর প্রসাদ নিবন্ধন সুন্দর মুখ ও নয়ন যাহার, সেই সুকুমারকে সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণ পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ রসাদি হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে মনো দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সেই মন, বুদ্ধি-সারথি দ্বারা ধীর ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আমাতে প্রেরণ করিবেন। ৩৮-৪২

সেই সর্ব্ববিষয়গামী মনকে আকর্ষণ করিয়া এক সঙ্গে ধারণ করিবে, এক সঙ্গে মন নিবিষ্ট করিয়া অন্য অঙ্গ সকল চিন্তা করিবে না, কেবল সহাস্য মুখমণ্ডল সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। ৪৩

মুখমণ্ডলের ধারণা দৃঢ়ীকৃত হইলে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বকারণাত্মক আকাশে ধারণ করিবে, পরে শুদ্ধ ব্রহ্ম আমাতে আরূঢ় হইয়া কিছুই চিন্তা করিবে না, অর্থাৎ ধ্যাতৃ ও ধ্যেয়বিভাগও চিন্তা করিবে না। ৪৪

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি। বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষিসংযুতম্ ॥৪৫॥
ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ। সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

এইরূপ সমাহিতমতি ধীর ব্যক্তি জ্যোতিতে সংযুক্ত জ্যোতির ন্যায় আমার আত্মাকে স্বীয় আত্মাতে সংযুক্ত করিবে। ৪৫

(এইরূপ সমাধি পর্য্যন্ত ধ্যানের ফল বলিতেছেন) এইরূপ সুতীব্র ধ্যান দ্বারা মনকে সমাহিতকারী যোগীর দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া বিষয়ক ভ্রম সম্যক্‌রূপে শান্ত হয়, অর্থাৎ সে নির্ব্বাণ লাভ করে। ৪৬

ইতি একাদশ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ। ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥১॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ। কয়া ধারণয়া কাস্বিৎ কথং স্বিৎ সিদ্ধিরচ্যুত।

কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ। তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥৩॥

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥৪॥

গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥৫॥

অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্। মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥৬॥

স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্। যথা সঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ ॥৭॥

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা। অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ ॥৮॥

এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ। যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্‌যথা বা স্যান্নিবোধ মে ॥৯॥

ভগবান্ বলিলেন, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ ও আমাতে ধৃতচিত্ত যোগীদিগের নিকটে সিদ্ধি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। (কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য)। উদ্ধব বলিলেন, হে অচ্যুত! আপনি যোগীদিগের সিদ্ধিদাতা, অতএব কোন্ ধারণা দ্বারা কি নামক কীদৃশী সিদ্ধি হয়, এবং ঐ সিদ্ধি কয় প্রকার তাহা বলুন। ১-২

ভগবান্ বলিলেন, যোগপারগ ঋষিগণ অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও অষ্টাদশ প্রকার ধারণা বলিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে আটটি মদাশ্রিত, অবশিষ্ট দশটি সত্ত্বোৎকর্ষজনক। দেহের সিদ্ধি তিনটি—অণিমা, মহিমা ও লঘিমা। ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে সম্বন্ধ রূপ একটি, উহার নাম প্রাপ্তি। (পারলৌকিক) বিষয়ও দৃষ্ট (দর্শনযোগ্য ভূবিবরাদি-পিহিত বিষয়েও প্রাকাম্য অর্থাৎ ভোগদর্শন সামর্থ্য সিদ্ধি; শক্তিপ্রেরণার নাম ঈশিতা, ইহা এক সিদ্ধি। অর্থাৎ ঈশ্বরে মায়ার প্রেরণ ও অন্যে তদংশের প্রেরণ, ঈশিতা নামক সিদ্ধি। বিষয়ভোগে অসঙ্গ—বশিতা নামক সিদ্ধি। কামনার বিষয়ীভূত সুখকে যে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়, সেই সিদ্ধির নাম কামাবসায়িতা, হে সৌম্য! এই অষ্টসিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী। ৩-৫

(গুণহেতু সিদ্ধি সকল বলিতেছেন,) এই দেহে অনূর্ম্মিমত্ত্ব, অর্থাৎ ক্ষুৎ-পিপাসাদি ষড়ূর্ম্মিরাহিত্য, দূরস্থ বিষয়ের শ্রবণ ও দর্শন, মনের ন্যায় দেহগতি, কামিতরূপ প্রাপ্তি, পরকায়ে প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবতাদিগের সহিত ক্রীড়াকরণ, সংকল্পানুরূপ প্রাপ্তি, অপ্রতিহত গতি ও অপ্রতিহত আজ্ঞা, (এই দশটি) (আর ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচ প্রকার) ত্রিকালজ্ঞত্ব, শীতোষ্ণাদ্যনভিভব, পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা, অগ্নি, সূর্য্য ও বিষাদির স্তম্ভন ও অপরাজয়, এই সকল যোগ ধারণার সিদ্ধি উদ্দেশ্যে কথিত হইল, এক্ষণে যে ধারণার দ্বারা যে সিদ্ধি যেরূপে বা যে প্রকারে হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৬-৯

বিবৃতি—ত্রিকালজ্ঞত্বাদি রূপ ক্ষুদ্র সিদ্ধি, অন্যেও জানেন, এই জন্য যোগপারগ বলা হইয়াছে। অপর দশটি সিদ্ধি প্রধান আটটি হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন। ৩

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ। অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম ॥১০॥
মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ। মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১১॥
পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্। কালসূক্ষ্মাত্মতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ ॥১২॥

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ ॥১৩॥

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ ॥১৪॥

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে। স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্ ॥১৫॥
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে। মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্ম্মা বশিতামিয়াৎ ॥১৬॥
নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ। পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে ॥১৭॥
শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি। ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্ম্মিরহিতো নরঃ ॥১৮॥
ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্। তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ ॥১৯॥
চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি। মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥২০॥

ভূত-সূক্ষ্মাত্মক আমাতে ভূত-সূক্ষ্মাত্মক মন ধারণা করিবে, তাহাতে আমার তন্মাত্রোপাসক অণিমারূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। ১০

জ্ঞান-শক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বোপাধিবিশিষ্ট আমাতে মহত্তত্ত্বাকার মন ধারণা করত পৃথক্ পৃথক্ ভূত সকলের মহিমা প্রাপ্ত হয়েন। ১১

বায্বাদি পরমাণু রূপ উপাধিবিশিষ্ট আমাতে চিত্তরঞ্জনকারী যোগী কাল-সূক্ষ্মাত্মকরূপ লঘিমা প্রাপ্ত হয়েন। ১২

বৈকারিক অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বময় অহং তত্ত্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট আমাতে, একাগ্ররূপে মন ধারণ করত যোগী সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আত্মত্বরূপ 'প্রাপ্তি' প্রাপ্ত হয়েন। ১৩

ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বরূপ সূত্রোপাধিবিশিষ্ট আমাতে মন ধারণা করিয়া যোগী অব্যক্তজন্মা সূত্রোপাধিবিশিষ্ট আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্য লাভ করেন। ১৪

ত্রিগুণ মায়ার নিয়ন্তা কালবিগ্রহ বিষ্ণুতে যোগী চিত্ত ধারণ করিবেন, তাহা হইলে তিনি জীব ও তদুপাধির প্রেরণ-কর্ত্তৃত্বরূপ ঈশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ১৫

তুরীয় নারায়ণ শব্দবাচ্য আমাতে যে যোগী মন ধারণ করেন, তিনি মদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ১৬

নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আমাতে যে যোগী নির্ম্মল মন ধারণ করেন, তিনি পরমানন্দরূপ কামাবসায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ১৭

শুদ্ধ ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপাধিপতি আমাতে যিনি চিত্ত ধারণ করেন, সেই মানব ক্ষুৎ-পিপাসাদি রূপ ষড়ূর্ম্মিরহিত হইয়া শুদ্ধ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ১৮

আকাশাত্মা প্রাণরূপ আমাতে যিনি নাদরূপ চিন্তা করেন, সেই জীব, সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তথায় সর্ব্বভূতের বাক্য শ্রবণ করেন। ১৯

চক্ষুকে সূর্য্যতে ও সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযোগ করিয়া যিনি তাহার মধ্যে আমাকে ধ্যান করেন, তিনি দূর হইতে বিশ্ব দর্শন করেন। ২০

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা। মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ ॥২১॥
যদা মন উপাদায় যদ্ যদ্রূপং বুভূষতি। তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ ॥২২॥
পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।
পিণ্ডং হিত্বা বিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ॥২৩॥
পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু। আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্ ॥২৪॥
বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ। বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥২৫॥
যথা সঙ্কল্পয়েদ্‌বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্। ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে ॥২৬॥
যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্। কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥২৭॥
মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ। তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥২৮॥
অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ। মদ্‌যোগাশ্রান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥২৯॥
মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ। ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥৩০॥

দেহানুবর্ত্তী বায়ুর সহিত মন ও দেহ আমাতে সংযোগ করিয়া যে ধারণা, তাহার প্রভাবে যে স্থানে মন যায়, দেহও সেই স্থানে গমন করে; অথবা মন নিজেকে বায়ুর সহিত দেহকে আমাতে সংযোগ করিয়া যে স্থানে যায়, সেই স্থানে দেহও গমন করে। ২১

যখন মনকে উপাদান-কারণ করিয়া যে দেহাদি রূপ হইতে ইচ্ছা করেন, মদীয় যোগবলাশ্রিত যোগী মনের সেই সেই অভীষ্টরূপ প্রাপ্ত হয়েন। ২২

যে যোগী পরকায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই পরকায়ে আত্মাকে ভাবনা করিবেন। তখন নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া বায়ুভূত প্রাণ ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সেই রূপ অন্য শরীরে প্রবেশ করে। ২৩

পার্ষ্ণি দ্বারা গুহ্যদেশ নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে প্রাণবায়ু উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে আরোপ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা অর্থাৎ মস্তকদ্বার দিয়া ব্রহ্ম অথবা অন্য অপেক্ষিত স্থানে মনের দ্বারা লইয়া যাইয়া দেহ ত্যাগ করেন, ইহার নাম স্বেচ্ছা-মৃত্যু। যোগী যখন দেবগণের ক্রীড়াস্থান নন্দনাদি বনে বিহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন আমার মূর্ত্তি রূপ শুদ্ধ সত্ত্ব চিন্তা করিবেন। তখন সত্ত্বাংশসম্ভূতা সুরস্ত্রী সকল বিমান লইয়া তাঁহার উপাসনা করেন। মৎপরায়ণ যোগী, সত্যসংকল্প আমাতে মনঃ ধারণ করত বুদ্ধি দ্বারা যেরূপে যাহা সঙ্কল্প করেন, তদ্রূপে তাহাই লাভ করেন। ২৪-২৬

যে পুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তা ও স্বতন্ত্র আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কখন কাহা হইতে নিহত হয়েন না এবং তাঁহার আজ্ঞা আমার আজ্ঞার ন্যায় অপ্রতিহত হয়। ২৭

আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত, ধারণাভিজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধি অর্থাৎ ত্রিকাল বস্তু বিষয়ক জ্ঞানরূপ সিদ্ধি, উহা বহু জন্মে ও বহু মৃত্যুতেও অপগত হয় না এবং উহা দ্বারা পরচিত্তাভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে। ২৮

যেমন জল, জলজন্তুর অভিঘাতক হয় না, প্রত্যুত ক্রীড়াস্পদই হইয়া থাকে; তদ্রূপ আমার যোগধারণা দ্বারা শান্তচিত্ত মুনির যোগময় শরীর অগ্ন্যাদি ভূত দ্বারা অভিহত হয় না, সে দ্বন্দ্বরহিতও হয়। ২৯

শ্রীবৎস, অস্ত্র, বিভূষণ, ধ্বজ, ছত্র ও ব্যজন সহিত আমার অবতার সকল যে যোগী ধ্যান করেন, তিনি কখনও পরাজিত হয়েন না। ৩০

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ। সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ ॥৩১॥
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ। মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥৩২॥
অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥৩৩॥
জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ। যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বা নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ ॥৩৪॥
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ। অহং যোগস্য সাঙ্খ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩৫॥
অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্। যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

যে মুনি যোগ-ধারণা দ্বারা আমার এই রূপ উপাসনা করেন, পূর্ব্বকথিত সিদ্ধি সকল অশেষ প্রকারে তাঁহার উপাসনা করে। ৩১

যিনি জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতশ্বাস, জিতাত্মা আমাতে ধারণাকারী মুনি, কোন সিদ্ধিই তাঁহার দুর্লভ নহে। ৩২

উত্তম যোগানুষ্ঠাতা ও আমা কর্তৃক সম্পাদ্যমান যোগীর কালক্ষেপণের নিমিত্ত এই সকল সিদ্ধিকে অন্তরায় বলে। ৩৩

জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপস্যাদি দ্বারা যে সকল সিদ্ধি সম্পাদিত হয়, সে সমুদায়ই যোগ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অন্য উপায় সকল দ্বারা যোগ-গতি লাভ করা যায় না। ৩৪

আমি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির যোগ ও সাংখ্য-জ্ঞানের ও ব্রহ্মবাদিগণের এবং ধর্ম্মের হেতু, পতি ও প্রভু। ৩৫

আমি সর্ব্বপ্রকার দেহীর অন্তর্বাহ্য অনাবৃত আত্মা। যেমন ভূত সকল ভূতগণের বাহির ও অন্তরে থাকে, সেইরূপ আমিও সকলের বাহির ও অন্তরে আছি। ৩৬

বিবৃতি—হেতু—কারণ, পতি—পালয়িতা, যোগমোক্ষ, সাংখ্য-মোক্ষ সাধন জ্ঞান। ৩৫

ইতি একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্। সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥১॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ। উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ ॥২॥
যেষু যেষু চ ভাবেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ। উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥৩॥
গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন। ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে ॥৪॥
যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর। যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জ্জুনেন বৈ ॥৬॥
জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্ম্ম্যং রাজ্যহেতুকম্।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ ॥৭॥
স তদা পুরুষব্যাঘ্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ। অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্দ্ধনি ॥৮॥

উদ্ধব বলিলেন, আপনি আদ্যন্তহীন, আবরণ-শূন্য অথবা স্বতন্ত্র, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, এবং আপনিই সকল জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ ১

আপনি উচ্চ ও নীচ সর্ব্বপ্রকার ভূতে অবস্থিত হইলেও অজিতেন্দ্রিয় বা অসমাহিত ব্যক্তিগণের দুর্জ্ঞেয়, অথচ হে ভগবন্! বেদতাৎপর্য্যগ্রাহক বিপ্রগণ আপনাকে যথার্থরূপে উপাসনা করেন। ২

অতএব পরমর্ষিগণ যে যে ভূতে ভক্তি সহকারে আপনার উপাসনা করিয়া সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা আমাকে বলুন। ৩

হে ভূতভাবন! ভূতাত্মা আপনি গূঢ়ভাবে ভূতগণের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন; অর্থাৎ আপনি ভূতগণের অন্তর্য্যামী, আপনি সকলকে দেখেন, অথচ আপনার মায়ায় মোহিত ভূতগণ আপনাকে দেখিতে পায় না। ৪

হে মহাবিভূতে! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এবং দিগ্‌দিগন্তে আপনার যে সকল বিভূতি আছে, সেই সকল আমাকে বলুন; আমি আপনার তীর্থাস্পদ পাদপদ্মে নমস্কার করি। ৫

ভগবান্ বলিলেন, হে প্রশ্নবিদাম্বর উদ্ধব! পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে শত্রুগণসহ যুদ্ধেচ্ছু অর্জ্জুন এই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৬

'আমি হন্তা ও এই ব্যক্তি হত' এইরূপ লৌকিক-বুদ্ধিযুক্ত হইয়াই অর্জ্জুন রাজ্যহেতু জ্ঞাতিবধকে অধর্ম্ম ও নিন্দনীয় জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তখন অর্জ্জুন আমার যুক্তি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া, সেই রণস্থলে, তুমি এক্ষণে যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, (তোমাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।) ৮

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ। অহং সর্ব্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ॥৯॥
অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্। গুণানাঞ্চাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ ॥১০॥
গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ॥১১॥
হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ। অক্ষরাণানকারোঽস্মি পদানি ছন্দসামহম্ ॥১২॥
ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্। আদিত্যানামহং বিষ্ণূ রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥১৩॥
ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ। দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্দ্ধান্যস্মি ধেনুষু ॥১৪॥
সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৄণামহমর্য্যমা ॥১৫॥
মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্। সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্ ॥১৬॥
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্। তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্ ॥১৭॥
উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্। যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পানামস্মি বাসুকিঃ ॥১৮॥
নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্।
আশ্রমাণামহং তুর্য্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ ॥১৯॥

হে উদ্ধব! আমি এই সকল ভূতের আত্মা, সুহৃৎ ও ঈশ্বর, এবং আমি সমুদায় ভূতগণের অধিষ্ঠান ও তাহাদিগের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ৯

আমি গমনশীলদিগের গতি, যাঁহারা বশীভূত করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি কাল, সত্বাদি গুণের মধ্যে আমি সাম্য অর্থাৎ প্রকৃতি, গুণবান্ বস্তুর আমি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ১০

আমি গুণীদিগের মধ্যে সূত্র অর্থাৎ প্রথম কার্য্য, মহৎ পদার্থের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, সুক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীব ও দুর্জ্জয় পদার্থের মধ্যে আমি মন। ১১

বেদ সকলের অধ্যাপক হিরণ্যগর্ভ আমি, মন্ত্র সকলের মধ্যে আমি প্রণব, অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, ছন্দ সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী, সকল দেবতার মধ্যে আমি ইন্দ্র, বসুগণমধ্যে আমি অগ্নি, আদিত্যগণমধ্যে আমি বিষ্ণু, (বামন) রুদ্রগণ-মধ্যে আমি নীল (লোহিত)। ১২-১৩

মহর্ষিগণমধ্যে আমি ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে আমি মনু, দেবর্ষিগণ মধ্যে আমি নারদ, ধেনুগণ মধ্যে আমি কামধেনু, সিদ্ধপুরুষগণমধ্যে আমি কপিল, পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড় আমি, প্রজাপতিগণ-মধ্যে আমি দক্ষ, পিতৃগণমধ্যে আমি অর্য্যমা। ১৪-১৫

হে উদ্ধব! দৈত্যগণের মধ্যে আমাকে অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ বলিয়া জানিবে, নক্ষত্র ও ওষধির মধ্যে আমি চন্দ্র, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের। ১৬

গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত জানিবে, জলবাসীদিগের মধ্যে আমাকে প্রভু বরুণ বলিয়া জানিবে এবং দীপ্তিশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য ও মানুষগণমধ্যে আমাকে রাজা বলিয়া জানিবে। ১৭

অশ্বগণমধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুর মধ্যে আমি কাঞ্চন, দণ্ডকর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি যম ও সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। ১৮

নাগেন্দ্রদিগের মধ্যে আমি অনন্ত, শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রী পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, আশ্রমের মধ্যে আমি চতুর্থ—সন্ন্যাস আশ্রম, বর্ণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ। ১৯

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্। আয়ুধানাং ধনুর্হরং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্ ॥২০॥
ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ। বনস্পতীনামশ্বত্থ ওষধীনামহং যবঃ ॥২১॥
পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ। স্কন্দোঽহং সর্ব্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ ॥২২॥
যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্। বায়্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ ॥২৩॥
যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্।
আন্বীক্ষিকীকৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্ ॥২৪॥
স্ত্রীণান্তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ। নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্ ॥২৫॥
ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্ম্মতিঃ। গুহ্যানাং সূনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্ ॥২৬॥
সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতুনাং মধুমাধবৌ। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ ॥২৭॥
অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্ ॥২৮॥
বাসুদেবো ভগবতাং ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্। কিম্পুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ ॥২৯॥

প্রবাহরূপ তীর্থমধ্যে আমি গঙ্গা ও স্থির জলমধ্যে আমি সমুদ্র, আয়ুধমধ্যে ধনুঃ, ধনুর্দ্ধারিগণমধ্যে আমি ত্রিপুরঘ্ন শিব। ২০

নিবাসস্থানমধ্যে আমি সুমেরু, দুর্গমের মধ্যে আমি হিমালয়, বনস্পতিদিগের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, ওষধিগণমধ্যে আমি যব। ২১

পুরোহিতদিগের মধ্যে আমি বশিষ্ঠ, ব্রহ্মিষ্ঠদিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিদিগের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয়, সন্মার্গপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে আমি ব্রহ্মা। ২২

যজ্ঞের মধ্যে আমি ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রতের মধ্যে আমি অহিংসা ব্রত, শুচি অর্থাৎ সংশোধক পদার্থের মধ্যে আমি বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, জল ও বাক্যরূপ শুচি। ২৩

যোগের মধ্যে আমি আত্মসংরোধ অর্থাৎ সমাধিযোগ, বিজিগীষুদিগের মধ্যে আমি নীতি, বিবেকাদি নৈপুণ্যমধ্যে আমি আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেক, খ্যাতিবাদীদিগের মধ্যে আমি বিকল্প। ২৪

স্ত্রীগণের মধ্যে আমি শতরূপা, পুরুষদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনিগণের মধ্যে আমি নারায়ণ, ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে আমি সনৎকুমার। ধর্ম্মের মধ্যে আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম, মঙ্গলের মধ্যে আমি অবহির্মতি—অর্থাৎ অন্তর্নিষ্ঠামতি, গুহ্য পদার্থের মধ্যে আমি সুনৃত ও মৌন, মিথুনদিগের মধ্যে আমি প্রজাপতি। ২৫-২৬

কালের মধ্যে আমি সংবৎসর, ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত, মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি অভিজিৎ। ২৭

যুগের মধ্যে আমি সত্যযুগ, ধীরগণের মধ্যে আমি অসিত দেবল, বেদবিভাগকর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন, কবিদিগের মধ্যে আমি শুক্র। ২৮

ভগবান্‌দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব, ভাগবতগণের মধ্যে আমি উদ্ধব, কিম্পুরুষগণের মধ্যে আমি হনুমান্, বিদ্যাধরগণের মধ্যে আমি সুদর্শন। ২৯

বিবৃতি—আত্মখ্যাতি, অসৎ খ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি, এই সকল যথাক্রমে বিজ্ঞান, শূন্যবাদী, মীমাংসা, তর্ক ও অদ্বৈতবাদিগণের মত। ২৪

রত্নানাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাম্ ।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃস্বহম্ ॥৩০॥
ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ । তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩১॥
ওজঃ সহো বলবতাং কর্ম্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাম্ । সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরা ॥৩২॥
বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসামহম্ । ভূধরাণামহং স্থৈর্য্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ ॥৩৩॥
অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ । প্রভা সূর্য্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ ॥৩৪॥
ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জ্জুনঃ । ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসংক্রমঃ ॥৩৫॥
গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্ । আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্ ॥৩৬॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্ । বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্ ।
অহমেতৎপ্রসঙ্খ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥
ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা । সর্ব্বাত্মনাপি সর্ব্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৩৮॥
সঙ্খ্যানং পমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া । ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ ॥৩৯॥

মণির মধ্যে আমি পদ্মরাগ, সুন্দর বস্তুর মধ্যে আমি পদ্মকোষ, দর্ভজাতি অর্থাৎ কাশাদির মধ্যে আমি কুশ, হবির মধ্যে আমি গব্য ঘৃত। ৩০

ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আমি লক্ষ্মী, ধূর্ত্তমধ্যে আমি ছল, তিতিক্ষুদিগের মধ্যে আমি তিতিক্ষা, সত্ত্ববান্‌দিগের আমি সত্ত্ব। ৩১

বলবান্‌দিগের আমি ওজঃ ও সহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি, ভাগবতগণের ভক্তিকৃত কর্ম্ম আমি, ভাগবতগণের নব ব্যূহার্চ্চনে আমি বাসুদেব। ৩২

গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে বিশ্বাবসু ও অপ্সরোগণের মধ্যে আমি পূর্ব্বচিত্তি, পর্ব্বতদিগের মধ্যে আমি স্থৈর্য্য, পৃথিবীর গন্ধমাত্র আমি। ৩৩

জলের মধুররস আমি, তেজস্বীদিগের মধ্যে আমি বিভাবসু, অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রদিগের প্রভা আমি, আকাশের শব্দ আমি। ৩৪

ব্রাহ্মণ-ভক্তগণের মধ্যে আমি বলি, বীরগণের মধ্যে আমি অর্জ্জুন, এবং ভূত সকলের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় আমি। ৩৫

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গমন, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ ও আনন্দ আমি, এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদ, শ্রবণ ও আঘ্রাণ আমি। ৩৬

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতিঃ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ষোড়শবিকার, (পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন) পুরুষ, অব্যক্ত, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এ সমুদায় আমি, এবং এই সমুদায়ের পরিগণনক্রম আমি, সেইরূপ জ্ঞানফল ও তত্ত্বনির্ণয় আমি। ৩৭

ঈশ্বর, জীব, গুণ, গুণী, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, এ সমুদায় আমি, আমা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। ৩৮

আমি কালক্রমে 'পৃথিবীর পরমাণুর সংখ্যা গণনা করিতে পারি, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনকারী আমার বিভূতির সংখ্যা কেহ করিতে পারি না। ৩৯

বিবৃতি—নবব্যূহ যথা—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ ও ব্রহ্মা ৩২

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষাবিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ ॥৪০॥
এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সঙ্ক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ। মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে ॥৪১॥
বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ। আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥৪২॥
যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ। তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥৪৩॥
তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্ নিয়চ্ছেন্মৎপরায়ণঃ। মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে মহাবিভূতিঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

যে যে স্থানে তেজঃ, সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, দান, মনোহরতা, ভাগ্য, বীর্য্য, তিতিক্ষা ও বিজ্ঞান আছে, সে সকলই আমার অংশ। ৪০

এই সমুদায় বিভূতি আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিলাম, এ সমুদায় মনের বিকার মাত্র এবং বাক্য দ্বারা মাত্র কথিত হয়। ৪১

অতএব হে উদ্ধব! বাক্য, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও আত্মার সংযম কর, তাহা হইলে আর সংসার-মার্গে আসিতে হইবে না। যোগী ব্যক্তি যদি সম্যকরূপে বুদ্ধির সহিত বাক্য ও মনের সংযম না করেন, তবে অপক্ব ঘট হইতে যেমন জল নির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার ব্রত, দান ও তপস্যা সমুদায় নিঃসৃত হইয়া যায়। ৪২-৪৩

অতএব মৎপরায়ণ ব্যক্তি মদ্ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা বাক্য, মন ও প্রাণকে সংযত করিবেন ও তাহাতেই তাঁহার কৃত্য সমাপ্ত হইবে। ৪৪

ইতি একাদশ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ। বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি ॥১॥

যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ। স্বধর্ম্মেণারবিন্দাক্ষ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥

পুরা কিল মহাবাহো ধর্ম্মং পরমকং প্রভো। যৎ তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব ॥৩॥

স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্শন। ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ ॥৪॥

বক্তা কর্ত্তাবিতা নান্যো ধর্ম্মস্যাচ্যুত তে ভুবি। সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ ॥৫॥

কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন। ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি ॥৬॥

তৎ ত্বং নঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ। যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো ॥৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ। প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্ত্যানাং ধর্ম্মানাহ সনাতনান্ ॥৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ধর্ম্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্। বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে ॥৯॥

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥১০

উদ্ধব বলিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন ও তদ্বিহীন নরলোক মাত্রের সম্বন্ধে আপনার ভক্তিলক্ষণ যে ধর্ম্ম, আপনি বলিয়াছেন। ১

হে অরবিন্দাক্ষ! স্বধর্ম্ম যেরূপ ভাবে অনুষ্ঠান করিলে আপনাতে মানবগণের ভক্তি হয়, তাহা আমাকে বলুন। ২

হে মহাবাহো! হে প্রভো! হে মাধব! পুরাকালে হংসরূপে আপনি ব্রহ্মার নিকট যে পরম ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন, হে শত্রুনাশন! সুদীর্ঘ কালে এক্ষণে আর মর্ত্ত্যলোকে পূর্ব্বের অনুশাসিত সেই মহান্ ধর্ম্ম প্রায় নাই বলিলেই হয়। ৩-৪

হে অচ্যুত! পৃথিবীর কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মার সভায় যেখানে সকল শাস্ত্র সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্, সেখানেও আপনি ভিন্ন সেই ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা, রক্ষিতা আর দ্বিতীয় নাই, হে মধুসূদন! একমাত্র আপনিই এই ধর্ম্মের কর্ত্তা ও বক্তা। অতএব হে দেব! যখন আপনি এই পৃথিবীতল পরিত্যাগ করিবেন, তখনই ঐ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে; সুতরাং তখন কে আর এই ধর্ম্ম প্রচার করিবে? ৫-৬

অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে প্রভো! যথা বিধান ক্রমে আপনার ভক্তিলক্ষণ এই ধর্ম্ম, মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ বিহিত, তাহা বর্ণনা করুন। শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ হরি নিজ ভৃত্যশ্রেষ্ঠ উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীত হইলেন, এবং মর্ত্ত্যবাসিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন। ৭-৮

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! তোমার এই ধর্ম্মসাধক, বর্ণাশ্রমাচারী মানবগণের পরম মঙ্গলকর, সেই ধর্ম্ম আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৯

কল্পের আদিতে সত্যযুগে একমাত্র বর্ণ ছিল হংস, সেই সময়ে প্রজা সকল জন্মমাত্রেই কৃতকৃত্য হইত, এই জন্য ঐ সময়কে কৃতযুগ বলে। ১০

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্। উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ ॥১১॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী। বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥১২॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ। বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥১৩॥
গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম। বক্ষঃস্থানাদ্বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥১৪॥
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ। আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥১৫॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৬॥
তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ। স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৭॥
আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্। অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৮ ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া। তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৯॥
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স ভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্ ॥২০॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা। ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ ॥২১॥

প্রথমে প্রণব মাত্রকেই বেদ বলিত এবং আমিই বৃষরূপ অর্থাৎ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিলাম, তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ মনুষ্য হংস অর্থাৎ শুদ্ধ আমাকে উপাসনা করিত। ১১

হে মহাভাগ! পরে ত্রেতাযুগ প্রবেশ করিলে আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয় আবির্ভূত হয়, এবং সেই ত্রয়ী বিদ্যা হইতে আমিই অধ্বর্য্যু, উদ্গাতৃ ও হোতৃরূপ ত্রয়ীময় যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ১২

আমার বিরাট পুরুষরূপের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হইল, যাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মজ্ঞাপক ছিল। ১৩

এবং জঘন দেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাস আশ্রম জাত হয়। ১৪

বর্ণ সকল ও আশ্রম সকলের জন্মস্থানের তারতম্য অনুসারে মনুষ্যদিগের উত্তমাধম প্রকৃতি হইয়াছিল অর্থাৎ মন্দ হইতে মন্দ প্রকৃতি এবং উত্তম হইতে উত্তম প্রকৃতি হইয়াছিল। ১৫

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, বিষ্ণুভক্তি, দয়া ও সত্য এই সকলগুলি ব্রাহ্মণদিগের প্রকৃতি। ১৬

তেজ, বল, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা, ব্রাহ্মণভক্তি, ঐশ্বর্য্য এই সকল ক্ষত্রিয়প্রকৃতি। ১৭

আস্তিক্য, দান, নিষ্ঠা, অদম্ভ, ব্রাহ্মণসেবা, অর্থসঞ্চয়, অসন্তোষ এই সকল বৈশ্যপ্রকৃতি। ১৮

অকপটে দেব-ব্রাহ্মণ ও গো-সেবা, এবং সেই কার্য্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তোষ লাভ, এই সকল শূদ্রবর্ণের প্রকৃতি। ১৯

অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, নির্মূলক কলহ, কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণা এই সকল অন্ত্যজদিগের প্রকৃতি। ২০

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ ও সর্ব্বভূতের প্রিয় ও হিতচেষ্টা এই সকল সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ২১

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ। বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ ॥২২॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষ-ব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্ । জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥২৩॥
স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্যতঃ। ন চ্ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি ॥২৪॥
রেতো নাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্। অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ ॥২৫॥
অগ্ন্যর্কাচার্য্যগোবিপ্র-গুরুবৃদ্ধসুরান্ শুচিঃ। সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে দ্বে যতবাগ্জপন্ ॥২৬॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥২৭॥
সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ। যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ ॥২৮॥
শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ। যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৯॥
এবংবৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ভোগবিবর্জ্জিতঃ। বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্‌ব্রতমখণ্ডিতম্ ॥৩০॥

যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবিষ্টপম্।
গুরবে বিন্যসেদ্দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্‌ব্রতঃ ॥৩১॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণ—আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে গুরুকুলে বাস করিবে ও আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং মেখলা, অজিন, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, জটা ও কুশ ধারণ করিবে, আর দণ্ড ও বস্ত্র প্রক্ষালন করিবে না ও রক্তবর্ণ পীঠে উপবেশন করিবে না। ২২-২৩

স্নান, ভোজন, হোম ও মল-মূত্র ত্যাগ সময়ে মৌনী হইবে, এবং নখ, কেশ, কক্ষ ও উপস্থগত কেশ ছেদন করিবে না। ব্রহ্মচারী কখনও জ্ঞান-পূর্ব্বক শুক্রক্ষরণ করিবে না, যদি কখন দৈবাৎ রেতঃ ক্ষরণ হয়, তবে জলে অবগাহন করিয়া, প্রাণায়াম পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ করিবে। ২৪-২৫

শুচি, সমাহিত ও মৌন হইয়া উভয় সন্ধ্যায় জপ করত অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে। আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কখনও আচার্য্যকে অবজ্ঞা করিবে না, এবং মানুষবুদ্ধিতে কখন তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না, যেহেতু আচার্য্য সর্ব্বদেবময় ।২৬-২৭

সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সকল আচার্য্যকে অর্পণ করিবে, অন্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবে, তাহাও গুরুকে অর্পণ করিবে; তিনি যাহা ভক্ষণ করিতে অনুমতি করিবেন, তাহাই সংযত হইয়া ভক্ষণ করিবে। শুশ্রূষাকারী ব্রহ্মচারী নীচের ন্যায় অর্থাৎ ভৃত্যাদির ন্যায় আচার্য্যকে সর্ব্বদা উপাসনা করিবে, গুরু যানে গমন করিলে পশ্চাদ্গমন করিবে, আচার্য্য নিদ্রিত হইলে অপ্রমত্তাবস্থায় তাঁহার নিকট শয়ন করিবে, বিশ্রামকালে আচার্য্যের পাদসম্বাহনাদি করিবে, এবং আচার্য্য উপবিষ্ট থাকিলে তাঁহার অনতিদূরে অগ্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া আচার্য্যের নিয়োগ প্রতীক্ষা করিবে। ২৮-২৯

এইরূপ আচারপরায়ণ, ভোগবর্জ্জিত, ব্রহ্মচারী যতকাল পর্য্যন্ত বিদ্যা সমাপ্তি না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অখণ্ডিত ব্রত ধারণপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিবে। (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কথা বলিতেছেন) উক্ত ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোক ও তথা হইতে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নৈষ্ঠিক ব্রত ধারণ পূর্ব্বক (অধীত বিদ্যার নিস্ক্রয়ার্থ) গুরুকে নিজদেহ সমর্পণ করিবেন। ৩০-৩১

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষু মাং পরম্। অপৃথগ্ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চ্চস্ব্যকল্মষঃ ॥ ৩২ ॥
স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শ-সংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্। প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ ॥৩৩॥
শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চ্চনম্। তীর্থসেবাজপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনম্ ॥৩৪॥
সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন। মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ ॥৩৫॥
এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্। মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ ॥৩৬॥
অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ। গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্‌গুর্ব্বনুমোদিতঃ ॥৩৭॥

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ ॥৩৮॥

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্। যবীয়সীন্তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ ॥৩৯॥
ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্। প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্ ॥৪০॥
প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদম্। অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্বা দোষদৃক্ তয়োঃ ॥৪১॥

বেদাভ্যাসজনিত তেজঃসম্পন্ন, নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী অগ্নি, গুরু, আপনাতে ও সর্ব্বভূতে আমাকে অপৃথক্ অর্থাৎ এক জানিয়া উপাসনা করিবেন। ৩২

অগৃহস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকদিগের নিরীক্ষণ, স্পর্শ, আলাপ ও পরিহাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন এবং মিথুনীভূত প্রাণিমাত্রকে দর্শনও করিবেন না। ৩৩

শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, মদীয়পূজা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য, অভক্ষ্য, অসম্ভাষ্য বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে সদ্‌ভাব ও মনোবাক্-কায় সংযম, হে কুলনন্দন! এ সমুদায় সকল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম। ৩৪-৩৫

এইরূপ বৃহদ্‌ব্রতধারী ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হয়েন, তবে তীব্র তপস্যা দ্বারা দগ্ধ-কর্ম্মাশয় সেই ব্রহ্মচারী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া মদ্‌ভক্ত হয়েন। ৩৬

অনন্তর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরবর্ত্তী আশ্রমে প্রবেশেচ্ছু যথাবৎ বেদগ্রহণ করিয়া ও গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন স্নান করিবেন। ৩৭

পরে যদি তিনি সকাম হয়েন, তবে গৃহস্থাশ্রমে; আর নিষ্কাম হইলে বনে প্রবেশ করিবেন, আর যদি মৎপরায়ণ দ্বিজোত্তম হইতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন, যে প্রকারেই হউক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন, অন্যাশ্রমী হইবেন না, বা প্রতিলোম আচরণ করিবেন না। ৩৮

গৃহস্থাশ্রমার্থী, সমানজাতীয়া, অনিন্দিতা, (কুলে ও লক্ষণে অনিন্দিতা) বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন, পরে কামনাবশতঃ আর যাহাকে বিবাহ করিবেন, তাহাও বর্ণক্রমানুসারে বিবাহ করিবেন। ৩৯

যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দান এই তিনটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম, কিন্তু প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন এই তিনটি কেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি। ৪০

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজঃ ও যশের নাশক বলিয়া মনে করেন, তিনি অন্য উভয় অর্থাৎ তিনি অধ্যাপন ও যাজন দ্বারা জীবিকা লাভ করিবেন, আর যিনি এই উভয়েতেও কার্পণ্যাদি দোষ দর্শন করেন, তিনি শিল অর্থাৎ স্বামিপরিত্যক্ত ক্ষেত্রপতিত শস্যকণা আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ৪১

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে। কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥৪২॥

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো ধর্ম্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।

ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্ নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥৪৩॥

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্। তানুদ্ধরিষ্যে ন চিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ ॥৪৪॥

সর্ব্বাঃ সমুদ্ধরেদ্রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ। আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্ ॥৪৫॥

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চ্চসা। বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥৪৬॥

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ।

খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥৪৭॥

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াপদি। চরেদ্বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥৪৮॥

শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্। কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্ম্মণা ॥৪৯॥

ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র কামোপভোগের নিমিত্ত নহে, উহা কষ্টসাধ্য তপস্যার নিমিত্ত এবং মৃত্যুর পর অনন্ত সুখের জন্য হয়। ৪২

শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা (ক্ষেত্রপতিত শস্যকণা গ্রহণের নাম শিলবৃত্তি এবং বিপণিপতিত শস্য-কণাদি আহরণ করাকে উঞ্ছবৃত্তি বলে) পরিতুষ্ট-চিত্ত মহৎ আতিথ্যাদি নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আসক্তিশূন্য হইয়া গৃহে অবস্থান করিলেও শান্তি লাভ করেন। ৪৩

যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ দরিদ্র অবসন্ন ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে অর্থাৎ দারিদ্র্য হইতে উত্তীর্ণ করেন, সমুদ্রপতিত ব্যক্তিকে নৌকা যেমন পার করে, সেইরূপ তাঁহাকে আমি আপদ হইতে উদ্ধার করি। ৪৪

রাজা, প্রজা সকলকে পিতার ন্যায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, আর যেমন গজপতি গজদিগকে রক্ষা করে, ধীর ব্যক্তি সেইরূপ নিজেই নিজেকে রক্ষা করিবেন। ৪৫

এইরূপ বিপদুদ্ধারকারী রাজা ইহলোকে সমুদায় অশুভ নাশ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া পরকালে ইন্দ্রের সহিত আনন্দা-নুভব করিয়া থাকেন। ৪৬

দারিদ্র্যাদি নিবন্ধন ব্রাহ্মণ অবসন্ন হইলে বণিক্-বৃত্তি বিক্রয়যোগ্য পণ্য দ্বারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাতেও আপদাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি খড়্গাদি গ্রহণ দ্বারা আপদুত্তীর্ণ হইবেন, কিন্তু কখন শ্ববৃত্তি অর্থাৎ সেবা দ্বারা আপদুত্তীর্ণ হইবেন না, অর্থাৎ জীবিকাবিধানাদি করিবেন না। ৪৭

রাজন্য আপৎকালে বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা অথবা মৃগয়া দ্বারা অথবা বিপ্ররূপে অর্থাৎ অধ্যাপনাদি দ্বারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন কিন্তু কখন শ্ববৃত্তি—সেবা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন না। ৪৮

বৈশ্য আপৎকালে শূদ্র বৃত্তি দ্বারা আপদুত্তীর্ণ হইবে, শূদ্র আপৎকালে কারুবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিলোমজ বুরুড়াদি জাতির বৃত্তি শিল্পাদি অথবা কটাদি ক্রিয়া করিবে, কিন্তু আপন্মুক্ত হইলে আর নিন্দনীয় কর্ম্ম দ্বারা বৃত্তি ইচ্ছা করিবে না। ৪৯

বিশ্বস্তুতি—ক্ষত্রিয়বৃত্তি হিংসাপ্রধান বলিয়া তদপেক্ষায় বৈশ্যবৃত্তি শ্রেষ্ঠ। এই জন্য বিপন্ন ব্রাহ্মণ আপদ্ধর্ম্মরূপে প্রথমে বৈশ্যবৃত্তি পরে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ৪৭

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহা-বল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্ । দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ ॥৫০॥
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জ্জিতেন বা। ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্ ॥৫১॥
কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥৫২॥
পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ । অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥৫৩॥
ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্ । ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥৫৪॥
কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্ ।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ ॥৫৫॥
যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ । স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥৫৬॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥৫৭॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্ত-হৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্। অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বর্ণাশ্রমবিভাগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি যথাবিভবানুসারে বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা ঋষিগণকে, স্বধাকার দ্বারা পিতৃগণকে, বলি হরণ দ্বারা ভূতগণকে, এবং অন্ন-পানাদি দ্বারা মনুষ্যদিগকে আমার স্বরূপ জ্ঞানে প্রত্যহ অর্চ্চনা করিবে। উদ্যোগ ব্যতীত উপার্জ্জিত, স্ববৃত্তিলব্ধ শুদ্ধ ধন দ্বারা পোষ্যবর্গকে পীড়ন না করিয়া যজ্ঞ আহরণ করিবে। ৫০-৫১

গৃহস্থ ব্যক্তি কুটুম্ববর্গে আসক্ত হইবেন না এবং কুটুম্ববান্ হইলেও ঈশ্বরনিষ্ঠায় অপ্রমত্ত (সাবধান) থাকিবেন, অর্থাৎ অমনোযোগী হইবেন না, এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অদৃষ্ট বিষয়কেও নশ্বর দেখিবেন। ৫২

পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়, বন্ধুগণের মিলন—পান্থশালায় নানা ব্যক্তির সহিত মিলনের ন্যায় নশ্বর ; কারণ, নিদ্রাকালীন স্বপ্ন যেমন নিদ্রাভঙ্গে নষ্ট হয়, উহাও সেইরূপ প্রতিদেহে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ দেহ যতকাল থাকে, ততকালই সম্বন্ধ থাকে ; তার পর নষ্ট হয়।৫৩

মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক গৃহে অতিথির ন্যায় উদাসীনভাবে বাস করিবে এবং গৃহবিষয়ক আসক্তিতে বদ্ধ হইবে না। ৫৪

ভক্তিমান্ ব্যক্তি এইরূপ গৃহমেধীয় কর্ম্ম দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া গৃহেই অবস্থিতি করুন কিম্বা বনেই প্রস্থান করুন অথবা পুত্রবান্ হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারেন। ৫৫

যে ব্যক্তি গৃহেতে আসক্তবুদ্ধি, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা দ্বারা আতুর, স্ত্রৈণ ও কৃপণবুদ্ধি, সে আমি ও আমার ইত্যাকার বুদ্ধিনিবন্ধন মোহপ্রাপ্ত হইয়া বদ্ধ হইয়া থাকে। ৫৬

"অহো ! আমার পিতামাতা বৃদ্ধ, শিশু-সন্তান-বিশিষ্ট ভার্য্যা এবং পুত্র-কন্যাগণ আমা ব্যতিরেকে অনাথ দীনভাবে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে". এইরূপ গৃহবাসনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ়বুদ্ধি অপরিতৃপ্ত ব্যক্তি, গৃহবাসনা সকল অনুধ্যান করত মৃত্যুর পর তামসী যোনিতে প্রবেশ করে। ৫৭-৫৮

ইতি একাদশ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য সহৈব বা। বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ॥১॥
কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ। বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি বা ॥২॥
কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্দতঃ। ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥৩॥
গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড়্জলে। আকণ্ঠমগ্নঃ শিশির এবংবৃত্তস্তপশ্চরেৎ ॥৪॥
অগ্নিপক্বং সমশ্নীয়াৎ কালপক্বমথাপি বা। উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা ॥৫॥
স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ সর্ব্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্। দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্ ॥৬॥
বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্ব্বপেৎ কালচোদিতান্। ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী ॥৭॥
অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ পূর্ব্ববৎ। চাতুর্ম্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ ॥৮॥
এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ। মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্ ॥৯॥
যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ। কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ ॥১০॥

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! বনপ্রবেশেচ্ছু ব্যক্তি ভার্য্যাকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা পত্নীর সহিত শান্তভাবে আয়ুর তৃতীয়ভাগ বনে বাস করিবে। পবিত্র বন্য কন্দ, মূল ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, বল্কল বা তৃণপত্র, বস্ত্র বা অজিন পরিধান করিবে। ১-২

কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও গাত্রমল ধারণ করিবে, দন্তধাবন করিবে না, এবং ত্রিকালে জলে নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিবে ও ভূমিতলে শয়ন করিবে। ৩

গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ ঊর্দ্ধে সূর্য্যসহিত অগ্নি-চতুষ্টয়ে বেষ্টিত হইয়া শরীরকে উত্তপ্ত করিয়া এবং বর্ষাকালে বারিধারা সহন করিয়া শীতকালে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া তপস্যা করিবে। ৪

অগ্নিপক্ব অথবা কালপক্ব দ্রব্য আহার করিবে, এবং উলূখল বা প্রস্তরাদি অথবা দন্তরূপ উলূখল-কুট্টিত দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। ৫

দেশ-কালের বলাবল জানিয়া আপনার বৃত্তি নিমিত্ত সমুদায় দ্রব্য স্বয়ং আহরণ করিবে; কালান্তরে আহৃত দ্রব্য কালান্তরে গ্রহণ করিবে না। ৬

বানপ্রস্থাশ্রমী বন্য চরু পুরোডাশাদি দ্বারা আগ্রয়ণাদি শ্রৌত কর্ম্ম সম্পাদন করিবে পরন্তু শ্রৌত পশু দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবে না। ৭

বেদবাদিগণ বানপ্রস্থাশ্রমী মুনির জন্য অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য বিহিত বলিয়াছেন। ৮

এইরূপ তপস্যাচরণ দ্বারা শিরাব্যাপ্ত শরীর, শুষ্কমাংস মুনি, তপোময় আমাকে আরাধনা করিয়া মহর্লোকাদিক্রমে আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৯

যে ব্যক্তি অতি কষ্টসাধ্য এই মুক্তিসাধন মহৎ তপস্যাচরণ ক্ষুদ্র কামনায় (ব্রহ্মলোকাদি সুখের নিমিত্ত) নিয়োগ করে, তাহার অপেক্ষা আর কে মূর্খ আছে! ১০

বিবৃতি—সাধারণতঃ ১০০ শত বর্ষ আয়ু ধরিয়া লইয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ২৫শ বৎসর পর্য্যন্ত পরে—গৃহস্থাশ্রমে ৫০ বর্ষ পর্য্যন্ত তৎপরে বান-প্রস্থাশ্রমে—৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত অতীত করিবে, ইহার পর ক্ষীণেন্দ্রিয় ও বৈরাগ্যযুক্ত হইলে পর সন্ন্যাসাধিকার হয়। ১

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ। আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ॥১১॥
যদা কর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু। বিরাগো জায়তে সম্যঙ্‌ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেৎ ততঃ॥১২॥
ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্ব্বস্বমৃত্বিজে। অগ্নীন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥১৩॥
বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ। বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্॥১৪॥
বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্। ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি॥১৫॥
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্। সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥১৬॥
মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্। নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্‌যতিঃ॥১৭॥
ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ। সপ্তাগারানসংকৢপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা॥১৮॥
বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ। বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্॥১৯॥

যদি ঐ মুনি আশ্রমোচিত নিয়মপালনে অসমর্থ হয়েন ও জরায় কম্পিতকলেবর হয়েন, তবে আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নি আরোপ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। ১১

যদি কর্ম্ম-পরিপাকলব্ধ ব্রহ্মলোকাদি সমুদায়ে দুঃখদর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। ১২

(প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রথম কৃত্য বলিতেছেন) উপদেশানুসারে শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বক প্রাজাপত্য ইষ্টি দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া ও সর্ব্বস্ব ঋত্বিক্‌কে দান করিয়া আত্মাতে অগ্নি আবিষ্ট করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে প্রব্রজ্যা করিবে। ১৩

ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসকালে দেবতারা স্ত্রী-পুত্রাদি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া বিঘ্ন করিয়া থাকেন, এবং মনে মনে এই চিন্তা করেন যে, এই ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। ১৪

(প্রব্রজিতের ধর্ম্ম বলিতেছেন) হে উদ্ধব! মুনি ব্যক্তি যদি বস্ত্র পরিধান করেন, তবে কৌপীনমাত্র যাহাতে আচ্ছাদিত হয় এতাবন্মাত্র বস্ত্র অর্থাৎ বহির্ব্বাস পরিধান করিবেন, প্রৈষ মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ব্বে তিনি অন্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব অনাপৎকালে দণ্ড-কমণ্ডলু ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না। ১৫

দৃষ্টিপূত করিয়া পাদন্যাস করিবে, বস্ত্রপূত জল পান করিবে, সত্যপূত বাক্য বলিবে, মনের দ্বারা বিচার করিয়া যাহা শুদ্ধ তাহা আচরণ করিবে। ১৬

হে উদ্ধব! যাহার মৌনরূপ বাগ্‌দণ্ড, কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগরূপ দেহদণ্ড, এবং প্রাণায়ামরূপ অন্তঃকরণ দণ্ড নাই, সে ব্যক্তি কেবল বেণুদণ্ড ধারণ দ্বারা যতি হইতে পারে না। ১৭

চারিবর্ণের মধ্যে অভিশপ্ত পতিতাদি পরিত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট সপ্তগৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে এবং তদ্দ্বারা যাহা লব্ধ হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। ১৮

গ্রামের বাহিরে জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া স্নান ও আচমন করত আহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ যাচককে বিভাগ করিয়া শেষে প্রোক্ষণাদি-শোধিত সেই সমুদায় দ্রব্য ভোজন করিবে, সঞ্চয়ার্থ অধিক আহরণ করিবে না। ১৯

বিবৃতি—আয়ুর তৃতীয় ভাগাবশেষ কালে মন্দ-বৈরাগ্য হইলেও সন্ন্যাসাধিকার আছে—যাহার তাহাও নাই, তাহার কর্ত্তব্য এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ১১

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥২০॥
বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ। আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥২১॥
অন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া। বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ ॥২২॥
তস্মান্নিয়ম্য ষড়্‌বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ। বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধ্বাত্মনি সুখং মহৎ ॥২৩॥
পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ। পুণ্যদেশসরিচ্ছৈল-বনাশ্রমবতীং মহীম্ ॥২৪॥
বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ। সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা ॥২৫॥
নৈতদ্বস্তুতয়া পশ্যেদ্দৃশ্যমানং বিনশ্যতি। অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ ॥২৬॥
যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্প্রাণসংগ্রহম্। সর্ব্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ ॥২৭॥
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥২৮॥
বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥২৯॥

অসঙ্গ, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মক্রীড়, আত্মরত, আত্মবান্, সমদর্শন যতি একাকী এই পৃথিবী বিচরণ করিবেন। ২০

বিজন ও নির্ভয় স্থানে যাঁহার অবস্থান এবং মদ্‌ভাবনা দ্বারা নির্ম্মলান্তঃকরণ মুনি, আমার সহিত অভেদে আত্মাকে চিন্তা করিবেন। ২১

জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা আপনার বন্ধ-মোক্ষের বিষয় আলোচনা করিবেন, ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপের নাম বন্ধ এবং তাহাদের সংযোগের নাম মোক্ষ। ২২

অতএব মদীয় ভাব দ্বারা ষড়িন্দ্রিয়বর্গকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্ষুদ্র কামনা সকল হইতে বিরক্ত যতি আত্মাতে মহৎসুখ লাভ করত বিচরণ করিবেন। ২৩

পুর (হট্টাদিযুক্ত স্থান), গ্রাম, গোষ্ঠ, যাত্রিকবর্গ নিকটে ভিক্ষার্থ গমন করিবে, এবং পুণ্যদেশ, পুণ্য নদী, পুণ্য পর্ব্বত, পুণ্য বন-আশ্রমযুক্ত পৃথিবী বিচরণ করিবেন। ২২

বানপ্রস্থাশ্রমে নিয়ত ভিক্ষা করিবেন, শিলবৃত্তি দ্বারা আহৃত অন্নে শুদ্ধসত্ত্ব ও নিবৃত্তমোহ হইয়া আশু সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ২৫

এই দৃশ্যমান সকলকে বস্তুরূপে (যথার্থ বলিয়া) দর্শন করিবেন না। কারণ, ইহা বিনষ্ট হয়, অতএব অনাসক্ত যতি ভোগসাধনার্থ ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম হইতে বিরত হইবেন। ২৬

এই যে (মমতাস্পদ) জগৎ, এবং এই মন বাক্য-প্রাণ সহিত (অহঙ্কারাস্পদ) দেহ, সকলকে অর্থাৎ তজ্জন্য সুখ-দুঃখাদিকে আত্মাতে মায়ামাত্র ইহা তর্ক দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্নাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ যতি আর তাহা স্মরণ করিবেন না। ২৭

(পরমহংসধর্ম্ম বলিতেছেন) বাহিরে বিরক্ত ও মুমুক্ষু হইয়া যে ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ, কিম্বা যিনি মদ্‌ভক্তিমান, তিনি ত্রিদণ্ডাদি সহিত আশ্রমধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া বিধি অতিক্রম পূর্ব্বক বিচরণ করিবেন। অর্থাৎ তিনি কোন বিধি-নিষেধের অধীন থাকিবেন না। ২৮

বিবেকবান্ হইলেও বালকের ন্যায় মানাপমান-শূন্য হইয়া ক্রীড়া করিবে, নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় (ফলানুসন্ধান না করিয়া) ব্যবহার করিবে, বিদ্বান্ হইলেও উন্মত্তের ন্যায় বাক্য বলিবে, বেদনিষ্ঠ হইলেও গোচর্য্যা অর্থাৎ অনিয়তাচরণ করিবে। ২৯

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ। শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥৩০॥
নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বেজয়েন্ন তু। অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ ॥৩১॥
এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ। যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ ॥৩২॥
অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ। লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্ ॥৩৩॥
আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥৩৪॥
যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্। তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ ॥৩৫॥
শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ। অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥৩৬॥
নহি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা। আদেহান্তাৎ ক্বচিৎখ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া ॥৩৭॥
দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্ম্মো গুরুং মুনিমুপাব্রজেৎ ॥৩৮॥

বেদবাদে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যানে রত হইবে না এবং শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না, কেবল তর্কে নির্ভর করিবে না, সভামধ্যে নিষ্প্রয়োজনক বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে উহার কোন পক্ষ আশ্রয় করিবে না। ৩০

ধীর ব্যক্তি লোকের উদ্বেগ জন্মাইবেন না এবং আপনিও কাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইবেন না। পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেন ও কাহাকেও অবমাননা করিবেন না। পশুদিগের ন্যায় এই দেহ উপলক্ষে কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না। ৩১

যেমন চন্দ্র নানা জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত বলিয়া নানারূপে প্রতিভাত হইলেও এক, সেইরূপ ভূতবর্গে ও দেহে অবস্থিত একই পরমাত্মা, এবং ভূত সকলও কারণরূপে একাত্মক। ৩২

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যথাকালে ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে বিষণ্ণ হইবেন না এবং লাভ করিলেও হৃষ্ট হইবেন না, যেহেতুক উভয়ই দৈবাধীন। ৩৩

তথাপি আহারার্থ চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ, তাহাই সম্যক্ প্রাণধারণের উপায়, এবং প্রাণধারণ দ্বারাই তত্ত্ববিচার হয় ও তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়। ৩৪

উত্তমই হউক অথবা অনুত্তমই হউক, অনায়াস-লব্ধ অন্নই আহার করিবেন এবং বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতিও যেমন যেমন প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই ব্যবহার করিবেন। ৩৫

বিধির অনুগত হইয়া শৌচ, আচমন ও স্নান করিবেন না, এবং অন্যান্য নিয়ম সকলও যেমন ঈশ্বর আমি লীলাবশত আচরণ করি, জ্ঞানীও সেইরূপ করিবেন। ৩৬

(কেন তিনি বিধির অধীন নহেন, তাহা বলিতেছেন) তাঁহার ভেদপ্রতীতি নাই। কারণ, ভেদজ্ঞানও আমার বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, যদিও দেহপাত পর্য্যন্ত কখনও কোন বিষয়ে ভেদপ্রতীতির আভাসমাত্র থাকে, তথাপি দেহাবসানে তিনি আমাতে সংযুক্ত হয়েন। ৩৭

ধীর ব্যক্তি পরিণামে দুঃখজনক কাম্য কর্ম্ম সকলে বৈরাগ্যযুক্ত হইলেও তিনি যদি মৎপ্রসক্তি সাধন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকেন, তবে কোন মুনি গুরুর নিকটে গমন করিবেন। ৩৮

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ। যাবদ্‌ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥৩৯॥
যস্ত্বসংযতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥৪০॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। অবিপককষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥৪১॥
ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ। গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্ ॥৪২॥
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্। গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুং সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্ ॥৪৩॥
ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেন ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্। সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্ ॥৪৪॥
ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্। সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥৪৫॥
ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্ ॥৪৬॥
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ। স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥৪৭॥
এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্।
যথা স্বধর্ম্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে যতিধর্ম্মনির্ণয়োঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

যাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া ভক্তি সহকারে আদর পূর্ব্বক সদ্দৃষ্টিতে গুরুর পরিচর্য্যা করিবেন অর্থাৎ গুরুকে আমার স্বরূপ জানিয়া সেবা করিবেন। ৩৯

হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি ষড়িন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারেন নাই, এবং যাঁহার অত্যাসক্ত বুদ্ধি, যিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত, অথচ ত্রিদণ্ড ধারণ যাঁহার জীবিকা, ধর্ম্মহন্তা সেই ব্যক্তি দেবগণকে, আত্মাকে এবং আমাকে প্রতারণা করে, সেই পাপের পরিপাক যাহার অন্তাপি হয় নাই, তাদৃশ অপক্ক যোগী—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। ৪০-৪১

শম ও অহিংসা ভিক্ষুর ধর্ম্ম, তপশ্চর্য্যা ও আত্মানাত্মবিবেক বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। ভূতরক্ষা ও যজ্ঞাদি গৃহীর ধর্ম্ম। আচার্য্যসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম।৪২

ব্রহ্মচর্য্য,—তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, সর্ব্বভূতসৌহার্দ্দ, ও ঋতুকালাভিগমন, এ সকল গৃহস্থের ধর্ম্ম, মদীয় উপাসনা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম। সর্ব্বভূতে মদ্‌ভাবনাকারী—যে ব্যক্তি এইরূপ স্বধর্ম্মানুসারে অন্যোপাসনারহিত হইয়া আমাকে ভজনা করে, সে আমাতে দৃঢ়ভক্তি লাভ করে। ৪৩-৪৪

হে উদ্ধব! সে ব্যক্তি অবিনশ্বর ভক্তির দ্বারা সর্ব্বলোকমহেশ্বর ও সর্ব্বলোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ পরব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৪৫

এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ সত্ত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও আমার গতি অভিজ্ঞ সর্ব্ব বিষয়ে বিরক্ত যতি আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৪৬

বর্ণাশ্রমিগণের ইহাই আচার-লক্ষণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই আমার ভক্তিযুক্ত হইলে পরম মুক্তির সাধন হয়। ৪৭

হে সাধো! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই আমি তোমাকে বলিলাম, যেরূপে স্বধর্ম্মযুক্ত মদ্‌ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৪৮

ইতি একাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্ নানুমানিকঃ। মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্ন্যসেৎ ॥১॥

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সম্মতঃ। স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ ॥২॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম। জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্ত্তি মাম্ ॥৩॥

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ। নালং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা ॥৪॥

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ ॥৫॥

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি। সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্ ॥৬॥

ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিং স্যুরাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে ॥৭॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্।
আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে ত্বদ্ভক্তিযোগঞ্চ মহদ্বিমৃগ্যম্ ॥৮॥

ভগবান্ বলিলেন—যিনি অনুভব পর্য্যন্ত শ্রুতসম্পন্ন, অতএব আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত, অথচ আনুমানিক নহেন, কেবল পরোক্ষ জ্ঞানবান্, তিনি এই সকল মায়ামাত্র ইহা জানিয়া ঐ জ্ঞান ও তৎসাধন আমাতে সন্ন্যাস করিবেন। ১

জ্ঞানী ব্যক্তির একমাত্র আমিই ইষ্ট, অর্থাৎ জ্ঞানী আমাকেই পাইতে চাহেন, এবং আমিই তাঁহার স্বার্থ—ফল, এবং আমিই তৎসাধন বলিয়া সম্মত, স্বর্গ অথবা অপবর্গ অন্য কোন বিষয়ই আমা ব্যতীত তাঁহার প্রিয় নহে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার শ্রেষ্ঠ পদ অর্থাৎ আমার স্বরূপ জানেন। এই কারণে জ্ঞানী আমার প্রিয়তম, ঐ জ্ঞানী জ্ঞান দ্বারা আমাকে ধারণ করেন। ২-৩

তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান, অথবা অন্য কোন পবিত্র কর্ম্ম তাদৃশ শুদ্ধি জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানের লেশমাত্র যাদৃশ শুদ্ধি জন্মাইয়া থাকে। ৪

অতএব হে উদ্ধব! জ্ঞান পর্য্যন্ত স্বাত্মাকে জানিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা কর। ৫

জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞপতি আত্মারূপ আমার অর্চ্চনা করিয়া মদ্রূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। ৬

হে উদ্ধব! এই যে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ বিকার দেহাদি তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, ইহা মায়ামাত্র, ইহা কেবল মধ্য সময়ে আপতিত হয়, আদ্যন্তে থাকে না। অতএব বিকারের যে জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ তাহার দ্বারা তোমার কি হইতে পারে? যে বস্তু আদিতে ও অন্তে অসৎ, তাহা মধ্যকালেও তদ্রূপ হইবে। ৭

উদ্ধব বলিলেন, হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তে! বৈরাগ্য-বিজ্ঞানযুক্ত পুরাতন এই বিশুদ্ধ জ্ঞান যেরূপে নিশ্চিত হয়, তাহা এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনীয় আপনার ভক্তিযোগ আমাকে বলুন। ৮

বিবৃতি—যে পর্য্যন্ত আত্মানুভূতি না হয়, সেই পর্য্যন্ত বেদ শ্রবণ করিতে হয়। ঐ অনুভব প্রত্যক্ষরূপ আনুমানিক নহে, ইহার পর তত্ত্বজ্ঞান ও জ্ঞানসাধন উভয়ই ত্যাগ করিতে হয়, ইহারই নাম বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। ১

এই শ্লোকে সংক্ষেপে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন,

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥৯॥
দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলেঽস্মিন্ কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈর্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাং বরম্। অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্ ॥১১॥
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ। শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহূন পশ্চান্মোক্ষধর্ম্মানপৃচ্ছত ॥১২॥
তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান। জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্ ॥১৩॥
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভবান্ ভূতেষু যেন বৈ। ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষ তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥১৪
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ। স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥১৫
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ। পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥১৬

হে ঈশ! এই ঘোর সংসারপথে তাপত্রয় দ্বারা অভিহিত অতএব সন্তপ্যমান আমার পক্ষে আপনার অমৃতাভিবর্ষী পাদপদ্মরূপ আতপত্র (ছত্র) ব্যতীত আমি আর অন্য কোন আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না। ৯

হে মহানুভব! কালসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট, এবং এই সংসারগর্ত্তে পাতিত অথচ ক্ষুদ্র সুখের নিমিত্ত মহাতৃষ্ণার্ত্ত এই অধীন জনকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর, এবং অপবর্গবোধক বাগমৃত দ্বারা অভিষিক্ত কর। ১০

ভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক ভীষ্মের নিকটে এইরূপই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলে শুনিয়াছিলাম, ভারত-যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে সুহৃদ্বধে ব্যাকুলচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির বহু প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরে মোক্ষধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত, যাহা দেবব্রতের মুখে শুনিয়াছিলাম, সেই মোক্ষধর্ম্ম তোমাকে আমি বলিব। ১১-১৩

প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এই নয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ—এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব, ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্বভূতে যে জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় এবং যাহার দ্বারা এ সমুদায় পদার্থে এক আত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানই মদ্বিষয়ক, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ১৪

আর যে একমাত্র জ্ঞান দ্বারা একমাত্র কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া জানিবে। ত্রিগুণাত্মক (সাবয়ব) পদার্থ মাত্রের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ আলোচনা করিবে, আর যদি অন্ত ও মধ্যে কার্য্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যান্তরের প্রতি সতত যাহা অনুগত থাকে এবং তাহাদের প্রলয়েতেও অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সৎ-পদার্থ। ১৫-১৬

দেহ মায়ামাত্র, উহা পরমার্থ নহে। কারণ, উহা আদিতেও ছিল না অন্তেও থাকিবে না, কেবল মধ্য সময়ে আপতিত হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প-মাল্যাদি বুদ্ধি, সুতরাং এই দেহের জন্মাদি বিকারে—তোমার কি? ৭

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্। প্রমাণেম্বনবস্থানদ্‌বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥১৭॥
কর্ম্মণঃ পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥১৮॥
ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ। পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥১৯॥
শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥২০॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥২১॥
মদর্থেম্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরনম্। ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥২২॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ ॥২৩॥
এবং ধর্ম্মৈর্ম্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥২৪॥
যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্। ধর্ম্মং জ্ঞানং স বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে ॥২৫॥
যদর্পিতং তদ্বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি। রজস্বলঞ্চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্য্যয়ম্ ॥২৬॥
ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্। গুণেম্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ ॥২৭॥

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারিটি প্রমাণ, এই সকল প্রমাণের অনবস্থা নিবন্ধন ও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব হেতুক সাবয়ব পদার্থ মাত্র হইতে বিরক্ত হইবে। কর্ম্ম মাত্রেরই পরিণাম আছে বলিয়া দৃষ্ট কর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত অদৃষ্ট কর্ম্মের ফলও দুঃখরূপ নশ্বর, বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিবেন। ১৭-১৮

হে নিষ্পাপ! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে ভক্তিযোগ বলিয়াছি—যখন তুমি উহাতে প্রীতিলাভ করিতেছ, তখন পুনর্ব্বার মদ্‌ভক্তির পরম কারণ ভক্তিযোগ আমি তোমাকে বলিব। ১৯

সর্ব্বদা আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, নিত্য আমার নামকীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, সর্ব্বদা আমার স্তুতি দ্বারা স্তব, আমার পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা সমাদর, অষ্টাঙ্গে অভিবাদন, এবং আমার পূজা হইতেও মদ্ভক্তের অধিক পূজা, এবং সর্ব্বভূতে আমার স্ফুরণ লক্ষ্য করা, আমার উদ্দেশে শারীর চেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার গুণকীর্ত্তন করা, আমাতে মনের অর্পণ, সর্ব্বকাম পরিত্যাগ, আমার ভজনের জন্য ভজনবিরোধী অর্থের পরিত্যাগ, ভোগসাধন অনিবেদিত চন্দনাদি, সুখ অর্থাৎ পুত্রলালনাদি, এ সমুদায়ের পরিত্যাগ, আর ইষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞ ও দান, পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন, দান, হোম, ব্রত ও তপস্যা আমার জন্য করিলে এই সকল ভক্তির কারণ হয়। ২০-২৩

হে উদ্ধব! এই সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা আত্মনিবেদনকারী মনুষ্যগণের আমাতে ভক্তি জন্মে, তাহার আর অন্য কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। সত্ত্বগুণসম্পন্ন শান্তচিত্ত যখন আত্মাতে অর্থাৎ আমাতে অর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৪ ২৫

যখন মানবের চিত্ত দেহ-গেহাদিতে অর্পিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়, তখন উহা অধিক রজোগুণযুক্ত অসন্নিষ্ঠ হইয়া বিপরীত ভাবাপন্ন হয়। ২৬

যাহাতে তোমার ভক্তি জন্মায়, উহাই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে, একাত্মতা দর্শনের নাম জ্ঞান, গুণেতে অসঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়েতে আসক্তিশূন্যতার নাম বৈরাগ্য ও অণিমাদিকে ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিবে। ২৭

শ্রীউদ্ধব উবাচ। যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বারিকর্শন।
কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষাধৃতিঃ প্রভো ॥২৮॥
কিং দানং কিং তপঃ শৌর্য্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনঞ্চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা ॥২৯॥
পুংসঃ কিংস্বিদ্বলং শ্রীমন্ দয়া লোভশ্চ কেশব।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ ॥৩০॥
কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মুর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃস্বিৎ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্ ॥৩১॥
ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ।
এতান্ প্রশ্নান্ মম ব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে ॥৩২॥

শ্রীভগবানুবাচ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ম্ ॥৩৩॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনম্ ॥৩৪॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ। পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥৩৫॥
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ। তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥৩৬॥
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্। স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ॥৩৭॥

উদ্ধব বলিলেন, হে শত্রুনাশন! যম কত প্রকার, নিয়মই বা কত প্রকার, শম, দম, তিতিক্ষা ও ধৃতিই বা কাহাকে বলে? ২৮

দান কি, তপস্যা কাহার নাম, শৌর্য্য কি প্রকার, এবং সত্য ও ঋত কাহাকে বলে, ত্যাগ, ধন যজ্ঞ দক্ষিণাই বা কিরূপ? তাহা আমাকে বলুন। ২৯

হে কেশব! পুরুষের বল কি? দয়া ও লাভ কি? পরা বিদ্যা, লজ্জা, ভূষণ, সুখ, দুঃখই বা কি? কে পণ্ডিত, কে মূর্খ, পথ কি, উৎপথই বা কি, স্বর্গ ও নরক কাহাকে বলে, কে বন্ধু, এবং গৃহই বা কাহাকে বলে? কোন্ ব্যক্তি ধনী, কোন্ ব্যক্তি দরিদ্র, কে কৃপণ ও কে ঈশ্বর, হে সৎপতে! এই সকল প্রশ্ন ও ইহার বিপরীত (অশমাদি) অর্থ সকল আমার নিকট বলুন। ৩০-৩২

ভগবান্ বলিলেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, ধর্ম্মে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থিরতা, ক্ষমা ও ভয়। শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, (ধর্ম্মে আদর) আতিথ্য, আমার অর্চ্চনা, তীর্থাটন, পরার্থ চেষ্টা, তুষ্টি ও গুরুসেবা, এই উভয় বারটিকে যম ও নিয়ম কহে, মানবগণ এই যম ও নিয়মের আরাধনা করিলে যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখনই তাহা প্রাপ্ত হয়েন। ৩৩-৩৫

আমাতে যে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠা তাহাই শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দুঃখসহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম ধৃতি। ৩৬

ভূতদ্রোহ পরিত্যাগের নাম দান (কেবল ধনার্পণ নহে), কাম ত্যাগ অর্থাৎ ভোগের অপেক্ষা না রাখাই তপস্যা (কেবল কৃচ্ছ্রাদি নহে), বাসনা জয়ের নাম শূরত্ব (কেবল বিক্রম প্রকাশ নহে), সমদর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্মপদার্থের আলোচনার নামই সত্য (কেবল যথার্থ ভাষণ নহে)। ৩৭

ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা। কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥৩৮॥
ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ। দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্ ॥৩৯॥
ভগো ম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ। বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু ॥৪০॥
শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ। দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥৪১॥
মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ। উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥৪২॥
নরকস্তম উন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে। গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥৪৩॥
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥৪৪॥
এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্ব্বে সাধু নিরূপিতাঃ। কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রেয়োভেদনির্ণয়ো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

কবি অর্থাৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রিয় ও সত্য বাক্যকে 'ঋত' বলেন (সুতরাং সত্য ও ঋত ইহাদের ভেদ পরিস্ফুট), কর্ম্মেতে অনাসক্তিকে শৌচ বলে (কেবল শুচিতা নহে), কলত্র পুত্রাদিতে মমতা ত্যাগের নাম সন্ন্যাস (ভোগ ত্যাগ নহে)। ৩৮

মনুষ্যদিগের অভিলষিত ধনই ধর্ম্ম, পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ (অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিতে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে, ক্রিয়া-বুদ্ধিতে নহে), যজ্ঞার্থ দানের নাম দক্ষিণা, উহা এস্থলে জ্ঞানোপদেশ মাত্র (হিরণ্যাদি দান নহে; কারণ, জ্ঞান দ্বারা যজ্ঞরূপ বিষ্ণুকে পাওয়া যায়), প্রাণায়ামই পরম বল, (দুর্দ্দমকে দমন করাই বল, সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দম মনকে প্রাণায়াম দ্বারাই দমন করা যায়)। ৩৯

(দয়া লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হয় নাই) আমার ঐশ্বর্য্যভাবেই ভগ অর্থাৎ ভাগ্য, উত্তম লাভ, মদ্ভক্তি (পুত্রাদিতে নহে)—আমাতে অভেদ জ্ঞানেরই নাম বিদ্যা (কিন্তু ব্যাকরণাদি পাঠ নহে), অকর্ম্মে জুগুপ্সা অর্থাৎ হেয়ত্ব দর্শনের নাম হ্রী। ৪০

নিরপেক্ষতাদি গুণের নাম শ্রী, সুখ দুঃখ অননুসন্ধানের নাম সুখ (কেবল বিষয় ভোগ নহে), বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষার নাম দুঃখ, যিনি বন্ধ ও মোক্ষ জানেন, তিনিই পণ্ডিত। দেহাদিতে অহংবুদ্ধির নামই মূর্খতা (শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যতা নহে), নিবৃত্তিপথই পথ (কণ্টকাদিশূন্য সন্মার্গ মাত্র নহে), চিত্তবিক্ষেপকে উৎপথ বলে (চৌর্য্যাদিরূপ কুমার্গ নহে), সত্ত্বগুণের উদয়ের নাম স্বর্গ (ইন্দ্রাদিলোক নহে)। ৪১-৪২

হে উদ্ধব! তমোগুণের উদ্রেকের নাম নরক (তামিস্রাদি নহে), গুরুই বন্ধু, সেই গুরু আমি, মানুষের শরীরই গৃহ (হর্ম্ম্যাদি নহে), গুণসম্পন্নই আঢ্য (কেবল ধনী নহে) কথিত হয়। ৪৩

যিনি অসন্তুষ্ট তিনিই দরিদ্র (কেবল নির্ধন নহে), অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ (কেবল দীন ব্যক্তি নহে), গুণে—বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধিই প্রভু (কেবল রাজাদি নহে), গুণেতে আসক্তবুদ্ধিই অপ্রভু। ৪৪

হে উদ্ধব! তুমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তাহা মোক্ষোপযোগিরূপে নিরূপণ করিলাম। আর বহুলভাবে বর্ণনা করিয়া কি হইবে, গুণ ও দোষের সংক্ষেপে এই লক্ষণ—যথা গুণ-দোষ দর্শনই দোষ এবং তদুভয়ের দর্শনবর্জ্জিত স্বভাবই গুণ। ৪৫

ইতি একাদশ স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে। অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥১॥
বর্ণাশ্রমবিকল্পঞ্চ প্রতিলোমানুলোমজম্। দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ ॥২॥
গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব। নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্ ॥৩॥
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর। শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥৪॥
গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাৎ তে নহি স্বতঃ। নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ ॥৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥৬॥

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥৭॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥৮॥

উদ্ধব কহিলেন, হে অরবিন্দাক্ষ! বিধি ও নিষেধ এই উভয়ই আপনার আজ্ঞারূপ বেদ, সেই বেদ ও বিধেয় ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের গুণ দোষ অপেক্ষা করে। ১

বর্ণ ও আশ্রমের ভেদ, প্রতিলোম ও অনুলোমজ ভেদ, দ্রব্য, দেশ, কাল, স্বর্গ, নরক, এই সকলই গুণ-দোষভেদ অপেক্ষা করে। ২

গুণ দোষভেদ দর্শন ব্যতীত আপনার নিষেধ-বিধি লক্ষণবাক্য কিরূপে সম্ভব হয়, আর আপনার সেই বাক্য ব্যতীতই বা মনুষ্যদিগের মুক্তি কি প্রকারে সাধিত হয়? ৩

হে ঈশ্বর! অনুপলব্ধ অর্থাৎ মোক্ষ ও স্বর্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য-সাধন বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃলোক, দেবগণ ও মনুষ্যদিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুস্বরূপ। ৪

আপনার আজ্ঞারূপ বেদ হইতেই গুণ-দোষ-ভেদ দৃষ্টি হয়, এবং আপনার নিগম (বেদ) দ্বারাই ঐ ভেদের নিরাকরণ হয়, পরন্তু স্বয়ং কখনই হইতে পারে না এইরূপ যে আমার ভ্রম, তাহা দূরীভূত করুন। ৫

ভগবান্ বলিলেন, মানবগণের মঙ্গলবিধানের জন্য আমি (কর্ম্মব্রহ্ম ও দেবতাকাণ্ডে) তিনটি যোগ অর্থাৎ উপায় বলিয়াছি, উহা জ্ঞান-যোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এতদ্ব্যতীত মানবগণের কল্যাণসাধনের উপায় কোথাও নাই। ৬

ঐ তিন প্রকার যোগের মধ্যে কর্ম্মেতে নির্ব্বিণ্ণ, অর্থাৎ দুঃখবুদ্ধি নিবন্ধন কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরক্ত অতএব তৎসাধনভূত কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিগণের জ্ঞান-যোগই সিদ্ধি প্রদান করে, আর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে দুঃখবুদ্ধিশূন্য অতএব কামীও অবিরক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মযোগই সিদ্ধিপ্রদ হয়। ৭

কোনরূপ ভাগ্যোদয়বশে যাঁহার আমার কথা-দিতে শ্রদ্ধা জন্মে, যিনি কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিষয়ে অবিরক্ত বা অত্যাসক্ত নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তি-যোগই সিদ্ধি দান করে। ৮

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৯॥
স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥১০॥
অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ সস্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥১১॥
স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িনস্তথা। সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্ ॥১২॥
ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিচক্ষণঃ। নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি॥১৩॥
এতদ্বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ। অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্ ॥১৪॥
ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্। খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ ॥১৫॥
অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধ্বায়ুর্ভয়বেপথুঃ। মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশাম্যতি ॥১৬॥

যাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাদি বিষয়ে নির্ব্বিণ্ণ না হয়, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথাদি শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎকাল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে। ৯

হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মে থাকিয়া কামনাহীন যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি দ্বারা যজন করেন, তিনি যদি অন্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করেন, তবে স্বর্গে বা নরকে গমন করেন না। ১০

এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া যিনি স্বধর্ম্মে স্থিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী অতএব শুদ্ধচিত্ত, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ অথবা ভাগ্যবশে মদ্ভক্তিযোগ লাভ করেন। ১১

নরকবাসীর ন্যায় স্বর্গবাসীরাও জ্ঞান ও ভক্তির সাধক মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন; কারণ, স্বর্গী ও নারকী উভয়ের শরীরই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধক নহে। ১২

অতএব বিচক্ষণ মানব নরকগতির ন্যায় স্বর্গগতিও আকাঙ্ক্ষা করিবেন না এবং মর্ত্ত্যলোকের দেহাদিও আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, যেহেতু দেহে আসক্তিবশতঃ স্বার্থে অবধানশূন্য হইতে হয়। ১৩

অতএব এই দেহকেই সাধন জানিয়া এবং মর্ত্ত্যলোককেই অর্থসিদ্ধিপ্রদ জানিয়া অনাসক্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবে। ১৪

যমের ন্যায় নির্দ্দয় পুরুষগণ কৃতকুলায় বনস্পতিকে যখন ছেদন করে, তখন পক্ষিগণ যেমন নিজের আশ্রয়স্বরূপ বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে কল্যাণ লাভ করে (সেইরূপ অনাসক্ত মুক্তসঙ্গ ব্যক্তি সুখ লাভ করেন)। ১৫

তদ্রূপ বিচক্ষণ ব্যক্তি, দিন দিন আয়ুঃক্ষয় হইতেছে বুঝিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবরে মুক্তসঙ্গ ও পরমার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া উপশান্ত হয়েন। ১৬

বিবৃতি—কর্ম্ম রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং ঐ কর্ম্ম কত কাল করিবে এবং জ্ঞানাধিকার বা ভক্ত্যধিকার কখন হয়, এই অপেক্ষায় এই শ্লোক। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে যতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য না জন্মে, ততকাল কর্ম্ম করিবে। বৈরাগ্য জন্মিলে তাহার জ্ঞানেই অধিকার, কর্ম্মে নহে এবং ভগবৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত না জন্মে, তাবৎ কর্ম্মাধিকার, শ্রদ্ধা জন্মিলে ভক্তিতেই অধিকার জন্মে, কর্ম্মে নহে। এই শ্রদ্ধাও আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। অনাশীঃ কাম অর্থাৎ ফলকামনা-শূন্য। অন্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ, দুই প্রকারে লোক নরকে গমন করে, এক বিহিত কার্য্য না করা, অপর নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এস্থানে স্বধর্ম্মে স্থিত বলায় বিহিতাচরণ ও নিষিদ্ধ পরিহার বুঝায়, সুতরাং তন্নিবন্ধন তাহার নরক গমন হয় না এবং ফলকামনা না থাকায় স্বর্গগমনও হয় না। ৯-১০

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ১৭ ॥
যদারম্ভেষু নির্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ ॥১৮॥
ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্। অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥১৯॥
মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ। সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ ॥২০॥
এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ। হৃদয়ং জ্ঞাতুমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্ব্বতো মুহুঃ॥২১॥
সাঙ্খ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ। ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥২২॥
নির্ব্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ। মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া ॥২৩॥
যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া। মমার্চ্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগং স্মরেন্মনঃ ॥২৪॥
যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্। যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন ॥২৫॥

কোটি কোটি যত্নেও সুদুর্লভ অথবা যদৃচ্ছালব্ধ সর্ব্বফলের মূল এই নরদেহরূপ যে নৌকা, যাহার গুরু কর্ণধার (নাবিক) আমি (ভগবান্) অনুকূল বায়ু হইয়া যাহাকে চালনা করি, এমন দুর্লভ মনুষ্য-দেহরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে পুরুষ ভবসাগর পার হইতে পারে না, সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতী। ১৭

যখন আরব্ধ কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ দুঃখ দর্শন নিবন্ধন উদ্বিগ্ন ও কর্ম্মফলে বিরক্ত হয়, তখন যোগী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মাভ্যাস দ্বারা অচলরূপে মনকে ধারণ করেন। ১৮

এবং সেই ধার্য্যমাণ মন যখন ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ অনবস্থিত হয় অর্থাৎ এক স্থানে স্থির থাকে না, তখন অতন্দ্রিত অর্থাৎ অনলস হইয়া কিঞ্চিদপেক্ষা পূরণরূপ পথে অর্থাৎ মনকে তাহার ইচ্ছা মত কিছু গ্রহণ করিতে দিয়া আত্মবশীভূত করিয়া লইবে। জিতপ্রাণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনের গতিকে উপেক্ষা করিবেন না অর্থাৎ যথেচ্ছ ভাবে মনকে বিষয় গ্রহণ করিতে দিবেন না, সত্ত্বসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মবশে আনয়ন করিবেন। ১৯-২০

এই অনুবৃত্তিপথে মনের সংগ্রহকে পরমযোগ কহে, যেমন অশ্বারোহী অদমনীয় অশ্বের হৃদয়ভাব জানিবার জন্য কিছুকাল তাহার অনুবর্ত্তন করে সেইরূপ। ২১

যে পর্য্যন্ত মন প্রসন্ন না হয় অর্থাৎ নিশ্চল না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সাংখ্যরূপ তত্ত্ববিবেক দ্বারা মহদাদি দেহান্ত পদার্থ সকলের প্রকৃত্যাদিক্রমে উৎপত্তি ও পৃথিব্যাদিক্রমে নাশ চিন্তা করিবে। ২২

গুরূপদিষ্ট আত্মানুসন্ধানকারী, সংসারে নির্ব্বিণ্ণ অতএব বিরক্ত পুরুষের মন চিন্তিত পদার্থের পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন দ্বারা দেহাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করে। যমনিয়মাদি যোগমার্গ দ্বারা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দ্বারা এবং আমার অর্চ্চনা ধ্যানরূপ উপাসনা দ্বারা মন পরমাত্মাকে স্মরণ করিবে, ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই করিবে না। ২৩-২৪

যোগী যদি কখন প্রমাদবশে গর্হিত কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা ও নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, অন্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিবেন না। ২৫

বিবৃতি—অশ্ব-হৃদয়াভিপ্রায় জানিবার জন্য অশ্বারোহী তাহার গতির অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ তাহাকে স্বচ্ছন্দে যাইতে দেয় পরন্তু অশ্বমুখবদ্ধরজ্জু ত্যাগ করে না, সেইরূপ মনকে আত্মস্থ করিবার জন্যও যোগী মনের গতির অনুসরণ করেন পরন্তু সম্পূর্ণভাবে তাহাকে ছাড়িয়া দেন না, এইরূপে মনকে সংবৃত করাকে শ্রেষ্ঠ যোগ বলে। ২১

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥২৬॥
জাতশ্রদ্ধো মৎ কথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদ দুঃখাত্মকান্ সর্ব্বান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥২৭॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥২৮॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ। কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥২৯॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥৩০॥
তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৩১॥
যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥৩২॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥৩৩॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥৩৪॥

(প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে কি প্রকারে পাপ দগ্ধ হইবে ইহার সমাধান বলিতেছেন) স্ব স্ব অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া কথিত হয়; উৎপত্তি দ্বারা অশুদ্ধ কর্ম্ম সকলের এবং সঙ্গের ত্যাগেচ্ছার বিধি নিষেধ দ্বারা এই গুণ-দোষবিধান করিয়া কর্ম্মের সঙ্কোচ করা হইয়াছে। (ভক্তির অধিকারীর পক্ষে ভক্তিযোগ বলিতেছেন) মৎকথা শ্রবণাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছে, তিনি কামনা সকল যে দুঃখাত্মক ইহা জানেন পরন্তু উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। ২৬-২৭

এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সেই সকল কাম উপভোগ করিলেও পরিণামে উহারা দুঃখপ্রদ বলিয়া নিন্দা করেন ও প্রীতমনে আমাকে ভজনা করিবেন। ২৮

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা যে মুনি আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকায় তাঁহার হৃদয়স্থিত সমুদায় কামনা বিনষ্ট হয়। অখিলের আত্মা আমাকে দর্শন করিলে হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া ও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং উহার কর্ম্ম সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ২৯-৩০

অতএব আমাতে সমর্পিতচিত্ত এবং মদীয় ভক্তিযুক্ত যোগীদিগের ইহলোকে কর্ম্মভোগ ত দূরের কথা, অধিক কি জ্ঞান ও বৈরাগ্যও প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। ৩১

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম, বা অন্য তীর্থযাত্রা ব্রতাদি শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত মদ্বিষয়ক ভক্তি-যোগ দ্বারা এই সমুদায় অনায়াসে লাভ করেন, এবং যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে স্বর্গ অপবর্গ (মুক্তি) অথবা মদীয় সালোক্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। ৩২-৩৩

একান্ত মদ্‌ভক্ত, ধীর, সাধু ব্যক্তিগণ আমা কর্ত্তৃক দত্ত আত্যন্তিক কৈবল্যও বাঞ্ছা করেন না, অন্য বস্তুর কথা আর কি বলিব। ৩৪

বিবৃতি—মানবের প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য অশুদ্ধি নাই, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারাই সেই মলিন এবং উহাকে সহসা সর্ব্বদিক্ হইতে নিবৃত্তও করা যায় না, অতএব ইহা করা উচিত নহে, ইহাই করা উচিত এইরূপ নিষেধ-বিধি দ্বারা এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্কোচ দ্বারা নিবৃত্তিই করা হয়, যোগিগণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগোচর নহেন, এই জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি বিধি তাঁহাদের নয়। ২৬

অধিকারত্রয় বলা হইয়াছে, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ অঙ্গকে অপেক্ষা করে—ভক্তিযোগ কাহাকেও অপেক্ষা করে না, এইজন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩১

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্। তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥৩৫॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥৩৬॥
এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ। ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নৈরপেক্ষ অর্থাৎ কিছুর অপেক্ষা না রাখা, মহৎ উৎকৃষ্ট নিঃশ্রেয়স ফলও তাহার সাধন বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা-শূন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই আমাতে দৃঢ় ভক্তি হয়। ৩৫

প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত, আমার একান্ত ভক্ত, সমচিত্ত সাধুব্যক্তিদিগের বিধি ও নিষেধোৎপন্ন পুণ্য-পাপাদি সম্ভব হয় না। ৩৬

এইরূপ আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির উপায়পথ সকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কাল-মায়াদিরহিত আমার আবাসে গমন করেন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। ৩৭

ইতি একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে ॥১॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥২॥
শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু। দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ।
ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ ॥ ৩ ॥
দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্ম্মমুদ্বহতাং ধুরম্ ॥৪॥
ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ। আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ ॥৫॥
বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি। ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥৬॥
দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম। গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্ ॥৭॥
অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ। কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্ ॥৮॥

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! যে সকল ব্যক্তি এই মদুক্ত ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক আমার পথ সকল পরিত্যাগ করিয়া অতি চঞ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা তুচ্ছ কামনা সকলের সেবা করে, তাহারা এই সংসারে নানাবিধ যোনি প্রাপ্ত হয়। ১

(কর্ম্ম সকল দ্বারা কেহ কেহ গুণ-দোষভাগী হয় ও কেহ কেহ গুণ-দোষভাগী হয় না, এরূপ বৈষম্যের কারণ বলিতেছেন) হে উদ্ধব! স্ব স্ব অধিকার বিষয়ে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং তাহার বিপরীত হইলেই দোষ বলা যায়, সংক্ষেপে গুণ-দোষের ইহাই নির্ণয় জানিবে। ২

হে অনঘ! সাধারণ বস্তু সকলের মধ্যে দ্রব্য বিশেষের প্রতি সন্দেহ দ্বারা প্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধার্থ শুদ্ধি, অশুদ্ধি, গুণ, দোষ, শুভাশুভ, বিধান করা হয়, যেমন ধর্ম্মার্থ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, ব্যবহারের নিমিত্ত তাহার গুণ দোষ এবং দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহার্থ তাহার শুভাশুভত্ব বিহিত হয়। ধর্ম্মভার-বাহী অর্থাৎ কর্ম্মজড় মানবগণের নিমিত্ত মন্বাদিরূপে আমি এই আচার প্রদর্শন করিয়াছি। ৩-৪

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত, আব্রহ্ম স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণিমাত্রের শরীরের ধাতু অর্থাৎ আরম্ভক। ৫

হে উদ্ধব! এই সকল শরীরীদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিয়ম দ্বারা ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য সম দেহ সকলে ও বেদবিষয় নামরূপ কল্পনা করিয়াছেন। ৬

হে সত্তম! কর্ম্ম সকলের সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত, দেশকালাদিভাব এবং উপাদেয় অনুপাদেয় বস্তু সমুদায়ের গুণ দোষ আমিই বিধান করিয়াছি। ৭

দেশ সকলের মধ্যে যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করেন না সেই দেশ অশুচি, যদি সে দেশের লোক ব্রাহ্মণভক্ত না হয়, তবে সে দেশ অত্যন্ত অশুচি, কৃষ্ণসারযুক্ত হইলেও সৎপুরুষবর্জ্জিত কীকট দেশ (অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি) অশুচি এবং অপরিষ্কৃত ভূমি ম্লেচ্ছাদি দেশ ও উষর ভূমি অশুচি। ৮

কর্ম্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যতো নিবর্ত্ততে কর্ম্ম স দোষোঽকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ ॥৯॥

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ। সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াথবা ॥ ১০ ॥
শক্ত্যাশক্ত্যাথবা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে। অঘং কুর্ব্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ ॥১১॥
ধান্যদার্ব্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্ম্মণাম্। কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবাণাং যুতাযুতৈঃ ॥১২॥
অমেধ্যলিপ্তং যদ্‌যেন গন্ধলেপং ব্যপোহতি। ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে ॥১৩॥
স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ। মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্ম্মাচরেদ্দ্বিজঃ ॥১৪॥
মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞাতং কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণম্। ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্‌ভিরধর্ম্মস্তু বিপর্য্যয়ঃ ॥১৫॥

দ্রব্যলাভ দ্বারাই হউক অথবা স্বতই হউক, পূর্ব্বাহ্লাদি যে কর্ম্মযোগ্য কাল তাহাই গুণবান, আর দ্রব্যের অলাভেই হউক অথবা সূতকাদি দ্বারাই হউক, যাহা হইতে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, তাহা কর্ম্মানর্হ দোষযুক্ত কাল। ৯

দ্রব্যের দ্রব্য দ্বারা শুদ্ধি ও অশুদ্ধি হয়, যেমন জলাদি প্রক্ষালনে শুদ্ধি ও মূত্রাদি অশুচি দ্রব্য দ্বারা অশুদ্ধি হয়, সন্দেহ স্থলে ব্রাহ্মণ-বচন দ্বারা শুদ্ধি, তদ্বিপরীত দ্বারা অশুদ্ধি, সংস্কার দ্বারা যথা পুষ্পাদির প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি, আঘ্রাণ দ্বারা অশুদ্ধি, কাল দ্বারা যথা দশাহাদি কালে নবোদকাদি শুদ্ধি ও পর্য্যুষিত অন্নাদির অশুদ্ধি, বৃহৎ বলিয়া তড়াগাদির জল অন্ত্যজাদিস্পর্শে শুদ্ধি, অল্পত্ব নিবন্ধন কূপাদির অশুদ্ধি, এইরূপ দ্রব্যের শুদ্ধি অশুদ্ধি নিয়ম। ১০

শক্তি ও অশক্তি জ্ঞান, সমৃদ্ধি দ্বারা আত্মাতে যে পাপ জন্মে, সে কেবল দেশ, কাল ও অবস্থানুসারেই হইয়া থাকে। ১১

ধান্য, কাষ্ঠ, অস্থি (গজ দন্তাদি), সূত্র, তৈল, ঘৃতাদি, সুবর্ণপাত্রাদি ও চর্ম্ম এই সকল পার্থিব পদার্থের কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল এই সকল বস্তুর সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা শুদ্ধি ও অশুদ্ধি হয়। ১২

হে উদ্ধব! অমেধ্যলিপ্ত যে কোন বস্তুর গন্ধ ও লেপ যাহার দ্বারা দূরীভূত হয় ও স্বীয় প্রকৃতি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সেই বস্তু শুদ্ধ হয়। ১৩

(দ্রব্যশুদ্ধি বলিয়া কর্ত্তার শুদ্ধি বলিতেছেন) স্নান, দান, তপস্যা, কৌমারাদি অবস্থা, শক্তি, উপনয়নাদি সংস্কার, দীক্ষা ও আমার স্মরণ এই সকল কর্ম্ম দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয়, এইরূপে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কর্ম্মাচরণ করিবেন। ১৪

সদ্‌গুরুর মুখে মন্ত্র-পরিজ্ঞানই মন্ত্রশুদ্ধি, ঈশ্বরেতে অর্পণ করাই কর্ম্মশুদ্ধি, দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম এই ছয় বস্তুর শুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম হয়, অশুদ্ধি দ্বারা অধর্ম্ম হয়। ১৫

বিবৃতি—সূর্য্যগ্রহণকালীন ও অশৌচের অন্ন শক্ত ব্যক্তির নিকট অপবিত্র, অশক্তের নিকট শুদ্ধ, পুত্রজন্মাদিতে দশ দিন অতীত হইয়াছে এই জ্ঞান হইলে শুদ্ধি, তাহা না হইলে অশুদ্ধি; সমৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র অশুদ্ধ, দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি শুদ্ধ, ইহাও দেশ, কাল, পাত্র দ্রব্যাদি সম্বন্ধে শৌচাশৌচ-বিধি পৃথকরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যে পীড়ি পাত্র বা বস্ত্রাদি অমেধ্যলিপ্ত হয়, তবে তক্ষণ, ক্ষার-জলাদি দ্বারা গন্ধ ও লেপ দূরীভূত হইলে ঐ সকল দ্রব্য শুদ্ধ হয়, যতটা তক্ষণাদি দ্বারা দূরীভূত হইবে, ততটা কর্ত্তব্য ও তাহাতেই শুদ্ধ হয়। ১১১১

ক্বচিদ্গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ। গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥১৬॥
সমানকর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্। ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥১৭॥
যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ। এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ ॥১৮॥
বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্ ॥১৯॥
কলের্দুর্ব্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ত্ততে। তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্ ॥২০॥
তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে। ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ ॥২১॥
বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্। বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্ ॥২২॥
ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্। শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥২৩॥

হে উদ্ধব! এই গুণ-দোষ-বিভাগ বাস্তব নহে, গুণও দোষরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ আপৎকালে প্রতিগ্রহ গুণ, কিন্তু অনাপদে দোষ, কোন স্থানে দোষও গুণ হয় অর্থাৎ কুটুম্ব পরিত্যাগ দোষ কিন্তু বৈরাগ্যোদয়ে বিধিবশতঃ তাহাই গুণ হয়, অতএব এই গুণ-দোষের নিয়ামক শাস্ত্রই গুণ-দোষভেদকে বাধিত করে। ১৬

সমান কর্ম্মের আচরণ—পতিতের পাতক নহে, অর্থাৎ জন্ম দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা পতিত ব্যক্তির পক্ষে পাতিত্যজনক কর্ম্ম পাতক অর্থাৎ পাতিত্যজনক হয় না, অতএব দোষেরও দোষতা এখানে নাই এবং যতির পক্ষে যে সঙ্গদোষের, উহা গৃহস্থের পক্ষে গুণের—কারণ, শাস্ত্রে ঋতুকালে গমনের বিধি গৃহস্থের আছে বলিয়া গুণ, যতির তাদৃশ সঙ্গ পতনের কারণ বলিয়া দোষ। ভূমিতে শয়ান ব্যক্তি যেমন আর নিম্নে পতিত হয় না, সেইরূপ পতিত ব্যক্তির মদ্যপানাদির দ্বারা আর পাতিত্য জন্মে না। ১৭

হে উদ্ধব! যাহা যাহা হইতে মানব নিবৃত্ত হয়, তাহা তাহা হইতেই সে মুক্ত হয়, এই ধর্ম্মই মানবের শোক-মোহ-ভয়নাশক ও পরম মঙ্গল-জনক। ১৮

(রাগপ্রাপ্ত প্রবৃত্তিবর্গের অনর্থ হেতুতা দেখাইতে-ছেন) হে উদ্ধব! বিষয়েতে গুণাধ্যাস নিবন্ধন অর্থাৎ গুণালোচনা দ্বারা পুরুষের উহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কাম জন্মে, কাম হইতেই কলহ উপস্থিত হয়, দুর্ব্বিসহ ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতেই মোহ জন্মে, সেই মোহই পুরুষের চেতনাকে অতিদ্রুত আচ্ছন্ন করে। সেই চেতনাশূন্য পুরুষই অসত্তুল্য হয়, পরে চেতনাশূন্য, সুতরাং মৃততুল্য বা মৃতব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। ১৯-২১

বিষয়েতে আসক্তি নিবন্ধন সেই মানব নিজেকে জানিতে পারে না এবং অপরকেও জানে না, সে বৃক্ষের ন্যায় জীবন ধারণ করে এবং ভস্ত্রার ন্যায় ব্যর্থই শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে। ২২

এই যে শাস্ত্রে ফলশ্রুতি পাওয়া যায়, উহা মানবের পরমপুরুষার্থপর নহে, কিন্তু কর্ম্মে রুচি উৎপাদনপর মাত্র। যেমন বালকের ঔষধ পানে রুচি উৎপাদন করা হয়, তদ্রূপ অর্থাৎ বালক যখন ঔষধ পান করিতে চায় না, তখন তাহার পিতা মাতা বলিয়া থাকেন, বৎস, তুমি এই নিম্ব পান কর, আমি তোমাকে মিশ্রি লাড়ু দিব এই রূপ বলিয়া তাহার প্রবৃত্তি জন্মান হয়, বেদের ফলশ্রুতিও তদ্রূপ। ২৩

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ। আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু ॥২৪॥

ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ ॥২৫॥

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥২৬॥

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ। অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥২৭॥

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ। উকথশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥২৮॥

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ। হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্‌যজ্ঞ এব ন চোদনা ॥২৯॥

হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া। যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্ খলাঃ ॥৩০॥

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্। আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্ ॥৩১॥

মানবগণ নিজের অনর্থ হেতু, কাম, আয়ু, স্বজনাদিতে স্বভাবতই আসক্তচিত্ত হইয়া থাকে। ২৪

পরম সুখ যাহারা জানে না, বেদবাক্যে শ্রদ্ধানিবন্ধন তাহা গ্রহণার্থ নম্রীভূত ও তাহাতে বিশ্বাসসম্পন্ন, কামপথে দেবাদি যোনি হইতে বৃক্ষাদি যোনি পর্য্যন্ত ভ্রাম্যমাণ পুরুষদিগকে বেদ সকল কিরূপে পুনর্ব্বার সেই সকল স্থাবরাদি প্রাপক কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারেন, (তাহা হইলে বেদ আপ্ত হইত না)। ২৫

হে উদ্ধব! কোন কোন কুবুদ্ধি লোক বেদের অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া রোচনার্থ ফলশ্রুতিকে পরম পুরুষার্থ বলেন, পরন্তু বেদজ্ঞ ব্যাসাদি ঋষিগণ তাহা বলেন না। যাহারা কামী, লুব্ধ, কৃপণ, তাহারা পুষ্পে ফলবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ অবান্তর ফলে পরম ফল মনে করে, এবং অগ্নিমধ্যে কর্ম্মে অভিনিবেশ নিবন্ধন যাহারা লুপ্তবিবেক, তাহাদের ধূমমার্গই অন্ত তাহার পর আর নাই, তাদৃশ ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রাপ্যলোক অবগত নহে। ২৬-২৭

নীহারাবৃতনয়ন ব্যক্তিরা যেমন কোন পদার্থকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ যাহারা উকথশস্ত্র অর্থাৎ পশুহিংসা শাস্ত্র বলিয়া থাকে, এবং প্রাণ মাত্র তর্পণপর, তাহারা যাহা হইতে এই জগৎ সেই হৃদয়স্থ (অন্তর্য্যামী) আমাকে জানে না। ২৮

(বেদের তাৎপর্য্য জানে না বলিয়াই অন্যকে অর্চ্চনা করে এই কথা বলিতেছেন) বিষয়াত্মক সেই সকল লোক, আমার অপরিস্ফুট মত যে হিংসাতে মাংসভক্ষণার্থ বা তৎফলার্থ যদি রাগ থাকে, তবে যজ্ঞেতেই হিংসা করিবে। ইহা পরিসংখ্যা বিধি, অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ নহে। ২৯

সেই হিংসারত খল ব্যক্তিগণ, নিজের সুখেচ্ছায় যজ্ঞে বলিরূপে দত্ত পশুমাংস দ্বারা দেবতা, পিতৃলোক ও ভূতগণের অর্চ্চনা করে। ৩০

সেই মন্দবুদ্ধি লোকেরা শ্রবণপ্রিয় অথচ অসৎ স্বপ্ন সদৃশ পরলোককে ও ঐ লোকের প্রাপ্তব্য সুখকে হৃদয়ে সংকল্প করিয়া অতিরিক্ত ধনের আশায় বণিক্‌দিগের ন্যায় অর্থ ত্যাগ করে। ৩১

বিবৃতি—বিত্ত, পশু, আয়ু, স্বজন সকলেই পরিণামে দুঃখের কারণ, অথচ জন্মাবধি ইহাদের সঙ্গনিবন্ধন মানবগণ আসক্তচিত্ত হয়। ২৪

বণিক্‌গণ আরও অধিক ধনপ্রাপ্তির আশায় যেমন অর্থ ত্যাগ করে, সেইরূপ পরকালে অধিক সুখভোগের আশায় মন্দবুদ্ধি লোকেরাও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, মহাভারতে এই সকল লোককে ধর্ম্মবণিক্ বলা হইয়াছে। ৩১

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ । উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্ ॥৩২॥
ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি। তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥৩৩॥
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্। মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে ॥৩৪॥
বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে । পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ॥৩৫॥
শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্। অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥৩৬॥
মায়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা। ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষুর্ণেব লক্ষ্যতে ॥৩৭॥
যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ । আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা ॥৩৮॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ। ওঙ্কারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শ-স্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্ ॥ ৩৯ ॥
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ। অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥৪০॥

সেই রজঃ সত্ত্ব তমোনিষ্ঠ ব্যক্তিরা রজঃ সত্ত্ব তমঃ-স্বভাব ইন্দ্রাদি দেবগণেরই উপাসনা করে, সেরূপ আমার উপাসনা করে না, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবও আমার স্বরূপ। এইজন্য তাহাদের অর্চ্চনা দ্বারা আমার অর্চ্চনা হইলেও উহা যথার্থ উপাসনা হয় না, কারণ, ভেদদর্শিতা উহাতে রহিয়াছে। ৩২

"ইহলোকে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণের উপাসনা করিয়া স্বর্গে যাইব ও তথায় আনন্দে ক্রীড়া রতিবিহার করিব এবং ভোগান্তে এই মর্ত্তালোকে উচ্চ অভিজাতবংশে বড়গৃহস্থ অর্থাৎ বিপুল ধনসম্পৎশালী হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব।" ৩৩

এইরূপ পুষ্পিতবাক্যে আকৃষ্টচিত্ত, অথচ অভিমানী, অতি লুব্ধ লোকদিগের আমার কথাও ভাল লাগে না। ৩৪

বেদ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক ও কর্ম্মকাণ্ড দেবতাকাণ্ড ব্রহ্মকাণ্ড এই তিন কাণ্ড বিষয় বলা হয়, ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা পরোক্ষবাদী অথচ পরোক্ষবাদ আমার প্রিয়। ৩৫

প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়রূপ, অথচ দুর্জ্ঞেয়, দেশ-কালের অপরিচ্ছেদ্য নিগূঢ়ার্থ, প্রবেশানর্হ শব্দব্রহ্ম বেদ গম্ভীর, সমুদ্রের ন্যায় দুর্বিগাহ্য। ৩৬

(বেদের সূক্ষ্মরূপ মনীষীরাই জানেন, সেই সূক্ষ্ম-রূপ এই শ্লোকে বলা হইতেছে) অনন্তশক্তি, ভূমা, ব্রহ্মরূপী আমা কর্ত্তৃক উপবৃংহিত, সর্ব্বভূতে নাদরূপে অবস্থিত, অতএব মৃণালমধ্যে সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায়, উহা লক্ষিত হয়। ৩৭

(বৈখরী নামক বৃহদ্বাক্যের উৎপত্তিপ্রকার দৃষ্টান্তসহ তিন শ্লোকে বলিতেছেন) যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) হৃদয় হইতে মুখদ্বার দিয়া উর্ণাতন্তু বাহিরে প্রকটিত করে, সেইরূপ প্রাণোপাধি হিরণ্য-গর্ভরূপ ভগবান্ সেইরূপে ছন্দোময় বেদমূর্ত্তি স্বতঃ অমৃতময়, নাদোপাদানবিশিষ্ট, বহু ভাগবিশিষ্ট অনন্তপার, ওঁঙ্কারান্তর্গত স্পর্শ স্বর উষ্ম অন্তঃস্থবর্ণ-ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি, উত্তরোত্তরাধিকাক্ষরচ্ছন্দোবিশিষ্ট বৃহৎ বাক্যময় বেদরাশিকে হৃদয়াকাশ হইতে প্রকটন করেন ও স্বয়ং উপসংহার করেন। ৩৮-৪০

• বিশ্বসৃতি—এই সকল কথা যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, অন্য অনধিকারীরা পারে না, বৃথা কর্ম্মত্যাগে ভ্রংশ প্রসঙ্গ। ৩৫

বেদের তাৎপর্য্য অতি গূঢ় বলিয়া আমি ব্যতীত অন্য কেহই বেদের অর্থ যথার্থরূপে জানে না, শব্দব্রহ্মের স্বরূপ ও অর্থ দুই দুর্বিজ্ঞেয় সমুদ্রও তাদৃশ। ৩৬

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ। ত্রিষ্টব্ জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্বিরাট্ ॥৪১॥
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥৪২॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সেই বেদরাশিমধ্যে গায়ত্রী উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিজগতী ও অতি-বিরাট ইত্যাদি ছন্দ সকল বিদ্যমান আছে। ৪১

তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ করে, জ্ঞান-কাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্প করে, এইরূপ বেদের তাৎপর্য্য আমা ভিন্ন কেহই ইহলোকে জানে না। ৪২

তাহাতে যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করে, ও দেবতারূপে আমাকেই ব্যক্ত করে এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া বিকল্প করে এবং যাহা নিরাকরণ করে সে-ও আমি। এই পর্য্যন্তই সকল বেদের অর্থ, বেদও পরমার্থরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া মায়ামাত্রকে অনুবাদ করিয়া শেষে পুনর্ব্বার তাহার প্রতিষেধ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন। ৪৩

বিবৃতি—যেমন অঙ্কুরে যে রস থাকে উহাই তাহার বিস্তারভূত নানা কাণ্ড শাখাতেও বিস্তৃতিলাভ করে, সেইরূপ প্রণবের যে অর্থ পরমেশ্বর, সেই উহার বিস্তারভূত সকল বেদের কাণ্ড-শাখারও অর্থ, অন্য নহে। ৪৩

ইতি একাদশ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সঙ্খ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো। নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম ॥১॥

কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্। সপ্তৈকে নব ষট্‌ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে।

কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥২॥

এতাবত্ত্বং হি সঙ্খ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া। গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি ॥৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা। মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিংনু দুর্ঘটম্ ॥৪॥

নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তৎ তথা। এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ ॥৫॥

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্বিকল্পো বদতাং পদম্। প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনু শাম্যতি ॥৬॥

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ। পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্খ্যানং যথা বক্তুর্ব্বিবক্ষিতম্ ॥৭॥

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ ॥৮॥

পৌর্ব্বাপর্য্যমতোঽমীষাং প্রসঙ্খ্যানমভীপ্সতাম্। যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্ণীমো যুক্তিসম্ভবাৎ ॥৯॥

উদ্ধব বলিলেন, হে দেবেশ! হে প্রভো! ঋষিগণ তত্ত্বের সংখ্যা কত প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন, আপনি অষ্টাবিংশতি প্রকার তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন ইহা আমরা শুনিয়াছি, কেহ কেহ ষড়্‌বিংশতি, কেহ কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ সাত, কেহ পঞ্চদশ, কেহ চারি, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ বা ত্রয়োদশ সংখ্যা করিয়াছেন। ১-২

হে নিত্যমূর্ত্তে! ঋষিগণ কি অভিপ্রায়ে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-সংখ্যা করিয়াছেন, যাহা বলিবার জন্য এইরূপ নানাবিধ সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা বলুন। ৩

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই সকল তত্ত্ব অন্তর্ভূত নহে, আমার মায়াকে স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নহে। ৪

তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক নহে, আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ন্যায্য, এইরূপ হেতুর প্রতি বিবদমান লোকদিগের সম্বন্ধে আমার দুরতিক্রমণীয় শক্তি সকলই অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষরূপে পরিণত সত্ত্বাদিই হেতু। ৫

যে সকল অচিন্ত্য শক্তির আসঙ্গে বিবদমানগণের মতভেদ, বিবাদাস্পদ হয়, তাহাদেরই শম দম প্রাপ্ত হইলে সেই বিকল্প নষ্ট হয়, এবং তাহার পর বিবাদও শান্ত হয়। ৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! উদ্ধব! অন্যোন্যেতে অন্যোন্য প্রবেশ করে বলিয়া বক্তার বিবক্ষানুসারে কার্য্য-কারণভাবে অথবা অল্প সংখ্যা বা অধিক সংখ্যারূপে গণনা হইয়া থাকে। ৭

একতত্ত্বে অন্যতত্ত্বের প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্থানে কারণতত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বের প্রবেশ, কোন স্থানে বা কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বের প্রবেশ হয়। ৮

অতএব এই তত্ত্ব সকলের ন্যূনাধিক সংখ্যা বা কার্য্য-কারণ-ভাববাদিগণের মধ্যে যাহা বলিবার জন্যে যাহার মুখ প্রবৃত্ত হয়, যুক্তি অনুসারে যথা-সম্ভব সে সমুদায়ই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। ৯

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্ । স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥১০॥
পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি । তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণঃ ॥১১॥
প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ॥১২॥
সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে। গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ ॥১৩॥
পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ। জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব ॥১৪॥
শ্রোত্রং ত্বগ্‌দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্‌পাণ্যুপস্থপায্বঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥১৫॥
শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ। গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥১৬॥
সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী। সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে ॥১৭॥
ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া। লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥১৮॥

অনাদি অবিদ্যাক্রান্ত পুরুষের স্বতঃ জ্ঞান সম্ভব নহে, অন্য তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদাতা হয়েন। (ষড়্‌বিংশতত্ত্বাভিপ্রায়ে এই শ্লোক)। ১০

(পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদীরা জীব ও ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য মানেন না, সেই কথাই বলিতেছেন) জীব ও ঈশ্বর উভয়ের (চিন্মাত্রত্ব নিবন্ধন) অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব তদুভয়ের ভিন্নত্ব কল্পনা ব্যর্থ, জ্ঞান সত্ত্বগুণবৃত্তিনিবন্ধন তদন্তর্ভূত, প্রকৃতির গুণ মাত্র। ১১

(জ্ঞান জীবের ধর্ম্ম, সে প্রকৃতির গুণ কি প্রকারে হয়, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, সুতরাং তদ্বিশেষরূপ গুণ সকল প্রকৃতির অঙ্গ, আত্মার নহে। সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ। ১২

জ্ঞান সত্ত্বগুণময় কর্ম্ম, রজোময় ও অজ্ঞান তমোময় বলিয়া প্রকৃতির গুণ। (সত্ত্বজ্ঞানান্তর্ভূত জ্ঞান নিবর্ত্ত্য হইলেও কর্ম্মও অজ্ঞান রজস্তমোদ্বারা প্রকৃতিতে অন্ত উহাদের অন্তর্ভাব) কাল ও স্বভাব ইহারাও গুণক্ষোভক ঈশ্বরই, এবং সূত্র মহত্তত্ত্বও ঈশ্বর ; কারণ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। ১৩

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও ক্ষিতি এই নয়টি তত্ত্ব আমি বলিয়াছি। ১৪

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ ও জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু, পাদ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আর উভয়াত্মক মন এই একাদশ তত্ত্ব। ১৫

শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, ও রূপ এই পাঁচটি বিষয়রূপে পরিণত পঞ্চ মহাভূত, আর গতি, উক্তি, উৎসর্গদ্বয়, (মল মূত্র ত্যাগ) ও শিল্প ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ফলমাত্র তত্ত্বান্তর নহে। ১৬

সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ে কার্য্যকারণরূপিণী প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা সৃজ্য, পাল্য ও সংহার্য্য পদার্থের আদ্যাবস্থা বা কারণরূপ ধারণ করে, কিন্তু অব্যক্ত পুরুষ ঈশ্বর কেবল দর্শনমাত্র করেন। ১৭

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহদাদি যে সকল ধাতু, তাহারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া এবং পুরুষ দর্শনে লব্ধবীর্য্য হইয়া প্রকৃতির আশ্রয়ে সংহত ভাবে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। ১৮

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ। জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥১৯॥
ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্। তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বেদং সমুপাবিশৎ ॥২০॥
চত্বার্য্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ। জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু ॥২১॥
সঙ্খ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ। পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥২২॥
তদ্বৎ ষোড়শসঙ্খ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে। ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ ॥২৩॥
একাদশত্ব আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ। অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ ॥২৪॥
ইতি নানা প্রসঙ্খ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্। সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্ ॥২৫॥
শ্রীউদ্ধব উবাচ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ। অন্যোঽন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ।
প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি ॥২৬॥
এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি। ছেত্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ ॥২৭॥

যাঁহারা সপ্ত তত্ত্ব বলেন, তাঁহাদিগের মতে আকাশাদি পঞ্চভূত ও জীবাত্মা এবং তদুভয়ের আধার পরমাত্মা এই সপ্ত তত্ত্ব, আর তাহা হইতে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি হয়; সুতরাং দেহাদি সকলই ইহাদিগের অন্তর্ভূত মাত্র। ১৯

ছয় তত্ত্ববাদীদিগের মতে পঞ্চ মহাভূত ও পরমাত্মা, এই ছয় মাত্র, আত্মোৎপন্ন ভূত ভৌতিক সকলে যুক্ত পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। সুতরাং জীব পরমাত্মাতে ও অন্য সমুদায় পঞ্চভূতে অন্তর্ভূত মাত্র। ২০

চারিতত্ত্ববাদীরা আত্মা হইতে উৎপন্ন তেজ, জল, অন্ন এবং আত্মা এই চারিতত্ত্ব স্বীকার করেন, এবং ইহা হইতেই অন্য সমুদায়ের উৎপত্তি বলিয়া সে সমুদায়কে ইহাদিগেরই অন্তর্ভূত বলেন। ২১

সপ্তদশ তত্ত্ববাদীদিগের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, এই সপ্তদশ মাত্র। ২২

ষোড়শ তত্ত্ববাদিমতে আত্মাকেই মন বলা হয়। সুতরাং মন তাহার অন্তর্ভূত; ত্রয়োদশ তত্ত্ববাদিমতে পঞ্চভূত ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই ত্রয়োদশ তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। ২৩

একাদশ তত্ত্বমতে পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও আত্মা; নবতত্ত্বমতে অষ্ট প্রকৃতি ও পুরুষ এই নবতত্ত্ব। ২৪

ঋষিগণ এইরূপ তত্ত্ব সকলের নানা প্রকার সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকলই ন্যায্য; কারণ, ঐ সকল যুক্তিযুক্ত; বিদ্বান্‌দিগের উক্তি কিছুই অযুক্ত বা অসুন্দর নহে। ২৫

উদ্ধব বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যদিও প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চেতন স্বভাব নিবন্ধন পরস্পর বিলক্ষণ, তথাপি দেহেতে ইহাদের পরস্পর আশ্রিতত্বপ্রযুক্ত ভেদ দেখা যায় না, প্রকৃতিতে অর্থাৎ তৎকার্য্য দেহাদিতে আত্মা লক্ষিত হয়েন, এবং আত্মাতে প্রকৃতি লক্ষিত হয়েন। আত্মা ভিন্ন তাহার প্রতীতি হয় না, দেহে 'অহং' এই অভেদ প্রতীতি নিবন্ধন দেহ ও আত্মার ভেদ লক্ষিত হয় না। ২৬

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার হৃদয়ে এইরূপ মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি নীতিনিপুণ বাক্য দ্বারা আমার এই সংশয় ছেদন করুন। ২৭

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ ॥২৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ ॥২৯॥
মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেকমথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ ॥ ৩০ ॥
দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥৩১॥
এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষুর্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্ ॥৩২॥
যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ।
অহং ত্রিবিমোহবিকল্পহেতুর্বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ ॥৩৩॥

যেহেতু আপনার মায়াশক্তি জন্যই জীবের জ্ঞান-নাশ হয় এবং আপনার প্রসাদেই জীবের জ্ঞান জন্মে, অতএব আপনিই আপনার মায়ার গতি জানেন, অন্যে জানে না। ২৮

ভগবান্ বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ রহিয়াছে; যেহেতু, এই প্রাকৃত দেহাদিসমূহ গুণমোক্ষকৃত বিকারমাত্র। ২৯

হে উদ্ধব! আমার ত্রিগুণময়ী মায়া, গুণবিশেষ নিবন্ধন নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি জন্মায়। অনেক বিকার-বিশিষ্ট হইলেও স্থূলতঃ ত্রিবিধ, যথা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। ৩০

চক্ষু আধ্যাত্মিক, রূপ আধিভৌতিক, এবং চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যের শরীরাংশ আধিদৈবিক, ইঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে, সুতরাং ভিন্ন; কিন্তু আকাশমণ্ডলে যে সূর্য্যমণ্ডল তাহা স্বতঃসিদ্ধ। যেহেতু আত্মা এই আধ্যাত্মিকাদি সকলের কারণ, অতএব তিনি যে সকল হইতে ভিন্ন এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকাশকদিগের প্রকাশক; সুতরাং তাঁহার প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। ৩১

এইরূপে অর্থাৎ চক্ষুর ন্যায় ত্বক্ স্পর্শ ও বায়ু, শ্রোত্র, শব্দ ও দিক্, জিহ্বা, রস ও বরুণ, নাসিকা, গন্ধ ও অশ্বিনীকুমার, চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব, মন, মন্তব্য ও চন্দ্র ইত্যাদি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জানিবে। ৩২

প্রকৃতি হইতে সম্ভূত মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন, গুণক্ষোভকারী ও মোহময় বিকল্পের হেতু যে অহঙ্কার-রূপ বিকার, তাহা তিন প্রকার যথা—বৈকারিক, তামস ও ইন্দ্রিয়জন্য। ৩৩

বিবৃত্তি—পরস্পর সিদ্ধি এইরূপ; যথা—চক্ষুর্দ্বারা রূপ-জ্ঞান হয়, রূপজ্ঞান অন্য ভাবে হয় না বলিয়া চক্ষু সিদ্ধ, চক্ষুর প্রবৃত্তি অন্যভাবে হয় না বলিয়া তাহার আধিদৈব সিদ্ধি তার পর চক্ষুঃপ্রবৃত্তি হয় তাহাতেই রূপজ্ঞান জন্মে, এইরূপে এই তিনটি পরস্পর সিদ্ধ হইয়া থাকে, স্বয়ং আত্মা নিরপেক্ষ, ইহার দৃষ্টান্ত আকাশে সূর্য্য যেমন স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি। ৩১

আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ ॥৩৪॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রভো। উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ ॥৩৫॥
তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।
নহ্যেতৎপ্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্। লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥৩৭॥
ধ্যায়ন্মনোঽনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ। উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু শাম্যতি ॥৩৮॥
বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ। জান্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ ॥৩৯॥
জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ। বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ ॥ ৪০ ॥
স্বপ্নং মনোরথঞ্চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ। তত্র পূর্ব্বমিবাত্মানমপূর্ব্বঞ্চানুপশ্যতি ॥ ৪১ ॥

আত্মা জ্ঞানময়, কিন্তু অস্তি, নাস্তি ইত্যাদি যে বিবাদ—অর্থাৎ প্রপঞ্চ সত্য ইহা কাহারও মত, আবার ইহা মিথ্যা এইরূপ মত অন্যের, এই যে বিবাদ তাহা কেবল ভেদজ্ঞান মাত্র, বস্তুতঃ নহে, উক্ত বিবাদ ব্যর্থ হইলেও স্বরূপভূত যে আমি সেই আমা হইতে বহির্মুখ পুরুষদিগের তাহা কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয় না। ৩৪

উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো! তোমা হইতে বহির্মুখ যে সকল পুরুষ, তাহারা স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা উচ্চ নীচ গতি প্রাপ্ত হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহা পরিত্যক্ত হয়? ৩৫

হে গোবিন্দ! ইহলোকে বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও মায়ামোহে বঞ্চিত, সুতরাং ইহার তত্ত্ব জ্ঞানে এমন লোক প্রায়ই নাই, অতএব অন্য লোকের দুর্ব্বিভাব্য এই বিষয় আপনি আমার নিকট বলুন। ৩৬

ভগবান্ বলিলেন, মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মময় মনই ইহলোক হইতে অন্য লোকে গমন করে, কিন্তু আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহার অনুবর্ত্তী হয়েন। কর্ম্মতন্ত্র মন, কর্ম্মোপস্থাপিত দৃষ্ট অথবা অনুশ্রুত (বেদোক্ত) বিষয় সকল ধ্যান করে, তার পর ধ্যায়মান বিষয়ে আবির্ভূত ও পূর্ব্ব-বিষয়ে লীয়মান হয়। তাহার পর তাহার স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বানুসন্ধান নষ্ট হয়। ৩৭-৩৮

কর্ম্মোপস্থাপিত দেবদেহ অথবা যাতনাদেহে অভিনিবেশ নিবন্ধন জীবের মন পূর্ব্বদেহকে স্মরণ করে। এই যে অত্যন্ত বিস্মৃতি, তাহারই নাম মৃত্যু। ৩৯

হে দাতৃপ্রবর! পুরুষের অভিমানবশে অভেদে আত্মরূপে যে বিষয়-স্বীকার, তাহারই নাম স্মৃতির উৎপত্তি, অর্থাৎ জন্ম; দৃষ্টান্ত, যেমন—স্বপ্ন ও মনোরথ। (দৃষ্টান্তদ্বয় বিবরণ করিয়া বলিতেছেন) ঐ পুরুষ এইরূপ প্রাক্তন স্বপ্ন ও মনোরথকে স্মরণ করেন, পরন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাকে অপূর্ব্বরূপে অর্থাৎ নূতনের ন্যায় দর্শন করেন। ৪০-৪১

*বিস্মৃতি—বর্ত্তমান দেহস্থ জীব যেমন প্রাক্তন স্থূলদেহ স্মরণ করে না, ঠিক সেইরূপ বর্ত্তমান স্বপ্নস্থ বা মনোরথস্থ জীব প্রাক্তন স্বপ্ন বা মনোরথ স্মরণ করে না। কোন ব্যক্তি কদাচিৎ স্বপ্নে পূর্ব্বস্বপ্ন স্মরণ করে, ইহা বলিলে কেহ কখন জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বদেহ স্মরণ করে ইহা বলা যায়—পরন্তু সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে। পরন্তু বর্ত্তমান দেহস্থ জীব পূর্ব্বসিদ্ধ

ইন্দ্রিয়ায়নসৃষ্টেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি। বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্‌যথা ॥ ৪২ ॥
নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাৎ তন্ন দৃশ্যতে ॥৪৩॥
যথার্চ্চিষাং স্রোতসাঞ্চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ। তথৈব সর্ব্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ ॥৪৪॥
সোঽয়ং দীপোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্ম্মৃষায়ুষাম্ ॥৪৫॥
মা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্। ম্রিয়তে বাঽমরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ ॥৪৬॥
নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্। বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব ॥৪৭॥
এতা মনোরথময়ীর্হান্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ। গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ ॥৪৮॥
আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ। ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ ॥৪৯॥

মনের দেহান্তরাভিনিবেশবশে যে সৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা আত্মাতে সেই অভিমান নিবন্ধন অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই, সেই উত্তম, মধ্যম, নীচত্ব ভান হয়, এবং এইরূপ আত্মাই বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদের হেতু হয়, যেমন জীব স্বপ্নে বহু দেহ দেখিয়া বহুরূপ হয়, সেইরূপ। অথবা ইহা অধ্যাত্মাদি ভেদে ত্রিবিধ, দুষ্টপুত্রোৎপাদক পিতা নিজে সমান হইলেও পুত্রাভিমানবশে সেই পুত্রগণের শত্রু-মিত্র উদাসীন-ভেদের যেমন হেতু হয়েন, সেইরূপ। ৪২

হে উদ্ধব! প্রাণীদিগের শরীর সকল অলক্ষ্য-বেগ কাল দ্বারা প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, কালের সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন অবিবেকী লোকেরা তাহা দেখিতে পায় না। ৪৩

যেমন কাল কর্ত্তৃক পরিণাম দ্বারা তেজের, প্রবাহগতি দ্বারা স্রোতের, পক্বতা দ্বারা বৃক্ষের ফলের অবস্থাবিশেষ কৃত হইয়াছে, তদ্রূপ কাল-সহকারে সকল ভূতের বয়স ও অবস্থা প্রভৃতি কৃত হয়। ৪৪

তেজের যেমন সেই এই দীপ, স্রোতের সেই এই জল, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যর্থ-জীবিত মনুষ্যগণের সেই এই মনুষ্য, এইরূপ বাক্য এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ৪৫

জন্ম ও বিনাশশূন্য জীব স্বীয় বীজভূত কর্ম্ম দ্বারা যে জন্ম ও মরণ লাভ করেন, এরূপ নহে; কিন্তু যেমন মহাভূতরূপ অগ্নি কল্পান্ত অবস্থিত হইয়াও কাষ্ঠসংযোগ ও বিয়োগমাত্রে জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ ও অমর হইয়াও ভ্রান্তিবশে জাত ও মৃতের ন্যায় প্রতীত হয়েন। ৪৬

নিষেক অর্থাৎ গর্ভাধান, গর্ভবাস, জন্ম ও বাল্য, কৌমার, যৌবন এবং মধ্যবয়স, জরা, মৃত্যু, শরীরের এই নয়টি অবস্থা। ৪৭

শরীরের উচ্চ-নীচ মনোরথময়ী এই সকল অবস্থা প্রকৃতির সহিত আত্মার অবিবেক নিবন্ধন কখন কেহ প্রাপ্ত হয়, আর কোন ঈশ্বরানুগৃহীত জীব বিবেকবশে তাহা পরিত্যাগ করে। ৪৮

পিতৃদেহের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও পুত্রদেহের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া দর্শন দ্বারা স্বীয় দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমেয়, কিন্তু সকল বস্তুর উৎপত্তি বিনাশের দ্রষ্টা অদ্বয় জীবের উৎপত্তি-বিনাশরূপ ধর্ম্ম নাই। ৪৯

আত্মাকে অপূর্ব্বের ন্যায় দেখে, আমি ছয় বৎসর বা সপ্ত বৎসর বয়স্ক, ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না, ইহাই প্রতিক্ষণে জ্ঞান করে। ৪১

তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্ জন্মসংযমৌ।
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্ ॥৫০॥
প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্। তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥৫১॥
সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্। তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ ॥৫২॥
নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ অনীহোঽপ্যনুকার্য্যতে ॥৫৩॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব। চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ ॥৫৪॥
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা। স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥৫৫॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংস্থতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥৫৬॥
তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ। আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥৫৭॥
ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥৫৮॥
নিষ্ঠ্যূতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ। শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥৫৯॥

বৃক্ষের বীজ হইতে জন্ম এবং ফলপাকে বিনাশ যিনি জানেন, তিনি ফলকে বৃক্ষ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, সেইরূপ দেহের জন্ম-নাশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা হইতে পৃথক্। ৫০

অবিবেকী পুরুষগণ প্রকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে তত্ত্বতঃ বিবেচনা না করিয়া দেহে অভিমান নিবন্ধন মুগ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ সংসারে গমন করে। ৫১

উত্তম, মধ্যম ও অধম কর্ম্মানুসারে ভ্রামিত জীব, সত্ত্বগুণের তারতম্যক্রমে আসক্তিবশে দেবতা ও ঋষি, এবং রজোগুণের তারতম্যক্রমে অসুর ও মনুষ্য এবং তমোগুণের তারতম্যক্রমে জড় ও তির্য্যক্ জন্ম লাভ করে। যেমন নৃত্যগীতকারী মনুষ্যদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন করিয়া লোক সকল তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধিগুণ অবলোকন করিয়া তদ্‌গুণে আকৃষ্ট নিরীহ জীবও তাহার অনুকরণ করে। ৫২-৫৩

যেমন জল বিচলিত হইলে তীরস্থ প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগণ বিচলিতের ন্যায় বোধ হয়, এবং চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইলে পৃথিবী ঘূর্ণায়মাণের ন্যায় বোধ হয়, যেমন মনোরথ বুদ্ধির বিষয়ানুভব এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় মিথ্যা, হে দাশার্হ! আত্মার সংসারও সেইরূপ মিথ্যা। ৫৪-৫৫

হে উদ্ধব! যদিও বস্তু সকল যথার্থ বিদ্যমান নাই, কেবল ভ্রম মাত্র, তথাপি সংসার নিবৃত্ত হয় না। যেমন ভোগবুদ্ধিতে বিষয়ধ্যানকারী পুরুষের স্বপ্নকালে সর্পদংশন প্রভৃতি অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ। ৫৬

অতএব হে উদ্ধব! অসদিন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করিও না, এবং আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবন্ধন প্রতিভাত ভেদবিষয়ক ভ্রমকে অবলোকন কর। ৫৭

অসৎ, অজ্ঞলোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, অবমানিত, উপহসিত, অসূয়িত, তাড়িত, রুদ্ধ অথবা বিষয় হইতে অবরোপিত, অথবা নিষ্ঠীবনবিষয়ীকৃত, গাত্রে মূত্রিত, অথবা পরমেশ্বরের নিষ্ঠা হইতে প্রচ্যাবিত ইত্যাদি বহুকষ্টে পতিত হইলেও শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি স্বীয়বুদ্ধি ও বিশ্বাসের প্রভাবে আত্মাকে উদ্ধার করিবে। ৫৮-৫৯

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর ॥ ৬০ ॥

সুদুঃসহমিমং মন্য আত্মন্যসদতিক্রমম্। বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী।
ঋতে ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্ ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে বক্তৃশ্রেষ্ঠ! আমি যাহাতে সুন্দররূপ বুঝিতে পারি, সেইরূপ আমাকে বলুন। অসদ্ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিজের প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহার সর্ব্বথা দুঃসহ বলিয়া মনে করি। হে বিশ্বাত্মন্! বিদ্বান্ ব্যক্তিগণেরও প্রকৃতি অনতিক্রমণীয়, আপনার ধর্ম্মে নিরত ও আপনার চরণাশ্রিত শান্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই—এমন কি পণ্ডিত ব্যক্তিও এই অসজ্জনের অতিক্রম সহ্য করিতে পারেন না; কারণ, প্রকৃতি বলবতী। ৬০-৬১

ইতি একাদশ স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

স এবমাশংসিত উদ্ধবেন ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যঃ।
সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দস্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্য্যঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বার্হস্পত্য স নাস্ত্যত্র সাধুর্বৈ দুর্জ্জনেরিতৈঃ। দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ ॥২॥
ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ। যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পুরুষেষবঃ ॥৩॥
কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব। তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ ॥৪॥
কেনচিদ্ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জ্জনৈঃ। স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্ম্মণাম্ ॥৫॥
অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া। বার্ত্তাবৃত্তিঃ কদর্য্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ ॥৬॥
জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চিতাঃ। শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চ্চিতঃ ॥৭॥
দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ। দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্ ॥৮॥
তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ। ধর্ম্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, ভাগবতপ্রধান উদ্ধব কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া শ্রবণীয়বীর্য্য দাশার্হশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণ, ভৃত্য উদ্ধববাক্য অভিনন্দন করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন। ১

ভগবান্ বলিলেন, হে বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব! দুর্জ্জনের দুর্ব্বাক্য দ্বারা ক্ষুভিত মনকে শান্ত করিতে সমর্থ হয়, এমন সাধু ব্যক্তি ইহ সংসারে নাই। ২

মর্ম্মস্থলে স্থিত, অসৎ ব্যক্তির পরুষবাক্যরূপ বাণ যেরূপ ব্যথা প্রদান করে, মর্ম্মভেদী বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইলেও সেই বাণ তাদৃশ ব্যথা জন্মায় না, সুতরাং বিদ্ধব্যক্তি তাদৃশ পরিতপ্ত হয় না। ৩

হে উদ্ধব! এই বিষয়ে মহাপুণ্যজনক ইতিহাস লোকে বলিয়া থাকে; তাহা আমি বর্ণন করিব, তুমি তাহা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৪

দুর্জ্জন কর্তৃক পরিভূত, ধৈর্য্যশালী কোন ভিক্ষুক, ইহা নিজকৃত কর্ম্মের ফল, এইরূপ মনে করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে অবন্তীদেশে শ্রীসম্পন্ন অতি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি কৃষি-বাণিজ্য-বৃত্তি, কদর্য্যস্বভাব (অত্যন্ত কৃপণ), কামী, লুব্ধ ও অতিকোপনস্বভাব ছিলেন। ৫-৬

তিনি জ্ঞাতিবর্গ বা অতিথিগণকে বাক্য দ্বারাও তুষ্ট করিতেন না, সেই ধর্ম্ম-কামহীন গৃহে যথাসময়ে নিজেকেও কামনানুসারে পরিতৃপ্ত করিতেন না। ৭

সেই অতি কদর্য্য, দুঃশীল দুরাত্মা ব্রাহ্মণের পুত্র ও বান্ধবগণ ও স্ত্রী-কন্যা ভৃত্যগণ তাহার দ্রোহ করিত, সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রিয় আচরণ করিত না; তাহারা সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত। ৮

এইরূপ যক্ষবিত্ত অর্থাৎ কেবল সঞ্চয়ী, অতএব উভয়লোকচ্যুত ধর্ম্মকাম-বিহীন সেই ব্রাহ্মণের প্রতি পঞ্চযজ্ঞভোগী দেবগণ পর্য্যন্তও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ৯

বিবৃতি—যে ব্যক্তি নিজেকে এবং ধর্ম্মকার্য্য ও স্ত্রী-পুত্রকে পীড়ন করিয়া ও দেবতা অতিথি ভৃত্যবর্গকে পীড়ন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, তাহাকে কৃপণ বলে। অবন্তীপদে—মালব দেশ। ৬

তদবধ্যানবিস্রস্ত-পুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ । অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ ॥১০॥

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দস্যব উদ্ধব ।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ ॥১১॥

স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিতঃ। উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥১২॥

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ। খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্ব্বেদঃ সুমহানভূৎ ॥১৩॥

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেঽনুতাপিতঃ। ন ধর্ম্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ ॥১৪॥

প্রায়েণার্থাঃ কদর্য্যাণাং ন সুখায় কদাচন। ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ ॥১৫॥

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্ ॥১৬॥

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে। নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো নৃণাম্ ॥১৭॥

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ ॥১৮॥

এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্। তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥১৯॥

হে উদ্ধব! হে ভূরিদ! সেই সকল আত্মীয় পোষ্যবর্গের ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনাদরে তাহার পুণ্য সকল নষ্ট হইয়াছিল, সেইজন্য বহু আয়াস ও পরিশ্রম-লব্ধ অর্থসকল কালে নষ্ট হইয়াছিল। ১০

হে উদ্ধব! তাহার জ্ঞাতিরা কিছু অর্থ গ্রহণ করিল, কিছু দস্যুরা, কিছু অন্যলোকে গ্রহণ করিল, দৈববশে (গৃহদাহাদিতে) এবং কালে রাজা হইতে সেই নিন্দিত ব্রাহ্মণের ধন নষ্ট হইয়াছিল। ১১

এইরূপে ধন-সম্পত্তি সকল নষ্ট হইলে ধর্ম্মকাম-বিবর্জ্জিত সেই ব্রাহ্মণ স্বজনগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুরন্ত চিন্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সেই দীর্ঘচিন্তায় মগ্ন, নষ্টধন, সন্তপ্ত, বাষ্পকণ্ঠ, খেদান্বিত, ব্রাহ্মণের মহাবৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ১২-১৩

সেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, অহো! কি কষ্ট! বৃথা আমার আত্মা অনুতাপিত করিয়াছি, ধর্ম্ম বা কাম ইহার কোনটির জন্যই ঈদৃশ আয়াস করি নাই, কেবল অর্থের জন্যই এত আয়াস করিয়াছি। কদর্য্য লোকদিগের অর্থ প্রায়ই সুখের নিমিত্ত হয় না, ইহলোকে প্রায়ই তাহাদের অর্থ অনুতাপের জন্য এবং মৃত্যুর পর নরকের নিমিত্ত হইয়া থাকে। যশস্বীদিগের বিশুদ্ধ যশঃ, এবং গুণীদিগের যে সকল শ্লাঘ্য গুণ, সেই সকলকে স্বল্পমাত্র লোভও নষ্ট করিয়া থাকে, যেমন শ্বিত্র (শ্বেতকুষ্ঠ) রোগ সুন্দর রূপকে নষ্ট করে। ১৪-১৬

অর্থ থাকিলেও তাহার উৎকর্ষসাধনে, রক্ষণে ও ব্যয়ে, নাশে ও উপভোগে—আয়াস, চিন্তা, ত্রাস ও ভ্রম হইয়া থাকে। ১৭

চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার মনুষ্যদিগের অর্থঘটিত অনর্থ বলিয়া কথিত হয়; অতএব শ্রেয়োঽর্থী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ১৮-১৯

বিবৃতি—উপায় দ্বারা অর্থ সিদ্ধ হইলেও অর্থের সম্বর্দ্ধনে, নাশে ও উপভোগে যথাসম্ভব আয়াস, চিন্তা ও ভ্রম হয়। ১৭

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা। একাঃ স্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্ব্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ॥২০॥

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্॥২১॥

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্দ্বিজাগ্র্যতাম্।
তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্॥২২॥

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্। দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি॥২৩॥

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ। অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ॥২৪॥

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্। কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিংনু সাধয়ে॥২৫॥

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াঽসকৃৎ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ॥২৬॥

কিং ধনৈর্ধনদৈর্ব্বা কিং কামৈর্ব্বা কামদৈরুত। মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্ম্মভির্ব্বোত জন্মদৈঃ॥২৭॥

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥২৮॥

(ধনের জন্য) ভ্রাতৃভেদ হয়, এবং স্ত্রী, পিতা, সুহৃদ্গণও ভেদ প্রাপ্ত হয়েন, একপ্রাণ স্নেহের পাত্রগণও কাকিণি দ্বারাও সদ্যই শত্রু হইয়া উঠে। ২০

ইহারা অল্প অর্থের নিমিত্ত ক্ষুভিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শীঘ্রই ভ্রাতাদিকে ত্যাগ করে, এবং তৎপরে সহসা সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া ও স্পর্দ্ধমান হইয়া তাহাদিগকে বধ করে। ২১

যাহারা দেবগণের প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম, তন্মধ্যেও ব্রাহ্মণদেহ লাভ করিয়াও তাহাকে অনাদর করে, তাহারা নিজের হিত করে না, পরন্তু অশুভগতি লাভ করে। ২২

স্বর্গ ও মুক্তির দ্বারস্বরূপ এই লোক প্রাপ্ত হইয়া কোন্ মানব অনর্থের আশ্রয় ধন-সম্পত্তিতে আসক্তি করে? ২৩

ধর্ম্মানুসারে যাহারা ধনের ভাগ পাইতে পারেন সেই দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূতবর্গ, জ্ঞাতি, বন্ধু ও আত্মাকে অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত না করিয়া যিনি যক্ষবিত্ত (কেবল সঞ্চয়ী) হয়, তাহারা অধঃপতিত (নারকী) হইয়া থাকে। ২৪

ব্যর্থ অর্থের চেষ্টায় প্রমত্ত থাকায় আমার বয়স, বল, অর্থ সকলই গিয়াছে, যে অর্থ দ্বারা কার্য্যদক্ষ সমর্থ বিবেকিগণ মুক্ত হয়েন, হায়! বৃদ্ধ অসমর্থ কি সাধন করিবে? ২৫

বিদ্বান্ মানব ব্যর্থ অর্থচিন্তায় কিসের নিমিত্ত বারম্বার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়? অতএব নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তির মায়ায় লোক সকল সুবিমোহিত। ২৬

মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রস্যমান ব্যক্তির ধনই বা কি করিবে, ধনদাতারাই বা কি করিবে, কাম বা কামদাতারাই বা কি করিবে, অথবা জন্মদ কর্ম্ম সকলই বা কি করিবে? ২৭

অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু, আমি ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, নিজের উদ্ধারের প্লবস্বরূপ বৈরাগ্য, যাঁহার প্রীতিতে আমার হইয়াছে। ২৮

আবৃত্তি—বিংশতি বরাটিকা অর্থাৎ পাঁচগণ্ডা কড়ি বা এক পয়সাকে কাকিণি বলে। ২০

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি ॥২৯॥
তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ। মুহূর্ত্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ ॥৩০॥
শ্রীভগবানুবাচ ।
ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ। উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ ॥৩১॥
স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ। ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোঽলক্ষিতোঽবিশৎ ॥৩২॥
তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ। দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ ॥৩৩॥
কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্। পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্ম্মুনেঃ ॥ ৩৪ ॥
অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে। মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি ॥৩৫॥
যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ। তর্জ্জয়ন্ত্যপরে বাগ্ভিঃ স্তেনোঽয়মিতিবাদিনঃ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্বধ্যতাং বধ্যতামিতি ॥৩৬॥
ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ। ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ ॥৩৭॥

সেই ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত আমি, যে কাল অবশিষ্ট আছে, সেই কাল পর্য্যন্ত তপস্যা দ্বারা স্বীয় শরীর শোষণ করিব, যদি কালাবশেষ হয়, তাহা হইলে আত্মাতে তুষ্ট হইয়া অখিল ধর্ম্মাদিসাধনে অপ্রমত্ত থাকিব। ২৯

ত্রিভুবনেশ্বর দেবতারা আমার প্রতি তদ্বিষয়ে অনুমোদন করুন, অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন; কারণ, তাঁহাদের অনুগ্রহে মুহূর্ত্তকালমধ্যে রাজা খট্বাঙ্গ ব্রহ্মলোকসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩০

ভগবান্ বলিলেন, সেই অবন্তিদেশীয় ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, মনে মনে এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াও হৃদয়-গ্রন্থি সকল (অহঙ্কার মমত্বাদি) উন্মুক্ত করিয়া মৌনী, শান্ত, ভিক্ষুক, (সন্ন্যাসী) হইয়াছিলেন। ৩১

সেই সংযত-দেহমন ব্রাহ্মণ সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি অন্যের অলক্ষিতভাবে অর্থাৎ দীনভাবে ভিক্ষার নিমিত্ত গ্রামে ও নগরে সঙ্গরহিত হইয়া প্রবেশ করিতেন। ৩২

হে উদ্ধব! সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুকে অসৎ লোকেরা নানাপ্রকার তিরস্কার সাধন দ্বারা অপমান করিয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, কেহ কেহ বা ভিক্ষাপাত্র, কেহ কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ কেহ বা আসন, কেহ অক্ষমালা, কেহ কন্থা, কেহ চীরখণ্ড গ্রহণ করিত, সেই মুনিকে উহা ফিরাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিত। ৩৩-৩৪

এবং তিনি যখন ভিক্ষালব্ধ অন্ন নদীতীরে বসিয়া আহার করিতেন, সেই সময়ে পাপিষ্ঠগণ ঐ ভিক্ষুর মস্তকে নিষ্ঠীবন (থু থু) ও মূত্র ত্যাগ করিত, তিনি বাক্ সংযম করিলেও তাঁহাকে কথা বলাইত, যদি তিনি কথা না বলিতেন, তবে তাঁহাকে প্রহার করিত, অপর সকলে এই ব্যক্তি চোর বলিয়া তর্জ্জন করিত, এবং তাঁহাকে কেহ কেহ 'মার বাঁধ' বলিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিত। ৩৫-৩৬

কেহ কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া "এই ব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী (সন্ন্যাসোপজীবী), শঠ, ক্ষীণবিত্ত ও স্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া এই বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে" এই বলিয়া নিন্দা করিত। ৩৭

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাড়িব। মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥৩৮॥
ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্ব্বাতয়ন্তি চ। তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্ ॥৩৯॥

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥৪০॥

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ। পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্ম্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্ ॥৪১॥

দ্বিজ উবাচ।

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ ॥৪২॥
মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি ॥৪৩॥
অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্ জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ ॥৪৪॥

অহো! ইনি বড় বলবান্ ও পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশালী ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া বকের ন্যায় মৌনাবলম্বন দ্বারা অর্থসাধন করেন, ইহা বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পরিহাস করিত। এবং কেহ কেহ বা তাঁহার নিকটে অপানবায়ু ত্যাগ করিত, কেহ কেহ বা খেলার পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে বান্ধিত ও অবরুদ্ধ করিত। ৩৮-৩৯

তখন তিনি ভৌতিক ও দৈবিক এই সকল দৈহিক দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া নিজের দৈব ভোগ করিতেই হয়, ইহা যখন দুঃখ পাইতেন, তখনই মনে নিশ্চয় করিতেন। ৪০

সেই নরাধমগণ কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াও তিনি সাত্ত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে থাকিয়া এই গাথা গান করিতেন। ৪১

এই সকল লোক, বা দেবতা, অথবা আত্মা, কিম্বা গ্রহ, অথবা কর্ম্ম বা কাল ইহারা কেহই আমার সুখ-দুঃখের কারণ নহে, কেবল একমাত্র মনকে তাহার কারণ বলা যায়। যে মন সংসার-চক্রকে পরিভ্রামিত করিতেছে। ৪২

(পরিবর্ত্তন-প্রকার বলা হইতেছে) বলবান্ মনই সত্ত্বাদিগুণবৃত্তি সকলকে সৃষ্টি করে, সেই সকল গুণবৃত্তি হইতে বিলক্ষণ সাত্ত্বিক, তামসিক ও রাজসিক কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয়, এবং সেই সকল কর্ম্ম হইতেই তৎসজাতীয় দৈব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি গতি প্রাপ্ত হয়। ৪৩

(মনের সংসার হউক, আত্মার না হউক, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন) পরমাত্মা অনীহ (নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়) মনের ব্যাপার দ্বারা জীবের নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান, বিদ্যাশক্তিপ্রধান, আমার সখা তিনি, কেবলমাত্র দর্শন করেন, সেই জীব মনকে নিজের সংসার-দ্যোতকরূপে পরিগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আত্মরূপে স্বীকার করিয়া গুণসঙ্গ দ্বারা কামোপভোগ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হয়েন। ৪৪

বিবৃতি—গাথা শব্দে স্ব ও পরোপদেশময় বাক্যসমূহ ৪১

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥৪৫॥
সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ ॥৪৬॥
মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ ॥৪৭॥
তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্ অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্ত্যৈর্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ ॥৪৮॥
দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥৪৯॥
জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সন্দশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ ॥৫০॥

(অতএব মনের নিগ্রহ করিতে পারিলেই সকল করা হয়, অন্যথা সকলই ব্যর্থ, এই কথা বলিতেছেন) দান, স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, নিয়ম, যম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ এ সকল মনোনিগ্রহের উপায়মাত্র। পরন্তু মনের যে সমাধি (নিগ্রহ), তাহাই পরম যোগ। ৪৫

যাহার মন সমাহিত, অতএব প্রশান্ত—তাহার দানাদি দ্বারা আর কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? আর যাহার মন বিক্ষিপ্ত অথবা আলস্যাদি দ্বারা লীয়মান, তাহারই বা দানাদি দ্বারা কি হইবে? ৪৬

অন্য দেবগণ অর্থাৎ তত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ মনের বশে বিদ্যমান, পরন্তু মন কাহারও বশীভূত নহে, সেই মন ভীষ্ম অর্থাৎ যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর এবং বলিষ্ঠ হইতে বলীয়ান্, তাহাকে যিনি বশে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই সকল দেবের দেবতা অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা। ৪৭

সেই মর্ম্মবেদনাকারী, অসহ্য বেগ, দুর্জ্জয় শত্রু মনকে জয় না করিয়া যাহারা মানবগণের সহিত অসদ্বিগ্রহ করে ও তাহাদিগকে শত্রু-মিত্র ও উদাসীন বোধ করে, তাহারা অতিমূঢ়। ৪৮

মনোমাত্রপরিকল্পিত এই দেহমাত্র গ্রহণ করিয়া 'আমার' ও 'আমি' এই অর্থাৎ পুত্রাদিদেহ আমার ও নিজদেহ আমি এই ভ্রান্ত বুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণ, এই আমি ও এই ব্যক্তি অন্য, এই ভ্রমে দুরন্তপার সংসার-সাগরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৪৯

যদি সাধারণ লোককে সুখদুঃখের কারণ বল, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব নাই, কেবল ভৌতিক দেহেরই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব; অমূর্ত্ত, অক্রিয় আত্মার সম্ভব নহে, তাহা হইলে এই সুখ বা দুঃখের জন্য কাহার প্রতি অনুরাগ বা কাহার প্রতি ক্রোধ করিব? যেহেতু নিজ দন্ত দ্বারা জিহ্বাকে দংশন করিলে যে বেদনা হয়, তাহার নিমিত্ত কাহার প্রতি কোপ হইয়া থাকে, কাহারও প্রতি ক্রোধ করিবার থাকে না, এখানেও সেইরূপ। ৫০

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাঽস্তু কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে ॥৫১॥
আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ।
নহ্যাত্মনোঽন্যদ্‌যদি তন্মৃষা স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্ ॥৫২॥
গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ ॥৫৩॥
কর্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎপুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ ক্রুধ্যেত কস্মৈ নহি কর্মমূলম্ ॥৫৪॥
কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ।
নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্ ॥৫৫॥
ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চ নাস্য দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য।
যথাঽহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যাদেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ ॥৫৬॥

দেবতাগণ যদি দুঃখের কারণ হয়েন, তাহা হইলেও আত্মার তাহাতে কি? বিক্রিয়মাণ দেবতারই তাহা সম্ভব হয়, যখন হস্ত দ্বারা মুখ অভিহত হয় কিম্বা মুখ দ্বারা হস্ত দষ্ট হয়, তখন উহা অধিষ্ঠাতৃ দেবদ্বয়েরই হয়, আত্মার কিছুই নহে। যখন স্বীয় এক অঙ্গ দ্বারা অপরাঙ্গ আহত হয়, তখন পুরুষ কাহার উপর কুপিত হইয়া থাকে? ৫১

যদি আত্মাই সুখ-দুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে অন্যের প্রতি কোপ অসম্ভব। কারণ, তাহা নিজ স্বভাব, আত্মার অতিরিক্ত কিছুই নাই, যদি থাকে তবে তাহা মিথ্যা; অতএব কি নিমিত্ত কোপ করিবে? সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই। ৫২

গ্রহগণ যদি সুখ ও দুঃখের নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে জন্মরহিত আত্মার তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, কিন্তু জন্য দেহেরই তাহারা সুখদুঃখের কারণ হইতে পারে। অন্তরীক্ষস্থ গ্রহ দ্বারাই গ্রহের দৃষ্টি নিবন্ধন পীড়া, দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন; অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পুরুষ কি নিমিত্ত ক্রোধ করিবেন? ৫৩

কর্মই যদি সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কি হইল? যেহেতুক—সেই কর্ম একের জড়ত্ব অজড়ত্ব হইলে হইতে পারে, দেহ জড়, তাহার প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, পুরুষ শুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, সুতরাং কাহার উপর ক্রোধ করিবে? অতএব সুখদুঃখের মূল কর্মই নাই। ৫৪

কালকেই যদি সুখদুঃখের হেতু বলা যায়, তাহাতেই বা আত্মার কি? কারণ, আত্মা কালাত্মক, যেমন অগ্নির তাপে অগ্নি উষ্ণ হয় না বা হিমেতে করকারাশি শীতল হয় না, তদ্রূপ আত্মার সুখ-দুঃখাদি হয় না, অতএব কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে? ৫৫

আত্মার কখনই কাহার দ্বারা কোথাও কোন রূপে সুখদুঃখাদি সম্ভব হয় না, সংসার-নিরূপণ-শীল অহঙ্কারের যেমন হয়, প্রকৃতি হইতে আত্মার সেরূপ হয় না, এইরূপ প্রবুদ্ধ ব্যক্তি আর ভূত-গণ দ্বারা ভীত হয়েন না। ৫৬

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥৫৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নির্ব্বিদ্য নষ্টদ্রবিণো গতক্লমঃ প্রব্রজ্য গাং পর্য্যটমান ইত্থম্।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্ম্মাৎ অকম্পিতোঽমূং মুনিরাহ গাথাম্ ॥৫৮॥

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ। মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ॥৫৯॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া। ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥৬০॥

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ।
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ভিক্ষুগীতা নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ নিশ্চয় করিলেন যে, আমিই মুকুন্দচরণাম্বুজ-সেবা দ্বারা দুরন্তপার তম উত্তীর্ণ হইব। ৫৭

ভগবান্ বলিলেন, সেই নষ্টধন, বৈরাগ্যযুক্ত অতএব গতক্লম, সেই মুনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এইরূপে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে অসজ্জন কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইলেও স্বধর্ম্মে অকম্পিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত গাথা বলিয়াছিলেন। ৫৮

শত্রু-মিত্র, উদাসীন, এই সকল সংসারই অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ মনের ভ্রম মাত্র। অতএব জীবের সুখদুঃখপ্রদ অন্য কেহ নাই, কেবল আত্মবিভ্রমই সুখদুঃখদ। ৫৯

হে তাত! অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমাতে আবিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিগৃহীত কর, এই পর্য্যন্তই যোগ-সংগ্রহ। ৬০

ভিক্ষু কর্ত্তৃক গীত এই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগ যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ধারণ করেন, বা অন্যকে শুনান, তিনি আর কখনও সুখদুঃখে অভিভূত হয়েন না। ৬১

ইতি একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্ব্বৈর্বিনিশ্চিতম্।
যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥১॥

আসীজ্জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতম্। যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥২॥
তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতম্। বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্বৃহৎ ॥৩॥
তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা। জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥৪॥
তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ। ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥৫॥

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ।
ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারোবিমোহনঃ ॥৬॥

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ। তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ ॥৭॥
অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ। তৈজসাদ্দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥৮॥
ময়া সংচোদিতা ভাবাঃ সর্ব্বে সংহত্যকারিণঃ। অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিনিশ্চিত সাংখ্যযোগ এক্ষণে তোমাকে বলিব, যাহা জানিয়া পুরুষ ভেদনিমিত্তক ভ্রম সদ্য ত্যাগ করিয়া থাকে। ১

পূর্ব্বে অযুগে অর্থাৎ প্রলয়কালে সমগ্রজ্ঞান ও সকল বিষয় বিকল্পশূন্য ছিল, পরে সত্যযুগারম্ভে যখন বিবেকনিপুণ সকল লোক ছিল, তখন ভেদজ্ঞান না থাকায় একমাত্র পরম ব্রহ্মই ছিলেন। ২

সেই নির্ব্বিকল্প পরমব্রহ্ম মায়া-বিলাসরূপে বাক্য-মনের গোচরভাবে ও স্বরূপভাবে দুই প্রকার হইলেন। ৩

সেই দ্বিধাভূত অংশের মধ্যে, এক অংশ অর্থ, উভয়াত্মিকা কার্য্যকারণরূপিণী প্রকৃতি, অন্যতম অংশ জ্ঞান, তাহাকেই পুরুষ বলা হয়। ৪

(পরে জীবাদৃষ্ট প্রযুক্ত) পুরুষানুমতিক্রমে আমাকর্ত্তৃক ক্ষোভ্যমাণা প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় হইয়াছিল। ৫

অনন্তর সেই গুণ সকল হইতে ক্রিয়াশক্তিমান্ সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ ও তৎসংযুক্ত জ্ঞানশক্তিমান্ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল, এবং সেই গুণবিকার হইতে জীবের ভ্রমের হেতু অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মিল। ৬

সেই অহঙ্কার—বৈকারিক তৈজস ও তামসভেদে তিন প্রকার, এবং এই অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের, ইন্দ্রিয়ের ও মনের কারণ, এবং চিৎ ও জড়ের গ্রন্থিরূপ বলিয়া চিদচিন্ময়। ৭

তামস অহঙ্কার হইতে মহাভূত, তৈজস্ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল ও সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ দেবতা জন্মে। ৮

সংহত্যকারী সূত্রাদি ও মহাভূত সকল আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৈরাজান্তর্য্যামী আমার আয়তনস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল। ৯

বিবৃতি—সূত্র ও সূত্রসংযুক্ত মহত্তত্ত্ব ইংহাই উভয়ের ভেদ, তাহা হইলে ঈশ্বর জীব প্রকৃতি স্বভাবসূত্র মহত্তত্ত্ব রূপ হয় এবং অহঙ্কারাদি দ্বাবিংশতি এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। ৬

একাদশ দেবতা যথা—দিক্, বায়ু, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমার, বরুণ, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, চন্দ্র, চ শব্দে মনকেও ধরিয়া লইতে হইবে। ৮

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ। মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥১০॥
সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিধা ॥১১॥
দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদম্।
মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥১২॥
অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥১৩॥
যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ। মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥১৪॥
ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্ম্মযুক্তমিদং জগৎ। গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥১৫॥
অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি। সর্ব্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥১৬॥
যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যঞ্চ তস্য সন্। বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ ॥১৭॥

সলিলসংস্থিত সেই অণ্ডে আমি (নারায়ণ লীলা-বিগ্রহরূপে) অবস্থিত করিতে লাগিলাম এবং নাভি-দেশে বিশ্বনামক (লোককারণ) এক পদ্ম উৎপন্ন হইল, সেই পদ্মে চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ১০

সেই ব্রহ্মা তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া আদরে অনুগ্রহে রজোগুণ দ্বারা লোকপালগণ সহ ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক এই তিন লোক সৃষ্টি করিলেন। ১১

স্বর্গলোক দেবতাদিগের আবাসস্থান হইল, ভুবর্লোক ভূতগণের এবং ভূলোক মর্ত্ত্যগণের, আর এই ত্রিতয়ের পর অর্থাৎ মহর্লোক সিদ্ধগণের আশ্রয় হইল। ১২

সেই প্রভু ব্রহ্মা অসুর ও নাগগণের জন্য ভূমির অধোভাগে আবাস-স্থান সৃজন করিলেন, এই ত্রিলোকে এবং পাতালাদিকে ত্রিগুণাত্মক গার্হস্থ্যাদি কর্ম্মের ফলাত্মক স্থান জানিবে। ১৩

যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের ফলস্বরূপ মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক প্রাপ্ত হয়, আর ভক্তিযোগের ফলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। ১৪

(আমার গতি ব্যতীত অপর সকলই চঞ্চল ইহা বলিতেছেন) কাল শক্তিরূপী বিধাতা, আমা কর্ত্তৃক এই জগৎ সমুদায় নিজ কর্ম্মানুসারে গুণ-প্রবাহরূপ এই সংসারে সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধলোকে উত্তম গতি এবং স্থাবর পর্য্যন্ত জীবশক্তি প্রাপ্ত হয়। ১৫

অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, প্রভৃতি যে যে পদার্থ জগতে আছে, সে সমুদায়ই প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়সংযুক্ত। ১৬

যে কার্য্যের আদি অর্থাৎ কারণ, এবং অন্ত লয়স্থান, সেই কার্য্যের মধ্যেও সেই ইহা প্রসিদ্ধ, বিকার ব্যবহারার্থ মাত্র, যেমন কটককুণ্ডল স্বর্ণ হইতে অভিন্ন, ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন। ১৭

বিবৃতি—তপস্যা পদে বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যও সাধারণ ও নৈষ্ঠিকভেদে দুই প্রকার, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জনলোক, বানপ্রস্থের ও তপস্যা দ্বারা তপোলোক, সন্ন্যাস দ্বারা সত্যলোক প্রাপ্তি এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ১৪

যে কার্য্যের কারণ ও লয়স্থান এক, মধ্য অর্থাৎ বর্ত্তমানাবস্থাও সে, এবং সত্য, ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বে অবিকৃতভাবে কারণ থাকে, পরে সেই কারণই বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ নহে, অতএব কার্য্যের মিথ্যাত্ব স্থির হইলে কারণেরও আংশিকভাবে মিথ্যাত্ব হয়, পরন্তু কার্য্য-কারণ উভয়ই সত্য, সুতরাং বিকার পদার্থ—ব্যবহারার্থ সে সত্য, যেমন সুবর্ণবিকার কটককুণ্ডলাদি সুবর্ণ হইতে অভিন্ন ও সত্য, এবং পার্থিব ঘট-শরাবাদিও মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন ও সত্য বলিয়াই ব্যবহৃত হয়।

যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্। আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥১৮॥
প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্মতৎত্রিতয়ন্ত্বহম্ ॥১৯॥
সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ। মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্ ॥২০॥
বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ। পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ ॥২১॥
অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে। ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥২২॥

অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতীরূপে প্রলীয়তে ॥২৩॥

রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপিচাম্বরে। অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু ॥২৪॥
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে। শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ ॥২৫॥
স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ। তেঽব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তেতৎকালেলীয়তেঽব্যয়ে ॥২৬॥

যে রূপকে উপাদান-কারণরূপে স্বীকার করিয়া পূর্ব্বভাব মহদাদি পরভাব অহঙ্কারাদিকে সৃষ্টি করে, যেমন শিশু মৃত্তিকা লইয়া ঘট সৃষ্টি করে, যাহা যাহার আদি ও অন্ত বলিয়া বিবক্ষিত হয়, সেই পদার্থই সত্য বলিয়া অভিহিত হয়। ১৮

এই জগতের উপাদান-কারণ যে প্রকৃতি, এবং যিনি ইহার অধিষ্ঠাতা পুরুষ, আর যিনি গুণ-ক্ষোভকরূপে অভিব্যঞ্জিত কাল, এই ত্রিতয়ই ব্রহ্ম-স্বরূপ আমি। ১৯

জীবের ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত যতকাল স্থিতির অন্ত না হয় অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অথবা যাবদীশ্বর দর্শন না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে এই মহৎ সৃষ্টি নিত্য প্রবৃত্ত থাকে। ২০

কালাত্মা আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্যমান লোক সকলের সৃষ্টি-প্রলয় কল্পনার আধারভূত যে ব্রহ্মাণ্ড, উহা ভুবনের সহিত পঞ্চত্বরূপ বিভাগের জন্য কল্পিত হয়, অর্থাৎ পঞ্চভূতের একরূপতা ত্যাগ করিয়া পৃথক্ ভাবাপত্তি দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়। ২১

(লয়প্রকার বলিতেছেন) মর্ত্ত্য শরীর অন্নে লীন হয়, অন্ন বলেতে অর্থাৎ বীজ মাত্রে লীন হয়, ধান্য অর্থাৎ বীজ পৃথিবীতে এবং পৃথিবী গন্ধে লীন হয়। ২২

গন্ধ জলে লীন হয়, জল নিজগুণ রসে লীন হয়, রস জ্যোতিতে লীন হয়, এবং জ্যোতিঃ রূপে লীন হয়। ২৩

রূপ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু স্পর্শে লীন হয়, স্পর্শ আকাশে লীন হয়, আকাশ শব্দতন্মাত্রে লীন হয়, এবং ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের কারণে লীন হয়। ২৪

দেবতাগণ মনেতে লীন হয়েন, শব্দ তামস অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। ২৫

সেই মহান্ স্বীয় কারণগুণে লীন হয়, এবং সেই গুণ সকল প্রকৃতিতে লীন হয়, এবং অব্যক্ত উপরত বৃত্তি কালে লীন হয়। ২৬

বিবৃতি—কারণক্রমে লয় বলা হইতেছে, ইন্দ্রিয়গণের যোনি অর্থাৎ উপাদান দেবগণ স্ব-নিয়ন্তা মনে লীন হয়। শব্দতন্মাত্র অহঙ্কারে এবং সর্ব্বজগন্মোহক ঐ অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে অর্থাৎ জড়াংশ বাদ দিয়া এবং জ্ঞানক্রিয়াশক্তি মাত্র রূপে লীন হয়। ২৫

কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি মর্য্যজে।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥২৭॥

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ। মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ ॥২৮॥

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ। প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অব্যয় কাল মায়াময় জীবে লীন হয়, এবং জীব, অজ মৎস্বরূপ আত্মায় লীন হয়, আত্মা নিরুপাধি আত্মস্থ, বিশ্বোৎপত্তি ও লয় দ্বারা অধিষ্ঠানরূপে ও অবধিরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। ২৭

এইরূপ যেমন দেখেন, তাহার ভেদ নিবন্ধন ভ্রম কেন হৃদয়ে অবস্থান করিবে? আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার যেমন থাকে না, সেইরূপ মনের ভ্রম দূর হইয়া যায়। ২৮

হে উদ্ধব! সকলের আদি ও অন্তরূপী আমি সর্ব্বসংশয়গ্রন্থিমোচন এই সাংখ্যবিধি প্রতিলোম ও অনুলোম ক্রমে তোমাকে বলিলাম। ২৯

ইতি একাদশস্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ ।

গুণানামসম্মিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ । তন্মে পুরুষবর্য্যেদমুপধারয় শংসতঃ ॥ ১ ॥

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ।২॥

কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্ । মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ ॥৩॥

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ ।
শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥৪॥

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্ব্বশঃ । বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু ॥৫॥

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ । ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ ॥৬॥

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ । গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ ॥৭॥

ভগবান্ বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! উদ্ধব! অসংমিশ্রিত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাদি গুণ সকলের মধ্যে যে গুণ দ্বারা পুরুষ যেমন হয়েন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

শম (মনোনিগ্রহ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ), তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা), ঈক্ষা (বিবেক), তপঃ (স্বধর্ম্ম-বর্ত্তিতা), সত্য, দয়া, স্মৃতি (পূর্ব্বাপরানুসন্ধান), তুষ্টি (যথালাভে সন্তোষ), ত্যাগ (ব্যয়শীলতা), অস্পৃহা (বৈরাগ্য), শ্রদ্ধা (আস্তিক্য), হ্রী (অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা), দান, অর্জ্জন বিষয়াদি ও আত্মরতি, (এই সমুদায় সত্ত্বগুণের বৃত্তি)। ২

(রজোগুণের বৃত্তি বলিতেছেন) কাম (অভিলাষ), ঈহা (চেষ্টা), মদ (দর্প), তৃষ্ণা (অসন্তোষ), স্তম্ভ (গর্ব্ব), আশীঃ (ধনাদির অভিলাষে দেবতাদির নিকট প্রার্থনা), ভেদবুদ্ধি, সুখ (বিষয়ভোগ), মদোৎসাহ (দর্পজ যুদ্ধাদি বিষয়ে উদ্যম), যশঃপ্রীতি (স্তুতিপ্রিয়তা), হাস্য, (উপহাস), বীর্য্য (প্রভাবাবিষ্কার), রণোদ্যম, (এই সকল রজোগুণের বৃত্তি) ।৩

(তমোবৃত্তি সকল বলিতেছেন) ক্রোধ (অসহিষ্ণুতা), লোভ (ব্যয়পরাঙ্মুখতা), অনৃত (অশাস্ত্রীয় ভাষণ), হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভ, (ধর্ম্মধ্বজিত্ব), ক্লম (শ্রম), কলি (কলহ), শোক, মোহ, বিষাদ (দুঃখ), আর্ত্তি (দৈন্য), নিদ্রা, আশা, ভয়, অনুদ্যম, (জড়তা) এই সকল তমোগুণের বৃত্তি। ৪

আনুপূর্ব্বিকক্রমে সত্ত, রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তি সকল প্রায়ই তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদের মিশ্রভাবের বৃত্তি সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

হে উদ্ধব! অহং এইরূপ ও মম এইরূপ যে তাহা সন্নিপাতজ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের মিশ্রভাবের বৃত্তি, (যেমন আমি শান্ত, কামী, ক্রোধী এবং আমার শান্তি, আমার কাম, ক্রোধ ইত্যাদি) সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার ও সন্নিপাত কার্য্য, মন, স্পর্শাদি তন্মাত্র সকল ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ সকল ইহারা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক বলিয়া ইহাদের দ্বারা ব্যবহার ও সন্নিপাতজ। পুরুষগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বিষয়ে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন ইহা তিনগুণের সন্নিপাত কার্য্য বলিতে হয়, তাহা হইতে শ্রদ্ধা, রতি ও ধনলাভ করে। ৬-৭

বিবৃতি—এই ধর্ম্মাদি বিষয়ে পরিনিষ্ঠার ফলে যে সত্ত্বাদি গুণের সন্নিপাত হয়, সে শ্রদ্ধা রতি ও ধনপ্রাপক হয়। ৭

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে। স্বধর্ম্মে চানু তিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা ॥৮॥
পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ। কামাদিভীরজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্ ॥৯॥
যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্ম্মভিঃ। তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥১০॥
যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্ম্মভিঃ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্যতামসম্ ॥১১॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে। চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥১২॥
যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্। তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥১৩॥
যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্। তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া ॥১৪॥
যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্। যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়াহিংসয়াশয়া ॥১৫॥
যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নির্বৃতিঃ। দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎসত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥১৬॥

(ধর্ম্মনিষ্ঠার সন্নিপাত প্রদর্শন করিতেছেন) কাম্য ধর্ম্মে যখন পুরুষের নিষ্ঠা হয়, তখন পুরুষ গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া থাকে। তার পর নিত্য-নৈমিত্তিক স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অবহিত হয়—উহাও সন্নিপাত; যে হেতুক কাম্য ধর্ম্ম গৃহাসক্তি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ইহারা রজঃ, তমঃ, সত্ত্বময়। ৮

শমাদি বৃত্তি দ্বারা সত্ত্বগুণসংযুক্ত পুরুষকে অনুমান করিবে, কামাদি দ্বারা রজোগুণযুক্ত ও ক্রোধাদি দ্বারা তমোগুণযুক্ত অনুমান করিবে। ৯

যে সময়ে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ নিজ কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিভাবে আমার ভজনা করে, তখন সেই স্ত্রী বা পুরুষকে সত্ত্বপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। ১০

যখন নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা আমাকে ভজনা করে, তখন তাহাকে রজঃপ্রকৃতি, এবং যখন হিংসা অর্থাৎ শত্রু-মারণাদি কামনা করিয়া আমাকে ভজনা করে, তখন তাহাকে তামসপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। ১১

(গুণ ও কর্ত্তৃত্বের অবিশেষ নিবন্ধন ভগবান্ ও জীবের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। তবে ভগবান্‌কে কেন ভজনা করিতে বলা হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) জীব যে সকল গুণ দ্বারা দেহাদিতে ও অন্য সকলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়, সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় জীবোপাধি অন্তঃকরণে জাত, সুতরাং জীবের, আমার নহে। ১২

হে উদ্ধব! যখন মঙ্গলদায়ক, নির্ম্মল সত্ত্বগুণ, রজ ও তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদি দ্বারা সুখে সংযুক্ত হয়। ১৩

যখন সঙ্গ ও ভেদের হেতু প্রবৃত্তিস্বভাব রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ কর্ম্ম, যশঃ ও শ্রীকামী হয় ও দুঃখে সংযুক্ত হয়। ১৪

যখন বিবেকনাশক আবরণাত্মক ও অনুদ্যম-স্বভাব তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ, নিদ্রা, হিংসা ও আশা দ্বারা শোক ও মোহে সংযুক্ত হইয়া থাকে। ১৫

যখন চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলের উপরতি হয়, দেহ অভয় ও মন অসঙ্গ হয়, তখন আমার উপলব্ধি স্থান সত্ত্ব উদ্রিক্ত বলিয়া জানিবে। ১৬

বিবৃতি—আমি অনাসক্ত গুণনিয়ন্তা বলিয়া সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা হইয়াও নিত্যমুক্ত। অতএব জীবও আমার মধ্যে মহান্ বিশেষ বিদ্যমান। ১২

বিকুর্ব্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্। গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥১৭॥
সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্। মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥১৮॥
এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে। অসুরাণাঞ্চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্ ॥১৯॥
সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥২০॥
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ। তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ ॥২১॥
সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ। তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥২২॥
মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ। রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥২৩॥

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥২৪॥

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥২৫॥
সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥২৬॥

যখন পুরুষ ক্রিয়া দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তি হয় না, গাত্রের অস্বাস্থ্য ও মনের ভ্রান্তি জন্মে, তখন রজোগুণ উৎকট বলিয়া জানিবে। ১৭

যখন চিত্ত অবসন্ন হইয়া বিলীন হয় ও চিদাকার পরিণাম গ্রহণে অক্ষম হয়, এবং মন বিলীন হয়, আর অজ্ঞান ও বিষাদ উপস্থিত হয়, তখন তমোগুণ উৎকট বলিয়া জানিবে। ১৮

সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইলে দেবতাদিগের বল বৃদ্ধি হয়, রজোগুণ উদ্রিক্ত হইলে অসুরগণের বল বৃদ্ধি হয়, এবং তমোগুণ উদ্রিক্ত হইলে রাক্ষসদিগের বল বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ, রজোগুণ হইতে স্বপ্ন এবং তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি জীবের হয়, চতুর্থ অবস্থা জাগরণাদি অবস্থাত্রয়ে একরূপ আত্মতত্ত্বই জানিবে। ১৯-২০

ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং রজোগুণ দ্বারা মনুষ্যলোকে গমন করেন ও তমোগুণ দ্বারা অধোলোকে গমন করেন। ২১

সত্ত্বগুণ যখন বৃদ্ধি পায়, সেই সময়ে মরিলে লোক সকল স্বর্গে গমন করে, রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা নরলোকে গমন করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে যাহারা মরে, তাহারা নরকে গমন করে, আর যাহারা নির্গুণ, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। ২২

আমার প্রীতির জন্য কেবল দাসবৎ কৃত যে নিত্য-নৈমিত্তিক নিজ কর্ম্ম, উহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ফলোদ্দেশে কৃত যে কর্ম্ম, তাহাই রাজস কর্ম্ম, এবং হিংসাপ্রায় যে কর্ম্ম, তাহাই তামস কর্ম্ম। ২৩

দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান, উহা সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহাদি বিষয়ক জ্ঞান রাজসিক জ্ঞান, বাল-মূকাদির তুল্য যে জ্ঞান, তাহা তামসিক জ্ঞান, আর পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ জানিবে। ২৪

বনে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে বাস রাজসিক বাস, দ্যূতাদি গৃহে বাস তামসিক বাস, এবং আমার নিকেতনে যে বাস, তাহাকে নির্গুণ বাস বলা যায়। ২৫

সঙ্গরহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস, এবং আমার সেবা-কর্ত্তাকে নির্গুণ বলা যায়। ২৬

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা ॥২৭॥
পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি ॥২৮॥
সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥২৯॥
দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ। শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি ॥৩০॥
সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ। দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ ॥৩১॥
এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥৩২॥
তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্। গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥৩৩॥
নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥৩৪॥
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্‌যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ। সংপদ্যতেগুণৈর্ম্মুক্তো জীবোজীবং বিহায় মাম্ ॥৩৫॥
জীবো জীববিনির্ম্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ। ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

আধ্যাত্মিক-শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম্ম-শ্রদ্ধা রাজসিক, অধর্ম্ম-শ্রদ্ধা তামসিক, এবং আমাতে যে শ্রদ্ধা তাহাই নির্গুণ শ্রদ্ধা। হিতকর, পবিত্র, অনায়াসলভ্য যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি তাহাই সাত্ত্বিক, যাহা ভোগকালে ইন্দ্রিয়প্রীতিকর, তাহা রাজসিক; যাহা পীড়াদায়ক ও অশুচি, তাহা তামসিক, এবং আমাতে নিবেদিত ভক্ষ্যমাত্রই নির্গুণ। ২৭-২৮

আত্মাসমুদ্ভূত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়জনিত সুখ রাজস, মোহ-দৈন্যাদি সমুদ্ভূত সুখ তামস, এবং আমার চিন্তাজনিত যে সুখ, তাহাই নির্গুণ। ২৯

দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, ও নিষ্ঠা ইত্যাদি সমুদায়ই এইরূপ ত্রিগুণাত্মক জানিবে। ৩০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এতদ্ভিন্ন দৃষ্ট, শ্রুত বা বুদ্ধি দ্বারা অনুধ্যাত এবং প্রকৃতি-পুরুষে অধিষ্ঠিত সমুদায় পদার্থই এই ত্রিগুণময় জানিবে। ৩১

হে সৌম্য! পুরুষের সম্বন্ধে গুণ-কর্ম্ম নিবন্ধন এই সকল পথ বলা হইল, যে পুরুষ এই সকল চিত্তজ গুণকে জয় করিয়াছেন, এবং ভক্তিযোগ দ্বারা মন্নিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই মোক্ষের যোগ্য হয়েন। ৩২

অতএব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভবক্ষেত্র এই নরদেহ লাভ করিয়া গুণে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ-গণ আমাকে ভজনা করুন। সঙ্গরহিত, মননশীল, বিদ্বান্, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে ভজনা করিবে, সেই মননশীল মানব সত্ত্বগুণ সেবা দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করিবে। ৩৩-৩৪

সেই শান্তবুদ্ধি জীব নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ উপশমাত্মক সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া সত্ত্বগুণকে জয় করিবে, এবং ত্রিগুণমুক্ত হইয়া জীবোপাধি লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৩৫

লিঙ্গশরীর ও অন্তঃকরণার্থ গুণত্রয়বিনির্ম্মুক্ত জীব, ব্রহ্মস্বরূপ আমা দ্বারা পূর্ণ হইয়া আর বহির্বিষয় ভোগে ও আন্তরিক তৎস্মরণ বিষয়ে বিচরণ করিবেন না। ৩৬

ইতি একাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

মল্লক্ষণমিদং কায়ং লব্ধ্বা মদ্ধর্ম্ম আস্থিতঃ। আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ॥১॥
গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া। গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ ॥ ২ ॥
বর্ত্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ। সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥৩॥
ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ। উর্ব্বশীবিরহান্মুহ্যন্ নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে ॥৪॥
ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ। বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ ॥৫॥
কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ। ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ ॥৬॥

ঐল উবাচ।

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ। দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ ॥৭॥
নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্য্যোবাভ্যুদিতোঽমুয়া। মুষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানিগতান্যুত ॥৮॥
অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ। ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ ॥ ৯ ॥

ভগবান্ বলিলেন, আমার স্বরূপাবগতির সাধনভূত এই নরদেহ লাভ করিয়া মদ্‌ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম আশ্রয়কারী আত্মাতে নিয়ন্তারূপে স্থিত পরমানন্দ আত্মা আমাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হয়। ১

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা ত্রিগুণময়ী জীবযোনি বিমুক্ত, অবস্তুরূপে দৃশ্যমান,, মায়ামাত্র গুণ সকলে বর্ত্তমান হইলেও জীব অবস্তু গুণসকল দ্বারা যুক্ত হয় না, শিশ্নোদরতৃপ্তিকারী অসৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গ কখনও করিবে না, তাহার সঙ্গ করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায় অন্ধতম কূপে পতিত হয়। ২-৩

উর্ব্বশীবিরহে মুহ্যমান, বৃহৎকীর্ত্তি, ঐলসম্রাট (পুরূরবা) শোকাপগমে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া এই সকল কথা গান করিয়াছিলেন। ৪

আপনাকে ত্যাগ করিয়া সেই উর্ব্বশী যখন চলিয়া যায়, তখন হে জায়ে! হে ঘোরে! অবস্থান কর, এইরূপ বিলাপ করতঃ নগ্ন, উন্মত্তের ন্যায়, অতি বিহ্বল রাজা উর্ব্বশীর অনুগমন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কামোপভোগে অতৃপ্ত এবং উর্ব্বশী কর্ত্তৃক আকৃষ্টচিত্ত ঐলরাজ, বহু বর্ষকালের রাত্রি সকল কখন আসিল এবং কখন চলিয়া গেল, তাহা জানিতে পারেন নাই। ৫-৬

ঐলরাজ বলিলেন, অহো! আমার কি মোহ বিস্তার হইয়াছিল। উর্ব্বশী কর্ত্তৃক গৃহীত কণ্ঠ অতএব কামমুগ্ধ আমার বহু অহোরাত্ররূপ যে আয়ুর অংশ অতিবাহিত হইল, তাহা আমি স্মরণও করি নাই। ৭

ঐ উর্ব্বশী কর্ত্তৃক বঞ্চিত আমি সূর্য্যের অস্ত বা অভ্যুদয় জানিতে পারি নাই, এবং বহুবর্ষকালের অতীত দিন রাত্রি সকলও জানিতে পারি নাই। ৮

হায়! আমার কি আত্মসংমোহ, যে আমি এতদিন. যাবৎ নরদেবশিরোমণি চক্রবর্ত্তী হইয়াও এই দেহকে এতকাল যাবৎ স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগস্বরূপ করিয়াছিলাম। ৯

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্। যান্তীং স্ত্রিয়ঞ্চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্ ॥১০॥
কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা। যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িতঃ ॥১১॥
কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতম্ ॥১২॥
স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্। যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ ॥১৩॥
সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্ব্বশ্যা অধরাসবম্। ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা ॥১৪॥
পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কো ন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ। আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥১৫॥
বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্ম্মতেঃ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ ॥১৬॥
কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ। দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৭॥
ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যাহ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ ॥১৮॥
পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্য্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃশ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে ॥১৯॥

ঐশ্বর্য্যাদি রাজ্য-পরিচ্ছদযুক্ত চক্রবর্ত্তী—আমাকে যে তৃণের মত ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, আমি নগ্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহার অনুগমন করিয়াছিলাম! যে ব্যক্তি গর্দ্দভের ন্যায় পাদতাড়িত হইয়াও গমনশীলা স্ত্রীর অনুগমন করে, তাহার প্রভাব, তেজঃ ও ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকে? ১০-১১

স্ত্রী কর্ত্তৃক যাহার মন অপহৃত হইয়াছে, তাহার আর বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, অধ্যয়ন, নির্জ্জন স্থানে বাস ও বাক্যসংযম দ্বারা কি হইবে? ১২

যে আমি প্রভু হইয়াও গো-গর্দ্দভবৎ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী ও বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাকে ধিক্। ১৩

বহ্নি আহুতি দ্বারা যেমন বৃদ্ধি পায়, শান্ত হয় না, সেইরূপ বহুবর্ষকাল উর্ব্বশীর অধরামৃতসেবী আমার কামের তৃপ্তি হয় নাই। ১৪

আত্মারাম, ঈশ্বর ভগবান্ অধোক্ষজ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি কুলটা কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্তকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়? উর্ব্বশী কর্ত্তৃক যথার্থ বাক্য দ্বারা প্রবোধিত হইলেও অজিতেন্দ্রিয় দুর্ম্মতি আমার মনোগত মহামোহ অপগত হয় নাই। ১৫-১৬

উর্ব্বশীই বা আমার কি অপকার করিয়াছে? এবং রজ্জুর স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তি যে রজ্জুতে সর্প দর্শন করে, রজ্জুই বা তাহার কি করিবে? সেইরূপ আমি ভ্রান্ত ও যেহেতুক অজিতেন্দ্রিয় সুতরাং আমিই অপরাধী। ১৭

কোথায় এই অতি মলিন দুর্গন্ধাদিযুক্ত অপবিত্র দেহ, আর কোথায় সৌমনস্যাদি গুণ, আমি সেই অপবিত্র দেহে সৌমনস্যাদির আরোপ করিয়াছি। ১৮

এই দেহের স্বত্ব কাহার? জনকত্ব নিবন্ধন কি পিতা-মাতার? অথবা ভোগপ্রদ বলিয়া ভার্য্যার, অথবা প্রভুর, কিংবা বহ্নির, অথবা শৃগাল গৃধ্রের, অথবা আত্মার কিংবা সুহৃদ্গণের, ইহা যে ব্যক্তি নিশ্চয় না করে। ১৯

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিষজ্জতে। অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতঞ্চ মুখং স্ত্রিয়াঃ ॥২০॥
ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ। বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥২১॥
অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা ॥২২॥
অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্ন ভাব উপজায়তে। অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥২৩॥
তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥২৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ স উর্ব্বশীলোকমথো বিহায়।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ উপারমজ্জ্ঞানবিধূতমোহঃ ॥২৫॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎস্সৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥২৬॥
সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥২৭॥
তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ। সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥২৮॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ। মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥২৯॥

এবং সেই অপবিত্র পরিণামে যাহার তুচ্ছ সেই দেহে যিনি আহা! কি ভাল! কি সুন্দর নাসিকা ও কি সুন্দর হাস্যযুক্ত মুখ এই স্ত্রীর—ইহা বলিয়া আসক্ত হয়। ২০

ত্বক্, মাংস, রক্ত, শিরা, মেদ, মজ্জা, অস্থি-সমূহাত্মক এবং বিষ্ঠা মূত্র পূযের আধারমাত্র এই দেহে যে আসক্ত হয়, তাহাতে আর কৃমিতে প্রভেদ কি? বিবেকী ব্যক্তি ইহা জানিয়া স্ত্রীগণের প্রতি ও স্ত্রীজিত ব্যক্তিগণের প্রতি আসক্ত হয়েন না, যেহেতু—বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগেই মন ক্ষুব্ধ হয়, তদ্ভিন্ন হয় না। ২১-২২

অদৃষ্ট অশ্রুতপদার্থে মন কখন আসক্ত হয় না, অতএব যিনি মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার মন নিশ্চল হইয়া শান্ত হয়। ২৩

অতএব স্ত্রী ও স্ত্রৈণ ব্যক্তিগণের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সংসর্গ করিবে না। যেহেতু, জ্ঞানীদিগেরও ষড়িন্দ্রিয়বর্গ বিশ্বাস্য নহে, তাহাতে আমাদের আর কথা কি? ভগবান্ বলিলেন, নরদেবদেব অর্থাৎ সম্রাট্ ঐলরাজ এইরূপ গান করিতে করিতে উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ করিয়া ও আত্মাতে (অন্তঃকরণে) আত্মরূপী (অন্তর্য্যামী) আমাকে অবগত হইয়া জ্ঞান দ্বারা মোহকে বিদূরিত করিয়া উপরত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ২৪-২৫

বুদ্ধিমান্ মানব দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবে। কারণ, সাধুগণই সদুক্তি দ্বারা মনের বিরুদ্ধ আসক্তি ছেদন করিয়া থাকেন। ২৬

(সন্তের লক্ষণ বলিতেছেন) যাঁহারা নিরপেক্ষ, মদ্গতচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বধর্ম্মরহিত ও নিষ্পরিগ্রহ, তাঁহারাই সাধু। ২৭

হে মহাভাগ! উদ্ধব! সেই সকল মহাভাগ-গণের নিকটে প্রতিনিয়ত আমার কথা হইয়া থাকে, ঐ কথা যাঁহারা প্রীতি পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পাপ নষ্ট হয়। ২৮

ঐ কথা সকল যাঁহারা সাদরে শ্রবণ, গান বা অনুমোদন করেন, তাঁহারা মৎপরায়ণ শ্রদ্ধাশীল হইয়া আমাতে ভক্তিলাভ করেন। ২৯

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে। ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ৩০ ॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্সংসেবতস্তথা ॥৩১॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥৩২॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্যসন্তোঽর্ব্বাগ্‌বিভ্যতোঽরণম্ ॥৩৩॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥৩৪॥
বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবং উর্ব্বশ্যা লোকনিস্পৃহঃ। মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ঐলগীতং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তগুণ, আনন্দানুভবস্বরূপ, পরমব্রহ্ম আমাতে যিনি ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট আছে? ৩০

ভগবান্ বহ্নিদেবকে আশ্রয় করিলে যেমন শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলে কর্ম্মাদি জড়তা, আগামী সংসারভয় ও অজ্ঞান নাশ হয়। ৩১

জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে যেমন দৃঢ় নৌকা পরমগতি, সেইরূপ, সংসারসমুদ্রে উচ্চাবচ যোনিতে গমনকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে শান্ত, ব্রহ্মবিদ্ সাধুগণ পরম গতি। ৩২

যেমন প্রাণীদিগের অন্নই প্রাণ, অর্থাৎ জীবন, যেমন আর্ত্তগণের আমিই রক্ষক, যেমন মানবগণের পরলোকে ধর্ম্মই বিত্ত, সেইরূপ সংসারপতনে ভীত লোকদিগের সাধুগণই একমাত্র আশ্রয়। ৩৩

সাধুগণ মানবের প্রকৃত চক্ষু, সূর্য্য উত্থিত হইলেও বাহিরের একটিমাত্র চক্ষু, সাধুরাই দেবতা, সাধুগণই বান্ধব, সাধুরাই প্রেমাস্পদ, সাধুরাই আমি ইষ্টদেব। ৩৪

স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত ইলানন্দন পুরূরবা এইরূপে উর্ব্বশীলোক বা তাহার দর্শনে নিস্পৃহ ও আত্মারাম মুক্তসঙ্গ হইয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিয়াছিলেন। ৩৫

বিশ্বনাথ—সাধুগণই আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করাইতে চক্ষু অর্থাৎ নববিধ ভজনা প্রদান করেন এবং তাঁহারাই বহিঃস্থিত সূর্য্যস্বরূপ ভজন-চক্ষুপ্রকাশক, সুতরাং ভক্তিমার্গে বিচরণকারীদিগের সাধুরাই দেবতা, ইন্দ্রাদি নহে; সাধুরাই বান্ধব, পিতা-মাতা প্রভৃতি নহে; সাধুরাই প্রেমাস্পদ, দেহ বা জীব নহে; সাধুরাই আমি ইষ্টদেব—তদ্ব্যতীত প্রতিমাদিরূপ নহে। ৩৪

ইতি একাদশস্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো। যস্মাৎ ত্বাং যে যথার্চ্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ ॥১॥

এতদ্বদন্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্। নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্য্যোঽঙ্গিরসঃসুতঃ ॥২॥

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্‌যদাহ ভগবানজঃ।

পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ ॥৩॥

এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্। শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥৪॥

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্ম্মবন্ধবিমোচনম্। ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নহ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব। সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৬ ॥

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥৭॥

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ। যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥৮॥

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাঽপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।

দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥৯॥

উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো! হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! যে সকল ভক্ত আপনাকে যে প্রকারে অর্চ্চনা করেন, আপনার আরাধনারূপ সেই ক্রিয়াযোগ আমাকে বলুন। ১

নারদ, ভগবান্ ব্যাস, অঙ্গিরার পুত্র আচার্য্য বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ, এই আপনার আরাধনাকে বারম্বার মানবগণের নিঃশ্রেয়সকর বলিয়াছেন। ২

আপনার মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত যে সকল উপদেশবাক্য ভগবান্ ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি পুত্রগণকে এবং ভগবান্ মহাদেব দেবী পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। ৩

হে মানদ! আমি ইহাকে সর্ব্ববর্ণের ও সকল আশ্রমের এবং স্ত্রী-শূদ্রগণের সম্মত উত্তম নিঃশ্রেয়স সাধন বলিয়া মনে করি। ৪

হে কমললোচন! হে বিশ্বেশ্বরগণের ঈশ্বর! কর্ম্মবন্ধন বিমোচনের উপায়স্বরূপ এই আপনার আরাধনাপ্রকার ভক্ত ও অনুরক্ত আমাকে আপনি বলুন। ৫

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! অনন্তপার কর্ম্মকাণ্ডের (গ্রন্থ বা অনুষ্ঠানের) অন্ত নাই, অতএব যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক তাহার সংক্ষিপ্তরূপ প্রকার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয় মিশ্রিত এই তিন প্রকার আমার পূজা, এই তিনের মধ্যে যথাভিলষিত বিধি দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে। ৭

যখন ত্রৈবর্ণিক পুরুষ, স্বাধিকারপ্রবৃত্ত বেদোক্ত দ্বিজত্ব অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে যেরূপ অর্চ্চনা করিবে, তাহা আমার নিকট তুমি শ্রবণ কর। ৮

প্রতিমাতে, স্থণ্ডিলে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, জলে বা হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া দ্রব্যাদি দ্বারা স্বীয় গুরুরূপ আমাকে দম্ভাদিশূন্যভাবে অর্চ্চনা করিবে। ৯

পূর্ব্বং স্নানং প্রকুর্ব্বীত ধৌতদন্তোহঙ্গশুদ্ধয়ে। উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্গ্রহণাদিনা ॥১০॥
সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্ ॥১১॥
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥১২॥
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্। উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে ॥১৩॥
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্। স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনম্ ॥১৪॥
দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ। ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি ॥১৫॥
স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চ্চায়ামেব তূদ্ধব। স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যপ্লুতং হবিঃ ॥১৬॥
সূর্য্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ। শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি ॥১৭॥
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ ॥১৮॥

প্রথমে দন্তধাবন পূর্ব্বক অঙ্গশুদ্ধির নিমিত্ত একবার স্নান করিবে, পরে মৃত্তিকা গ্রহণাদি, বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার স্নান করিবে। ১০

বেদে সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম সকল যাহার সম্বন্ধে যাহা বিহিত আছে, তাহার সহিতই (উহা পরিত্যাগ না করিয়াই) পরমেশ্বর বিষয়ে যাহার সম্যক্ সঙ্কল্প, এমন ব্যক্তি কর্ম্মনিহারিণী (যাহাতে কর্ম্ম ধ্বংস হয়) আমার পূজা করিবে। ১১

শিলাময়ী, দারুময়ী, সুবর্ণাদি ধাতুময়ী, মৃচ্চন্দনাদিময়ী, চিত্রপটাদিলিখিতা, বালুকাময়ী, মণিময়ী ও মনোময়ী এই অষ্টপ্রকার প্রতিমা হইয়া থাকে। ১২

চল, অচল; এই দুই প্রকার প্রতিমাই ভগবানের মন্দির, অথবা প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঐ দুই প্রকারই ভগবানের মন্দির হয়। হে উদ্ধব! তন্মধ্যে অচল প্রতিমাতে পূজা করিবার সময় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। ১৩

অস্থির প্রতিমাতে কোন স্থানে (যেমন শালগ্রামে) আবাহন বিসর্জ্জন নাই, কোন স্থানে (যেমন বালুকাময়ী প্রতিমাতে) আবাহন বিসর্জ্জন আছে, স্থণ্ডিলে উভয়ই হইবে, লেখ্য ও লেখ্যা ভিন্ন প্রতিমার স্নান করাইবে, লেখ্য ও লেখ্যার মাত্র মার্জ্জন-স্নান করাইবে। ১৪

সকামভক্ত পক্ষে সুশোভন দ্রব্য দ্বারা প্রতিমাতে আমার পূজা বিহিত, নিষ্কাম ভক্তের পক্ষে যথা-লব্ধ দ্রব্য দ্বারা প্রতিমাতে আমার পূজা বিহিত, এবং যিনি হৃদয়ে পূজা করিবেন, তিনি মনোময় দ্রব্য দ্বারা পূজা করিবেন। ১৫

হে উদ্ধব! প্রতিমায় পূজা করিতে হইলে স্নান ও অলঙ্কারই আমার অতিশয় প্রিয়, স্থণ্ডিলে পূজা করিতে হইলে অঙ্গ ও প্রধান দেবতার তত্ত্বমন্ত্রে স্থাপনাই প্রধান, অগ্নিতে অর্চ্চনকালে ঘৃতাহুতিই শ্রেষ্ঠ, সূর্য্যে পূজাকালে অর্ঘ্যাদি দ্বারাই পূজা শ্রেষ্ঠ, জলে পূজাকালে জল দ্বারা তর্পণাদিই শ্রেষ্ঠ পূজা, ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে আমার নিমিত্ত আহৃত জলগণ্ডূষমাত্রও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অশ্রদ্ধায় আহৃত ভূরি ভূরি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদিও আমার পরিতোষের নিমিত্ত হয় না। ১৬-১৮

শুচিঃ সংভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ। আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চেদর্চ্চায়াস্ত্বথ সম্মুখঃ ॥১৯॥
কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চ্চাং পাণিনামৃজেৎ। কলশং প্রোক্ষণীয়ঞ্চ যথাবদুপসাধয়েৎ ॥২০॥
তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ। প্রোক্ষ্যপাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ ॥২১॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দৈশিকঃ। হৃদা শীর্ষ্ণাথ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥২২॥
পিণ্ডে বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম। অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্ ॥২৩॥

তয়াত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সংপূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চ্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ ॥২৪॥

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। ধর্ম্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম ॥২৫॥
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেসরোজ্জ্বলম্। উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে ॥২৬॥
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্। মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসঞ্চানুপূজয়েৎ ॥২৭॥
নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ। মহাবলং বলঞ্চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্ ॥২৮॥

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানেত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥২৯॥

শুচি, আহৃত পূজোপকরণ, পূর্ব্বাগ্র কুশ দ্বারা কল্পিতাসন অর্চ্চক, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া স্থির প্রতিমা হইলে তদভিমুখ হইয়া পূজা করিবে। ১৯

নিজে ন্যাস সকল করিয়া কৃতন্যাস আমার প্রতিমাকে হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিবে অর্থাৎ নির্ম্মাল্যাদি অপসারণ করিবে, বারিপূর্ণ কলস ও প্রোক্ষণীয় গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি স্থাপন করিবে। ২০

প্রোক্ষণীয় জল দ্বারা দেবপূজাস্থান, দ্রব্য সকল ও নিজেকে সংপ্রোক্ষণ করিয়া পাদ্যার্থ তিনটি পাত্র জল দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং তত্তৎ দ্রব্য শ্যামাক দি প্রোক্ষণ করিয়া স্থাপন করিবে, পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়ার্থ তিন তিনটি পাত্র পূজক হৃদয়াদি মন্ত্র, শীর্ষমন্ত্র ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন। ২১-২২

বায়ু ও অগ্নির দ্বারা সম্যক্ শুদ্ধ এই দেহে অর্থাৎ কোষ্ঠগত বায়ু দ্বারা শোধিত আধারগত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ পরে ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডলামৃতপ্লাবনে অমৃতময় সেই দেহে হৃৎপদ্মস্থিত শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তিকে প্রণবান্তে অর্থাৎ অকার উকার মকার বিন্দু নাদ এই পঞ্চাংশের নাদান্তে সিদ্ধগণের ধ্যাত যে মূর্ত্তি, সেই নারায়ণ-মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। ২৩

এইরূপ আত্মভূত চিন্তা দ্বারা অমৃতময় দেহ ব্যাপ্ত হইলে মানস উপচারে পূজা করিয়া তন্ময় সাধক প্রতিমাদিতে আমাকে স্থাপন ও আবাহন করিয়া ও মদঙ্গে ন্যাস করিয়া আমার পূজা করিবে। ২৪

ধর্ম্মজ্ঞানাদি ও নবশক্তি দ্বারা আসন ও কর্ণিকা কেশরযুক্ত অষ্টদলপদ্ম কল্পনা করিয়া উভয় বেদ ও তন্ত্র দ্বারা বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধির নিমিত্ত পাদ্য, আসন, অর্ঘ্যাদি উপচার কল্পনা করিবে। ২৫-২৬

সুদর্শন, পাঞ্চজন্য, গদা, অসি, বাণ, ধনু, হল, মুষল, কৌস্তুভ ও শ্রীবৎসের পূজা করিবে। ২৭

এবং নন্দ, সুনন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন ও গুরুদেবকে নিজ নিজস্থানে ইষ্টদেব-সম্মুখে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। ২৮-২৯

চান্দনোশীরকর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ । সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি ॥৩০॥
স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া । পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভী রাজনাদিভিঃ ॥৩১॥
বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্গন্ধলেপনৈঃ । অলঙ্কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥৩২॥
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্ । ধূপদীপোপহার্য্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ ॥৩৩॥
গুড়পায়সসর্পীংষি শস্কুল্যাপূপমোদকান্ । সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥৩৪॥
অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শদন্তধাবাভিষেচনম্ । অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি পর্ব্বণি স্যুরুতান্বহম্ ॥৩৫॥
বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মেখলাগর্ত্তবেদিভিঃ । অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্ ॥৩৬॥
পরিস্তীর্য্যাথ পর্য্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি । প্রোক্ষণ্যাসাদ্যদ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্ ॥৩৭॥
তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ । লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্ ॥ ৩৮ ॥
স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্ । শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥৩৯॥

বিভব থাকিলে চন্দন, উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরুবাসিত জল দ্বারা যথোপদিষ্ট তত্তন্মন্ত্রে নিত্য স্নান করাইবে। ৩০

স্বর্ণঘর্ম্ম ইত্যাদি অনুবাক্, জিতান্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ইত্যাদি মহাপুরুষ বিদ্যা, সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি পুরুষ-সুক্ত ইন্দ্রং নরো ন ইত্যাদি রাজন গান দ্বারা স্নান করাইবে। ৩১

বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, পত্র অর্থাৎ কপোল ও বক্ষঃস্থলে লিখিত পত্রভঙ্গী মাল্য গন্ধ, অনুলেপন দ্বারা আমার ভক্ত আমাকে যথোচিত-ভাবে প্রেমসহকারে অলঙ্কৃত করিবে। ৩২

অর্চ্চক, পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি উপচার শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে প্রদান করিবে। ৩৩

গুড়, পায়স, ঘৃত, তৈলপক্ক দ্রব্য, পিষ্টক, মোদক, যবাগু, দধি ও ব্যঞ্জন বিভব থাকিলে এই সকল দ্রব্যে নৈবেদ্য কল্পনা করিবে। ৩৪

এবং প্রতি পর্ব্বদিনে অথবা প্রত্যহ, অভ্যঙ্গ, উন্মর্দ্দন, আদর্শ, দন্তধাবন, অভিষেক, (পঞ্চামৃতস্নান) অন্ন, গীত, নৃত্য ও বাদ্যাদি প্রদান করিবে। ৩৫

যথাবিধি মেখলাগর্ত্ত বেদি দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডে অগ্নি আধান করিয়া প্রজ্বলিত বহ্নির চতুর্দ্দিকে হস্ত দ্বারা পরিসমূহন করিবে অর্থাৎ একত্রে মেলন করিবে। ৩৬

তাহার পর দর্ভ দ্বারা পরিস্তরণ করিয়া পর্য্যুক্ষণ করিবে, তাহার পর যথাবিধি ব্যাহৃতি দ্বারা সমিৎ প্রক্ষেপরূপ অগ্ন্যাধান কর্ম্ম করিয়া অগ্নির উত্তর দিকে হোমোপযোগী দ্রব্য সকল রাখিয়া ও প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নি-মধ্যে আমাকে ধ্যান করিবে। ৩৭

তপ্তসুবর্ণ-বর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মবিলসিত চতুর্ভুজ, শান্ত, পদ্ম, কিঞ্জল্কতুল্য বসনধারী, উজ্জ্বল কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও উৎকৃষ্ট অঙ্গদশোভিত, শ্রীবৎসবক্ষ কৌস্তুভধারী ও বনমালাবিশিষ্ট। ৩৮-৩৯

বিবৃতি—প্রথমে দন্তধাবন, তার পর সুগন্ধি তৈলে অভ্যঙ্গ, মস্তকে তৈল দান করিবেন, যদি সর্ব্বাঙ্গ সজ্জত হয়, তবে তাহাকে অভ্যঙ্গ বলে, তারপর কুঙ্কুম কর্পূরাদি দ্বারা উন্মর্দ্দন, তারপরে পঞ্চামৃতাদি দ্বারা ও সুগন্ধি জলের দ্বারা স্নান, তার পর কৌষেয় বস্ত্র, রত্নালঙ্কার, চন্দনলেপদান, তার পর দর্পণ, পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ আচমনীয়াদি দিবে, তারপর চতুর্ব্বিধ অন্ন, পরে গীত বাদ্য নৃত্য হইবে, ইহা উৎসব দিনে, বিভব থাকিলে প্রত্যহ করিবে। ৩৫

ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি চ। প্রাস্যাজ্যভাগা বাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যপ্লুতং হবিঃ ॥৪০॥
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চ্চাবদানতঃ। ধর্ম্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টিকৃতং বুধঃ ॥৪১॥
অভ্যর্চ্চাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ। মূলমন্ত্রং জপেদ্‌ব্রহ্ম স্মরন্ নারায়ণাত্মকম্ ॥৪২॥
দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়েৎ। মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্ম্মাণ্যভিনয়ন্ মম।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তং ক্ষণিকো ভবেৎ ॥৪৪॥
স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি। স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥৪৫॥
শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্। প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥৪৬॥
ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ ॥৪৭॥
অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ। সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বাত্মাহমবস্থিতঃ ॥৪৮॥

আমার মূর্ত্তি ধ্যান করতঃ অর্চ্চনা করিয়া ঘৃতাপ্লুত সামৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া ও ঘৃত দ্বারা আঘার ও আজ্যভাগ প্রদান করিয়া মূলমন্ত্রে ও পুরুষ-সূক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত সংখ্যক হোম করিবে। ধর্ম্মাদিকে স্বাহান্ত মন্ত্রে পূজোক্তক্রমে হোম করিয়া ও স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিয়া বহ্নিস্থ ভগবান্‌কে পূজা ও নমস্কার করিয়া, নন্দ সুনন্দাদি পার্ষদগণকে বলি প্রদান করিবে, তাহার পর নারায়ণাত্মক ব্রহ্মকে স্মরণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪০-৪২

(ভগবানের ভোজনসমাপ্তি চিন্তা করিয়া) আচমন দান করিয়া নৈবেদ্য ভাগ বিষ্বক্‌সেনকে দিয়া পরে তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে স্বয়ং ভোজন করিবে, তাহার পর সুগন্ধযুক্ত তাম্বূলাদি মুখবাস দান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পুনর্ব্বার পূজা করিবে। ৪৩

সঙ্কীর্ত্তন, নামোচ্চারণ, নৃত্য ও আমার কর্ম্মের অভিনয় এবং আমার কথা শ্রবণ ও আমার কথা শ্রবণ করান, এই সকল করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য ব্যগ্রতারহিত অর্থাৎ মদ্‌গতচিত্ত হইবে। ৪৪

পুরাণোক্ত ও প্রাকৃত নানাপ্রকার স্তব-স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে, পরে "হে ভগবন্! প্রসন্ন হও" এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৪৫

দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা আমার দক্ষিণ ও বাম-পদ ধারণ করিয়া অথবা পৃষ্ঠদেশে পরস্পর সন্নিবদ্ধ হস্তদ্বয় দ্বারা কৃতাপরাধের ন্যায়, আমার পাদদ্বয়ে শিরোদেশ সংলগ্ন করিয়া "হে ঈশ! ভীত ও শরণাগত আমাকে মৃত্যুসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর", ইহা বলিয়া প্রণাম করিবে। ৪৬

ইহার পর আমাকর্ত্তৃক দত্ত ইহা ধ্যান করিয়া নির্ম্মাল্য আদর পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া তৎকালে ধ্যেয় জ্যোতিঃ হৃদয়স্থ জ্যোতিতে বাস করাইবে। ৪৭

আমার প্রতিমাদি যে কোন পদার্থে যাহার যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন তাহাতেই সে অর্চ্চনা করিবে, যেহেতুক আমি সর্ব্বভূতের আত্মারূপে সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছি। ৪৮

বিবৃতি—"অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে, জপহোমনমস্কারান্নকুর্য্যাৎ কেশবালয়ে" এই বচন দ্বারা অগ্রে পৃষ্ঠে নমস্কার নিষেধ থাকায় ভগবানের পাদদ্বয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে কিঞ্চিদ্দূরে মস্তক রাখিয়া নমস্কার করিবে। ৪৬

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥৪৯॥
মদর্চ্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্ ॥৫০॥
পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহম্। ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ ॥৫১॥
প্রতিষ্ঠয়া সার্ব্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্। পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ ॥৫২॥
মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি। ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥৫৩॥
যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ। বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুগ্ বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥৫৪॥
কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ। কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়োভূয়সি তৎফলম্ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

পুরুষ এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ পথ দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ ইহলোকে ও পরলোকে অভীপ্সিত সিদ্ধি আমা হইতে লাভ করিয়া থাকেন। ৪৯

(সমর্থ ব্যক্তির নিমিত্ত বলিতেছেন) আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার মন্দির দৃঢ় করাইবে, সুরম্য পুষ্পোদ্যান, এবং মহাপর্ব্ব সকলেও প্রতিদিন পূজাদির প্রবাহ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন পূজা-রক্ষার নিমিত্ত ক্ষেত্র, আপণ, পুরী, গ্রাম, পূজা ও যাত্রা উৎবাশ্রিত এই সকল দান করিলে আমার সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। ৫০-৫১

আমার প্রতিমা-প্রতিষ্ঠাতে সার্ব্বভৌম হয়, আমার মন্দিরদান ত্রিভুবনের রাজা হয় ও আমার পূজাতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, এবং একত্র এই তিন কর্ম্মানুষ্ঠানে আমার সমতা প্রাপ্তি হয়। ৫২

কেবল নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে লাভ করে, কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে আমার পূজা করে, সে ভক্তিযোগ লাভ করে। ৫৩

যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত দেব-ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে অযুতাযুত বৎসরকাল বিষ্ঠাভোজী জন্তু হইয়া কালযাপন করে। ৫৪

কর্ম্মকর্ত্তার, সহকারীর, প্রযোজকের ও অনুমোদনকর্ত্তার পরলোকে সেই ফল হয়, যেহেতুক, ইহারা কর্ম্মের ভাগার্হ, অধিক সহকারিতায় অধিক ফল হইয়া থাকে। ৫৫

ইতি একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥১॥
পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি। স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥২॥
তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ। মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্ ॥৩॥
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥৪॥
ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ। এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ॥৫॥
আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥৬॥
তস্মান্নহ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ। নিরূপিতেঽয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি।
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্ ॥৭॥
এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্। ন নিন্দতি নচ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ ॥৮॥
প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা। আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ ॥৯॥

ভগবান্ বলিলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত একাত্মক এই বিশ্বকে দর্শন করতঃ, অন্য লোকের স্বভাব (শান্ত-ঘোরাদি) ও কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। ১

যে ব্যক্তি পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি অসৎকার্য্যে অভিনিবেশ নিবন্ধন অতি শীঘ্রই স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। ২

রাজস অহঙ্কারকার্য্য ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হইলে দেহস্থ জীব স্বপ্নরূপ মায়া প্রাপ্ত হয়, তাহার পর মন লীন হইলে জীব নষ্টচেতন হইয়া মৃত্যুতুল্য সুষুপ্তি লাভ করে, সেইরূপ দ্বৈতাভিনিবেশী বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। ৩

অবস্তু দ্বৈত পদার্থ মধ্যে কি ভাল কি মন্দ? এবং কত পরিমাণ বস্তু বা কতই বা মন্দ, বাক্য দ্বারা উক্ত বা মনের দ্বারা চিন্তিত যাহা, তাহা সকলই মিথ্যা। ৪

প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও আভাস (শুক্তিতে রজতজ্ঞান প্রভৃতি) যেমন অসৎ হইয়াও অর্থকারী হয় অর্থাৎ শোক-মোহাদি জন্মায়, সেইরূপ দেহাদি পদার্থও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অথবা জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ভয় প্রদান করে। ৫

প্রভু পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও সৃষ্ট হয়েন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত হয়েন, সংহার করেন ও সংহৃত হয়েন। ৬

অতএব আত্মা হইতে বা অন্য হইতে অন্য পদার্থ নিরূপিত হয় না, কিন্তু আত্মাতে নিরূপিত এই ত্রিবিধ আধ্যাত্মাদি প্রতীতি নির্ম্মূল, অর্থাৎ মিথ্যা। এই ত্রিবিধ গুণময় পদার্থকে মায়াকৃত বলিয়া জানিবে, সুতরাং উহা নির্ম্মূল। ৭

সাধু ব্যক্তি আমাকর্ত্তৃক কথিত এই জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত বাক্য জানিয়া কাহারও নিন্দা বা স্তব করেন না, পরন্তু, সূর্য্যের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে লোকমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। ৮

প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতিবাক্য ও স্বীয় অনুভব দ্বারা আদ্যন্তবিশিষ্ট বস্তুকে অসৎ জানিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে। ৯

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ। অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে ॥১০॥

আত্মাঽব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ। অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ ॥১১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্। সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ ॥১২॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥১৩॥

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ। স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥১৪॥

শোকহর্ষভয়ক্রোধ-লোভমোহস্পৃহাদয়ঃ। অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥১৫॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ ॥১৬॥
অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতং মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন চ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ ॥১৭॥

উদ্ধব বলিলেন, হে ঈশ! এই পরিদৃশ্যমান সংসার, চেতনদ্রষ্টা আত্মার নহে, এবং জড় দৃশ্য দেহেরও নহে, তবে ইহা কাহার? অথচ নাই বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহা উপলব্ধ হয়। ১০

আত্মা অব্যয়, নির্গুণ, শুদ্ধ ও অগ্নির ন্যায় স্বয়ং-প্রকাশ ও অনাবরণস্বভাব, এবং জড়দেহও কাষ্ঠের ন্যায়, তবে সংসার কাহার? তাহা বলুন। ১১

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! যতকাল পর্য্যন্ত দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সন্নিকট অর্থাৎ সম্বন্ধ হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অবিবেকী ব্যক্তির নিরর্থক সংসারও ফলবান্ হইয়া থাকে। ১২

বস্তু না থাকিলেও সংসার হয়, উহা নিবৃত্ত হয় না, যেমন বিষয়ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তির স্বপ্নে ব্যাঘ্র-সর্পাদির ভয় হইয়া থাকে, স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও তম্মধ্যে সর্প-ব্যাঘ্রাদির ভয় হয়, সেইরূপ পদার্থ না থাকিলে সংসার নিবৃত্ত হয় না। ১৩

অপ্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তির সম্বন্ধে স্বপ্ন যেমন বহু অনর্থ সম্পাদন করে, কিন্তু জাগ্রৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে সে আর মোহ প্রদান করিতে পারে না। কারণ, তাহার উহাতে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইয়াছে বলিয়া সে অনর্থকারী নহে। সেইরূপ শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহাদি এবং জন্ম ও মৃত্যু এ সমুদায় অহঙ্কারের, আত্মার নহে। ১৪-১৫

(যদি অহঙ্কারের সংসার হয়, তবে মুক্তিও তাহারই বলিতে হইবে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনে যাহার আত্মাভিমান, সেই আত্মাই অভ্যন্তরস্থ গুণ-কর্ম্মময় মূর্ত্তিবিশিষ্ট জীব, তিনি সূত্র, মহান্ ইত্যাদি বহুরূপে গীত হয়েন এবং কালপরতন্ত্র হইয়া সংসারে ধাবিত হন। ১৬

এই সংসার মূলশূন্য হইলেও বহুরূপে দৃশ্য হয়, এবং মন, বাক্য, প্রাণ, শরীর ও কর্ম্মে পরিণত হয়, তখন মুনি ব্যক্তি উপাসনা দ্বারা লব্ধ শাণিত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা তাহাকে ছেদন করিয়া তৃষ্ণারহিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। ১৭

বিবৃতি—যেমন অগ্নি ও কাষ্ঠের ভেদ পুরঃসর উপলব্ধি হয় না, কিন্তু তথাপি কাষ্ঠ প্রকাশ্য, অগ্নি প্রকাশক, সেইরূপ দেহও আত্মার সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, সুতরাং আত্মাও দেহ কাহারই সংসার ঘটে না। ১১

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥১৮॥
যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ ॥১৯॥
বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্ ॥২০॥
ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।
ভূতং প্রসিদ্ধঞ্চ পরেণ যদ্‌যৎ তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা ॥২১॥
অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ।
ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিরতো বিভাতি ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্ ॥২২॥
এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ পরাপবাদেন বিশারদেন।
ছিত্ত্বাত্মসন্দেহমুপারমেত স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ ॥২৩॥

আত্মানাত্মবিবেচন জ্ঞান তাহাই, বেদ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, অনুমানরূপ সাধন সকল দ্বারা যে নির্ণয় করা হয়, আদ্যন্তে যাহা আছে, মধ্যেও তাহা আছে, এবং উহাই বিশ্বের কারণ ও প্রকাশক, অর্থাৎ এই বিশ্বের কারণ ও প্রকাশক ব্রহ্ম, তদাত্মক এই বিশ্ব। ১৮

যেমন সমস্ত হিরণ্ময় দ্রব্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান স্বর্ণ, পশ্চাতেও স্বর্ণ কিন্তু মধ্যে তাহা ব্যবহার্য্যমান কটক-কুণ্ডলাদি নানা নামে ব্যবহৃত হয়, আমিও সেইরূপ জগতের আদি, অন্ত ও মধ্যে বর্ত্তমান জানিবে। ১৯

হে উদ্ধব! এই বিজ্ঞান, অবস্থাত্রয়, গুণত্রয় ও কারণ, কার্য্য, কর্ত্তা এই সমুদায় যে তুরীয় চৈতন্যের অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই চৈতন্যই সত্য। ২০

যাহা পূর্ব্বে নাই অর্থাৎ যে কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না এবং যাহা পরেও থাকিবে না, মধ্যেও তাহা নাই, (তবে যে লোকে উহার ব্যবহার হয়) উহা ব্যপদেশমাত্র। যেহেতু, যাহা যাহা অন্য কর্ত্তৃক জাত বা প্রকাশিত, সেই সেই কারণ ও প্রকাশকমাত্র পৃথক্ নহে, ইহা আমার বুদ্ধি। ২১

(কার্য্যও প্রকাশ্যের কারণ ও প্রকাশকের অভেদ বলিয়া এক্ষণে ব্রহ্ম-প্রপঞ্চের ভেদ বলিতেছেন) এই যে বিকারসমূহ, সে পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিলেও রাজস সর্গ অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্ম কার্য্যভূত ও অবভাসিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকাশ্য, ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃ, এই জন্যই অবভাত হয়েন, এই জন্যই ইন্দ্রিয় সকল, তন্মাত্র সকল আত্মা মন ও দেবতা পঞ্চভূত সকলই চিত্র—আশ্চর্য্যরূপ ব্রহ্মই ভাত হয়েন। ২২

শাস্ত্র, তপস্যা, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, অনুমান রূপ, পরিস্ফুটরূপে ব্রহ্মবিবেক হেতু সকল দ্বারা নিপুণ গুরুর সাহায্যে দেহাদির আত্মত্ব নিরাস দ্বারা আত্মবিষয়ক সন্দেহ ছেদন করিয়া ও স্বানন্দ-তুষ্ট হইয়া অখিল কামুক ইন্দ্রিয় হইতে নিঃসঙ্গ হইবে। ২৩

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্বমহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্ ॥২৪॥
সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভির্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিংনু দূষণং ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্ ॥২৫॥
যথা নভো বায়্বনলাম্বুভূগুণৈর্গতাগতৈর্বর্ত্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈরহংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্ ॥২৬॥
তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জ্জনীয়ো গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্ রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥২৭॥
যথাময়োঽসাধু চিকিৎসিতো নৃণাং পুনঃপুনঃ সন্তুদতি প্ররোহন্।
এবং মনোঽপক্বকষায়কর্ম্ম কুযোগিনং বিধ্যতি সর্ব্বসঙ্গম্ ॥২৮॥
কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈর্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো যুঞ্জন্তি যোগং নতু কর্ম্মতন্ত্রম্ ॥২৯॥

পার্থিব শরীর, ইন্দ্রিয় সকল, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইহারা আত্মা নহে এবং বায়ু, জল, বহ্নি, আকাশ, ক্ষিতি এই পঞ্চভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই পঞ্চ বিষয় ও প্রকৃতি ইহারা জড় বলিয়া আত্মা নহে। ২৪

যিনি আমার স্বরূপ সুব্যক্তরূপে বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিগুণময় ইন্দ্রিয় সকল সমাহিত করিয়া কি গুণ হইবে? অথবা ঐ ইন্দ্রিয়গণ বিক্ষিপ্যমান হইলেই বা কি দোষ হইবে? যেমন মেঘ সকল উপস্থিত হইলে বা বিগত হইলে তদ্দ্বারা সূর্য্যের কিছুই হয় না, সেইরূপ। ২৫

যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীর (শোষণ দাহন ক্লেদন ধূমরত্ব প্রভৃতি) আগমাপায়িগুণ সকল দ্বারা এবং ঋতুগুণ শীতোষ্ণাদি দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ দ্বারা বা সংসার হেতুভূত গুণ দ্বারা সংসৃতির অনেক দূরে স্থিত আত্মা আসক্ত হয়েন না। ২৬

যতদিন আমাতে সুদৃঢ় ভক্তি দ্বারা রজোগুণরূপ মনঃকষায় নিবৃত্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মায়ারচিত গুণের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। ২৭

যেমন রোগ সম্যক্‌রূপে চিকিৎসিত না হইলে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া মনুষ্যকে পীড়া দেয়, সেইরূপ অপক্বকষায় কর্ম্ম-মন অর্থাৎ যে মনের রাগাদির মূলীভূত কর্ম্ম দগ্ধ হয় নাই, অতএব সর্ব্বসঙ্গী মন কুযোগীকে সর্ব্বদা ভ্রষ্ট করে। ২৮

দেবপ্রেরিত মনুষ্যরূপ অর্থাৎ বন্ধু-শিষ্যাদিরূপ অন্তরায় দ্বারা সেই কুযোগীরা আহত হইয় পুনর্ব্বার পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসবলে যোগসাধন প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মসাধন প্রাপ্ত হয় না। ২৯

বিবৃতি—দেহ পার্থিবত্ব নিবন্ধন আত্মা নহে—এবং ইন্দ্রিয়াদি অহঙ্কারান্ত ইহারা অন্নোপষ্টম্ভ বলিয়া আত্মা নহে। অপর সকল জড় বলিয়া আত্মা নহে, ইন্দ্রিয় করণ বলিয়া আত্মা নহে। দেবতারা বৈকারিক বলিয়া আত্মা নহে। ২৪

মনঃকষায়, অর্থাৎ মনে কষায়ের ন্যায় দুর্নিবর্ত্ত্য যে রজোগুণ, তাহা যে পর্য্যন্ত না যায়, তাবৎ গুণসঙ্গ করিবে না। মনঃকষায় নিবৃত্তি হয় ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা, ঐ ভক্তিযোগও দৃঢ় হওয়া চাই, এই জন্যই মনঃকষায় দুর্নিরাস্য। ২৭

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ কেনাপ্যসৌ চোদিত আ নিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা ॥৩০॥
তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্ ।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমানমাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ ॥৩১॥
যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্ ॥৩২॥
পূর্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিত্রমজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ ।
নিবর্ত্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা ॥৩৩॥
যথাহি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যান্নতু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥৩৪॥
এষ স্বয়ংজ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥৩৫॥
এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে। আত্মন্নৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি ॥৩৬॥

কোন সংস্কার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জন্তু সকল, (দেহ সকল) মরণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে ও বিকৃত হয় অর্থাৎ সেই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টি প্রভৃতি লাভ করে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি দেহে স্থিত হইয়াও আত্মসুখানুভূতি দ্বারা নিবৃত্ততৃষ্ণ বলিয়া হর্ষবিষাদ দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হয় না। ৩০

যাঁহার মন সর্ব্বদা আত্মাতে স্থিত, তিনি দেহ অবস্থান করিতেছে, কি উপবিষ্ট, অথবা গমনশীল, কিম্বা শয়ান, বা মূত্র করিতেছে, অথবা অন্ন ভোজন করিতেছে অথবা অন্য কোন দর্শন-স্পর্শনাদি স্বাভাবিক কার্য্য করে, তাহা জানিতে পারেন না। ৩১

মনীষী ব্যক্তি যদি কখন বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের বিষয় দেখেন, তথাপি নানাত্ব প্রযুক্ত মিথ্যা এই অনুমান দ্বারা বাধিত আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়কে আর বস্তুরূপে দেখেন না, যেমন স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তি, তিরোহিত স্বপ্নাবস্থার বিষয় সকলকে বস্তুরূপে দেখেন না, সেইরূপ। বদ্ধাবস্থায় গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বিচিত্র যে দেহ ইন্দ্রিয়াদিরূপ অজ্ঞান আত্মাতে অধ্যাস নিবন্ধন আত্মা হইতে অপৃথক্‌রূপে গৃহীত হয়, হে উদ্ধব! তাহাই পুনর্ব্বার জ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়, আত্মা কোনরূপে গৃহীত হয়েন না, বা ত্যক্ত হয়েন না। ৩২-৩৩

যেমন সূর্য্যোদয় মনুষ্যচক্ষুর অন্ধকার মাত্র নাশ করে, জ্ঞান সৎপদার্থকে উৎপন্ন করে না, তদ্রূপ মৎ-সম্বন্ধীয় সমীক্ষা আত্মবিদ্যা অর্থাৎ দৃঢ় জ্ঞান পুরুষের বুদ্ধির অন্ধকার অর্থাৎ জ্ঞানাবরণকে নাশ করে। ৩৪

পরমাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ, অজ, অপ্রমেয়, মহানুভূতি, সকলানুভূতি, এক, অদ্বিতীয়, বাক্যের অগোচর হইলেও তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত বাক্য ও প্রাণ বিচরণ করে। ৩৫

কেবল, অদ্বিতীয়, অবিকল্প, আত্মবস্তুতে যে বিকল্প, তাহারই নাম আত্মসন্দেহ। যেহেতু, স্বীয় আত্মা ব্যতীত বিকল্পের আর অবলম্বন নাই। ৩৬

বিবৃতি—মুক্তি যখন ক্রিয়ার ফল এবং তাহা যখন আত্মাতে থাকে, তখন আত্মার বিকার কেন হইবে না? ইহার উত্তর এই যে, মুক্তি শব্দের অর্থ আরোপিত অজ্ঞানমাত্র নিবৃত্তি, সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষের আত্মসংস্পর্শ নাই, এই জন্য আত্মার বিকার নাই। ৩৩

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্ । ব্যর্থেনাপার্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্ ॥৩৭॥
যোগিনোঽপক্কযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ। উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ ॥৩৮॥
যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ। তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ ॥৩৯॥
কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ। যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ ॥৪০॥
কেচিদ্দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্। বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে ॥৪১॥
নহি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ। অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ ॥৪২॥
যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ ॥৪৩॥
যোগচর্য্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ। নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে পরমার্থনির্ণয়োঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

নামরূপ গ্রাহ্য পঞ্চভূতাত্মক যে দ্বৈত, উহা অবাধিত অর্থাৎ সত্য, আর বেদান্ত অর্থবাদ, এই দুইটিই যাহারা নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, তাহাদের মত, তত্ত্বজ্ঞদিগের নহে। ৩৭

যোগানুষ্ঠায়ী, অপক্কযোগ যোগীদিগের শরীরে যদি স্বভাবতঃ উৎপন্ন রোগাদি দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার এইরূপ। ৩৮

কোন কোন উপসর্গ যোগ ধারণা দ্বারা, কোন কোন বিঘ্ন ধারণাযুক্ত আসন দ্বারা ও কোন কোন বিঘ্ন তপস্যা, মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা দূরীভূত করিবে। ৩৯

কোন কোন অশুভপ্রদ উপসর্গকে আমার অনুধ্যান ও আমার নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা অথবা যোগেশ্বরগণের অনুবৃত্তি অর্থাৎ অনুকরণ দ্বারা ধীরে ধীরে বিনষ্ট করিবে। ৪০

কোন কোন ধীর ব্যক্তি, বিবিধ উপায় দ্বারা এই দেহকে জরা-রোগ-রহিত যৌবনোচিত কর্ম্মক্ষম করিয়া লইয়া পরকায়-প্রবেশ প্রভৃতি সিদ্ধির নিমিত্ত যোগসাধন করিয়া থাকেন। (জ্ঞান-নিষ্ঠারূপ যোগ করেন না)। ৪১

কিন্তু প্রাজ্ঞ লোকেরা সেই আয়াসকে নিরর্থক বলিয়া আদর করেন না। যেহেতু, বৃক্ষের ফলের ন্যায় শরীর নশ্বর। (কেবল আত্মাই বৃক্ষবৎ স্থায়ী) ৪২

নিত্য যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির শরীর যদি তরুণের ন্যায় কার্য্যক্ষমত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমাধি ত্যাগ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ আসক্ত হইবেন না। অর্থাৎ দেহ-সিদ্ধিকে বিশ্বাস করিবেন না। ৪৩

মদাশ্রয় যোগী এইরূপ যোগচর্য্যা আচরণ করিলে আত্মসুখানুভবে সমর্থ ও নিস্পৃহ হয়েন। সুতরাং তিনি কোন প্রকার বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয়েন না। ৪৪

বিবৃতি—স্পৃহা থাকিলেই বিঘ্ন হয়, যিনি আত্মসুখ অনুভব করেন, তাঁহার অন্য বিষয়ে স্পৃহা হয় না, স্পৃহামূলকই বিঘ্ন। যিনি আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার স্পৃহাহীনতা ও আত্মসুখানুভূতি হয়, ফল কথা—এতাবৎ প্রবন্ধ দ্বারা উত্তম ভক্তিকেই সংক্ষেপে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৪৪

ইতি একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়

একোনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

সুদুস্তরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ। যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥১॥

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥ ২ ॥

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভিস্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥৩॥
কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥৪॥
তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনু ভূত্যৈ কিংবা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥৫॥

উদ্ধব বলিলেন, হে অচ্যুত! যাহার মন বশীভূত হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে এই যোগচর্য্যাকে অতি দুশ্চর বলিয়া মনে করি, অতএব পুরুষ যাহাতে অনায়াসে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহাই আমাকে বলুন। ১

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যোগিগণ প্রায়শই মনোনিগ্রহ করিতে গিয়া মনকে সমাহিত করিতে না পারায় মনোনিগ্রহ ব্যাপারে ভ্রান্ত হইয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। ২

হে অরবিন্দলোচন! যাঁহারা সারা সময় বিচারচতুর, তাঁহারা সমস্ত আনন্দপরিপূরক আপনার পাদপদ্ম, সুখে নিশ্চয়ই আশ্রয় করিয়া থাকেন। আর যাহারা আপনার মায়া দ্বারা বিহত, তাহারাই যোগকর্ম্ম দ্বারা অভিমানী হইয়া আপনার পদ আশ্রয় করে না, অথবা ঐ সকল আপনার ভক্তেরা আপনার মায়ায় বিহত হয় না; অতএব যোগকর্ম্ম দ্বারাও অভিমানী হয় না। (অন্য সকলে আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া বরং কর্ম্মকরণকুশল এই গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, মুক্ত হয় না) ৩

হে অচ্যুত! হে অশেষবন্ধো! অনন্যশরণ দাসবর্গে আপনার অধীনতা যে দেখা যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? (বলি ও গোপী প্রভৃতিরা সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদন করিয়াছিল এবং তাহারা অনন্যশরণ ছিল, সুতরাং তাহাদের এই অধীনতায় আশ্চর্য্যের কিছুই নাই) যেহেতু যে আপনি ঈশ্বরগণের (ব্রহ্মাদির) শোভাশালী অমূল্য কিরীটাগ্র দ্বারা পীড়িত পাদপীঠ হইয়াও (রামাবতারে) বানরগণের সহিত সখ্য, প্রীতি সহকারে করিয়াছিলেন। ৪

আপনার কৃত অনুগ্রহবিৎ (বলি-প্রহ্লাদাদিতেও অন্তর্য্যামিরূপে কৃত উপকার যিনি জানেন) কোন ব্যক্তি, আশ্রিত জনের সর্ব্বার্থদাতা, অখিল জীবের আত্মা প্রিয়তম ও ঈশ্বর সেই আপনাকে ভজনা করে না। স্বর্গাদি (আপনাকর্ত্তৃক প্রদত্ত) কোন্ ব্যক্তিই বা সেবা করে, যে স্বর্গাদি কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য, তাহার পর বিস্মৃতির জন্য হইয়া থাকে, অথবা আপনি ব্যতীত দেবান্তর অথবা ধর্ম্মজ্ঞানাদি সাধন ঐশ্বর্য্যের জন্য ও সংসারবিস্মৃতির (মোক্ষের) নিমিত্ত সেবা করে? আর আপনার পাদরজের সেবাকারী আমাদিগের কিসেরই বা অভাব আছে? ৫

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্ ॥৮॥

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্। ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥৯॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্। দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥১০॥
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্। কারয়েদ্গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥১১॥
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥১২॥

ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল দ্বারাও, হে ঈশ! আপনার কৃত উপকার স্মরণে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু আনৃণ্য লাভ করিতে পারেন না, যে আপনি বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অশুভ সকল দূরীভূত করিয়া শরীরীদিগকে স্বগতি (নিজ রূপ) প্রদান করেন। ৬

শুকদেব বলিলেন, অনুরক্তচিত্ত উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, জগৎ যাঁহার খেলার উপকরণ এবং নিজ শক্তি দ্বারা যিনি মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসহকারে মনোহর হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ৭

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! আমি তোমাকে পরম মঙ্গলজনক আমার ধর্ম্ম সকল বলিব, যাহা শ্রদ্ধাসহকারে মানব শ্রবণ করিলে দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারে। ৮

আমাকে স্মরণ করতঃ এবং আমাতে মন, চিত্ত অর্পণ এবং আমার ধর্ম্মে রতি নতি করিয়া আমার নিমিত্ত অল্পে অল্পে সকল কর্ম্মই করিবে। ৯

আমার ভক্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্য দেশসকল আশ্রয় করিবে, ও দেবাসুর মনুষ্যদিগের মধ্যে মদ্ভক্তগণ কর্ত্তৃক আচরিত ব্যবহার সম্পাদন করিবে। ১০

পৃথক্ পৃথক্ হউক আর মিলিত ভাবেই হউক, নৃত্য-গীতাদি মহারাজ-বিভূতি দ্বারা আমার পর্ব্ব যাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠান করিবে। ১১

নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃতরূপে অর্থাৎ অসঙ্গভাবে আমাকে দর্শন করিবে। ১২

বিবৃতি—সকল প্রকার ব্যবহারিক দন্তধাবনাদি, পারমার্থিক শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি ও বর্ণাশ্রমসম্মত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম আমার নিমিত্ত করিবে। তাহার দেহের জন্য বা আত্মীয়াদির জন্য নহে, সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্যই হয়েন ভগবান্, অন্য কেহ নহে। এই শ্লোকে রাগানুগা ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৯-১০

ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে। সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥১৩॥
ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে। অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥১৪॥
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ। স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥১৫॥
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্। প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ১৬ ॥
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে। তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥১৭॥
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥১৮॥
অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম। মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥১৯॥
নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥২০॥
যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ। তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥২১॥

হে মতিমন্, হে উদ্ধব! এই প্রকারে সমুদায় ভূতকে ও সকল জীবকে আমার ভাবে মনে করিয়া অভিনন্দন করতঃ কেবল জ্ঞানের উপাসক পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হয়েন, অর্থাৎ সর্ব্বভূতকেই যিনি ভগবান্ বলিয়া অভিনন্দন করেন, তিনি জ্ঞানাশ্রয়ী পণ্ডিত। ১৩

ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, চৌরে ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে দানকর্ত্তাতে, সূর্য্যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, অক্রূরে এবং ক্রূরে যে ব্যক্তি সমান দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। ১৪

যে ব্যক্তি সমুদায় মানবগণে প্রতিনিয়ত মদ্ভাব, অর্থাৎ ঈশ্বরদৃষ্টি করেন, তাঁহার সম উত্তম হীন ব্যক্তির প্রতি যে স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কার এবং নিজেতে অহঙ্কার ইহারা সকলই নাশ প্রাপ্ত হয়। ১৫

আত্মীয়-স্বজনের উপহাস, আমি উত্তম, সে জীব এই দৃষ্টি ও দৈহিক লজ্জা অতি শীঘ্র ত্যাগ করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও গাধাকে পর্য্যন্ত দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ১৬

যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মদ্ভাব না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা এই প্রকার উপাসনা করিবে। ১৭

সর্ব্বভূতে ঈশ্বরদৃষ্টি দ্বারা জনিত যে বিদ্যা, তাহার দ্বারা আত্মমনীষার বলে সেই উপাসকের সকলই ব্রহ্মাত্মক হয়, ইহা দেখিয়া মুক্তসংশয় সাধক সমুদায় হইতে উপরত হইবেন। ১৮

এই যে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ব্বভূতে মদ্ভাব, ইহাই সকল উপায়ের মধ্যে সমীচীন বলিয়া আমার মনে হয়। ১৯

হে উদ্ধব! নিষ্কাম আমার ধর্ম্মের উপক্রম হইলে বৈগুণ্যাদি দ্বারা উহার অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না। যেহেতু নির্গুণত্বপ্রযুক্ত এই ধর্ম্ম আমা-কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে নিশ্চিত হইয়াছে। ২০

ভয়-শোকাদি হেতু পলায়ন, ক্রন্দনাদিরূপ লৌকিক সিদ্ধান্ত যে যে আয়াসে হইয়া থাকে, সেই সেই আয়াসও যদি নিষ্কামভাবে আমাতে অর্পিত হয়, তবে উহা ধর্ম্মই হয়। ২১

বিবৃতি—এই শ্লোকে চারি প্রকার বৈষম্য দেখান হইয়াছে, প্রথম দুইটিতে জাতিগত বৈষম্য, দ্বিতীয় দুইটিতে কর্ম্মগত, তৃতীয় দুইটিতে গুণগত, চতুর্থ দুইটিতে স্বভাবগত বৈষম্য দেখান হইয়াছে। ১৪

আমার ধর্ম্মের যে ধ্বংস হয় না, কেবল তাহাই নহে; লৌকিক ধর্ম্মও যদি আমাতে নিষ্কাম ভাবে অর্পিত হয়, তবে উহা ধর্ম্ম হয়। কংস ভয় করিয়া ভয় হইতেও মোক্ষ লাভ করিয়াছিল। ২১

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥২২॥
এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ। সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ ॥২৩॥
অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ। এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ ॥২৪॥
সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ। সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥২৫॥
য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্। তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা ॥২৬॥
য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি। স পূয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্ ॥২৭॥
য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুয়ান্নরঃ। ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্ব্বন্ কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥২৮॥
অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমবধারিতম্। অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ ॥২৯॥
নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ। অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥৩০॥

ইহা বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও মনীষীদিগের মনীষা, অর্থাৎ বুদ্ধিচাতুর্য্যফল, যে সেই বুদ্ধিচাতুর্য্যেই মিথ্যা দ্বারা সত্য, বিনশ্বর দ্বারা অবিনশ্বর সত্য-স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়। ২২

হে উদ্ধব! এই তোমাকে আমি দেবতা-দিগেরও দুর্গম সমুদায় ব্রহ্মবাদ-সংগ্রহ সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে বলিলাম। বিস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত এই জ্ঞান বারম্বার তোমাকে বলিয়াছি। ইহা জানিয়া পুরুষ বিগতসংশয় হয় ও মুক্ত হয়। ২৩-২৪

আর যে ব্যক্তি তোমার সুবিবেচিত এই প্রশ্ন মাত্রও ধারণ করে, সেও ব্রহ্ম গুহ্য সনাতন পরব্রহ্ম অবগত হইতে পারে। ২৫

যে ব্যক্তি এই জ্ঞান সম্যক্ প্রকারে আমার ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করেন, সেই জ্ঞানোপ-দেষ্টাকে আমি স্বয়ংই আত্মদান করিয়া থাকি। ২৬

এই পরম পবিত্র ও অন্যের শুদ্ধিসম্পাদক এই আখ্যান উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন করেন, তবে তিনি জ্ঞানদীপের দ্বারা আমাকে দেখাইয়া দেওয়ার জন্য নিজে সর্ব্বদা পবিত্র হয়েন। ২৭

আর যে মানব অব্যগ্র হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত ইহা শ্রবণ করে, তাহার আমাতে পরম ভক্তি হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম দ্বারা সে বদ্ধ হয় না। ২৮

হে সখে! হে উদ্ধব! তুমি এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছ ত? এবং তোমার মোহ ও মনোভব এই শোক দূরীভূত হইয়াছে ত? ২৯

তুমি ইহা কখন দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, যাহার শুনিবার ইচ্ছা নাই, এমন দুর্ব্বিনীত অভক্তকে প্রদান করিও না। ৩০

বিবৃতি—এই লোকে যে ব্যক্তি কপর্দ্দক মাত্র দ্বারা সহস্র কপর্দ্দক মূল্যের বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সে বুদ্ধিমান্, চতুর বলিয়া কথিত হয়। আর যে তাঁহা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করে, সে অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও চতুর, এইরূপ পয়সার বুদ্ধিকৌশল প্রভৃতি দ্বারা বুদ্ধির তারতম্য নিরূপিত হয়। এই ভারতভূমিবাসী দুর্জ্জাতি হইলেও কপর্দ্দকমূল্যহীন কুরূপ জরাদিগ্রস্ত নিজদেহ আমাকে দান করিয়া অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-সিন্ধু আমাকে প্রাপ্ত হয়। চতুরচূড়ামণি আমিও উহা পাইয়া কৌস্তুভাদিভূষিত নিজ দেহ তাহাকে দান করি। সুতরাং তাহারই বুদ্ধিচাতুর্য্য। ভগবৎ নামকীর্ত্তন ও তৎ-কথা শ্রবণাদির জন্য বাক্-শ্রোত্রাদির বিনিয়োগকেই শরীর দান বলা হয়। যদি কেবল নামকীর্ত্তনে রসনা বা তৎকথাশ্রবণে কর্ণ, অথবা পরিচর্য্যার্থ করদ্বয় মাত্রও দান করে, তাহা হইলেও তাহার আত্মদান করা হয়, যখন শরীরের একদেশ মাত্র দানেই তাঁহাকে লাভ করা যায়, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা না করিবে? ২২

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ। সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্ ॥৩১॥
নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে। পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥৩২॥
জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে। যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ ॥৩৩॥

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৩৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

স এবমাদর্শিতযোগমার্গস্তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য।
বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ ॥৩৫॥
বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং ধৈর্য্যেণ রাজন্ বহু মন্যমানঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং শীর্ষ্ণা স্পৃশংস্তচ্চরণারবিন্দম্ ॥৩৬॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।
বিভাবসোঃ কিংনু সমীপগস্য শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য ॥৩৭॥

এই সকল দোষবিহীন, ব্রাহ্মণভক্ত, আমার প্রিয়, শুচি ও সাধু ব্যক্তিকে বলিবে এবং শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরাও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে তাহাদিগকেও বলিবে। ৩১

জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ইহা জানা হইলে পর আর কোন জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন সুস্বাদু অমৃত পান করিবার পর আর কিছু পান করার অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ। ৩২

জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে মনুষ্যগণের যে চতুর্ব্বিধ অর্থলাভ হয়, তোমার সম্বন্ধে সে সমুদায়ই আমি, অর্থাৎ জ্ঞানে মোক্ষ, কর্ম্মে ধর্ম্ম, যোগে অনিমাদি সিদ্ধি, বার্ত্তায় অর্থ, দণ্ডনীতিতে ঐশ্বর্য্য আমি। ৩৩

মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মনিবেদন করে, তখন সে আমার বিশেষ প্রিয় হয়, এবং সেই সময়ে মোক্ষ লাভ করে ও আমার সহিত ঐক্যলাভের যোগ্য হয়। ৩৪

শুকদেব বলিলেন, এইরূপ যোগমার্গের উপদেশপ্রাপ্ত সেই উদ্ধব উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি, অবরুদ্ধকণ্ঠ ও অশ্রুপরিপূর্ণলোচন হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৩৫

হে রাজন্! প্রণয়বশে ক্ষুব্ধ চিত্তকে ধৈর্য্য দ্বারা স্থির করিয়া, নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং মস্তক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ স্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৩৬

উদ্ধব বলিলেন, হে অজ! আদ্য অথবা অজাদ্য ব্রহ্মাদ্য! যে মোহময় অন্ধকার আমি এত দিন আশ্রয় করিয়াছিলাম, সেই অন্ধকার আপনার সন্নিধান মাত্রে দূরীভূত হইয়াছে, সূর্য্যের সমীপগত ব্যক্তির শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকিতে পারে কি? ৩৭

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ ॥৩৮॥
বৃক্ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা ॥৩৯॥
নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্। যথাত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥৪০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্। তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥৪১॥
ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ। বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিস্পৃহঃ ॥৪২॥
তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥৪৩॥
মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্। ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্ ॥৪৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ প্রদক্ষিণং তৎ পরিসৃত্য পাদয়োঃ।
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরাদ্রধীর্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে ॥৪৫॥

পরম কৃপালু আপনি নিজ ভৃত্য আমাকে (স্বমায়া দ্বারা অপহৃত) বিজ্ঞানময় প্রদীপ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আপনার পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আপনার সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য, স্বীয় মায়া দ্বারা দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, সাত্বতগণের প্রতি যে স্নেহপাশ আপনি বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সুদৃঢ় স্নেহপাশ—আত্মজ্ঞানরূপ সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা আপনিই ছেদন করিয়াছেন। ৩৯

হে মহাযোগিন্! আপনাকে নমস্কার। এই শরণাগত আমাকে আপনি উপদেশ প্রদান করুন। যাহাতে আপনার পাদপদ্মে আমার সুদৃঢ় রতি হয়। ৪০

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! এক্ষণে আমা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রম নামে আমার ধামে গমন কর, সেই স্থানে আমার পাদতীর্থোদকে স্নান ও আচমন দ্বারা শুচি হও। অলকনন্দার দর্শনে অশেষ পাপ বিধূত করিয়া বল্কল পরিধান ও বন্য ফল ভোজন পূর্ব্বক সুখে নিস্পৃহ হইবে। ৪১-৪২

শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বমাত্রের তিতিক্ষু, সুশীল ও সংযতেন্দ্রিয় ও শান্ত হইয়া সমাহিত বুদ্ধিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত হও। ৪৩

আমা হইতে যাহা তুমি শিক্ষা করিয়াছ, তাহা নির্জ্জনে চিন্তা করতঃ আমাতে বাক্য ও মন সমর্পণ পূর্ব্বক সদ্ধর্ম্মনিরত হও, এবং ত্রিগুণাত্মগতি অতিক্রম করিয়া তাহার পর আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৪৪

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত হইলেও উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পাদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে নিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৪৫

সুহৃত্ত্যজন্স্নেহবিয়োগকাতরো ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃপাদুকে বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃপুনঃ ॥৪৬॥
ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা ততঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্গতিম্ ॥৪৭॥
য এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে ॥৪৮॥
ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বদর্য্যাশ্রমপ্রবেশো নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের সুহৃত্ত্যজ স্নেহবিয়োগে কাতর উদ্ধব আতুর হৃদয়ে কোনরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসমর্থ হইলেও প্রভুর পাদুকাদ্বয় মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অতি কষ্টে গমন করিয়াছিলেন। ৪৬

অনন্তর মহাভাগবত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া বিশাল-বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন, এবং জগতের একমাত্র বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যথোপদিষ্ট তপস্যা করিয়া হরির গতি-স্বারূপ্য লাভ করিয়াছিলেন। ৪৭

যোগেশ্বরসেবিতপদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরমভাগবত উদ্ধবের প্রতি কথিত এই আনন্দ-সমুদ্রের সহিত একীকৃত জ্ঞানামৃত যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেবা করেন, তিনি বিমুক্ত এবং তাঁহার সঙ্গবলে জগৎ মুক্ত হয়। ৪৮

যে নিগমকর্ত্তা ভবভয় অপহরণের নিমিত্ত ভ্রমরের ন্যায় বেদসার জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ ও সমুদ্র হইতে সাররূপ অমৃত আহরণ করেন ও ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন, সেই আদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-সংজ্ঞক ঈশ্বরকে নমস্কার করি। ৪৯

বিশ্বদ্ধৃতি—নিবৃত্ত ও প্রবৃত্ত ভৃত্যবর্গের জন্য তিনি দুই প্রকার অমৃত আহরণ করিয়াছেন, যাহার একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ বেদসার, ভৃঙ্গ যেমন পুষ্পসার আহরণ করে, তদ্বৎ। আর একটি বেদানুসারে সমুদ্র হইতে; এই উভয় যথা-যথরূপে নিজ ভৃত্যগণকে যিনি পান করাইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪৯

ইতি একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্। দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥১॥
ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ। প্রেয়সীং সর্ব্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ ॥২॥
প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিংনু মানং কবীনাং দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ ॥৩॥
শ্রীঋষিরুবাচ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্। দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্ম্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদম্ ॥৪॥
শ্রীভগবানুবাচ।
এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্বত্যাং যমকেতবঃ। মুহূর্ত্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ ॥৫॥
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বিতঃ। বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী ॥৬॥
তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ। দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ ॥৭॥
ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতস্বস্ত্যয়না বয়ম্। গোভূহিরণ্যবাসোভির্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ ॥৮॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমন করিলে পর ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কি করিয়াছিলেন? ১

স্বীয় যাদবকুল ব্রহ্মশাপে আক্রান্ত হইলে পর যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সকলের নয়নের প্রীতিজনক স্বীয় শরীর কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? ২

অবলাগণ যাঁহার রূপে সংলগ্ন নয়নকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়েন না এবং যাঁহার কথা একবারমাত্র কর্ণসংলগ্ন হইলে সাধুদিগের উহা আত্মলগ্ন হইয়া যায় এবং উহা কোন প্রকারেই তথা হইতে বিচ্যুত হয় না, যাঁহার শোভা কীর্ত্তিত হইয়া কবিদিগের বাক্যের রতি (উল্লাসবিশেষ) জন্মায়, অর্থাৎ কবিদিগের জগৎপূজ্যতা জন্মায়, এবং অর্জ্জুনের রথে যুদ্ধকালে যাঁহাকে দেখিয়া মৃত সৈন্যগণ তৎসাম্য লাভ করিয়াছিল, সেই শরীর তিনি কি প্রকারে ত্যাগ করিয়াছিলেন? ৩

শুকদেব বলিলেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষে সমুত্থিত মহোৎপাত সকল অবলোকন করিয়া সুধর্ম্মা সভায় উপবিষ্ট যাদবগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। ৪

ভগবান্ বলিলেন, হে যদুশ্রেষ্ঠগণ! সংপ্রতি দ্বারকাতে কালচিহ্নস্বরূপ এই ঘোর মহোৎপাত সকল সমুপস্থিত হইতেছে, এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও আমাদের থাকা উচিত নয়। ৫

স্ত্রীগণ, বালক সকল ও বৃদ্ধবর্গ এই স্থান হইতে শঙ্খোদ্ধার তীর্থে গমন করুন, আর আমরা যেখানে সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, সেই প্রভাস তীর্থে গমন করিব। ৬

সেই স্থানে স্নানের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমরা উপবাস করিয়া সমাহিতচিত্তে স্নান-লেপনাদি উপহার দ্বারা দেবগণের পূজা করিব। ৭

এবং কৃতস্বস্ত্যয়ন আমরা গো, ভূমি, হিরণ্য, বস্ত্র, গজ, অশ্ব, রথ ও আবাসগৃহ দ্বারা মহাভাগ ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিব। ৮

বিধিরেষ হ্যরিষ্টঘ্নো মঙ্গলায়নমুত্তমম্। দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ ॥৯॥
ইতি সর্ব্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ। তথেতি নৌভিরুত্তীর্য্য প্রভাসং প্রযযূ রথৈঃ ॥১০॥
তস্মিন্ ভগবতাদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ। চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্ব্বশ্রেয়োপবৃংহিতম্ ॥১১॥
ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু। দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ ॥১২॥
মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্। কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ ॥১৩॥
যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ। ধনুর্ভিরসিভির্ভল্লৈর্গদাভিস্তোমরর্ষ্টিভিঃ ॥১৪॥

পতৎপতাকৈ রথকুঞ্জরাদিভিঃ খরোষ্ট্রগোভির্মহিষৈর্নরৈরপি।
মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈঃ সুদুর্ম্মদা ন্যহন্ শরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপা বনে ॥১৫॥
প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরাবক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী।
সুভদ্রসংগ্রামজিতৌ সুদারুণৌ গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ ॥১৬॥
অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ।
অন্যোন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতা ভৃশম্ ॥১৭॥
দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকভোজসাত্বতা মধ্বর্ব্বুদা মাথুরশূরসেনাঃ।
বিসর্জ্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়শ্চ মিথস্তু জঘ্নুঃ সুবিসৃজ্য সৌহৃদম্ ॥১৮॥

এই বিধি অরিষ্টনাশক ও মঙ্গলজনক, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো সকলের পূজা, সকল প্রাণীর পরম কল্যাণকর। মধুসূদনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যদু-বৃদ্ধগণ সকলে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং নৌকা দ্বারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথযোগে প্রভাসে গমন করিয়াছিলেন। ৯-১০

সেই স্থানে ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যাদবগণ পরম ভক্তিসহকারে শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। ১১

অনন্তর দৈববশে বিভ্রষ্টবুদ্ধি যাদবগণ যে দ্রব্যে মতি ভ্রষ্ট হয়, সেই মৈরেয় নামক মদ্য-বিশেষ, প্রচুর পরিমাণে পান করিয়াছিল। ১২

পরে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় বিমূঢ়, মহাপানে অভিমত্ত, অতএব নষ্টচেতা বীরগণের ক্রমশঃ পরস্পর মহাকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই আততায়িগণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সমুদ্রতীরে ধনু, অসি, ভল্ল, গদা, তোমর ও ঋষ্টি সকল দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৩-১৪

চঞ্চল পতাকাযুক্ত রথ, হস্তী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, মহিষ ও নরযানে ও অশ্বতরে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে পরস্পর মিলিত হইয়া দুর্ম্মদ যাদবগণ শর দ্বারা পরস্পরকে, হস্তী যেমন দন্ত দ্বারা মহাবনে পরস্পরকে নিহত করে, সেইরূপ নিহত করিয়াছিল। ১৫

পরে প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, অক্রূর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, সুভদ্র ও সংগ্রামজিৎ, এবং গদদ্বয় এবং সুমিত্র ও সুরথ ইহারা সকলে বদ্ধ-পরিকর হইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ১৬

কৃষ্ণমায়ায় অতিশয় বিমোহিত ও মদ দ্বারা জ্ঞানশূন্য অন্য যে সকল নিশঠ, উল্মুকাদি, সহস্রজিৎ, শতজিৎ, ভানু ইহারাও পরস্পরে মিলিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিয়াছিল। ১৭

দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর ও কুন্তি-গণ ইহারা সকলেই পরস্পরের সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে হনন করিয়াছিল। ১৮

পুত্রা অযুধ্যন্ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চ স্বস্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ।
মিত্রাণি মিত্রৈঃ সুহৃদঃ সুহৃদ্ভির্জ্ঞাতীংস্ত্বহন্ জ্ঞাতয় এব মূঢ়াঃ ॥১৯॥
শরেষু হীয়মাণেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু। শস্ত্রেষু ক্ষীয়মাণেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ ॥২০॥
তা বজ্রকল্পা হ্যভবন্ পরিঘা মুষ্টিনা ভৃতাঃ। জঘ্নুর্দ্বিষস্তৈঃ কৃষ্ণেন বার্য্যমাণাস্তু তঞ্চ তে ॥২১॥
প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রঞ্চ মোহিতাঃ। হন্তুং কৃতধিয়ো রাজন্নাপন্না আততায়িনঃ ॥২২॥
অথ তাবপি সংক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন। এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি ॥২৩॥
ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্। স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথাবনম্ ॥২৪॥
এবং নষ্টেষু সর্ব্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ। অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ ॥২৫॥
রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্। তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ॥২৬॥
রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ। নিষসাদ ধরোপস্থে তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্ ॥২৭॥
বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া। দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥২৮॥

তাহাদের মধ্যে পুত্রগণ পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভাগিনেয় মাতুলের সহিত, দৌহিত্র মাতামহের সহিত, ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের সহিত, মিত্র মিত্রের সহিত, সুহৃদ্গণ সুহৃদ্গণসহ, জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল। ১৯

পরে ক্রমশঃ শর সকল নিঃশেষিত হইলে ধনু সকল ভগ্ন হইলে ও শস্ত্র সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহারা সকলে মুষ্টি দ্বারা এরকা (শর) বৃক্ষ সকল আহরণ করিয়াছিল। ২০

তাহারা সকলে মুষ্টি দ্বারা বজ্রকল্প লৌহদণ্ড এরকা সকল ধারণ করিয়া কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও শত্রুগণকে বধ করিতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণকেও প্রহার করিয়াছিল, এবং মোহিত তাহারা বলদেবকেও শত্রু মনে করিয়া শত্রুবোধে প্রহার করিল, এবং বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া আততায়িগণ তথায় আপতিত হইয়াছিল। ২১-২২

পরে কৃষ্ণ ও বলদেব ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, হে রাজন্! এরকা-মুষ্টি পরিঘ হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া শত্রুগণকে বধ করিয়াছিলেন। ২৩

বংশে বংশঘর্ষণে উৎপন্ন বহ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ও কৃষ্ণমায়াবিমোহিতচিত্ত যাদবগণের স্পর্দ্ধা নিমিত্তক ক্রোধ, কুলকে ক্ষয় করিয়াছিল। ২৪

এইরূপে সকল কুল নষ্ট হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, এবং পৃথিবীর ভার অবতারিত হইল, ইহা মনে করিয়াছিলেন। ২৫

রাম সমুদ্রের বেলাভূমিতে পরমপুরুষের ধ্যানরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মাতে আত্মসংযোগ করেন ও মানুষলোক পরিত্যাগ করেন। ২৬

ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রামের নির্ব্বাণ অবলোকন করিয়া একটি অশ্বত্থবৃক্ষ সমীপে গিয়া পৃথিবীর উপর তূষ্ণীভূত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। ২৭

নিজ প্রভায় উজ্জ্বল চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিয়া ধূমহীন বহ্নির ন্যায় দশদিক্ আলোকিত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন করেন। ২৮

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চ্চসম্। কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্ ॥২৯॥
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্। পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥৩০॥
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্র-কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ। হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥৩১॥
বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্ত্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ। কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্ ॥৩২॥
মুষলাবশেষায়ঃখণ্ড-কৃতেষুর্লুব্ধকো জরা। মৃগস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া ॥৩৩॥
চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ। ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥৩৪॥
অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন। ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ ॥৩৫॥
যস্যানুস্মরণং নৃণামজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্। বদন্তি তস্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো ॥৩৬॥
তন্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্যানং মৃগলুব্ধকম্। যথা পুনরহং ত্বেবং ন কুর্য্যাং সদতিক্রমম্ ॥৩৭॥

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়োগিরাং যে।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ কিং তস্য তে বয়মসদ্গতয়ো গৃণীমঃ ॥৩৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈর্জ্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে। যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥৩৯॥

শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, মেঘবৎ শ্যামবর্ণ, তপ্তসুবর্ণবৎ জ্যোতিঃশালী, পীত-কৌশেয় বসনদ্বয়বেষ্টিত দেহ, মঙ্গলময়, সুন্দর হাস্যযুক্ত বদনারবিন্দ, নীলকুণ্ডল-মণ্ডিত শ্বেতপদ্মবৎ মনোহর বিশাল নয়ন, উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলমণ্ডিত কটিসূত্র, যজ্ঞসূত্র, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হার, নূপুর, কৌস্তুভ দ্বারা বিরাজিত বনমালা ও মূর্ত্তিমান্ নিজাস্ত্র সকল দ্বারা সংযুক্ত দেহ, এতাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া দক্ষিণ উরুর উপর পদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ বামপদ রক্ষা করিয়া বৃক্ষমূলে ধরাপৃষ্ঠে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। ২৯-৩২

মুষলাবশিষ্ট লৌহখণ্ড দ্বারা কৃতবাণ, জরা নামক ব্যাধ, মৃগ ভ্রমে মৃগের আকার সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ, সেই শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। ৩৩

পরে চতুর্ভুজ সেই পুরুষকে দেখিয়া, কৃতাপরাধ সেই ব্যাধ ভীত হইয়া অসুরনাশকর্ত্তার পাদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া পতিত হইয়াছিল। ৩৪

হে উত্তমশ্লোক! হে অনঘ! হে মধুসূদন! পাপিষ্ঠ আমি না জানিয়া এই কার্য্য করিয়াছি। আপনি এই পাপীকে ক্ষমা করুন। ৩৫

হে বিষ্ণো! হে প্রভো! পণ্ডিতগণ যাঁহার স্মরণে অজ্ঞানান্ধকার নাশ হয় বলিয়া থাকেন, সেই আপনার সম্বন্ধে আমি অন্যায় করিয়াছি। ৩৬

হে বৈকুণ্ঠনাথ! সেই জন্য আপনি মৃগলুব্ধ পাপী আমাকে বিনাশ করুন, যাহাতে আর আমি পুনর্ব্বার সাধুকে অতিক্রম করা রূপ এই প্রকার অপরাধ না করি। ৩৭

ব্রহ্মা এবং তাঁহার পুত্রগণ ও অন্য যে সকল বেদদ্রষ্টা, তাঁহারা যাঁহার আত্মযোগরচিত এই জগৎ আপনার মায়ায় আবৃত-দৃষ্টি হওয়ায় শীঘ্র অথবা যথার্থরূপে জানিতে পারেন না, সেই আপনার সম্বন্ধে দুর্জ্জাতি আমরা আর কি স্তব করিব? ৩৮

ভগবান্ বলিলেন, হে জরে! তুমি ভীত হইও না, তুমি গাত্রোত্থান কর, তুমি আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্যই করিয়াছ, আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি সুকৃতিদিগের প্রাপ্য স্থান স্বর্গে গমন কর। ৩৯

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা। ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ ॥৪০॥
দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্য তাম্। বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখং যযৌ ॥৪১॥

তং তত্র তিগ্মাদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতং হ্যশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিম্।
স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়ো রথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ ॥৪২॥
অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো দৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং যথা নিশায়ামুড়ুপে প্রণষ্টে ॥৪৩॥

ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গরুড়লাঞ্ছনঃ। খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজ উদীক্ষতঃ ॥৪৪॥
তমন্বগচ্ছন্ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ। তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দ্দনঃ ॥৪৫॥
গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ। সঙ্কর্ষণস্য নির্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্ ॥৪৬॥
দ্বারকায়াঞ্চ ন স্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ স্ববন্ধুভিঃ। ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥৪৭॥
স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্ব্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ। অর্জ্জুনেনাবিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ ॥৪৮॥
ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥৪৯॥

ইচ্ছাপরিগৃহীতদেহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জরানামক ব্যাধ, বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিয়াছিল। ৪০

দারুক (কৃষ্ণসারথি) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুলসীগন্ধযুক্ত বায়ু আঘ্রাণ করিয়া তদভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ৪১

পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থমূলে কৃতাবস্থান, নিজ অস্ত্রে বৃত, উজ্জ্বল প্রভাশালী নিজ প্রভুকে দর্শন করিয়া স্নেহবিকলচিত্ত, অতএব সাশ্রুনয়ন দারুক রথ হইতে নামিয়া ভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়াছিল। ৪২

হে প্রভো! রাত্রিকালে চন্দ্র অস্তমিত হইলে অন্ধকারে প্রবিষ্ট দৃষ্টি যেমন নষ্ট হয়, সেইরূপ আপনার পাদপদ্ম দেখিতে না পাইয়া আমারও দৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে, দিগ্‌জ্ঞান নাই, শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ৪৩

হে রাজেন্দ্র! দারুক এই প্রকার বলিলে সেই গরুড়ধ্বজ রথ, অশ্ব ও ধ্বজ সহ স্বয়ং আকাশে উড়িয়া গেল। ৪৪

এবং তাহার পরই বিষ্ণুর দিব্য অস্ত্র সকল রথের অনুগমন করিল, তদ্দর্শনে অতি বিস্মিতচিত্ত, সারথি দারুককে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ৪৫

ভগবান্ বলিলেন, হে সারথে! তুমি দ্বারকায় গমন কর এবং জ্ঞাতিগণের পরস্পর যুদ্ধে মৃত্যু, এবং বলরামের নির্যাণ ও আমার এই দশার কথা বন্ধুগণের নিকট বলিও, আরও বলিবে যে, দ্বারকায় বন্ধুগণ সহ আপনারা থাকিবেন না; কারণ, আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই যদুপুরী সমুদ্র প্লাবিত করিবে। ৪৬-৪৭

আপনারা সকলে নিজ নিজ পরিবারবর্গ ও আমার পিতা-মাতাকে লইয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবেন। ৪৮

এবং তুমিও আমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, সর্ব্বত্র উপেক্ষক ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া এ সমুদায় আমার মায়ারচিত, ইহা জানিয়া বৃথা শোক পরিত্যাগ কর। ৪৯

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ।
তৎপাদৌ শীর্ষ্ণ্যুপাধায় দুর্ম্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বদর্য্যাশ্রমপ্রবেশো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০॥

সারথি দারুক এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার পাদদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়াছিল। ৫০

বিবৃতি—দারুককে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত মৌষল হইতে অর্জ্জুনপরাভব পর্য্যন্ত লীলা ঐ জালিকরচিত মায়া, তদ্রচিত, ইহাই উপদেশ করিয়াছেন। হে দারুক! তুমি আমার লীলাতত্ত্বজ্ঞ সুতরাং আমার ধর্ম্ম স্বভক্তপ্রতিপালক রূপ অবলম্বন করিয়া, অধুনা প্রকাশিত মৌষলাদি সকলই মায়ারচিত বলিয়া জানিয়া শোক করিও না। স্বর্গারোহণ পর্ব্বেও দেখা যায়, যুধিষ্ঠিরের মায়ানরক দর্শন হইয়াছিল। ৫০

ইতি একাদশস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ তত্রাগমদ্‌ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ। মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ ॥১॥
পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ। চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ ॥২॥
দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্যাণং পরমোৎসুকাঃ। গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্ম্মাণি জন্ম চ ॥৩॥
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভির্নভঃ। কুর্ব্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥৪॥
ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ। সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ং ॥৫॥
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥৬॥
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ। সত্যং ধর্ম্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ ॥৭॥
দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥৮॥
সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্। গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥ ৯ ॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা, ভবানীর সহিত ভব, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ ও প্রজাপতিগণ সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ১

পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগগণ, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরা ও দ্বিজগণ ইঁহারা সকলে ভগবানের নির্যাণ দেখিবার ইচ্ছায় পরম উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম সকল গান ও স্তব করিতে করিতে বিমান সকল দ্বারা আকাশমণ্ডলকে সঙ্কুল করিয়া ও পরম ভক্তি-যুক্ত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। ২-৪

তখন ভগবান্ বিভু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ও নিজ বিভূতি দেবগণকে দেখিয়া আত্মস্বরূপে মনঃ-সংযোগ করিয়া পদ্মনেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ৫

ভগবান্ আগ্নেয়ী যোগধারণাবলে লোকাভিরাম স্বীয় তনুকে দগ্ধ না করিয়াই ধারণা দ্বারা ধ্যানের শোভন বিষয় নিজ ধাম বৈকুণ্ঠে স্বশরীরে গমন করিলেন, অথবা ধারণা ধ্যান মঙ্গলের জন্য লোকপ্রিয় দেহ দগ্ধ করিয়া তপ্ত জাম্বুনদবৎ দাহোত্তীর্ণ স্বদেহ লইয়া বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ৬

স্বর্গে দুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল, এবং আকাশ হইতে পুষ্প সকল পতিত হইল, এবং সত্য, ধর্ম্ম, ধৃতি, কীর্ত্তি ও শ্রী ইঁহারা মর্ত্ত্যলোক হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। ৭

অবিজ্ঞাতগতি শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বধামে প্রবেশ করেন, তখন তাহা ব্রহ্মাদি দেবগণ দেখিতে পান নাই, পরন্তু কেহ কেহ দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৮

বিবৃতি—যোগীদিগের ন্যায় ইহা স্বচ্ছন্দমৃত্যু নহে, যোগীরা ইচ্ছামৃত্যু, তাঁহারা আগ্নেয়ী যোগধারণাবলে দেহ দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইহা তদ্রূপ নহে, ইনি দেহ দগ্ধ না করিয়াই স্বশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করেন, দেহ দগ্ধ না করিবার কারণ, উহা সর্ব্বলোকের মনোভিরাম এবং উহার ধ্যানে পরম মঙ্গল লাভ করে ; সুতরাং উহা দাহের অযোগ্য, এই জন্যই অদগ্ধা, স্বামী এই অর্থ করিয়া কথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৬

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্ট্বা যোগগতিং হরেঃ। বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥১০॥

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে ॥১১॥
মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্ ॥১২॥
তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥১৩॥

য এতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং পরাম্। প্রয়তঃ কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥১৪॥
দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ। পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ ॥১৫॥
কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশো নৃপ। তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া জনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ ॥১৬॥

যেমন আকাশে মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের গমন সময়ে মর্ত্ত্যলোকে তাহার গতি দেখিতে পায় না, (কেবল দেবতারাই দেখিয়া থাকেন), সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গতি দেবতারাও দেখিতে পাইলেন না (কেবল পার্ষদেরাই দেখিতে পাইলেন); পরে ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগগতি অবধারণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় লোকে গমন করিয়াছিলেন। ৯·১০

হে রাজন্! পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যযাদব রূপে যে আবির্ভাব, তিরোভাব, চেষ্টা—তাহা কেবল নটের ন্যায় মায়া দ্বারা অনুকরণ মাত্র জানিবে, এবং এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক অন্তে স্বক্রিয়া দ্বারা তাহার সংহার করিয়া পরে উপরত স্বীয় মহিমাতে অবস্থিতি করিলেন। ১১

যম কর্ত্তৃক স্বলোকে নীত গুরুপুত্রকে এবং পরমাস্ত্রদগ্ধ অতএব যমলোকনীত তোমাকে শরণাগতরক্ষক যিনি মর্ত্ত্যদেহে আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক রুদ্রকে বাণসংগ্রামে জয় করিয়াছিলেন, এবং যিনি সশরীর ব্যাধকে স্বর্গে লইয়াছিলেন, তিনি কি নিজ দেহ রক্ষায় অসমর্থ ছিলেন? ১২

যদিও উক্ত প্রকারে অশেষ জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও সংহার বিষয়ে অন্যনিরপেক্ষ একমাত্র কারণ স্বয়ং, যেহেতুক অশেষ শক্তিধারী, তাহা হইলেও যদুকুল সংহার করিয়া স্বীয় শরীরকে অবশেষিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু মর্ত্ত্যশরীর দ্বারাই যে স্বস্থ অর্থাৎ দিব্য গতি প্রাপ্তি হয়, তাহাই দেখাইলেন। ১৩

যে মনুষ্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উক্ত প্রকার শ্রীকৃষ্ণের গতি ভক্তিপূর্ব্বক সংযতভাবে কীর্ত্তন করেন, তিনি তাঁহার পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। ১৪

এদিকে দারুক দ্বারকায় আসিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণে পতিত ও কৃষ্ণবিশ্লেষকাতর হইয়া অশ্রুজলে তাঁহাদের পদ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৫

হে রাজন্! বৃষ্ণিবীরগণের সকলের নিধনবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, সেই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসী জনগণ উদ্বিগ্নচিত্ত ও শোকে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। ১৬

তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্মুঃ কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ। ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়ো ঘ্নন্ত আননম্ ॥১৭॥
দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ। কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্ত্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্ ॥১৮॥
প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্‌বিরহাতুরাঃ। উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৯॥
রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্। বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ ॥২০॥
অর্জ্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ। আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ ॥২১॥
বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জ্জুনঃ সাম্পরায়িকম্। হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥২২॥
দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ। বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥২৩॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ। স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥২৪॥
স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ। ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ ॥২৫॥
শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জ্জুনাৎ তে পিতামহাঃ। ত্বাস্তু বংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্ব্বে মহাপথম্ ॥২৬॥

এবং কৃষ্ণবিচ্ছেদে ব্যাকুল তাঁহারা সেই স্থানে অতি শীঘ্র গমন করিয়াছিলেন। যে স্থানে জ্ঞাতিগণ বিগতপ্রাণ হইয়া শয়ান ছিলেন, তাঁহারা তথায় গিয়া মুখে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ১৭

দেবকী, রোহিণী ও বসুদেব ইঁহারা কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন ও স্মৃতিভ্রষ্ট হইলেন। ১৮

এবং তাঁহারা ভগবদ্বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে তাত! স্ত্রীগণ পতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিয়াছিলেন। ১৯

রামপত্নীগণ রামের দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, বসুদেবপত্নীগণ তাঁহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূগণ প্রদ্যুম্নাদির দেহ আলিঙ্গন করিয়া বহ্নিতে প্রবেশ করিলেন, আর কৃষ্ণময়প্রাণ রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণপত্নীগণ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ২০

প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর অর্জ্জুন কৃষ্ণগীত সদুক্তি সকল দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ২১

পরে অর্জ্জুন নষ্টসন্ততি হত বান্ধবগণের আনুপূর্ব্বীক্রমে ঔর্দ্ধদৈহিক (শ্রাদ্ধাদি) কার্য্য করাইয়াছিলেন। ২২

অনন্তর সমুদ্র ক্ষণকালমধ্যে শ্রীকৃষ্ণপরিত্যক্ত দ্বারকাপুরীকে জলপ্লাবিত করিয়াছিল, হে মহারাজ! কেবল শ্রীভগবানের আলয় (শ্রীমন্দির) অব্যাহত ছিল। ২৩

সেই মন্দিরে ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, এবং যাঁহাকে স্মরণ করিলে অশুভ নাশ পায়, এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়, (কেবল এক্ষণে উহা প্রত্যক্ষ হয় না)। ২৪

পরে ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সন্নিবেশিত করেন ও বজ্রকে তথায় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ২৫

হে রাজন্! তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুনের নিকট সুহৃদ্বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকে বংশধররূপে রাখিয়া তাঁহারা সকলেই মহাপ্রস্থানে গমন করিয়াছিলেন। ২৬

য এতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি জন্ম চ। কীর্ত্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৭॥

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতারবীর্য্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্মনুষ্যো ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে
মৌষলং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

যে মানব, দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের এই জন্ম ও কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করেন বা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। ২৭

এই প্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অবতার এবং মঙ্গলময় বীর্য্য ও বালচরিত্র অন্য পুরাণ সকলে ও শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা শোনা যায়, উহা মনুষ্য উচ্চারণ করিলে পরমহংসগতি শ্রীকৃষ্ণে পরমা ভক্তি লাভ করেন। ২৮

ইতি একাদশস্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়।

একাদশস্কন্ধ সমাপ্ত

শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যো বারহদ্রথঃ। তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্ ॥১॥
প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্ত্তা যৎপালকঃ সুতঃ। বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ ॥২॥
নন্দিবৰ্দ্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে। অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ ॥৩॥
শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ। ক্ষেমধর্ম্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্ম্মজঃ ॥৪॥
বিধিসারঃ সুতস্তস্যাজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি। দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ ॥৫॥
নন্দিবৰ্দ্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ সুতস্ততঃ। শিশুনাগা দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥৬॥
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ। মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী ॥৭॥
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ। ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্ম্মিকাঃ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, সোমবংশসম্ভূত বৃহদ্রথের শেষ বংশধর পুরঞ্জয় নামে ভবিষ্য রাজা হইবেন, তাঁহার অমাত্য 'শুনক' প্রভু পুরঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোত নামক নিজ পুত্রকে রাজা করিবেন। প্রদ্যোতের পালক নামে এক পুত্র জন্মিবে, তাহার পুত্র বিশাখ ভূপ হইবে, তাহার পুত্র রাজক, তাহার পুত্র নন্দিবৰ্দ্ধন, এই পাঁচ জন প্রদ্যোতন নামে খ্যাত হইবে ও ইহারা এক শত অষ্টত্রিংশ বৎসর কাল পৃথিবী পালন করিবে। ১-৩

তাহার পর শিশুনাগ রাজা হইবেন, তৎপরে তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ রাজা হইবেন। তৎপরে কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধর্ম্ম, তৎপুত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, তৎপুত্র বিধিসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু রাজা হইবেন। তাঁহার পুত্র দর্ভক, তৎপুত্র অজয়, তাঁহার পুত্র নন্দিবৰ্দ্ধন, তৎপুত্র মহানন্দি এই দশ জন শিশুনাগবংশীয় রাজা, ইঁহারা তিনশত ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কলিতে রাজত্ব করিবেন। হে রাজন্! শূদ্রাগর্ভে মহানন্দির ঔরসে এক বলবান্ নন্দ নামক মহাপদ্ম সংখ্যক ধন বা সোনার অধিপতি, ক্ষত্রিয়বিনাশকারী রাজা হইবেন। (ইহার নাম নন্দ বা মহাপদ্ম) তদবধি যে সকল রাজা হইবে, তাহারা অধার্ম্মিক ও শূদ্রপ্রায় হইবে। ৪-৮

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, ইদানীং ভাবী চন্দ্রবংশীয় রাজগণের কথা বলিতেছেন। তন্মধ্যে মগধবংশানুক্রম এইরূপ। পুরুর বংশে উপরিচর বসু, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র জরাসন্ধ, তৎপুত্র সহদেব ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সহদেবের পুত্র মার্জার, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবাদি রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বিংশতি-সংখ্যক রাজা ভবিষ্য রাজগণমধ্যে

স একচ্ছত্রাং পৃথিবীমনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ। শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ ॥৯॥
তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমালীপ্রমুখাঃ সুতাঃ। য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥১০॥
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥১১॥
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি। তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ ॥১২॥
সুযশা ভবিতা তস্য সঙ্গতঃ সুযশঃসুতঃ। শালিশূকস্ততস্তস্য সোমশর্ম্মা ভবিষ্যতি।
শতধন্বা ততস্তস্য ভবিতা তদ্বৃহদ্রথঃ ॥১৩॥
মৌর্য্যা হ্যেতে দশ নৃপাঃ সপ্তত্রিংশচ্ছতোত্তরম্। সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদ্বহ ॥১৪॥
অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠো ভবিতা ততঃ। বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা সুতঃ ॥১৫॥
ততো ঘোষঃ সুতস্তস্মাদ্বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি। ততো ভাগবতস্তস্মাদ্দেবভূতিঃ কুরূদ্বহ ॥১৬॥
শুঙ্গা দশৈতে ভোক্ষ্যন্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকম্। ততঃ কণ্বানিয়ং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্ নৃপ ॥১৭॥

সেই অনুল্লঙ্ঘিতশাসন, (যাহার আদেশ কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না) মহাপদ্ম নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় একচ্ছত্রা পৃথিবীকে শাসন করিবেন। ৯

তাঁহার সুমালী প্রভৃতি আট জন পুত্র হইবেন এবং তাঁহারা একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। ১০

কোন এক ব্রাহ্মণ (কৌটিল্য, বাৎস্যায়ণাদ্যপর নামক চাণক্য) নন্দ ও তৎপুত্র আট জন এই নয়জনকে সমূলে উন্মূলন করিবেন, তাঁহাদের অভাবে কলিতে মৌর্য্যগণ রাজত্ব করিবেন। ১১

সেই ব্রাহ্মণই (চাণক্যই) চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, তাঁহার পুত্র অশোকবর্দ্ধন, তাঁহার পুত্র সুযশাঃ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র সঙ্গত, তৎপুত্র শালিশুক, তৎপুত্র সোমশর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্বা, তৎপুত্র বৃহদ্রথ এই মৌর্য্য দশ জন রাজা তিনশত সপ্তত্রিংশ বৎসর কলিতে রাজ্য ভোগ করিবেন। ১২ ১৪

(ইহার পর বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র প্রভুকে হত্যা করিয়া প্রথম রাজা হয়) তাহার পর তৎপুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সুজ্যেষ্ঠ, তৎপুত্র বসুমিত্র, তৎপুত্র ভদ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দ, তৎপুত্র ঘোষ, তৎপুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত, তৎপুত্র দেবভূতি, হে কুরূদ্বহ! এই দশ জন শুঙ্গবংশীয় রাজা একশত দ্বাদশ বৎসরকাল রাজ্য করিবেন। তৎপরে অল্প গুণবিশিষ্ট কাণ্বায়ণগণের হস্তে এই পৃথিবী যাইবে। ১৫-১৭

বর্ণিত হইয়াছে। যিনি রিপুঞ্জয়, তিনিই পুরঞ্জয়, তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার অমাত্য স্বীয় পুত্রকে রাজা করে, উহার নাম প্রদ্যোত, প্রদ্যোত, পালক, বিশাখযুপ, রাজক, নন্দিবর্দ্ধন এই পাঁচ জন ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করিবে। শিশুনাগ, কাকবর্ণ প্রভৃতির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, বিধিসার গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক, এমন কি একদিনে জন্মগ্রহণ করেন, অজাতশত্রুর কথা উপনিষদে পাওয়া যায়, ইনি কাশীরাজ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি একবার পিতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ— তাঁহার মাতা অজাতশত্রু গর্ভে থাকাকালীন তৎপিতার শোণিত পানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিধিসার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া বলিয়াছিলেন, দেবি! তোমার গর্ভস্থ সন্তান একদিন আমাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবে। ১-৮

বিবৃতি—বিষ্ণুপুরাণে—সুযশার পর দশরথের নাম দেখা যায়, ভাগবতে উহার উল্লেখ না থাকিলেও চর্কার দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা দশ সংখ্যা পূরণ হয় না। ১২-১৪

শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্। স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ ॥১৮॥
তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ। কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥১৯॥
হত্বা কাণ্বং সুশর্ম্মাণং তদ্ভৃত্যো বৃষলো বলী। গাং ভোক্ষ্যত্যন্ধ্রজাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালমসত্তমঃ ॥২০॥
কৃষ্ণনামাথ তদ্‌ভ্রাতা ভবিতা পৃথিবীপতিঃ। শ্রীশান্তকর্ণস্তৎপুত্রঃ পৌর্ণমাসস্তু তৎসুতঃ ॥২১॥
লম্বোদরস্তু তৎপুত্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ। মেঘস্বাতিশ্চিবিলকাদটমানস্তু তস্য চ ॥২২॥
অনিষ্টকর্ম্মা হালেয়স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ। পুরীষভীরুস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ ॥২৩॥
চকোরো বহবো যত্র শিবস্বাতিররিন্দমঃ। তস্যাপি গোমতীপুত্রঃ পুরীমান্ ভবিতা ততঃ ॥২৪॥
মেদশিরাঃ শিবস্কন্দো যজ্ঞশ্রীস্তৎসুতস্ততঃ। বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞঃ সলোমধিঃ ॥২৫॥
এতে ত্রিংশন্নৃপতয়শ্চত্বার্য্যব্দশতানি চ। ষট্‌পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন ॥২৬॥
সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশ গর্দ্দভিনো নৃপাঃ। কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্যতিলোলুপাঃ ॥২৭॥
ততোঽষ্টৌ যবনা ভাব্যাশ্চতুর্দ্দশ তুরুষ্ককাঃ। ভূয়ো দশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌলা একাদশৈব তু ॥২৮॥
এতে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং দশবর্ষশতানি চ। নবাধিকাঞ্চ নবতিং মৌলা একাদশ ক্ষিতিম্ ॥২৯॥
ভোক্ষ্যন্ত্যব্দশতান্যঙ্গ ত্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ। কিলিকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দোঽথবঙ্গিরিঃ ॥৩০॥
শিশুনন্দিশ্চ তদ্‌ভ্রাতা যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ। ইত্যেতে বৈ বর্ষশতং ভবিষ্যন্ত্যধিকানি ষট্ ॥৩১॥

শুঙ্গবংশীয় কামী দেবভূতিকে হত্যা করিয়া তাঁহার অমাত্য কণ্ববংশীয় মহামতি বসুদেব স্বয়ং রাজ্য করিবেন। ১৮

পরে তাঁহার পুত্র ভূমিত্র, তাহার পর তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র সুশর্ম্মা এই সকল কাণ্বরাজগণ তিনশত পঞ্চচত্বারিংশবর্ষ পৃথিবী ভোগ করিবেন। ১৯

কণ্ববংশীয় শেষ রাজা সুশর্ম্মার ভৃত্য বলী নামক অসত্তম অন্ধ্রদেশীয় কোন ব্যক্তি সুশর্ম্মাকে হত্যা করিয়া কিছুকাল পৃথিবী ভোগ করিবে। ২০

পরে তাহার ভ্রাতা কৃষ্ণ পৃথিবীপতি হইবে, তাহার পুত্র শ্রীশান্ত কর্ণ, তাহার পুত্র পৌর্ণমাস, তাহার পুত্র লম্বোদর, তাহার পুত্র চিবিলক, তাহার পুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র অনিষ্টকর্ম্মা, তৎপুত্র হালেয়, তৎপুত্র তলক, তৎপুত্র পুরীষভীরু, তাহার পুত্র সুনন্দন, তৎপুত্র চকোর, তৎপুত্র বটক, তৎপুত্র শিবস্বাতি, তাহার পুত্র গোমতীনন্দন পুরীমান, তৎপুত্র মেদশিখা, তৎপুত্র শিবস্কন্ধ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ভাব্য, তৎপুত্র চন্দ্রবীজ, তৎপুত্র লোমধি এই ত্রিংশত সংখ্যক রাজারা চারিশত ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব করিবেন। ২১-২৬

অবভৃতা নামক নগরীর সাত জন আভীর, দশ জন গর্দ্দভি, এবং ষোল জন কঙ্ক, ইঁহারা অতিশয় লোভী রাজা হইবেন। ২৭

তাহার পর আট জন যবন, চৌদ্দ জন চতুষ্কর, (তুরুস্ক) ও দশ জন গুরুন্ত ও এগার জন মৌলা, তন্মধ্যে প্রথম হইতে পঞ্চষষ্টি জন রাজা একহাজার নিরানব্বুই বৎসর রাজত্ব করিবেন আর মৌল এগার জন রাজা তিনশত বৎসর কাল পৃথিবী ভোগ করিবেন, সেই মৌল রাজগণের মৃত্যুর পর কিলকিলানামক পুরীতে ভূতনন্দ, বঙ্গিরি, শিশুনন্দি তদ্‌ভ্রাতা যশোনন্দী, প্রবীরক ইঁহারা রাজা হইবেন ও একশত ছয় বৎসর কাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। ২৮-৩১

তেষাং ত্রয়োদশ সুতা ভবিতারশ্চ বাহ্লিকাঃ।
পুষ্পমিত্রোঽথ রাজন্যো দুর্মিত্রোঽস্য তথৈব চ ॥৩২॥
এককালা ইমে ভূপাঃ সপ্তান্ধ্রাঃ সপ্ত কোশলাঃ। বিদূরপতয়ো ভাব্যা নিষধাস্তত এব হি ॥৩৩॥
মাগধানান্তু ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ। করিষ্যত্যপরো বর্ণান্ পুলিন্দযদুমদ্রকান্ ॥৩৪॥
প্রজাশ্চাব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ স্থাপয়িষ্যতি দুর্ম্মতিঃ। বীর্য্যবান্ ক্ষত্রমুৎসাদ্য পদ্মবত্যাং স বৈ পুরি।
অনুগঙ্গামাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্ ॥৩৫॥
সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবাঃ। ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ ॥৩৬॥
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যাম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ ॥৩৭॥
তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ। এতেঽধর্ম্মানৃতপরাঃ ফল্গুদাস্তীব্রমন্যবঃ ॥৩৮॥
স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ। উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ ॥৩৯॥
অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ। প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ ॥৪০॥

সেই পাঁচ জন রাজার ত্রয়োদশ জন পুত্র হইবে এবং তাঁহারা বাহ্লীক নামে বিখ্যাত হইবেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়পুত্র পুষ্পমিত্র, তাহার পর তাহার পুত্র দুর্ম্মিত্র রাজা হইবে। ৩২

তাহার পর সেই বাহ্লীক-বংশ হইতেই সাত জন অন্ধ্র, সাত জন কোশল ও বৈদূর্য্যপতি নৈষধ-পতিরা ইঁহারা এক সময়ে খণ্ড খণ্ড মণ্ডলের অধিপতি হইবেন। ৩৩

মগধরাজ-বংশে পুরঞ্জয় বিস্বস্ফূর্জ্জি নামে এক রাজা হইবেন এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত পুরুষদ্বয় হইতে অতিশয় প্রসিদ্ধ হইবেন ও ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণকে পুলিন্দ, যদু ও মদ্রক অর্থাৎ ম্লেচ্ছ-প্রায় করিবেন। ৩৪

সেই দুর্ম্মতি বলশালী বিশ্বস্ফূর্জ্জি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েতর শূদ্র প্রভৃতি অধিক সংখ্যক প্রজা স্থাপন করিবেন, এবং ক্ষত্রিয়গণকে উৎসারিত করিয়া পদ্মাবতী পুরীতে বাস করিবেন এবং গঙ্গার দ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত পালিত পৃথিবী ভোগ করিবেন। ৩৫

ইহার পর সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, শূর, অর্ব্বুদ, মালব, দেশবাসী দ্বিজ জনাধিপতিগণ ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারবর্জ্জিত শূদ্র প্রায় হইবে। ৩৬

ইহার পর শূদ্র ও বেদাচারবিহীন ব্রাত্য দ্বিজগণ সিন্দুনদের তীরে, চন্দ্রভাগা, কৌন্তী, কাশ্মীর-মণ্ডল ভোগ করিবে। ৩৭

হে রাজন্! এই সকল ম্লেচ্ছপ্রায় রাজগণ তুল্যকালবর্ত্তি, অধর্ম্মপরায়ণ অল্পদাতা ও তীব্র ক্রোধের বশীভূত হইবে। ৩৮

এই সকল রাজগণ স্ত্রী, বালক, গো, দ্বিজ-বধকারী। পরস্ত্রী ও পরধনে অভিলাষসম্পন্ন। অল্পবল, অল্প আয়ু, হর্ষ-শোক-বহুল, সংস্কার-হীন, ক্রিয়াহীন ও রজোগুণ এবং তমোগুণে আবৃত হইবে। রাজন্যরূপী ম্লেচ্ছরাজগণ ধর্ম্মাদি অপহরণ দ্বারা প্রজাপীড়ন করিবে। ৩৯-৪০

তস্মাথাস্তে জনপদাস্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ। অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
রাজবংশানুকীর্ত্তনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এবং ঐ সকল রাজগণের অধীন প্রজাসকল, অনুকরণকারী হইবে এবং অন্যান্য দেশের সেই রাজগণের শীল আচার ও তাঁহাদের বাক্যের রাজগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ৪১

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া। কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ ॥১॥
বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ। ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥২॥
দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যাবহারিকে। স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি ॥৩॥
লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্। অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ ॥৪॥
অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু। স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্ ॥৫॥
দূরে বার্য্যায়নং তীর্থং লাবণং কেশধারণম্। উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি।
দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্ ॥৬॥
এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে। ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥৭॥
প্রজা হি লুব্ধৈ রাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্ম্মভিঃ। আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ॥৮॥
শাকমূলামিষক্ষৌদ্র-ফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ। অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তাহার পর বলবান্ কালকর্ত্তৃক প্রতিদিন ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল, স্মৃতি ক্রমশঃ নষ্ট হইবে। ১

কলিকালে মানবগণের জন্ম, আচার, গুণাদি সকলই ধনের উপর নির্ভর করিবে। ধর্ম্ম ও ন্যায়ব্যবস্থা বিষয়ে একমাত্র বলই কারণ হইবে। ২

দাম্পত্যের প্রতি একমাত্র রুচিই কারণ হইবে, (কুল গোত্রাদি হইবে না) এবং ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারবিষয়ে প্রবঞ্চনাই কারণ হইবে, স্ত্রী বা পুরুষের রতিকৌশলই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইবে। (কুল বা আচার হইবে না)। ব্রাহ্মণত্বের কারণ একমাত্র যজ্ঞসূত্র ধারণই হইবে। (তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত আচরণাদি হইবে না)। ৩

আশ্রমজ্ঞানে ও এক আশ্রম হইতে অপর-আশ্রমান্তরগ্রহণে দণ্ড, অজিনাদি চিহ্ন ধারণই কারণ হইবে। (আচারবিশেষ কারণ হইবে না) পরাজয়ের প্রতি মুদ্রাদি দানে অসামর্থ্য কারণ হইবে, এবং পাণ্ডিত্যের প্রতি চপলতাযুক্ত-বাক্য প্রয়োগই কারণ হইবে। ৪

অসাধুতার প্রতি নির্ধনতাই কারণ হইবে। সাধু-তার প্রতি ধর্ম্মধ্বজিতাই কারণ হইবে। বিবাহের কারণ হইবে স্বীকার মাত্র। স্নান মাত্রই হইবে অলঙ্কার। ৫

দূরস্থিত জলাশয়ই তীর্থ, লাবণ্যার্থই কেশ-ধারণ, স্বোদর পরিপূর্ণ করাই স্বার্থ, আর সত্যের নামে ধৃষ্টতাই প্রচলিত হইবে, এবং পরিবারবর্গ পোষণ করাই দক্ষতা। যশের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে। ৬

এইরূপ দুষ্টপ্রজাবর্গ দ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-গণের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, সেই রাজা হইবে। ৭

এবং লোভী, নির্দ্দয় ও দস্যুধর্ম্মপরায়ণ রাজন্য-গণকর্ত্তৃক অপহৃতদার ও অপহৃতধন হইয়া প্রজাগণ পর্ব্বত ও কাননে গমন করিবে। ৮

শাক, মূল, আমিষ (মাংস), মধু, ফল, পুষ্প ও বীজ ভোজনপরায়ণ দুর্ভিক্ষপীড়িত ও রাজ-করপীড়িত প্রজাগণ অনাবৃষ্টিতে প্রাণত্যাগ করিবে। ৯

শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্‌হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ। ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে চ চিন্তয়া ॥১০॥

ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্ ॥১১॥

ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ। বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্ ॥১২॥

পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্ম্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। চৌর্য্যানৃতবৃথাহিংসা-নানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু ॥১৩॥

শূদ্রপ্রায়েষু বর্ণেষু চ্ছাগপ্রায়াসু ধেনুষু। গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু ॥১৪॥

অণুপ্রায়াস্বোষধীষু শমীপ্রায়েষু স্থাস্নুষু। বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু ॥১৫॥

ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্ম্মিষু। ধর্ম্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি ॥১৬॥

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ। ধর্ম্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম কর্ম্মাপনুত্তয়ে ॥১৭॥

শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ। ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥১৮॥

অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ। অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিতঃ ॥১৯॥

বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ। নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥২০॥

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ। বাসুদেবাঙ্গরাগাতি-পুণ্যগন্ধানিল স্পৃশাম্।

পৌরজানপদানাং বৈ হতেষ্বখিলদস্যুষু ॥২১॥

তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সম্ভবিষ্যতি। বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্ত্তৌ হৃদিস্থিতে ॥২২॥

প্রজাগণ শীত, বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি ও হিম প্রভৃতিতে ও পরস্পর বিবাদে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ও ব্যাধিচিন্তায় সন্তপ্ত হইবে, কলিকালে লোকসকল ত্রিংশৎ বা বিংশতিবর্ষ মাত্র পরমায়ু হইবে। ১০-১১

কলির দোষে প্রাণিগণের দেহ ক্ষীয়মাণ হইলেও বর্ণাশ্রমচারী লোকদিগের বেদবিহিত ধর্ম্মপথ নষ্ট হইলেও, পাষণ্ডবহুল ধর্ম্ম হইলে, রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে, এবং মানবগণ চৌর্য্য, মিথ্যা ও বৃথাহিংসাপরায়ণ হইলে, বর্ণ সকল শূদ্রপ্রায় হইলে, গো সকল (পরিমাণে ও দুগ্ধদানে) ছাগ-সদৃশ হইলে, আশ্রম সকল গৃহপ্রায় হইলে, বন্ধু সকল যৌনপ্রায় হইলে, ওষধি সকল অতি হ্রস্বপ্রমাণ হইলে, এবং বৃক্ষ সকল শমীপ্রায় অর্থাৎ অধিকাংশ মাত্র শমীবৃক্ষ থাকিলে, বিদ্যুতের প্রায় মেঘ সকল হইলে (ক্ষণমাত্রে অদৃশ্য হইতে থাকিলে) গৃহ সকল শূন্যপ্রায় হইলে,এইরূপে কলিযুগ গতপ্রায় হইলে এবং জনসকল গর্দ্দভধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সত্ত্বগুণে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। সাধুদিগের ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত ও মোক্ষের নিমিত্ত অখিলের আত্মা চরাচর-গুরু ঈশ্বর বিষ্ণুর জন্ম হইয়া থাকে। শম্ভল গ্রামবাসিগণের মধ্যে প্রধান, মহাত্মা বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কি প্রাদুর্ভূত হইবেন। ১২-১৮

অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিত, জগৎপতি কল্কি, দেবদত্ত শীঘ্রগামী অসাধুদমন অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই শীঘ্রগামী অশ্বে পৃথিবী বিচরণ করিতে করিতে নিরুপম দ্যুতিসম্পন্ন কল্কি, রাজচিহ্নধারী কোটি কোটি দস্যুকে অসি দ্বারা বধ করিবেন। ১৯-২০

অনন্তর দস্যু সকল নিহত হইলে বাসুদেবের অঙ্গরাগ চন্দনাদির পুণ্য গন্ধযুক্ত বায়ুস্পর্শে পৌরজানপদ প্রজাদিগের মন নির্ম্মল হইবে, এবং ভগবান্ বাসুদেব হৃদয়ে অবস্থিত হইলে তাহাদের বহুতর প্রজা উৎপন্ন হইবে। ২১-২২

যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্ম্মপতির্হরিঃ। কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী ॥২৩॥
যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী। একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥২৪॥
যেঽতীতা বর্ত্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্থিবাঃ।
তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্য্যয়োঃ ॥২৫॥
আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥২৬॥
সপ্তর্ষীণাস্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি। তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্। তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাল অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮॥
বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ ॥২৯॥

ধর্ম্মপাত ভগবান্ হরি যে সময়ে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তখনই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, এবং সাত্ত্বিক প্রজা প্রসূত হইবে। ২৩

যে সময়ে একরাশিতে পুষ্যানক্ষত্রে একযোগে চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি প্রবেশ করিবেন, তখনই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। ২৪

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশে যে সকল রাজারা অতীত হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন ও যাঁহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা তোমার নিকট সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছেন। ২৫

তোমার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দের অভিষেক কাল পর্য্যন্ত এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর হইবে। ২৬

হে রাজন্! প্রাগগ্র শকটাকার সপ্ত নক্ষত্রকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে, উহার মধ্যে উদয়কালে যে দুইটি ঋষিকে আকাশমণ্ডলে প্রথমে উদিত হইতে দেখা যায়, তদুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখা যায়, তাহার এক একটির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মনুষ্য-পরিমাণের এক এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন, সেই সকল ঋষিরা তোমার রাজ্যকালে ও অধুনা মঘা নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া আছেন। ২৭ ২৮

যে সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুর শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক দেহ—যাহা শ্রীকৃষ্ণ নামক—উহা বৈকুণ্ঠে গমন করেন, সেই সময়ে কলি এই লোকে প্রবেশ করে, সুতরাং তৎকালাবধি লোকেরা পাপে রত হইয়াছে। ২৯

বিবৃতি—যদ্যপি প্রতি দ্বাদশ বৎসরে কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি থাকা কালীন দুই তিনটি অমাবস্যাতে চন্দ্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি এই তিন গ্রহের পুষ্যাযোগ সম্ভব হয়, তথাপি তাহাদের একযোগে প্রবেশ হইলেই সত্যযুগ হইবে, নতুবা নহে; অতএব অতিপ্রসঙ্গ দোষ হইল না। ২৪

স্বামিপাদ এই সংখ্যানির্দ্দেশের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ইহাকে অবান্তর সংখ্যা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, এইস্থানের এই সংখ্যানির্দ্দেশও ঠিক নহে; কারণ, পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা দ্বারা চৌদ্দ শত অষ্টনবতি (১৪৯৮) বৎসরই পাওয়া যায়, পরীক্ষিৎ-সমকালীন মাগধ রাজা মার্জ্জারি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বিংশতি জন রাজার রাজ্যকাল সহস্র বৎসর, প্রদ্যোত-বংশীয় পাঁচ জনের একশত অষ্টত্রিংশ বৎসর, শিশুনাগ-বংশের রাজ্যকাল তিনশত ষষ্টি বৎসর, ইহা এই স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়েই বলা হইয়াছে। ২৬

কিঞ্চিদুন্নততর রেখার অগ্রস্থানীয় মরীচি, তৎপশ্চাতে আনত্রযুগ কন্ধরাকার বশিষ্ঠ ও তৎপত্নী অরুন্ধতী, তার পশ্চাতে কিছু উত্তর দিকে অঙ্গিরা, তৎপশ্চাৎ চতুরস্রাকারে অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু ইহারা যথাক্রমে ঐ চতুরস্রের ঈশানে দক্ষিণে পশ্চিমে ও উত্তরে অবস্থান করেন। ২৭-২৮

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং ন চাশকৎ ॥৩০॥

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি। তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ। তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥৩৩॥
দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্। ভবিষ্যতি তদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্ ॥৩৪॥
ইত্যেষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি। তথা বিট্‌শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে ॥৩৫॥
এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্। কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্ত্তিরেব স্থিতা ভুবি ॥৩৬॥
দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ। কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥৩৭॥

সেই রমাপতি যাবৎকাল পর্য্যন্ত পাদপদ্ম দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ৩০

যে সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করেন, সেই সময়েই দিব্যমাণের দ্বাদশ শত বৎসরাত্মক কলি প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অতিক্রম করিয়া প্রবিষ্ট হয়েন। ৩১

যখন ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবেন, সেই সময় অর্থাৎ প্রদ্যোতনের সময় হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নন্দের সময়ে কলি অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৩২

যেদিন শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করেন, সেই দিন সেই সময়েই কলিযুগ হইয়াছে, পুরাবিদ্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ৩৩

চতুর্থ কলিযুগ দিব্যপরিমাণের সহস্র বৎসরান্তে অতীত হইবে অর্থাৎ অংশাদিসহ অতীত হইবে, সেই সময় পুনর্ব্বার সত্যযুগ হইবে, মানবগণের মন আত্মপ্রকাশক হইবে। ৩৪

এই সকল ক্ষত্রিয় মনুবংশীয়দিগের পৃথিবীতে থাকিবার সময় যেমন সংখ্যাত হইল, সেইরূপ উচ্চ নীচ বৈশ্য শূদ্র ও ব্রাহ্মণগণের অবস্থান-সংখ্যাও জানিবে। ৩৫

কথামাত্রে অবশিষ্ট এই সকল মহাত্মা মহাপুরুষদিগের নামের চিহ্ন পৃথিবীতে কেবল কীর্ত্তিমাত্র অবস্থিত থাকিবে, রাজ্য-পুত্রাদি কিছুই থাকিবে না। ৩৬

চন্দ্রবংশীয় শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি, এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় মরু, এই দুই জন মহাযোগবলযুক্ত হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। ৩৭

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে মর্ত্ত্যধামে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময়েই সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশরূপে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল; পরন্তু নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ৩০

মঘা নক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় যাইতে এক হাজার বৎসর, ও নন্দের সময়ে পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ছিলেন ঐ পর্য্যন্ত যাইতে পাঁচশত বৎসর লাগে। মূলের যথাশ্রুত পাঠের দ্বারা বুঝা যায়, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় সপ্তর্ষিগণ যখন গমন করেন, তখন নন্দ রাজা, সেই সময়ে কলি বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু এই অর্থ করিলে প্রদত্ত সময়ের সংখ্যা ভ্রমাত্মক হইয়া পড়ে, আবার 'এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং' ইহার অর্থ সংলগ্ন হইতে পারে না; সুতরাং স্বামিপাদ এই জন্য ঐ সকল স্থলের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। আমরা যথা স্থানে তাহা দেখাইয়াছি। "এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং' এবং "যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বভাদ্রং মহর্ষয়ঃ" এইরূপ পাঠ হওয়াই সঙ্গত। তাহা হইলে কোনরূপ অর্থের অসামঞ্জস্য হয় না। ৩২

তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ। বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥৩৮॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্। অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ত্ততে ॥৩৯॥
রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাঽপরে। ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ ॥৪০॥

কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি যস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥৪১॥

কথং সেয়মখণ্ডা ভূঃ পূর্ব্বৈর্মে পুরুষৈর্ধৃতা। মৎপুত্রস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্ব্বা বংশজস্য বা ॥৪২॥
তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াঽবুধাঃ। মহীং মমতয়া চোভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ ॥৪৩॥

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্ব্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে কলিধর্ম্মো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তাঁহারা কলির অন্তে এখানে আসিয়া বাসুদেব (কল্কি) কর্ত্তৃক অনুশিক্ষিত হইবেন এবং বর্ণাশ্রম-যুক্ত ধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় বিস্তার করিবেন। ৩৮

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ এই ক্রমানুসারে ভূমণ্ডলে প্রাণিগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। ৩৯

হে রাজন্! তোমার নিকটে এই সকল রাজগণ ও অপর ব্যক্তিগণ আমাকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পৃথিবীর প্রতি মমত্ব বোধ করিতেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪০

যাঁহার রাজা এইরূপ সংজ্ঞা, সেই দেহেরও মরণের পর কৃমি বা বিষ্ঠা, কিম্বা ভস্মরূপে পরিণতি হইয়া থাকে। সেই দেহের নিমিত্ত যিনি ভূতদ্রোহ (প্রাণিহিংসা) করেন, তিনি কি নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারেন? কারণ—ঐ প্রাণিহিংসা হইতে নরক হইয়া থাকে। ৪১

তাঁহারা এইরূপ ভাবেন যে, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত অখণ্ড পৃথিবী কি প্রকারে আমা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া পরে আমার পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি আমার বংশীয়গণেরই থাকিবে। ৪২

তেজ, জল ও অন্নময় শরীরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং এই ভূমিকে 'আমার এই ভূমি' এইরূপে অবগত হইয়া পরে এই শরীর ও ভূমি এই উভয়কে ত্যাগ করিয়া সেই পণ্ডিতগণ অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৩

হে রাজন্! যে সকল ভূপতি অত্যন্ত প্রতাপের সহিত এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, কালে কালে তাঁহারা কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। ৪৪

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

দৃষ্ট্বাত্মনি জয়ে ব্যগ্রান্ নৃপান্ হসতি ভূরিয়ম্।
অহো মা বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ ॥১॥

কাম এষ নরেন্দ্রাণাং মোঘঃ স্যাদ্বিদুষামপি। যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেঽতিবিশ্রম্ভিতা নৃপাঃ ॥২॥
পূর্ব্বং নির্জ্জিত্য ষড়্‌বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ। ততঃ সচিবপৌরাপ্ত-করীন্দ্রানস্য কণ্টকান্ ॥৩॥
এবংক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্। ইত্যাশাবদ্ধহৃদয়া ন পশ্যন্ত্যন্তিকেঽন্তকম্ ॥৪॥
সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা। কিয়দাত্মজয়স্যৈতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্ ॥৫॥
যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ। গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥৬॥
মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহঃ। জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাম্ ॥৭॥

মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ।
স্পর্দ্ধমানা মিথো ঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পৃথিবী নিজের উপর জয়ব্যগ্র রাজগণকে দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন যে, হায়! এই সকল মৃত্যুর ক্রীড়নক-স্বরূপ রাজগণ আমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, কি আশ্চর্য্য! ১

বিদ্বান্ রাজগণেরও এই অভিলাষ নিষ্ফল হইয়া থাকে যে, কামনা দ্বারা ফেনসদৃশ এই দেহে তাঁহারা অতিশয় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া থাকেন। ২

প্রথমে কামাদি ষড়্‌বর্গকে জয় করিব, পরে রাজমন্ত্রীকে, পরে অমাত্য, পৌরজন, আত্মীয়, হস্তী ও শত্রুদিগকে জয় করিব। ৩

এইরূপ ক্রমে ক্রমশঃ সাগরবেষ্টিতা পৃথিবীকে জয় করিব, এইরূপ আশাবদ্ধ চিত্ত থাকায় সম্মুখে বর্ত্তমান অন্তককে আর দেখিতে পায় না। ৪

আর কেহ কেহ নিজ বলে সাগরবেষ্টিতা পৃথিবীকে জয় করিয়া অতিশয় তৃষ্ণাবশে সমুদ্রে প্রবেশ করে, ইহা কি আত্মজয়ের কারণ? না, কারণ, আত্মজয়ের ফল মুক্তি। ৫

হে কৌরব্য! মনু ও তৎপুত্রগণ যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াই যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিয়াছেন, নির্বুদ্ধি লোকেরা সেই আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করে। ৬

রাজ্যের প্রতি মমতাকৃষ্টচিত্ত অসৎ ব্যক্তিগণের আমার নিমিত্ত পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিগ্রহ হইয়া থাকে। ৭

এই পৃথিবী আমারই—হে মূঢ়! তোমার নহে, এইরূপ বলিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করে ও পরস্পরকে প্রহার করে, এইরূপে রাজারা আমার জন্য মরে। ৮

বিবৃতি—জলবুদ্বুদ সদৃশ দেহকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহাদের সেই ধারণা ব্যর্থ হইয়া যায়।

পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্নহুষো ভরতোঽর্জ্জুনঃ। মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্বাঙ্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ ॥৯॥
তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্য্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ। ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ ॥১০॥
হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ। নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোঽথ তারকঃ ॥১১॥
অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বজিতোঽজিতাঃ ॥১২॥
মমতাং ময্যবর্ত্তন্ত কৃত্বোচ্চৈর্মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ। কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো ॥১৩॥
কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥১৪॥
যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥১৫॥

শ্রীরাজোবাচ।

কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ। বিধমিষ্যন্ত্যুপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে ॥১৬॥
যুগানি যুগধর্ম্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ। কালস্যেশ্বররূপস্য গতিং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥১৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

কৃতে প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ তজ্জনৈর্ধৃতঃ। সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্নৃপ ॥১৮॥

পৃথু, পুরূরবা, গাধি, ভরত, নহুষ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোকরাবণ, রাবণ, নমুচি, শম্বর, নরক, হিরণ্যাক্ষ, তারক এবং অন্যান্য বহু বহু দৈত্যগণ ও রাজগণ যাঁহারা আমার ঈশ্বর ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, শূর, সর্ব্বজয়ী এবং স্বয়ং অজেয় ছিলেন। ৯-১২

এই সকল মর্ত্ত্যধর্ম্মী রাজারা আমার প্রতি অতিশয় মমতা করিয়া আমাতেই বর্ত্তমান ছিলেন, কালে তাঁহারা কথাবশেষ মাত্রে পর্য্যবসিত ও অকৃতার্থকৃত হইয়াছেন। ১৩

লোক সকলে (ত্রিভুবনে) যশঃ বিস্তার করিয়া যে মহৎ রাজগণ পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সকল কথা জ্ঞান ও বৈরাগ্যবুদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে বলিয়াছি, ইহা বলিলাম মাত্র, পারমার্থিক নহে। যিনি শ্রীকৃষ্ণে নির্ম্মল ভক্তি অভিলাষ করেন, তিনি ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ যাহা সকল প্রকার অমঙ্গল নাশ করে উহার নিত্য স্তব করে, সেই গুণানুবাদ তিনি নিত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে শ্রবণ করেন। ১৪-১৫

রাজা বলিলেন, হে মুনে! হে ভগবন্! কলিযুগের লোক সকল কোন্ উপায়ে কলির উপচিত দোষ সকলকে নাশ করিতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। যুগের নাম, যুগধর্ম্ম, প্রলয় ও কল্পের পরিমাণ এবং কালরূপী ঈশ্বর বিষ্ণুর গতি ইহা আমাকে বলুন। ১৬-১৭

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সত্যযুগে সজ্জন কর্ত্তৃক ধৃত চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়েন, ঐ বিষ্ণু ধর্ম্মের সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান এই চারিটি পাদ বলিয়া কথিত হয়। ১৮

সন্তুষ্টাঃ করুণা মৈত্রাঃ শান্তা দান্তাস্তিতিক্ষবঃ। আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা জনাঃ ॥১৯॥
ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশো হীয়তে শনৈঃ। অধর্ম্মপাদৈরনৃতহিংসাঽসন্তোষবিগ্রহৈঃ ॥২০॥
তদা ক্রিয়াতপোনিষ্ঠা নাতিহিংস্রা ন লম্পটাঃ। ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণা ব্রহ্মোত্তরা নৃপ ॥২১॥
তপঃসত্যদয়াদানেষ্বর্দ্ধং হ্রসতি দ্বাপরে। হিংসাঽতুষ্ট্যনৃতদ্বেষৈর্ধর্ম্মস্যাধর্ম্মলক্ষণৈঃ ॥২২॥
যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ। আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টা বর্ণাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তরাঃ ॥২৩॥

কলৌ তু ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশোঽধর্ম্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥২৪॥

তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দ্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ। দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ ॥২৫॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ। কালসংচোদিতাস্তে বৈ পরিবর্ত্তন্ত আত্মনি ॥২৬॥
প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্জ্ঞানে তপসি যদ্রুচিঃ ॥২৭॥
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্। তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্ ॥২৮॥
যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ। কর্ম্মণাঞ্চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্রজস্তমঃ ॥২৯॥

সত্যযুগের প্রায়শঃ লোকেরা সন্তুষ্ট, করুণা-পরায়ণ, মৈত্রযুক্ত, শান্ত, দান্ত, তিতিক্ষু, আত্ম-ক্রীড়, সমদর্শী ও আত্মাভ্যাসনিরত ছিলেন। ১৯

ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম পাদচতুষ্টয়ের এক পাদ ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়, এবং মিথ্যা, হিংসা অসন্তোষ ও বিরোধ এতৎস্বরূপ অধর্ম্মের এক পাদ তাহাতে যুক্ত হয়। ২০

হে রাজন্! এই যুগের লোকেরা ক্রিয়া ও তপোনিষ্ঠ, অনতিহিংস্র, অলম্পট, ধর্ম্ম-কাম অর্থ-যুক্ত, বেদত্রয়নিরত এবং ব্রাহ্মণপ্রধানজাতি-বিশিষ্ট। ২১

দ্বাপর যুগে তপস্যা, সত্য, দয়া ও দানরূপ ধর্ম্মের অর্দ্ধেক হ্রাস পায়, এবং হিংসা, অসন্তোষ, মিথ্যা ও দ্বেষ রূপ অধর্ম্মের অর্দ্ধেক তাহাতে যুক্ত হয়। ২২

এবং দ্বাপরযুগের লোকেরা যশস্বী, শীলসম্পন্ন, স্বাধ্যায় অধ্যয়নে তৎপর, ধনী, বহু কুটুম্বযুক্ত, সর্ব্বদা হৃষ্ট, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-প্রধান জাতিবিশিষ্ট। ২৩

কলিযুগে ধর্ম্মের চারি পাদের এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান অধর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ সেই এক পাদ ধর্ম্মও ক্ষীণ হইয়া অন্তে বিনষ্ট হইবে। ২৪

সেই সময়ে প্রজারা লুব্ধ, দুরাচার, নির্দ্দয়, অকারণ কলহপরায়ণ, দুর্ভাগ্য ও অতিশয় তৃষ্ণা-যুক্ত, এবং শূদ্র-কৈবর্ত্ত প্রধান জাতিবিশিষ্ট হইবে। ২৫

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ সর্ব্বদা পুরুষে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই গুণ সকল কালপ্রেরিত হইয়া আত্মাতে পরিবর্ত্তিত হয়। ২৬

যে সময়ে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সত্ত্বগুণে অতি-শয় রূপে থাকে, তখন সত্যযুগ বলিয়া জানিবে। যেহেতুক, তখন জ্ঞানে ও তপস্যায় রুচি জন্মে। ২৭

যে সময়ে লোকসকলের কাম্য কর্ম্ম সকলে ও যশে ভক্তি জন্মে, সেই সময় রজোবৃত্তিপ্রধান ত্রেতাযুগ বলিয়া, হে বুদ্ধিমান্! তুমি জানিও। ২৮

যে সময়, লোভ, অসন্তোষ, মান, দম্ভ ও মাৎসর্য্য জন্মে ও কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তখন রজস্তমঃপ্রধান দ্বাপর যুগ জানিবে। ২৯

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্। শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥৩০॥

যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ ॥৩১॥

দস্যূৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ। রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ ॥৩২॥

অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ। তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ ॥৩৩॥

হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ। শশ্বৎকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ ॥৩৪॥

পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ।
অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্ত্তাং সাধু জুগুপ্সিতাম্ ॥৩৫॥

পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ ॥৩৬॥

পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ।
ননান্দৃশ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ ॥৩৭॥

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ। ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্ ॥৩৮॥

যে সময়ে মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, শোক, মোহ, ভয়, দৈন্য জন্মে, সেই সময়ই তামস কলিযুগ বলিয়া জানিবে। ৩০

যে কলির প্রবৃত্তি হেতু মন্দমতি, অল্পভাগ্য, বহু আহারকারী, কামী, বিত্তহীন হইবে, এবং স্ত্রী সকল স্বেচ্ছাচারিণী অসতী হইবে। ৩১

জনপদ সকল দস্যুপ্রধান হইবে. এবং বেদ সকল পাষণ্ড লোক দ্বারা দূষিত হইবে, রাজারা প্রজাভক্ষক হইবে, এবং ব্রাহ্মণেরা শিশ্নোদর-পরায়ণ হইবে। ৩২

ব্রহ্মচারী সকল বিহিতাচারশূন্য ও অশুচি হইবে, কুটুম্বী গৃহস্থ সকল ভিক্ষাটনপরায়ণ হইবে, তপস্বী সকল বন ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসী হইবে, এবং যতিগণ অত্যন্ত অর্থলোলুপ হইবে। ৩৩

কলির স্ত্রী সকল হ্রস্বকায়া অথচ বহুভোজিনী ও বহুপুত্রা, নির্লজ্জা, সর্ব্বদা কটুভাষিণী, এবং চৌর্য্য ও মায়া বিষয়ে অত্যন্ত সাহসসম্পন্না হইবে। ৩৪

ক্ষুদ্র বণিক্‌গণ কপটতা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিবে, আর সাধারণ লোকেরা আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়েও সাধুগণনিন্দিত বৃত্তিকে সাধু বলিয়া মনে করিবে। ৩৫

এবং ভৃত্যেরা অখিল গুণসম্পন্ন প্রভুকে নির্ধন দেখিলেই ত্যাগ করিবে, এবং প্রভুরাও কুলক্রমাগত বিপন্ন ভৃত্যকে ত্যাগ করিবে, আর দুগ্ধদোহা (যে গাভী দুগ্ধ দেয় না) গাভীকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬

পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করিয়া সুরত নিমিত্ত যাহাদের সহিত সম্বন্ধ, তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দসম্পন্ন এবং ননান্দৃ ও শ্যালকগণ সহ নিরন্তর মন্ত্রণাপরায়ণ, লোকসকল দীন ও স্ত্রৈণ হইবে। ৩৭

তপোবেশোপজীবী শূদ্রেরা প্রতিগ্রহ করিবে, এবং সেই অধার্ম্মিকগণ উত্তমাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মকথা বলিবে। ৩৮

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ। নিরন্নে ভূতলে রাজন্ অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ ॥৩৯॥
বাসোঽন্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ। হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ ॥৪০॥
কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥৪১॥
ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি। পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ ॥৪২॥
কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥৪৩॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥৪৪॥
পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্। সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥৪৫॥
শ্রুতঃ সঙ্কীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্ ॥৪৬॥
যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্ব্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্। এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥৪৭॥
বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥৪৮॥

হে রাজন্! দুর্ভিক্ষ ও করপীড়িত লোক সকল নিত্যই উদ্বিগ্নচিত্ত থাকিবে, এবং ভূতল নিরন্ন হইলে অনাবৃষ্টি ভয়ে ব্যাকুল হইবে। কলিতে প্রজাগণ বসন, অন্ন, জল, শয্যা, স্ত্রী-সংসর্গ, স্নান ও অলঙ্কার-হীন হইয়া পিশাচের ন্যায় আকার হইবে। ৩৯-৪০

কলিকালে একটা পয়সার জন্যও বিবাদ করিয়া সৌহার্দ্দ ত্যাগ করিবে, এমন কি, স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে, এবং স্বজনগণকে হত্যা করিবে। ৪১

এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে রক্ষা করিবে না, শিশ্নোদরপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় মানবগণ সৎকুলজা ভার্য্যা এবং পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করিবে। ৪২

হে রাজন্! কলির লোকেরা পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া জগতের পরম গুরু, ত্রিলোকনাথ-গণ কর্ত্তৃক নমস্কৃতপাদপদ্ম ভগবান্ অচ্যুতকে প্রায়ই পূজা করিবে না। ৪৩

ম্রিয়মাণ আতুর শয্যায় পতিত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের অবশতার জন্য স্খলিত বাক্যে যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া উত্তম গতিপ্রাপ্ত হয়, কলিতে লোকেরা তাঁহাকে পূজা করিবে না। ৪৪

ভগবান্ পুরুষোত্তম পুরুষের চিত্তস্থ হইলে দ্রব্য, দেশ ও আত্মসম্ভূত কলিকৃত দোষ সকলকে নাশ করিয়া থাকেন। ৪৫

মানবের হৃদয়স্থ ভগবান্ শ্রুত, কীর্ত্তিত, ধ্যাত বা পূজিত বা আদৃত হইলে অযুত জন্মের অশুভ ক্ষয় করেন। ৪৬

যেমন অগ্নি সুবর্ণের তাম্রাদি ধাতু সংশ্লেষ-জনিত দুর্ব্বর্ণ বিনাশ করে, সেইরূপ বিষ্ণু যোগী-দিগের হৃদয়স্থ হইয়া সমুদায় অশুভ বিনষ্ট করেন। ৪৭

হে রাজন্! ভগবান্ অনন্ত হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থসেবা, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয় না। ৪৮

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্। ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্॥৪৯॥
ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ॥৫০॥
কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥৫১॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে যুগানুবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অতএব হে রাজন্! সর্ব্বপ্রযত্নে অবহিত হইয়া কেশবকে হৃদয়স্থ কর, তাহাতে মরণের পর পরম গতি লাভ করিবে। ৪৯

হে রাজন্! যে ব্যক্তি মরণকালে ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান করেন, সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর তাঁহাকে আত্মভাব প্রদান করেন। ৫০

হে রাজন্! দোষ সকলের আকর কলির একটি মহা গুণ আছে যে, কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিয়া জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৫১

সত্যযুগে ধ্যান করিলে মুক্ত হয়, ত্রেতায় যজ্ঞ করিলে মুক্ত হয়, দ্বাপরে বিষ্ণুর সেবায় মুক্ত হয়, আর কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তন হইতেই লোক মুক্ত হইয়া থাকে। ৫২

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

কালস্তে পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্দ্ধাবধির্নৃপ। কথিতো যুগমানঞ্চ শৃণু কল্পলয়াবপি ॥১॥
চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে। সকল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ বিশাম্পতে ॥২॥
তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা। ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি ॥৩॥
এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্। শেতেহনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ ॥৪॥
দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পন্তে প্রলয়ায় বৈ ॥৫॥
এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে। অণ্ডকোশস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে ॥৬॥
পর্জ্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি। তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষমাণাঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ ॥৭॥
সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সাংবর্ত্তকো রবিঃ।
রশ্মিভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্ব্বং নৈব বিমুঞ্চতি ॥৮॥
ততঃ সংবর্ত্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ। দহত্যনিলবেগোত্থঃ শূন্যান্ ভূবিবরানথ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পরমাণু হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাল ইহা তোমাকে বলিয়াছি এবং যুগপরিমাণও বলিয়াছি, এক্ষণে কল্প ও প্রলয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

হে নৃপ! মনুষ্য-পরিমাণে চারিসহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়, তাহারই নাম কল্প, সেই কল্পের মধ্যে চতুর্দ্দশ মনু ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ২

কল্পের অবসানে চারি সহস্র যুগপরিমাণ কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে, উহারই নাম প্রলয়; সেই সময়ে এই ত্রিলোক প্রলয়ের জন্য (ধ্বংসের নিমিত্ত) কল্পিত হয়। ৩

ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে প্রলয়ে বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ংভূ ব্রহ্মা সমস্ত বিশ্বকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। ৪

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধকাল অতীত হইলে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হয়। ৫

হে রাজন্! ইহাকেই প্রাকৃতিক প্রলয় বলে, যে প্রলয়কালে এই সপ্ত প্রকৃতির সমষ্টি রূপ ব্রহ্মাণ্ড, বিঘাত কাল উপসন্ন হইলে বিলীন হয়। ৬

হে রাজন্! এই সময়ে শতবর্ষ পর্য্যন্ত পর্জ্জন্য-দেব ভূতলে আর বৃষ্টি করিবেন না, সেই সময়ে সর্ব্বত্র অন্নাভাব উপস্থিত হইলে প্রজারা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিবে, এইরূপে প্রজারা উপদ্রুত হইয়া কালে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। ৭

সম্বর্ত্তক নামে সূর্য্য ঘোরতর রশ্মি দ্বারা সমুদ্রের জল দৈহিক রক্তাদি ও পৃথিবীর রস, সকল পান করেন, কিছুই পরিত্যাগ করেন না। ৮

তাহার পর সঙ্কর্ষণের মুখোত্থিত সম্বর্ত্তক বহ্নি বায়ুবেগে বর্দ্ধিত হইয়া শূন্য ভূ-বিবর সকল দগ্ধ করিবে। ৯

বিবৃতি—প্রলয় চারি প্রকার—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক ও নিত্য। ৩

উপর্য্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্ব্বহ্নিসূর্য্যয়োঃ। দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ ॥১০॥
ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্। পরঃ সাংবর্ত্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসাবৃতম্ ॥১১॥
ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ। শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ ॥১২॥
তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরম্ ॥১৩॥
তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে। গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥১৪॥
অপাং রসমথো তেজঃস্বালীয়ন্তেঽথ নীরসাঃ। গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতং তদা ॥১৫॥
লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্।
স বৈ বিশতি খং রাজংস্ততশ্চ নভসো গুণম্ ॥১৬॥
শব্দং গ্রসতি ভূতাদির্নভস্তমনু লীয়তে। তৈজসাশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ ॥১৭॥
মহান্ গ্রসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চ তম্।
গ্রসতেঽব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতম্ ॥১৮॥
ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ। অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্ ॥১৯॥
ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী।
ন প্রাণবুদ্ধ্যিন্দ্রিয়দেবতা বা ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ ॥২০॥

উপরিভাগে, অধোভাগে এবং চতুর্দ্দিকে সূর্য্যরশ্মি ও বহ্নিশিখার দ্বারা দহ্যমান এই ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ গোময়পিণ্ডবৎ প্রকাশ পাইবে। ১০

তাহার পর সম্বর্ত্তক নামক প্রচণ্ড বায়ু শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ধূলিজালে আকাশকে ধূম্রবর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইবে। ১১

হে রাজন্! পরে চিত্রবর্ণ অনেকানেক মেঘ সকল শতবর্ষ পর্য্যন্ত বর্ষণ করিবে এবং তীব্র গর্জ্জন করিবে। ১২

সেই সময়ে এই বিশ্ব একমাত্র জলাকারে পরিণত হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর জলে পূর্ণ হইবে। ১৩

সেই উপপ্লব সময়ে পৃথিবীর গন্ধ, গুণ, জল গ্রাস করিবে, গ্রস্তগন্ধা পৃথিবী নাশের জন্য কল্পিত হইবে। ১৪

জলের রস তেজ গ্রাস করিবে, পরে নীরস জল সকল নাশের জন্য কল্পিত হয়; পরে বায়ু তেজের রূপ গ্রাস করেন, রূপহীন তেজ বায়ুতে লীন হয়, আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করেন, স্পর্শহীন বায়ু আকাশে লীন হয়, তাহার পর অহঙ্কার আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে এবং আকাশ অহঙ্কারে বিলীন হয়, পরে ইন্দ্রিয়গণ তৈজস অহঙ্কারে, এবং ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাতৃ দেবগণ বৈকারিক অহঙ্কারে ও সেই অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব সত্ত্বাদি গুণে লয় প্রাপ্ত হয়, হে রাজন্! পরে কালপ্রেরিত প্রকৃতিতে গুণ সকল বিলীন হয়। ১৫-১৮

কালের অবয়ব অহোরাত্রাদি দ্বারা অব্যক্তের পরিমাণাদি গুণ উৎপন্ন হয় না, তাহার স্বরূপ অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, অব্যয়, নিত্য ও কারণস্বরূপ। ১৯

এবং যাহা বাক্য ও মনের অতীত, এবং সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণ নহে, অথবা মহদাদিও নহে, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় বা দেবতা নহে, এবং লোকরূপ রচনাবিশেষ নহে। ২০

ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।
সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং তন্মূলভূতং পদমামনন্তি ॥২১॥

লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা। শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ ॥২২॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্। দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥২৩॥
দীপশ্চক্ষুশ্চ রূপঞ্চ জ্যোতিষো ন পৃথগ্‌ভবেৎ। এবং ধীঃ খানি মাত্রাশ্চ ন স্যুরন্যতমাদৃতাৎ ॥২৪॥
বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে। মায়ামাত্রমিদং রাজন্ নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি ॥২৫॥
যথা জলধরা ব্যোম্নি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ ॥২৬॥
সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বাবয়বিনামিহ। বিনাঽর্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ ॥২৭॥
যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ। অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্ব্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥২৮॥

এবং উহা স্বপ্ন, জাগ্রত বা সুষুপ্ত নহে, এবং আকাশ, জল, ভূমি, বায়ু, বহ্নি ও সূর্য্য নহে, এবং তাহা সুষুপ্তির ন্যায়, বা শূন্যের ন্যায় অপ্রতর্ক্য-স্বরূপ, তাহাকে সকলের মূলীভূত কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন। ২১

যে সময়ে প্রকৃতি ও পুরুষের শক্তি সকল কালপ্রেরিত হইয়া অতএব অবশভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে প্রাকৃতিক লয় বলে। ২২

বুদ্ধিগ্রাহক, ইন্দ্রিয়করণ, অর্থ—বিষয়গ্রাহ্য, তাহাদের আশ্রয় যে জ্ঞান সেই মাত্র প্রতিভাত, অন্য কিছুই পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হয় না। যেহেতুক, দৃশ্যত্ব ও করণাভিন্নত্ব নিবন্ধন যাহা আদ্যন্তবৎ উহাই অবস্তু (রজ্জুসর্পের ন্যায় অসত্য)। ২৩

যেমন দীপ, চক্ষুঃ ও রূপ ইহারা জ্যোতিঃ (তেজ) হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, অন্যতম কার্য্যের পার্থক্য থাকিলেও প্রপঞ্চরূপ কার্য্যের ব্রহ্ম হইতে অভেদ। ২৪

হে রাজন্! জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এ সমুদায় বুদ্ধির অবস্থা মাত্র, অতএব প্রত্যগাত্মাতে নানাত্ব জ্ঞান ইহা মায়ামাত্র। ২৫

যেমন আকাশমণ্ডলে মেঘ সকল উদিত হয়, কখনও নাও হয়, সেইরূপ সাবয়ব বিশ্ব ব্রহ্মেতে ব্যক্ত হয়, কখন নাও হয়, অতএব উৎপত্তি-বিনাশ হেতু তাহা অনিত্য বস্তু। ২৬

হে রাজন্! সকল প্রকার অবয়বী পদার্থের যে অবয়ব কারণ, তাহাই সত্য; অবয়বী হইতে পৃথক্ অবয়ব সকল প্রতীত হয়, যেমন বস্ত্রের অবয়ব সূত্র সকল বস্ত্র হইতে পৃথক্ প্রতীত হয়, সেইরূপ। ২৭

(কার্য্য না থাকিলে ব্রহ্ম কি করিয়া কারণ হয়েন, ইহার উত্তরে উহাও অত্যন্ত সত্য নহে, এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! কার্য্য বা কারণ-রূপে যাহার উপলব্ধি হয়, উহাই ভ্রম; পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, সুতরাং যাহা আদ্যন্তবৎ উহাই অবস্তু, অথবা যাহা আদ্যন্তবৎ উহাই অবস্তু, যাহা উপলব্ধি হয় উহাই ভ্রম, সামান্য-বিশেষ রূপ নিবন্ধন এবং পরস্পরাধীন সিদ্ধি বলিয়া। ২৮

বিশ্বপ্তি—যাহা যাহা সাবয়ব, উহাই আদ্যন্তবৎ; যেমন ঘটাদি, অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ নিবন্ধন বিশ্ব আদ্যন্তবৎ সৎ নহে, অথবা আগমাপায়ী বলিয়া বিশ্ব পৃথক্ ও মিথ্যা, ব্রহ্মকে অবধি করিয়া ঐ মিথ্যা প্রতীতি হইয়া থাকে। ২৬

বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা।
ন নিরূপ্যোঽস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ ॥২৯॥
নহি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে। নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বা তয়োরিব ॥৩০॥
যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু।
এবং বচোভির্ভগবানধোক্ষজো ব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জনৈঃ ॥৩১॥
যথা ঘনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতো হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ ॥৩২॥
ঘনো যদাঽর্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥৩৩॥
যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্।
ছিত্ত্বাঽচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্ ॥৩৪॥
নিত্যদা সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং পরন্তপ। উৎপত্তিপ্রলয়াবেকে সূক্ষ্মজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥৩৫॥
কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা। পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ ॥৩৬॥

প্রকাশমান হইলেও প্রপঞ্চ প্রত্যাগাত্ম প্রকাশ ব্যতীত অণুমাত্রও নিরূপ্য হয় না; যদি কেহ নিরূপিত হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহাকেই চিদ্রূপ আত্মার সহিত এক রূপই হয়। ২৯

সত্য পদার্থে নানাত্ব নাই, যদি কোন অবিদ্বান্ ব্যক্তি তাহাতে নানাত্ব স্বীকার করে, তবে সে ঘটাকাশ মহাকাশের ন্যায় ঘট ও শরাবস্থ জলে সূর্য্যের ন্যায়, এবং বাহ্য ও দেহস্থ বায়ুর ন্যায়, ভেদভ্রান্তি মাত্র। ৩০

যেমন একই সুবর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে ক্রিয়া দ্বারা মানবগণ কর্ত্তৃক কটক-কুণ্ডলাদি বহু রূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভগবান্ অধোক্ষজ লৌকিক বৈদিক জনগণ কর্ত্তৃক বাক্য দ্বারা বহুরূপে ব্যাখ্যাত হয়েন। ৩১

যেমন মেঘ সকল সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে সূর্য্যাংশভূত চক্ষুর আবরক তমোরূপে তদ্দর্শনের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ অহঙ্কার ব্রহ্ম কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে ব্রহ্মের অংশীভূত জীবাত্মার বন্ধনরূপে তাহার আবরক হইয়া থাকে। ৩২

আর যেমন সূর্য্যপ্রভব সেই মেঘ কালসহকারে যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন চক্ষুর স্বরূপভূত সূর্য্যকে দেখিতে পায়। তদ্রূপ আত্মার উপাধিরূপ সেই অহঙ্কার যখন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা বিনষ্ট হয়, তখনই ব্রহ্মস্বরূপের স্মরণ হয়। ৩৩

হে রাজন্! যখন এইরূপে এই বিবেকরূপ অস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্কার-বন্ধন ছেদন করিয়া যে পরিপূর্ণ আত্মানুভব সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করে, তাহাকেই আত্যন্তিক প্রলয় বলিয়া থাকে। ৩৪

হে পরন্তপ! সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূতের নিত্য উৎপত্তি প্রলয় বলিয়া থাকেন। ৩৫

কালস্রোতোবেগে হ্রিয়মাণ পরিণামী ভূত মাত্রের দেহাদির যে অবস্থাবিশেষ, তাহাকেই তাহাদিগের জন্ম ও প্রলয়ের কারণ বলা হয়। ৩৬

অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা। অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব ॥৩৭॥
নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ। আত্যন্তিকশ্চ কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী ॥৩৮॥
এতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ জগদ্বিধাতুর্নারায়ণস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ।
লীলাকথাস্তে কথিতাঃ সমাসতঃ কাৎর্স্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ ॥৩৯॥
সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥৪০॥
পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ। নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ ॥৪১॥
স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ। ইমাং ভাগবতীংপ্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্ ॥৪২॥
এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে। দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংপৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

যেমন আকাশে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি লক্ষিত হয় না, সেইরূপ অনাদি অনন্ত ঈশ্বর-মূর্ত্তি কাল দ্বারা পরিণামী পদার্থের পরবর্ত্তী অবস্থা দৃশ্য হয় না। ৩৭

নিত্যপ্রলয়, নৈমিত্তিকপ্রলয়, প্রাকৃতিক-প্রলয় ও আত্যন্তিক প্রলয় এই কথিত হইল, ঈশ্বর-মূর্ত্তি কালের গতি এই প্রকার। ৩৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অখিল সত্ত্বগুণাধার জগদ্বিধাতা নারায়ণের এই সকল লীলাকথা তোমার নিকটে সংক্ষেপে কথিত হইলে, ইহা বিশেষরূপে বলিতে ব্রহ্মাও সমর্থ হয়েন না। ৩৯

বিবিধ দুঃখদাবানলে প্রপীড়িত অতএব অতি দুস্তর সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছুক পুরুষের সম্বন্ধে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথা-রস সেবা ব্যতীত অন্য উপায়ান্তর নাই। ৪০

অব্যয় নারায়ণ ঋষি, পূর্ব্বকালে এই পুরাণ-সংহিতা নারদকে বলিয়াছিলেন, এবং নারদ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে বলেন। ৪১

হে মহারাজ! সেই ভগবান্ বাদরায়ণ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন আমাকে প্রীত হইয়া এই ভাগবতসংহিতা বলিয়াছিলেন। ৪২

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নৈমিষ্যারণ্যে দীর্ঘসত্রে শৌনকাদি ঋষি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সূত এই ভাগবত-সংহিতা বলিবে। ৪৩

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ। যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥১॥
ত্বন্তু রাজন্মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি। ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি ॥২॥
ন ভবিষ্যসি ভূত্বা ত্বং পুত্ত্রপৌত্ত্রাদিরূপবান্। বীজাঙ্কুরবদ্দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ ॥৩॥
স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্। যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ ॥৪॥
ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ ॥৫॥
মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥৬॥
স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্ত্যগ্নি-সংযোগো যাবদীয়তে। তাবদ্দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ।
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তেঽথ বিনশ্যতি ॥৭॥
ন তত্রাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ। আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ ॥৮॥
এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো। বুদ্ধ্যানুমানগর্ভিণ্যা বাসুদেবানুচিন্তয়া ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মা যাঁহার প্রসাদজ, এবং রুদ্রক্রোধসমুদ্ভূত সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি এই ভাগবতে বিশেষরূপে অনুবর্ণিত হইয়াছেন। ১

হে রাজন্! আমি মরিব, এই পশুবুদ্ধি (অবিবেক) যত্ন সহকারে তুমি ত্যাগ কর, দেহ যেমন পূর্ব্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং নষ্ট হইবে, তুমি অর্থাৎ আত্মা সেইরূপ নহে সুতরাং তুমি মরিবে না। ২

তুমি পুত্ত্র-পৌত্ত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ও বীজাঙ্কুরের ন্যায় কার্য্যকারণভূত নহ, যেহেতুক কাষ্ঠ হইতে বহ্নির ন্যায় তুমি দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত। ৩

যেমন স্বপ্নাবস্থায় নিজেই নিজের শিরশ্ছেদ দর্শন করে, সেইরূপ জাগ্রতাবস্থায় দেহের পঞ্চত্বাদি আপনি দেখিতে পায়। অতএব দেহ ব্যতিরিক্ত অজ ও অমর। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ পূর্ব্বের ন্যায় আকাশই হয়, সেইরূপ দেহ মৃত হইলে জীব পুনর্ব্বার পরব্রহ্মসম্পন্ন হয়েন। ৪ ৫

মনই আত্মার দেহ সত্ত্বাদি গুণ ও কর্ম্ম-সকলকে সৃজন করে, আর মায়া সেই মনের সৃষ্টি করিয়া থাকে; সেই জন্যই জীবের সংসার-গতি প্রাপ্তি হয়। ৬

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল ও তৈলের আধারবর্ত্তী (শল্‌তা) ও অগ্নি ইহাদিগের পরস্পর সংযোগ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে প্রদীপ বলা যায়; তদ্রূপ দেহাদির সহিত সংযোগ জন্য জীবের জন্ম বলা যায়। ৭

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তি দ্বারা শরীর উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়, কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে ভিন্ন স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা জন্মে না বা নাশ প্রাপ্ত হয় না, এবং তিনি আকাশের ন্যায় দেহাদি-প্রপঞ্চের আধার, অথচ নির্ব্বিকার, অনন্ত, উপমারহিত এবং বিভু। ৮

হে প্রভো! এইরূপে অনুমানগর্ভিণী অর্থাৎ দ্রষ্টৃদৃশ্যদ্বয় ব্যতিরেকযুক্ত বুদ্ধিযোগে দেহাদি-উপাধিস্থ আত্মাকে বাসুদেব চিন্তা দ্বারা বিচার কর। ৯

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ। মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যূনাং মৃত্যুমীশ্বরম্ ॥১০॥
অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্। এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥১১॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ ॥১২॥
এতৎ তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্ নৃপ। হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে ব্রহ্মোপদেশো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মণবাক্যে প্রেরিত তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে না, মৃত্যুর মৃত্যু ঈশ্বর তোমাকে মৃত্যু-দগ্ধ করিতে পারিবে না। ১০

আমিই পরব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি পরমপদ এই রূপে আলোচনা করিয়া নিষ্কল পরব্রহ্মে জীবাত্মার যোগ কর। ১১

তাহা হইলে পাদমূলে বিষানন দ্বারা দংশনকারী লেলিহান তক্ষকশরীর ও বিশ্ব, যাহা আত্মা হইতে পৃথক্, তাহাকে দেখিতে পাইবে না। ১২

হে নৃপ! তুমি যে আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বিশ্বাত্মা হরির সেই সমুদায় চেষ্টা আমি তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। ১৩

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূত উবাচ।

এতন্নিশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্‌ব্যাসাত্মজেন নিখিলাত্মদৃশা সমেন।
তৎপাদমূলমুপসৃত্য নতেন মূর্দ্ধা বদ্ধাঞ্জলিস্তমিদমাহ স বিষ্ণুরাতঃ ॥১॥

রাজোবাচ।

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা। শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ॥২॥
নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্। অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥৩॥
পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্। যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে ॥৪॥
ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্। প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া ॥৫॥
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে। মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্ ॥৬॥
অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া। ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্ ॥৭॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ ॥৮॥
পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা। সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ ॥৯॥

সূত বলিল, অখিলের আত্মা হরিকে যিনি দেখেন অর্থবা অখিল পদার্থকে যিনি আত্মাতে দর্শন করেন· সেই—সমদর্শী ব্যাসনন্দন শুকদেব মুনি কর্ত্তৃক কথিত এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ অবনত মস্তকে তাঁহার পাদমূলে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন। ১

পরীক্ষিৎ বলিলেন, আপনি করুণাময়, আপনার দ্বারা আমি সিদ্ধ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে হেতুক, আপনি অনাদিনিধন সাক্ষাৎ হরির কথা আমাকে শুনাইয়াছেন। ২

তাপসন্তপ্ত অজ্ঞ লোকের প্রতি অচ্যুতাত্মা মহৎলোকের যে এইরূপ অনুগ্রহ হয়, ইহাকে আমি অত্যাশ্চর্য্য মনে করি না। ৩

যে পুরাণসংহিতায় ভগবান্ অনুবর্ণিত হইয়াছেন, সেই এই পুরাণসংহিতা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ৪

হে ভগবন্! মৃত্যুহেতু তক্ষকাদি হইতে আমি আর ভয় করি না। যে হেতু, আপনা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অভয় ও ব্রহ্মনির্ব্বাণে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছি। ৫

হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে অনুমতি দিউন, আমি শ্রীকৃষ্ণে বাক্যসংযম করি, এবং কামনামুক্ত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করি। ৬

আপনি আমাকে মঙ্গলজনক ভগবানের পরমপদ দেখাইয়াছেন, (তাহাতে) জ্ঞান, বিজ্ঞান, নিষ্ঠা দ্বারা আমার অজ্ঞান সমুদায় নিরস্ত হইয়াছে। ৭

সূত বলিল, ভগবান্ বাদরায়ণি শুকদেব রাজা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি প্রদান ও রাজার পূজা গ্রহণান্তে ভিক্ষুগণ সহ তথা হইতে গমন করিয়াছিলেন। ৮

রাজর্ষি পরীক্ষিৎও বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে সমাহিত করিয়া পরমাত্মাকে বৃক্ষের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া ধ্যান করিয়াছিলেন। ৯

প্রাক্কূলে বর্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকূল উদঙ্মুখঃ। ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥
তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা। হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্ ॥১১॥
তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্ত্য বিষহারিণম্। দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপোঽদশম্ নৃপম্ ॥১২॥
ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা। বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥১৩॥
হাহাকারো মহানাসীদ্ভুবি খে দিক্ষু সর্ব্বতঃ। বিস্মিতা হ্যভবন্ সর্ব্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ ॥১৪॥
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসো জগুঃ। ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ ॥১৫॥
জন্মেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুত্বা তক্ষকভক্ষিতম্। যথাজুহাব সংক্রুদ্ধো নাগান্ সত্রে সহ দ্বিজৈঃ ॥১৬॥
সর্পসত্রে সমিদ্ধাগ্নৌ দহ্যমানান্ মহোরগান্। দৃষ্ট্বেন্দ্রং ভয়সংবিগ্নস্তক্ষকঃ শরণং যযৌ ॥১৭॥
অপশ্যংস্তক্ষকং তত্র রাজা পারীক্ষিতো দ্বিজান্। উবাচ তক্ষকঃ কস্মান্ন দহ্যেতোরগাধমঃ ॥১৮॥
তং গোপায়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতম্। তেন সংস্তম্ভিতঃ সর্পস্তস্মান্নাগ্নৌ পতত্যসৌ ॥১৯॥

পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্বা প্রাহর্ত্বিজ উদারধীঃ।
সহেন্দ্রস্তক্ষকো বিপ্রা নাগ্নৌ কিমিতি পাত্যতে ॥২০॥

গঙ্গাতীরে পূর্ব্বাগ্র কুশাসনে উত্তরমুখে উপবিষ্ট মহাযোগী নিঃসঙ্গ, সংশয়শূন্য রাজা ব্রহ্মভূত হইয়াছিলেন। ১০

হে ব্রাহ্মণগণ! ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণবালক কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক রাজাকে হনন করিবার ইচ্ছায় গমনকালে পথে কশ্যপকে দেখিতে পাইয়াছিল। ১১

সেই বিষহারী অর্থাৎ বিষচিকিৎসক কশ্যপকে ধন দ্বারা তৃপ্ত ও নিবৃত্ত করিয়া কামরূপী তক্ষক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তথায় গিয়া রাজাকে দংশন করিয়াছিল। ১২

ব্রহ্মভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহ বিষাগ্নিতে সর্ব্বলোকের সমক্ষে ভস্মীভূত হইয়া গেল। ১৩

তখন পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, আকাশে এবং সকল দিকে মহা হাহাকার ধ্বনি হইল এবং দেবতা, অসুর ও মানবগণ বিস্মিত হইয়াছিল। ১৪

দেবগণের দুন্দুভি সকল বাজিল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ গান করিয়াছিল, এবং দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৫

অনন্তর রাজা জনমেজয় স্বীয় পিতাকে তক্ষক ভক্ষণ করিয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণগণসহ ক্রোধপরতন্ত্র হইলেন ও রাজা যজ্ঞে সর্পগণকে যথাবৎ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬

সর্পযজ্ঞে বর্দ্ধিত অগ্নিতে মহোরগগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ভয়সংবিগ্ন তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়াছিল। ১৭

পরীক্ষিৎনন্দন রাজা জনমেজয় সেই যজ্ঞে তক্ষককে দেখিতে না পাইয়া "সর্পাধম তক্ষককে কেন দগ্ধ করা হইতেছে না" এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৮

ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! শরণাগত সেই তক্ষককে ইন্দ্র রক্ষা করিতেছেন, সেই ইন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্তম্ভিত হওয়ায় ঐ সর্প আসিতেছে না। ১৯

পরীক্ষিৎপুত্র উদারবুদ্ধি রাজা ইহা শুনিয়া ঋত্বিক্‌গণকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে অগ্নিতে কেন পাতিত করা হইতেছে না? ২০

তচ্ছ্রুত্বা জুহুবুর্বিপ্রাঃ সহেন্দ্রং তক্ষকং মখে। তক্ষকাশু পতস্বেহ সহেন্দ্রেণ মরুত্বতা ॥২১॥
ইতি ব্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ স্থানাদিন্দ্রঃ প্রচালিতঃ। বভূব সংভ্রান্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ ॥২২॥
তং পতন্তং বিমানেন সহতক্ষকমম্বরাৎ। বিলোক্যাঙ্গিরসঃ প্রাহ রাজানং তং বৃহস্পতিঃ ॥২৩॥
নৈষ ত্বয়া মনুষ্যেন্দ্র বধমর্হতি সর্পরাট্। অনেন পীতমমৃতমথবা অজরামরঃ ॥২৪॥
জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা। রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ ॥২৫॥
সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ। পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্ত আরব্ধকর্ম্ম তৎ ॥২৬॥
তস্মাৎ সত্রমিদং রাজন্ সংস্থীয়েতাভিচারিকম্। সর্পা অনাগসো দগ্ধা জনৈর্দিষ্টং হি ভুজ্যতে ॥২৭॥
সূত উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষের্মানয়ন্ বচঃ। সর্পসত্রাদুপরতঃ পূজয়ামাস বাক্‌পতিম্ ॥২৮॥
সৈষা বিষ্ণোর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া। মুহ্যন্ত্যস্যৈবাত্মভূতা ভূতেষু গুণবৃত্তিভিঃ ॥২৯॥

ন যত্র দম্ভীত্যভয়া বিরাজিতা মায়াত্মবাদেঽসকৃদাত্মবাদিভিঃ।
ন যদ্বিবাদো বিবিধস্তদাশ্রয়ো মনশ্চ সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি যৎ ॥৩০॥

ঐ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে ইন্দ্র সহ তক্ষককে "মরুদ্‌গণযুক্ত ইন্দ্রসহ হে তক্ষক! তুমি শীঘ্র এই অগ্নিতে পতিত হও" বলিয়া আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ২১

এইরূপ ব্রাহ্মণগণের কথিত পরুষ বাক্য দ্বারা ইন্দ্র নিজ স্থান হইতে বিচলিত হইলেন এবং বিমান ও তক্ষক সহ তিনি সম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলেন। ২২

বিমান ও তক্ষকসহ ইন্দ্রকে আকাশ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি রাজা জনমেজয়কে বলিলেন, হে নরেন্দ্র! এই সর্পরাজ তোমা হইতে বধ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কারণ, ইনি অমৃত পান করিয়া নিশ্চয়ই অজর অমর হইয়াছেন। ২৩-২৪

হে রাজন্! জন্তুদিগের জীবন, মরণ ও পর-লোকগতি নিজ কর্ম্ম দ্বারা হয়; অন্য কেহ সুখ-দুঃখদাতা নাই। ২৫

হে রাজন্! সর্প, চৌর, শত্রু, বহ্নি, জল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা যে জন্তু মৃত্যুলাভ করে, উহা কেবল আরব্ধ কর্ম্মের ভোগ মাত্র। ২৬

অতএব হে মহারাজ! এই আভিচারিক যজ্ঞ সমাপন কর, এই যজ্ঞে নিরপরাধ সর্পেরা দগ্ধ হইয়াছে, (ইহাতে তোমার দোষ নাই) কারণ, জীব মাত্র নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে। ২৭

এইরূপ উক্ত হইয়া রাজা মহর্ষির বাক্য 'তাহাই হউক' বলিয়া সম্মান করিয়া সর্পযজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন, এবং বৃহস্পতিকে পূজা করিয়াছিলেন। ২৮

সেই এই বিষ্ণুর অপ্রতর্ক্য মহামায়া, যে অবাধিত মায়ার গুণ-বৃত্তি দ্বারা বিষ্ণুর আত্মভূত জীবগণ দেহ সকলে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। ২৯

আত্মবাদিগণ কর্ত্তৃক একবার আত্মবাদ বিচারিত হইলে দম্ভরূপ মায়া আর তাহাতে নির্ভয়ে বিরাজ করিতে পারে না, এবং তদাশ্রয় বিবিধ বিবাদও আর থাকে না এবং সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনেরও আর বৃত্তি থাকে না। ৩০

বিস্তৃতি—মহাভারতে জানা যায়, যাযাবরকুলোৎপন্ন জরৎকারুনন্দন আস্তিক সর্পগণের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি মাতৃবাক্যে সর্পযজ্ঞে আসিয়া জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট সর্পযজ্ঞের নিবৃত্তি প্রার্থনা করেন, তাতে যজ্ঞ বন্ধ হয়। ২৮

ন যত্র সৃজ্যং সৃজতোভয়োঃ পরং শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতস্ত্বহম্।
তদেতদুৎসাদিতবাধ্যবাধকং নিষিধ্য চোর্ম্মীন্ বিরমেত তম্মুনিঃ ॥৩১॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্ যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ ॥৩২॥
ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। অহং মমেতি দৌর্জ্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্ ॥৩৩॥
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥৩৪॥
নমো ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাম্ ॥৩৫॥

শ্রীশৌনক উবাচ।

পৈলাদিভির্ব্যাসশিষ্যৈর্বেদাচার্য্যৈর্মহাত্মভিঃ।
বেদাশ্চ কথিতা ব্যস্তা এতৎ সৌম্যাভিধেহি নঃ ॥৩৬॥

শ্রীসূত উবাচ।

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ॥৩৭॥
যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ। দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্ ॥৩৮॥
ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥৩৯॥

যাহাতে সৃজ্য, স্রষ্টা ও তদুভয়ের ফল শ্রেয়ঃ এবং তদন্বিত জীব নাই ও বাধ্যবাধক সম্বন্ধও নাই, তাহাই (আত্মস্বরূপ,) মুনিরা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করেন। ৩১

নেতি নেতি বাক্য দ্বারা অন্য বস্তু পরিত্যাগশীল, অনন্যসুহৃৎ যোগীরা দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া, সমাধি দ্বারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ৩২

অহং, মম ইত্যাদি, দেহ-গেহ বিষয়ক জ্ঞান যাঁহাদিগের দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারাই বিষ্ণুর পরমপদ অবগত হয়েন। ৩৩

(ভগবান্‌কে পাইতে হইলে) পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে, কাহাকেও অবমানিত করিবে না, এই মানবদেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। ৩৪

সেই অকুণ্ঠমেধা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে প্রণাম করি—যাঁহার পদাম্বুজধ্যানপ্রভাবে আমি এই পুরাণসংহিতা অবগত হইয়াছি। ৩৫

শৌনক বলিলেন, হে সৌম্য! ব্যাসশিষ্য বেদাচার্য্য মহাত্মা পৈল প্রভৃতি কর্তৃক কত ভাগে বেদ সকল বিভক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে বল। ৩৬

সূত বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সমাহিতচিত্ত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে প্রথম নাদ উৎপন্ন হইল, যাহা আমরা বৃত্তিরোধ করিয়া অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। ৩৭

হে ব্রহ্মন্! যোগিগণ যাঁহার উপাসনা দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ আত্মার মল ক্ষালন করিয়া অপুনর্ভব অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। ৩৮

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্তপ্রভব, স্বয়ং হৃদয়ে বিরাজিত ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্মা ভগবান্ পরব্রহ্মের বোধের দ্বারস্বরূপ। ৩৯

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্। যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥৪০॥
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্ ॥৪১॥
তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ। ধার্য্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণনামার্থবৃত্তয়ঃ ॥৪২॥
ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ। অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শ-হ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্ ॥ ৪৩ ॥
তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ। সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া ॥৪৪॥
পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্ ॥৪৫॥
তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ। চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ ॥৪৬॥
ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ ॥৪৭॥
অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোকভাবনঃ। ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে ॥৪৮॥
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ। অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধম্ ॥৪৯॥

কর্ণ আচ্ছাদনাদি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিহীন হইলে, অথবা ইন্দ্রিয়বর্গ শূন্য হইলেও যে অবাধিত জ্ঞান এই স্ফোটরূপ অব্যক্ত ওঙ্কারকে শ্রবণ করেন, তিনি পরমাত্মা, আর যাহা দ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং হৃদয়াকাশে আত্মা হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই স্ফোটরূপ ওঙ্কার। ৪০

তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎবাচক শব্দ এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। ৪১

হে ভার্গব! সেই অব্যক্ত স্ফোট রূপ ওঙ্কারের অকার উকার ও মকার এই তিন বর্ণ যাহারা তিন ভাব, তিন সত্ত্ব, রজ তমোগুণ, ঋক্, যজুঃ, সাম, নাম ভূরাদি অর্থ এবং জাগ্রদাদি অবস্থা ধারণ করিল। ৪২

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা হইতে অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদি লক্ষণ অক্ষর-সমাম্নায় সৃষ্টি করিলেন। ৪৩

পরে পুনর্ব্বার চতুর্হোত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত চারি বদন দ্বারা ব্যাহৃতি ও ওঙ্কারের সহিত তাহা হইতে ব্রহ্মা চারি বেদ সৃষ্টি করিলেন। ৪৪

বেদোচ্চারণাদিনিপুণ স্বীয় পুত্র মরীচি প্রভৃতিকে সেই বেদ সকল অধ্যয়ন করাইলেন, পরে সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা ঋষিগণ স্ব স্ব পুত্রগণকে তাহা শিক্ষা দিলেন। ৪৫

পরে তাহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে চতুর্যুগে পরম্পর তাহা প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর দ্বাপরান্তে মহর্ষিরা বেদ সকলকে ক্রমশঃ বিভাগ করিলেন। ৪৬

কারণ, মহর্ষিরা কালপ্রভাবে লোক সকলকে অল্পায়ুঃ, ক্ষীণবল ও দুর্মেধ দর্শন করিয়া হৃদিস্থিত অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে বিভক্ত করিলেন। ৪৭।

এই বৈবস্বত মন্বন্তরেও ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অংশকলা রূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। ৪৮-৪৯

ঋগথর্ব্বযজুঃসাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ। চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥৫০॥
তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ। একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥৫১॥
পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ। বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্ ॥৫২॥
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্। অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে ॥৫৩॥
পৈলঃ স্বসংহিতামূচে ইন্দ্রপ্রমিতয়ে মুনিঃ। বাষ্কলায় চ সোঽপ্যাহ শিষ্যেভ্যঃ সংহিতাং স্বকাম্॥৫৪॥
চতুর্দ্ধা ব্যস্য বোধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যায় ভার্গব। পরাশরায়াগ্নিমিত্রে ইন্দ্রপ্রমিতিরাত্মবান্ ॥৫৫॥
অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং মাণ্ডুকেয়মৃষিং কবিম্।
তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্য্যাদিভ্য ঊচিবান্ ॥৫৬॥
শাকল্যস্তৎসুতঃ স্বাস্তু পঞ্চধা ব্যস্য সংহিতাম্। বাৎস্যমুদ্গলশালীয়-গোখল্যশিশিরেষ্বধাৎ ॥৫৭॥
জাতুকর্ণ্যশ্চ তচ্ছিষ্যঃ সনিরুক্তাং স্বসংহিতাম্। বলাকপৈলজাবালবিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ ॥৫৮॥
বাষ্কলিঃ প্রতিশাখাভ্যো বালখিল্যাখ্যসংহিতাম্। চক্রে বালায়নির্ভজ্যঃ কাশারশ্চৈব তাং দধুঃ ॥৫৯॥
বহ্বৃচাঃ সংহিতা হ্যেতা এভির্ব্রহ্মর্ষিভির্ধৃতাঃ। শ্রুত্বৈতচ্ছন্দসাং ব্যাসং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬০॥

লোক সামান্য মণির খনি হইতে যেমন পৃথক্ করিয়া পদ্মরাগাদি মণি উদ্ধার করে, সেইরূপ তিনি ঋক্ যজুঃ সাম, অথবা রাশি হইতে বর্গ ক্রমে মন্ত্র সকল উদ্ধার করিয়া সেই সকল মন্ত্রে চারি সংহিতা করিলেন। ৫০

পরে মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চারি জন শিষ্যকে আহ্বান করিয়া সেই চারি সংহিতার মধ্যে এক একটি সংহিতা এক এক জন শিষ্যকে প্রদান করিলেন। ৫১

প্রথমে বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদসংহিতা পৈল নামক শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করেন, পরে নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদসংহিতা বৈশম্পায়ন নামক শিষ্যকে উপদেশ করেন, ছন্দোগ নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনি নামক শিষ্যকে বলেন ও আঙ্গিরসী নামক অথর্ব্ব-সংহিতা সুমন্ত নামক স্ব শিষ্যকে উপদেশ করেন। ৫২-৫৩

পৈল স্বীয় সংহিতা (ঋগ্‌বেদ) (দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া) ইন্দ্র প্রমতিকে ও বাস্কলকে বলিয়াছিলেন, এবং বাস্কল উহা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নি-মিত্র এই চারি ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন, ইন্দ্র প্রমতি ও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে, এবং মাণ্ডুকেয় স্ব শিষ্য দেবমিত্র, সৌভরি প্রভৃতিকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। ৫৪-৫৬

পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ জন শিষ্যকে প্রদান করেন। ৫৭

সাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ্য নিজ সংহিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া নিরুক্ত (বৈদিক পদার্থ ব্যাখ্যান রূপ) সহ বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজ এই চারি জনকে শিক্ষা প্রদাম করেন। ৫৮

পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া একখানি বালখিল্য নামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন এবং বালায়নি, ভজ্য ও কাসার নামক তিনজন দৈত্য তাহা অধ্যয়ন করেন। ৫৯

এই সকল ব্রহ্মর্ষিরা পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদীয় সংহিতা সকল ধারণ করেন, যে ব্যক্তি এই সকল ছন্দো-বিভাগ মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। ৬০

বৈশম্পায়নশিষ্যা বৈ চরকাধ্বর্য্যবোঽভবন্। যচ্চেরুর্ব্রহ্মহত্যাংহঃক্ষপণং স্বগুরোর্ব্রতম্ ॥৬১॥
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবন্ কিয়ৎ। চরিতেনাল্পসারাণাং চরিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্ ॥৬২॥
ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া। বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ মদধীতং ত্যজাশ্বিতি ॥৬৩॥
দেবরাতসুতঃ সোঽপি ছর্দ্দিত্বা যজুষাং গণম্। ততো গতোঽথ মুনয়ো দদৃশুস্তান্ যজুর্গণান্ ॥৬৪॥
যজূংষি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়াদদুঃ। তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্ সুপেশলাঃ ॥৬৫॥
যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্মংশ্ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্। গুরোরবিদ্যমানানি সূপতস্থেঽর্কমীশ্বরম্ ॥৬৬॥

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চতুর্ব্বিধভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চাকাশ ইবোপাধিনাঽব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলবনিমেষাবয়বোপচিতসংবৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি ॥৬৭॥

যদুহ বাব বিবুধর্ষভ সবিতরদস্তপত্যনুসবনমহরহরাম্নায়বিধিনোপতিষ্ঠমানানামখিলদুরিত-বৃজিনবীজাবভর্জন ভগবতঃ সমভিধীমহি তপনমণ্ডলম্ ॥৬৮॥

বৈশম্পায়নশিষ্য চরক অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ছিলেন। তাঁহারা নিজ গুরুর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ক্ষয়ার্থ আনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করায় তাঁহারা চরক নামে অভিহিত হয়েন। ৬১

বৈশম্পায়নের যাজ্ঞবল্ক্য নামক অপর এক শিষ্য বলিয়াছিলেন, এই অল্পসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রত দ্বারা আপনার কি হইবে? আমি ইহা হইতে সুদুশ্চর ব্রত আচরণ করিব। ৬২

এই কথা শ্রবণে কুপিত গুরু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও, যে তুমি ব্রাহ্মণের অবমান করিয়াছ, তাদৃশ শিষ্য তোমা দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র যাহা আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর। ৬৩

তখন দেবরাত-পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুর্ব্বেদ বমন করিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, অনন্তর মুনিগণ সেই উদ্গীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন এবং ঋষিগণ লোলুপ হইয়া তিত্তিরি রূপ গ্রহণপূর্ব্বক সেই যজুর্গণকে গ্রহণ করিলেন, তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল। ৬৪-৬৫

এ দিকে যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বৈশম্পায়নের নিকট যাহা বিদ্যমান নাই, তাদৃশ বেদের অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। ৬৬

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি ভগবান্ আদিত্যকে নমস্কার করি, যে সূর্য্যদেব জগতের আত্মারূপে ও কালরূপে চতুর্ব্বিধ ভূতবর্গের ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তের অন্তরে ও বাহিরে আকাশের ন্যায় নিরুপাধিরূপে বর্ত্তমান, এবং ক্ষণ, লব, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, প্রভৃতি যাহাদের অবয়ব, সেই সম্বৎসরগণ দ্বারা জল আদান ও প্রদান দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ৬৭

হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! হে সবিতঃ! হে তপন! তুমি নিত্য নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় বৈদিক বাক্য দ্বারা উপাসনপরায়ণ ভক্তগণের অখিল দুরিত ও তৎফল দুঃখ এবং তদ্বিষয়ক অজ্ঞাননাশক, অতএব তোমার এই তাপজনক মণ্ডলকে ধ্যান করি। ৬৮

য ইহ বাব স্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতনানাং মনইন্দ্রিয়াসুগণাননাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্যামী প্রচোদয়তি ॥৬৯॥

য এবেমং লোকমতিকরালবদনান্ধকারসংজ্ঞাজগরগ্রহগিলিতং মৃতকমিব বিচেতনমবলোক্যানুকম্পয়া পরমকারুণিক ঈক্ষয়ৈবোত্থাপ্যাহরহরনুসবনং শ্রেয়সি স্বধর্ম্মাখ্যাত্মাবস্থানে প্রবর্ত্তয়তি ॥৭০॥

অবনিপতিরিবাসাধূনাং ভয়মুদীরয়ন্নটতি পরিত আশাপালৈস্তত্র তত্র কমলকোশাঞ্জলিভিরুপহৃতার্হণঃ ॥৭১॥

অথ হ ভগবংস্তব চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবনগুরুভিরভিবন্দিতমহমযাতযামযজুষ্কাম উপসরামীতি ॥৭২॥

সূত উবাচ।

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপধরো রবিঃ। যজূংষ্যযাতযামানি মুনয়েঽদাৎ প্রসাদিতঃ ॥৭৩॥
যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা দশ পঞ্চশতৈর্বিভুঃ। জগৃহুর্বাজসন্যস্তাঃ কাণ্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ ॥৭৪॥
জৈমিনেঃ সামগস্যাসীৎ সুমন্তুস্তনয়ো মুনিঃ।
সুত্বাংস্তু তৎসুতস্তাভ্যামেকৈকাং প্রাহ সংহিতাম্ ॥৭৫॥
সুকর্ম্মা চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামবেদতরোর্মহান্। সহস্রসংহিতাভেদং চক্রে সাম্নাং ততো দ্বিজ ॥৭৬॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্ম্মণঃ। শিষ্যৌ জগৃহতুশ্চান্য আবন্ত্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥৭৭॥

যে তুমি চরাচরত্রয়ে জীবগণের মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তর্য্যামিরূপে জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ কর, সেই তোমাকে ধ্যান করি। ৬৯

যে পরমকারুণিক, তুমি অতি করাল বদন অন্ধকার সংজ্ঞক অজগর গ্রহ গিলিত, অতএব মৃতের ন্যায় অচেতন লোক সকলকে দেখিয়া অনুকম্পাবশে অহরহ ত্রিসন্ধ্যায় তাহাদিগকে দর্শন দ্বারাই উঠাইয়া স্বধর্ম্মাখ্য আত্মাবস্থানে প্রবর্ত্তিত কর। ৭০

হে ভগবন্! তুমি সেই সেই দিকে দিক্‌পালগণ কর্ত্তৃক কমলকোরকবৎ বদ্ধাঞ্জলি দ্বারা গৃহীত উপায়নে পূজিত হইয়া রাজার ন্যায় অসাধুগণের ভয় বৃদ্ধিপূর্ব্বক বিচরণ কর। ৭১

হে ভগবন্! আমি অন্য লোকের অবিজ্ঞাত যজুর্ভাগ পাইবার ইচ্ছায় ত্রিভুবনগুরু কর্ত্তৃক অভিবন্দিত তোমার চরণপদ্মযুগল ভজনা করি। ৭২

সূত বলিলেন, এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকর্ত্তৃক স্তুত ভগবান্ বাজিরূপধারী সূর্য্যদেব প্রসাদিত হইয়া অন্য কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত যজুর্ভাগ যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে প্রদান করেন। বিভু যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অপরিমিত যজুর্ভাগ দ্বারা পঞ্চদশ শাখা প্রস্তুত করেন, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শিষ্যগণ বাজসংন্যস্ত অর্থাৎ কেশর হইতে কিম্বা বেগে ত্যক্ত শাখাসকল গ্রহণ করিয়াছিল। ৭৩-৭৪

সামগ জৈমিনি মুনির সুমন্তু নামে পুত্র ছিল এবং সুমন্তুর পুত্রের নাম সুত্বান্, ইঁহারা প্রত্যেকে এক এক সংহিতা বলিয়াছেন। ৭৫

জৈমিনির অপর শিষ্য অতি মেধাবী সুকর্ম্মা সামবেদ-তরুকে সহস্র শাখায় বিভক্ত করিলেন এবং সুকর্ম্মার শিষ্য কৌশল্য, হিরণ্যনাভ, পৌষ্যঞ্জি ও ব্রহ্মজিৎ আবন্ত্য ইঁহারা তিন জনে সেই সমুদায় সামসংহিতা অধ্যয়ন করেন। ৭৬-৭৭

উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন্ পঞ্চশতানি বৈ।
পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যান্ প্রচক্ষতে ॥৭৮॥
লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্ ॥৭৯॥
কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ। শিষ্য ঊচে স্বশিষ্যেভ্যঃ শেষা আবন্ত্য আত্মবান্ ॥৮০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
বেদশাখাপ্রণয়নং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

উক্ত পৌষ্যঞ্জি আবন্ত্য ও হিরণ্যনাভের উত্তরদেশীয় পাঁচ শত শিষ্য ছিল, তাঁহারা তত সংখ্যক শাখা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে পণ্ডিতেরা উদীচ্য এবং প্রাচ্য সামগ বলিয়া থাকেন। ৭৮

লৌগাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদস্ত ও কুক্ষি নামক পৌষ্যঞ্জির পাঁচ জন শিষ্য এক এক জন শত সংখ্যক সংহিতা কণ্ঠস্থ করেন। হিরণ্যনাভ শিষ্যকৃত স্বীয় সংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নিজ শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন, অপর যে প্রসিদ্ধ শাখা অবশিষ্ট ছিল, সে সমুদায় আবন্ত্য নিজ শিষ্যগণকে প্রদান করেন। ৭৯-৮০

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

সূত উবাচ।

অথর্ব্ববিৎ সুমন্তুশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ স্বকাম্। সংহিতাং সোঽপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্ ॥১॥

শৌক্লায়নির্ব্রহ্মবলির্মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ। বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথো শৃণু।
কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ব্ববিৎ ॥২॥

বভ্রুঃ শিষ্যোঽথাঙ্গিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ। অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণ্যাদ্যাস্তথাপরে ॥৩॥

নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিশ্চ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ। এতে আথর্ব্বণাচার্য্যাঃ শৃণু পৌরাণিকান্ মুনে ॥৪॥

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ। বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড়্ বৈ পৌষাণিকা ইমে ॥৫॥

অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্ ॥৬॥

কশ্যপোঽহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ। অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥৭॥

পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষিভির্নিরূপিতম্। শৃণুষ্ব বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাস্ত্রানুসারতঃ ॥৮॥

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ। বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥৯॥

দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ। কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া ॥১০॥

সূত বলিলেন, অথর্ব্ববিৎ সুমন্তু নিজ শিষ্য (কবন্ধ)কে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করান এবং তিনি পথ্য ও বেদদর্শকে শিক্ষা প্রদান করেন। ১

বেদদর্শের শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ ও পিপ্পলায়নি নামক শিষ্য ছিলেন. অতঃপর পথ্যের শিষ্যগণ শ্রবণ করুন। বভ্রু, কুমুদ, শুনক ও জাজলি ইঁহারা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। ২

অঙ্গিরার শিষ্য শুনক, তাঁহার বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন দুই শিষ্য দুই ভাগে বিভক্ত সংহিতা-দ্বয় অধ্যয়ন করেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও তাহা গ্রহণ করেন। ৩

পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তি, কশ্যপ ও আঙ্গিরস ইঁহারা সকলে অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে পৌরাণিকদিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪

ত্রয্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন ও হারীত এই ছয় জন পৌরাণিক আচার্য্য। ৫

ইঁহারা সকলেই ব্যাসশিষ্য আমার পিতার মুখ হইতে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করেন, পরে আমি ঐ ছয় জনের নিকট হইতে ছয়খানি সংহিতা পাঠ করি। ৬

কাশ্যপ, আমি (সুত) ও সাবর্ণি এবং রাম-শিষ্য অকৃতব্রণ আমরা এই চারি জন ব্যাসশিষ্যের নিকট মূল সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ৭

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক নিরূপিত পুরাণের লক্ষণ বেদশাখানুসারে বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন। ৮

এই বিশ্বের উৎপত্তি, অবান্তর সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, মন্বন্তর, বংশকথন, বংশানুচরিতকথন, প্রলয়, জীব, বাসনা ও আশ্রয় পৌরাণিক ঋষিরা এই দশ লক্ষণযুক্ত গ্রন্থকে মহাপুরাণ বলিয়া বর্ণন করেন। কেহ কেহ পঞ্চলক্ষণযুক্তকেও পুরাণ বলেন; কিন্তু তাহার ব্যবস্থা এইরূপ—দশলক্ষণযুক্ত মহাপুরাণ আর পঞ্চলক্ষণযুক্ত উপপুরাণ। ৯-১০

অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ। ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥১১॥
পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ। বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্ ॥১২॥
বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ। কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা ॥১৩॥
রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানু যুগে যুগে। তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ ॥১৪॥
মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ। ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে ॥১৫॥
রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ। বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে ॥১৬॥
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধাস্য স্বভাবতঃ ॥১৭॥
হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ। যঞ্চানুশায়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে ॥ ১৮ ॥
ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু। মায়াময়েষু তদ্‌ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ ॥১৯॥
পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু। বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্ ॥২০॥

প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইতে মহত্তত্ত্ব এবং তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার, তাহা হইতে ভূত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের উৎপত্তির নাম 'সর্গ'। ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির বীজ হইতে বীজোৎপত্তির ন্যায় বাসনাময় এই সমাহার রূপ চরাচর প্রাণিরূপ প্রবাহাপন্নকে বিসর্গ বলে। ১১-১২

জঙ্গমপ্রাণিগণের যে অচর ও চর উপজীবিকা আর মনুষ্যদিগের স্বভাবতঃ কামকৃত অথবা বিধিবোধিত যে জীবনোপায়, তাহার নাম বৃত্তি বা স্থিতি বলে। ১৩

তির্য্যক্, মর্ত্ত্য, ঋষি, দেবদেহে ভগবান্ অচ্যুতের যে যুগে যুগে অবতারলীলা, তাহাকে বিশ্বের রক্ষা বলা হয়। যে সকল অবতারের দ্বারা বেদবেষিগণকে নাশ করা হয়। ১৪

মনু, দেবতা, মনুপুত্রগণ, দেবেশ্বরগণ, ঋষিগণ ও হরির অবতার এই ছয় প্রকারকে মন্বন্তর বলে, অর্থাৎ তাঁহারা যখন স্ব স্ব অধিকারে বর্ত্তমান থাকেন, সেই কালকে মন্বন্তর বলে। ১৫

ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শুদ্ধবংশীয় রাজাদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রৈকালিক পুরুষপরম্পরা বর্ণনের নাম বংশকথন, আর তাঁহাদিগের বংশোৎপন্ন বংশধরগণের চরিত্রবর্ণনকে বংশানুচরিত বর্ণন বলে। ১৬

এই বিশ্বের স্বভাবানুসারে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক নিত্য ও আত্যন্তিক লয়কে কবিগণ সংস্থা বলেন। ১৭

এই জগতের সর্গের হেতু জীব, সেই হেতু, অবিদ্যা প্রযুক্ত সেই কর্ম্মকারক অর্থাৎ জীবাদৃষ্ট প্রযুক্ত বিশ্বসর্গাদির হেতু, তাহাকেই হেতু বলে। ইহাকে কেহ কেহ অনশয়ী বলেন, কেহ কেহ বা অব্যাকৃত বলেন, অর্থাৎ চৈতন্যপ্রাধান্যে অনশয়ী প্রকৃতিপ্রাধান্যে অব্যাকৃত বলা হয়। ১৮

জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ মায়াময় জীব বৃত্তিরূপ অবস্থাতে যাহার সাক্ষিরূপে অন্বয় ও সমাধিকালে যাঁহার ব্যতিরেক, তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অপাশ্রয় জানিবে। যেমন ঘটাদি পদার্থে মৃদাদি দ্রব্য অন্বিত ও অনন্বিত রূপ ও নামে সত্তামাত্র, সেইরূপ গর্ভাধান হইতে পঞ্চত্ব (মৃত্যু) পর্য্যন্ত নয়টি দেহাবস্থাতে অধিষ্ঠান ও সাক্ষিরূপে যুত ও অযুতকে আশ্রয় বলে। ১৯-২০

বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্। যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ত্ততে ॥২১॥
এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ। মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ ॥২২॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্। নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্ ॥২৩॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতিত্রিষট্ ॥২৪॥
ব্রহ্মন্নিদং সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ। শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যাণাং ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধনম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

যে সময়ে চিত্তবৃত্তিত্রয়কে ত্যাগ করিয়া স্বয়ং অথবা যোগ দ্বারা বিরত হয়, তখনই আমাকে জানিতে পারে এবং সংসারচেষ্টা নিবৃত্ত হয়। ২১

পুরাণবেত্তা পণ্ডিতগণ এই সকল লক্ষণ-লক্ষিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ২২

ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গারুড়, নারদীয়, ভাগবত, আগ্নেয়, স্কান্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ। ২৩-২৪

হে ব্রহ্মন্! ব্যাসদেবের এই সকল বেদ ও পুরাণের শাখা প্রণয়ন আমি আপনার নিকট বলিলাম। শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মতেজঃ বিবর্দ্ধিত হয়। ২৫

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ।

সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাং বর। তমস্যপারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ ॥১॥

আহুশ্চিরায়ুষমৃষিং মৃকণ্ডুতনয়ং জনাঃ। যঃ কল্পান্তে হ্যুর্ব্বরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ ॥২॥

স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবর্ষভঃ।
নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে ॥৩॥

এক এবার্ণবে ভ্রাম্যন্ দদর্শ পুরুষং কিল। বটপত্রপুটে তোকং শয়ানস্ত্বেকমদ্ভুতম্ ॥৪॥

এষ নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ সূত কৌতূহলং যতঃ। তং নশ্ছিন্ধি মহাযোগিন্ পুরাণেষ্বপি সম্মতঃ ॥৫॥

সূত উবাচ।

প্রশ্নস্ত্বয়া মহর্ষেঽয়ং কৃতো লোকভ্রমাপহঃ। নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা ॥৬॥

প্রাপ্তদ্বিজাতিসংস্কারো মার্কণ্ডেয়ঃ পিতুঃ ক্রমাৎ। ছন্দাংস্যধীত্য ধর্ম্মেণ তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ ॥৭॥

বৃহদ্‌ব্রতধরঃ শান্তো জটিলো বল্কলাম্বরঃ। বিভ্রৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমুপবীতং সমেখলম্ ॥৮॥

কৃষ্ণাজিনং সাক্ষসূত্রং কুশাংশ্চ নিয়মর্দ্ধয়ে। অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চ্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্ ॥৯॥

শৌনক বলিলেন, হে সূত! হে সাধো! হে বাগ্মিপ্রবর! তুমি চিরজীবী হও, তুমি আমাদিগের নিকটে বল, এই অপার অন্ধকারময় সংসারে ভ্রমণকারী আমাদিগের তুমি পারদর্শক হও। ১

মৃকণ্ডুর পুত্রকে সকল লোকে চিরজীবী বলিয়া থাকে। যিনি কল্পান্তে সমুদায় জগৎ বিলুপ্ত হইলে এককমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, কিরূপে ইহা সম্ভব হয়, তাহা বল। ২

বর্ত্তমান কল্পে সেই ভার্গবশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথচ আজ পর্য্যন্ত এই কল্পে কোন প্রকার লয় সংঘটিত হয় নাই। ৩

কিন্তু তিনি একার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে বটপত্রপুটে শয়ান এক অদ্ভুত বালককে দেখিয়াছিলেন। ৪

এবং ইহা একটি মহা সংশয়, অতএব ইহা শুনিতে কৌতূহল হইতেছে, হে মহাযোগিন্! আমাদের সেই সংশয়কে তুমি ছেদন কর। কারণ, তুমি পুরাণজ্ঞাতা বলিয়া সকলে মনে করে। ৫

সূত বলিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, উহাতে লোকসকলের ভ্রম নিবারণ হইবে, এবং কলিমলবিনাশিনী নারায়ণকথা বর্ণিত হইবে। ৬

পিতার নিকট হইতে দ্বিজাতি-সংস্কার-প্রাপ্ত মার্কণ্ডেয় ক্রমশঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৭

বৃহদ্‌ব্রত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক, ব্রহ্মচর্য্যধারী, শান্ত, জটিল, বল্কলবসন, কমণ্ডলু, দণ্ড, যজ্ঞোপবীত, মেখলা, কৃষ্ণাজিন, অক্ষ, সূত্র, কুশ ধারণ করতঃ ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আত্মাতে উভয় সন্ধ্যাকালে হরিকে অর্চ্চনা করিতেন। ৮-৯

সায়ং প্রাতঃ স গুরবে ভৈক্ষ্যমাহৃত্য বাগ্‌যতঃ। বুভুজে গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ সকৃন্নোচেদুপোষিতঃ ॥১০॥
এবং তপঃস্বাধ্যায়পরো বর্ষাণাময়ুতায়ুতম্। আরাধয়ন্ হৃষীকেশং জিগ্যে মৃত্যুং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥১১॥
ব্রহ্মা ভৃগুর্ভবো দক্ষো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যেঽপরে। নৃদেবপিতৃভূতানি তেনাসন্নতিবিস্মিতাঃ ॥১২॥
ইত্থং বৃহদ্‌ব্রতধরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। দধ্যাবধোক্ষজং যোগী ধ্বস্তক্লেশান্তরাত্মনা ॥১৩॥
তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ। ব্যতীয়ায় মহান্ কালো মন্বন্তরষড়াত্মকঃ ॥১৪॥
এতৎ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেঽস্মিন্ কিলান্তরে। তপোবিশঙ্কিতো ব্রহ্মন্নারেভে তদ্বিঘাতনম্ ॥১৫॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ কামং বসন্তমলয়ানিলৌ। মুনয়ে প্রেষয়ামাস রজস্তোকমদৌ তথা ॥১৬॥

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্মুর্হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা বিভো ॥১৭॥

তদাশ্রমপদং পুণ্যং পুণ্যদ্রুমলতাঞ্চিতম্। পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যামলজলাশয়ম্ ॥ ১৮ ॥
মত্তভ্রমরসঙ্গীতং মত্তকোকিলকূজিতম্। মত্তবর্হিনটাটোপং মত্তদ্বিজকুলাকুলম্ ॥ ১৯ ॥
বায়ুঃ প্রবিষ্ট আদায় হিমনির্ঝরশীকরান্। সুমনোভিঃ পরিষ্বক্তো ববাবুত্তম্ভয়ন্ স্মরম্ ॥২০॥

এইরূপে প্রতিদিন ভিক্ষালব্ধ অন্ন, প্রাতঃ ও সায়ংকালে নিজ গুরুকে মৌনভাবে অর্পণ করিতেন। পরে গুরুর অনুমতিক্রমে একবারমাত্র ভোজন করিতেন; যদি কদাচিৎ গুরু আজ্ঞা না দিতেন, তবে সেদিন উপবাসী থাকিতেন। ১০

এইরূপে মার্কণ্ডেয় অযুতাযুত বর্ষকাল তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিয়া হৃষীকেশের আরাধনা করিতে করিতে সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। ১১

এই মৃত্যুজয়ে ব্রহ্মা, ভৃগু, ভব, দক্ষ ও ব্রহ্মার অপর পুত্রগণ মনুষ্য, দেবতা, পিতৃগণ ও ভূতসকল ইঁহারা সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১২

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা এইরূপ বৃহদ্‌ব্রতধারী যোগী মার্কণ্ডেয়, বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত মনের দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতেন। ১৩

এইরূপ মহাযোগে চিত্তকে যোগ করিতে করিতে যোগিপ্রবর মার্কণ্ডেয়ের ছয় মন্বন্তররূপ সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র মার্কণ্ডেয়ের তপস্যার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ইনি আমার পদ লইবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিয়াছিলেন। ১৪-১৫

মুনির মৌন ভ্রংশ করিতে গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কাম, বসন্ত, মলয়বায়ু এবং রজোগুণের প্রিয় পুত্র লোভ ও মদকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৬

তাহারা সকলেই হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিল, যে আশ্রমে পুষ্পভদ্রা নদী চিত্ররেখা শিলা বিদ্যমান আছে। ১৭

তাঁহার সেই পুণ্যজনক আশ্রমপদ পুণ্য বৃক্ষ ও লতায় ব্যাপ্ত এবং ঋষিগণে আকীর্ণ, পবিত্র ও নির্ম্মল জলাশয়যুক্ত ছিল, মত্ত ভ্রমরগণের গীত, মদমত্ত কোকিলগণের অব্যক্ত মধুর শব্দ, মত্ত ময়ূরের নৃত্য, মত্ত পক্ষিকুলের শব্দ তথায় হইতেছিল। ১৮-১৯

সেই সময়ে কুসুমগন্ধে আমোদিত বায়ু হিমনির্ঝরকণা সকল গ্রহণ করিয়াও কামভাবকে উদ্দীপিত করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক বহিতে লাগিল। ২০

উদ্যচ্চন্দ্রনিশাবক্ত্রঃ প্রবালস্তবকালিভিঃ । গোপদ্রুমলতাজালৈস্তত্রাসীৎ কুসুমাকরঃ ॥২১॥
অন্বীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ । অদৃশ্যতাত্তচাপেষুঃ স্বঃস্ত্রীযূথপতিঃ স্মরঃ ॥২২॥
হুত্বাগ্নিং সমুপাসীনং দদৃশুঃ শক্রকিঙ্করাঃ । মীলিতাক্ষং দুরাধর্ষং মূর্ত্তিমন্তমিবানলম্ ॥২৩॥
ননৃতুস্তস্য পুরতঃ স্ত্রিয়োঽথো গায়কা জগুঃ । মৃদঙ্গবীণাপণবৈর্বাদ্যং চক্রুর্মনোরমম্ ॥ ২৪ ॥
সন্দধেঽস্ত্রং স্বধনুষি কামঃ পঞ্চমুখং তদা । মধুর্মনো রজস্তোক ইন্দ্রভৃত্যা ব্যকম্পয়ন্ ॥২৫॥
ক্রীড়ন্ত্যাঃ পুঞ্জিকস্থল্যাঃ কন্দুকৈঃ স্তনগৌরবাৎ । ভৃশমুদ্বিগ্নমধ্যায়াঃ কেশবিস্রংসিতস্রজঃ ॥২৬॥
ইতস্ততো ভ্রমদ্‌দৃষ্টেশ্চলন্ত্যা অনুকন্দুকম্ । বায়ুর্জ্জহার তদ্বাসঃ সূক্ষ্মং ত্রুটিতমেখলম্ ॥২৭॥
বিসসর্জ্জ তদা বাণং মত্বা তং স্বজিতং স্মরঃ । সর্ব্বং তত্রাভবন্মোঘমনীশস্য যথোদ্যমঃ ॥২৮॥
ত ইত্থমপকুর্ব্বন্তো মুনেস্তত্তেজসা মুনে । দহ্যমানা নিববৃতুঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ভকাঃ ॥২৯॥
ইতীন্দ্রানুচরৈর্ব্রহ্মন্ ধর্ষিতোঽপি মহামুনিঃ । যন্নাগাদহমো ভাবং ন তচ্চিত্রং মহৎসু হি ॥৩০॥
দৃষ্ট্বা নিস্তেজসং কামং সগণং ভগবান্ স্বরাট্ । শ্রুত্বানুভাবং ব্রহ্মর্ষের্বিস্ময়ং সমগাৎ পরম্ ॥৩১॥
তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ । অনুগ্রহায়াবিরাসীন্নরনারায়ণো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

এবং নব পল্লবস্তবকযুক্ত বৃক্ষ ও লতাসমূহ সহ কুসুমাকর বসন্ত, নিশামুখে উদিত চন্দ্রকে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ২১

গীতবাদিত্রপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান, অপ্সরোযূথপতি কামদেব ধনুর্ব্বাণ হস্তে সেই সময় তথায় আসিয়া দেখা দিলেন। ২২

ইন্দ্রের কিঙ্করগণ তথায় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া মূর্ত্তিমান অনলের ন্যায় দুরাধর্ষ মীলিতনয়ন উপাসনরত মার্কণ্ডেয়কে দেখিয়াছিল। ২৩

তখন তাঁহার সম্মুখে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং গায়কেরা গান করিতে লাগিল ও বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ, বীণা, পণব দ্বারা মনোহর বাদ্য করিয়াছিল। ২৪

তখন কামদেব স্বীয় ধনুতে পঞ্চমুখ বাণ সন্ধান করিলেন এবং বসন্ত, লোভ, মদ, প্রভৃতি ইন্দ্রভৃত্যগণ তাঁহার মনকে কম্পিত করিয়াছিল। ২৫

তাঁহার সম্মুখে স্তনভরে কুঞ্চিতমধ্যা কন্দুকক্রীড়াতৎপরা বিক্ষিপ্ত কন্দুকের পশ্চাৎ ভ্রমণকারিণী ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণদৃষ্টি কেশবিস্রস্তমাল্যা নর্ত্তকী পুঞ্জিকস্থলীর ত্রুটিত মেখলা হইতে স্খলিত সূক্ষ্ম বস্ত্রকে বায়ু হরণ করিয়া লইল। ২৬-২৭

সেই সময়ে কামদেব নিজের জয়লাভের অবসর মনে করিয়া বাণ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু দৈববলহীন ব্যক্তির যেমন সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়, সেইরূপ তাহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। ২৮

হে মুনে! যেমন বালকেরা সর্পকে প্রবুদ্ধ করিয়া পরে তাহার ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ তাহারা মুনির অপকার করিতে গিয়া তাঁহার তেজে দহ্যমান হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল। ২৯

হে ব্রহ্মন্! মহামুনি মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রানুচরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ ধর্ষিত হইয়াও অহং ভাব প্রাপ্ত হয়েন নাই, ইহা মহৎ লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। ৩০

ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র, তখন স্বীয় অনুচরগণসহ কামদেবকে নিস্তেজ দেখিয়া এবং ঋষির অনুভাব শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা মহাযোগে নিবিষ্টচেতা সেই ঋষির প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নরনারায়ণরূপধারী হরি তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৩১-৩২

তৌ শুক্লকৃষ্ণৌ নবকঞ্জলোচনৌ চতুর্ভুজৌ রৌরববল্কলাম্বরৌ।
পবিত্রপাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমৃজুঞ্চ বৈণবম্ ॥৩৩॥
পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জ্জনং বেদঞ্চ সাক্ষাৎ তপ এব রূপিণৌ।
তপত্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা প্রাংশূ দধানৌ বিবুধর্ষভার্চ্চিতৌ ॥৩৪॥

তে বৈ ভগবতো রূপে নরনারায়ণাবৃষী। দৃষ্ট্বোত্থায়াদরেণোচ্চৈর্ননামাঙ্গেন দণ্ডবৎ ॥ ৩৫ ॥
স তৎ সন্দর্শনানন্দ-নির্বৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ। হৃষ্টরোমাহশ্রুপূর্ণাক্ষো ন সেহে তাবুদীক্ষিতুম্ ॥৩৬॥
উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঔৎসুক্যাদাশ্লিষন্নিব। নমো নম ইতীশানৌ বভাষে গদগদাক্ষরম্ ॥৩৭॥
তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্য চ। অর্হণেনানুলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয়ৎ ॥ ৩৮ ॥
সুখমাসনমাসীনৌ প্রসাদাভিমুখৌ মুনী। পুনরানম্য পাদাভ্যাং গরিষ্ঠাবিদমব্রবীৎ ॥৩৯॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ।

কং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোহসুঃ সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥৪০॥

তাঁহারা শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণাজিন ও বল্কল বস্ত্র, পবিত্র পাণি, ত্রিগুণান্বিত যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু ও সরল বংশদণ্ড ধারণ, এবং পদ্মমালা রুদ্রাক্ষ ও জীবমাত্রের বিশোধনকারী বেদকে ধারণ করত; সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তি দেদীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জ্যোতিঃসম্পন্ন উন্নত দেহ, দেবগণার্চ্চিত সেই ভগবানের মূর্ত্তি নর-নারায়ণ ঋষিকে দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মহা সমাদরে অভ্যুত্থান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন। ৩৩-৩৫

সেই মার্কণ্ডেয়, তাঁহাদের সন্দর্শনজনিত আনন্দে নির্বৃতচিত্ত ইন্দ্রিয় আশয় হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইল, তিনি তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে সমর্থ হইলেন না। ৩৬

তখন মার্কণ্ডেয় উঠিয়া কৃতাঞ্জলি ও বিনীত হইলেন, এবং ঔৎসুক্য নিবন্ধন যেন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে করিতেই নমো নমঃ এই কথা গদ্গদাক্ষরে সেই নরনারায়ণকে বলিয়াছিলেন। ৩৭

তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিয়া ও তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও মাল্য দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৩৮

পূজ্যতম ঐ উভয়ে সুখে আসনে উপবেশন করিলে মার্কণ্ডেয় পুনর্ব্বার তাঁহাদের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে বিভো! আমি আপনার কি বর্ণন করিব? যে হেতুক আপনাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রাণ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তাহার পর, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়গণ প্রাণিগণে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এমন কি ব্রহ্মা ও শিবের প্রেরক আপনারা সুতরাং আমারও প্রেরক আপনারা অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যহীন দারুযন্ত্রবৎ আপনার প্রবর্ত্তিত প্রাণিগণের আপনারা আত্মবন্ধু পিত্রাদির ন্যায় কেবল দেহবন্ধু নহেন। ৪০

মূর্ত্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ ॥ ৪১ ॥
তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং যৎস্থং ন কর্ম্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি।
যদ্বৈ স্তুবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ ॥৪২॥
নান্যং তবাঙ্ঘ্র্যপনয়াদপবর্গমূর্ত্তেঃ ক্ষেমং জনস্য পরিতোভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যঃ কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্ ॥৪৩॥
তদ্বৈ ভজাম্যৃতধিয়স্তব পাদমূলং হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য।
দেহাদ্যপার্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং বিন্দেত তে তর্হি সর্ব্বমনীষিতার্থম্ ॥৪৪॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য।
লীলা ধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্ ॥৪৫॥
তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং নচান্যৎ ॥৪৬॥

হে ভগবন্! আপনার এই মূর্ত্তিদ্বয় ত্রিলোকের মঙ্গলের নিমিত্ত ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য এবং মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত-কারণ, এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য অন্য নানা-শরীর আপনি ধারণ করেন এবং উর্ণনাভির ন্যায় পুনর্ব্বার উহা গ্রাস করেন। ৪১

স্থাবর-জঙ্গমের অধীশ্বর, সেই রক্ষাকর্ত্তা আপনার পাদপদ্ম ভজনা করি, যে পাদপদ্মে স্থিত হইলে, গুণ, কর্ম্ম ও কালের—মল ও পূর্ব্বোক্ত তাপাদি স্পর্শ করিতে পারে না, এবং বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞ মুনিগণ যাহা পাইবার নিমিত্ত নিরন্তর যাহার স্তব, প্রণাম, পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকেন। ৪২

হে ঈশ! মোক্ষমূর্ত্তি আপনার চরণ প্রাপ্তি ভিন্ন যাহার চতুর্দ্দিকেই ভয়, তাদৃশ মানবের অন্য-মঙ্গল কোথাও দেখি না। যখন দ্বিপরার্দ্ধকাল-স্থায়ী ব্রহ্মাও আপনার কালরূপের নিকট ভয় প্রাপ্ত হয়েন, তখন তৎকৃত ভৌতিকগণের যে ভয় হইবে, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? ৪৩

অতএব আত্মাবরক, নিষ্ফল, অসৎ, বিনশ্বর এই দেহাদির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, সত্য জ্ঞানস্বরূপ জীবগুরু পরমেশ্বর আপনার পাদপদ্ম ভজনা করি। যে এইরূপ করে, সে আপনা হইতে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিতার্থ লাভ করে। ৪৪

হে ঈশ! হে আত্মবন্ধো! সত্ত্ব রজঃ তমঃ ইহা আপনার মায়াময়লীলা, তাহাই এই জগতের স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, তাহার মধ্যে যে সত্ত্বময়ী লীলা আপনি ধারণ করেন, উহাই মুক্তির কারণ, তদ্ভিন্ন রজ ও তমোগুণময়ী লীলা ব্যসন, মোহ ও ভয়ের হেতু। ৪৫

অতএব হে ভগবন্! আপনার ও ভবদীয় বিভূতি সকলের যে ভক্তপ্রিয় শুক্লশরীর, তাহাকে নিপুণ ভক্তগণ ভজনা করেন, যেহেতুক সাত্বতগণ ঈশ্বরের সত্ত্বগুণ ভজনা করেন, যাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি, অভয় ও আত্ম-সুখ প্রাপ্তি হয়। ৪৬

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায়।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায় হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায় ॥৪৭॥
যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ সন্তং স্বখেষ্বসুষু হৃদ্যপি দৃক্‌পথেষু।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষাদাদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম্ ॥৪৮॥
যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
শ্রীনারায়ণস্তবোঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সুপ্রসিদ্ধ, ভূমাপুরুষরূপী, বিশ্বরূপ, বিশ্বগুরু, পরদেবতা, নরোত্তম, ঋষি, শুক্লরূপ, সংযতবাক্, নিগমেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার করি। ৪৭

হে অখিলগুরো! কপটেন্দ্রিয় মার্গ দ্বারা বিক্ষিপ্তবুদ্ধি, এবং তাহার মায়ায় আবৃতমতি মানব, নিজের ইন্দ্রিয়বর্গে, প্রাণে, হৃদয়ে ও দৃষ্টি-পথে নিয়ন্তারূপে অবস্থিত যাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু সেই ব্যক্তিই অর্থাৎ যে পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই সেই আপনার প্রবর্ত্তিত বেদ-প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সাক্ষাৎ জানিতে সমর্থ হয়। ৪৮

যাঁহার রহস্য ও প্রকাশ স্বরূপদর্শন বেদেতেই সম্পন্ন হয়, এবং যাহাতে যত্নশীল ব্রহ্মাদি বেদজ্ঞগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন, সকল মতের যিনি প্রতিরূপশীল অর্থাৎ সাংখ্যাদি মতবাদের যিনি প্রতীকস্বরূপ, দেহাদি সংঘাত দ্বারা যাঁহার বোধ নিগূঢ়, সেই মহাপুরুষ আপনাকে বন্দনা করি। ৪৯

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

সূত উবাচ।

সংস্তুতো ভগবানিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভৃগূদ্বহম্ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্য্যোঽসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা। ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্যা তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥২॥

বয়ং তে পরিতুষ্টাঃ স্ম ত্বদ্‌বৃহদ্‌ব্রতচর্য্যয়া। বরং প্রতীচ্ছ ভদ্রং তে বরদোঽস্মি ত্বদীপ্সিতম্ ॥৩॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ত্তিহরাচ্যুত। বরেণৈতাবতালং নো যদ্ভবান্ সমদৃশ্যত ॥৪॥

গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনম্। মনসা যোগপক্কেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ ॥৫॥

অথাপ্যম্বুজপত্রাক্ষ পুণ্যশ্লোকশিখামণে। দ্রক্ষ্যে মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেদসদ্ভিদাম্ ॥৬॥

সূত উবাচ।

ইতীড়িতোঽর্চ্চিতঃ কামমৃষিণা ভগবান্ মুনে। তথেতি স স্ময়ন্ প্রাগাদ্বদর্য্যাশ্রমমীশ্বরঃ ॥৭॥

তমেব চিন্তয়ন্নর্থমৃষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ। বসন্নগ্ন্যর্কসোমাম্বুভূবায়ুবিয়দাত্মসু ॥৮॥

ধ্যায়ন্ সর্ব্বত্র চ হরিং ভাবদ্রব্যৈরপূজয়ৎ। ক্বচিৎ পূজাং বিসস্মার প্রেমপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥৯॥

সূত বলিলেন, ধীমান্ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া নরসখা ভগবান্ নারায়ণ প্রীত হইয়া ভৃগুবংশোদ্ভব মার্কণ্ডেয়কে এই কথা বলিলেন। ১

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাতে অনপায়িনী ভক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছ। ২

তোমার বৃহদ্‌ব্রতচর্য্যাতে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি, আমি বরদ, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে প্রপন্নার্ত্তিহরে! হে দেবদেব! হে অচ্যুত! আপনিই জিতিয়াছেন, আমার বরে প্রয়োজন নাই; যেহেতু, আমি আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি। ৪

প্রাকৃত ব্যক্তিরাও যাঁহার পাদপদ্ম যোগে পরিপক্ক মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাদি হইয়া থাকেন, অথবা যোগপক্ক মনের দ্বারা আপনার [illegible]

সেই আপনি নয়নগোচর, অতএব আমার আর বরের প্রয়োজন কি? ৫

হে পুণ্যশ্লোক-শিখামণে! হে পদ্মলোচন! তাহা হইলেও আপনার মায়া দর্শন করিতে অভিলাষ করি, যে মায়া দ্বারা লোকপালগণসহ এই লোক সদ্বস্তুতে ভেদ দর্শন করেন। ৬

সূত বলিলেন, হে মুনে! মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত ও পূজিত হইয়া ভগবান্ ঈশ্বর হাস্য করিতে করিতে 'তথাস্তু' বলিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ৭

সেই ঋষি মার্কণ্ডেয় নিজের আশ্রমেই সেই মায়াদর্শনরূপ বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আত্মা এবং সকল বস্তুতেই হরিকে ধ্যান পূর্ব্বক ভাব দ্রব্য দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন, এবং কখন কখন প্রেমোদ্রেক প্রাপ্ত হওয়ায় বাহ্য পূজা বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। ৮-৯

অথৈকদা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পুষ্পভদ্রাতটে মুনেঃ। উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মন্ বায়ুরভূন্মহান্ ॥১০॥

তং চণ্ডশব্দং সমুদীরয়ন্তং বলাহকা অন্বভবন্ করালাঃ।
অক্ষস্থবিষ্ঠা মুমুচুস্তড়িদ্ভিঃ স্বনন্ত উচ্চৈরভিবর্ষধারাঃ ॥১১॥
ততো ব্যদৃশ্যন্ত চতুঃসমুদ্রাঃ সমন্ততঃ ক্ষ্মাতলমাগ্রসন্তঃ।
সমীরবেগোর্ম্মিভিরুগ্রনক্রমহাভয়াবর্ত্তগভীরঘোষাঃ ॥ ১২ ॥
অন্তর্ব্বহিশ্চাদ্ভিরতিদ্যুভিঃ খরৈঃ শতহ্রদাভীরুপতাপিতং জগৎ।
চতুর্ব্বিধং বীক্ষ্য সহাত্মনা মুনির্জ্জলাপ্লুতাং ক্ষ্মাং বিমনাঃ সমত্রসৎ ॥১৩॥
তস্যৈবমুদ্বীক্ষত ঊর্ম্মিভীষণঃ প্রভঞ্জনাঘূর্ণিতবার্মহার্ণবঃ।
আপূর্য্যমাণো বরষদ্ভিরম্বুদৈঃ ক্ষ্মামপ্যধাদ্দ্বীপবর্ষাদ্রিভিঃ সমম্ ॥১৪॥
সক্ষ্মান্তরিক্ষং সদিবং সভাগণং ত্রৈলোক্যমাসীৎ সহ দিগ্ভিরাপ্লুতম্।
স এক এবোর্ব্বরিতো মহামুনির্বভ্রাম বিক্ষিপ্য জটা জড়ান্ধবৎ ॥১৫॥
ক্ষুত্তৃট্পরীতো মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈরুপদ্রুতো বীচিনভস্বতাহতঃ।
তমস্যপারে পতিতো ভ্রমন্ দিশো ন বেদ খং গাঞ্চ পরিশ্রমেষিতঃ ॥১৬॥

ক্বচিন্মগ্নো মহাবর্ত্তে তরলৈস্তাড়িতঃ ক্বচিৎ। যাদোভির্ভক্ষ্যতে ক্বাপি স্বয়মন্যোন্যঘাতিভিঃ ॥১৭॥
ক্বচিচ্ছোকং ক্বচিন্মোহং ক্বচিদ্দুঃখং সুখং ভয়ম্। ক্বচিন্মৃত্যুমবাপ্নোতি ব্যাধ্যাদিভিরুতার্দ্দিতঃ ॥১৮॥

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! একদা মার্কণ্ডেয় ঋষি পুষ্পভদ্রা নদীতটে সন্ধ্যাকালে উপাসনা করিতেছিলেন, এই সময়ে মহা ঝটিকা বায়ু উত্থিত হইল। ১০

প্রচণ্ড শব্দে বহমান সেই বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতি ভয়ানক মেঘসকল বিদ্যুতের সহিত উচ্চৈঃ শব্দ করতঃ স্থূল বর্ষধারা সকল মোচন করিয়াছিল। ১১

অনন্তর চারিদিকে ভয়ানক হিংস্র জলজন্তু-বিশিষ্ট ত্রাসজনক আবর্ত্তসহকৃত গভীর শব্দকারী সমুদ্র সকল সমীরবেগে সঞ্জাত ঊর্ম্মি দ্বারা যেন পৃথিবীতলকে গ্রাস করিতেছে, ইহা দেখা গেল। ১২

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি জলের দ্বারা আপ্লুত পৃথিবীকে এবং স্বর্গলোক পর্য্যন্ত অতিক্রমণকারী সলিল দ্বারা সূর্য্যরশ্মি ও বিদ্যুৎ দ্বারা জগৎ উপতাপিত চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামসহ নিজেকে তথাবিধ দর্শন করিয়া বিমনস্ক ও ত্রাসযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৩

মার্কণ্ডেয় এইরূপ দেখিতেছেন, এমন সময়ে বায়ু কর্ত্তৃক আঘূর্ণিত জলতরঙ্গভীষণ, বর্ষণ দ্বারা আপূর্য্যমান মহাসমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বতসহ পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ১৪

তখন পৃথিবী অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, গ্রহগণ ও দিগ্দেশ সহিত ত্রৈলোক্য জলে আপ্লুত হইয়াছিল, কেবল একা সেই মহামুনি জড় ও অন্ধের ন্যায় জটা বিক্ষেপ করিয়া জলের উপরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ১৫

ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল, মকর-তিমিঙ্গিল দ্বারা উপদ্রুত, তরঙ্গ ও বায়ু দ্বারা আহত ও অপার অন্ধকারে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ঋষি দিক্, আকাশ ও পৃথিবী কিছুই জানিতে পারেন নাই। ১৬

কখন মহার্ণবে মগ্ন, কখন তরল তরঙ্গে তাড়িত, কখন পরস্পর যুধ্যমান জলজন্তুর দ্বারা ভক্ষিত, কখন বা ব্যাধিপীড়িত হইয়া কখন বা শোক, কখন মোহ, কখন দুঃখ, কখন ভয়, কখন বা মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ১৭-১৮

অযুতাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ। ব্যতীয়ুর্ভ্রমতস্তস্মিন্ বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ ॥১৯॥

স কদাচিদ্ভ্রমংস্তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি দ্বিজঃ।
ন্যগ্রোধপোতং দদৃশে ফলপল্লবশোভিতম্ ॥২০॥

প্রাগুত্তরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম্। শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়া তমঃ ॥২১॥
মহামরকতশ্যামং শ্রীমদ্বদনপঙ্কজম্। কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং সুনসং সুন্দরভ্রুবম্ ॥২২॥
শ্বাসৈজদলকাভাতং কম্বুশ্রীকর্ণদাড়িমম্। বিদ্রুমাধরভাসেষচ্ছোণায়িতসুধাস্মিতম্ ॥ ২৩ ॥
পদ্মগর্ভারুণাপাঙ্গং হৃদ্যহাসাবলোকনম্। শ্বাসৈজদ্বলিসংবিগ্ননিম্ননাভিদলোদরম্ ॥ ২৪ ॥
চার্ব্বঙ্গুলিভ্যাং পাণিভ্যামুন্নীয় চরণাম্বুজম্। মুখে নিধায় বিপ্রেন্দ্রো ধয়ন্তং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥২৫॥

তদ্দর্শনাদ্বীতপরিশ্রমো মুদা প্রোৎফুল্লহৃৎপদ্মবিলোচনাম্বুজঃ।
প্রহৃষ্টরোমাদ্ভুতভাবশঙ্কিতঃ প্রষ্টুং পুরস্তং প্রসসার বালকম্ ॥২৬॥
তাবচ্ছিশোর্বৈ শ্বসিতেন ভার্গবঃ সোঽন্তঃশরীরং মশকো যথাবিশৎ।
তত্রাপ্যদো ন্যস্তমচষ্ট কৃৎস্নশো যথা পুরামুহ্যদতীব বিস্মিতঃ ॥২৭॥
খং রোদসী ভগণানদ্রিসাগরান্ দ্বীপান্ সবর্ষান্ ককুভঃ সুরাসুরান্।
বনানি দেশান্ সরিতঃ পুরাকরান্ খেটান্ ব্রজানাশ্রমবর্ণবৃত্তয়ঃ ॥২৮॥

বিষ্ণুমায়ায় আবৃত মার্কণ্ডেয়ের সেই একার্ণবে ভ্রমণ করিতে অযুতাযুত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৯

মার্কণ্ডেয় এইরূপে মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে পৃথিবীর এক উন্নত দেশে ফল-পল্লবশোভিত একটি বটবৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। ২০

সেই বটবৃক্ষের পূর্ব্বোত্তর দিক্‌স্থিত শাখার পত্রপুটে শয়ান, নিজ শরীরপ্রভায় অন্ধকার-নাশকারী একটি শিশুকে দেখিয়াছিলেন। ২১

তাঁহার মহামারকতের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, পদ্মবৎ মনোহর শ্রীযুক্ত বদনমণ্ডল, কম্বুগ্রীবা, বিশাল বক্ষঃস্থল, সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর ভ্রূ, এবং শ্বাসকম্পিত অলকাশোভিত শঙ্খের ন্যায় অন্তর্ব্বলয়াকারে শোভিত কর্ণদ্বয়ে দাড়িম্বপুষ্পযুক্ত বিম্বতুল্য অধর-শোভায় ঈষৎ শোণায়মান সুন্দর অমৃত তুল্য হাস্য-বিশিষ্ট, এবং পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ অপাঙ্গ, মনোহর হাস্যযুক্ত অবলোকন, শ্বাসবেগে কম্পিত ত্রিবলিযুক্ত গভীর নাভি এবং অশ্বত্থপত্রের ন্যায় উদর, মনোহর হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা স্বীয় চরণ ধারণপূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পানরত শিশুকে দর্শন করিয়াছিলেন। ২২-২৫

সেই শিশুকে দর্শন করায় আনন্দে মার্কণ্ডেয় বিগতপরিশ্রম হইয়াছিলেন, এবং অদ্ভুতভাবে শঙ্কিত হওয়ায় উৎফুল্ল হৃদয়, শরীরও রোমাঞ্চিত, নয়ন পদ্ম হইয়া সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। ২৬

ভার্গব মার্কণ্ডেয় ঠিক সেই সময়ে মশকের ন্যায় বালকের নিশ্বাসপবনে তাঁহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং শরীরমধ্যে প্রলয়ের পূর্ব্বের ন্যায় এই জগৎ সমুদায় বিন্যস্ত দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি অতীব বিস্মিত হইয়া—মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ২৭

তথায় আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্ব্বত, সাগর, বর্ষ, দিক্, সুর, অসুর, বন, দেশ, নদী, পুরী, আকর, খেট (কর্ষকগ্রাম), ব্রজ, আশ্রম, বর্ণ ও তাহাদের বৃত্তি। ২৮

মহান্তি ভূতান্যথ ভৌতিকান্যসৌ কালঞ্চ নানাযুগকল্পকল্পনম্।
যৎ কিঞ্চিদন্যদ্ব্যবহারকারণং দদর্শ বিশ্বং সদিবাবভাসিতম্ ॥২৯॥
হিমালয়ং পুষ্পবহাঞ্চ তাং নদীং নিজাশ্রমং যত্র ঋষী অপশ্যত।
বিশ্বং বিপশ্যন্ শ্বসিতাচ্ছিশোর্বৈবহির্নিরস্তো ন্যপতল্লয়াব্ধৌ ॥৩০॥
তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি প্ররূঢ়ং বটঞ্চ তৎপর্ণপুটে শয়ানম্।
তোকঞ্চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গনিরীক্ষণেন ॥৩১॥
অথ তং বালকং বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ধিষ্ঠিতং হৃদি। অভ্যয়াদতিসংক্লিষ্টঃ পরিষ্বক্তুমধোক্ষজম্ ॥৩২॥
তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্‌যোগাধীশো গুহাশয়ঃ। অন্তর্দধ ঋষেঃ সদ্যো যথেহানীশনির্ম্মিতা ॥৩৩॥
তমন্বথ বটো ব্রহ্মন্ সলিলং লোকসংপ্লবঃ। তিরোধায়ি ক্ষণাদস্য স্বাশ্রমে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
মায়াদর্শনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহাভূত, স্থূলভূত, ভৌতিক, কাল, যুগ, কল্প, ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও দিবারাত্রি সহিত অবভাসিত বিশ্ব দর্শন করিলেন এবং হিমালয়, পুষ্পবহা নদী, স্বীয় আশ্রম এবং যেখানে ঋষি দুইজনকে দেখিয়াছিলেন, এইরূপে বিশ্ব দর্শন করিতে করিতে সেই মুনিবালকের নিশ্বাস দ্বারা বাহিরে নিঃসারিত হইয়া প্রলয় সমুদ্রে নিপতিত হইলেন। ৩০

এবং তথায় পৃথিবীর সেই উচ্চ দেশে সেই বটবৃক্ষ এবং তাহার পত্রপুটে শয়ান অমৃতময় হাস্যযুক্ত বালক অপাঙ্গ দ্বারা নিরীক্ষিত হইয়াছিলেন। ৩৪

অনন্তর নয়নপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট সেই বালককে দেখিয়া অতি হৃষ্ট ঋষি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৩২

এমন সময়ে যোগাধীশ, গুহাশয়, সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবান্ ঋষির নিকট হইতে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় অথবা ঐন্দ্রজালিকরচিত পদার্থের ন্যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ৩৩

হে ব্রহ্মন্! তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর তৎক্ষণাৎ সেই বটবৃক্ষ, জলপ্লাবন, লোকোপদ্রব ইত্যাদি সকলই তিরোহিত হইল এবং মার্কণ্ডেয় পূর্ব্ববৎ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩৪

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

সূত উবাচ।

স এবমনুভূয়েদং নারায়ণবিনির্ম্মিতম্ । বৈভবং যোগমায়ায়াস্তমেব শরণং যযৌ ॥১॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রপন্নোঽস্ম্যঙ্ঘ্রিমূলং তে প্রপন্নাভয়দং হরে। যন্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্যন্তি জ্ঞানকাশয়া ॥২॥

সূত উবাচ।

তমেবং নিভৃতাত্মানং বৃষেণ দিবি পর্য্যটন্। রুদ্রাণ্যা ভগবান্ রুদ্রো দদর্শ স্বগণৈর্বৃতঃ ॥৩॥
অথোমা তমৃষিং বীক্ষ্য গিরিশং সমভাষত। পশ্যেমং ভগবন্ বিপ্রং নিভৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ম্ ॥৪॥
নিভৃতোদঝষব্রাতো বাতাপায়ে যথার্নবঃ। কুর্ব্বস্য তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥৬॥
অথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা। অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥৭॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তমুপেয়ায় ভগবান্ স সতাং গতিঃ। ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥৮॥
তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জ্জগদাত্মনোঃ। ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ ॥৯॥

সূত বলিলেন, সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি এইরূপ নারায়ণবিনির্ম্মিত যোগমায়ার বৈভব অনুভব করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে হরে! শরণাগত ব্যক্তির অভয়দ আপনার পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি, জ্ঞানের ন্যায় প্রকাশমানা যে মায়া দ্বারা জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। ২

সূত বলিলেন, সেই সমাহিত মার্কণ্ডেয়কে রুদ্রাণী সহ বৃষারোহণে স্বগণপরিবৃত মহাদেব আকাশে বিচরণ করিতে করিতে দেখিয়াছিলেন। ৩

অনন্তর উমা সেই ঋষিকে দেখিয়া গিরিশকে বলিলেন, হে ভগবন্! সংযতেন্দ্রিয় এই ব্রাহ্মণকে অবলোকন করুন। ৪

হে ভগবন্! আপনি সিদ্ধিদাতা, নির্ব্বাত সময়ে নিশ্চল জল ও নিশ্চল মৎস্য স্থির সমুদ্রের ন্যায় অচঞ্চল এই ব্রাহ্মণের তপস্যায় সাক্ষাৎ সিদ্ধি বিধান করুন। ৫

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবি। এই ব্রহ্মর্ষি কোনরূপ অভ্যুদয় রূপ আশীর্ব্বাদ এমন কি মোক্ষও ইচ্ছা করেন না; কারণ, ইনি অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ৬

হে ভবানি! তথাপি এই সাধুর সহিত সম্ভাষণ করিব। কারণ, সকলেরই সাধুসমাগম পরম লাভ। ৭

সাধুগণের আশ্রয় সর্ব্ববিদ্যার নিয়ন্তা, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর মহাদেব ইহা বলিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। ৮

নিরুদ্ধবুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ সমাহিত মার্কণ্ডেয় জগতের আত্মা ভবানী ও মহাদেবের আগমন, এবং নিজেকে ও বিশ্বকে কিছুই জানিতে পারেন নাই। ৯

ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরীশো যোগমায়য়া। আবিশৎ তদ্‌গুহাকাশং বায়ুশ্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ ॥১০॥
আত্মন্যপি শিবং প্রাপ্তং তড়িৎপিঙ্গজটাধরম্। ত্র্যক্ষং দশভুজং প্রাংশুমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্ ॥১১॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং শূলধনুরিষ্বসিচর্ম্মভিঃ। অক্ষমালাডমরুককপালং পরশুং সহ ॥১২॥
বিভ্রাণং সহসা ভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ। কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ ॥১৩॥
নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে সগণং সোমমাগতম্। রুদ্রং ত্রিলোকৈকগুরুং ননাম শিরসা মুনিঃ ॥১৪॥
তস্মৈ সপর্য্যাং ব্যদধাৎ সগণায় সহোময়া। স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্য-গন্ধস্রগ্‌ধূপদীপকৈঃ ॥ ১৫ ॥
আহ ত্বাত্মানুভাবেন পূর্ণকামস্য তে বিভো। করবাম কিমীশান যেনেদং নির্বৃতং জগৎ ॥১৬॥
নমঃ শিবায় শান্তায় সত্ত্বায় প্রমৃড়ায় চ। রজোজুষেঽথ ঘোরায় নমস্তুভ্যং তমোজুষে ॥১৭॥
সূত উবাচ।
এবং স্তুতঃ স ভগবানাদিদেবঃ সতাং গতিঃ। পরিতুষ্টঃ প্রসন্নাত্মা প্রহসংস্তমভাষত ॥ ১৮ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
বরং বৃণীষ্ব নঃ কামং বরদেশা বয়ং ত্রয়ঃ। অমোঘং দর্শনং যেষাং মর্ত্ত্যো যদ্বিন্দতেঽমৃতম্ ॥১৯॥
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ। একান্তভক্তা অস্মাসু নির্ব্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ ॥২০॥
সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চ্চন্ত্যুপাসতে। অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ ॥২১॥

ভগবান্ মহাদেব তাহা অবগত হইয়া বায়ু যেমন ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় যোগমায়াবলে তাঁহার অন্তরাকাশে প্রবিষ্ট হইলেন। ১০

চিত্তমধ্যে আগত বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী ত্রিলোচন, দশ বাহু, উন্নত দেহ, উদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসন, শূল, ধনু, বাণ, অসি, চর্ম্ম, অক্ষমালা, ডমরু, কপাল, পরশু-ধারণকারী মহাদেবকে সহসা হৃদয়ে আবির্ভূত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং ইহা কি, কোথা হইতে বা ইহা আগত হইল, তাহা ভাবিয়া মুনি সমাধি হইতে বিরত হইলেন। ১১-১৩

এবং মার্কণ্ডেয় মুনি নেত্র উন্মীলিত করিয়া জগতের গুরু, উমা ও প্রমথগণসহ মহাদেবকে তথায় আগত দেখিয়া অবনত মস্তকে নমস্কার করিলেন। ১৪

এবং উমার সহিত সকল বাহন মহাদেবকে স্বাগত, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দ্বারা পূজা করিলেন এবং বলিলেন, হে বিভো! আপনি আত্মানুভাবে পূর্ণকাম, হে ঈশান! আপনার দ্বারা জগৎ নির্বৃত রহিয়াছে, অতএব আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব? ১৫-১৬

শান্ত, সত্ত্ব, শিব-স্বরূপ মৃড়কে নমস্কার এবং রজস্তমোরূপ ঘোর মূর্ত্তি আপনাকে নমস্কার। ১৭

সূত বলিলেন, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সাধুদিগের গতি সেই ভগবান্ মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন। ১৮

ভগবান্ বলিলেন, আমরা তিন জন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) বরদ ঈশ্বর, আমাদিগের দর্শন অমোঘ, যাঁহাদের নিকট হইতে মর্ত্ত্য অমৃত লাভ করে, অতএব আমার নিকট নিজের অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। ১৯

আমাদিগের একান্ত ভক্ত, নির্ব্বৈর, সমদর্শী, ভূতবৎসল নিঃসঙ্গ সাধু ব্রাহ্মণ যাঁহারা, তাঁহাদিগকে লোকের সহিত লোকপালগণ বন্দনা করেন, স্তব করেন ও উপাসনা করেন, এবং আমি, ব্রহ্মা ও ঈশ্বর হরি, আমরাও বন্দনা, স্তব ও উপাসনা করি। ২০-২১

ন তে ময্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে। নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্‌যুষ্মান্ বয়মীমহি ॥২২॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবাশ্চেতনোজ্‌ঝিতাঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ ॥২৩॥
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্। বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥২৪॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ। শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥২৫॥
সূত উবাচ।
ইতি চন্দ্রললামস্য ধর্ম্মগুহ্যোপবৃংহিতম্। বচোঽমৃতায়নমৃষির্নাতৃপ্যৎ কর্ণয়োঃ পিবন্ ॥২৬॥
স চিরং মায়য়া বিষ্ণোর্ভ্রামিতঃ কর্শিতো ভৃশম্। শিববাগমৃতধ্বস্ত-ক্লেশপুঞ্জস্তমব্রবীৎ ॥২৭॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ।

অহো ঈশ্বরলীলেয়ং দুর্ব্বিভাব্যা শরীরিণাম্। যন্নমন্তীশিতব্যানি স্তুবন্তি জগদীশ্বরাঃ ॥২৮॥
ধর্ম্মং গ্রাহয়িতুং প্রায়ঃ প্রবক্তারশ্চ দেহিনাম্। আচরন্ত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্তুবন্তি চ ॥২৯॥
নৈতাবতা ভগবতঃ স্বমায়াময়বৃত্তিভিঃ। ন দুষ্যেতানুভাবস্তৈর্মায়িনঃ কুহকং যথা ॥৩০॥
সৃষ্ট্বেদং মনসা বিশ্বমাত্মনানুপ্রবিশ্য যঃ। গুণৈঃ কুর্ব্বদ্ভিরাভাতি কর্ত্তেব স্বপ্নদৃগ্‌যথা ॥৩১॥
তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে। কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ॥৩২॥

তাঁহারা আমাতে, বিষ্ণুতে ও ব্রহ্মাতে অণুমাত্রও ভেদ দেখেন না এবং নিজের ও লোক সকলের মধ্যেও ভেদজ্ঞান করেন না; সেই কারণে তোমাদিগকে আমরা ভজনা করিয়া থাকি। ২২

জলময়ই তীর্থ নহে, মৃত্তিকা, শিলাময়ও দেবতা নহেন; কারণ, তাঁহারা দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, আর তোমরা দর্শনমাত্রে পবিত্র করিয়া থাক। ২৩

যাঁহারা আত্মসমাধি, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা বেদময় আমাদের রূপ ধারণ করেন, সেই ব্রাহ্মণগণকে আমরা নমস্কার করি। ২৪

তোমাদিগের শ্রবণে ও দর্শনে মহাপাতকিগণ এবং অন্ত্যজ জাতীয়েরাও শুদ্ধ হইয়া থাকে, আর তোমাদিগের সহিত যাহারা সম্ভাষণাদি করে, তাহারা যে পবিত্র হয়, তাহাতে আর কি বলিবার আছে। ২৫

সূত বলিলেন, চন্দ্রভূষণ শিবের এই ধর্ম্ম-গুহ্যযুক্ত অমৃতাস্পদ বাক্য, মার্কণ্ডেয় ঋষি—কর্ণ দ্বারা পান করতঃ তৃপ্ত হয়েন নাই। ২৬

তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বিষ্ণুমায়া দ্বারা ভ্রামিত ও অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে শিববাক্যামৃতে ক্লেশরাশি বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহাকে বলিলেন। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অহো! ঈশ্বরলীলা শরীরী-দিগের অবিতর্ক্য, যে লীলায় জগদীশ্বরগণ স্বনিয়ম্য ব্যক্তিগণকেও স্বয়ং নমস্কার করেন ও স্তব করেন। ২৮

দেহিগণকে ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত প্রায়শঃ প্রবক্তারাও দেহীদিগের ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহার অনুমোদন করেন এবং তাঁহার স্তব করেন। ২৯

এই লোকসংগ্রহ ব্যাপারে ভগবানের মায়াময় বৃত্তি নমস্কার প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার মহানুভবতা দূষিত হয় না; যেমন মায়াবীর কুহক তাহার মহানুভবতাকে দূষিত করে না, সেইরূপ। ৩০

এই জগৎকে মনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়া ও তাহাতে নিজে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় কর্ত্তৃরূপ গুণ দ্বারা কর্ত্তার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। ৩১

সেই কেবল অদ্বিতীয় ত্রিগুণময় গুণনিয়ন্তা ব্রহ্মমূর্ত্তি গুরুরূপী ভগবানকে নমস্কার করি। ৩২

কং বৃণে নু পরং ভূমন্ বরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ। যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ ॥৩৩॥
বরমেকং বৃণেথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ। ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥৩৪॥
সূত উবাচ।
ইত্যর্চ্চিতোঽভিষ্টুতশ্চ মুনিনা সূক্তয়া গিরা। তমাহ ভগবান্ শর্ব্বঃ শর্ব্বয়া চাভিনন্দিতঃ ॥৩৫॥
কামো মহর্ষে সর্ব্বোঽয়ং ভক্তিমাংস্ত্বমধোক্ষজে। আকল্পান্তাদ্‌যশঃ পুণ্যমজরামরতা তথা ॥৩৬॥
জ্ঞানং ত্রৈকালিকং ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানঞ্চ বিরক্তিমৎ। ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্য্যতাস্তু তে ॥৩৭॥
সূত উবাচ।
এবং বরান্ স মুনয়ে দত্ত্বাগাৎ ত্র্যক্ষ ঈশ্বরঃ। দেব্যৈ তৎকর্ম্ম কথয়ন্ননুভূতং পুরামুনা ॥৩৮॥
সোঽপ্যবাপ্তমহাযোগ-মহিমা ভার্গবোত্তমঃ। বিচরত্যধুনাপ্যদ্ধা হরাবেকান্ততাং গতঃ ॥৩৯॥
অনুবর্ণিতমেতৎ তে মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ। অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্ ॥৪০॥
এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়া সংসৃতিরাত্মনঃ। অনাদ্যাবর্ত্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে ॥৪১॥
য এবমেতদ্‌ভৃগুবর্য্যবর্ণিতং রথাঙ্গপাণেরনুভাবভাবিতম্।
সংশ্রাবয়েৎ সংশৃণুয়াদুভাবুভৌ তয়োর্ন কর্ম্মাশয়সংসৃতির্ভবেৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

হে ভূমন্! শ্রেষ্ঠদর্শন আপনার নিকট এই সাক্ষাৎকারের পর আর কি বর প্রার্থনা করিব, যাঁহাকে দর্শন করিলে মানব পূর্ণকাম অর্থাৎ সকলানন্দসমূহস্বরূপ সত্যকাম অর্থাৎ যথেচ্ছু হইয়া থাকে। তথাপি পূর্ণকামাভিবর্ষী হইতে একটি বর প্রার্থনা করি। ভগবানে ও তদ্‌ভক্তবৃন্দে ও আপনাতে যেন অচলা ভক্তি থাকে। ৩৩-৩৪

সূত বলিলেন, মুনি কর্ত্তৃক পূজিত ও সুমধুর বাক্যে স্তুত হইয়া এবং ভবানীকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া শিব তাহাকে বলিলেন। ৩৫

হে মহর্ষে! তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি অধোক্ষজ বিষ্ণুতে ভক্তিমান্। কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত তোমার পবিত্র যশঃ ও অজরত্ব অমরত্ব, ত্রৈকালিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হউক ও পুরাণাচার্য্যত্ব তোমার হউক। ৩৬-৩৭

সূত বলিলেন, ত্রিলোচন ঈশ্বর মার্কণ্ডেয় ঋষিকে এইরূপ বর দান করিয়া দেবীর নিকট ঐ মুনি পূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্ম বর্ণন করিতে করিতে গমন করিলেন। ৩৮

ভার্গবশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় ঋষিও মহাযোগমহিমা প্রাপ্ত হইয়া ও হরির একান্ত প্রিয় ভক্ত হইয়া এখনও বিচরণ করিয়া থাকেন। ৩৯

মার্কণ্ডেয় ঋষি যেরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত মায়াবৈভব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ৪০

কোন কোন অবিদ্বান্ লোকেরা অনাদিকাল আবর্ত্তিত এই মায়াবৈভবকে না জানিয়া ইহাকে কাদাচিৎক প্রলয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ৪১

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি চক্রপাণি নারায়ণের প্রভাবযুক্ত এই বর্ণিত বিবরণ শ্রবণ করেন ও যিনি শ্রবণ করান, ইঁহারা উভয়ে তুল্য ফলভাগী হয়েন, তাঁহাদের আর কর্ম্মবাসনাকৃত সংসার হয় না। ৪২

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ।

অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তমম্। সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্ ভাগবত তত্ত্ববিৎ ॥১॥

তান্ত্রিকাঃ পরিচর্য্যায়াং কেবলস্য শ্রিয়ঃ পতেঃ। অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ ॥২॥

তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্। যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্ত্যো যায়াদমর্ত্ত্যতাম্ ॥৩॥

সূত উবাচ।

নমস্কৃত্য গুরূন্ বক্ষ্যে বিভূতীর্বৈষ্ণবীরপি। যাঃ প্রোক্তাবেদতন্ত্রাভ্যামাচার্য্যৈঃ পদ্মজাদিভিঃ ॥৪॥

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্ ॥৫॥

এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃশিরোনভঃ।
নাভিঃ সূর্য্যোঽক্ষিণীনাসেবায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ ॥৬॥

প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ। তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রো ভ্রুবৌ যমঃ ॥৭॥

লজ্জোত্তরোঽধরো লোভোদন্তাজ্যোৎস্নাস্ময়োভ্রমঃ।
রোমাণি ভূরুহা ভূম্নো মেঘাঃ পুরুষমূর্দ্ধজাঃ ॥ ৮ ॥

যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্থয়া মিতঃ। তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া ॥৯॥

কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ। তৎপ্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ ॥১০॥

শৌনক বলিলেন, হে ভাগবত! অনন্তর এই বিষয় বহু বিজ্ঞ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ, সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তে তুমি তত্ত্ববিৎ। ১

কেবল চৈতন্যমাত্র শ্রীপতি নারায়ণের তান্ত্রিক উপাসকেরা উপাসনাকালে অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র ভূষণাদির যেমন যেমন কল্পনা করেন, তাহা আমাদিগকে বর্ণনা কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা ক্রিয়াযোগ জানিতে চাই; যে ক্রিয়ানিপুণতা দ্বারা মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২-৩

সূত বলিল, বেদ ও তন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাদি আচার্য্যগণ যাহা বলিয়াছেন, গুরুগণকে নমস্কার করিয়া সেই বিভূতি বর্ণন করিব। ৪

প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই নয়টি তত্ত্ব এবং ষোড়শ বিকার (একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত) মায়ানির্ম্মিত বিরাট, সেই চৈতন্যাধিষ্ঠিত বিরাট মূর্ত্তিতে ভুবনত্রয় দৃষ্ট হয়। ৫

ইহাই পৌরুষ রূপ, পৃথিবী ইঁহার পাদদ্বয়, স্বর্গলোক ইঁহার মস্তক, আকাশ ইঁহার নাভি, সূর্য্য ইঁহার চক্ষু, বায়ু ইঁহার নাসা ও দিক্ ইঁহার কর্ণ। ৬

প্রজাপতি ইঁহার মেঢ়, মৃত্যু ইঁহার পায়ু, লোকপালগণ ইঁহার বাহু, চন্দ্র ইঁহার মনঃ, যম ইঁহার ভ্রূদ্বয়, লজ্জা ও লোভ অধরদ্বয়, জ্যোৎস্না ইঁহার দন্ত, ভ্রম ইঁহার হাস্য, বৃক্ষ সকল ইঁহার রোম ও মেঘগণ এই বিরাটের কেশ। ৭-৮

এই ভূলোকস্থ মানব যতটা পরিমাণযুক্ত অর্থাৎ যেমন স্বীয় সপ্তবিতস্তি পরিমিত, সেইরূপ এই বিরাট পুরুষও লোকসংস্থা দ্বারা স্বীয় সপ্তবিতস্তি-পরিমিত। ৯

ইনি কৌস্তুভ ব্যপদেশে আত্মজ্যোতিঃ ধারণ করেন, এবং তাহার প্রভা-রূপ শ্রীবৎস বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। ১০

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ। বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎস্বরম্ ॥১১॥
বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে। মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্ ॥১২॥
অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ। ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে ॥১৩॥
ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ। অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্ ॥১৪॥
নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম্ম তমোময়ম্। কালরূপং ধনুঃ শার্ঙ্গং তথা কর্ম্মময়েষুধিম্ ॥১৫॥
ইন্দ্রিয়াণি শরানাহুরাকূতীরস্য স্যন্দনম্। তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্ ॥১৬॥
মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষাসংস্কার আত্মনঃ। পরিচর্য্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ ॥১৭॥
ভগবান্ ভগশব্দার্থং লীলাকমলমুদ্বহন্। ধর্ম্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যজনেঽভজৎ ॥১৮॥
আতপত্রন্তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্। ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পূরুষম্ ॥১৯॥
অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ। বিষ্বক্সেনস্তন্ত্রমূর্ত্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ।
নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যাহরের্গুণাঃ ॥২০॥
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্। অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্ত্তির্ব্যূহোঽভিধীয়তে ॥২১॥

বনমালা-রূপ নানা গুণময়ী স্বীয় মায়াকে ধারণ করেন এবং ছন্দোময় পীতবাস ও ব্রহ্মসূত্র-রূপ ত্রিমাত্র প্রণব ধারণ করেন। ১১

আর মকরকুণ্ডলরূপ সাংখ্য ও যোগ এবং শিরোভূষণরূপ সর্ব্বলোকনমস্কৃত ব্রহ্মলোক ধারণ করেন। ১২

অনন্ত নামক অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রধান ইঁহার আসন, যাহাতে ইনি উপবেশন করিয়া আছেন। ধর্ম্মজ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণ ইঁহার পদ্ম। ১৩

তেজ সাহস ও বলযুক্ত প্রাণতত্ত্বরূপ গদা ইনি ধারণ করেন, জলতত্ত্বরূপ শঙ্খ ও তেজস্তত্ত্বরূপ সুদর্শন ইনি ধারণ করেন। ১৪

আকাশের ন্যায় নির্ম্মল অসি—আকাশতত্ত্ব, তমোময় চর্ম্ম, কালরূপ শার্ঙ্গ ধনুঃ এবং কর্ম্মময় ইঁহার ইষুধি। ১৫

ইন্দ্রিয়গণ ইঁহার শর, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন ইঁহার রথ, তন্মাত্রগণ ইঁহার অভিব্যক্তি, মুদ্রা (বর অভয় প্রভৃতি) দ্বারা তত্তৎ ক্রিয়াকারিতা ভাবনা করিবে, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ১৬

সূর্য্যমণ্ডল এই দেবপূজার স্থান বলিয়া ভাবনা করিবে, এবং দীক্ষা-সংস্কার অর্থাৎ নিজের গুরুকৃত মন্ত্রদীক্ষাই তাঁহার পূজা করিবার যোগ্যতা বলিয়া ভাবনা করিবে, এবং ভগবানের পরিচর্য্যাতে আপনার পাপক্ষয় বলিয়া ভাবনা করিবে। ১৭

ভগবান্—এই ভগ শব্দের অর্থ—ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণরূপ লীলাকমল ধারণ করেন, এবং ভগবানের ধর্ম্মও যশোরূপ চামরব্যজন। ১৮

হে দ্বিজগণ! বৈকুণ্ঠ ইঁহার আতপত্র (ছত্র), অকুতোভয় (কৈবল্যই) ইঁহার গৃহ, অথবা ব্রাহ্মণগণ ইঁহার অকুতোভয় গৃহ, বেদত্রয় ইঁহার গরুড়রূপ বাহন, স্বয়ং পুরুষই যজ্ঞরূপ। ১৯

ভগবতী শ্রী আত্মরূপ নারায়ণের অনপায়িনী শক্তি, পার্ষদাধিপ বিষ্বক্সেন পঞ্চরাত্রাদ্যাগমরূপ বলিয়া জানা যায়। নন্দ-সুনন্দাদি আট জন দৌবারিক হরির অণিমা-লঘিমা প্রভৃতি গুণ। ২০

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি পুরুষ-মূর্ত্তি, হে ব্রহ্মন্! ইঁহার মূর্ত্তিব্যূহ বলিয়া অভিহিত হয়। ২১

স বিশ্বস্তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ। অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিভাব্যতে ॥২২॥
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পৈর্ভগবাংস্তচ্চতুষ্টয়ম্। বিভর্ত্তি স্ম চতুর্মূর্ত্তির্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥২৩॥

দ্বিজঋষভ স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্ স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া চ স্বয়ৈতৎ।
সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎপরৈরাত্মলভ্যঃ ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীততীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥২৫॥

য ইদং কল্য উত্থায় মহাপুরুষলক্ষণম্। তচ্চিত্তঃ প্রয়তো জপ্ত্বা ব্রহ্ম বেদ গুহাশয়ম্ ॥২৬॥

শ্রীশৌনক উবাচ।

শুকো যদাহ ভগবান্ বিষ্ণুরাতায় শৃণ্বতে। সৌরা গণো মাসি মাসি নানা বসতি সপ্তকঃ ॥২৭॥
তেষাং নামানি কর্ম্মাণি নিযুক্তানামধীশ্বরৈঃ। ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ ॥২৮॥

সূত উবাচ।

অনাদ্যবিদ্যয়া বিষ্ণোরাত্মনঃ সর্ব্বদেহিনাম্। নির্ম্মিতো লোকতন্ত্রোঽয়ং লোকেষু পরিবর্ত্ততে ॥২৯॥
এক এব হি লোকানাং সূর্য্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ। সর্ব্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ ॥ ৩০ ॥

কালো দেশঃ ক্রিয়া কর্ত্তা করণং কার্য্যমাগমঃ।
দ্রব্যং ফলমিতি ব্রহ্মন্ নবধোক্তোঽজয়া হরিঃ ॥৩১॥

সেই ভগবান্ নারায়ণ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাতে) বাহ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়, আশয় ও জ্ঞান দ্বারা বিশ্ব, তৈজস্, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় বলিয়া পরিভাষিত হয়েন। ২২

অঙ্গ-উপাঙ্গাদিযুক্ত ভগবান্ হরি বাসুদেবাদি চতুর্ম্মূর্ত্তি হইয়া বিশ্বাদি চতুষ্টয় ভাব ধারণ করেন এবং তাহা হইলেও তিনি ভগবান্ ঈশ্বর। ২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই ভগবান্ বিষ্ণু বেদের কারণ, সর্ব্বত্র দ্রষ্টা ও স্বীয় মহিমাতে পরিপূর্ণ। ইনি নিজ মায়া দ্বারা এই জগৎকে সৃজন, পালন ও সংহার করেন, এই জন্য ব্রহ্মাদি নাম দ্বারা অনাচ্ছন্ন জ্ঞান হইলেও ভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় শাস্ত্রে নিরুক্ত হইয়াছেন, তৎপরগণ আত্মরূপে ইহাকে লাভ করেন। ২৪

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ! হে পৃথিবীদ্রোহি-রাজন্যবংশদহন! হে অক্ষীণবীর্য্য! হে গোবিন্দ! হে গোপবনিতাসমূহ ও ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিতযশা! হে শ্রবণমঙ্গল! ভৃত্যবর্গকে রক্ষা কর। ২৫

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই মহাপুরুষলক্ষণকে তদ্গতচিত্তে শুচি হইয়া জপ করে, সে হৃদিস্থ ব্রহ্মকে জানিতে পারে। ২৬

শৌনক বলিলেন, পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, মাসে মাসে নানাবিধ সপ্তক সৌরগণ বাস করেন, ঈশ্বরনিযুক্ত তাহাদের নাম ও কর্ম্ম শ্রদ্ধাশীল আমাদের নিকট বলুন ও সূর্য্যাত্মা হরির বিভাগ বলুন। ২৭-২৮

সূত বলিলেন, সর্ব্বদেহীর আত্মারূপ বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা দ্বারা এই লোকযাত্রাপ্রবর্ত্তক সূর্য্য, লোকেতে বর্ত্তমান আছেন। লোকের আত্মা ও সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র হরিই সূর্য্য, সকল বেদোক্ত ক্রিয়ার মূল, ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহুরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ২৯-৩০

সেই নারায়ণ সূর্য্য মায়া দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, মন্ত্র, দ্রব্য, ফল এই নয়টি প্রকারে কীর্ত্তিত হয়েন। ৩১

মধ্বাদিষু দ্বাদশসু ভগবান্ কালরূপধৃক্। লোকতন্ত্রায় চরতি পৃথগ্দ্বাদশভির্গণৈঃ ॥৩২॥
ধাতা কৃতস্থলী হেতির্বাসুকী রথকৃন্মুনে। পুলস্ত্যস্তুম্বুরুরিতি মধুমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৩৩॥
অর্য্যমা পুলহোঽথৌজাঃ প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী। নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়ন্ত্যেতে স্ম মাধবম্ ॥৩৪॥
মিত্রোঽত্রিঃ পৌরুষেয়োঽথ তক্ষকো মেনকাহহাঃ। রথস্বন ইতি হ্যেতে শুক্রমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৩৫॥
বসিষ্ঠো বরুণো রম্ভা সহজন্যস্তথা হুহূঃ। শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব শুচিমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৩৬॥
ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ। প্রম্লোচা রাক্ষসো বর্য্যো নভোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৩৭॥
বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো ভৃগুঃ। অনুম্লোচা শঙ্খপালো নভস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥৩৮॥
পূষা ধনঞ্জয়ো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিস্তথা। ঘৃতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৩৯॥
ঋতুর্বর্চ্চা ভরদ্বাজঃ পর্জ্জন্যঃ সেনজিৎ তথা। বিশ্ব ঐরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥৪০॥
অথাংশুঃ কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্ব্বশী। বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশঙ্খঃ সহোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৪১॥
ভগঃ স্ফূর্জোঽরিষ্টনেমিরূর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ। কর্কোটকঃ পূর্ব্বচিত্তিঃ পুষ্যমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৪২॥
ত্বষ্টা ঋচীকতনয়ঃ কম্বলশ্চ তিলোত্তমা। ব্রহ্মাপেতোঽথ শতজিদ্ধৃতরাষ্ট্র ইষম্ভরাঃ ॥৪৩॥

কালরূপধারী আদিত্য লোকযাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্ত চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ গণের সহিত বিচরণ করেন। ৩২

ধাতা নামে সূর্য্য, কৃতস্থলী অপ্সরা, হেতি নামে রাক্ষস, বাসুকি নাগ, রথকৃৎ যক্ষ, পুলস্ত্য ঋষি ও তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব, এই সাত গণ চৈত্র মাসে বিচরণ করেন। ৩৩

অর্য্যমা সূর্য্য, পুলহ ঋষি, যক্ষ, প্রহেতি রাক্ষস, পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরা, নারদ গন্ধর্ব্ব, কচ্ছনীর নাগ, ইঁহারা বৈশাখ মাসে বিচরণ করেন। ৩৪

মিত্র, সূর্য্য, অত্রি ঋষি, পৌরুষেয় রাক্ষস, তক্ষক নাগ, মেনকা অপ্সরা, হাহানামে গন্ধর্ব্ব ও রথস্বন্ যক্ষ ইঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুবর্ত্তন করেন। ৩৫

বশিষ্ঠ ঋষি, বরুণ নামে সূর্য্য, রম্ভা অপ্সরা, সহজন্য রাক্ষস, হুহূ গন্ধর্ব্ব, শুক্র নাগ ও চিত্রস্বন যক্ষ আষাঢ় মাসে বিচরণ করেন। ৩৬

ইন্দ্র সূর্য্য, বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব, শ্রোতা যক্ষ, এলাপত্র নাগ, অঙ্গিরা ঋষি, প্রম্লোচা অপ্সরা, চর্য্য রাক্ষস এই সপ্তগণ শ্রাবণ মাসে বিচরণ করেন। ৩৭

বিবস্বান্ সূর্য্য, উগ্রসেন, গন্ধর্ব্ব, ব্যাঘ্রনামা রাক্ষস, ভৃগু ঋষি, অনুম্লোচা অপ্সরা, শঙ্খপাল নাগ এই সপ্তগণ ভাদ্রমাসে বিচরণ করেন। ৩৮

পূষা নামে সূর্য্য, ধনঞ্জয় নাগ, বাত রাক্ষস, সুষেণ গন্ধর্ব্ব, সুরুচি যক্ষ, ঘৃতাচী অপ্সরা, গৌতম ঋষি, ইঁহারা মাঘমাসে বিচরণ করেন। ৩৯

ঋতু নামে রাক্ষস, ভরদ্বাজ ঋষি, পর্জ্জন্য সূর্য্য, শ্যেনজিৎ অপ্সরা, বিশ্ব গন্ধর্ব্ব, ঐরাবত নাগ, ইঁহারা ফাল্গুন মাসে বিচরণ করেন। ৪০

অংশু সূর্য্য, কশ্যপ ঋর্ষি, তার্ক্ষ্য যক্ষ, ঋতসেন গন্ধর্ব্ব, উর্ব্বশী অপ্সরা, বিশ্বচক্র রাক্ষস, মহাশঙ্খ নাগ ইঁহারা অগ্রহায়ণ মাসে বিচরণ করেন। ৪১

ভগ সূর্য্য, স্ফূর্জ্জ রাক্ষস, অরিষ্টনেমি গন্ধর্ব্ব, ঊর্ণ যক্ষ, আয়ু ঋষি, কর্কোটক নাগ, পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরা ইঁহারা পৌষমাসে বিচরণ করেন। ৪০

ত্বষ্টা সূর্য্য, জমদগ্নি ঋষি, কম্বলাশ্ব নাগ, তিলোত্তমা অপ্সরা, ব্রহ্মাপেত রাক্ষস, শতজিৎ যক্ষ, ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্ব্ব, ইঁহারা আশ্বিন মাসে বিচরণ করেন। ৪৩

বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্য্যবর্চ্চাশ্চ সত্যজিৎ। বিশ্বামিত্রো মখাপেত ঊর্জ্জমাসং নয়ন্ত্যমী ॥৪৪॥
এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ। স্মরতাং সন্ধ্যয়োর্নৃণাং হরন্ত্যংহো দিনে দিনে ॥৪৫॥
দ্বাদশস্বপি মাসেষু দেবোঽসৌ ষড়্ভিরস্য বৈ। চরন্ সমন্তাৎ তনুতে পরত্রেহ চ সম্মতিম্ ॥৪৬॥
সামর্গ্‌যজুর্ভিস্তল্লিঙ্গৈর্ঋষয়ঃ সংস্তুবন্ত্যমুম্। গন্ধর্ব্বাস্তং প্রগায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপ্সরসোঽগ্রতঃ ॥৪৭॥
উন্নহ্যন্তি রথং নাগা গ্রামণ্যো রথযোজকাঃ। চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈর্ঋতা বলশালিনঃ ॥৪৮॥
বালখিল্যাঃ সহস্রাণি ষষ্টির্ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ। পুরতোঽভিমুখং যান্তি স্তুবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্ ॥৪৯॥
এবং হ্যনাদিনিধনো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। কল্পে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যূহ্য লোকানবত্যজঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে আদিত্যব্যূহবিবরণং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিষ্ণু সূর্য্য, অশ্বতর নাগ, রম্ভা অপ্সরা, সূর্য্যবর্চ্চ গন্ধর্ব্ব, সত্যজিৎ যক্ষ, বিশ্বামিত্র ঋষি, মখাপেত রাক্ষস ইঁহারা কার্ত্তিক মাসে বিচরণ করেন। ৪৪

আদিত্যরূপী বিষ্ণুর এই সকল বিভূতি যাঁহারা প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের দিনে দিনে পাপক্ষয় হয়। ৪৫

এই সূর্য্যদেব গন্ধর্ব্বাদি ছয় জনের সহিত দ্বাদশ মাসেই এই লোকের সর্ব্বত্র বিচরণ করতঃ লোকের ইহকালে ও পরকালে শুভবুদ্ধি প্রদান করেন। ৪৬

ঋষিগণ সূর্য্যপ্রকাশক সাম, ঋক্, যজু মন্ত্র দ্বারা ইঁহাকে স্তব করেন, গন্ধর্ব্বেরা ইঁহার গুণগান করেন, অপ্সরোগণ ইঁহার অগ্রে নৃত্য করেন। ৪৭

নাগগণ ইঁহার রথকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করেন, যক্ষগণ ইঁহার রথযোজনা করেন, এবং বলশালী রাক্ষসেরা পৃষ্ঠে করিয়া রথ চালনা করেন। ৪৮

ষষ্টিসহস্র নিষ্পাপ বালখিল্য ব্রহ্মর্ষিরা ইঁহার রথের অগ্রে ইঁহারই অভিমুখ হইয়া গমন করেন এবং নানাবিধ স্তোত্রের দ্বারা বিভুকে স্তব করেন। ৪৯

অনাদি অনন্ত ভগবান্ ঈশ্বর হরি, এইরূপে কল্পে কল্পে স্বীয় আত্মাকে বিভাগ করিয়া লোকসকলকে প্রতিপালন করেন। ৫০

বিবৃতি—বিষ্ণুপুরাণে ক্রমান্বয়েই মাস সকল দেওয়া আছে, এই স্থানে ঐ ক্রম কূর্ম্মপুরাণানুসারে লজ্যিত হইয়াছে, কূর্ম্মপুরাণে ইহা বিভাগ করিয়া বিবৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। ৪৫

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

সূত উবাচ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥১॥
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা বিষ্ণোশ্চরিতমদ্ভুতম্। ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টো নরাণাং পুরুষোচিতম্ ॥২॥
অত্র সংকীর্ত্তিতঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ।
নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৩॥
অত্র ব্রহ্ম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্। জ্ঞানঞ্চ তদুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুতম্ ॥৪॥
ভক্তিযোগঃ সামাখ্যাতো বৈরাগ্যঞ্চ তদাশ্রয়ম্। পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব চ ॥৫॥
প্রায়োপবেশো রাজর্ষেবিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ। শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ ॥৬॥
যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ। অবতারানুগীতঞ্চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ ॥৭॥
বিদুরোদ্ধবসংবাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ। পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ ॥৮॥
ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে। ততো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ ॥৯॥
কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ। ভুব উদ্ধরণেঽম্ভোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যথা ॥১০॥
ঊর্দ্ধতির্য্যগবাক্সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ। অর্দ্ধনারীনরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥১১॥

সূত বলিলেন, মহান্ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সকলকে বলিব। ১

আপনারা মানবগণের শ্রবণযোগ্য যাহা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই সেই বিষ্ণুর অদ্ভুত চরিত্র আপনাদিগের নিকট বলিয়াছি। ২

এই পুরাণে সর্ব্বপাপহারী সাত্বতপতি ভগবান্ নারায়ণ হৃষীকেশ হরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৩

এই পুরাণে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ গুহ্য পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন এবং অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধন কথিত হইয়াছে। ৪

এবং ভক্তিযোগ ও ভক্তিযোগনিষ্পাদিত বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে, পরীক্ষিতের উপাখ্যান ও নারদের উপাখ্যান, বিপ্রশাপে রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, এবং রাজর্ষি শুকদেবের ও পরীক্ষিতের সংবাদও কথিত হইয়াছে। ৫-৬

রাজা পরীক্ষিতের যোগসাধনা দ্বারা প্রাণত্যাগ, এবং ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ, অবতারানুকীর্ত্তন ও মহদাদিক্রমে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। ৭

বিদুরোদ্ধব-সংবাদ, বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ, পুরাণ-সংহিতা প্রশ্ন, মহাপুরুষ সংস্থান, তাহার পর প্রাকৃতিক সর্গ এবং মহদাদি সপ্ত বৈকৃতিক সর্গ, পরে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি ও বিরাট পুরুষের স্বরূপ বর্ণন হইয়াছে। ৮-৯

স্থূল সূক্ষ্ম কালের গতি, পদ্মোৎপত্তি, সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার, যে সময়ে হিরণ্যাক্ষ বধ হয়, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ১০

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সৃষ্টি ও রুদ্র সৃষ্টি, অর্দ্ধনারীনরের সৃষ্টি, অনন্তর স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। ১১

শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা। সন্তানো ধর্ম্মপত্নীনাং কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥১২॥
অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ। দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা ॥১৩॥
নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্। ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥১৪॥
নারদস্য চ সংবাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ। নাভেস্ততোঽনুচরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ ॥১৫॥
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং গিরিনদ্যুপবর্ণনম্। জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ ॥১৬॥
দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাঞ্চ সন্ততিঃ। যতো দেবাসুরনরাস্তির্য্যঙ্‌নগখগাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥
ত্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ। দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥১৮॥
মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণম্। মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কৌর্ম্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনঞ্চ জগৎপতেঃ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্ ॥ ২০ ॥

দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্ত্তনম্। ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥২১॥
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ। সূর্য্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃগাদয়ঃ ॥২২॥
সৌকন্যঞ্চাথ শর্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ। খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ ॥২৩॥
রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্। নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাঞ্চ সম্ভবঃ ॥২৪॥

স্ত্রীগণের মধ্যে আদ্যা ও উত্তমা প্রকৃতি শতরূপা বর্ণিত হইয়াছেন, ধর্ম্মপত্নীগণের সন্তান বর্ণন, কর্দ্দম প্রজাপতি হইতে ভগবান্ কপিল দেবের অবতার এবং কপিলের দেবহূতির সহিত সংবাদ। ১২-১৩

নবব্রহ্মসমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুবচরিত্র, পরে প্রাচীনবর্হি পৃথুর চরিত্র বর্ণন হইয়াছে। ১৪

নারদসম্বাদ, প্রিয়ব্রত-চরিত্র, নাভিরাজার চরিত্র ও ভরতচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ১৫

তাহার পর দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদীর বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান, পাতাল ও নরকের স্থান বর্ণন। ১৬

প্রচেতাগণ হইতে দক্ষের জন্ম, এবং দক্ষকন্যাসন্ততি বর্ণন, যাহা হইতে দেবতা, অসুর, নর, তির্য্যক্, নগ, খগাদির উৎপত্তি হইয়াছে। ১৭

বৃত্রাসুরের জন্ম ও বিনাশ, হে ব্রাহ্মণগণ! তাহার পর দিতির দুই পুত্রের জন্ম ও নিধন, মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত্রবর্ণন উক্ত হইয়াছে। ১৮

মন্বন্তরকথন, গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তরাবতার, বিষ্ণুর হয়শীর্ষাদি অবতার, জগৎপতির মৎস্য, কূর্ম্ম, নরসিংহ ও বামনাদি অবতার বর্ণন, দেবতাদিগের অমৃতাহরণার্থ ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন বর্ণন। ১৯-২০

দেবাসুর মহাযুদ্ধ, রাজবংশ কীর্ত্তন, ইক্ষ্বাকুর জন্ম ও তাঁহার বংশকথন, মহাত্মা সুদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ২১

এই পুরাণে ইলোপাখ্যান বলা হইয়াছে, এবং তারোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সূর্য্যবংশের কথন, শশাদা নৃগাদির বর্ণন, এবং সুকন্যার উপাখ্যান, যযাতি, ককুৎস্থ, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি, সগর, কোশলেন্দ্র রামচন্দ্র প্রভৃতির পাপনাশক চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, নিমির শরীর পরিত্যাগ ও জনক-উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ২২-২৪

রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং ভুবঃ। ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ ॥২৫॥
দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎসুতস্য চ। যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশোঽনুকীর্ত্তিতঃ ॥২৬॥
যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ। বসুদেবগৃহে জন্ম ততো বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে ॥২৭॥
তস্য কর্ম্মাণ্যপারাণি কীর্ত্তিতান্যসুরদ্বিষঃ। পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ ॥২৮॥
তৃণাবর্ত্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ। অঘাসুরবধো ধাত্রা বৎসপালাবগূহনম্ ॥২৯॥
ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ। গোপানাঞ্চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ ॥৩০॥
দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্। ব্রতচর্য্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ ॥৩১॥
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাঞ্চানুতাপনম্। গোবর্দ্ধনোদ্ধারণঞ্চ শক্রস্য সুরভেরথ ॥ ৩২ ॥
যজ্ঞাভিষেকং কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু। শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ ॥৩৩॥
অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ। ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ ॥৩৪॥
গজমুষ্টিকচাণূরকংসাদীনাং তথা বধঃ। মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ ॥৩৫॥
মথুরায়াং নিবসতা যদুচক্রস্য যৎ প্রিয়ম্। কৃতমুদ্ধবরামভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ ॥৩৬॥
জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ। ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যা নিবেশনম্ ॥৩৭॥
আদানং পারিজাতস্য সুধর্ম্মায়াঃ সুরালয়াৎ। রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ ॥৩৮॥

ভার্গবেন্দ্র রামের পৃথিবীর নিঃক্ষত্রীকরণ, ঐল, সোমবংশজাত ও নহুষপুত্র যযাতির কথা, দুষ্মন্তনন্দন ভরতের, শান্তনু ও তৎপুত্রের, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ কীর্ত্তন, যে যদু-বংশে জগদীশ্বর কৃষ্ণাখ্য ভগবানের বসুদেব-গৃহে জন্ম এবং তাঁহার গোকুলে বৃদ্ধি কথিত হইয়াছে, সেই ভগবান্ অসুরদ্বেষী কৃষ্ণের অশেষ কর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, পূতনার প্রাণসহ স্তন্যপান, শিশুর শকটোচ্চাটন বর্ণিত হইয়াছে এবং তৃণাবর্ত্ত, বক, বৎসাসুর বধ, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৎস ও বৎসপাল-চৌর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। ২৫-২৯

জ্ঞাতিবর্গসহ ধেনুকবধ, প্রলম্ববধ, বিস্তৃত দাবানল হইতে গোপগণের পরিত্রাণ, কালিয়দমন, নন্দকে মহাহি হইতে রক্ষা, গোপকন্যাগণের ব্রতচর্য্যা—যাহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, এই সকল বর্ণিত হইয়াছে। ৩০-৩১

যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ, ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ, গোবর্দ্ধনধারণ, ইন্দ্র ও সুরভি কর্ত্তৃক যজ্ঞাভিষেক, রজনীতে স্ত্রীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া, দুর্বুদ্ধি শঙ্খচূড়বধ, অরিষ্ট ও কেশিবধ বর্ণিত হইয়াছে। ৩২-৩৩

অক্রূরাগমন, পরে রামকৃষ্ণের প্রস্থান, অর্থাৎ মথুরায় গমন, ব্রজস্ত্রীগণের বিলাপ, তাহার পর মথুরাদর্শন বলা হইয়াছে। ৩৪

কুবলয়াপীড় হস্তী, মুষ্টিক, চাণূর ও কংসাদির বধ, সান্দীপনি গুরুর মৃতপুত্রের পুনরানয়ন কথিত হইয়াছে। মথুরাবাসী যদুগণের উদ্ধব ও রামসহ হরি কর্ত্তৃক প্রিয় আচরণ যাহা কৃত হইয়াছিল। ৩৫-৩৬

জরাসন্ধ-সমানীত বহু সৈন্যবধ, কালযবন-বধ, দ্বারকায় বাসস্থান নির্ণয় করিয়া তথায় সকলকে লইয়া অবস্থাপন। ৩৭

স্বর্গ হইতে পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্ম্মা সভা আনয়ন, শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণী-হরণ। ৩৮

হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্। প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণঞ্চ যৎ ॥৩৯॥
চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্ম্মতেঃ। শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ ॥৪০॥
মাহাত্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্। ভারাবতরণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্ ॥৪১॥
বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ। উদ্ধবস্য চ সংবাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ ॥৪২॥
যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্ম্মবিনির্ণয়ঃ। ততো মর্ত্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ ॥৪৩॥
যুগলক্ষণবৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ। চতুর্ব্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা ॥৪৪॥
দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষের্বিষ্ণুরাতস্য ধীমতঃ। শাখাপ্রণয়নমৃষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্য্যস্য জগদাত্মনঃ ॥৪৫॥
ইতি চোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টোঽহমিহাস্মি বঃ। লীলাবতারকর্ম্মাণি কীর্ত্তিতানীহ সর্ব্বশঃ ॥৪৬॥
পতিতঃ স্খলিতশ্চার্ত্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্। হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ॥৪৭॥
সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥৪৮॥
মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥৪৯॥

যুদ্ধে মহাদেবকে জৃম্ভিত করিয়া বাণাসুরের বাহুচ্ছেদন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি নরকাসুরকে বধ করিয়া তদানীত কন্যাগণের আহরণ। ৩৯

শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব ও দুর্ম্মতি দন্তবক্রবধ, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, ময়দানব ও পঞ্চজন প্রভাব ও তাহাদের বধবর্ণন, বারাণসীদাহন ও পাণ্ডবগণকে নিমিত্ত করিয়া ভারাবতরণ বর্ণিত হইয়াছে। ৪০-৪১

বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয় কুলের সংহার, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের অদ্ভুত সংবাদ, যে সংবাদে নিখিল আত্মবিদ্যা কথিত হইয়াছে ও কর্ম্মনির্ণয় বলা হইয়াছে, তাহার পর আত্মযোগানুসারে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। ৪২-৪৩

যুগলক্ষণ ও যুগবৃত্তি, কলিতে মানবগণের উপপ্লব অর্থাৎ উপদ্রব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদব্যাসের শাখাপ্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় মুনির সৎকথা, মহাপুরুষবর্ণন, জগদাত্মা সূর্য্যের দ্বাদশ মাসের বিন্যাস। ৪৪-৪৫

হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় এই আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম। এই পুরাণে ঈশ্বরের লীলাবতার ও কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিলাম। ৪৬

পতিত (কূপাদিতে), স্খলিত (সোপানাদিতে), দুঃখিত এবং হাঁচি দিয়া ও বিবশ হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি উচ্চৈঃস্বরে 'হরয়ে নমঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৪৭

শ্রুতপ্রভাব ভগবান্ অনন্ত সংকীর্ত্ত্যমান হইলে তিনি কীর্ত্তনকারী মানবের চিত্তে প্রবেশ করিয়া নিঃশেষরূপে দুঃখ দূর করেন এবং যেমন অতি বায়ু মেঘকে দূর করে, সেইরূপ। যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই, সে কথা মিথ্যা ও অসৎ। কিন্তু তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহাই পুণ্য, যাহা হইতে ভগবানের গুণের উদয় হয়। ৪৮-৪৯

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥৫০॥
ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং নতু হংসসেবিতং যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥৫১॥
তদ্‌বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥৫২॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নহ্যর্পিতং কর্ম্ম যদপ্যনুত্তমম্ ॥৫৩॥
যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্মযোর্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি সমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥৫৫॥
যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্।
নারায়ণং দেবমদেবমীশমজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য ॥ ৫৬ ॥

তাহাই রমণীয়, রুচির ও নব নব এবং তাহাই চিরন্তন মনের মহোৎসব, তাহাই মানবগণের শোকার্ণবশোষক, যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান হইয়া থাকে। ৫০

বিচিত্র পদবিন্যাসযুক্ত হইলেও যে বাক্য জগৎপবিত্রকারী হরির যশঃ প্রকাশ করে না, সেই বাক্য কাকতীর্থ তুল্য, তাহাকে হংসগণ (জ্ঞানীরা) সেবা করেন না, যে বাক্যে অচ্যুতপ্রসঙ্গ হয়, তাহাতেই নির্ম্মল সাধুগণ আনন্দ লাভ করেন। ৫১

তাহাই প্রকৃতবাক্য প্রয়োগ, যাহা জনসমূহের পাপনাশক, যে হেতুক যে বাক্যের প্রতিশ্লোকে অবরুদ্ধরূপে অনন্তের যশোঽঙ্কিত নাম সকল বিস্তৃত আছে, তাহাই সাধুরা শ্রবণ করেন, গান করেন এবং স্তব করেন। ৫২

অচ্যুতভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্যও শোভা পায় না, এবং তৎপ্রকাশক নির্ম্মল জ্ঞান ও অচ্যুতভক্তি বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, সর্ব্বোত্তম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে তাহাও দুঃখাত্মক; সুতরাং তাহার উত্তমতা হয় না। ৫৩

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে পরিশ্রম, সে কেবল কীর্ত্তি ও সম্পদের নিমিত্ত; পরন্তু উহা পুরুষার্থ নহে। ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণাদি দ্বারা যে শ্রীধরপাদপদ্মের অবিস্মৃতি হয়, উহাই পরম পুরুষার্থ। ৫৪

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অবিস্মৃতিই অশুভসকল নাশ করে এবং মঙ্গল বিস্তার করে, সত্ত্বশুদ্ধি এবং পরমাত্মভক্তি ও বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান সম্পন্ন করে। ৫৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্য-যুক্ত, যেহেতুক আপনারা সকলের অন্তর্য্যামিরূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর নারায়ণদেবকে নিরন্তর তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া ভজনা করিতেছেন। ৫৬

অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ সদস্যৃষীণাং মহতাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥৫৭॥
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ। মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য সর্ব্বাশুভবিনাশনম্ ॥৫৮॥
য এতৎ শ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ। শ্লোকমেকং তদর্দ্ধং বা পাদং পাদার্দ্ধমেব বা।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুনাত্যাত্মানমেব সঃ ॥৫৯॥
দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বা শৃণ্বন্নায়ুষ্যবান্ ভবেৎ। পঠত্যনশ্নন্ প্রয়তঃ পূতো ভবতি পাতকাৎ ॥৬০॥
পুষ্করে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং যতাত্মবান্। উপোষ্য সংহিতামেতাং পঠিত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥৬১॥
দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ। যচ্ছন্তি কামান্ গৃণতঃ শৃণ্বতো যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥৬২॥
ঋচোযজূংষি সামানি দ্বিজোঽধীত্যানুবিন্দতে। মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাশ্চ তৎফলম্ ॥৬৩॥
পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রয়তো দ্বিজঃ। প্রোক্তং ভগবতা যত্তু তৎপদং পরমং ব্রজেৎ ॥৬৪॥
বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥৬৫॥
কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ ॥৬৬॥

আমিও আপনাদের কথায় আত্মতত্ত্ব স্মরণ করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশকালে শ্রবণকারী মহর্ষিগণের সভায় পরম ঋষি শুকদেবের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছিলাম। ৫৭

হে বিপ্রগণ! কীর্ত্তনীয়কর্ম্মা সর্ব্বাশুভবিনাশকারী মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য এই আমি আপনাদিগকে বলিলাম। ৫৮

যে ব্যক্তি এক প্রহরকাল বা ক্ষণমাত্রও ইহা অনন্যচিত্তে প্রতিদিন একটি শ্লোক বা তদর্দ্ধ, অথবা একপাদ কিম্বা পাদার্দ্ধ শ্রবণ করান, এবং যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করেন, তিনি নিজ দেহকে পবিত্র করেন, দ্বাদশী কিম্বা একাদশীতে শ্রবণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, অভুক্তাবস্থায় ইহা পাঠ করিলে পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ৫৯-৬০

পুষ্করে, মথুরায়, কিম্বা দ্বারকায় সংযতান্তঃকরণে উপবাসী থাকিয়া এই সংহিতা পাঠ করিলে ভয় হইতে মুক্ত হয়। ৬১

দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃ, মনু ও রাজগণ, যাঁহারা এই সংহিতায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংহিতাপাঠকের ও শ্রোতার কামনা সকল পূরণ করিয়া থাকেন। ৬২

ব্রাহ্মণ ঋক্ যজুঃ সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া যে মধুকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও ঘৃতকুল্যারূপ ফল লাভ করেন, এই পুরাণসংহিতা প্রযত্নভাবে অধ্যয়ন করিয়া সেই ফল লাভ করেন এবং ভগবান্ যে পরমপদের কথা বলিয়াছেন, সেই পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৬৩-৬৪

ব্রাহ্মণ এই পুরাণসংহিতা পাঠ করিলে জ্ঞান লাভ করেন, ক্ষত্রিয় সমুদ্রমেখলা পৃথিবী, বৈশ্য নিধিপতিত্ব লাভ করেন এবং শূদ্র পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয়েন। ৬৫

কলিকলুষনিহন্তা হরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতি পদে উচ্চারিত হয় নাই, কিন্তু এই পুরাণে প্রতি কথাপ্রসঙ্গে প্রতি পদে অশেষমূর্ত্তি ভগবানের নাম পরিপঠিত হইয়াছে। ৬৬

তমহমজমনন্তমাত্মতত্ত্বং　জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিম্ ।
দ্যুপতিভিরজশক্রশঙ্করাদ্যৈর্দুরবসিতস্তবমচ্যুতং　নতোঽস্মি ॥ ৬৭ ॥
উপচিতনবশক্তিভিঃ স্ব আত্মন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায় ।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায় ॥ ৬৮ ॥
স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশস্কন্ধার্থনিরূপণং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শঙ্করাদি দেবতা কর্ত্তৃক যাঁহার স্তোত্র সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হয় না, সেই অজ, অচ্যুত, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়ের কারণ, আত্মশক্তি আত্মতত্ত্বকে আমি নমস্কার করিতেছি। ৬৭

উদ্রিক্ত প্রকৃত্যাদি নবশক্তি দ্বারা (প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা) স্বীয় আত্মাতে উপরচিত স্থির ও জঙ্গম আলয় যাঁহার এবং উপলব্ধিমাত্র স্বরূপ যাঁহার, সেই সনাতন ঋষভ ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করি। ৬৮

স্বীয়মুখে পূর্ণচিত্ত, অনন্য ভাব, যিনি কাহারও বশীকৃত নহেন, সেই ভগবানের রুচির লীলায় আকৃষ্টচিত্ত যে ঋষি এই তত্ত্বপ্রদীপ পুরাণ-সংহিতাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল পাপ-নাশক ব্যাসপুত্র শুকদেবকে নমস্কার করিতেছি। ৬৯

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূত উবাচ।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥১॥

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়নান্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥২॥

পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিমস্য বাচ্যপ্রয়োজনে। দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেশ্চ নিবোধত ॥৩॥
ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্ব্বিংশতি শৈবকম্ ॥৪॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ। মার্কণ্ডং নব বহ্নিঞ্চ দশপঞ্চচতুঃশতম্ ॥৫॥
চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি চ। দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু ॥৬॥
চতুর্ব্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্। স্কান্দং শতং তথাচৈকং বামনং দশ কীর্ত্তিতম্ ॥৭॥
কৌর্ম্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দ্দশ। একোনবিংশং সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু ॥৮॥
এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ। তত্রাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে ॥ ৯ ॥

সূত বলিলেন, ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতারা যাঁহাকে দিব্য স্তোত্র দ্বারা স্তব করেন ও সামগগণ অঙ্গ, পদ, ক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদ দ্বারা যাঁহাকে গান করেন, এবং যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্গতচিত্তের দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করেন, এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতাকে নমস্কার করি। ১

পৃষ্ঠদেশে ভ্রাম্যমাণ সুন্দর মন্দর পর্ব্বতের পাষাণাগ্র দ্বারা কণ্ডূয়ন জন্য সুখে নিদ্রাশীল কমঠাকৃতি ভগবানের শ্বাসবায়ু আপনাদিগকে পালন করুন। সমুদ্রমন্থনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাঁহার সংস্কারবশে স্রোতোরূপে সমুদ্রজলের যাতায়াত অদ্যাপি নিরস্ত হয় নাই। ২

পুরাণসংখ্যা সমুদায়, বাক্যের বিষয় ও প্রয়োজন, তাঁহার দান ও দানের মাহাত্ম্য, এবং পাঠাদির মাহাত্ম্য এক্ষণে শ্রবণ করুন। ৩

ব্রহ্মপুরাণে দশসহস্র শ্লোক, পদ্মপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র, বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতিসহস্র, শিবপুরাণে চতুর্বিংশতিসহস্র, শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদপুরাণে পঞ্চবিংশতিসহস্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নবসহস্র, অগ্নিপুরাণে চতুঃশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র।৪-৫

ভবিষ্যপুরাণে চতুর্দ্দশসহস্র ও পঞ্চশত শ্লোক, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অষ্টাদশসহস্র, লিঙ্গপুরাণে একাদশ সহস্র। ৬

বরাহপুরাণে চতুর্বিংশতিসহস্র, স্কন্দপুরাণে এক-শতাধিক একাশীতিসহস্র, বামনপুরাণে দশসহস্র। ৭

কূর্ম্মপুরাণে সপ্তদশসহস্র, মৎস্যপুরাণে চতুর্দ্দশ সহস্র, গরুড়পুরাণে একোনবিংশতিসহস্র, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে দ্বাদশসহস্র শ্লোক বিদ্যমান। ৮

এইরূপে উক্ত পুরাণসকল চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশসহস্র। ৯

ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে। স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥১০॥
আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্। হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্ ॥ ১১ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥১২॥
প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্। দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥
রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে। যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্ ॥১৪॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥১৫॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥১৬॥
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা। তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥১৭॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥১৮॥
কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতস্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমিহি ॥১৯॥

পূর্ব্বকালে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বয়ং ভগবান্ নাভিপদ্মে অবস্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে করুণা-পরতন্ত্র হইয়া প্রদান করিয়াছিলেন। ১০

ইহার আদি, মধ্য ও অবসানে বৈরাগ্যজনক উপাখ্যান সংযুক্ত, হরিলীলা-কথাসমূহরূপ অমৃত দ্বারা সাধু ও দেবতাগণ যাহা দ্বারা আনন্দিত হয়েন। ১১

সর্ব্ববেদান্তসার ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণ অদ্বিতীয় বস্তু তন্নিষ্ঠ কৈবল্যই ইহার প্রয়োজন। ১২

ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে হেমসিংহাসনসমন্বিত এই শ্রীমদ্‌ভাগবত যিনি দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন। ১৩

তাবৎকাল পর্য্যন্ত সাধুসমাজে অন্যান্য পুরাণ সকল শোভা প্রাপ্ত হয়, যাবৎ পর্য্যন্ত অমৃত-সাগর শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রুত না হয়। ১৪

শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার, সেই অমৃত-রস দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তির অন্যত্র রতি কখনও হয় না। ১৫

নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শিব, সেইরূপ পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৬

সকল ক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কাশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এই নির্ম্মল শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়, যাহাতে পরমহংসদিগের অধিগম্য নির্ম্মল অদ্বিতীয় জ্ঞান নিহিত আছে এবং যাহাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত সর্ব্ব-কর্ম্মোপরম আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব ইহা ভক্তির সহিত বিচার পূর্ব্বক শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে মানব মুক্ত হইয়া থাকে। ১৭-১৮

পূর্ব্ব সময়ে যিনি এই অতুলনীয় জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশিত করেন, এবং ব্রহ্মারূপে নারদের নিকটে এবং নারদরূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনির নিকটে এবং ব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকটে এবং শুকদেবরূপে বিষ্ণুরাত রাজা পরীক্ষিতের নিকটে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল, বিশোক, অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি। ১৯

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে। য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে ॥২০॥
যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে। সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ ॥
ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে। তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীমদ্ভাগবতম্।

সেই সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, যিনি কৃপা করিয়া মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট এই ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২০

আর সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র মুনি শুকদেবকে নমস্কার করি। যিনি সংসারসর্পদষ্ট বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে সংসারতাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ২১

হে প্রভো! প্রতি জন্মে যাহাতে তোমার পাদপদ্মে ভক্তি হয়, তাহা কর। কারণ, আমাদের নাথ তুমি। যাঁহার নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বপাপ নষ্ট করে এবং যাঁহাকে প্রণাম করিলে সর্ব্বদুঃখের উপশম হয়, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিকে নমস্কার করি।

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত